JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS

অধ্যায় ২৪ বাক্যের অংশ ও শ্রেণিবিভাগ Kinds of Sentence

বাক্যের সংজ্ঞা

- **বাক্য :** যে সুবিন্যস্ত পদসমষ্টি দ্বারা কোনো বিষয়ে বক্তার মনোভাব সম্পূর্ণরূপে প্রকাশিত হয়, তাকে বাক্য বলে।
- **ব্যাকরণবিদ জ্যোতিভূষণ চাকী বলেন,** যথাযথ বিন্যস্ত শব্দসমষ্টি যদি একটি সম্পূর্ণ মনোভাব প্রকাশ করে, তাকে বাক্য বলে।
- বাক্যের মধ্যে স্থান পাওয়া প্রত্যেকটি শব্দকে পদ বলে। এদিক দিয়ে পদ হলো বাক্যের একক। বাক্যের মধ্যে একাধিক শব্দের গুচ্ছ অনেক সময়ে পদের মতো কাজ করে। তখন সেই একাধিক শব্দের গুচ্ছকে বর্গ বলা হয়। সাধারণ বাক্যের প্রধান তিনটি অংশ কর্তা, কর্ম ও ক্রিয়া।

বাক্যের শ্রেণিবিভাগ

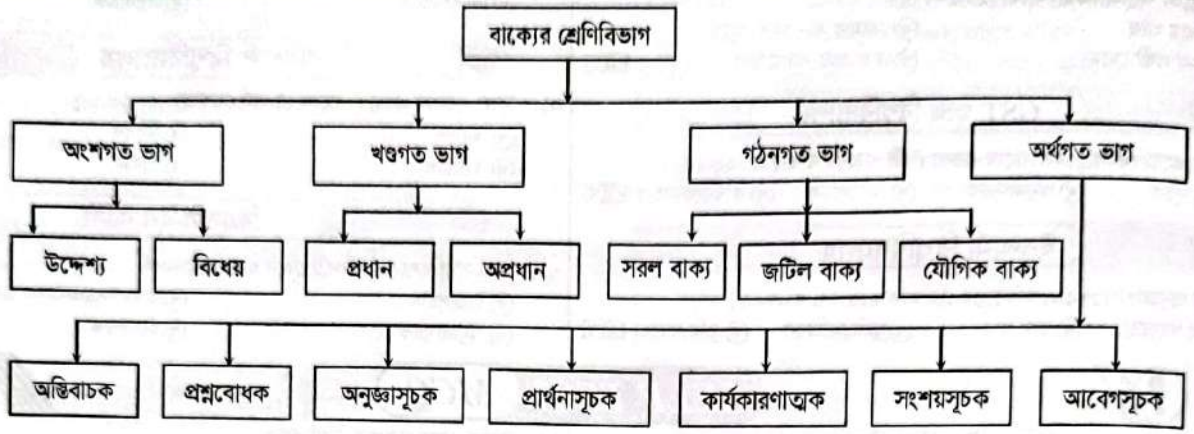

সার্থক বাক্য গঠন

➤ একটি সার্থক বাক্যের তিনটি গুণ থাকা আবশ্যক। যথা :
ক. আকাঙ্ক্ষা খ. আসত্তি গ. যোগ্যতা।

ক. **আকাঙ্ক্ষা :** বাক্যের অর্থ পরিষ্কারভাবে বোঝার জন্য এক পদের পর অন্য পদ শোনার যে ইচ্ছা তা-ই আকাঙ্ক্ষা। যেমন : 'চন্দ্র পৃথিবীর চারদিকে'– এটুকু বললে বাক্যটি সম্পূর্ণ মনোভাব প্রকাশ করে না, আরও কিছু শোনবার ইচ্ছা হয়। বাক্যটি এভাবে পূর্ণাঙ্গ করা যায় : চন্দ্র পৃথিবীর চারদিকে ঘোরে। এখানে আকাঙ্ক্ষার নিবৃত্তি হয়েছে বলে এটি পূর্ণাঙ্গ বাক্য।

খ. **আসত্তি :** বাক্যের অর্থসংগতি রক্ষার জন্য ভাষার স্বাভাবিক নিয়ম অনুসারে পরস্পর অর্থসংগতি ও আকাঙ্ক্ষাযুক্ত পদসমূহের সুশৃঙ্খল বিন্যাসকেই আসত্তি বলে। অর্থাৎ মনোভাব প্রকাশের জন্য বাক্যে শব্দগুলো এমনভাবে পর পর সাজাতে হবে যাতে মনোভাব প্রকাশ বাধাগ্রস্ত না হয়। যেমন : কাল বিতরণী হবে উৎসব স্কুলে আমাদের পুরস্কার অনুষ্ঠিত। পদ সন্নিবেশ ঠিকভাবে না হওয়ায় শব্দগুলোর অন্তর্নিহিত ভাবটি যথাযথ প্রকাশিত হয়নি। তাই এটি বাক্য হয়নি। মনোভাব পূর্ণভাবে প্রকাশ করার জন্য পদগুলোকে নিম্নলিখিতভাবে যথাস্থানে সন্নিবিষ্ট করতে হবে। যেমন : 'কাল আমাদের স্কুলে পুরস্কার বিতরণী উৎসব অনুষ্ঠিত হবে।' বাক্যটি আসত্তিসম্পন্ন।

গ. **যোগ্যতা :** বাক্যস্থিত পদসমূহের পরস্পরের সঙ্গে অর্থগত এবং ভাবগত মেলবন্ধনের নাম যোগ্যতা। যেমন : 'বর্ষার বৃষ্টিতে প্লাবনের সৃষ্টি হয়।' এটি একটি যোগ্যতাসম্পন্ন বাক্য। কারণ, বাক্যটিতে পদসমূহের অর্থগত এবং ভাবগত সমন্বয় রয়েছে। কিন্তু 'বর্ষার রৌদ্র প্লাবনের সৃষ্টি করে।' বললে বাক্যটি ভাবপ্রকাশের যোগ্যতা হারাবে। কারণ, রৌদ্র প্লাবন সৃষ্টি করে না।

➤ **শব্দের যোগ্যতার সঙ্গে নিম্নলিখিত বিষয়গুলো জড়িত থাকে।** যেমন :
ক. দুর্বোধ্যতা বর্জন খ. রীতিসিদ্ধ অর্থবাচকতা গ. উপমার ভুল প্রয়োগ ঘ. বাহুল্য-দোষ
ঙ. বাগ্‌ধারায় শব্দ পরিবর্তন চ. গুরুচণ্ডালী দোষ পরিহার ও ছ. যথার্থ শব্দ প্রয়োগ

ক. **দুর্বোধ্যতা বর্জন :** অপ্রচলিত, দুর্বোধ্য শব্দ ব্যবহার করলে বাক্যের যোগ্যতা বিনষ্ট হয়। যেমন : তুমি আমার সঙ্গে প্রপঞ্চ করেছো। (চাতুরী বা মায়া অর্থে, কিন্তু বাংলা 'প্রপঞ্চ' শব্দটি অপ্রচলিত)।

খ. **রীতিসিদ্ধ অর্থবাচকতা :** প্রকৃতি-প্রত্যয়জাত অর্থে শব্দ সর্বদা ব্যবহৃত হয়। যোগ্যতার দিক থেকে রীতিসিদ্ধ অর্থের প্রতি খেয়াল রেখে কতগুলো শব্দ ব্যবহার করতে হয়। যেমন :

শব্দ	রীতিসিদ্ধ প্রয়োগ	প্রকৃতি + প্রত্যয়	অর্থ
বাধিত	অনুগৃহীত বা কৃতজ্ঞ	বাধ + ইত	বাধাপ্রাপ্ত
তৈল	তিল জাতীয় বিশেষ কোনো শস্যের রস	তিল + ষ্ণ	তিলজাত স্নেহ পদার্থ

গ. **উপমার ভুল প্রয়োগ :** ঠিকভাবে উপমা অলংকার ব্যবহার না করলে যোগ্যতার হানি ঘটে। যেমন : আমার হৃদয়-মন্দিরে আশার বীজ উপ্ত হলো। বীজ ক্ষেতে বপন করা হয়, মন্দিরে নয়। কাজেই বাক্যটি হওয়া উচিত : আমার হৃদয় ক্ষেত্রে আশার বীজ উপ্ত হলো।

ঘ. **বাহুল্য-দোষ :** প্রয়োজনের অতিরিক্ত শব্দ ব্যবহারে বাহুল্য দোষ ঘটে এবং এর ফলে শব্দ তার যোগ্যতাগুণ হারিয়ে থাকে। যেমন : দেশের সব আলেমগণই এ ব্যাপারে আমাদের সমর্থন দান করেন। 'আলেমগণ' বহু বচনবাচক শব্দ। এর সঙ্গে 'সব' শব্দটির অতিরিক্ত ব্যবহার বাহুল্য-দোষ সৃষ্টি করেছে।

ঙ. **বাগ্‌ধারায় শব্দ পরিবর্তন :** বাগ্‌ধারা ভাষাবিশেষের ঐতিহ্য। এর যথেচ্ছা পরিবর্তন করলে শব্দ তার যোগ্যতা হারায়। যেমন : 'অরণ্যে রোদন' (অর্থ : নিষ্ফল আবেদন) এর পরিবর্তে যদি বলা হয়, 'বনে ক্রন্দন' তবে বাগ্‌ধারাটি তার যোগ্যতা হারাবে।

চ. **গুরুচণ্ডালী দোষ :** তৎসম শব্দের সঙ্গে দেশীয় শব্দের প্রয়োগ কখনো কখনো গুরুচণ্ডালী দোষ সৃষ্টি করে। এ দোষে শব্দ তার যোগ্যতা হারায়। 'গরুর গাড়ি', 'শবদাহ', 'মড়াপোড়া' প্রভৃতি স্থলে যথাক্রমে 'গরুর শকট', 'শবপোড়া', 'মড়াদাহ' প্রভৃতির ব্যবহার গুরুচণ্ডালী দোষ দৃষ্টি করে।

ছ. **যথার্থ শব্দ প্রয়োগ :** অনেক সময় বাক্যে যথার্থ শব্দ প্রয়োগ না করে এমন শব্দ প্রয়োগ করা হয়, যা বাক্যকে অর্থহীন হাস্যকর করে তোলে। যেমন : ইংরেজি 'Give' শব্দের অর্থ 'দেওয়া', 'দেয়া' নয়। 'দেয়া' অর্থ মেঘ। কিন্তু অনেকে এর প্রকৃত অর্থ না জেনে না বুঝে লিখে ফেলেন : নিচে দেয়া হলো। অর্থাৎ এর অর্থ দাঁড়ালো নিচে মেঘ হলো। এমনটি লেখা বিধেয় নয়। অর্থাৎ লিখতে হবে 'নিচে দেওয়া হলো' এটাই সমীচীন।

JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS

উদ্দেশ্য ও বিধেয়

- বাক্যকে উদ্দেশ্য ও বিধেয় – এই দুই অংশে ভাগ করা যায়। বাক্যে যাকে উদ্দেশ্য করে কিছু বলা হয়, তাকে উদ্দেশ্য বলে। অর্থাৎ বাক্যের যে অংশে কাউকে উদ্দেশ্য করে কিছু বলা হয়, তা-ই উদ্দেশ্য। যেমন : সুমন বল খেলে। এই বাক্যে সুমনকে উদ্দেশ্য করে কিছু বলা হচ্ছে। এতএব 'সুমন' বাক্যটির উদ্দেশ্য।
- বিশেষ্য বা বিশেষ্যস্থানীয় অন্যান্য পদ বা পদসমষ্টিযোগে গঠিত বাক্যাংশও বাক্যের উদ্দেশ্য হতে পারে। যেমন : সৎ লোকেরাই প্রকৃত সুখী (বিশেষ্যরূপে ব্যবহৃত বিশেষণ)। মিথ্যা কথা বলা খুবই অন্যায় (ক্রিয়াজাত বাক্যাংশ)।
- বাক্যে উদ্দেশ্য সম্পর্কে যা বলা হয়, তাকে বিধেয় বলে। বিধেয় অংশে সাধারণত ক্রিয়া থাকে। যেমন : 'সুমন বল খেলে।' এখানে 'বল খেলে' অংশটি বাক্যের বিধেয়।
- বাক্য দীর্ঘতর হলে উদ্দেশ্য ও বিধেয় অংশের সঙ্গে নানা ধরনের শব্দ ও বর্গ যুক্ত হতে পারে। উদ্দেশ্য ও বিধেয়কে এইসব শব্দ ও বর্গ প্রসারিত করে বলে এগুলোর নাম প্রসারক। এছাড়া বিধেয় ক্রিয়ার বিশেষ্য অংশকে বলা হয় পূরক। যেমন : সেলিম সাহেবের ছেলে সুমন গাছতলায় বসে বই পড়ছে।

এখানে 'সুমন' উদ্দেশ্য, 'সেলিম সাহেবের ছেলে' উদ্দেশ্যের প্রসারক। অন্যদিকে 'পড়ছে' বিধেয়ের ক্রিয়া, 'গাছতলায় বসে' বিধেয়ের প্রসারক এবং 'বই' হলো বিধেয়ের পূরক।

তবে উদ্দেশ্য ও বিধেয়ের এই অবস্থান বদলে যেতে পারে। যেমন : চিনি বা শর্করা এইসব মিলিয়ে তৈরি হয়। এই বাক্যকে এভাবেও লেখা যেতে পারে : এইসব মিলিয়ে তৈরি হয় চিনি বা শর্করা।

উপরের প্রথম বাক্যে উদ্দেশ্য 'চিনি বা শর্করা' প্রথমে বসেছে, বিধেয়ের প্রসারক 'এইসব মিলিয়ে' মাঝখানে বসেছে, এবং বিধেয় ক্রিয়া 'তৈরি হয়' শেষে বসেছে। অন্যদিকে দ্বিতীয় বাক্যে উদ্দেশ্য 'চিনি বা শর্করা' শেষে বসেছে, বিধেয়ের প্রসারক 'এইসব মিলিয়ে' প্রথমে বসেছে, এবং বিধেয় ক্রিয়া 'তৈরি হয়' মাঝখানে বসেছে।

সাধারণত উদ্দেশ্যের পূর্বে উদ্দেশ্যের প্রসারক এবং বিধেয়ের পূর্বে বিধেয়ের প্রসারক বসে। তবে বিধেয়ের স্থান ও কাল সংক্রান্ত প্রসারক উদ্দেশ্যের পূর্বেও বসতে পারে। যেমন : ১৯৫২ সালে ঢাকার রাজপথে বাঙালি জাতির অহংকার রফিক-সালাম-বরকত-জব্বার মাতৃভাষার জন্য জীবন উৎসর্গ করেছিলেন।

এই বাক্যে উদ্দেশ্য হলো 'রফিক-সালাম-বরকত-জব্বার', উদ্দেশ্যের প্রসারক হলো 'বাঙালি জাতির অহংকার'। বিধেয় ক্রিয়া হলো 'উৎসর্গ করেছিলেন', বিধেয়ের পূরক হলো 'জীবন'। অন্যদিকে '১৯৫২ সালে', 'ঢাকার রাজপথে', এবং 'মাতৃভাষার জন্য' এই তিনটি অংশ হলো বিধেয়ের প্রসারক।

উদ্দেশ্যের প্রকারভেদ

একটিমাত্র পদবিশিষ্ট কর্তৃপদকে সরল উদ্দেশ্য বলে।

উদ্দেশ্যের সঙ্গে বিশেষণাদি যুক্ত থাকলে তাকে সম্প্রসারিত উদ্দেশ্য বলে।

উদ্দেশ্যের সম্প্রসারণ :

উদ্দেশ্যের সম্প্রসারণ	সম্প্রসারণ	উদ্দেশ্য	বিধেয়
১. বিশেষণ যোগে	কুখ্যাত	দস্যুদল	ধরা পড়েছে।
২. সম্বন্ধ পদযোগে	হাসিমের	ভাই	এসেছে
৩. সমার্থক বাক্যাংশ যোগে	যারা অত্যন্ত পরিশ্রমী,	তারাই	উন্নতি করে।
৪. অসমাপিকা ক্রিয়া বিশেষণ যোগে	চাটুকার পরিবৃত হয়েই	বড় সাহেব	থাকেন।
৫. বিশেষণ স্থানীয় বাক্যাংশ যোগে	যার কথা তোমরা বলে থাক,	তিনি	এসেছেন।

বিধেয়ের সম্প্রসারণ :

বিধেয়ের সম্প্রসারণ	উদ্দেশ্য	সম্প্রসারণ	বিধেয়
১. ক্রিয়া বিশেষণ যোগে	ঘোড়া	দ্রুত	চলে।
২. ক্রিয়া বিশেষণীয় যোগে	জেট বিমান	অতিশয় দ্রুত	চলে।
৩. কারকাদি যোগে	ভুবনের	ঘাটে ঘাটে	ভাসিছে।
৪. ক্রিয়া বিশেষণ স্থানীয় বাক্যাংশ যোগে	তিনি	যেভাবেই হোক	আসবেন।
৫. বিধেয় বিশেষণ যোগে	ইনি	আমার বিশেষ	অন্তরঙ্গ বন্ধু (হন)।

- বাক্যের বিধেয় অংশে ক্রিয়া থাকা-না থাকা বিবেচনায় বাক্যকে দুই ভাগে বিভক্ত করা যায়। যথা : সক্রিয় বাক্য ও অক্রিয় বাক্য।

০১. **সক্রিয় বাক্য :** যেসব বাক্যের বিধেয় অংশে ক্রিয়া থাকে, সেগুলোকে সক্রিয় বাক্য বলে। যেমন : আমার মা চাকরি করেন।

০২. **অক্রিয় বাক্য :** যেসব বাক্যের বিধেয় অংশে ক্রিয়া থাকে না, সেগুলোকে অক্রিয় বাক্য বলে। যেমন : তিনি বাংলাদেশের নাগরিক। তবে অতীত ও ভবিষ্যৎ কালের প্রয়োগে এগুলো সক্রিয় বাক্য হয়ে যায়। যেমন : 'তিনি বাংলাদেশের নাগরিক ছিলেন' বা 'তিনি বাংলাদেশের নাগরিক হবেন'।

বাক্যের বর্গ

- **বর্গ :** বাক্যের মধ্যে একাধিক শব্দ দিয়ে গঠিত বাক্যাংশকে বর্গ বলে। বর্গ হলো ঘনিষ্ঠভাবে সম্পর্কিত শব্দের গুচ্ছ। বর্গকে বলা যায় বাক্যের একক, কেননা মানুষ কথা বলতে গিয়ে শব্দের পরে শব্দ না বসিয়ে প্রায়ই বর্গের পরে বর্গ বসায়। যেমন : মালা ও মায়া খুব সকালে বাড়ির সামনে দাঁড়িয়ে থাকা স্কুল-বাসে উঠে পড়ল। এই বাক্যে 'মালা ও মায়া', 'খুব সকালে', 'বাড়ির সামনে দাঁড়িয়ে থাকা', 'স্কুল-বাসে', 'উঠে পড়ল' প্রভৃতি শব্দগুচ্ছ এক একটি বর্গ।
- কোনো একটি বর্গ বাক্যের মধ্যে যে পদের মতো আচরণ করে, সেই পদের নাম অনুযায়ী বর্গের নাম হয়। উপরের উদাহরণে 'মালা ও মায়া' ও 'স্কুল-বাসে' হলো বিশেষ্যবর্গ। 'বাড়ির সামনে দাঁড়িয়ে থাকা' হলো বিশেষণবর্গ। 'খুব সকালে' ক্রিয়াবিশেষণ বর্গ এবং 'উঠে পড়লো' হলো ক্রিয়াবর্গ।
- **নিচে বিভিন্ন ধরনের বর্গের পরিচয় দেওয়া হলো :**

০১. **বিশেষ্যবর্গ :** বিশেষ্যের আগে এক বা একাধিক বিশেষণ বা সম্বন্ধপদ যুক্ত হয়ে বিশেষ্য বর্গ তৈরি হয়। যেমন : অসুস্থ ছেলেটি আজ স্কুলে আসেনি। আমার ভাই পড়তে বসেছে।

- আবার, যোজক দ্বারা দুইটি বিশেষ্য যুক্ত হয়ে বিশেষ্যবর্গ তৈরি হয়। যেমন : রহিম ও করিম বৃষ্টিতে ভিজছে।

০২. **বিশেষণবর্গ :** বিশেষণজাতীয় শব্দের গুচ্ছকে বলা যায় বিশেষণবর্গ। যেমন : আমটা দেখতে ভারী সুন্দর। ভদ্রলোক সত্যিকারের নির্লোভ। পোকায় খাওয়া কাঠ দিয়ে আসবাব বানানো ঠিক নয়।

০৩. **ক্রিয়াবিশেষণ-বর্গ :** যে শব্দগুচ্ছ ক্রিয়াবিশেষণ হিসেবে কাজ করে, তাকে ক্রিয়াবিশেষণ বর্গ বলে। যেমন : সকাল আটটার সময়ে সে রওনা হলো। তারপর আমরা দশ নম্বর প্ল্যাটফর্মে গিয়ে দাঁড়ালাম। আমি সকাল থেকে বসে আছি। বেঁচে থাকার মতো সামান্য কয়টা টাকা বেতন পাই। সে খেয়ে আর ঘুমিয়ে কাটাচ্ছে।

- **ক্রিয়াবর্গ :** বাক্যের বিধেয় অংশের ক্রিয়া প্রায় ক্ষেত্রেই ক্রিয়াবর্গ তৈরি করে। যেমন : অস্ত্রসহ সৈন্যদল এগিয়ে চলেছে। সে লিখছে আর হাসছে। সে অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকার পর বসে পড়লো। বাচ্চাটা অনেকক্ষণ ধরে চিৎকার করছে।

গঠন অনুসারে বাক্যের শ্রেণিবিভাগ

- **গঠন অনুসারে বাক্য :** গঠনগত দিক থেকে বাক্য তিন প্রকার। যথা :
  ১. সরল বাক্য   ২. জটিল বাক্য   ৩. যৌগিক বাক্য

০১. **সরল বাক্য :** যে বাক্যে একটি সমাপিকা ক্রিয়া থাকে, তাকে সরল বাক্য বলে। যেমন : পাখিগুলো নীল আকাশে উড়ছে। তিনি ভাত খেয়ে ঘুমিয়ে পড়লেন। জেসমিন সবার জন্য চা বানিয়েছে। পুকুরে পদ্মফুল জন্মে। আমি পড়াশোনা শেষ করে খেলতে যাব। বৃষ্টি হচ্ছে। তোমরা বাড়ি যাও। খোকা আজ সকালে স্কুলে গিয়েছে। স্নেহময়ী জননী স্বীয় সন্তানকে প্রাণাপেক্ষা ভালোবাসেন। বিশ্ববিখ্যাত মহাকবিরা ঐন্দ্রজালিক শক্তিসম্পন্ন লেখনী দ্বারা অমরতার সঙ্গীত রচনা করেন।

- সরল বাক্যে অনেক সময়ে ক্রিয়া অনুপস্থিত থাকে। যেমন : আমরা তিন ভাইবোন।
- বাক্যের মধ্যে এক বা একাধিক অসমাপিকা ক্রিয়া থাকলেও সরল বাক্য হয়। যেমন : তিনি খুব সকালে ঘুম থেকে উঠে পায়চারি করতে করতে বাজারের দিকে গেলেন।

গুরুত্বপূর্ণ সরল বাক্য : গৃহস্বামী তার কাছে গিয়ে নিজের দুরবস্থা জানাল। • তুমি আমাকে আমার বাড়িতে পৌঁছে দাও। • ওর সমস্ত মনটাতে ভিজে হাওয়া যেন শ্রাবণ-অরণ্যের গন্ধ নিয়ে ঘনিয়ে ওঠে। • শিমুল গাছটা বড় হলে চারদিকে তুলো ছড়িয়ে অস্থির করে দেবে। • গফুর কত কী চিন্তা করিয়া হঠাৎ সেই সমস্যার সমাধান করিয়া ফেলিল। • তাহার মাটির প্রাচীর পড়িয়া গিয়া পাষাণ আসিয়া পথে মিশিয়াছে। • এখন পরকালের কর্ম না করিলে কবে করিব? • সেইটে দেখে বলাইয়ের মন ভারি খুশি হয়ে ওঠে। • আবদুর রহিম নামে আমার এক চাকর ছিল। • বৈশাখ শেষ হইয়া আসিলেও মেঘের ছায়াটুকু কোথাও নেই। • কবিত্ব আমার আসে না বলে প্রকৃতির সৌন্দর্য আমার চোখে ধরা পড়ে না। • রৌদ্রতাপ কমে এলে পরামর্শ করা যাবে। • শোনামাত্র তারা আনন্দে চিৎকার করে উঠল। • গণ্ডির বাইরে গেলেই বিষম বিপদ। • এই-সব প্রকাণ্ড গাছের ভিতরকার মানুষকেও যেন বলাই দেখতে পায়। • গোড়ায় বলাই শিমুল গাছটা না দেখালে ওটা আমার হয়তো লক্ষ্যই হতো না। • ইহারই সীমানার পথের ধারে গফুরের বাড়ি। • চোখ বেঁধে দিলেও ঠিক বের করতে পারব কোথায় জলের কল, কোথায় চা-খিলির দোকান। • পয়লা পয়লা কাজে নেমে সবাই ভিরমি খায়।

JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS

০২. জটিল বাক্য : যে-সে, যারা-তারা, যিনি-তিনি, যাঁরা-তাঁরা, যা-তা প্রভৃতি সাপেক্ষ সর্বনাম এবং যদি-তবে, যদিও-তবু, যেহেতু-সেহেতু, যত-তত, যেটুকু-সেটুকু, যেমন-তেমন, যখন-তখন প্রভৃতি সাপেক্ষ যোজক দিয়ে যখন অধীন বাক্যগুলো যুক্ত থাকে, তাকে জটিল বাক্য বলে। যেমন : যে ছেলেটি এখানে এসেছিল, সে আমার ভাই। যদি তুমি যাও, তবে তার দেখা পাবে। যখন বৃষ্টি নামল, তখন আমরা ছাতা খুঁজতে শুরু করলাম। যদি তোমার কিছু বলার থাকে, তবে এখনই বলে ফেলো। যখন আমার পড়াশোনা শেষ হবে, তখন আমি খেলতে যাব। যে পরিশ্রম করে, সে-ই সুখ লাভ করে। সে যে অপরাধ করেছে, তা মুখ দেখেই বুঝেছি।

৩. আশ্রিত খণ্ডবাক্য তিন প্রকার। যথা :

ক. বিশেষ্য স্থানীয় আশ্রিত খণ্ডবাক্য : যে আশ্রিত খণ্ডবাক্য (Subordinate clause) প্রধান খণ্ডবাক্যের যে কোনো পদের আশ্রিত থেকে বিশেষ্যের কাজ করে, তাকে বিশেষ্যস্থানীয় আশ্রিত খণ্ডবাক্য বলে। যেমন : **আমি মাঠে গিয়ে দেখলাম**, খেলা শেষ হয়ে গিয়েছে। তিনি বাড়ি আছেন কি না, আমি জানি না। ব্যাপারটি নিয়ে ঘাঁটাঘাঁটি করলে ফল ভালো হবে না।

খ. বিশেষণ স্থানীয় আশ্রিত খণ্ডবাক্য (Abjective clause) : যে আশ্রিত খণ্ডবাক্য প্রধান খণ্ডবাক্যের অন্তর্গত কোনো বিশেষ্য বা সর্বনামের দোষ, গুণ এবং অবস্থা প্রকাশ করে, তাকে বিশেষণ স্থানীয় আশ্রিত খণ্ডবাক্য বলে। যেমন : লেখাপড়া করে যেই, গাড়ি ঘোড়া চড়ে সেই। (আশ্রিত বাক্যটি 'সেই' সর্বনামের অবস্থা প্রকাশ করছে)। এরূপ : **খাঁটি সোনার চাইতে খাঁটি**, আমার দেশের মাটি'। **ধনধান্য পুষ্পে ভরা**, আমাদের এই বসুন্ধরা। **যে এ সভায় অনুপস্থিত**, সে বড় দুর্ভাগা।

গ. ক্রিয়া-বিশেষণ স্থানীয় আশ্রিত খণ্ডবাক্য (Adverbial clause) : যে আশ্রিত খণ্ডবাক্য ক্রিয়াপদের স্থান, কাল ও কারণ নির্দেশক অর্থে ব্যবহৃত হয়, তাকে ক্রিয়া বিশেষণ স্থানীয় আশ্রিত খণ্ডবাক্য বলে। যেমন : **যতই করিবে দান**, তত যাবে বেড়ে।' **তুমি আসবে বলে** আমি অপেক্ষা করছি। **যেখানে আকাশ আর সমুদ্র একাকার হয়ে গেছে**, সেখানেই দিকচক্রবাল।

গুরুত্বপূর্ণ জটিল বা মিশ্র বাক্য : • যে ব্যক্তির মাথায় বুদ্ধি নেই, সে পরের সমালোচনায় উদ্বিগ্ন। • সবাই জানেন যে, কালো টাকার মালিকগণ সুখী হন না। • লেখাপড়া বিষয়ে তার যে গভীর অনুরাগ ছিল, একথা বলা যায় না। • যদি তারে নাই চিনি গো, সে কি আমায় নেবে চিনে। • তুমি আসবে বলে হে স্বাধীনতা, সখিনা বিবির কপাল ভাঙল। • তুমি ঢাকায় যাবে বলে, আমি উদ্বিগ্ন হয়ে আছি। • যারা ভালো ছাত্র, তারা শিক্ষককে শ্রদ্ধা করে। • যে ভিক্ষা চায়, তাকে দান কর। • যাদের বুদ্ধি নেই, তারাই একথা বিশ্বাস করবে। • যতদিন বেঁচে থাকব, ততদিন এ ঋণ স্বীকার করব। • যদি সে কাল আসে, তাহলে আমি যাবো। • যখন বিপদ আসে, তখন দুঃখও আসে। • যেহেতু তুমি প্রথম হয়েছ, সেহেতু পুরস্কার তুমিই পাবে। • যেহেতু পড়াশোনা করেছ, সেহেতু কৃতকার্য হবেই। • যেহেতু বৃষ্টিতে ভিজেছ, সেহেতু সর্দি তোমার হবেই। • যেহেতু নির্বাচন হয়েছে, সেহেতু দেশে গণতন্ত্র ফিরে আসবেই।

০৩. যৌগিক বাক্য : দুই বা ততোধিক স্বাধীন বাক্য যখন যোজকের মাধ্যমে যুক্ত হয়ে একটি বাক্যে পরিণত হয়, তখন তাকে যৌগিক বাক্য বলে। এবং, ও, আর, অথবা, বা, কিংবা, কিন্তু, অথচ, সেজন্য, ফলে ইত্যাদি যোজক যৌগিক বাক্যে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। কমা (,), সেমিকোলন (;), কোলন (:), ড্যাশ (–) ইত্যাদি যতিচিহ্নও যোজকের কাজ করে। যেমন : আমি পড়াশোনা শেষ করব; তারপর খেলতে যাব। হামিদ বই পড়ছে, আর সীমা রান্না করছে। সে ঘর ঝাড়ু দিল, ঘর মুছল, তারপর পড়তে বসল। অন্ধকার হয়ে এসেছে – বন্ধুরাও মুখ ভার করে রইল। তোমরা চেষ্টা করেছ, কিন্তু আশানুরূপ ফল পাওনি – এতে দোষের কিছু নেই। রহমত রাতে রুটি খায় আর রহিমা খায় ভাত। নেতা জনগণকে উৎসাহিত করলেন বটে, কিন্তু, কোনো পথ দেখাতে পারলেন না। বস্ত্র মলিন কেন, কেহ জিজ্ঞাসা করিলে সে ধোপাকে গালি পাড়ে, অথচ ধৌত বস্ত্রে তাহার গৃহ পরিপূর্ণ। উদয়াস্ত পরিশ্রম করব, তথাপি অন্যের দ্বারস্থ হব না।

গুরুত্বপূর্ণ যৌগিক বাক্য : • মানুষ সূর্যোদয়ে আনন্দিত হয় এবং রাত্রির আগমনে পুলকিত হয়ে থাকে। • সে না এলে তুমি যাবে না, কিন্তু সে বলে পাঠিয়েছে যে তার আসতে দেরি হবে।

৪. বাক্যের রূপান্তর : বাক্যের মূল অর্থ অপরিবর্তিত রেখে সরল, জটিল ও যৌগিক বাক্যের পারস্পরিক রূপান্তর করা সম্ভব।

ক. সরল বাক্য থেকে জটিল বাক্য : যে-সে, যিনি-তিনি, যাঁরা-তাঁরা, যা-তা ইত্যাদি সাপেক্ষ সর্বনাম এবং যদি-তবে, যেহেতু-সেহেতু, যখন-তখন, যত-তত, যেমন-তেমন ইত্যাদি সাপেক্ষ যোজক যুক্ত করে সরল বাক্যকে জটিল বাক্যে রূপান্তরিত করা যায়। যেমন :

সরল	জটিল
দুর্জন লোক পরিত্যাজ্য।	যেসব লোক দুর্জন, তারা পরিত্যাজ্য।
তুমি চেষ্টা না করায় ব্যর্থ হয়েছ।	যেহেতু তুমি চেষ্টা করোনি, তাই ব্যর্থ হয়েছ।
ভালো ছেলেরা শিক্ষকের আদেশ পালন করে।	যারা ভালো ছেলে, তারা শিক্ষকের আদেশ পালন করে।
তার দর্শনমাত্রই আমরা প্রস্থান করলাম।	যে-ই তার দর্শন পেলাম, সে-ই আমরা প্রস্থান করলাম।
ভিক্ষুককে দান কর।	যে ভিক্ষা চায়, তাকে দান কর।

খ. জটিল বাক্য থেকে সরল বাক্য

জটিল বাক্যকে সরল বাক্যে রূপান্তরের সময়ে সাপেক্ষ সর্বনাম ও সাপেক্ষ যোজককে বাদ দিতে হয়। যেমন :

জটিল	সরল
যারা পরিশ্রম করে, তারা জীবনে সফল হয়।	পরিশ্রমীরা জীবনে সফল হয়।
যাদের বুদ্ধি নেই, তারাই এ কথা বিশ্বাস করবে।	নির্বোধরা/বুদ্ধিহীনরা এ কথা বিশ্বাস করবে।
যতদিন বেঁচে থাকব, ততদিন এ ঋণ স্বীকার করব।	আজীবন এ ঋণ স্বীকার করব।
যে সকল পশু মাংস ভোজন করে, তারা অত্যন্ত বলবান।	মাংসভোজী পশু অত্যন্ত বলবান।
যখন সে সুসংবাদটা পেল, তখন সে আনন্দিত হলো।	সুসংবাদটা পেয়ে সে আনন্দিত হলো।

গ. সরল বাক্য থেকে যৌগিক বাক্য :

যৌগিক বাক্যে একাধিক সমাপিকা ক্রিয়ার প্রয়োজন হয়। এজন্য সরল বাক্যকে যৌগিক বাক্য করতে সরল বাক্যের মাঝখানের অসমাপিকা ক্রিয়াকে সমাপিকা ক্রিয়ায় রূপান্তর করতে হয়। সরল বাক্যে একটিমাত্র ক্রিয়া থাকলে যৌগিক বাক্য গঠনের সময় আরেকটি ক্রিয়া তৈরি করে নিতে হয়। যেমন :

সরল	যৌগিক
কেউ কেউ মরেই বাঁচে।	কেউ কেউ মরে এবং তবেই বাঁচে।
ভিক্ষুককে টাকা দাও।	কিছু লোক ভিক্ষা করে, ওদের টাকা দাও।
আমি বহু কষ্টে শিক্ষা লাভ করেছি।	আমি বহু কষ্ট করেছি, ফলে শিক্ষা লাভ করেছি।
জ্ঞানী বলেই তিনি বিনয়ী ছিলেন।	তিনি জ্ঞানী ছিলেন, সুতরাং তিনি বিনয়ী ছিলেন।
তিনি আমাকে পাঁচ টাকা দিয়ে বাড়ি যেতে বললেন।	তিনি আমাকে পাঁচটি টাকা দিলেন এবং বাড়ি যেতে বললেন।
সে চেষ্টা করে সাফল্য লাভ করেছে।	সে চেষ্টা করেছে এবং সাফল্য লাভ করেছে।
পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়ার জন্য এখন থেকেই তোমার পড়া উচিত।	এখন থেকেই তোমার পড়া উচিত, তবেই পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে পারবে।
সূর্যোদয়ে অন্ধকার দূর হয়।	সূর্য উদিত হয়, সুতরাং অন্ধকার দূর হয়।
সত্য কথা না বলে বিপদে পড়েছ।	সত্য কথা বল নি, তাই বিপদে পড়েছ।
তার বয়স হলেও বুদ্ধি হয়নি।	তার বয়স হয়েছে, কিন্তু বুদ্ধি হয়নি।
সত্য কথা স্বীকার না করলে শাস্তি পাবে।	সত্য কথা স্বীকার কর, নতুবা শাস্তি পাবে।
তিনি ধনী হলেও দাতা নন।	তিনি ধনী, কিন্তু দাতা নন।
তিনি ধনী হলেও সুখী ছিলেন না।	তিনি ধনী ছিলেন, কিন্তু সুখী ছিলেন না।
সৎ ব্যক্তি বলে সকলে তাকে সম্মান করে।	লোকটি সৎ, তাই সকলে তাকে সম্মান করে।
পড়াশোনা করলে জীবনে উন্নতি করতে পারবে।	পড়াশোনা কর, তবে জীবনে উন্নতি করতে পারবে।
তুমি চেষ্টা না করায় ব্যর্থ হয়েছ।	তুমি চেষ্টা করোনি, তাই ব্যর্থ হয়েছ।
বিদ্বান হলেও তাঁর অহঙ্কার নেই।	তিনি বিদ্বান, কিন্তু তাঁর অহঙ্কার নেই।
দরিদ্র হলেও তার মন ছোট নয়।	সে দরিদ্র, কিন্তু তার মন ছোট নয়।
পণ্ডিত হওয়া সত্ত্বেও সে বিনয়ী নয়।	সে পণ্ডিত, কিন্তু বিনয়ী নয়।
দশ মিনিট পর ট্রেন এলো।	দশ মিনিট অতিক্রান্ত হলো, তারপর ট্রেন এলো।

ঘ. যৌগিক বাক্য থেকে সরল বাক্য :

যৌগিক বাক্যে দুটি সমাপিকা ক্রিয়া থাকে; অন্যদিকে সরল বাক্যে থাকে একটি সমাপিকা ক্রিয়া। তা-ই যৌগিক বাক্য থেকে সরল বাক্যে রূপান্তরের সময়ে মাঝখানের সমাপিকা ক্রিয়াকে অসমাপিকা ক্রিয়ায় রূপান্তর করে নিতে হয়। যেমন :

যৌগিক বাক্য	সরল বাক্য
সে এখানে এল এবং সব কথা খুলে বলল।	সে এখানে এসে সব কথা খুলে বলল।
সত্য কথা বলিনি, তাই বিপদে পড়েছি।	সত্য কথা না বলে বিপদে পড়েছি।
তার বয়স হয়েছে, কিন্তু বুদ্ধি হয়নি।	তার বয়স হলেও বুদ্ধি হয়নি।
মেঘ গর্জন করে, তবে ময়ূর নৃত্য করে।	মেঘ গর্জন করলে ময়ূর নৃত্য করে।
লোকটি অশিক্ষিত, কিন্তু অভদ্র নয়।	লোকটি অশিক্ষিত হলেও অভদ্র নয়।

JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS

জটিল বাক্য থেকে যৌগিক বাক্য :

জটিল বাক্যের সাপেক্ষ সর্বনাম ও সাপেক্ষ যোজক বাদ দিয়ে যৌগিক বাক্য তৈরি করতে হয়। যৌগিক বাক্যে একাধিক সমাপিকা ক্রিয়া থাকে। যেমন :

জটিল বাক্য	যৌগিক বাক্য
যখন বিপদ আসে, তখন দুঃখও আসে।	বিপদ ও দুঃখ একসঙ্গে আসে।
যদি নিয়মিত সাঁতার কাটো, তবে স্বাস্থ্য ভালো থাকবে।	নিয়মিত সাঁতার কাটো, স্বাস্থ্য ভালো থাকবে।
যদিও লোকটি ধনী, তথাপি সে কৃপণ।	লোকটি ধনী, কিন্তু কৃপণ।
যদিও তার টাকা আছে, তবু তিনি দান করেন না।	তার টাকা আছে, কিন্তু তিনি দান করেন না।
যদিও সে দরিদ্র, তথাপি সে চরিত্রবান।	সে দরিদ্র, কিন্তু চরিত্রবান।
যেহেতু সে নিরপরাধ, সেহেতু সে মুক্তি পাবে।	সে নিরপরাধ, অতএব সে মুক্তি পাবে।
যখন বৃষ্টি থামল, তখন আমরা স্কুলে রওনা হলাম।	বৃষ্টি থামল এবং আমরা স্কুলে রওনা হলাম।
যখন বিপদ আসে, তখন দুঃখও আসে।	বিপদ এবং দুঃখ একই সঙ্গে আসে।
যদি সাঁতার কাট, তবে স্বাস্থ্য ভালো হবে।	সাঁতার কাট, তবে স্বাস্থ্য ভালো হবে।
যদি পরিশ্রম কর, তাহলে ফল পাবে।	পরিশ্রম কর, তবে ফল পাবে।
যদি পানিতে নাম, তবে সাঁতার শিখতে পারবে।	পানিতে নাম, তবে সাঁতার শিখতে পারবে।
যদিও তিনি ধনী, তথাপি তিনি অসুখী।	তিনি ধনী, কিন্তু অসুখী।
যদি সে কাল আসে, তাহলে আমি যাব।	সে কাল আসবে, তারপর আমি যাব।
যদি পড়াশোনা না কর, তাহলে ভবিষ্যৎ অন্ধকার।	পড়াশোনা কর, নতুবা ভবিষ্যৎ অন্ধকার।
যদিও সে ধনী তথাপি সে গরিবকে ভালোবাসে।	সে ধনী, কিন্তু গরিবকে ভালোবাসে।

চ. **যৌগিক বাক্য থেকে জটিল বাক্য :**

যৌগিক বাক্যকে জটিল বাক্যে রূপান্তর করার সময়ে যৌগিক বাক্যের যোজক বাদ দিতে হয়। এর বদলে সাপেক্ষ সর্বনাম ও সাপেক্ষ যোজক যুক্ত হয়। যেমন–

যৌগিক বাক্য	জটিল বাক্য
ছেলেটির বয়স অল্প; কিন্তু বেশ বুদ্ধিমান।	যদিও ছেলেটির বয়স অল্প, তবু বেশ বুদ্ধিমান।
দোষ করেছ; অতএব শাস্তি পাবে।	যেহেতু দোষ করেছ, সেহেতু শাস্তি পাবে।
দোষ স্বীকার কর, তোমাকে কোনো শাস্তি দিব না।	যদি দোষ স্বীকার কর, তাহলে তোমাকে কোনো শাস্তি দিব না।
তিনি অত্যন্ত দরিদ্র কিন্তু তার অন্তঃকরণ অতিশয় উচ্চ।	যদিও তিনি অত্যন্ত দরিদ্র, তথাপি তার অন্তঃকরণ অতিশয় উচ্চ।
এ গ্রামে যে দরগাহ আছে, সেটি পাঠানযুগে নির্মিত হয়েছে।	এ গ্রামে যে দরগাহ আছে, সেটি পাঠানযুগে নির্মিত হয়েছে।

অর্থানুসারে বাক্যের শ্রেণিবিভাগ

বাগ্‌ভঙ্গি বা অর্থানুসারে বাক্য : বাগ্‌ভঙ্গি বা অর্থানুসারে বাক্য কয়েক ভাগে বিভক্ত। যথা :

- বিবৃতিমূলক বা নির্দেশাত্মক বাক্য
- অনুজ্ঞা বা আদেশসূচক বাক্য
- কার্যকারণাত্মক বাক্য
- ইচ্ছা বা প্রার্থনাসূচক বাক্য
- প্রশ্নবোধক বা প্রশ্নাত্মক বাক্য
- আবেগসূচক বাক্য বা বিস্ময়
- সংশয়সূচক বা সন্দেহদ্যোতক বাক্য

বিবৃতিমূলক বা নির্দেশাত্মক বাক্য : যে বাক্যে কোনো ঘটনা, ভাব বা বক্তব্য সাধারণভাবে বিবৃত বা নির্দেশ করা হয়, তাকে বিবৃতিমূলক বা নির্দেশাত্মক বাক্য বলে। যেমন : আমরা রোজ বেড়াতে যেতাম। তারা তোমাদের ভোলেনি। তার বয়স হলেও বুদ্ধি হয়নি।

বিবৃতিমূলক বাক্য দুই প্রকার। যথা : ক. অস্তিবাচক বাক্য খ. নেতিবাচক বাক্য

ক. **অস্তিবাচক বাক্য :** যে বাক্যে কোনো ঘটনা, ভাব বা বক্তব্যের অস্তিত্ব বা হ্যাঁ-সূচক অর্থ প্রকাশ পায়, তাকে অস্তিবাচক বাক্য বলে। যেমন : মিথ্যাবাদীকে সবাই অপছন্দ করে। বৃক্ষের দিকে তাকালে জীবনের তাৎপর্য উপলব্ধি সহজ হয়। সাহিত্যে মানবাত্মা খেলা করে এবং সেই খেলার আনন্দ উপভোগ করে।

খ. **নেতিবাচক বাক্য :** যে বাক্যে কোনো ঘটনা, ভাব বা বক্তব্য অস্বীকৃতি, নিষেধ বা না-সূচক অর্থ বোঝায়, তাকে নেতিবাচক বাক্য বলে। যেমন : মিথ্যাবাদীকে কেউ পছন্দ করে না। বৃক্ষের দিকে তাকালে জীবনের তাৎপর্য উপলব্ধি কঠিন হয় না। সাহিত্যে মানবাত্মা খেলা করে এবং সেই খেলার আনন্দ উপভোগ না করে পারে না।

প্রশ্নবোধক বাক্য : যে বাক্যে কোনো ঘটনা বা ভাব সম্পর্কে জিজ্ঞাসা বা প্রশ্নসূচক অর্থ প্রকাশ পায়, তাকে প্রশ্নবোধক বাক্য বলে। যেমন : তোমার নাম কী? সুন্দরবনকে কোন ধরনের বনাঞ্চল বলা হয়? ছেলেটা এ ভরদুপুরে কোথায় চলল? কেন এসেছ? কী পড়ছ?

অনুজ্ঞা বা আদেশসূচক বাক্য : যে বাক্যে আদেশ, উপদেশ, অনুরোধ, নিষেধ ইত্যাদি অর্থ প্রকাশ পায়, তাকে অনুজ্ঞাসূচক বাক্য বলে। যেমন : আমাকে একটি কলম দাও। তার মঙ্গল হোক। সদা সত্য কথা বলবে। চুপটি করে বস। সময় নষ্ট করো না। দ্যাখ না ওখানে কে বসে আছে। দেশের স্বাধীনতা রক্ষার জন্য যুদ্ধ কর।

আবেগসূচক বাক্য বা বিস্ময় : যে বাক্যে আনন্দ-বেদনা, বিস্ময়-কৌতূহল, শোক, ক্রোধ-ঘৃণা, আবেগ-উচ্ছ্বাস ইত্যাদি ভাব প্রকাশ পায়, তাকে বিস্ময় বা আবেগসূচক বাক্য বলে। যেমন : দারুণ! আমরা জিতে গিয়েছি। অত উঁচু পাহাড়ে উঠে আমি তো ভয়েই মরি! ছি ছি! তুমি এত নীচ। বাপ রে! কী প্রচণ্ড গরম।

ইচ্ছা বা প্রার্থনাসূচক বাক্য : যে বাক্যে ইচ্ছা, অভিপ্রায়, প্রার্থনা, কামনা, বাসনা ইত্যাদি প্রকাশিত হয়, তাকে ইচ্ছা বা প্রার্থনাসূচক বাক্য বলে। যেমন : আপনি দীর্ঘজীবী হোন। মহারাজের জয় হোক।

কার্যকারণাত্মক বাক্য : যে বাক্যে ক্রিয়া নিষ্পত্তি কোনো বিশেষ শর্তের অধীনে এমন বোঝায়, তাকে কার্যকারণাত্মক বাক্য বলে। যেমন : সময় পেলে তোমার ওখানে যাবো। মন দিয়ে না পড়লে পাশ করা যায় না। যদি বল, আসব। রাত হলে চাঁদ দেখা যাবে। পা নেই বলে সে হাঁটতে পারে না।

সংশয়সূচক বাক্য : যে বর্ণনাত্মক বাক্যে বক্তব্য বিষয় সম্পর্কে সন্দেহ, সংশয়, সম্ভাবনা, অনুমান, অনিশ্চয়তা ইত্যাদি ভাব প্রকাশ পায়, তাকে সংশয়সূচক বাক্য বলে। এ ধরনের বাক্যে হয়তো, বুঝি, সম্ভবত, বোধ হয়, নাকি, নিশ্চয় প্রভৃতি সংশয়সূচক ক্রিয়া-বিশেষণ ব্যবহৃত হয়। যেমন : হয়তো তার আসা হবে না। বোধ হয় কাল তোমার সঙ্গে দেখা হবে।

অস্তিবাচক থেকে নেতিবাচক বাক্যে রূপান্তর

অস্তিবাচক বাক্য	নেতিবাচক বাক্য
উদ্যানলতা, সৌন্দর্যগুণে বনলতার নিকট পরাজিত হইল।	উদ্যানলতা, সৌন্দর্যগুণে বনলতার নিকট পরাজিত না হইয়া পারিল না।
আমারও ইহাদের উপর সহোদর স্নেহ আছে।	আমারও যে ইহাদের উপর সহোদর স্নেহ নাই তাহা নহে।
এই জন্যই তোমাকে সকলে প্রিয়ংবদা বলে।	এই জন্যই তোমাকে সকলে প্রিয়ংবদা না বলিয়া পারে না।
প্রিয়ংবদা যথার্থ কহিয়াছে।	প্রিয়ংবদা অযথার্থ কহে নাই।
বিবাহ সম্বন্ধে আমার মত যাচাই করা অনাবশ্যক ছিল।	বিবাহ সম্বন্ধে আমার মত যাচাই করা আবশ্যক ছিল না।
পঞ্জিকার পাতা উল্টাইতে থাকিল।	পঞ্জিকার পাতা উল্টানো বন্ধ রহিল না।
তাহাদিগকে সকল দেশের সকল ধর্মের সকল লোক সমান শ্রদ্ধা করে।	তাহাদিগকে সকল দেশের সকল ধর্মের সকল লোক সমান শ্রদ্ধা না করিয়া পারে না।
সৌদামিনী খ্রিষ্টান হয়ে গেল।	সৌদামিনী খ্রিষ্টান না হয়ে পারেনি।
ঐরূপ পর্দা বিরোধ সর্বদাই অপ্রশংসনীয়।	ঐরূপ পর্দা বিরোধ কখনই প্রশংসনীয় নহে।
সে কথাই এরা ভাবে।	সে কথাই এরা না ভেবে পারে না।
বাড়িটা তারা দখল করেছে।	বাড়িটা তারা দখল না করে ছাড়েনি।
কথাটায় তার বিশ্বাস হয়।	কথাটায় তার অবিশ্বাস হয় না।
আরও দুবার ফোন করেছি।	আরও দুবার ফোন না করে পারিনি।
সে তারস্বরে আর্তনাদ করে।	সে তারস্বরে আর্তনাদ না করে পারে না।
মানুষের তৈরি দুর্যোগও অনেক ক্ষতি করে।	মানুষের তৈরি দুর্যোগও কম ক্ষতি করে না।
তাহারও পরে কী হইল সেকথা বলিতে আমি অক্ষম।	তাহারও পরে কী হইল সেকথা বলিতে আমি সক্ষম নহি।
তুমি আবার এসো।	তুমি আবার না এলে হবে না।
আপনি আমায় অবিশ্বাস করছেন।	আপনি আমায় বিশ্বাস করছেন না।
মিথ্যাবাদীকে সবাই অপছন্দ করে।	মিথ্যাবাদীকে কেউ পছন্দ করে না।
তিনি ধনী হয়েও অসুখী ছিলেন।	তিনি ধনী হয়েও সুখী ছিলেন না।
মানুষ মরণশীল।	মানুষ অমর নয়।
ওরা তোমাকে পাঠিয়েছে।	ওরা ছাড়া অন্য কেউ তোমাকে পাঠায়নি।
হৈমন্তী চুপ করিয়া রহিল।	হৈমন্তী কোনো কথা বলিল না।
তাহার মন একেবারে কাঠ হইয়া গেল।	তাহার মন কাঠ না হইয়া পারিল না।
রহিম স্বাস্থ্যহীন।	রহিম স্বাস্থ্যবান নয়।
অল্প লোকেই বেদের অর্থ বুঝত।	বেশিরভাগ লোকেই বেদের অর্থ বুঝত না।
আজকাল সব জিনিসই দুর্লভ।	আজকাল কোনো জিনিসই সুলভ নয়।
জন্মভূমিকে সবাই ভালোবাসে।	জন্মভূমিকে ভালোবাসে না এমন কেউ নেই।

CamScanner

নেতিবাচক থেকে প্রশ্নাত্মক বাক্য

নেতিবাচক বাক্য	প্রশ্নাত্মক বাক্য
তাদের গ্রামে ফিরে আসা চলে না।	তাদের গ্রামে ফিরে আসা চলে কি?
মানুষটা সমস্ত রাত খেতে পাবে না।	মানুষটা সমস্ত রাত খেতে পাবে কি?
সরস্বতী/লক্ষ্মী বর দেবেন না।	সরস্বতী/লক্ষ্মী বর দেবেন কি?
তাদের সে জ্বালা নাই।	তাদের সে জ্বালা আছে কি?
অনেকদিন মৃত্যুঞ্জয়ের দেখা নাই।	অনেকদিন মৃত্যুঞ্জয়ের দেখা হয় কি?
কেউই অন্ধের দুঃখ বুঝল না।	অন্ধের দুঃখ কেউ কি বুঝল?
এ খবর আমরা কেউ জানতাম না।	এ খবর আমাদের কেউই কি জানত?
সে আর ভিক্ষা করে না।	সে কি আর ভিক্ষা করে?
আমাদের সে মনের ভাবের কোনো পরিবর্তন হলো না।	আমাদের সে মনের ভাবের কি পরিবর্তন হলো?
পুত্রদের বিদ্যালয়ের সংখ্যা গণনা করা যায় না।	পুত্রদের বিদ্যালয়ের সংখ্যা গণনা করা যায় কি?
আর তো পথ নেই।	আর কি পথ আছে?
সে কথা আজও ভুলতে পারি না।	সে কথা কি আজও ভুলতে পেরেছি?
শুধু তোমার কথায় এমন কাজ করা যায় না।	শুধু কি তোমার কথায় এমন কাজ করা যায়?

অস্তিবাচক থেকে প্রশ্নাত্মক বাক্য

অস্তিবাচক বাক্য	প্রশ্নাত্মক বাক্য
তাঁর সম্বন্ধে জানা দরকার।	তাঁর সম্বন্ধে জানা দরকার নয় কি?
বাংলাদেশের রাজধানীর নাম কি তা জানতে চাই।	বাংলাদেশের রাজধানীর নাম জানতে পারি কি?
পরে কী হলো সে বিষয়ে জানতে চাই।	তারপর কী হলো?
এরা অন্য জাতের মানুষ।	এরা কি অন্য জাতের মানুষ নয়?
পুরো দেশটাই এখন বন্যাকবলিত।	পুরো দেশটাই কি এখন বন্যাকবলিত নয়?
শৈশবে তাঁর বাবা মারা যান।	শৈশবেই কি তাঁর বাবা মারা যায়?
ভুল সকলেই করে।	ভুল কি সকলেই করে না?
ফুল সকলেই ভালোবাসে।	ফুল কি সকলেই ভালোবাসে না?
দেশকে ভালোবেসে শত শহিদ জীবন উৎসর্গ করেছেন।	দেশকে ভালোবেসে শত শহিদ কি জীবন উৎসর্গ করেননি?
সুখ সকলেরই কাম্য।	সুখ কার না কাম্য?
বাংলাদেশ একটি উন্নয়নশীল দেশ।	বাংলাদেশ কি একটি উন্নয়নশীল দেশ নয়?
একলা যেতে ভয় করবে কিনা জানতে চাই।	একলা যেতে ভয় করবে না তো?

নির্দেশাত্মক থেকে প্রশ্নাত্মক বাক্য

নির্দেশাত্মক বাক্য	প্রশ্নাত্মক বাক্য
তারা যথার্থ সভ্য দাবি করতে পারে না।	তারা কি যথার্থ সভ্য দাবি করতে পারে?
দেশপ্রেমিককে সবাই ভালোবাসে।	দেশপ্রেমিককে কে না ভালোবাসে?
সে আর ভিক্ষা করে না।	সে কি আর ভিক্ষা করে?
সাহিত্য জীবনের স্বাভাবিক প্রকাশ।	সাহিত্য কি জীবনের স্বাভাবিক প্রকাশ নয়?
আমাদের সে মনের ভাবের কোনো পরিবর্তন হলো না।	আমাদের সে মনের ভাবের কি কোনো পরিবর্তন হলো?
এবার আমার একটি বিচিত্র অভিজ্ঞতা হলো।	এবার কি আমার একটি বিচিত্র অভিজ্ঞতা হলো না?
জননী জন্মভূমি স্বর্গের চেয়েও প্রিয়।	জননী জন্মভূমি কি স্বর্গের চেয়েও প্রিয় নয়?
সে কথা আজও ভুলতে পারিনি।	সে কথা কি আজও ভুলতে পেরেছি?
আর তো পথ নেই।	আর কি পথ আছে?
এটা তো মানুষের ধর্ম নয়।	এটা কি মানুষের ধর্ম?
মরতে তো একদিন হবেই।	মরতে কি একদিন হবে না?
ভুল সকলেই করে।	ভুল কে না করে?
ফুল সকলেই ভালোবাসে।	ফুল কে না ভালোবাসে?

নির্দেশাত্মক থেকে অনুজ্ঞাবাচক বাক্য

নির্দেশাত্মক	অনুজ্ঞাসূচক
উপকার করার অধিকার থাকা চাই।	উপকার করার অধিকার রেখো।
তবে ওর ভিতর দিয়ে নাই গেলে।	তবে ওর ভিতর দিয়ে যেও না।
আপনাকে নিতে হবে।	আপনি নেবেন।
তোমার ভীত হওয়া উচিত নয়।	তুমি ভীত হয়ো না।
দুর্গতের সেবা করা সবার কর্তব্য।	সবাই দুর্গতের সেবা কর।
দেশের সেবা করা সকলের কর্তব্য।	সবাই দেশের সেবা কর।

অনুজ্ঞাবাচক থেকে নির্দেশাত্মক বাক্য

অনুজ্ঞাসূচক বাক্য	নির্দেশাত্মক বাক্য
বিপদে ধৈর্য ধর।	বিপদে অধীর হতে নেই।
মন দিয়ে লেখাপড়া করো।	মন দিয়ে লেখাপড়া করা উচিত।
সদুপায়ে জীবিকা অর্জনের চেষ্টা করো।	সদুপায়ে জীবিকা অর্জনের চেষ্টা করা উচিত।
গুরুজনদের মান্য করবে।	গুরুজনদের মান্য করা উচিত।
দেশের সেবা কর।	দেশের সেবা করা কর্তব্য।
দরিদ্রের সেবা করবে।	দরিদ্রের সেবা করা উচিত।
সদা সত্য কথা বলবে।	সদা সত্য কথা বলা উচিত।
চুপ কর।	চুপ করতে বলছি।
এখনই এখান থেকে যাও।	এখনই এখান থেকে যেতে বলছি।
পরিশ্রম করে খাও।	পরিশ্রম করে খাওয়া উচিত।
ছাত্রজীবনে বেশি বেশি অধ্যয়ন করো।	ছাত্রজীবনে বেশি বেশি অধ্যয়ন করা উচিত।
আইন-কানুন মানবে।	আইন-কানুন মানা উচিত।
এখন তোরা যা।	এখন তোদের যেতে বলছি।
দুর্জনকে দূরে রেখো।	দুর্জনকে দূরে রাখা উচিত।
মাঠে চলো।	মাঠে চলার ডাক দিচ্ছি।

নির্দেশাত্মক থেকে সংশয়সূচক বাক্য

নির্দেশাত্মক বাক্য	সংশয়সূচক বাক্য
রীতিমত চমকে উঠেছিলাম।	প্রায় চমকে উঠেছিলাম বোধ হয়।
অঙ্কগুলো খুবই কঠিন হবে।	অঙ্কগুলো খুব কঠিন হবে বোধ হয়।
সকলেই তার দিকে অবাক হয়ে চেয়ে রইল।	বোধ হয় সকলেই তার দিকে অবাক হয়ে চেয়ে রইল।
তাদের জয় হবে।	সম্ভবত তাদেরই জয় হবে।
তিনিই যাবেন।	তিনিই হয়তো যাবেন।

নির্দেশাত্মক থেকে বিস্ময়সূচক বাক্য

নির্দেশাত্মক বাক্য	বিস্ময়সূচক বাক্য
দৃশ্যটি বড়ই করুণ।	দৃশ্যটি কী করুণ!
এ তো ভয়ানক দুঃখের কথা।	কী ভয়ানক দুঃখের কথা!
যা দেখলাম তা ভুলবার নয়।	আহা, দৃশ্যটি ভুলবার নয়!
ত্যাগের এ মহিমা অপূর্ব।	কী অপূর্ব ত্যাগের এ মহিমা!
সত্যি সেলুকাস, এ দেশ বড় বিচিত্র।	সত্যি সেলুকাস, কী বিচিত্র এ দেশ!
শিশুটির মৃত্যুদৃশ্য অত্যন্ত শোকাবহ।	শিশুটির মৃত্যুদৃশ্য কী শোকাবহ!
ভারি চমৎকার চিত্র।	কী চমৎকার চিত্র!

নির্দেশাত্মক থেকে প্রার্থনাসূচক বাক্য

নির্দেশাত্মক বাক্য	প্রার্থনাসূচক বাক্য
ঈশ্বরের নিকট সকলের মঙ্গল প্রার্থনা করছি।	ঈশ্বর সকলের মঙ্গল করুন।
তোমার সুখ কামনা করি।	সুখী হও।
তোমার দীর্ঘজীবন কামনা করছি।	তুমি দীর্ঘজীবী হও।
প্রার্থনা করি সৎপথে যেন তোমার মতি হয়।	সৎপথে তোমার মতি হোক।
মহারাজের জয় কামনা করি।	মহারাজের জয় হোক।

CamScanner

JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS

বিভিন্ন প্রকার অনুভূতি প্রকাশক বাক্য

স্বরভঙ্গি তথা বাগ্‌ভঙ্গির সাহায্যে ক্রোধ, আদর, আনন্দ, দুঃখ, বিরক্তি, বিস্ময়, লজ্জা, ঘৃণা প্রভৃতি বিভিন্ন প্রকার অনুভূতি প্রকাশ করা যায়। যথা :

০১	সাধারণ বিবৃতিতে	সে আজ যাবে।
০২	জিজ্ঞাসায়	সে আজ যাবে?
০৩	বিস্ময় প্রকাশে	সে আজ যাবে!
০৪	ক্রোধ প্রকাশে	আমি তোমাকে দেখে নেব।
০৫	আদর বোঝাতে	বড্ড শুকিয়ে গেছিস রে।
০৬	আনন্দ প্রকাশে	বেশ বেশ, খুব ভালো হয়েছে।
০৭	দুঃখ প্রকাশে	আহ, গাছ থেকে পড়ে পা ভেঙেছে!
০৮	বিরক্তি প্রকাশে	আঃ, ভালো লাগছে না, এখন এখান থেকে যাও তো।
০৯	ভীতি প্রদর্শনে	যাবি কি না বল?
১০	লজ্জা প্রকাশে	ছিঃ ছিঃ, তার সঙ্গে পারলে না।
১১	ধিক্কার দিতে	ছিঃ, তোমার এই কাজ।
১২	ঘৃণা প্রকাশে	তুমি এত নীচ।
১৩	অনুরোধ প্রকাশে	কাজটি করে দাও না ভাই।
১৪	প্রার্থনা	ঈশ্বর তোমার মঙ্গল করুন।

[বি.দ্র. ছেদ ও বিরতিসূচক চিহ্নগুলো বাগ্‌ভঙ্গির লিখিত আকার প্রকাশে সাহায্য করে। দাঁড়ি, কমা, প্রশ্নবোধক ও বিস্ময়সূচক চিহ্ন বাক্যের ভাব ও অর্থবোধের জন্য উপকারক।]

বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের বিগত বছরের MCQ প্রশ্নোত্তর

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

০১. 'সমুদ্রের হাওয়া গায়ে মেখে হৃদয়-যমুনায় ঝড় তুলল।' বাক্যটির যোগ্যতা হারানোর কারণ কী? [ক ২২-২৩]
ক) দুর্বোধ্যতা খ) অলংকারের ভুল প্রয়োগ
গ) বাহুল্য দোষ ঘ) গুরুচণ্ডালী দোষ উ: খ

০২. 'ধনধান্য পুষ্প ভরা, আমাদের এই বসুন্ধরা।' এটি কোন ধরনের খণ্ডবাক্য? [গ ২১-২২]
ক) বিশেষ্য স্থানীয় আশ্রিত খণ্ডবাক্য খ) বিশেষণ স্থানীয় আশ্রিত খণ্ডবাক্য
গ) ক্রিয়া-বিশেষণ স্থানীয় খণ্ডবাক্য ঘ) ক্রিয়া স্থানীয় আশ্রিত খণ্ডবাক্য উ: খ

০৩. 'যে ভিক্ষা চায়, তাকে দান কর' এটি কোন বাক্যের উদাহরণ? [ক ১৮-১৯]
ক) সরল খ) জটিল গ) মিশ্র ঘ) যৌগিক উ: খ

০৪. 'বিপদ এবং দুঃখ একই সঙ্গে আসে' বাক্যটি– [খ ১৭-১৮]
ক) সরল খ) জটিল গ) যৌগিক ঘ) মিশ্র উ: গ

০৫. 'যদি বল, আসব।' এটি কী ধরনের বাক্য? [ঘ ১৭-১৮]
ক) ইচ্ছাসূচক খ) প্রার্থনামূলক গ) কার্যকারণাত্মক ঘ) অনুজ্ঞা উ: গ

০৬. বাক্যের মৌলিক উপাদান কী? [গ ৯৮-৯৯]
ক) ভাষা খ) শব্দ গ) বর্ণ ঘ) অর্থ উ: খ

০৭. 'কেউ বলে না দিলেও মনে হচ্ছে এটি একটি বিপজ্জনক জায়গা।' বাক্যটি- [ঘ ০০-০১]
ক) সরল খ) জটিল গ) যৌগিক ঘ) মিশ্র উ: ক

০৮. 'মাংসভোজী' শব্দটি কোন বাক্যের সংকুচিত রূপ? [গ ০০-০১]
ক) যৌগিক বাক্য খ) জটিল বাক্য গ) সরল বাক্য ঘ) মিশ্র বাক্য উ: গ

০৯. কোনটি মিশ্র বাক্য? [গ ০০-০১]
ক) 'ছুঁচোর গোলাম চামচিকে, তার মাইনে চৌদ্দ সিকে' খ) 'যে রক্ষক, সে ভক্ষক'
গ) 'ধনের ধর্ম অসাম্য' ঘ) 'লোকটি দরিদ্র কিন্তু সৎ' উ: খ

১০. 'তার বয়স অনুমান করতে না পারলেও খুব বেশি বলেও মনে হয় না।' এটি– [খ ০০-০১]
ক) সরল খ) জটিল গ) যৌগিক ঘ) মিশ্র উ: ক

১১. 'মেঘ গর্জন করলে ময়ূর নৃত্য করে।' এটি কোন ধরনের বাক্য? [গ ৯৮-৯৯]
ক) সরল বাক্য খ) যৌগিক বাক্য গ) জটিল বাক্য ঘ) মিশ্র বাক্য উ: ক

১২. 'আমারও এদের উপর বিশ্বাস আছে।' বাক্যটির নেতিবাচক রূপ– [খ ০৪-০৫]
ক) আমারও এদের উপর বিশ্বাস নেই খ) আমারও এদের উপর অবিশ্বাস আছে
গ) আমারও এদের উপর বিশ্বাস না থাকতে পারে না
ঘ) আমারও এদের উপর যে বিশ্বাস নেই তা নয় উ: ঘ

১৩. 'ঠেলা গাড়িতে ইংরেজ নারী ও ঘোড়ার পিঠে ইংরেজ পুরুষরা বায়ু-সেবনে বের হয়েছেন।' কোন ধরনের বাক্য? [খ ০১-০২]
ক) সরল খ) জটিল গ) যৌগিক ঘ) মিশ্র উ: গ

১৪. ঠিকভাবে উপমা ব্যবহার না করলে বাক্য হারায়- [খ ০১-০২; রাবি ঙ-১০-১১]
ক) শৃঙ্খলা খ) আসক্তি গ) আকাঙ্ক্ষা ঘ) যোগ্যতা উ: ঘ

১৫. আমি বাংলাদেশের নাগরিক। এ বাক্যের জটিল রূপ কোনটি? [ক ০১-০২]
ক) আমার জন্মভূমির নাম বাংলাদেশ
খ) আমি একটি দেশের নাগরিক এবং তার নাম বাংলাদেশ
গ) আমি যে দেশের নাগরিক তার নাম বাংলাদেশ
ঘ) আমি জন্মেছি যে দেশে সেই দেশের নাম বাংলাদেশ উ: গ

১৬. 'তারা যাবে না কোথাও।' বাক্যটির অস্তিবাচক রূপ- [খ ০২-০৩; জবি গ ০৬-০৭]
ক) তারা কোথাও যাবে খ) তারা সবখানে যাবে
গ) তারা এখানেই থাকবে ঘ) তারা কোথাও থাকবে উ: গ

১৭. 'মানুষের মন অত্যন্ত জটিল, সুতরাং তার অনুভূতিও বিচিত্র।' বাক্যটি– [খ ০২-০৩]
ক) সরল খ) যৌগিক গ) কঠিন ঘ) জটিল উ: খ

১৮. 'সে কথাই এরা ভাবে' বাক্যটির নেতিবাচক রূপ- [খ ০৩-০৪]
ক) সে কথাই এরা ভাবে না খ) সে কথাই এরা না ভেবে পারে না
গ) সে কথাই এরা না ভেবে পারে ঘ) সে কথাই না এরা ভাবে উ: খ

১৯. 'কন্যার বাপ সবুর করিতে পারিতেন, কিন্তু বরের বাপ সবুর করিতে চাহিলেন না' বাক্যটি কীরূপ? [ঙ ০৩-০৪; জবি চ ১৪-১৫; রাবি B ১৭-১৮]
ক) সরল খ) যৌগিক গ) জটিল ঘ) মিশ্র উ: খ

২০. যৌগিক বাক্য কোনটি? [ঘ ০৩-০৪]
ক) সকাল হলে পথিকেরা যাত্রা করল। খ) যখন সকাল হল, তখন পথিকেরা যাত্রা করল।
গ) সকাল হল, তারপর পথিকেরা যাত্রা করল। ঘ) সকালে পথিকেরা যাত্রা করল। উ: গ

২১. 'রাজা আছেন, কোটালের দোহাই কেন?' কোন ধরনের বাক্য? [খ ০৩-০৪]
ক) সরল খ) জটিল গ) যৌগিক ঘ) মিশ্র উ: গ

২২. 'কেউ কিছু বলছে না।' বাক্যটির অস্তিবাচক রূপ– [ঘ ০৪-০৫; খ ০৫-০৬]
ক) কেউ কিছু না বলে পারছে না খ) কেউ কিছু বলছে
গ) কেউ কিছু বলবে ঘ) সবাই চুপচাপ উ: ঘ

২৩. 'যদি তারে নাই চিনি গো, সে কি আমায় নেবে চিনে।' কোন ধরনের বাক্য? [খ ০৪-০৫]
ক) সরল খ) জটিল গ) যৌগিক ঘ) খণ্ড উ: খ

২৪. সরল বাক্য কোনটি? [গ ০৪-০৫]
ক) যা করবার তা করছি খ) তুমি অধম বলে আমি উত্তম না হইব কেন?
গ) সে পরিশ্রমী বটে, কিন্তু নির্বোধ ঘ) তুমি যা বললে তাই ঠিক উ: খ

২৫. 'প্রিয়ংবদা যথার্থ কহিয়াছে।' বাক্যটির নেতিবাচক রূপ– [খ ০৪-০৫; জবি F ১২-১৩]
ক) প্রিয়ংবদা যথার্থ কহে নাই খ) প্রিয়ংবদা অযথার্থ কহিয়াছে
গ) প্রিয়ংবদা যথার্থ কহিয়াছে না ঘ) প্রিয়ংবদা অযথার্থ কহে নাই উ: ঘ

২৬. 'তুই যেতে পারবি না।' বাক্যটির অস্তিবাচক রূপ– [খ ০৫-০৬]
ক) তুই যেতে পারবি খ) তুই না গিয়ে পারবি না
গ) তোকে যেতে হবে ঘ) তোকে থাকতে হবে উ: ঘ

২৭. 'শরাসনে সংহিত শর আশু প্রতিসংহার করুন।' বাক্যটি– [খ ০৫-০৬]
ক) সরল খ) যৌগিক গ) জটিল ঘ) খণ্ড উ: ক

২৮. যৌগিক বাক্যের উদাহরণ– [ক ০৫-০৬]
ক) বাজে কথা বলতে তার বাধে না। খ) দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কী দেখছ।
গ) যে অন্যের ভালো বোঝে না, সে নিজেরও ভালো বোঝে না।
ঘ) সে আজ যাক, কাল আসবে। উ: ঘ

২৯. 'কাব্যজগতে যার নাম আনন্দ, তারই নাম বেদনা।' এটির সরল বাক্যে– [খ ০৬-০৭]
ক) কাব্যজগতে আনন্দের নামই বেদনা খ) কাব্যজগতে আনন্দ-বেদনার নাম একই
গ) কাব্যজগতে আনন্দ ও বেদনার নাম একই
ঘ) কাব্যজগতে আনন্দের অপর নাম বেদনা উ: ক

৩০. 'তাদের ভুলটা ভাঙতে দেরি হয় না'। নেতিবাচক বাক্যটির অস্তিবাচক রূপ– [ঘ ০৭-০৮]
ক) তাদের ভুলটা ভাঙতে দেরি হয় খ) অচিরেই তাদের ভুল ভাঙে
গ) তাদের ভুলটা দেরিতে ভাঙে ঘ) তাদের ভুলটা বিলম্বে ভাঙে উ: খ

৩১. 'উপস্থিত ভদ্রলোকদের অন্যতম ছিলেন' বাক্যটির জবাব হতে পারে– [ঘ ০১-০২]
ক) জনাব করিম খ) জনাব রহিম, জনাব করিম ও শ্রী বিমলাচরণ
গ) জনাব করিম ও জনাব রহিম ঘ) সর্বজনাব করিম, রহিম ও বিমলাচরণ উ: ক

৩২. 'রাত্রিতে রৌদ্র হয়।' এ বাক্যে কীসের অভাব? [ক ০৯-১০]
ক) আকাঙ্ক্ষা খ) যোগ্যতা গ) অন্বয় ঘ) আসক্তি উ: খ

JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS

CamScanner

৩৩. 'তুমি যদি বলো, তাহলে আমি আসতে পারি।' বাক্যটি– [খ ০৯-১০]
ক আশ্রয়-আশ্রিত জটিল খ সাপেক্ষ পদযুক্ত জটিল গ সরল ঘ যৌগিক **উ(খ)**

৩৪. 'আমি এ সাক্ষী চাই না।' সরল বাক্যটির জটিল রূপ– [ক ০৯-১০; চবি F ১৬-১৭]
ক আমি যে এ সাক্ষী চাই না তা নয় খ আমি এ-রকম সাক্ষী চাইতে পারি না
গ যে-সাক্ষী এ-রকম, তাকে আমি চাই না ঘ আমিও এ সাক্ষী চাই না **উ(গ)**

৩৫. 'মরো, নইলে বাঁচার মতো বাঁচো।' বাক্যটি– [খ ১০-১১; ইবি C ১৬-১৭]
ক যৌগিক খ সরল
গ সংকোচক অব্যয়যুক্ত জটিল ঘ সংযোজন অব্যয়যুক্ত জটিল **উ(ক)**

৩৬. 'সবাই সুখী হতে চায়।' এটি কোন জাতীয় বাক্য? [বাতিল : গ ১১-১২]
ক নির্দেশাত্মক খ নেতিবাচক গ অস্তিবাচক ঘ প্রশ্নবাচক **উ(গ)**

৩৭. টাকা দাও, ছাড়া পাবে। বাক্যটি– [খ ১১-১২]
ক জটিল খ যৌগিক গ সরল ঘ সংযুক্ত **উ(খ)**

৩৮. 'প্রত্যেকেই নীরব হয়ে থাকে।' বাক্যটির নেতিবাচক রূপ– [ক ১১-১২]
ক কেউ কোনো কথা বলে না। খ কারো মুখে কোনো কথা সরে না।
গ কোরো মুখে কোনো কথা নেই ঘ কারো মুখে কোনো শব্দ নেই। **উ(ক)**

৩৯. 'ধনীদের ধন আছে, কিন্তু তারা প্রায়ই কৃপণ হয়।' বাক্যটি– [ক ১১-১২]
ক জটিল খ যৌগিক গ সরল ঘ মিশ্র **উ(খ)**

৪০. 'নিকট এবং দূর, এই দুই নিয়েই আমাদের যত-কিছু কারবার।' বাক্যটি– [খ ১২-১৩]
ক সরল খ জটিল গ যৌগিক ঘ সংযুক্ত **উ(গ)**

৪১. 'নালিশটা অযৌক্তিক।' কোন ধরনের বাক্য? [গ ১২-১৩]
ক নেতিবাচক খ অস্তিবাচক গ অনুজ্ঞাবাচক ঘ প্রশ্নবাচক **উ(খ)**

৪২. 'মানুষ সূর্যোদয়ে আনন্দিত হয় এবং কিছু মানুষ রাত্রির আগমনে শঙ্কিত হয়।' কোন ধরনের বাক্য? [ঘ ১২-১৩; ববি খ, সেট ২ : ১৪-১৫]
ক মিশ্র বাক্য খ জটিল বাক্য গ সরল বাক্য ঘ যৌগিক বাক্য **উ(ঘ)**

৪৩. 'শিশির যখন কোলে তখন তাহার মার মৃত্যু হয়।' বাক্যটি– [ক-১৩-১৪]
ক সরল খ যৌগিক গ জটিল ঘ খণ্ড **উ(গ)**

৪৪. 'সে না এলে তুমি যাবে না, সে বলে পাঠিয়েছে যে তার আসতে দেরি হবে।' কোন ধরনের বাক্য? [খ-১৩-১৪; ববি খ-১৫-১৬; গার্হস্থ্য ১৭-১৮]
ক মিশ্র বাক্য খ জটিল বাক্য গ সরল বাক্য ঘ যৌগিক বাক্য **উ(ঘ)**

৪৫. 'মানুষ হও।' বাক্যটিতে রয়েছে : [ক ১৪-১৫]
ক অনুনয় খ আদেশ গ অনুরোধ ঘ উপদেশ **উ(ঘ)**

৪৬. 'লেখাপড়া বিষয়ে তার যে গভীর অনুরাগ ছিল, এ-কথা বলা যায় না।' এটি কোন বাক্য? [ক ১৪-১৫]
ক সরল খ যৌগিক গ মিশ্র ঘ খণ্ড **উ(গ)**

৪৭. 'যারা ফলে ফরমালিন দিচ্ছে তারা কি আদৌ মানুষ?' বাক্যটি- [ঘ ১৪-১৫]
ক সরল খ যৌগিক গ জটিল ঘ ব্যাসবাক্য **উ(গ)**

৪৮. 'আমি জানি যে সত্যবাদিতা একটি মহৎ গুণ।' এ বাক্যে 'সত্যবাদিতা একটি মহৎ গুণ' এ আশ্রিত খণ্ডবাক্যটি- [ক-১৫-১৬]
ক বিশেষণ-স্থানীয় আশ্রিত খণ্ডবাক্য খ বিশেষ্য-স্থানীয় আশ্রিত খণ্ডবাক্য
গ ক্রিয়াবিশেষণ-স্থানীয় আশ্রিত খণ্ডবাক্য ঘ নামবিশেষণ-স্থানীয় আশ্রিত খণ্ডবাক্য **উ(খ)**

৪৯. 'সে সৎ, কিন্তু তার ভাই অসৎ।' বাক্যটি– [খ-১৫-১৬]
ক সরল খ জটিল গ যৌগিক ঘ মিশ্র **উ(গ)**

৫০. 'তার ধন আছে কিন্তু বিদ্যা নেই' বাক্যটি কোন শ্রেণির? [গ-১৫-১৬]
ক সরল খ মিশ্র গ জটিল ঘ যৌগিক **উ(ঘ)**

৫১. 'যে হিমালয়ে বাস করিতেন, সেই হিমালয়ের তিনি যেন মিতা।' বাক্যটি– [ঘ ১০-১১]
ক জটিল খ খণ্ড গ যৌগিক ঘ সরল **উ(ক)**

৫২. 'লোকটি গরিব হলেও সৎ' এ বাক্যটি গঠনভেদে কোন শ্রেণির? [গ ৯৭-৯৮]
ক সরল বাক্য খ যৌগিক বাক্য গ মিশ্র বাক্য ঘ জটিল বাক্য **উ(ক)**

জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়

০১. 'লোকটি গরীব কিন্তু সৎ।' কী ধরনের বাক্য? [E ১৭-১৮]
ক সরল খ জটিল গ যৌগিক ঘ মিশ্র **উ(গ)**

০২. 'অপরকে সম্মান না করে কেউ সম্মান লাভ করতে পারে না।'বাক্যটি– [ক ০৫-০৬]
ক সরল খ জটিল গ যৌগিক ঘ খণ্ড **উ(ক)**

০৩. 'তোমার মায়ের নাম কী?' এ সরল প্রশ্নবোধক বাক্যটির যথাযথ জটিল রূপ- [ঘ ০৫-০৬]
ক তোমার মায়ের নাম কী তা জানতে চাই খ তোমার যিনি মা, তাঁর নাম জানাও
গ তোমার যিনি মা, তাঁর নাম কী? ঘ তোমার মায়ের নাম বল **উ(গ)**

০৪. 'সে অপরাধ করেনি।' নেতিবাচক বাক্যটির অস্তিবাচক রূপ– [খ ০৫-০৬]
ক সে অপরাধ করেছে খ সে অপরাধ না করে পারে নি
গ সে নিরপরাধ ঘ সে অপরাধী নয় **উ(গ)**

০৫. 'আমাদের ঘুম ভাঙিয়ে, নিজ হাতে চা তৈরি করতো তপু।' বাক্যটি– [ক ০৮-০৯]
ক জটিল খ যৌগিক গ খণ্ড ঘ সরল **উ(খ)**

০৬. 'তুমি আমার সামনে থাকবে।' অস্তিবাচক বাক্যটির নেতিবাচক রূপান্তর– [গ ০৬-০৭]
ক তুমি আমার সামনে থাকবে না খ তুমি আমার সামনে যাবে না
গ তুমি আমার সামনে আসবে না ঘ তুমি আমার সামনে থেকে যাবে না **উ(খ)**

০৭. যৌগিক বাক্যের উদাহরণ- [ঘ ০৭-০৮]
ক ছোট মেয়েটি খুব লম্বা, সুন্দর চেহারা খ ও আসল বটে, কিন্তু বসল না
গ সে এত কিছু জানে না মনে হচ্ছে ঘ বৃষ্টি হলে ধান ভাল হবে **উ(খ)**

০৮. 'এসব কথা আমি মুখে আনতে পারিনি।' নেতিবাচক বাক্যটির অস্তিবাচক রূপ– [গ ০৭-০৮]
ক এসব কথা আমি মুখে আনতে পারি খ এসব কথা আমি মুখে আনতে অপারগ
গ এসব কথা মুখে আনতে আমি অপারগ ছিলাম
ঘ এসব কথা আমি মুখে আনতে পেরে ছিলাম **উ(গ)**

০৯. 'আমরা ধর্মের কাজ করছি না।' নেতিবাচক বাক্যটির অস্তিবাচক রূপ– [খ ০৭-০৮]
ক আমরা ধর্মের কাজ করছি খ আমরা অধর্মের কাজ করছি
গ আমরা ধর্মের কাজ যে করছি তা ঠিক ঘ আমরা ধর্মের কাজ করছি না তা সত্য **উ(গ)**

১০. 'আমারও এর উপর স্নেহ আছে।' অস্তিবাচক বাক্যটির নেতিবাচক রূপ– [ক ০৭-০৮]
ক আমারও এর উপর স্নেহ নেই খ আমারও এর উপর যে স্নেহ নেই তা নয়
গ আমারও এর উপর স্নেহ থাকতে পারে না
ঘ আমারও এর উপর যে স্নেহ নেই কে বলল? **উ(গ)**

১১. কোনটি অস্তিবাচক বাক্য? [খ ০৮-০৯; ক ০৯-১০]
ক কিন্তু বরফ গলল না খ তাঁর আদেশ না মেনে উপায় নেই
গ কথাটার অর্থ সে বুঝতে পারেনি ঘ প্রচলিত ধর্মকর্মে তার প্রবল অনাস্থা **উ(খ)**

১২. 'নিঃশেষে প্রাণ যে করিবে দান, ক্ষয় নাই তার ক্ষয় নাই।' বাক্যটি [ঘ ০৯-১০]
ক যৌগিক খ সরল গ খণ্ড ঘ জটিল **উ(ক)**

১৩. কোনটি অস্তিবাচক বাক্য? [খ ০৯-১০]
ক সে বিস্মিত না হয়ে পারে না খ দেখি, সে শ্রেণিকক্ষে অনুপস্থিত
গ গাছটি উপড়াতে কেউ এলো না ঘ একথা সে মুখে আনতে পারে না **উ(খ)**

১৪. নিচের কোন বাক্যটি অনুজ্ঞাসূচক? [ক ০৯-১০]
ক কোথা থেকে আসছ, ভাই? খ এমন কাজটি ভুলেও করো না
গ সে এ ব্যাপারে কিছুই জানে না?
ঘ লোকটা কোন কথা না বলে চুপ করে থাকল **উ(খ)**

১৫. 'যত্ন না করিলে রত্ন পাইবে না' বাক্যটি কোন শ্রেণির? [ঘ ১০-১১]
ক সরল খ জটিল গ যৌগিক ঘ মিশ্র **উ(খ)**

১৬. সকল বালিকারা বাগানে গেল। এটি কেন সার্থক বাক্য হয়নি ? [খ ১২-১৩]
ক যোগ্যতার অভাবে খ বাহুল্যদোষে
গ রীতিসিদ্ধ অর্থের অভাবে ঘ আসত্তির অভাবে **উ(খ)**

১৭. 'আষাঢ়-শ্রাবণ দুই মাস বসন্তকাল' বাক্যটিতে কোন গুণের অভাব? [খ ১৫-১৬]
ক প্রাঞ্জলতা খ যোগ্যতা গ আসত্তি ঘ আকাঙ্ক্ষা **উ(খ)**

১৮. নিচের কোনটি সরল বাক্য? [ঘ-১৩-১৪]
ক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়ার জন্য এখন থেকেই তোমার পড়া উচিত।
খ তাঁর টাকা আছে, কিন্তু তিনি দান করেন না।
গ এখন থেকেই তোমার পড়া উচিত, তবেই পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে পারবে।
ঘ যদিও তাঁর টাকা আছে, তথাপি তিনি দান করেন না। **উ(ক)**

১৯. নিচের কোনটি যৌগিক বাক্য? [ঘ ১৪-১৫]
ক মা ছিল না বলিয়া কেহ তাঁহার খোঁপা বাঁধিয়া দেয় নাই।
খ বার্ধক্যকে সব সময় বয়সের ফ্রেমে বাঁধা যায় না।
গ তাহার পরে বাবা চলিয়া আসিল এবং ঘরে কপাট পড়িল।
ঘ আমি যে গান গাই, তাহা যৌবনের গান। **উ(গ)**

২০. ছিঃ ছিঃ! তার সাথে পারলে না। বাক্যটি কী অর্থে ব্যবহৃত? [ক-১৫-১৬]
ক ঘৃণা খ লজ্জা গ দুঃখ ঘ ধিক্কার **উ(গ)**

২১. 'সত্য কথা না বলে বিপদে পড়েছি' এটা কোন বাক্য? [ক ১৬-১৭]
ক সরল খ যৌগিক গ জটিল ঘ মিশ্র **উ(ক)**

২২. 'লোকটি দরিদ্র হলেও সৎ' বাক্যটির যৌগিক রূপ কী? [খ ১৬-১৭]
ক লোকটি দরিদ্র এবং সৎ খ লোকটি দরিদ্র কিন্তু সৎ
গ লোকটি যদিও দরিদ্র তবুও সৎ ঘ যদিও লোকটি দরিদ্র বটে তথাপি সৎ **উ(গ)**

২৩. কোনটি বাক্যের গুণ নয়? [খ ১৬-১৭]
ক আকাঙ্ক্ষা খ আসত্তি গ যোগ্যতা ঘ আসত্তি **উ(খ)**

২৪. 'চেহারা নিষ্প্রভ।' বাক্যটির নেতিবাচক রূপ– [খ ০৬-০৭]
ক চেহারা সপ্রভ খ চেহারা কদাকার
গ চেহারা উজ্জ্বল নয় ঘ চেহারা সুন্দর নয় **উ(গ)**

২৫. 'সুশিক্ষিত লোক মাত্রই ঘশিক্ষিত' এটি কোন ধরনের বাক্য? [ঘ ১৭-১৮]
ক সরল বাক্য খ যৌগিক বাক্য গ মিশ্র বাক্য ঘ জটিল বাক্য **উ(ক)**

JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS

জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়

০১. যে নিজ দেশের মঙ্গল বোঝে না, তিনি নিজের কল্যাণ অনুধাবনেও ব্যর্থ বাক্যটি- [E : ২৩-২৪ ...]
ক) জটিল খ) যৌগিক গ) সরল ঘ) খণ্ডিত উ: ক

০২. 'কোথাও পথ না পেয়ে তোমার কাছে এসেছি।' বাক্যটি- [C : ২৩-২৪; ববি-C : ১৩-১৪]
ক) সরল বাক্য খ) জটিল বাক্য গ) যৌগিক বাক্য ঘ) কোনোটিই নয় উ: ক

০৩. সুখী হতে চাই বলে সুখ চাই নে। বাক্যটির নিম্নরেখ অংশটুকু হলো- [B : ২৩-২৪]
ক) আশ্রিত খণ্ডবাক্য খ) প্রধান খণ্ডবাক্য গ) স্বাধীন খণ্ডবাক্য ঘ) উপরের সবকয়টি উ: ক

০৪. 'যতক্ষণ শ্বাস, ততক্ষণ আশ।' বাক্যটি- [C : ২৩-২৪]
ক) জটিল বাক্য খ) সরল বাক্য গ) মিশ্র বাক্য ঘ) কোনোটিই নয়

Note: 'যতক্ষণ শ্বাস, ততক্ষণ আশ'। বাক্যটি সাপেক্ষ জটিল বা মিশ্র বাক্য। বাক্যের একটি অংশের সম্পাদন যখন অন্য একটি অংশের উপর নির্ভর করে তখন সেই বাক্যকে বলে সাপেক্ষ বাক্য। উল্লেখ্য, এটি একটি প্রবাদ।

০৫. একটি সার্থক বাক্যের গুণ কয়টি? [বিজ্ঞান : ২৩-২৪; বেরোবি-B : ১৭-১৮]
ক) ২টি খ) ৩টি গ) ৪টি ঘ) ৫টি উ: খ

০৬. 'সূর্যোদয়ে পদ্মফুল ফোটে।' বাক্যটি- [C : ২৩-২৪]
ক) সরল বাক্য খ) যৌগিক বাক্য গ) জটিল বাক্য ঘ) কোনোটিই নয় উ: ক

০৭. 'যতই করিবে দান, ততই যাবে বেড়ে।' বাক্যটি- [C : ২৩-২৪; ববি-খ : ১৫-১৬; রাবি-E : ১৪-১৫]
ক) সরল বাক্য খ) যৌগিক বাক্য গ) জটিল বাক্য ঘ) কোনোটিই নয় উ: গ

০৮. 'সমাজে দয়ার জোর বেশি নয়, বরং দায়ের জোর বেশি।' বাক্যটি- [C : ২৩-২৪]
ক) সরল বাক্য খ) যৌগিক বাক্য গ) জটিল বাক্য ঘ) কোনোটিই নয় উ: খ

০৯. "যদি বল, আসবো।" এটা কোন ধরনের বাক্য? [B : ২১-২২]
ক) ইচ্ছাসূচক খ) প্রার্থনামূলক গ) কার্যকারণাত্মক ঘ) অনুজ্ঞা উ: গ

১০. 'সবার মঙ্গল হোক।' বাক্যটি- [C : ২১-২২]
ক) অনুরোধবাচক খ) অনুজ্ঞাবাচক গ) বিকৃতিবাচক ঘ) অক্রিয় বাক্য উ: খ

১১. 'বিদ্বান সর্বত্র আদরণীয়।' বাক্যটি- [C : ২১-২২]
ক) জটিল বাক্য খ) সরল বাক্য গ) যৌগিক বাক্য ঘ) মিশ্র বাক্য উ: খ

১২. 'পরিশ্রমী ব্যক্তি সুখী হয়।' বাক্যটি- [C : ২১-২২]
ক) সরল বাক্য খ) যৌগিক বাক্য গ) জটিল বাক্য ঘ) অস্তিবাচক বাক্য উ: ক

১৩. 'দরিদ্র হলেও তার মন ছোট নয়।' বাক্যটি- [C : ২১-২২]
ক) জটিল বাক্য খ) যৌগিক বাক্য গ) অনুজ্ঞাসূচক বাক্য ঘ) সরল বাক্য উ: ঘ

১৪. 'সূর্যোদয়ে অন্ধকার দূর হয়।' বাক্যটি- [C : ২১-২২]
ক) জটিল বাক্য খ) সরল বাক্য গ) যৌগিক বাক্য ঘ) অনুজ্ঞাবাচক বাক্য উ: খ

১৫. নিম্নোক্ত কোন বাক্যটি সঠিক নিয়ম প্রকাশ করে? [B ১৯-২০]
ক) বচনভেদে পদাশ্রিত নির্দেশক অভিন্ন থাকে
খ) বিশেষণ শুধু বিশেষ্যকে বিশেষিত করে
গ) বাক্যের প্রয়োজনে অতিরিক্ত শব্দ ব্যবহারে বাহুল্য দোষ ঘটে
ঘ) একটি সার্থক বাক্যের ৪টি গুণ অপরিহার্য
উ: গ

১৬. 'আমার হৃদয় মন্দিরে আশার বীজ উপ্ত হইল'। বাক্যটিতে কোন দোষ আছে? [F ১৪-১৫]
ক) বাগধারার দোষ খ) গুরুচণ্ডালী দোষ গ) উপমার ভুল প্রয়োগ ঘ) বাহুল্য দোষ উ: গ

১৭. 'বুদ্ধিহীনরাই এ কথা বিশ্বাস করবে।' এ বাক্যটির মিশ্রবাক্য হবে- [F ১৪-১৫]
ক) বুদ্ধিহীনরাই সাধারণত এ কথা বিশ্বাস করে খ) যাদের বুদ্ধি আছে তারাই এ কথা বিশ্বাস করবে
গ) বুদ্ধির অভাবেই এসব কথা বিশ্বাস করে তারা
ঘ) যাদের বুদ্ধি নেই তারাই এ কথা বিশ্বাস করবে
উ: ঘ

১৮. 'শিক্ষকদের শ্রদ্ধা করা উচিত' এটি কোন ধরনের বাক্য? [C. সেট ১ : ১৪-১৫]
ক) অনুজ্ঞামূলক খ) নির্দেশমূলক গ) প্রার্থনাসূচক ঘ) যৌগিক উ: ক

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়

০১. 'হয় রওয়ানা হও নতুবা গাড়িতে ওঠো'– কোন ধরনের বাক্য? [A : ২৩-২৪]
ক) সরল খ) জটিল গ) যৌগিক ঘ) মিশ্র উ: গ

০২. বাংলা বাক্য গঠনের বিধান হলো- [A : ২৩-২৪]
ক) কর্তা, কর্ম ও ক্রিয়া খ) কর্তা, ক্রিয়া ও কর্ম
গ) ক্রিয়া, কর্ম ও কর্তা ঘ) কর্ম, ক্রিয়া ও কর্তা উ: ক

০৩. 'কালো মেঘে চারিদিক মৌ মৌ করছে' এ বাক্যে কোন গুণের অভাব রয়েছে? [A : ২৩-২৪]
ক) আসত্তি খ) অলংকার গ) যোগ্যতা ঘ) আকাঙ্ক্ষা উ: গ

০৪. বাক্য কী? [C : ২৩-২৪]
ক) ভাষার বৃহত্তম একক খ) শব্দের ক্ষুদ্রতম একক
গ) রূপমূল ঘ) ভাষার ক্ষুদ্রতম একক উ: ক

০৫. 'পুকুরে পদ্মফুল জন্মে'। এখানে 'জন্মে' শব্দটি মূলত কী? [C : ২৩-২৪]
ক) উদ্দেশ্য খ) সম্প্রসারণ গ) বিধেয় ঘ) ক্রিয়াবিশেষণ উ: গ

০৬. ড. সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের মতে অর্থগতভাবে বাক্য কত প্রকার? [A ২২-২৩]
ক) পাঁচ খ) ছয় গ) সাত ঘ) আট উ: গ

০৭. 'এমন লোক কে আছে যার দেশের প্রতি ভালোবাসার অভাব।' কোন ধরনের বাক্য? [A ২২-২৩]
ক) নেতিবাচক খ) অনুজ্ঞাসূচক গ) অস্তিবাচক ঘ) ইচ্ছাসূচক উ: গ

০৮. বাক্যের অর্থ সংগতি রক্ষার জন্য সুশৃঙ্খল পদ বিন্যাসকে বলে– [C ২২-২৩]
ক) আকাঙ্ক্ষা খ) আসত্তি গ) যোগ্যতা ঘ) পদক্রম উ: খ

০৯. গুরুচণ্ডালী দোষমুক্ত বাক্য কোনটি? [A : ২১-২২]
ক) তার বাহিরে যাবার সময় হয়েছে। খ) সে স্কুলে যাবে।
গ) তার বিবাহ হয় নাই। ঘ) তাহারা রওয়ানা হলো। উ: খ

১০. 'গরু মাংস খায়' বাক্যটি অশুদ্ধ কেন? [A : ২১-২২]
ক) আসত্তির অভাব খ) যোগ্যতার অভাব গ) অর্থ অস্পষ্ট ঘ) পদবিন্যাসে ত্রুটি উ: খ

১১. কোনটি যৌগিক বাক্য? [A : ২১-২২]
ক) তুমি ধনী কিন্তু কৃপণ। খ) পরিশ্রমী ব্যক্তিই সুখী হয়।
গ) যদিও লোকটি গরীব তবুও সৎ। ঘ) বিপদে অধীর হইও না। উ: ক

১২. 'যে পরিশ্রম করে, সেই সুখ লাভ করে' এটি কোন ধরনের বাক্য? [B : ১৯-২০]
ক) যৌগিক খ) জটিল গ) সরল ঘ) সাধারণ উ: খ

১৩. 'সুখ সকলের কাম্য' বাক্যটির ঠিক প্রশ্নবোধক রূপ কোনটি? [A ১৮-১৯]
ক) সুখ কি কাম্য নয়? খ) সুখ কার না কাম্য?
গ) কার না সুখ কাম্য? ঘ) কে সুখ চায় না? উ: খ

১৪. 'হৈমন্তী চুপ করিয়া রহিল' বাক্যটির জটিল রূপ কী? [E ১৭-১৮]
ক) হৈমন্তী বলিয়া সে চুপ করিয়া রহিল খ) কিন্তু হৈমন্তী চুপ করিয়া রহিল
গ) সে চুপ করিয়া রহিল ঘ) যে হৈমন্তী সে চুপ করিয়া রহিল উ: ঘ

১৫. 'মাত্র কটি দিন জানিলেও ওকে তোমার হাতে দিলাম।' কী ধরনের বাক্য? [E ১৭-১৮]
ক) সরল খ) জটিল গ) যৌগিক ঘ) অনুজ্ঞাবাচক উ: ক

১৬. 'তার চুল পেকেছে কিন্তু বুদ্ধি পাকেনি।' এটি কোন ধরনের বাক্য? [E ১৭-১৮]
ক) সরল খ) জটিল গ) আশ্রিত ঘ) যৌগিক উ: গ

১৭. পরিশ্রম কর, নতুবা কৃতকার্য হতে পারবে না। কী ধরনের বাক্য? [০৩-০৪]
ক) জটিল খ) মিশ্র গ) যৌগিক ঘ) সরল উ: গ

১৮. 'কিন্তু বরফ অগলিত রহিল' এর নেতিবাচক বাক্য- [০৫-০৬]
ক) কিন্তু বরফ গলিল না খ) কিন্তু বরফ গলিত হইল না
গ) কিন্তু বরফ না গলিল ঘ) কিন্তু বরফ গলিত না হইল উ: ক

১৯. 'কেউ কহিয়া দিতেছে না' এর অস্তিবাচক বাক্য– [০৫-০৬]
ক) সকলে নীরব থাকিতেছে খ) কেউ কেউ চুপ করে থাকছে
গ) সবাই অনুত্তর থাকছে ঘ) সবাই নীরব থাকছে উ: ক

২০. 'মা ছিল না বলে কেউ তার খোঁপা বেঁধে দেয়নি।' বাক্যটি– [০৫-০৬; যবিপ্রবি E ১৭-১৮]
ক) সরল খ) জটিল গ) যৌগিক ঘ) খণ্ড উ: ক

২১. 'জ্ঞানী লোক সকলের শ্রদ্ধা পান' এটা কোন বাক্য? [০৬-০৭; চবি হ ০৯-১০]
ক) সরল খ) জটিল গ) যৌগিক ঘ) বিযুক্তকরণ উ: ক

২২. বাক্যে কোন গুণটি থাকে না? [০৯-১০]
ক) সত্ত্বগুণ খ) ওজোগুণ গ) প্রসাদগুণ ঘ) মাধুর্যগুণ উ: ক

২৩. 'বোকা হও, নইলে দুঃখ পাও।' এটি হলো- [০৯-১০]
ক) সরল বাক্য খ) মিশ্র বাক্য গ) যৌগিক বাক্য ঘ) কোনোটিই না উ: গ

২৪. যে বাক্যের বিধেয় একটি তাকে বলে– [D ১৩-১৪]
ক) সরল বাক্য খ) জটিল বাক্য গ) যৌগিক বাক্য ঘ) মিশ্র বাক্য উ: ক

২৫. 'যারা ধার্মিক, তারা সুখী' এটি কোন ধরনের বাক্য? [E -১৩-১৪; চবি খ ০৮-০৯]
ক) জটিল খ) সরল গ) যৌগিক ঘ) বিস্ময়সূচক উ: ক

২৬. 'রাত্রির অবসানে সূর্যের উদয় হয়।' বাক্যটি কোন ধরনের? [E -১৩-১৪]
ক) সরল বাক্য খ) জটিল বাক্য গ) যৌগিক বাক্য ঘ) কোনোটিই নয় উ: ক

২৭. 'দোষ স্বীকার কর, তোমাকে কোন শাস্তি দিব না' এটি কোনো ধরনের বাক্য? [E ১৫-১৬]
ক) মিশ্র খ) জটিল গ) যৌগিক ঘ) সরল উ: গ

২৮. সে গান গায়, আমি শুনি। এটি কোন ধরনের বাক্য? [E -১৩-১৪]
ক) সরল বাক্য খ) মিশ্র বাক্য গ) যৌগিক বাক্য ঘ) কোনোটিই নয় উ: গ

২৯. অনুজ্ঞাসূচক বাক্য কোনটি? [A-১৫-১৬]
ক) যদি রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হতে পারতাম! খ) এবার তুমি থামো!
গ) তুমি কি পাগল হয়েছ! ঘ) বাহ, কী সুন্দর দৃশ্য! উ: খ

৩০. 'লাইট অন করো', বাক্যটি বাংলা বাক্য, কারণ- [D-১৫-১৬]
ক) এখানে দুটি ইংরেজি শব্দ এবং একটি বাংলা শব্দ রয়েছে খ) এখানে ক্রিয়াপদটি বাংলা
গ) এখানে ক্রিয়াপদটির কাল বর্তমান অনুজ্ঞা
ঘ) ইংরেজি শব্দ বেশি হলেও বাক্যগঠন বাংলা
উ: ঘ

৩১. 'ব্যাপারটা নিয়ে ঘাঁটাঘাঁটি করলে ফল ভালো হবে না' কোন ধরনের বাক্য? [E ১৬-১৭]
ক) বিশেষ্য স্থানীয় আশ্রিত বাক্য খ) বিশেষণ স্থানীয় আশ্রিত খণ্ডবাক্য
গ) ক্রিয়া বিশেষণ স্থানীয় খণ্ডবাক্য ঘ) যৌগিক বাক্য উ: ক

JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS
CamScanner

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়

০১. বাংলা বাক্যে পদের স্বাভাবিক ক্রম– [B1 : ২৩-২৪; চবি-D : ১২-১৩]
ⓚ কর্তা, কর্ম, ক্রিয়া ⓛ কর্ম, কর্তা, ক্রিয়া
ⓖ ক্রিয়া, কর্তা, কর্ম ⓜ কর্ম, ক্রিয়া, কর্তা উ: ক

০২. 'তিনি আর নেই' এটি কোন ধরনের বাক্য? [D1 : ২৩-২৪]
ⓚ যৌগিক ⓛ জটিল ⓖ সরল ⓜ খণ্ডবাক্য উ: গ

০৩. তুমি আসবে এবং আমি চলে যাব। এটি কোন ধরনের বাক্য? [D : ২৩-২৪]
ⓚ যৌগিক বাক্য ⓛ সরল ⓖ খণ্ডবাক্য ⓜ জটিল উ: ক

০৪. 'কেউ কিছু বলছে না' বাক্যটির অস্তিবাচক রূপ– [B সেট-১: ২২-২৩]
ⓚ কেউ কিছু বলতে চাইছে ⓛ কেউ কিছু বলেছে
ⓖ সবাই চুপচাপ ⓜ কেউ কিছু না বলে পারছে না উ: গ

০৫. কোনটি সরল বাক্য? [B সেট-১: ২২-২৩]
ⓚ কর্মরত ব্যক্তিকে বিরক্ত করো না। ⓛ যেমন কর্ম করবে, তেমন ফল পাবে।
ⓖ যদিও তার চুল পেকেছে, তবুও তার বুদ্ধি পাকেনি।
ⓜ পৃথিবীতে এমন কিছু নেই যা অসম্ভব। উ: ক

০৬. 'গরুর শকট' শব্দটি কোন দোষে দুষ্ট? [D সেট-৩: ২২-২৩]
ⓚ বাহুল্য ⓛ উপমার ভুল ⓖ দুর্বোধ্যতা ⓜ গুরুচণ্ডালী উ: ঘ

০৭. 'আমি বাংলাদেশের নাগরিক'– এই বাক্যের জটিল রূপ- [B1 : ২১-২২]
ⓚ আমার জন্মভূমির নাম বাংলাদেশ ⓛ আমি যে দেশের নাগরিক তার নাম বাংলাদেশ
ⓖ আমি একটি দেশের নাগরিক এবং তার নাম বাংলাদেশ ⓜ একটিও না উ: খ

০৮. 'শিশিরের বয়স যে যথাসময়ে ষোল হইল, সেটা স্বভাবের ষোল' এটা কী বাক্য? [B1 : ২১-২২]
ⓚ যৌগিক ⓛ সরল ⓖ জটিল ⓜ মিশ্র উ: ক

০৯. "কী সাংঘাতিক ব্যাপার।" .... এটা কী ধরনের বাক্য? [A : ২১-২২]
ⓚ বিবৃতিমূলক ⓛ আদেশসূচক ⓖ বিস্ময়সূচক ⓜ প্রশ্নমূলক উ: গ

১০. বাক্যের সুশৃঙ্খল পদবিন্যাসকে কী বলে? [B ১৯-২০]
ⓚ আকাঙ্ক্ষা ⓛ যোগ্যতা ⓖ আসত্তি ⓜ রীতিসিদ্ধতা উ: গ

১১. গঠন অনুসারে বাক্য কত প্রকার? [D ১৯-২০]
ⓚ ছয় ⓛ চার ⓖ পাঁচ ⓜ তিন উ: ঘ

১২. তুমি এলে তবে আমি যাবো। বাক্যটি কোন শ্রেণির? [D ১৯-২০]
ⓚ সরল ⓛ যৌগিক ⓖ অনুজ্ঞাসূচক ⓜ জটিল উ: ঘ

১৩. 'তুমি আসবে বলে আমি অপেক্ষা করছি।' এটি কোন ধরনের বাক্য? [S ১৬-১৭]
ⓚ জটিল ⓛ যৌগিক ⓖ যোগরূঢ় ⓜ সরল উ: ক

১৪. 'লেখাপড়া করে যে, গাড়ি ঘোড়া চড়ে সে' এটি কোন শ্রেণির বাক্য? [ড ০৩-০৪]
ⓚ যৌগিক ⓛ সরল ⓖ জটিল ⓜ মৌলিক উ: গ

১৫. 'মাংসভোজী পশু অত্যন্ত বলবান' এটি কোন বাক্যের উদাহরণ? [ড ০৪-০৫]
ⓚ সরল বাক্য ⓛ যৌগিক বাক্য ⓖ জটিল বাক্য ⓜ কোনোটিই নয় উ: ক

১৬. 'খেলা শেষ হলে বাড়ি ফিরবো।' এ বাক্যে কোন লক্ষণ প্রকাশ পেয়েছে? [ড ০৪-০৫]
ⓚ স্পৃহা ⓛ আকাঙ্ক্ষা ⓖ আসত্তি ⓜ যোগ্যতা উ: খ

১৭. 'সুখবরটা জেনে সে আনন্দিত হয়েছে' এটি কোন ধরনের বাক্য? [ঘ ০৫-০৬]
ⓚ সরল বাক্য ⓛ জটিল বাক্য ⓖ যৌগিক বাক্য ⓜ বিস্ময়সূচক বাক্য উ: ক

১৮. 'তিনি দরিদ্র, কিন্তু অত্যন্ত উদার।' এটি কোন ধরনের বাক্য? [খ ০৫-০৬]
ⓚ যৌগিক ⓛ সরল ⓖ বিস্ময়সূচক ⓜ প্রশ্নবোধক উ: ক

১৯. 'ফের যদি আসি, তবে সিঁধ কাঠি সঙ্গে করিয়া আসিব' একটি– [ড ০৫-০৬]
ⓚ সরল বাক্য ⓛ জটিল বাক্য ⓖ যৌগিক বাক্য ⓜ কোনোটিই নয় উ: খ

২০. 'আমরা বাধা দিতে পারলাম না' নেতিবাচক বাক্যটির অস্তিবাচক রূপ– [খ ০৬-০৭]
ⓚ আমরা বাধা দিতে পারলাম ⓛ আমরা বাধা না দিয়ে পারলাম
ⓖ আমরা বাধা দিতে অপারগ হলাম ⓜ আমরা বাধা দিলাম উ: গ

২১. 'সে গরিব, কিন্তু কৃপণ নয়' এটি কোন ধরনের বাক্য? [খ ০৭-০৮]
ⓚ জটিল ⓛ যৌগিক ⓖ সরল ⓜ প্রশ্নবোধক উ: খ

২২. কোনটি যৌগিক বাক্যের উদাহরণ? [ঘ ০৭-০৮]
ⓚ তার অনেক টাকা আছে ⓛ তার টাকা থাকলেও মন নেই
ⓖ তার টাকা আছে, কিন্তু সে দান করে না ⓜ তার টাকা দিয়ে জমিটা কিনেছে উ: গ

২৩. 'শিক্ষক এসেছিলেন, কিন্তু ক্লাস হয়নি।' এটি– [ড ০৮-০৯]
ⓚ জটিল বাক্য ⓛ যৌগিক বাক্য ⓖ সরল বাক্য ⓜ অনুজ্ঞাসূচক বাক্য উ: খ

২৪. 'আমাকে একটু সাহায্য করুন' কোন ধরনের বাক্য? [ঘ ০৯-১০]
ⓚ প্রার্থনাসূচক ⓛ বিবৃতিমূলক ⓖ বিস্ময়সূচক ⓜ অনুজ্ঞাসূচক উ: ক

২৫. 'ফরিয়াদি প্রসন্ন গোয়ালিনী' কোন ধরনের বাক্য? [ক ০৯-১০]
ⓚ জটিল ⓛ সরল ⓖ মিশ্র ⓜ যৌগিক উ: খ

২৬. 'রহিম সাহেবের ধন আছে কিন্তু বিদ্যা নাই' গঠন অনুযায়ী বাক্যটি কোন শ্রেণির? [ড ১০-১১]
ⓚ জটিল ⓛ যৌগিক ⓖ মিশ্র ⓜ সরল উ: খ

২৭. 'যেহেতু তুমি বেশি নম্বর পেয়েছ, সুতরাং তুমি প্রথম হবে' কোন ধরনের বাক্য? [...]
ⓚ সরল ⓛ জটিল ⓖ যৌগিক ⓜ অনুজ্ঞামূলক উ: [illegible]

২৮. 'এ অবস্থায় কেউ কাউকে চিনতে পারে না' কোন ধরনের বাক্য? [ঘ ১১-১২]
ⓚ অস্তিবাচক ⓛ নেতিবাচক ⓖ বিস্ময়বোধক ⓜ অনুজ্ঞাবাচক উ: [illegible]

২৯. 'ভিক্ষা দে' কোন ধরনের বাক্য? [E, সেট ২: ১৪-১৫]
ⓚ বিস্ময়সূচক ⓛ বিবৃতিমূলক ⓖ অনুজ্ঞাবাচক ⓜ অস্তিবাচক উ: [illegible]

৩০. 'বৃষ্টি না হলে আমি আসব।' কোন ধরনের বাক্যের উদাহরণ? [ঘ ১৩-১৪]
ⓚ কার্যকারণবাচক ⓛ না-বাচক ⓖ সংশয়বাচক ⓜ অনুজ্ঞাবাচক উ: [illegible]

৩১. তোমার যিনি বাপ, তার নাম কী? এটি কোন ধরনের বাক্য? [H, ১৩-১৪]
ⓚ সরল বাক্য ⓛ জটিল বাক্য ⓖ যৌগিক বাক্য ⓜ প্রশ্নবোধক বাক্য উ: [illegible]

৩২. 'মিথ্যা বলার জন্য তোমার পাপ হবে' কোন ধরনের বাক্য? [I ১৩-১৪]
ⓚ রূপান্তরকৃত ⓛ যুক্ত ⓖ সরল ⓜ যৌগিক উ: [illegible]

৩৩. 'তিনি অত্যন্ত দরিদ্র কিন্তু তাঁর অন্তঃকরণ খুব উদার' কোন বাক্যের উদাহরণ– [... ১৩-১৪]
ⓚ জটিল বাক্য ⓛ মিশ্র বাক্য ⓖ সরল বাক্য ⓜ যৌগিক বাক্য উ: [illegible]

৩৪. 'আপনার ভালো হোক' কোন ধরনের বাক্য? [B -১৩-১৪]
ⓚ বিস্ময়সূচক ⓛ বিবৃতিমূলক ⓖ প্রার্থনাসূচক ⓜ আজ্ঞাসূচক উ: [illegible]

৩৫. 'ধনীরা প্রায়ই কৃপণ হয়।' কোন ধরনের বাক্য? [B ১৩-১৪]
ⓚ যৌগিক ⓛ জটিল ⓖ সরল ⓜ মিশ্র উ: [illegible]

৩৬. 'তুমি মিথ্যা বলেছ, সুতরাং তোমার পাপ হবে' কোন ধরনের বাক্য? [B1, ১৪-১৫]
ⓚ জটিল বাক্য ⓛ যৌগিক বাক্য ⓖ সরল বাক্য ⓜ অনুজ্ঞা বাক্য উ: [illegible]

৩৭. 'একটা গান গাও' কোন ধরনের বাক্য? [B1, সেট ৩ : ১৪-১৫]
ⓚ অস্তিবাচক ⓛ বিবৃতিমূলক ⓖ বিস্ময়সূচক ⓜ অনুজ্ঞাবাচক উ: [illegible]

৩৮. 'তুমি এসো এবং আমি যাই।' এটি কোন ধরনের বাক্য? [B1, সেট ৩ : ১৪-১৫]
ⓚ যৌগিক ⓛ সরল ⓖ জটিল ⓜ কোনোটিই নয় উ: [illegible]

৩৯. 'বসে থাকো' এটি কোন ধরনের বাক্য? [D১৭-১৮]
ⓚ বিবৃতিমূলক ⓛ বিস্ময়সূচক ⓖ অনুজ্ঞাবাচক ⓜ অস্তিবাচক উ: [illegible]

৪০. 'একটা পয়সা দে' কোন ধরনের বাক্য? [D, সেট ২:১৪-১৫]
ⓚ বিস্ময়সূচক ⓛ বিবৃতিমূলক ⓖ অনুজ্ঞাবাচক ⓜ অস্তিবাচক উ: [illegible]

৪১. 'এ কাজ করা ঠিক হয় নি।' কোন ধরনের বাক্য? [B1 ১৬-১৭]
ⓚ বিস্ময়সূচক ⓛ অনুজ্ঞাসূচক ⓖ প্রার্থনাসূচক ⓜ বিবৃতিমূলক উ: [illegible]

৪২. 'পরীক্ষা ভালো না হলে ভর্তি হওয়া যাবে না।' কোন ধরনের বাক্য? [B1 ১৬-১৭]
ⓚ জটিল ⓛ সরল ⓖ যৌগিক ⓜ অনুজ্ঞা উ: [illegible]

৪৩. 'সবগুলো প্রশ্নের উত্তর দিচ্ছি, কিন্তু সব ঠিক হবে কিনা জানি না।' কোন ধরনের বাক্য? [A-১৫-১৬]
ⓚ সরল ⓛ যৌগিক ⓖ জটিল ⓜ খণ্ডবাক্য উ: [illegible]

৪৪. 'তুমি যা বলছ তা আমি বিশ্বাস করি না।' কোন ধরনের বাক্য? [C-১৫-১৬]
ⓚ সরল ⓛ জটিল ⓖ যৌগিক ⓜ খণ্ডবাক্য উ: [illegible]

৪৫. 'যারা চেষ্টা করে তারা সফল হয়' কোন ধরনের বাক্য? [D-১৫-১৬]
ⓚ সরল ⓛ জটিল ⓖ যৌগিক ⓜ অনুজ্ঞাবাচক উ: [illegible]

৪৬. 'যদি সফল হই তবে আইন বিভাগে ভর্তি হবো।' কোন ধরনের বাক্যের উদাহরণ? [E ১৫-১৬]
ⓚ কার্যকারণবাচক ⓛ আবেগবাচক ⓖ সংশয়বাচক ⓜ অনুজ্ঞাবাচক উ: [illegible]

৪৭. 'আমি কিংকর্তব্যবিমূঢ়ের মতো দৃষ্টি নিক্ষেপ করলাম।' এটি কোন ধরনের বাক্য? [G ১৬-১৭]
ⓚ জটিল ⓛ যৌগিক ⓖ সরল ⓜ অনুজ্ঞা উ: [illegible]

৪৮. বাংলাদেশ দীর্ঘজীবী হোক। কোন ধরনের বাক্য? [F ১৬-১৭]
ⓚ অনুজ্ঞাসূচক ⓛ বিবৃতিমূলক ⓖ প্রার্থনাসূচক ⓜ বিস্ময়সূচক উ: [illegible]

৪৯. 'পরীক্ষা ভালো হলে ভর্তি হওয়ার সম্ভাবনা আছে।' কোন ধরনের বাক্য? [E ১৬-১৭]
ⓚ সরল ⓛ জটিল ⓖ যৌগিক ⓜ নেতিবাচক উ: [illegible]

৫০. 'পরীক্ষায় উত্তর লিখব অথচ কলমে কালি ফুরিয়ে গেল' কোন ধরনের বাক্য? [D3 ১৬-১৭]
ⓚ সরল ⓛ জটিল ⓖ যৌগিক ⓜ নেতিবাচক উ: [illegible]

৫১. 'এখনই ডাক্তার ডাক' কোন ধরনের বাক্য? [D3 ১৬-১৭]
ⓚ অনুজ্ঞাবাচক ⓛ যৌগিক ⓖ জটিল ⓜ ইচ্ছাসূচক উ: [illegible]

৫২. 'আমরা জানতাম, বাংলাদেশ জিতবেই' কোন ধরনের বাক্য? [D1 ১৬-১৭]
ⓚ সরল ⓛ জটিল ⓖ যৌগিক ⓜ নেতিবাচক উ: [illegible]

৫৩. 'সারাদিন আমি যেন ভাল হয়ে চলি' কোন ধরনের বাক্য? [D1 ১৬-১৭]
ⓚ অনুজ্ঞাবাচক ⓛ প্রার্থনাবাচক ⓖ জটিল ⓜ ইচ্ছাবাচক উ: [illegible]

৫৪. 'যারা ব্যবসা করেন, ব্যবসা প্রশাসন সম্পর্কে তাদের ধারণা থাকা দরকার।' কোন ধরনের বাক্য? [C3 ১৬-১৭]
ⓚ সরল বাক্য ⓛ জটিল বাক্য ⓖ যৌগিক বাক্য ⓜ খণ্ড বাক্য উ: [illegible]

৫৫. 'আমি চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের ব্যবসায় প্রশাসন অনুষদের কোনো একটি বিভাগে ভর্তি হতে চাই।' কোন ধরনের বাক্য? [C1 ১৬-১৭]
ⓚ সরল বাক্য ⓛ জটিল বাক্য ⓖ যৌগিক বাক্য ⓜ খণ্ডবাক্য উ: [illegible]

CamScanner

JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS

GST গুচ্ছ বিশ্ববিদ্যালয়

০১. 'এমনি করেই যায় যদি দিন, যাক না।' এটি কোন ধরনের বাক্য? [A : ২৩-২৪]
ক) ইচ্ছাসূচক খ) প্রার্থনাসূচক গ) আবেগসূচক ঘ) অনুজ্ঞাসূচক উ: ক

০২. 'এতদিন জেল খাটলাম, আপনাদের সাথে আমাদের মনোমালিন্য হয় নাই।' এই বাক্যের জটিল রূপ কী হবে? [B ২২-২৩]
ক) যদিও এতদিন জেল খাটলাম, তথাপি আপনাদের সাথে আমাদের মনোমালিন্য হয় নাই।
খ) এতদিন জেল খাটলেও আপনাদের সাথে আমাদের মনোমালিন্য হয় নাই
গ) এতদিন জেল খাটলাম এবং আপনাদের সাথে আমাদের মনোমালিন্য হয় নাই।
ঘ) এতদিন জেল খাটলাম, কিন্তু আপনাদের সাথে আমাদের মনোমালিন্য হয় নাই। উ: ক

০৩. 'পরিস্থিতি স্বাভাবিক' এই বাক্যের নেতিবাচক রূপ কোনটি? [A ২২-২৩]
ক) পরিস্থিতি স্বাভাবিক নয়
খ) পরিস্থিতি যে স্বাভাবিক তা নয়
গ) পরিস্থিতি অস্বাভাবিক নয়
ঘ) পরিস্থিতিকে স্বাভাবিক বলা চলে না উ: গ

০৪. 'মানব-কল্যাণ অলৌকিক কিছু নয়।' এই বাক্যের অস্তিবাচক রূপ কী? [C ২২-২৩]
ক) মানব-কল্যাণ অলৌকিক কিছু একটা
খ) মানব-কল্যাণ লৌকিক কিছু নয়।
গ) মানব-কল্যাণ অলৌকিক কিছু।
ঘ) মানব-কল্যাণ লৌকিক কিছু। উ: ঘ

০৫. 'দোষ স্বীকার কর, তোমাকে শাস্তি দিব না।' এটি কোন ধরনের বাক্য? [C : ২১-২২]
ক) সরল বাক্য খ) জটিল বাক্য গ) যৌগিক বাক্য ঘ) খণ্ড বাক্য উ: গ

০৬. 'খাঁটি সোনার চেয়ে খাঁটি আমার দেশের মাটি।'- এটি কোন ধরনের বাক্য? [A : ২১-২২]
ক) মিশ্র খ) যৌগিক গ) জটিল ঘ) সরল উ: ঘ

খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়

০১. 'ছোটো কিন্তু রসে ভরা।' বাক্যটিকে সরল বাক্যে রূপান্তরিত করলে হবে : [C১৭-১৮]
ক) যদিও ছোট, তবু রসে ভরা
খ) ছোটো হলেও রসে ভরা
গ) রসে ভরা ছোটো
ঘ) ছোটো ও রসে ভরা উ: খ

জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলাম বিশ্ববিদ্যালয়

০১. বাক্যের ক্ষুদ্রতম একক কী? [A ১৯-২০; শাবিপ্রবি C ১২-১৩]
ক) ধ্বনি খ) বর্ণ গ) অক্ষর ঘ) শব্দ উ: ঘ

০২. 'বিদ্বান লোক সকলের শ্রদ্ধার পাত্র' এটি কোন শ্রেণির বাক্য? [A ১৯-২০; ইবি H ১৭-১৮]
ক) সরল খ) জটিল গ) যৌগিক ঘ) মিশ্র উ: ক

০৩. 'তার বয়স বেড়েছে কিন্তু বুদ্ধি বাড়েনি' এটি কোন ধরনের বাক্য? [A ১৯-২০]
ক) সরল বাক্য খ) মিশ্রবাক্য গ) যৌগিক বাক্য ঘ) বৈপরিত্যমূলক বাক্য উ: গ

০৪. 'সত্য কথা বলিনি, তাই বিপদে পড়েছি।' কোন শ্রেণির বাক্য? [AL ১৮-১৯; রাবি E১৭-১৮]
ক) সরল খ) মিশ্র গ) জটিল ঘ) যৌগিক উ: ঘ

০৫. 'রতন পোস্ট অফিসের চারিদিকে কাঁদিয়া কাঁদিয়া বেড়াইতে লাগিল।' বাক্যটি গঠন অনুসারে– [AL ১৮-১৯]
ক) জটিল বাক্য
খ) যৌগিক বাক্য
গ) সরল বাক্য
ঘ) আশ্রিত খণ্ড বাক্য উ: গ

০৬. 'কে কোথা হইতে শব্দ করিতেছে তাহাও জানিবার উপায় নাই।' বাক্যটি- [AL ১৮-১৯]
ক) সরল বাক্য খ) জটিল বাক্য গ) যৌগিক বাক্য ঘ) মৌলিক বাক্য উ: ক

০৭. 'তাঁর টাকা আছে, কিন্তু তিনি দান করেন না' এটি কোন ধরনের বাক্য? [ঘ ১৬-১৭]
ক) মিশ্র খ) যৌগিক গ) সরল ঘ) সাধারণ উ: খ

০৮. সাধু ও চলিত রীতির মিশ্রণ ঘটলে শব্দ কোন গুণটি হারায়? [AL১৭-১৮]
ক) গুরুচণ্ডালী খ) যোগ্যতা গ) আকাঙ্ক্ষা ঘ) আসত্তি উ: খ

০৯. 'পড়া শেষে খেতে যাবো' এ বাক্যে ব্যাকরণের কোন লক্ষণ প্রকাশিত? [AP১৭-১৮]
ক) আসক্তি খ) স্পৃহা গ) অভ্যাস ঘ) অভিপ্রায় উ: ঘ

১০. 'তার ধন আছে, কিন্তু বিদ্যা নেই' বাক্যটি কোন শ্রেণির? [C১৭-১৮]
ক) সরল খ) মিশ্র গ) জটিল ঘ) যৌগিক উ: ঘ

১১. 'বিশ্ব লেখকের পক্ষেই শূদ্র পাঠকের মনোরঞ্জন করা সংগত' কোন ধরনের বাক্য? [A ১৩-১৪]
ক) সরল খ) জটিল গ) যৌগিক ঘ) নেতিবাচক উ: ক

১২. 'তোমার মঙ্গল হোক' কোন ধরনের বাক্য : [ক ১৬-১৭]
ক) বিবৃতিমূলক
খ) ইচ্ছামূলক
গ) আদেশবাচক
ঘ) আশীর্বাদবাচক উ: ঘ

১৩. 'পৃথিবী অস্থায়ী' বাক্যটির নেতিবাচক রূপ : [ক ১৬-১৭]
ক) পৃথিবী চিরস্থায়ী নয়
খ) পৃথিবী স্থায়ী নয়
গ) পৃথিবী কি স্থায়ী
ঘ) পৃথিবী অস্থায়ী নয় উ: ক

১৪. 'রক্ষকই ভক্ষক' বাক্যটির জটিল রূপ : [ক ১৬-১৭]
ক) রক্ষকই কিন্তু ভক্ষক
খ) যে রক্ষক, সেই ভক্ষক
গ) তিনি রক্ষক এবং ভক্ষক
ঘ) রক্ষক হয়েও ভক্ষক উ: খ

বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়

০১. 'বাংলাদেশ একটি উন্নয়নশীল দেশ'। বাক্যটি– [C ১৯-২০]
ক) অনুজ্ঞাসূচক খ) অস্তিবাচক গ) নির্দেশাত্মক ঘ) কোনোটিই নয় উ: ঘ

০২. বাক্যতত্ত্বের অপর নাম কী? [C ১৯-২০; রাবি B ১৪-১৫]
ক) ভাষা খ) প্রাতিপদিক গ) পদক্রম ঘ) সাধিত শব্দ উ: গ

০৩. 'শবপোড়া' শব্দটিতে কী দোষ দেখা যায়? [A-১৫-১৬]
ক) গুরুচণ্ডালী খ) উপমার ভুল প্রয়োগ গ) আকাঙ্ক্ষার ত্রুটি ঘ) দুর্বোধ্য ব্যবহার উ: ক

০৪. নিচের কোনটি যৌগিক বাক্য? [A ১৭-১৮]
ক) দোষ করেছ অতএব শাস্তি পাবে
খ) তিনি বিদ্বান হলেও নিরহংকারী
গ) যে রক্ষক সে ভক্ষক
ঘ) ইহারা অন্য জাতের মানুষ উ: ক

০৫. 'পরীক্ষায় সফল হও' কী ধরনের বাক্য? [H -১৩-১৪]
ক) বিস্ময়সূচক খ) আদেশমূলক গ) বিবৃতিমূলক ঘ) ইচ্ছাসূচক উ: গ

০৬. 'বিবাহ সম্বন্ধে আমার মত যাচাই করা আবশ্যক ছিল না' নেতিবাচক বাক্যটির অস্তিবাচক বাক্য কোনটি? [C ১৩-১৪]
ক) বিবাহ সম্বন্ধে আমার মত যাচাই করা আবশ্যক ছিল
খ) বিবাহ সম্বন্ধে আমার মত যাচাই করা অনাবশ্যক ছিল
গ) বিবাহ সম্বন্ধে আমার মত যাচাই করা অনাবশ্যক ছিল না
ঘ) কোনোটিই নয় উ: খ

০৭. 'বিশ্রাম কাজের অঙ্গ এক সাথে গাঁথা' এ বাক্য দ্বারা কী বোঝানো হয়েছে? [A ১৩-১৪]
ক) পরিপূরক খ) পারস্পরিক গ) সমার্থক ঘ) পরস্পর নির্ভরশীল উ: ক

০৮. কোনটি জটিল বাক্য? [A ১৫-১৬]
ক) সাক্ষীটা কি একটা গন্ডগোল বাঁধাইতেছে
খ) সে আফিং খায়, বসে বসে ঝিমায়, নানা উদ্ভট কথা বলে
গ) বাড়ি দূরে থাক, আমার একটা কুঠারিও নাই
ঘ) যে ফরিয়াদি, সে প্রসন্ন গোয়ালিনী উ: ঘ

ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়

০১. 'মেঘ বরষা গরজে ঘন গগনে' বাক্যে কোন গুণের অভাব রয়েছে? [B : ১৯-২০]
ক) যোগ্যতা খ) আসত্তি গ) আকাঙ্ক্ষা ঘ) গুরুচণ্ডালী উ: খ

০২. 'সে যে উপস্থিত, তা সবাই জানে' বাক্যটি– [B : ১৯-২০]
ক) সরল খ) যৌগিক গ) জটিল ঘ) কোনোটিই নয় উ: গ

০৩. 'কাল হইতে মামার আসিয়াছি বাড়ি আমি' বাক্যে কোন গুণের অভাব ঘটেছে? [B ১৮-১৯]
ক) যোগ্যতা খ) আসত্তি গ) আকাঙ্ক্ষা ঘ) কোনোটিই নয় উ: খ

০৪. 'যতই পরিশ্রম করবে ততই ফল পাবে।' এটি কোন ধরনের বাক্য? [B১৭-১৮]
ক) নির্দেশক বাক্য খ) সরল বাক্য গ) যৌগিক বাক্য ঘ) জটিল বাক্য উ: ঘ

০৫. 'তাহাদের চুরি করিবার প্রয়োজন নাই বলিয়াই চুরি করেন না।' বাক্যটি? [C১৭-১৮]
ক) জটিল খ) যৌগিক গ) সরল ঘ) মিশ্র উ: গ

০৬. 'সে বলতে চায় তথাপি বলে না।' এটি কোন শ্রেণির বাক্য? [H১৭-১৮]
ক) সরল খ) জটিল গ) যৌগিক ঘ) মিশ্র উ: গ

০৭. 'যদি সত্য বল, তাহলে মুক্তি পাবে' এটি কোন ধরনের বাক্য? [B১৭-১৮; ক ১০-১১]
ক) সংযুক্ত বাক্য খ) সরল বাক্য গ) যৌগিক বাক্য ঘ) মিশ্র বাক্য উ: ঘ

০৮. 'নিয়মিত ব্যায়াম কর, স্বাস্থ্য ভালো হবে' এটি কোন ধরনের বাক্য? [খ ০৮-০৯]
ক) জটিল খ) সরল গ) মিশ্র ঘ) যৌগিক উ: ঘ

০৯. 'বিদ্যা অর্জন করেছ, কাজে যোগ দাও' কোন শ্রেণির বাক্য- [খ ০৯-১০]
ক) সরল খ) জটিল গ) মিশ্র ঘ) যৌগিক উ: ঘ

১০. 'তিনি ধনী, কিন্তু তার মন দরিদ্রের জন্য কাঁদে।' কোন শ্রেণির বাক্য? [খ ০৯-১০]
ক) সরল খ) জটিল গ) যৌগিক ঘ) মিশ্র উ: গ

১১. 'পাখি ঘাস খায়' বাক্যটি অশুদ্ধ কী কারণে? [খ ১১-১২]
ক) আসত্তির অভাব খ) যোগ্যতার অভাব গ) পদবিন্যাসের ত্রুটি ঘ) অর্থ অস্পষ্ট উ: খ

১২. তুমি না বলেছিলে আগামীকাল আসবে? এখানে 'না' এর ব্যবহার কী অর্থে? [B ১৩-১৪]
ক) বিস্ময়সূচক খ) প্রশ্নবোধক গ) হ্যাঁবাচক ঘ) না বাচক উ: গ

১৩. 'সে কাল আসবে এবং আমি যাব' কোন ধরনের বাক্য? [B ১৬-১৭]
ক) সরল খ) জটিল গ) যৌগিক ঘ) কোনোটিই নয় উ: গ

১৪. হযরত মুহাম্মদ (স.) ছিলেন একজন আদর্শ মানব। এটি কোন ধরনের বাক্য? [H ১৩-১৪]
ক) জটিল খ) সরল গ) মিশ্র ঘ) যৌগিক উ: খ

১৫. 'যে ব্যক্তি বিদ্যাহীন, সে সমাজে উপেক্ষিত' এটি কোন বাক্য? [H -১৩-১৪]
ক) সরল খ) যৌগিক গ) জটিল ঘ) মিশ্র উ: গ

JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS

CamScanner

CamScanner

গার্হস্থ্য অর্থনীতি কলেজ

০১. যৌগিক বাক্য কোনটি? [২২-২৩]
ক সুশিক্ষিত লোক মাত্রই স্বশিক্ষিত। খ মাহির বই পড়ছে, আর জয়ি লিখছে।
গ যতই করিবে দান, ততই যাবে বেড়ে।
ঘ খাঁটি সোনার চাইতে খাঁটি, আমাদের দেশের মাটি। উ: খ

০২. 'আমার এমন কিছু নেই, যা তোমাকে দিতে পারি।' এটি কোন জাতীয় বাক্য? [মানবিক ২১-২২]
ক জটিল খ সরল গ যৌগিক ঘ মৌলিক উ: ক

০৩. 'মানুষ সূর্যোদয়ে আনন্দিত হয় এবং রাত্রির আগমনে পুলকিত হয়ে থাকে' বাক্যটি? [১৯-২০]
ক সরল বাক্য খ যৌগিক বাক্য গ মিশ্র বাক্য ঘ জটিল বাক্য উ: খ

০৪. বাক্যে পদ সাজাবার শৃঙ্খলাকে কী বলে? [১৯-২০; চবি ও ১৯-২০]
ক আকাঙ্ক্ষা খ পদশৃঙ্খলা গ আসত্তি ঘ যোগ্যতা উ: গ

ঢাবি অধিভুক্ত ৭ কলেজ

০১. নিচের কোনটি যৌগিক বাক্যের দৃষ্টান্ত? [বিজ্ঞান : ২৩-২৪]
ক আমি তাকে দেখতে চাই। খ যদিও সে দরিদ্র তবুও সে সৎ।
গ মেয়েটি ধীরে ধীরে হাটছে। ঘ তিনি পণ্ডিত, কিন্তু বিনয়ী নন। উ: খ

০২. একটি সরল বাক্যে সর্বোচ্চ কয়টি সমাপিকা ক্রিয়া থাকতে পারে? [কলা ও সামাজিক : ২৩-২৪]
ক ১টি খ ২টি গ ৩টি ঘ ৪টি উ: ক

০৩. 'খাঁটি সোনার চাইতে খাঁটি, আমার দেশের মাটি' কোন ধরনের বাক্য? [মানবিক ২২-২৩]
ক সরল খ যৌগিক গ জটিল ঘ কোনোটিই নয় উ: গ

০৪. 'কী সাংঘাতিক ব্যাপার।' এটা কোন ধরনের বাক্য? [মানবিক ২২-২৩]
ক প্রশ্নসূচক খ বিবৃতিধর্মী গ বিস্ময়সূচক ঘ আদেশমূলক উ: গ

০৫. কোনটি সার্থক বাক্যের বৈশিষ্ট্য? [বিজ্ঞান ২২-২৩]
ক যোগ্যতা খ শুদ্ধ বানান গ ক্রিয়ার ব্যবহার ঘ আবেগ উ: ক

০৬. 'জীবনের জন্য বৃক্ষের দিকে তাকাও'। কী ধরনের বাক্য? [Humanities : ২১-২২]
ক বিবৃতিমূলক খ প্রার্থনাসূচক
গ অনুজ্ঞাবাচক ঘ কার্যকারণাত্মক উ: খ

০৭. 'নিয়মিত পড়লে পরীক্ষায় পাশ করা যায়।' বাক্যটি কোন শ্রেণির? [Science : ২১-২২]
ক জটিল বাক্য খ সরল বাক্য গ যৌগিক বাক্য ঘ খণ্ডবাক্য উ: খ

০৮. বাক্যে এক পদের পর অন্য পদ শোনার ইচ্ছাকে কী বলে? [১৭-১৮]
ক আসত্তি খ আকাঙ্ক্ষা গ যোগ্যতা ঘ আসক্তি উ: খ

ডিপ্লোমা ইন মিডওয়াইফারি

০১. কোনটি সরল বাক্য? [ডিপ্লোমা : ২৩-২৪]
ক আমি জানতাম তুমি প্রথম হবে খ সত্য কথা বলিনি, তাই বিপদে পড়েছি
গ আলী অনেক মেধাবী কিন্তু নিয়মিত পড়ালেখা করে না
ঘ পাখিগুলো নীল আকাশে উড়ছে উ: খ

০২. 'যারা পরিশ্রম করে, তারা জীবনে সফল হয়' গঠন বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী বাক্যটি? [ডিপ্লোমা : ২৩-২৪]
ক যৌগিক খ সরল গ বিস্ময়বোধক ঘ জটিল উ: ঘ

০৩. 'রহিম স্কুলে যায়' এ বাক্যের উদ্দেশ্য কোনটি? [ডিপ্লোমা : ২৩-২৪]
ক স্কুলে যায় খ স্কুলে গ যায় ঘ রহিম উ: গ

০৪. জটিল বাক্যের উদাহরণ কোনটি? [২১-২২]
ক দোষ করেছ অতএব শাস্তি পাবে।
খ দোষ করেছ কিন্তু ক্ষমা চাওয়ায় শাস্তি পাবে না।
গ যেহেতু দোষ স্বীকার করেছে, সেহেতু শাস্তি পাবে।
ঘ দোষীরা শাস্তি পাবে। উ: গ

০৫. 'দুর্জন লোক পরিত্যাজ্য'। এটি কোন ধরনের বাক্য? [২১-২২; Diploma Nursing'21-22]
ক জটিল বাক্য খ যৌগিক বাক্য গ মিশ্র বাক্য ঘ সরল বাক্য উ: ঘ

HSC পরীক্ষার বিগত বছরের লিখিত প্রশ্নোত্তর

৬. বন্ধনীর নির্দেশ অনুসারে যেকোনো পাঁচটি বাক্যান্তর কর : [ঢা. বো. ২৪] ৫

বাক্যান্তর	বাক্যান্তর
i. ধনীর কন্যা তার অপছন্দ। (নেতিবাচক) –ধনীর কন্যা তার পছন্দ নয়।	ii. সত্যি সেলুকাস, এদেশ বড়ো বিচিত্র। (বিস্ময়বোধক) –সত্যি সেলুকাস, কী বিচিত্র এই দেশ!
iii. আমি বহু কষ্টে শিক্ষা লাভ করেছি। (যৌগিক) –আমি বহু কষ্ট করেছি, ফলে শিক্ষা লাভ করেছি।	iv. কেউ কিছু বলে না। (অস্তিবাচক) –সবাই চুপচাপ
v. এখনো আশা ছাড়ি নাই, কিন্তু মাতুলকে ছাড়িয়াছি। (সরল) –আশা না ছাড়িলেও মাতুলকে ছাড়িয়াছি।	vi. তিনি অত্যন্ত দরিদ্র কিন্তু তাঁর অন্তঃকরণ অতিশয় উচ্চ। (জটিল) –যদিও তিনি অত্যন্ত দরিদ্র, তথাপি তাঁর অন্তঃকরণ অতিশয় উচ্চ।
vii. এমন করা ঠিক হয়নি। (প্রশ্নবোধক) –এমন করা ঠিক হয়েছে কি?/এমন করা কি ঠিক হয়েছে?	viii. নারী ও শিশু নির্যাতনের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানানো উচিত। (অনুজ্ঞাসূচক) –নারী ও শিশু নির্যাতনের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাও/করো/জানাবে।

BCS পরীক্ষার বিগত বছরের MCQ প্রশ্নোত্তর

০১. বাক্যের দুটি অংশ থাকে– [৪২তম বিসিএস]
ক প্রসাদগুণ, মাধুর্যগুণ খ উপমা, অলংকার গ উদ্দেশ্য, বিধেয় ঘ সাধু, চলিত উ: গ

০২. কোনটি বাক্যের বৈশিষ্ট্য নয়? [৩৮তম, ৩৫তম বিসিএস]
ক যোগ্যতা খ আকাঙ্ক্ষা গ আসক্তি ঘ আসত্তি উ: ঘ

০৩. বাক্যের তিনটি গুণ কী কী? [২৯তম বিসিএস]
ক আকাঙ্ক্ষা, আসক্তি ও বিধেয় খ আকাঙ্ক্ষা, আসত্তি ও যোগ্যতা
গ যোগ্যতা, উদ্দেশ্য ও বিধেয় ঘ কোনোটিই নয় উ: খ

০৪. বাক্যের ক্ষুদ্রতম একক কী? [১৮তম বিসিএস]
ক উক্তি খ বিভক্তি গ উপসর্গ ঘ শব্দ উ: ঘ

০৫. শুদ্ধচন্তালী দোষমুক্ত কোনটি? [১০ম বিসিএস]
ক শবপোড়া খ মড়াদাহ গ শবদাহ ঘ শবমড়া উ: গ

০৬. 'যিনি বিদ্বান, তিনি সর্বত্র আদরণীয়।' এটি কোন ধরনের বাক্য? [৪৩তম বিসিএস]
ক সরল বাক্য খ জটিল বাক্য গ যৌগিক বাক্য ঘ খণ্ডবাক্য উ: খ

০৭. 'তাতে সমাজজীবন চলে না।' এ বাক্যটির অস্তিবাচক রূপ কোনটি? [৪৩তম বিসিএস]
ক তাতে সমাজজীবন চলে। খ তাতে সমাজজীবন সচল হয়ে পড়ে।
গ তাতে সমাজজীবন অচল হয়ে পড়ে। ঘ তাতে না সমাজজীবন চলে। উ: গ

০৮. 'মা ছিল না বলে কেউ তার চুল বেঁধে দেয়নি' এটি একটি– [৩২তম বিসিএস]
ক জটিল বাক্য খ যৌগিক বাক্য গ সরল বাক্য ঘ মিশ্র বাক্য উ: গ

০৯. 'যে-ই তার দর্শন পেলাম, সে-ই আমরা প্রস্থান করলাম' এটি কোন জাতীয় বাক্য? [২৬তম]
ক সরল বাক্য খ যৌগিক বাক্য গ মৌলিক বাক্য ঘ মিশ্র বাক্য উ: ঘ

১০. 'যেহেতু তুমি বেশি নম্বর পেয়েছ, সুতরাং তুমি প্রথম হবে' কোন ধরনের বাক্য? [২৫তম]
ক সরল খ জটিল গ যৌগিক ঘ অনুজ্ঞামূলক উ: খ

১১. 'তার বয়স বেড়েছে কিন্তু বুদ্ধি বাড়েনি' এটা কোন ধরনের বাক্য? [১৮তম বিসিএস]
ক যৌগিক বাক্য খ সাধারণ বাক্য গ মিশ্র বাক্য ঘ সরল বাক্য উ: ক

১২. 'হযরত মোহাম্মদ (সাঃ) ছিলেন একজন আদর্শ মানব' বাক্যটি– [১৭তম বিসিএস]
ক মিশ্র খ জটিল গ যৌগিক ঘ সরল উ: ঘ

১৩. যৌগিক বাক্যের অন্যতম গুণ কী? [১৪তম বিসিএস]
ক একটি জটিল ও একটি সরল বাক্যের সাহায্যে বাক্য গঠন
খ একটি সংযুক্ত ও একটি বিযুক্ত বাক্যের সাহায্যে বাক্য গঠন
গ দুটি সরল বাক্যের সাহায্যে বাক্য গঠন
ঘ দুটি মিশ্র বাক্যের সাহায্যে বাক্য গঠন উ: গ

১৪. 'এবার আমার একটি বিচিত্র অভিজ্ঞতা হলো' এ বাক্য কোন ধরনের? [৪১তম বিসিএস]
ক অনুজ্ঞাবাচক খ নির্দেশাত্মক গ বিস্ময়বোধক ঘ প্রশ্নবোধক উ: গ

১৫. 'প্রিয়ংবদা যথার্থ কহিয়াছে।' বাক্যটি একটি — বাক্য। [৩৫তম বিসিএস লিখিত]
ক অস্তিবাচক বাক্য খ নেতিবাচক বাক্য গ সমবাচক বাক্য ঘ কোনোটিই নয় উ: ক

১৬. 'এতে দোষ নেই' বাক্যটি একটি — বাক্য। [৩৫তম বিসিএস লিখিত (মানসিক দক্ষতা)]
ক নেতিবাচক বাক্য খ অসম্ভব বাক্য গ অসম বাক্য ঘ অন্বেষণ বাক্য উ: ক

CamScanner

SELF TEST MCQ

০১. এক বা একাধিক শব্দ দিয়ে গঠিত পূর্ণ অর্থবোধক ভাষিক একককে কী বলে?
ক বাক্য খ বাক্যাংশ গ উদ্দেশ্য ঘ বিধেয়

০২. বাক্যের মধ্যে স্থান পাওয়া প্রত্যেকটি শব্দকে কী বলা হয়?
ক যোজক খ বর্গ গ ধ্বনি ঘ পদ

০৩. বাক্যের মধ্যে একাধিক শব্দের গুচ্ছকে কী বলে?
ক বর্ণ খ বর্গ গ পদ ঘ শব্দ

০৪. বাক্যের ক্রিয়াকে যে চালায় তাকে বলে–
ক কর্তা খ কর্ম গ ক্রিয়া ঘ পদ

০৫. 'সজল ভুলে যায়।' বাক্যের উদ্দেশ্য–
ক সজল খ ভুলে গ যায় ঘ ভুলে যায়

০৬. একটি মূল বাক্যের অধীনে এক বা একাধিক আশ্রিত বাক্য বা বাক্যাংশ থাকলে তাকে কোন বাক্য বলে?
ক সরল বাক্য খ যৌগিক বাক্য গ জটিল বাক্য ঘ সক্রিয় বাক্য

০৭. এক বা একাধিক বাক্য বা বাক্যাংশ যোজকের মাধ্যমে মিলে যে বাক্য হয় তাকে কী বাক্য বলে?
ক সরল বাক্য খ যৌগিক বাক্য গ জটিল বাক্য ঘ অক্রিয় বাক্য

০৮. বাক্যের বিধেয় অংশে ক্রিয়া থাকা না থাকা বিবেচনায় বাক্যকে কতভাগে ভাগ করা যায়?
ক দুই খ তিন গ চার ঘ পাঁচ

০৯. কোনো কিছু দেখে বা শুনে অবাক বা বিস্মিত হলে কোন ধরনের বাক্য তৈরি হয়?
ক নেতিবাচক বাক্য খ অনুজ্ঞাবাচক বাক্য গ প্রশ্নবাচক বাক্য ঘ আবেগবাচক বাক্য

১০. বাক্যের মধ্যে একাধিক শব্দ দিয়ে গঠিত বাক্যাংশকে কী বলে?
ক বর্গ খ উদ্দেশ্য গ বিধেয় ঘ বাক্যাংশ

১১. 'বর্গ' আসলে–
ক বাক্যের বিন্যাস খ ধ্বনিগুচ্ছ গ বর্ণের সমষ্টি ঘ শব্দের গুচ্ছ

১২. বর্গের নাম হয়–
ক পদ অনুযায়ী খ বাক্য অনুযায়ী গ ধ্বনি অনুযায়ী ঘ বর্ণ অনুযায়ী

১৩. বিশেষ্যের আগে এক বা একাধিক বিশেষণ বা সম্বন্ধপদ যুক্ত হয়ে কোন বর্গ তৈরি হয়?
ক বিশেষ্যবর্গ খ বিশেষণবর্গ গ ক্রিয়াবিশেষণবর্গ ঘ ক্রিয়াবর্গ

১৪. বিশেষণ জাতীয় শব্দের গুচ্ছকে বলে–
ক বিশেষ্যবর্গ খ ক্রিয়াবিশেষণ-বর্গ গ বিশেষণবর্গ ঘ ক্রিয়াবর্গ

১৫. বিধেয় অংশের ক্রিয়া সাধারণত–
ক বিশেষ্যবর্গ খ বিশেষণবর্গ গ ক্রিয়াবিশেষণ-বর্গ ঘ ক্রিয়াবর্গ

১৬. বাক্যের দুই অংশ-
ক উদ্দেশ্য ও কর্তা খ বিধেয় ও কর্ম গ উদ্দেশ্য ও বিধেয় ঘ উদ্দেশ্য ও কর্ম

১৭. বাক্যে উদ্দেশ্য সম্পর্কে যা বলা হয় তাকে কী বলে?
ক উদ্দেশ্য খ বিধেয় গ পূরক ঘ প্রসারক

১৮. বাক্যে যাকে উদ্দেশ্য করে কিছু বলা হয়, তাকে কী বলে?
ক উদ্দেশ্য খ বিধেয় গ পূরক ঘ প্রসারক

১৯. উদ্দেশ্য ও বিধেয়কে প্রসারিত করা হয় যেসব শব্দ ও বর্গ দিয়ে, তাকে বলে-
ক উদ্দেশ্য খ বিধেয় গ পূরক ঘ প্রসারক

২০. বিধেয় ক্রিয়ার বিশেষ্য অংশকে বলে-
ক উদ্দেশ্য খ বিধেয় গ পূরক ঘ প্রসারক

১. বাংলা বাক্যে উদ্দেশ্য কোথায় বসে?
ক বাক্যের শুরুতে খ বাক্যের মাঝে গ বাক্যের শেষে ঘ যে কোনো জায়গায়

২. 'এইসব মিলিয়ে তৈরি হয় চিনি বা শর্করা' এখানে 'এইসব মিলিয়ে' বর্গ হলো–
ক উদ্দেশ্য খ বিধেয় গ উদ্দেশ্যের প্রসারক ঘ বিধেয়ের প্রসারক

২৩. বিধেয়ের স্থান ও কাল সংক্রান্ত প্রসারক বসতে পারে–
ক উদ্দেশ্যের পূর্বে খ বিধেয়ের পূর্বে গ উদ্দেশ্যের বা বিধেয়ের পরে ঘ উদ্দেশ্যের বা বিধেয়ের পূর্বে

২৪. মোগল সম্রাট শাজাহান তাঁর ভালোবাসার নিদর্শনস্বরূপ তাজমহল নির্মাণ করেন- এখানে মোগল সম্রাট কী?
ক উদ্দেশ্যের প্রসারক খ বিধেয়ের প্রসারক গ বিধেয়ের পূরক ঘ বিধেয়ের ক্রিয়া

২৫. 'যাঁরা দেশের জন্য প্রাণ দিয়েছে, তাদের ঋণ আমরা শোধ করতে পারব না'- এখানে ঋণ কী?
ক উদ্দেশ্যের প্রসারক খ বিধেয়ের প্রসারক গ বিধেয়ের পূরক ঘ বিধেয়ের ক্রিয়া

২৬. যে বাক্যে একটি সমাপিকা ক্রিয়া থাকে তাকে কোন বাক্য বলে?
ক সরল খ যৌগিক গ জটিল ঘ অধীন

২৭. 'তিনি ভাত খেয়ে চেয়ারে বসলেন'- বাক্যে সমাপিকা ক্রিয়া কোনটি?
ক ভাত খ খেয়ে গ চেয়ারে ঘ বসলেন

২৮. একাধিক সমাপিকা ক্রিয়া কী দিয়ে যুক্ত হলে যৌগিক বাক্য হয়?
ক বিশেষ্য খ বিশেষণ গ যোজক ঘ অনুসর্গ

২৯. জটিল বাক্যের উদাহরণ কোনটি?
ক যদি তুমি যাও, তবে তার দেখা পাবে। খ পাখিগুলো আকাশে উড়ছে।
গ আমরা তিন ভাই এবং দুই বোন। ঘ আমার সমুদ্র দেখতে খুব ভালো লাগে।

৩০. সময় বোঝাতে জটিল বাক্যে যোজকের কোন জোড় ব্যবহার করা হয়?
ক যে-সে খ যত-তত গ যেটুকু-সেটুকু ঘ যখন-তখন

৩১. নিচের কোনটি সরল বাক্য?
ক পরিশ্রমীরা জীবনে সাফল্য লাভ করে। খ সে এখানে এল এবং বসে পড়ল।
গ লোকটি নিরক্ষর, কিন্তু অভদ্র নয়। ঘ বিপদ ও দুঃখ একসঙ্গে আসে।

৩২. 'দুর্জন লোক পরিত্যাজ্য' – বাক্যটিকে জটিল বাক্যে পরিণত করলে হবে-
ক যেসব লোক দুর্জন, তারা পরিত্যাজ্য।
খ যে দুর্জন সেই পরিত্যাজ্য।
গ দুর্জন লোক মাত্রই পরিত্যাজ্য।
ঘ দুর্জন লোককে সকলে পরিত্যাগ করে।

৩৩. 'সে এখানে এসেই বসে পড়ল'- বাক্যটির যৌগিক বাক্যরূপ কোনটি?
ক সে এখানে এসে বসলো। খ সে এখানে এসে বসে পড়ল।
গ সে এখানে এসে বসেছে। ঘ সে এখানে এল, তারপরে বসে পড়ল।

৩৪. 'যখন সে সুসংবাদ পেল, তখন সে আনন্দিত হলো'- বাক্যটির সরল বাক্যরূপ কোনটি?
ক সে সুসংবাদ পেল এবং আনন্দিত হলো।
খ সুসংবাদ পেয়ে সে আনন্দিত হলো।
গ যেই সে সুসংবাদ পেল, সেই সে আনন্দিত হলো।
ঘ যদি সুসংবাদ পাও, তবে আনন্দিত হও।

৩৫. 'সে তার পিতার ঋণ শোধ করেছে।'– এ বাক্যের জটিল রূপ কোনটি?
ক তার পিতা ঋণ করেছিলেন বলে তাকে পরিশোধ করতে হয়েছে
খ তার পিতা ঋণ করাতে সে তা পরিশোধ করেছে
গ তার পিতা ঋণ করেছিলেন এবং সে তা পরিশোধ করেছে
ঘ তার পিতা যে ঋণ করেছিলেন, সে তা পরিশোধ করেছে

OMR

০১.ক খ গ ঘ	০২.ক খ গ ঘ	০৩.ক খ গ ঘ	০৪.ক খ গ ঘ	০৫.ক খ গ ঘ
০৬.ক খ গ ঘ	০৭.ক খ গ ঘ	০৮.ক খ গ ঘ	০৯.ক খ গ ঘ	১০.ক খ গ ঘ
১১.ক খ গ ঘ	১২.ক খ গ ঘ	১৩.ক খ গ ঘ	১৪.ক খ গ ঘ	১৫.ক খ গ ঘ
১৬.ক খ গ ঘ	১৭.ক খ গ ঘ	১৮.ক খ গ ঘ	১৯.ক খ গ ঘ	২০.ক খ গ ঘ
২১.ক খ গ ঘ	২২.ক খ গ ঘ	২৩.ক খ গ ঘ	২৪.ক খ গ ঘ	২৫.ক খ গ ঘ
২৬.ক খ গ ঘ	২৭.ক খ গ ঘ	২৮.ক খ গ ঘ	২৯.ক খ গ ঘ	৩০.ক খ গ ঘ
৩১.ক খ গ ঘ	৩২.ক খ গ ঘ	৩৩.ক খ গ ঘ	৩৪.ক খ গ ঘ	৩৫.ক খ গ ঘ

৩৫.ঘ	৩৪.খ	৩৩.ঘ	৩২.ক	৩১.ক	৩০.ঘ	২৯.ক	২৮.গ	২৭.ঘ
২৬.ক	২৫.ক	২৪.ক	২৩.ক	২২.ঘ	২১.ঘ	২০.গ	১৯.ঘ	১৮.ক
১৭.খ	১৬.গ	১৫.ঘ	১৪.গ	১৩.ক	১২.ক	১১.ঘ	১০.ক	০৯.ঘ
০৮.ক	০৭.খ	০৬.গ	০৫.ক	০৪.ক	০৩.খ	০২.ঘ	০১.ক	

CamScanner

অধ্যায় ২৫ কারক ও বিভক্তি

নতুন ব্যাকরণ 'বাংলা ভাষার ব্যাকরণ ও নির্মিতি' ৯ম-১০ম শ্রেণি অনুযায়ী কারক ও বিভক্তি

কারকের সংজ্ঞা, প্রকার ও বিভক্তি

কারক : [স. √কৃ + অক (ণক)] = কারক। 'কারক' শব্দটির অর্থ : যে করে বা যা ক্রিয়া সম্পাদন করে। বাক্যস্থিত ক্রিয়াপদের সঙ্গে নামপদের (বিশেষ্য/সর্বনাম) যে অন্বয় বা সম্পর্ক, তাকে কারক বলে। কারক সম্পর্ক বোঝাতে বিশেষ্য ও সর্বনামের সঙ্গে সাধারণত বিভক্তি ও অনুসর্গ যুক্ত হয়ে থাকে। যেমন : মেঘনাদ পড়ে। বাক্যটিতে 'পড়ে' ক্রিয়াপদটির সঙ্গে 'মেঘনাদ' বিশেষ্য পদের একটি সম্পর্ক রয়েছে– এ সম্পর্কটিই কারক।

- কারক বাক্যতত্ত্বের আলোচ্য বিষয়।
- বাক্যের মধ্যে ক্রিয়া ব্যতীত কারক হয় না।

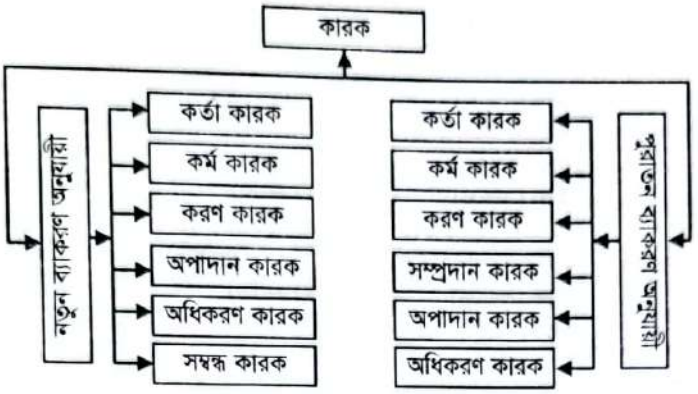

বিভক্তি

- বাক্যের মধ্যে অন্য শব্দের সাথে সম্পর্ক বোঝাতে বিশেষ্য ও সর্বনামের সঙ্গে অর্থহীন কিছু লগ্নক যুক্ত হয়, সেগুলোকে বিভক্তি বলে। যেমন : -এ, -তে, -য়, -য়ে, -কে, -রে, -র, -এর, -য়ের ইত্যাদি।
  লোকে কি না বলে! – এই বাক্যে 'লোক' শব্দের সঙ্গে জুড়ে আছে '-এ' বিভক্তি। সে ছেলেকে সঙ্গে নিয়ে গরু চরাতে গেছে।– এই বাক্যে 'ছেলে' শব্দের সঙ্গে জুড়ে আছে 'কে' বিভক্তি।
  বাড়ির পুকুরের পাড়ে বড়ো ভাইয়ের কলাবাগান। এই বাক্যে 'বাড়ি', 'পুকুর' এবং 'ভাই' শব্দের সঙ্গে জুড়ে আছে '-র', '-এর' এবং '-য়ের' বিভক্তি।
- বিভক্তিগুলোকে তিন ভাগে বিভক্ত করে দেখানো যায়।

ক. **-এ, -তে, -য়, -য়ে বিভক্তি**

সাধারণত ক্রিয়ার স্থান, কাল, ভাব বোঝাতে -এ, -তে, -য়, -য়ে ইত্যাদি বিভক্তির ব্যবহার হয়। কখনো কখনো বাক্যের কর্তার সঙ্গেও এসব বিভক্তি বসে।
যেসব শব্দের শেষে কারচিহ্ন নেই, সেসব শব্দের সঙ্গে -এ বিভক্তি যুক্ত হয়। যেমন : সকালে, দিনাজপুরে, ই-মেইলে, কম্পিউটারে, ছাগলে, তিলে ইত্যাদি।
শব্দের শেষে ই-কার ও উ-কার থাকলে -তে বিভক্তি হয়। যেমন : হাতিতে, রাত্রিতে, মধুতে, রামুতে ইত্যাদি।
আ-কারান্ত শব্দের শেষে -য় বিভক্তি হয়। যেমন : ঘোড়ায়, সন্ধ্যায়, ঢাকায় ইত্যাদি।
শব্দের শেষে দ্বিস্বর থাকলে -য়ে বিভক্তি হয়। যেমন : ছইয়ে, ভাইয়ে, বউয়ে।
ই-কারান্ত শব্দের শেষেও -য়ে বিভক্তি দেখা যায়। যেমন : ঝিয়ে, ঘিয়ে।

খ. **-কে, -রে বিভক্তি**

বাক্যে গৌণকর্মের সঙ্গে সাধারণত -কে এবং -রে বিভক্তি বসে। ক্রিয়াকে 'কাকে' প্রশ্ন করলে যে শব্দ পাওয়া যায় তার সঙ্গে এই বিভক্তি যুক্ত হয়। যেমন- শিশুকে, দরিদ্রকে, আমাকে, আমারে ইত্যাদি।

গ. **-র, -এর, -য়ের বিভক্তি**

বাক্যের মধ্যে পরবর্তী শব্দের সঙ্গে সম্বন্ধ বোঝাতে পূর্ববর্তী শব্দের সঙ্গে -র, -এর এবং -য়ের বিভক্তি যুক্ত হয়। সাধারণত আ-কারান্ত, ই/ঈ-কারান্ত ও উ/ঊ-কারান্ত শব্দের শেষে -র বিভক্তি বসে। যেমন - রাজার, প্রজার, হাতির, বুদ্ধিজীবীর, তনুর, বধূর।
যেসব শব্দের শেষে কারচিহ্ন নেই, সেসব শব্দের শেষে -এর বিভক্তি হয়। যেমন -বলের, শব্দের, নজরুলের, সাতাশের ইত্যাদি।
শব্দের শেষে দ্বিস্বর থাকলে -য়ের বিভক্তি হয়। যেমন : ভাইয়ের, বইয়ের, লাউয়ের, মৌয়ের ইত্যাদি।

ক্রিয়াবিভক্তি

ক্রিয়ার দুইটি অংশ: প্রথম অংশ ধাতু বা ক্রিয়ামূল এবং দ্বিতীয় অংশ ক্রিয়াবিভক্তি। ক্রিয়ামূলের সঙ্গে যেসব লগ্নক যুক্ত হয়ে ক্রিয়ার কাল ও পক্ষ নির্দেশিত হয়, সেগুলোকে ক্রিয়াবিভক্তি বলে। যেমন :
পড়ছি (পড় + ছি) - ক্রিয়ার এই রূপটি থেকে বোঝা যায় যে, এই ক্রিয়ার কর্তা বক্তা পক্ষের এবং এটা দিয়ে ঘটমান বর্তমান কালের পড়া ক্রিয়াকে বোঝায়।
পড়বেন (পড় + বেন) - ক্রিয়ার রূপটি থেকে বোঝা যায় যে, এই ক্রিয়ার কর্তা শ্রোতা পক্ষের এবং এটা দিয়ে সাধারণ ভবিষ্যৎ কালের পড়া ক্রিয়াকে বোঝায়।
পড়ছিল (পড় + ছিল) - ক্রিয়ার এই রূপটি থেকে বোঝা যায় যে, এই ক্রিয়ার কর্তা অন্য পক্ষের এবং এটা দিয়ে সাধারণ অতীত কালের পড়া ক্রিয়াকে বোঝায়।
উপরের উদাহরণগুলোতে '-ছি' '-বেন', '-ছিল' -এগুলো হলো ক্রিয়াবিভক্তি।
অধিকাংশ বাংলা ক্রিয়ার দুটি রূপ আছে: সাধারণ রূপ ও প্রযোজক রূপ। উভয় রূপের সঙ্গে যুক্ত ক্রিয়াবিভক্তির রূপ আলাদা। অপর পৃষ্ঠার সারণিতে ক্রিয়ামূল 'কর্'-এর সঙ্গে ক্রিয়াবিভক্তির প্রয়োগ দেখানো হলো :

CamScanner

সাধারণ ক্রিয়ার সঙ্গে যুক্ত ক্রিয়াবিভক্তি

কাল ↓পক্ষ→	আমি	তুমি	তুই	সে	আপনি/তিনি
সাধারণ বর্তমান	-ই (করি)	-ও (করো)	-ইস (করিস)	-এ (করে)	-এন (করেন)
ঘটমান বর্তমান	-ছি (করছি)	-ছ (করছ)	-ছিস (করছিস)	-ছে (করছে)	-ছেন (করছেন)
পুরাঘটিত বর্তমান	-এছি (করেছি)	-এছ (করেছ)	-এছিস (করেছিস)	-এছে (করেছে)	-এছেন (করেছেন)
অনুজ্ঞা বর্তমান		-ও (করো)	-ইস (করিস)	-উক (করুক)	-উন (করুন)
সাধারণ অতীত	-লাম (করলাম)	-লে (করলে)	-লি (করলি)	-ল (করল)	-লেন (করলেন)
ঘটমান অতীত	-ছিলাম (করছিলাম)	-ছিলে (করছিলে)	-ছিলি (করছিলি)	-ছিল (করছিল)	-ছিলেন (করছিলেন)
পুরাঘটিত অতীত	-এছিলাম (করেছিলাম)	-এছিলে (করেছিলে)	-এছিলি (করেছিলি)	-এছিল (করেছিল)	-এছিলেন (করেছিলেন)
নিত্য অতীত	-তাম (করতাম)	-তে (করতে)	-তি (করতি)	-ত (করত)	-তেন (করতেন)
সাধারণ ভবিষ্যৎ	-ব (করব)	-বে (করবে)	-বি (করবি)	-বে (করবে)	-বেন (করবেন)
অনুজ্ঞা ভবিষ্যৎ		-ও (কোরো)	-বি (করবি)	-বে (করবে)	-বেন (করবেন)
অসমাপিকা	ভূত অসমাপিকা: -এ (করে); ভাবী অসমাপিকা:-তে (করতে); শর্ত অসমাপিকা: -লে (করলে)				

প্রযোজক ক্রিয়ার সঙ্গে যুক্ত ক্রিয়াবিভক্তি

কাল ↓পক্ষ→	আমি	তুমি	তুই	সে	আপনি/তিনি
সাধারণ বর্তমান	-আই (করাই)	-আও (করাও)	-আস (করাস)	-আয় (করায়)	-আন (করান)
ঘটমান বর্তমান	-আচ্ছি (করাচ্ছি)	-আচ্ছ (করাচ্ছ)	-আচ্ছিস (করাচ্ছিস)	-আচ্ছে (করাচ্ছে)	-আচ্ছেন (করাচ্ছেন)
পুরাঘটিত বর্তমান	-ইয়েছি (করিয়েছি)	-ইয়েছ (করিয়েছ)	-ইয়েছিস (করিয়েছিস)	-ইয়েছে (করিয়েছে)	-ইয়েছেন (করিয়েছেন)
অনুজ্ঞা বর্তমান		-আও (করাও)	-আস (করাস)	-আক (করাক)	-আন (করান)
সাধারণ অতীত	-আলাম (করালাম)	-আলে (করালে)	-আলি (করালি)	-আল (করাল)	-আলেন (করালেন)
ঘটমান অতীত	-আচ্ছিলাম (করাচ্ছিলাম)	-আচ্ছিলে (করাচ্ছিলে)	-আচ্ছিলি (করাচ্ছিলি)	-আচ্ছিল (করাচ্ছিল)	-আচ্ছিলেন (করাচ্ছিলেন)
পুরাঘটিত অতীত	-ইয়েছিলাম (করিয়েছিলাম)	-ইয়েছিলে (করিয়েছিলে)	-ইয়েছিলি (করিয়েছিলি)	-ইয়েছিল (করিয়েছিল)	-ইয়েছিলেন (করিয়েছিলেন)
নিত্য অতীত	-আতাম (করাতাম)	-আতে (করাতে)	-আতি (করাতি)	-আত (করাত)	-আতেন (করাতেন)
সাধারণ ভবিষ্যৎ	-আব (করাব)	-আবে (করাবে)	-আবি (করাবি)	-আবে (করাবে)	-আবেন (করাবেন)
অনুজ্ঞা ভবিষ্যৎ		-ইয়ো (করিয়ো)	-আবি (করাবি)	-আবে (করাবে)	-আবেন (করাবেন)
অসমাপিকা	ভূত অসমাপিকা: -ইয়ে (করিয়ে); ভাবী অসমাপিকা:-আতে (করাতে); শর্ত অসমাপিকা: -আলে (করালে)				

কারক

কর্তা কারক

ক্রিয়া যার দ্বারা সম্পাদিত হয়, তাকে কর্তা কারক বলে। বাক্যের কর্তা বা উদ্দেশ্যই কর্তা কারক। কর্তা কারকে সাধারণত বিভক্তি যুক্ত হয় না। যেমন : আমরা নদীর ঘাট থেকে রিকশা নিয়েছিলাম। অনেকগুলো বন্য হাতি বাগান নষ্ট করে দিল।

- কর্তা কারকে কখনো -এ বিভক্তি যুক্ত হয়। যেমন : পাগলে কিনা বলে, ছাগলে কিনা খায়।

কর্ম কারক

যাকে আশ্রয় করে কর্তা ক্রিয়া সম্পাদন করে, তাকে কর্ম কারক বলে। বাক্যের মুখ্য কর্ম ও গৌণ কর্ম– উভয় ধরনের কর্মই কর্ম কারক হিসেবে গণ্য হয়। সাধারণত মুখ্য কর্ম কারকে বিভক্তি হয় না, তবে গৌণ কর্ম কারকে '-কে' বিভক্তি হয়। যেমন : সে রোজ সকালে এক প্লেট ভাত খায়। শিক্ষককে জানাও। অসহায়কে সাহায্য করো। বেগম রোকেয়া সমাজের নানা রকম অন্ধতা, গোঁড়ামি, ও কুসংস্কারকে তীব্র ভাষায় সমালোচনা করে গেছেন।

- কাব্যভাষায় কর্মকারকে 'রে' বিভক্তি হয়। যেমন : আমারে তুমি করিবে ত্রাণ এ নহে মোর প্রার্থনা।

করণ কারক

যার দ্বারা বা যে উপায়ে কর্তা ক্রিয়া সম্পাদন করে, তাকে করণ কারক বলে। এই কারকে সাধারণত 'দ্বারা', 'দিয়ে' 'কর্তৃক' ইত্যাদি অনুসর্গ যুক্ত হয়। যেমন : ভেড়া দিয়ে চাষ করা সম্ভব নয়। চাষিরা ধারালো কাস্তে দিয়ে ধান কাটছে।

অপাদান কারক

যে কারকে ক্রিয়ার উৎস নির্দেশ করা হয়, তাকে অপাদান কারক বলে। এই কারকে সাধারণত 'হতে', 'থেকে' ইত্যাদি অনুসর্গ শব্দের পরে বসে। যেমন : জমি থেকে ফসল পাই। কাপটা উঁচু টেবিল থেকে পড়ে ভেঙে গেল।

অধিকরণ কারক

যে কারকে স্থান, কাল, বিষয় ও ভাব নির্দেশিত হয়, তাকে অধিকরণ কারক বলে। এই কারকে সাধারণত '-এ', '-য়', '-য়ে', '-তে' ইত্যাদি বিভক্তি শব্দের সঙ্গে যুক্ত হয়। যেমন : বাবা বাড়িতে আছেন। বিকাল পাঁচটায় অফিস ছুটি হবে। রাজীব বাংলা ব্যাকরণে ভালো।

সম্বন্ধ কারক

যে কারকে বিশেষ্য ও সর্বনামের সঙ্গে বিশেষ্য ও সর্বনামের সম্পর্ক নির্দেশিত হয়, তাকে সম্বন্ধ কারক বলে। এই কারকে ক্রিয়ার সঙ্গে সম্পর্ক পরোক্ষ। এই কারকে শব্দের সঙ্গে '-র', '-এর', '-য়ের', '-কার', '-কের' ইত্যাদি বিভক্তি যুক্ত হয়। যেমন : ফুলের গন্ধে ঘুম আসে না। আমার জামার বোতামগুলো একটু অন্য রকম। তখনকার দিনে পায়ে হেঁটে চলতে হতো মাইলের পর মাইল।

পুরাতন ব্যাকরণ 'বাংলা ভাষার ব্যাকরণ' ৯ম-১০ম শ্রেণি অনুযায়ী কারক

বিভক্তির আকৃতি ও নিয়ম

বিভক্তি : বাক্যস্থিত একটি শব্দের সঙ্গে অন্য শব্দের অন্বয় বা সম্পর্ক সাধনের জন্য শব্দের সঙ্গে যে সকল বর্ণ যুক্ত হয়, তাদের বিভক্তি বলে। **যেমন :** ছাদে বসে মা শিশুকে চাঁদ দেখাচ্ছেন।

উপরের বাক্যটিতে ছাদে (ছাদ + এ বিভক্তি), মা (মা + ০ বিভক্তি), শিশুকে (শিশু + কে বিভক্তি), চাঁদ (চাঁদ + ০ বিভক্তি) ইত্যাদি পদে বিভিন্ন বিভক্তি যুক্ত হয়েছে। বিভক্তিগুলো ক্রিয়াপদের সঙ্গে নামপদের সম্পর্ক স্থাপন করেছে।]

বি. দ্র. : বিভক্তি চিহ্ন না থাকলে সেখানে শূন্য বিভক্তি আছে মনে করা হয়।]

প্রকার : বিভক্তি প্রধানত দুই প্রকার।

যথা : ১. ক্রিয়া বিভক্তি ও ২. নাম বিভক্তি।

- **ক্রিয়া বিভক্তি :** যে বর্ণ বা বর্ণসমষ্টি ধাতুর সঙ্গে যুক্ত হয়ে কার্যবাচক ক্রিয়াপদের সৃষ্টি করে, তাদের বলা হয় ধাতু বিভক্তি বা ক্রিয়া বিভক্তি। যেমন : তুমি পড় (পড় + অ)। আমি পড়ি (পড় + ই)।
- **নাম বিভক্তি :** যে বর্ণ বা বর্ণসমষ্টি শব্দের সঙ্গে যুক্ত হয়ে নামপদ গঠন করে, তাকে নাম বিভক্তি বা শব্দ বিভক্তি বলে। যেমন : কে, রে, তে, এর ইত্যাদি। বাক্যে প্রয়োগ : দরিদ্রকে সাহায্য কর।
- **বাংলা শব্দ বা কারক বিভক্তি সাত প্রকার। যথা :**
  ১. প্রথমা বিভক্তি ২. দ্বিতীয়া বিভক্তি ৩. তৃতীয়া বিভক্তি ৪. চতুর্থী বিভক্তি
  ৫. পঞ্চমী বিভক্তি ৬. ষষ্ঠী বিভক্তি ৭. সপ্তমী বিভক্তি
- **বিভক্তির বচনভেদ আছে।**
  একবচন ও বহুবচন ভেদে বিভক্তিগুলোর আকৃতিগত পার্থক্য দেখা যায়।

CamScanner

বিভক্তির আকৃতি :

বিভক্তি	একবচন	বহুবচন
প্রথমা	০/ অ , এ, (য়), তে, এতে।	রা, এরা, গুলি (গুলো), গণ।
দ্বিতীয়া	০/অ, কে, রে(এরে), এ, য়, তে।	দিগে, দিগকে, দিগেরে, *দের।
তৃতীয়া	০/ অ, এ, তে, দ্বারা, দিয়া (দিয়ে), কর্তৃক।	দিগের দিয়া, দের দিয়া, দিগকে দ্বারা, দিগ কর্তৃক, গুলির দ্বারা, গুলিকে দিয়ে, *গুলো দিয়ে, গুলি কর্তৃক, *দের দিয়ে।
চতুর্থী	দ্বিতীয়ার মতো।	দ্বিতীয়ার মতো।
পঞ্চমী	এ (য়ে, য়), হইতে, *থেকে, *[illegible], *হতে।	দিগ হইতে, দের হইতে, দিগের চেয়ে, গুলি হইতে, গুলির চেয়ে, *দের হতে, *দের থেকে, *দের চেয়ে।
ষষ্ঠী	র, এর।	দের, *দিগের, গুলির, গণের, গুলোর।
সপ্তমী	এ, য়, তে, এতে।	দিগে, দিগেতে, গুলিতে, গণে, গুলির মধ্যে, গুলোতে, গুলোর মধ্যে।

* চিহ্নিত বিভক্তিগুলো এবং বন্ধনীতে লিখিত শব্দ চলিত ভাষায় ব্যবহৃত হয়।

০১. কর্তৃকারক

সংজ্ঞা : বাক্যস্থিত যে বিশেষ্য বা সর্বনাম পদ ক্রিয়া সম্পন্ন করে তা ক্রিয়ার কর্তা বা কর্তৃকারক।

ক্রিয়ার সঙ্গে 'কে' বা 'কারা' যোগ করে প্রশ্ন করলে যে উত্তর পাওয়া যায়, তা-ই কর্তৃকারক। যেমন : খোকা বই পড়ে (কে পড়ে? খোকা– কর্তৃকারক)। মেয়েরা ফুল তোলে। (কারা তোলে? মেয়েরা– কর্তৃকারক)।

কর্তৃকারকের প্রকারভেদ :

ক. **কর্তৃকারক বাক্যের ক্রিয়া সম্পাদনের বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী চার প্রকারের হয়ে থাকে। যথা :**

i. **মুখ্য কর্তা :** যে নিজে নিজেই ক্রিয়া সম্পাদন করে সে মুখ্য কর্তা। যেমন : **ছেলেরা** ফুটবল খেলছে। মুষলধারে **বৃষ্টি** পড়ছে।

ii. **প্রযোজক কর্তা :** মূল কর্তা যখন অন্যকে কোনো কাজে নিয়োজিত করে তা সম্পন্ন করায়, তখন তাকে প্রযোজক কর্তা বলে। যেমন : **শিক্ষক** ছাত্রদের ব্যাকরণ **পড়াচ্ছেন**। এখানে 'শিক্ষক' প্রযোজক কর্তা।

iii. **প্রযোজ্য কর্তা :** মূল কর্তার করণীয় কার্য যাকে দিয়ে সম্পাদিত হয়, তাকে প্রযোজ্য কর্তা বলা হয়। ওপরের বাক্যে 'ছাত্র' প্রযোজ্য কর্তা।
তদ্রূপ– রাখাল (প্রযোজক) গরুকে (প্রযোজ্য কর্তা) ঘাস খাওয়ায়।

iv. **ব্যতিহার কর্তা :** কোনো বাক্যে যে দুটো কর্তা একত্রে একজাতীয় ক্রিয়া সম্পাদন করে, তাদের ব্যতিহার কর্তা বলে। যেমন : **বাঘে-মহিষে** এক ঘাটে জল খায়। **রাজায়-রাজায়** লড়াই উলুখাগড়ার প্রাণান্ত। **ষাঁড়ে ষাঁড়ে** লড়াই।

খ. **বাক্যের বাচ্য বা প্রকাশভঙ্গি অনুসারে কর্তা তিন রকম হতে পারে। যেমন :**

i. কর্মবাচ্যের কর্তা (কর্মপদের প্রাধান্যসূচক বাক্যে) : **পুলিশ** দ্বারা চোর ধৃত হয়েছে।

ii. ভাববাচ্যের কর্তা (ক্রিয়ার প্রাধান্যসূচক বাক্যে) : **আমার** যাওয়া হবে না।

iii. কর্ম-কর্তৃবাচ্যের কর্তা (বাক্যে কর্মপদই কর্তৃস্থানীয়) : **বাঁশি** বাজে। **কলমটা** লেখে ভালো।

কর্তৃকারকে বিভিন্ন বিভক্তির ব্যবহার :

ক. প্রথমা শূন্য বা অ বিভক্তি : **হামিদ** বই পড়ে।
খ. দ্বিতীয়া বা কে বিভক্তি : **বশিরকে** যেতে হবে।
গ. তৃতীয়া বা দ্বারা বিভক্তি : **ফেরদৌসী কর্তৃক** শাহনামা রচিত হয়েছে।
ঘ. ষষ্ঠী বা র বিভক্তি : **আমার** যাওয়া হয়নি।
ঙ. সপ্তমী বা এ বিভক্তি : **গাঁয়ে** মানে না, আপনি মোড়ল।
: **বাপে** না জিজ্ঞাসে, **মায়ে** না সম্ভাষে।
বাঘে- মহিষে খানা একঘাটে খাবে না।
য়-বিভক্তি : **ঘোড়ায়** গাড়ি টানে।
তে-বিভক্তি : **বুলবুলিতে** ধান খেয়েছে খাজনা দিব কীসে?

গুরুত্বপূর্ণ উদাহরণ :

i. সন্ন্যাসী গায়ে লাগিতে চরণ থামিল **বাসবদত্তা**।
ii. চুপ কর, **পিঁপড়েরা** কী বলছে শুনি।
iii. **পাগলে** কী না বলে, **ছাগলে** কী না খায়!
iv. **পাখিসব** করে রব রাতি পোহাইল।

০২. কর্মকারক

সংজ্ঞা : যাকে আশ্রয় করে কর্তা ক্রিয়া সম্পন্ন করে, তাকে কর্মকারক বলে। যেমন : **ডাক্তার** ডাক।

প্রকার : কর্ম দুই প্রকার। যথা : i. মুখ্য কর্ম ও ii. গৌণ কর্ম।

i. **মুখ্য কর্ম :** কখনও কখনও কোনো ক্রিয়ায় দুটি কর্ম থাকে যখন দুটির মধ্যে ক্রিয়াপদের সঙ্গে যে কর্মপদটির মুখ্য বা প্রধান সম্বন্ধ হয়, তাকে মুখ্য কর্ম বলে। যেমন : বাবা **আমাকে** (গৌণ কর্ম) একটি **কলম** (মুখ্য কর্ম) কিনে দিয়েছেন।

ii. **গৌণ কর্ম :** ক্রিয়াপদের সঙ্গে যার গৌণ সম্বন্ধ থাকে, তাকে গৌণ কর্ম বলে। যেমন : **আমাকে** (গৌণ কর্ম) একটি **গান** (মুখ্য কর্ম) শোনাও।

➤ **বিশেষ নিয়ম :** ব্যক্তিবাচক কর্মকে গৌণ কর্ম এবং বস্তুবাচক কর্মকে মুখ্য কর্ম বলে।

কর্মকারকের প্রকারভেদ :

ক. সকর্মক ক্রিয়ার কর্ম : নাসিমা **ফুল** তুলছে।
খ. প্রযোজক ক্রিয়ার কর্ম : **ছেলেটিকে** বিছানায় শোয়াও।
গ. সমধাতুজ কর্ম : খুব এক **ঘুম** ঘুমিয়েছি।
ঘ. উদ্দেশ্য ও বিধেয় কর্ম : দ্বিকর্মক ক্রিয়ার দুটো পরস্পর অপেক্ষিত কর্মপদ থাকলে প্রধান কর্মটিকে বলা হয় উদ্দেশ্য কর্ম এবং অপেক্ষিত কর্মটিকে বলা হয় বিধেয় কর্ম। যেমন : **দুধকে** (উদ্দেশ্য কর্ম) মোরা **দুগ্ধ** (বিধেয় কর্ম) বলি, **হলুদকে** (উদ্দেশ্য কর্ম) বলি **হরিদ্রা** (বিধেয় কর্ম)।

➤ **কর্মকারকে বিভিন্ন বিভক্তির ব্যবহার :**

i. প্রথমা, শূন্য বা অ বিভক্তি : আমাকে একখানা **বই** দাও। (দ্বিকর্মক ক্রিয়ার মুখ্য কর্ম)
রবীন্দ্রনাথ পড়লাম, **নজরুল** পড়লাম, এর সুরাহা খুঁজে পেলাম না।(গ্রন্থ অর্থে বিশিষ্ট গ্রন্থকার প্রয়োগে)
ii. দ্বিতীয়া বা কে বিভক্তি : **তাকে** বল।
রে-বিভক্তি : '**আমারে** তুমি করিবে ত্রাণ, এ নহে মোর প্রার্থনা।'
iii. ষষ্ঠী বা র বিভক্তি : **তোমার** দেখা পেলাম না।
iv. সপ্তমীর এ বিভক্তি : 'জিজ্ঞাসিবে **জনে জনে**।' (বীপ্সায়)

গুরুত্বপূর্ণ উদাহরণ :

১. রাক্ষসে বধিবে ভীম তোমার প্রসাদে।
২. ঘর কৈনু বাহির, **বাহির** কৈনু ঘর।
৩. বাতাস **মন্দ মন্দ** বহিতেছে।
৪. বৃথা গঞ্জ **দশাননে**।
৫. এ ধরার মাঝে তুলিয়া **নিনাদ**।
৬. **বিহগে** ললিত গীত শিখায়েছ ভালোবাসি।
৭. 'কেশরী কি কভু ক্ষুদ্র **শশকে** বধে?' (মাইকেল মধুসূদন দত্ত)
৮. **ঘোড়ায়** চড়িয়া মর্দ হাঁটিয়া চলিল।
৯. ওর গোয়ালের গরু বোধ হয় **দুধ** দিতে জানে না।

০৩. করণ কারক

- সংজ্ঞা : [illegible]
- [illegible]
- করণ কারকে বিভিন্ন বিভক্তির ব্যবহার :
  - ক. প্রথমা বা শূন্য বা অ বিভক্তি : [illegible]
  - খ. তৃতীয়া বা দ্বারা বিভক্তি : [illegible]
  - গ. সপ্তমী বিভক্তি বা এ বিভক্তি : [illegible]

[illegible]

- গুরুত্বপূর্ণ উদাহরণ :
  1. [illegible]
  2. [illegible]
  3. [illegible]
  4. [illegible]
  5. [illegible]

০৪. সম্প্রদান কারক

- সংজ্ঞা : [illegible]
- সম্প্রদান কারকে বিভিন্ন বিভক্তির ব্যবহার :
  - ক. শূন্য বা (০) বিভক্তি : [illegible]
  - খ. চতুর্থী বা কে বিভক্তি : [illegible]
  - গ. ষষ্ঠী বা র বিভক্তি : [illegible]
  - ঘ. সপ্তমী বা এ বিভক্তি : [illegible]
- সম্প্রদান কারকের শনাক্তকারী বৈশিষ্ট্য :
  - ক. স্বত্ব ত্যাগ : [illegible]
  - খ. পূজা-অর্চনা : [illegible]
  - গ. আশীর্বাদ-প্রার্থনা : [illegible]

[illegible]

সম্প্রদান কারক সম্পর্কিত মতভেদ

[illegible] রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বাংলায় শুধু একটি বিশেষ [illegible] সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের মতে, বাংলাতে সম্প্রদান কারককে কর্মকারকের অন্তর্গত করিয়া ফেলিলে ক্ষতি নাই এবং তাহাই সমীচীন। অথচ মুহম্মদ শহীদুল্লাহ সম্প্রদান কারক উঠিয়ে দেওয়াকে অযৌক্তিক মনে করেন।

০৫. অপাদান কারক

- সংজ্ঞা : যা থেকে কিছু বিচ্যুত, গৃহীত, জাত, বিরত, আরম্ভ, দূরীভূত ও রক্ষিত হয় এবং যা দেখে কেউ ভীত হয়, তাকেই অপাদান কারক বলে। যেমন :

বিচ্যুত : মেঘ থেকে বৃষ্টি পড়ে। গাছ থেকে পাতা পড়ে।	গৃহীত : শুক্তি থেকে মুক্তো মেলে। দুধ থেকে দই হয়।
বিরত : পাপে বিরত হও।	আরম্ভ : সোমবার থেকে পরীক্ষা শুরু।
রক্ষিত : বিপদ থেকে বাঁচাও।	দূরীভূত : দেশ থেকে শকুন চলে গেছে।
জাত : জমি থেকে ফসল পাই।	ভীত : বাঘকে ভয় পায় না কে?

➤ অপাদান কারকে বিভিন্ন বিভক্তি ছাড়াও হইতে, হতে, থেকে, দিয়া, দিয়ে ইত্যাদি অনুসর্গ ব্যবহৃত হয়।

- অপাদান কারকে বিভিন্ন বিভক্তির প্রয়োগ :
  - ক. প্রথমা, শূন্য বা অ বিভক্তি : বৌটা-আলগা ফল গাছে থাকে না।
    'মনে পড়ে সেই জ্যৈষ্ঠ দুপুরে পাঠশালা পলায়ন।'
  - খ. দ্বিতীয়া বা কে বিভক্তি : বাঘকে বড় ভয় পাই।
  - গ. ষষ্ঠী বা এর বিভক্তি : যেখানে বাঘের ভয় সেখানে সন্ধ্যা হয়।
  - ঘ. সপ্তমী বা এ বিভক্তি : বিপদে মোরে রক্ষা করো এ নহে মোর প্রার্থনা।
    খেজুর-রসে গুড় হয়। লোকমুখে শুনেছি। তিলে তেল হয়।
  - য়-বিভক্তি : টাকায় টাকা হয়।
- বিভিন্ন অর্থে অপাদানের ব্যবহার :
  - ক. স্থানবাচক : তিনি চট্টগ্রাম থেকে এসেছেন।
  - খ. দূরত্বজ্ঞাপক : ঢাকা থেকে চট্টগ্রাম দুশো কিলোমিটারেরও বেশি।
  - গ. নিক্ষেপ : বিমান থেকে বোমা ফেলা হয়েছে।
- গুরুত্বপূর্ণ উদাহরণ :
  - i. অভিমানে কেন আজি তাজিলা পরান।
  - ii. লোকমুখে শুনেছি।
  - iii. আমি কি ডরাই সখি ভিখারী রাঘবে?
  - iv. অন্তর হতে বিদ্বেষ বিষ নাশো।

০৬. অধিকরণ কারক

- সংজ্ঞা : ক্রিয়া সম্পাদনের কাল (সময়) এবং আধারকে অধিকরণ কারক বলে। যেমন : আধার (স্থান) : আমরা রোজ স্কুলে যাই। কাল (সময়) : প্রভাতে সূর্য ওঠে।
- অধিকরণ তিন প্রকার। যথা : ক. কালাধিকরণ খ. আধারাধিকরণ গ. ভাবাধিকরণ।
  - ক. **কালাধিকরণ** : ক্রিয়া সম্পাদনে কালবাচক অধিকরণ হলে, তাকে কালাধিকরণ বলে। যেমন : **বসন্তে** ফুল ফোটে।
  - খ. **আধারাধিকরণ** : যে অধিকরণে ক্রিয়ার আধার বা স্থান বোঝায়, তাকে আধারাধিকরণ বলে। যেমন : তুমি এ **পথে** যেয়ো না।
  - গ. **ভাবাধিকরণ** : যদি কোনো ক্রিয়াবাচক বিশেষ্য অন্য ক্রিয়ার কোনো রূপ ভাবের অভিব্যক্তি প্রকাশ করে, তবে তাকে ভাবাধিকরণ বলে। যেমন : **কান্নায়** শোক মন্দীভূত হয়।

➤ **ভাবে সপ্তমী** : ভাবাধিকরণে সর্বদাই সপ্তমী বিভক্তির প্রয়োগ হয় বলে একে ভাবে সপ্তমী বলা হয়। যেমন : **সূর্যোদয়ে** অন্ধকার দূরীভূত হয়।

- আধারাধিকরণ তিন ভাগে বিভক্ত। যথা :
  ক. ঐকদেশিক খ. অভিব্যাপক এবং গ. বৈষয়িক।
  - ক. **ঐকদেশিক** : বিরাট/বিশাল স্থানের যে কোনো অংশে ক্রিয়া সংঘটিত হলে, তাকে ঐকদেশিক আধারাধিকরণ বলে। যেমন : **বনে** বাঘ আছে। **পুকুরে** মাছ আছে। **আকাশে** চাঁদ উঠেছে (বন, পুকুর, আকাশের যে কোনো এক অংশে)।
  - খ. **অভিব্যাপক** : উদ্দিষ্ট বস্তু যদি সমগ্র আধার ব্যাপ্ত করে বিরাজমান থাকে, তবে তাকে অভিব্যাপক আধারাধিকরণ বলে। যেমন : **তিলে** তৈল আছে (তিলের সারা অংশ ব্যাপী)। **নদীতে** পানি আছে (নদীর সমস্ত অংশ ব্যাপ্ত করে)।

CamScanner

JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS

গ. **বৈষয়িক** : বিষয় বিশেষে বা কোনো বিশেষ গুণে কারও কোনো দক্ষতা বা ক্ষমতা থাকলে সেখানে বৈষয়িক অধিকরণ হয়। যেমন : রকিব **অঙ্কে** কাঁচা, কিন্তু ব্যাকরণে ভালো। আমাদের সেনারা সাহসে দুর্জয়, **যুদ্ধে** অপরাজেয়।

অধিকরণে বীপ্সা : বাক্যে অধিকরণ পদটি একাধিকবার উল্লেখ থাকলে সেখানে অধিকরণে বীপ্সা হয়। যেমন : **কুঞ্জে কুঞ্জে** গাহে পাখি। **ফুলে ফুলে** মৌমাছি।

সামীপ্য বা নৈকট্য ভাব :

ঘাটে নৌকা বাঁধা আছে (ঘাটের কাছে)। **'দুয়ারে** দাঁড়ায়ে প্রার্থী'।
ভিক্ষা দেহ তারে (দুয়ারের কাছে)। রাজার **দুয়ারে** হাতি বাঁধা।

➢ অধিকরণে অনুসর্গের ব্যবহার :

ঘরের মধ্যে কে রে? তোমার আসন পাতিব হাটের মাঝে।

৬. অধিকরণ কারকে অন্যান্য বিভক্তি :

ক. প্রথমা বা শূন্য বিভক্তি : আমি ঢাকা যাব। বাবা বাড়ি নেই।
খ. তৃতীয়া বিভক্তি : খিলিপান (এর ভিতরে) দিয়ে ওষুধ খাবে।
গ. পঞ্চমী বিভক্তি : বাড়ি থেকে নদী দেখা যায়।
ঘ. সপ্তমী বা তে বিভক্তি : এ বাড়িতে কেউ নেই।

সম্বন্ধ পদ

সম্বন্ধপদ : যার অধিকারে কোনো কিছু থাকে কিংবা যার সঙ্গে কোনো কিছুর সম্বন্ধ আছে, তাকেই বলে সম্বন্ধপদ। অর্থাৎ ক্রিয়াপদের সঙ্গে সম্পর্ক না রেখে যে নামপদ বাক্যস্থিত অন্য পদের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত হয়, তাকে সম্বন্ধ পদ বলে। সম্বন্ধপদে 'র' কিংবা 'এর' বিভক্তি যোগ হয় এবং এই বিভক্তি কোনো সময়ই লোপ হয় না। **যেমন** : *জলের মাছ, চোখের দেখা, পনেরোর পরিচ্ছেদ, বনের পাখি বনেই সুখ থাকে, লোহার কার্তিক, কালকের দিনটা, সাবানের বাক্স, পিকাসোর ছবি, হেলেবেলাকার কথা, আজকের অধিবেশন, চুল তার কবেকার অন্ধকার বিদিশার নিশা, আদার ব্যাপারী, পদের আভিজাত্য।*

৬. সম্বন্ধ পদের বিভক্তি :

ক. সম্বন্ধ পদে 'র' বা 'এর' বিভক্তি যুক্ত হয়ে থাকে। যেমন : আমি + র = আমার (ভাই), রফিক + এর = রফিকের (বই)।

খ. সময়বাচক অর্থে সম্বন্ধ পদে কার > কের বিভক্তি যুক্ত হয়। যেমন : আজি + কার = আজিকার > আজকের (কাগজ)। পূর্বে + কার = পূর্বেকার (ঘটনা)। কালি + কার = কালিকার > কালকার > কালকের (ছেলে)। কিন্তু 'কাল' শব্দের উত্তর শুধু 'এর' বিভক্তিই যুক্ত হয়। যেমন : কাল + এর = কালের।
বাক্য : সে কত কালের কথা।

সম্বন্ধ পদের প্রকারভেদ

সম্বন্ধ পদের প্রকারভেদ : সম্বন্ধ পদ বহু প্রকারের হতে পারে। যেমন :

০১. **অধিকার সম্বন্ধ** : রাজার রাজ্য, প্রজার জমি।
০২. **জন্য-জনক সম্বন্ধ** : গাছের ফল, পুকুরের মাছ।
০৩. **কার্যকারণ সম্বন্ধ** : অগ্নির উত্তাপ, রোগের কষ্ট।
০৪. **উপাদান সম্বন্ধ** : রুপার থালা, সোনার বাটি।
০৫. **গুণ সম্বন্ধ** : মধুর মিষ্টতা, নিমের তিক্ততা।
০৬. **হেতু সম্বন্ধ** : ধনের অহংকার, রূপের দেমাক।
০৭. **ব্যাপ্তি সম্বন্ধ** : রোজার ছুটি, শরতের আকাশ।
০৮. **ক্রম সম্বন্ধ** : পাঁচের পৃষ্ঠা, সাতের ঘর।
০৯. **অংশ সম্বন্ধ** : হাতির দাঁত, মাথার চুল।
১০. **ব্যবসায় সম্বন্ধ** : পাটের গুদাম, আদার ব্যাপারী।
১১. **ভগ্নাংশ সম্বন্ধ** : একের তিন, সাতের পাঁচ।
১২. **কৃতি সম্বন্ধ** : নজরুলের 'অগ্নি-বীণা', মাইকেলের 'মেঘনাদবধ কাব্য'।
১৩. **আধার-আধেয়** : বাটির দুধ, শিশির ওষুধ।
১৪. **অভেদ সম্বন্ধ** : জ্ঞানের আলোক, দুঃখের দহন।
১৫. **উপমান-উপমেয় সম্বন্ধ** : ননির পুতুল, লোহার শরীর।
১৬. **বিশেষণ সম্বন্ধ** : সুখের দিন, যৌবনের চাঞ্চল্য।
১৭. **নির্ধারণ সম্বন্ধ** : সবার সেরা, সবার ছোট।
১৮. **কারক সম্বন্ধ :**
ক. কর্তৃ সম্বন্ধ – রাজার হুকুম।
খ. কর্ম সম্বন্ধ – প্রভুর সেবা, সাধুর দর্শন।
গ. করণ সম্বন্ধ – চোখের দেখা, হাতের লাঠি।
ঘ. অপাদান সম্বন্ধ – বাঘের ভয়, বৃষ্টির পানি।
ঙ. অধিকরণ সম্বন্ধ – ক্ষেতের ধান, দেশের লোক।

সম্বোধন পদ

সম্বোধন পদ : 'সম্বোধন' শব্দটির অর্থ : আহ্বান। যে পদ দ্বারা কাউকে সম্বোধন বা আহ্বান করে কিছু বলা হয়, তাকে সম্বোধন পদ বলে। কারও দৃষ্টি আকর্ষণ করে নিজের দিকে ফেরানোর ভাষাই হচ্ছে সম্বোধন। ইংরেজিতে বলে 'Vocative Case'। হে, ওহে, ওগো, ওরে, রে, ওলো ইত্যাদি সম্বোধন পদ। **সম্বোধন পদের প্রাচীন রূপ** : অয়ি, বৎস, মাতঃ, পিতঃ, বসুন্ধরে, প্রিয়তমে, ভদ্রে, মহাত্মন, রাজন!

সম্বোধন পদের বৈশিষ্ট্য :

i. বাক্যের ক্রিয়াপদের সঙ্গে সম্পর্ক নেই বলে সম্বোধন পদ কারক নয়।
ii. সম্বোধন পদে নিত্য শূন্য বিভক্তি হয়।
iii. খাঁটি বাংলায় সম্বোধন পদের জন্য কোনো স্বতন্ত্র বিভক্তি নেই।
iv. সম্বোধনে শব্দের মূল রূপের কোনো পরিবর্তন হয় না। মূল শব্দটিই সম্বোধন পদরূপে ব্যবহৃত হয়। যেমন : ওহে মাঝি, আমাকে পার কর। **আরে**, এ যে মড়া! **ওমা**, তোমার চরণ দুটি বক্ষে আমার ধরি। **হে** মাতঃ বঙ্গ, শ্যামল অঙ্গ, ঝলিছে অমল শোভাতে। কহ **হে** দেবি অমৃতভাষিণী! নবকুমার ভীমনাদে ডাকিলেন, **কপালকুণ্ডলে**!

সম্বোধন পদের ক্ষেত্রে কয়েকটি নিয়ম :

i. অনেক সময় সম্বোধন পদের পূর্বে ওগো, ওরে, হে, ওগো, অয়ি প্রভৃতি অব্যয়বাচক শব্দ বসে সম্বোধনের সূচনা করে। যেমন : 'ওগো, তোরা জয়ধ্বনি কর।' 'ওরে, আজ তোরা যাস নে ঘরের বাহিরে।' 'অয়ি নিরমল উষা, কে তোমাকে নিরমিল?'
ii. অনেক সময় সম্বন্ধসূচক অব্যয়টি কেবল সম্বোধন পদের কাজ করে থাকে। যেমন : ওগো শুনছ? ও আমার দেশের মাটি, তোমার 'পরে ঠেকাই মাথা।
iii. সম্বোধন পদের পরে অনেক সময় বিস্ময়সূচক চিহ্ন দেওয়া হয়। এ ধরনের বিস্ময়সূচক চিহ্নকে সম্বোধন চিহ্ন বলা হয়ে থাকে। কিন্তু আধুনিক নিয়মে সম্বোধন চিহ্ন স্থানে কমা (,) চিহ্নের প্রয়োগই বেশি হয়। যেমন : ওরে খোকা, যাবার সময়ে একটা কথা শুনে যাস্।
iv. সম্বোধন পদে শূন্য বিভক্তি হয়। সম্বোধন পদের আগে (বা পরে) পদটির লিঙ্গ অনুসারে কতকগুলো অব্যয় শব্দের ব্যবহার হতে পারে। যেমন : ওহে, ওগো, হে, রে, ওরে, ওলো ইত্যাদি।

JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS

কারক ও বিভক্তি নির্ণয়ের উদাহরণ

৬ কারক নির্ণয়ের ক্ষেত্রে সহায়ক তথ্যকণিকা :

যে প্রশ্ন করে কারক চেনা যায়	কারক	বাক্যের ধরন	বিভক্তি
কে?/কীসে? + ক্রিয়া	কর্তৃকারক	বাক্যের কর্তা প্রধান	শূন্য (প্রথমা)
কী?/কাকে? + ক্রিয়া	কর্মকারক	কর্তার কাজ বোঝাবে	দ্বিতীয়া
কী/কীসের দ্বারা? + ক্রিয়া	করণ কারক	মাধ্যম বা media বোঝাবে	তৃতীয়া
কাকে দান করা হলো?	সম্প্রদান কারক	স্বত্ব ত্যাগ বোঝাবে	চতুর্থী
কী/কীসের/কোথা থেকে? + ক্রিয়া	অপাদান কারক	গৃহীত, উৎপন্ন, ভীত, চলিত, পতিত বোঝাবে	পঞ্চমী
কখন?/কোথায়?/কীভাবে?/ বিষয়ে? + ক্রিয়া	অধিকরণ কারক	স্থান, কাল, বিষয়, ভাব বোঝাবে	সপ্তমী

বাক্যান্তর্গত পদ	কারক ও বিভক্তি
অ	
অর্থে অনর্থ ঘটে	করণে ৭মী
অন্নহীনে অন্ন দাও	সম্প্রদানে ৭মী
অল্প শোকে কাতর অধিক **শোকে** পাথর	করণে ৭মী
অতিবড় বৃদ্ধ পতি **সিদ্ধিতে** নিপুণ	অধিকরণে ৭মী
অবনি **ঘর** পড়ি যায়	অধিকরণে শূন্য
অহংকারে পতন ঘটে	করণে ৭মী
অণুতে গঠিত হিমালয়	করণে ৭মী
অধ্যয়নে বিরত হও	অপাদানে ৭মী
অন্ধকারে জেগে ওঠা	অধিকরণে ৭মী
অবশেষে **তুষারক্ষেত্রে** উপনীত হইলাম	অধিকরণে ৭মী
অগণ্য **উন্নত বৃক্ষ** নিরন্তর পুষ্প বৃষ্টি করিতেছে	কর্তায় শূন্য
অন্তহীন প্রাণের **বিকালতীর্থ** যাত্রা করব	অধিকরণে ৭মী
অনাবৃষ্টির **আকাশ হইতে** যেন আগুন ঝরিয়া পড়িতেছে	অপাদানে ৫মী
অন্ধকার গভীর **নিশীথে** সে মেয়ের হাত ধরিয়া বাহির হইল	অধিকরণে ৭মী
আ	
আজকে নগদ **কালকে** ধার	অধিকরণে ২য়া
আমার ঠিক মনে পড়ছে না	কর্তায় ৬ষ্ঠী
আত্মার সম্পর্কই হল **আত্মীয়**	কর্মে শূন্য
আমরা রোজ **স্কুলে** যাই	অধিকরণে ৭মী
আমার খাওয়া হলো না	কর্তায় ৬ষ্ঠী
আমাকে যেতে হবে	কর্তায় ২য়া
আগুনে সেঁক দাও	করণে ৭মী
আমারি সোনার **ধানে** গিয়েছে ভরি	করণে ৭মী
আজকে তোমায় দেখতে এলাম জগৎ আলো নূরজাহান	অধিকরণে ২য়া
আমারে করহ তোমার বীণা	কর্মে ২য়া
আজকে প্রাণের গো ভাগারে উড়ছে জাঠ **কালাপাহাড়?**	কর্তায় শূন্য
আমার যাওয়া হয়নি	কর্তায় ৬ষ্ঠী
আমার **স্বপন** আধো জাগরণ	কর্মে শূন্য
আকাশের ঐ **তারার** সনে কইব কথা নাই বা তুমি এলে	কর্মে ৬ষ্ঠী
আজ সেখানে গিয়েছিলাম	অধিকরণে শূন্য
আমাদের মতো **শিশুর** আজ্ঞা যদি খাটিত	কর্তায় ৬ষ্ঠী
আকাশে চাঁদ উঠেছে	অধিকরণে ৭মী
আমার **মহেশ** মরে যাবে	কর্তায় শূন্য
আমাকে যত খুশি সাজা দিও	কর্মে ২য়া
আগুনটা ভালো করে জ্বালা	কর্মে শূন্য
আজকাল মানুষ বড়ো মন্দ হয়ে গেছে	অধিকরণে শূন্য
আমেরিকাতে ক্লিন এয়ার অ্যাক্ট আইন পাশ হয়ে যায়	অধিকরণে ৭মী
আমারে লহ তুমি করুণা করে	কর্মে ২য়া
আমরা এই **বায়ুকে** দূষিত বায়ু বলি	কর্মে ২য়া
আবার সে **টাকাটা** ওড়ালি	কর্মে শূন্য
আকাশের ঐ তারার সনে কইব কথা নাই বা **তুমি** এলে	কর্তায় শূন্য

বাক্যান্তর্গত পদ	কারক ও বিভক্তি
আমাদের **চটিজুতো** একজোড়া থাকিত	কর্মে শূন্য
আর **কল্পনায়** বুনেছে কতখানি	করণে ৭মী
আমাদের একটি গল্প বলুন	কর্মে ৬ষ্ঠী
আমা হতে এ কার্য হবে না সাধন	কর্তায় ৫মী
আমি **ঢাকা** যাবো	অধিকরণে শূন্য
আলোয় আঁধার কাটিয়া যায়	করণে ৭মী
আহারের আমাদের **শৌখিনতার** গন্ধও ছিল না	সম্বন্ধ কারক
আমাদের **বাড়ির** দরজি নেয়ামত খলিফা	সম্বন্ধ কারক
আকুল করিয়া তোলে **মন**	কর্মে শূন্য
ই, ঈ	
ইগল পাখিটি উড়ে গেল	কর্তায় শূন্য
ইট-পাথরের বাড়ি বড় শক্ত	করণে ৬ষ্ঠী
ইদের **চাঁদে** খুশির নাচন	করণে ৭মী
ঈর্ষায় অশান্তি বাড়ে	করণে ৭মী
ঈশ্বরে বিশ্বাস হারানো মহাপাপ	অধিকরণে ৭মী
উ, ঊ	
উনার মান গেলে মোরও মান যায়	কর্তায় ৬ষ্ঠী
উপকূল এক্সপ্রেস **ট্রেনে সিলেট** যাচ্ছি	অধিকরণে শূন্য
ঊর্মিমালার **ধাক্কায়** নৌকো ডুবে গেছে	করণে ৭মী
ঊষরমরুতে তপ্ত দাহন সহ্য করা কঠিন	অধিকরণে ৭মী
ঊরুতে আঘাত লেগেছে	অধিকরণে ৭মী
এ	
এর **অধীনে** দায়িত্বভার অর্পণ করুন	কর্মে ৭মী
এই বনে **বাঘের** ভয় নেই	অপাদানে ৬ষ্ঠী
এই **নদীর** মাছ বড়	অধিকরণে ৬ষ্ঠী
এক যে ছিল **রাজা**	কর্তায় শূন্য
একদিন যাব	অধিকরণে শূন্য
এ **জমিতে** সোনা ফলে	অধিকরণে ৭মী
একদিন পাপের ফল ফলিবে	অধিকরণে শূন্য
এ **মেঘে** বৃষ্টি হয় না	অপাদানে ৭মী
এ **সময়** তার দেখা মেলা ভার	অধিকরণে শূন্য
এখনো আমার **মনে** তোমার উজ্জ্বল উপস্থিতি	অধিকরণে ৭মী
এক যে ছিল **চাঁদেরকোনায়** চরকা কাটা বুড়ি	অধিকরণে ৭মী
এবারের সংগ্রাম **স্বাধীনতার** সংগ্রাম	নিমিত্তার্থে ৬ষ্ঠী
এক **দেহে** হল লীন	অধিকরণে ৭মী
একদিন **অমরায়** গিয়ে	অধিকরণে ৭মী
এত **সোনা** মোর ছড়াইয়া দিল কারা	কর্মে শূন্য
এই ছোটো **মেয়েটা** তো কাছেই ভিড়তে পারে না	কর্তায় শূন্য
একখানি যাত্রীর নৌকা **গঙ্গাসাগর হইতে** প্রত্যাবর্তন করিতেছিল	অপাদানে ৫মী
এসব **আবর্জনা থেকে** রোগ জীবাণুবাহী মাছি কীটপতঙ্গের জন্ম হয়	অপাদানে ৫মী
এই মাতৃহীন **শিশুটি** গেল তার কাকির কাছে	কর্তায় শূন্য

CamScanner

JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS

বাক্যান্তর্গত পদ	কারক ও বিভক্তি
এমন তোকের মতো বাঁচা বাঁচতে চাই না	কর্মে শূন্য
একটি গান শোনাও	কর্মে শূন্য
একজন সত্যর দেশপাড়ার সংগ্রাম	কর্মে ৬ষ্ঠী
একটি কথা বলার চাই	কর্মে শূন্য
এ কলমে ভালো লেখা হয় না	করণে ৭মী
এমন প্রভাতে ভানুর প্রকাশে ফুটিল কমলকলি	করণে ৭মী
এখনো তোমার নামে সহসা উঠেন হয়ে উঠি	করণে ৭মী
এ যে ছেলে খেলার	করণে ৭মী
এই নিষ্ঠুর অভিযোগে গফুরের যেন বাক্য রোধ হইয়া গেল	করণে ৭মী
একদা যেন কবি অন্তরীক্ষে থাকিয়া লক্ষ করিলেন	অধিকরণে ৭মী
এ দেহে প্রাণ নেই	অধিকরণে ৭মী
এ বছর খুব ভালো ফসল হয়েছে	অধিকরণে শূন্য
একদা ইংরেজ গঙ্গাসাগরে সন্তান বিসর্জন করিয়া আসিয়াছিল	অধিকরণে ৭মী
এমন প্রকাণ্ড গাছের ভিতরকার মানুষকেও যেন দেখতে পায়	কর্মে ২য়া
প্রতিদিন সকালে একমনে খবরের কাগজ পড়ছি	অধিকরণে ৭মী
একেবারে রাস্তার মাঝখানে উঠেছে	অধিকরণে ৭মী
এক সময়ে ছিলুম তাকে কেটে	অধিকরণে ৭মী
একজন ফটোগ্রাফওয়ালা ডেকে আনো	কর্মে শূন্য
এ বিলাপ গফুরের কানে গেল না	কর্তায় ৬ষ্ঠী

ঐ

বাক্যান্তর্গত পদ	কারক ও বিভক্তি
ঐ দেখা যায় তালগাছ ঐ আমাদের গাঁ	কর্মে শূন্য
ঐরাবত আসে ঐ অতি ভৈরব হরষে	কর্তায় শূন্য
ঐ মাঠে ফুলে ফুটিল কার হলুদ রাঙা উত্তরী	অধিকরণে ৭মী
ঐ কলকে চলল কার বিয়ারী	নিমিত্তার্থে ৪র্থী

ও, ঔ

বাক্যান্তর্গত পদ	কারক ও বিভক্তি
ওর কেউ এর আগে প্রজ্বলন্ত আগ্নেয়গিরি দেখে নি	কর্মে শূন্য
ও তুমি উল্টা বুঝলে রাম	কর্তায় শূন্য
ও মন চল অকূল পানে	কর্তায় শূন্য
ওপারের ঘাটে যেতে নদী পেরুতে হয়	অধিকরণে ৭মী
ঔষধ পান করল রোগী ভালো হওয়ার তরে	কর্মে শূন্য
ঔর্বশেয়ীর কর্ম করাইল মুনি	কর্মে ৬ষ্ঠী
ঔপনিবেশিকতার কাহিনি রোমান সম্রাট বিস্তারে বলিতেছেন	কর্মে ৬ষ্ঠী

ক

বাক্যান্তর্গত পদ	কারক ও বিভক্তি
কলমের খোঁচা দিও না	করণে ৬ষ্ঠী।
কেঁদে মরি আঁখিজলে	করণে ৭মী
কহিলাম তারে বক্ষে জড়িয়া	অধিকরণে ৭মী।
কাননে কুসুমকলি সকলি ফুটিল	কর্মে শূন্য
কথায় কথা বাড়ে	করণে ৭মী
কাঁথায় শীত মানে না	কর্মে শূন্য
কাজে মন দাও	অধিকরণে ৭মী
কাচের জিনিস অতি সহজে ভাঙে না	করণে ৬ষ্ঠী
কি সাহসে এমন কথা বললে	কর্মে ৭মী
কোথাও আমার হারিয়ে যেতে নেই মানা	কর্তায় ৬ষ্ঠী
কবিগুরু গীতাঞ্জলি লিখেছেন	কর্মে শূন্য
কথায় চিড়ে ভেজে না	করণে ৭মী
কষ্ট না করলে কেষ্ট মিলে না	কর্মে শূন্য
কেহ বাতায়ন-পাশে চেয়ে রয় নীলাকাশে	কর্মে শূন্য
কতবার বালিকাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছি	কর্মে ২য়া
কাকা তোমার দুটি পায়ে পড়ি	সম্বোধন কারক
কাকি আমার সেই শিমুল গাছের একটা ফটোগ্রাফ পাঠিয়ে দাও	সম্বোধন কারক
কী হচ্ছে বাইরে	অধিকরণে ৭মী
কৃষ্ণদ্বাদশীর জ্যোৎস্না যখন মরিয়া গেছে	কর্তায় শূন্য।
কর্তামশায় সব ধরে রাখলেন	কর্তায় শূন্য।

বাক্যান্তর্গত পদ	কারক ও বিভক্তি
কিন্তু কসাইয়ের আঘাতের সঙ্গে পাল্লা দিতে পারে না	কর্তায় ষষ্ঠী
কল্লোল ভাঙিয়া গেল নয়নের জলে	কর্মে শূন্য।
কোনোদিন অতিথিকে দোষ দিই নাই	কর্মে দ্বিতীয়া।
কোথা সে ছায়া সখি কোথায় সে জল	কর্মে শূন্য।
কার পাকা কেড়ে খাবে	কর্মে শূন্য।
কর্ণ কোপে আত্ম ক্ষয় হেরে	কর্মে ২য়া।
কোন কানুর ছাওয়া কচি	কর্মে শূন্য।
কী দেশে ভরিবে এ দাস কেন দুর্বল মানবে?	অপাদানে ৭মী।
ক্রোধ থেকে জন্মে মোহ, মোহ থেকে পাপ	অপাদানে শূন্য।
কুকর্মে বিরত হও	অপাদানে ৭মী।
কী সাহসে এমন কথা বলিলে?	অপাদানে ৭মী।
কপালের লেখন না যায় খণ্ডন	অধিকরণে ৬ষ্ঠী।
কাননে কুসুমকলি সকলি ফুটিল	অধিকরণে ৭মী।
কি করি আজ ভেবে না পাই	অধিকরণে শূন্য।
কূলে একা বসি আছি নাহি ভরসা	অধিকরণে ৭মী।
কাজের বেলা গোল করো না	অধিকরণে শূন্য।
ক্রুদ্ধ রোষে রুদ্ধ ব্যথায় ফোঁপায় প্রাণে ক্ষুব্ধ বাণী	করণে ৭মী
ক্রুদ্ধ রোষে রুদ্ধ ব্যথায় ফোঁপায় প্রাণে ক্ষুব্ধ বাণী	করণে ৭মী
ক্রুদ্ধ রোষে রুদ্ধ ব্যথায় ফোঁপায় প্রাণে ক্ষুব্ধ বাণী	কর্তায় শূন্য

খ

বাক্যান্তর্গত পদ	কারক ও বিভক্তি
খড়গে ছাগে কাটে	কর্মে ৭মী।
খেঁদু বাবুর এঁদোপুকুর মাছে গেছে ভরে	করণে ৭মী।
খড়গে ছাগে কাটে	করণে ৭মী
খুব ঠকা ঠকেছি	কর্মে শূন্য
খেঁদু বাবুর এঁদোপুকুর মাছে গেছে ভরে	অধিকরণে শূন্য

গ

বাক্যান্তর্গত পদ	কারক ও বিভক্তি
গানে গানে মন ভরেছে	করণে ৭মী
গুরুজনে কর নতি	সম্প্রদানে ৭মী
গৃহহীনে গৃহ দাও	সম্প্রদানে ৭মী
গরু গাড়ি টানে	কর্তায় শূন্য
গরুতে ঘাস খায়	কর্তায় ৭মী
গাড়ি স্টেশন ছাড়ে	অপাদানে শূন্য
গুণহীনে ত্যাগ কর	কর্মে ৭মী
গল্পটা সবাই জানে	কর্মে শূন্য
গৌরবিকে এখানে নিয়ে আসে মুকুন্দ	কর্মে ২য়া
গলা বাড়াইয়া আরামে চোখ বুজিয়া রহিল	করণে ৭মী
গফুরের বুকে শেল বিঁধিল	অধিকরণে ৭মী
গৌরবি তাড়াতাড়ি হাঁটতে পারে না	কর্তায় শূন্য
গৌরবির ভেতরটা ভয়ে শুকিয়ে গেল	অপাদানে ৭মী
গুণহীন চিরদিন থাকে পরাধীন	কর্তায় শূন্য।
গাধায় খায় পাকা কলা	কর্তায় ৭মী।
গায়ে মানে না, আপনি মোড়ল	কর্তায় ৭মী।
গফুর জবাব দিল না	কর্তায় শূন্য।
গাছের শিকড় প্রচুর জল টেনে নিতে পারে	কর্মে শূন্য।
গত বিষয়ের জন্য শোক করিও না	কর্মে শূন্য।
গলার স্বর বেদনায় করুণ হয়ে এল	করণে ৭মী।
গাছে কাঁঠাল গোঁফে তেল	অধিকরণে ৭মী।
গুণ্ডারা পথিকের মাথায় লাঠি মেরেছে	অধিকরণে ৭মী।
গগনে গরজে মেঘ ঘন বরষা	অধিকরণে ৭মী।

ঘ

বাক্যান্তর্গত পদ	কারক ও বিভক্তি
ঘরে যাই বেলা বয়ে গেল	অধিকরণে ৭মী
ঘুমিয়ে গেছে শ্রান্ত হয়ে আমার গানের বুলবুলি	কর্তায় শূন্য।
শুক্রবার স্কুল বন্ধ থাকে	অধিকরণে শূন্য।
ঘোড়াকে চাবুক মার	করণে শূন্য
ঘোড়ায় গাড়ি টানে	কর্তায় ৭মী
ঘোড়ায় চড়িয়া মর্দ হাঁটিয়া চলিল	অধিকরণে ৭মী

JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS

CamScanner

JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS

বাক্যান্তর্গত পদ	কারক ও বিভক্তি
চ	
চশমাতে দশাও আমি বাজার আলয়ে	কর্মে ৭মী
চোখ দিয়া পানি পড়ে	অপাদানে শূন্য
চিন্তা রোগের **ওষুধ** নেই	কর্মে শূন্য
চোর **ধৃত** হয়েছে	কর্মে শূন্য
চিত্ত যেথা ভয়শূন্য উচ্চ যেথা শির	কর্মে শূন্য
চতুর্দিক অতি গাঢ় **কুজ্ঝটিকায়** ব্যাপ্ত হইয়াছে	করণে ৭মী
চোরে না শোনে ধর্মের কাহিনি	কর্তায় ৭মী।
চণ্ডীদাসে কয়, শুন পরিচয়	কর্তায় ৭মী।
চাঁদ বুঝি তা জানে	কর্তায় শূন্য।
চাহি না করিতে **বাদ-প্রতিবাদ**	কর্মে শূন্য।
ছ	
ছাত্ররা **বল** খেলে	করণে শূন্য
ছাগলে কি না খায়	কর্তায় ৭মী
ছিলাম **নিশিদিন** আশাহীন প্রবাসী	অধিকরণে শূন্য।
ছায়ায় বস	অধিকরণে ৭মী
ছোটো ছোটো তরঙ্গগুলি **তীরভূমিতে** আছড়াইয়া পড়ে	অধিকরণে ৭মী
জ, ঝ	
জল পড়ে পাতা নড়ে	কর্তায় শূন্য
জলে কুমির থাকে	অধিকরণে ৭মী
জাহাজে সাগর পার হওয়া যায়	করণে ৭মী
জন্ম তব কোন **মহাকুলে**	অধিকরণে ৭মী
জাহাজ হইতে দেখিলাম	অধিকরণে ৫মী।
জটাতে তাপস চিনি	করণে ৭মী।
জন্য হোক যথা তথা **কর্ম** হোক ভালো	কর্মে শূন্য।
জ্যোৎস্নাতে আলোকিত এই রাত্রি	করণে ৭মী।
জলে বাষ্প হয়	অপাদানে ৭মী।
ঝুট-ঝামেলায় জড়াও কেন?	অধিকরণে ৭মী।
ঝিকে মেরে বউকে শেখানো যায় না	কর্মে ২য়া।
ঝরা ফুল দলে কে **অতিথি**?	কর্তায় শূন্য।
ঝর ঝর ঝরে শাওন **ধারা**	কর্তায় শূন্য।
ট, ঠ	
টলমল টলে **হৃদয়সরসী**	কর্তায় শূন্য।
টানে এক আঁকে বক	করণে ৭মী।
টাকায় বাঘের দুধ মেলে	করণে ৭মী
টাকায় কিনা হয়	করণে ৭মী
ট্রেন **ঢাকা** ছাড়ল	অপাদানে শূন্য
ট্রেন **ঢাকা** পৌঁছল	অধিকরণে শূন্য
টাকায় টাকা হয়	অপাদানে ৭মী
ঠাকুর **তোমায়** দেব মালা	কর্মে ৭মী।
ঠক বাছতে গাঁ উজাড়	কর্মে শূন্য।
ড, ঢ, ণ	
ডাক্তার ডাক	কর্মে শূন্য
ডাকাতেরা গৃহস্বামীর মাথায় **লাঠি** মেরেছে	করণে শূন্য।
ঢল ঢল **নয়নে** স্বপনের ছায়াগো	অধিকরণে ৭মী।
ঢাকাই **শাড়ি** পরনে সলজ্জিত বধূটি	কর্মে শূন্য।
টুনি যাবে ঢাকা শহর, সঙ্গে যাবে কে?	কর্তায় শূন্য।
ণত্ব বিধান জানা চাই	কর্মে শূন্য।
ত, থ	
তখন সবেমাত্র **শহরে** জলের কল হইয়াছে	অধিকরণে ৭মী
তাহার **খেলা** মাটি হইয়া যায়	কর্মে শূন্য
তুমি **কাকাকে** বারণ করে দাও	কর্তায় ২য়া
তর্করত্ন দ্বিপ্রহর **বেলায়** বাটী ফিরিতেছিলেন	অধিকরণে ৭মী
তোমাকে ফাঁকি দেব না	কর্মে ২য়া
তার **কসুর** তুমি যেন কখনো মাপ কোরো না	কর্মে শূন্য
তিনি **বিলেতে** ইঞ্জিনিয়ারিং শিখতে গেলেন	অধিকরণে ৭মী।

বাক্যান্তর্গত পদ	কারক ও বিভক্তি
তুমি **সন্ধ্যাকালের** তারার মতো	অধিকরণে ৬ষ্ঠী।
তিরিশ বছর ভিজায়ে রেখেছি দুই নয়নের জলে	অধিকরণে শূন্য।
তার **চোখ দিয়ে** জল পড়ে	অপাদানে ৩য়া।
তারা **তীর্থে** যাত্রা করল	সম্প্রদানে ৭মী।
তোমার পতাকা **যারে** দাও, তারে বহিবারে দাও শকতি	সম্প্রদানে ৪র্থী।
তোমায় কেন দেই নি আমার সকল শূন্য করে	সম্প্রদানে ৭মী।
তোমার দ্বারা এ কাজ হবে না সাধন	কর্তায় ৩য়া
তিনি **শুক্রবারে** আসবেন	অধিকরণে ৭মী
তাস খেলে কত ছেলে পড়া নষ্ট করে	করণে শূন্য
তর্কে বিরত হও	অপাদানে ৭মী
ত্যাগে তিনি নিরহঙ্কার	অধিকরণে ৭মী
তোমায় কেন দেই নি সকল শূন্য করে	সম্প্রদানে ৭মী
তবু ক্ষুধিত **দিন** ক্রমশ সাম্রাজ্য গড়ে তোলে	কর্তায় শূন্য
তোমার **অভীষ্ট** সিদ্ধ হবে	কর্মে শূন্য
তাহার ঘরের **দক্ষিণ প্রান্তে** একটা সোফা ছিল	অধিকরণে ৭মী
তাহাতেও **মনটাকে** উদাস করিয়া দিত	কর্মে ২য়া
তাস খেলে পড়া নষ্ট করো না	করণে শূন্য।
তিরিশ বছর ভিজায়ে রেখেছি দুই নয়নের **জলে**	করণে ৭মী।
তোমার মহিমা জ্বলন্ত **অক্ষরে** লেখা	করণে ৭মী।
তাকে **হাতে** না মারলেও ভাতে মারব	করণে ৭মী।
তোমার পূজার ছলে তোমায় ভুলেই থাকি	সম্প্রদানে ৬ষ্ঠী।
তোর মেয়ে **ভাত** রাঁধেনি	কর্মে শূন্য।
তোমার **দানের মাটি** সোনার ফসল তুলে ধরে	কর্তায় শূন্য।
তাহারা **পাঁচজনে** যাইবে	কর্তায় ৭মী।
তাই লিখি দিল **বিশ্ব নিখিল**	কর্মে শূন্য।
থানায় এজাহার দাও	অধিকরণে ৭মী
থৈ থৈ **জলে** ডুবে গেছে পথ	করণে ৭মী।
দ, ধ	
দুটি চিতা **বাঘ** তো ওদের গা ঘেসে ছুটে পালাল	কর্তায় শূন্য।
দশে মিলে করি কাজ	কর্তায় ৭মী।
দুঃখ বিনা **সুখ** লাভ হয় কি মহীতে	কর্মে শূন্য।
দেশ দেশান্তে ছুটছে আজি আনতে দেশ জ্ঞান বিভব	অধিকরণে ৭মী।
দিনে দিনে শুধু বাড়িতেছে দেনা	অধিকরণে ৭মী।
দুঃখ বিনা সুখ লাভ হয় কি **মহীতে**	অধিকরণে ৭মী।
ধন হইতে সুখ হয় না	অপাদানে ৫মী
ধর্ম হতে বিচলিত হয়ো না	অপাদানে ৫মী
ধর্মের কল **বাতাসে** নড়ে	করণে ৭মী
ধানেতে তৈরি হয় মুড়ি চিড়ে খই	অপাদানে ৭মী
ধোপাকে কাপড় দাও	কর্মে ২য়া।
ধৈর্য ধর, বাঁধ **বুক**	কর্মে শূন্য।
ন	
নদীতে এখন জোয়ার আসিবে	অধিকরণে ৭মী
নাইবা **তুমি** এলে	কর্তায় শূন্য
নিজের চেষ্টায় বড় হও	করণে ৬ষ্ঠী
নিজ গৃহ পথ তাত দেখাও **তস্করে**	কর্মে ৭মী
নন্দাদেবী **মস্তকে** উজ্জ্বল মুকুট পরাইয়া দিয়াছে	অধিকরণে ৭মী
নিন্দবাদের **বৃন্দাবনে** ভেবেছিলাম গাইব না গান	অধিকরণে ৭মী
না মরে পাষাণ বাপ দিলা হেন **বরে**	কর্মে ৭মী।
নদীকে জিজ্ঞাসা করিতাম	কর্মে ২য়া।
নতুন **ধান্যে** হবে নবান্ন	করণে ৭মী।
নিজের **হাতে** একটু একটু জল দিয়েছি	করণে ৬ষ্ঠী।
নগরের নটী চলে **অভিসারে** যৌবন মদে মত্তা	নিমিত্তার্থে ৭মী।

JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS

বাক্যান্তর্গত পদ	কারক ও বিভক্তি
প	
পারুল বনের চম্পারে মোর হয় জানা	কর্মে ২য়া
পণ্ডিতে পণ্ডিতে লড়াই চলে	কর্তায় ৭মী
প্রাণপণে চেষ্টা কর	কর্মে শূন্য
পরদোষে কে চাহে মজিতে?	করণে ৭মী
পেলে দুই বিঘে প্রস্থে ও দিঘে সমান হইবে টানা	করণে ৭মী
পাতাটির নিচে বসে আছে ভোরের দোয়েল পাখি	কর্তায় শূন্য
পুরাতনে শ্রদ্ধা রাখ	অধিকরণে ৭মী
প্রশংসাতে হয় গো কাবু	করণে ৭মী
প্রভাতে আসিয়া উপস্থিত হইতাম	অধিকরণে ৭মী
প্রতিদিন নিজের হাতে একটু একটু জল দিয়েছে	করণে ৭মী
পুলিশের লোক তাকে গোহাটায় বেচে ফেলবে	অধিকরণে ৭মী
প্রাণের ভয়ে ছুটছে	অপাদানে ৭মী
পাপীকে ধিক	কর্মে ২য়া।
পতিত হেরিয়া কাঁদে	কর্মে শূন্য।
পরীক্ষা এলেই তার চোখে জল ঝরে	কর্তায় শূন্য
পরিষদ দলে বলে তার শতগুণ	কর্তায় শূন্য।
পাছে লোকে কিছু বলে	কর্তায় ৭মী।
প্রিয়জনে যাহা দিতে চাই তাই দিই দেবতারে	সম্প্রদানে ৭মী।
পারুল বনের চম্পারে মোর হয় জানা	কর্মে ২য়া।
পরাজয়ে ডরে না বীর	অপাদানে ৭মী।
পাপে বিরত হও	অপাদানে ৭মী।
প্রিয়জনে যাহা দিতে চাই তাই দিই দেবতারে	কর্মে ৭মী
পরীক্ষা আসিলে তাই চোখে জল ঝরে	অপাদানে ৭মী।
পাপ হইতে পুণ্য পৃথক	অপাদানে ৫মী।
পাপী পশুর অধম	অপাদানে ৬ষ্ঠী।
প্রভাতে উঠিল রবি লোহিত বরণ	অধিকরণে ৭মী
পাইলটে কালি ধরে বেশি	অধিকরণে ৭মী
পুলিশে খবর দাও	কর্মে ৭মী
পুলিশ ডাক	কর্মে শূন্য
পুলিশ চোর ধরেছে	কর্তায় শূন্য
পাহাড় নড়ায় সাধ্য কার?	কর্মে শূন্য
পাতায় পাতায় পড়ে নিশির শিশির	অধিকরণে ৭মী
প্রাসাদ হইতে তাহাকে ডাকিলাম	অধিকরণে ৫মী
পরের মুখে শেখা বুলি	অপাদানে ৭মী
ফ	
ফলে বৃক্ষের পরিচয়	করণে ৭মী
ফুলে ফুলে সাজিয়েছ ঘর	করণে ৭মী
ফুটেছে বাগানে আজ অজস্র গোলাপ	অধিকরণে ৭মী
ফলে না সকল বৃক্ষে সুমধুর ফল	অধিকরণে ৭মী।
ফুলজান ধরি যাও এই কাগজ	কর্মে শূন্য।
ফুলদল দিয়া কাটিল কি বিধাতা শাল্মলী তরুবরে	কর্মে ৭মী।
ব	
বসিরকে যেতে হবে	কর্তায় ২য়া
বাজনা বাজে	কর্মে শূন্য
বিশ্বাস বুদ্ধিকে হার মানায়	কর্মে ২য়া
বিমান থেকে বোমা ফেলা হয়েছে	অপাদানে ২য়া
বিষের জ্বালায় বিশ্ব জুড়ে	করণে ৭মী
বাংলার নদী মাঠ ভাঁটফুল ঘুঙুরের মত কেঁদেছিল পায়	কর্তায় শূন্য
বুঝেছ উপেন ও জমি লইব আমি কিনে	সম্বন্ধ কারক
বারিবিন্দুগণের বিশ্রাম নাই	কর্তায় ৬ষ্ঠী
বলাই মনে মনে উত্তর করে	কর্তায় শূন্য
বলাই কী যে পাগলের মতো বকিস	সম্বন্ধ কারক
বলাই অনেক দিন থেকে বুঝতে পেরেছিল	কর্তায় শূন্য

বাক্যান্তর্গত পদ	কারক ও বিভক্তি
বলাইকে লোভ দেখালুম	কর্মে ২য়া
বলাইয়ের বাবা ওকে তার কোল থেকে নিয়ে গেল	সম্বন্ধ কারক
বলাইয়ের বাবা ওকে তার কোল থেকে নিয়ে গেল	কর্মে ২য়া
বিজ্ঞানীরা তা ক্রমশ বুঝতে পারছিলেন	কর্তায় শূন্য
বিনা জ্বালে ভাত হয় না	করণে ৭মী
বাপে না জিজ্ঞাসে মায়ে না সম্ভাষে	কর্তায় ৭মী
বসন্তে কোকিল ডাকে	অধিকরণে ৭মী
বিপদে মোরে রক্ষা কর	অপাদানে ৭মী
বিপদে অধীর হইও না	অধিকরণে ৭মী
বিপদে আমি না যেন করি ভয়	অপাদানে ৭মী
বাজিল কাহার বীণা	কর্মে শূন্য
বড় হও নিজের চেষ্টায়	করণে ৭মী
বাপজানের মুশকিল আসান হচ্ছিল	কর্তায় ৬ষ্ঠী।
বাংলার মুখ আমি দেখিয়াছি	কর্মে শূন্য।
বুঝিলেন নাবিকদিগের দিগভ্রম হইয়াছে	কর্মে শূন্য।
বিপদে যেন করিতে পারি জয়	কর্মে ৭মী।
বৃদ্ধ ক্রুদ্ধ হইয়া মাঝিকে তিরস্কার করিতে লাগিল	কর্মে ২য়া।
বাঘকে ভয় পায় না কে	অপাদানে ২য়া।
বাষ্পে কল চালানো হয়	করণে ৭মী।
বিপদ থেকে বাঁচাও	অপাদানে ৫মী।
বন্যেরা বনে সুন্দর শিশুরা মাতৃক্রোড়ে	অধিকরণে ৭মী।
বৎসল্যের বাসমন্দির শূন্যে পরিণত হইল	অধিকরণে শূন্য।
বউকালে চলে এলাম	অধিকরণে ৭মী।
ভ	
ভূতকে আবার কিসের ভয়	অপাদানে ২য়া
ভয়কি মরণে	অপাদানে ৭মী
ভোরে সূর্য ওঠে	অধিকরণে ৭মী
ভাসছে যেন আলগা স্রোতে	করণে ৭মী
ভিজায়ে রেখেছি দুই নয়নের জলে	কর্মে ৭মী
ভবনে আসিল অতিথি সুদূর	অধিকরণে ৭মী।
ভালোবাসায় বাঁধব বাসা	করণে ৭মী।
ভ্রূণস্থ শিশুর ক্ষতি করে	কর্তায় ৬ষ্ঠী।
ভালোবেসে যদি সুখ নাহি তবে কেন মিছে ভালোবাসা	কর্মে ৭মী।
ম	
মনেতে আগুন জ্বলে চোখে কেন জ্বলে না	অধিকরণে ৭মী
মশা মারতে কামান দাগা	কর্মে শূন্য
মানুষকে মানুষ হতে হয়	কর্তায় ২য়া
মহামন্ত্রবলে যথা নম্রশির ফণী	করণে ৭মী
মজাইলা এ কনকলঙ্কা রাজা	কর্মে শূন্য
মেটে আলুটা নিয়ে যা	কর্মে শূন্য
মাটিরে আমি যে বড়ো ভালোবাসি	কর্মে ২য়া।
মৃতজনে দেহ প্রাণ	সম্প্রদানে ৭মী।
মন দিয়া কর সবে বিদ্যা উপার্জন	করণে ৩য়া।
মাংস আগুনে সিদ্ধ হয়	করণে ৭মী।
মহাতেজে পৃথিবী কম্পিত হইতেছে	করণে ৭মী।
মাঠের ধান মাঠে শুকিয়ে গেল	অধিকরণে ৭মী।
মাঝরাত্রে শংকরের ঘুম ভেঙে গেল	অধিকরণে ৭মী।
মাতালদের ওই ভাঁটিশালায় নটিনী আজ বীণাপাণি	অধিকরণে ৭মী
মূর্খে কী না বলে	কর্তায় ৭মী।
মানুষ ভাবে এক, হয় আরেক	কর্তায় শূন্য।
মোরে ভগবান রাখিবে না মোর গর্ভে	কর্তায় শূন্য।
মানুষের সৃষ্ট সভ্যতা যেন পৃথিবীকে না গ্রাস করে	কর্মে ২য়া।
মিথ্যারে করো না উপাসনা	কর্মে ২য়া।
মইলে কবরে মুতি নিদ যায়	অধিকরণে ৭মী।
মানুষকে মানুষ হতে হয়	কর্মে শূন্য
মীরা বাগানে ফুল তুলছে	কর্মে শূন্য

JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS

CamScanner

বাক্যান্তর্গত পদ	কারক ও বিভক্তি
য	
যদি করি বিষপান তথাপি না যায় **প্রাণ**	কর্মে শূন্য
যেখানে **বাঘের** ভয়, সেখানে সন্ধ্যা হয়	অপাদানে ৬ষ্ঠী।
যেদিন **ঘাসুড়িয়া** ঘাস কাটতে আসে	কর্তায় শূন্য।
যখন পড়বে না মোর পায়ের **চিহ্ন** এই বাটে	কর্মে শূন্য।
র	
রাঘবের **পদাশ্রয়ে** রক্ষার্থে আশ্রয়ী	অধিকরণে ৭মী।
রতনে রতন চিনে	কর্তায় ৭মী
রেখো মা **দাসেরে** মনে	কর্মে ২য়া
রামের ভাই গান গায়	সম্বন্ধে ৬ষ্ঠী
রবীন্দ্রনাথ **গীতাঞ্জলি** লিখেছেন	কর্মে শূন্য
রাখাল গরুর পাল নিয়ে বাড়ি ফিরে	কর্তায় শূন্য
রাজা ক্ষণকাল রহিলা মৌনভাবে	কর্তায় শূন্য
রবিবার স্কুল বন্ধ থাকে না	অধিকরণে শূন্য।
রাতে **মশা দিনে** মাছি, এই নিয়ে ঢাকায় আছি	অধিকরণে ৭মী।
ল	
লাঙলে জমি চাষ করা হয়	করণে ৭মী
লোকমুখে শুনেছি	অপাদানে ৭মী।
লোকমুখে শোনা যায়	অপাদানে ৭মী।
লোভে পাপ **পাপে** মৃত্যু	অপাদানে ৭মী
লোকটি **কানে** খাটো	করণে ৭মী
লঙ্কার কলঙ্ক আজি ভঙ্গিব **আহবে**	করণে ৭মী
লোকালয়ের মানুষের মধ্যে আমরা পেয়ে থাকি	অধিকরণে ৭মী
শ	
শিশুগণ দেয় মন নিজ নিজ **পাঠে**	অধিকরণে ৭মী
শাক দিয়ে মাছ ঢেকো না	করণে ৩য়া
শিক্ষককে শ্রদ্ধা কর	সম্প্রদানে ৪র্থী
শুধু বিঘে দুই ছিল মোর **ভুঁই**	কর্মে শূন্য
শান্তির ললিত **বাণী** শোনাইবে ব্যর্থ পরিহাস	কর্তায় শূন্য।
শুধু **বৈকুণ্ঠের** তরে তহে বৈষ্ণবের গান	সম্প্রদানে ৬ষ্ঠী।
শিক্ষক ছেলেটিকে মারিলেন	কর্তায় শূন্য।
শ্রদ্ধাবান লভে জ্ঞান অন্যে কভু নয়	কর্তায় শূন্য।
শ্রম বিনা ধনলাভ হয় না	করণে শূন্য।
ষ	
ষেটে ধানের ভাত	অপাদানে ৭মী।
ষোলো আনা বাজিয়ে নেওয়া	কর্মে শূন্য
ষষ্ঠীর কৃপায় কন্যা না হইয়া পুত্র হইলে রক্ষা	কর্তায় ৬ষ্ঠী।
স	
সর্বাঙ্গ দংশিল মোর নাগ নাগবালা	কর্মে শূন্য
সর্বছাত্রে জ্ঞান দেন শিক্ষকগণ	সম্প্রদানে ৭মী

বাক্যান্তর্গত পদ	কারক ও বিভক্তি
সুখের লাগিয়া এ ঘর বাঁধিনু	নিমিত্তার্থে ৬ষ্ঠী
সপ্তপুরুষ যেথায় মানুষ	কর্তায় শূন্য
সরোবরে পদ্ম ফোটে	অধিকরণে ৭মী
সমুদ্রে লবণ আছে	অধিকরণে ৭মী
সাধনায় সিদ্ধি লাভ হয়	করণে ৭মী
সর্বাঙ্গে ব্যথা ঔষধ দিব কোথা	অধিকরণে ৭মী
সেই জন্য **বিশ্বপ্রকৃতিকে** আড়াল আবডাল হইতে দেখিলাম	কর্মে ২য়া
সচকিতে **বীরবর** দেখিলা সম্মুখে	কর্তায় শূন্য।
সহসা **বাতাস** ফেলি গেল শ্বাস	কর্তায় শূন্য
সমস্তই নিষ্ঠুর **নিড়ানি** দিয়ে নিড়িয়ে ফেলা হয়	করণে ৩য়া
সেই শোকে **দাদার** খেয়াল গেল	কর্তায় ৬ষ্ঠী
সারাদিন সমানভাবে অগ্নিলীলা চলল	অধিকরণে শূন্য
সকালে বেশ স্পষ্ট দেখা গেল	অধিকরণে ৭মী
সে **আমাকে** সব কিছু বলেছিল	কর্মে ২য়া
স্রোতে নৌকাটি উল্টাইয়া দিল	কর্তায় ৭মী।
স্বাধীনতা হীনতায় **কে** বাঁচিতে চায়	কর্তায় শূন্য।
সকলকে মরিতে হইবে	কর্তায় ২য়া।
সেটাকে কেউ **পাগলামি** মনে করে	কর্মে শূন্য।
সর্বভূতে ধন দাও	সম্প্রদানে ৭মী।
সোনা গলাইয়া গহনা করা হয়	কর্মে শূন্য।
সে **তিনদিন** পথ চলিল	কর্মে শূন্য।
সে **তুর্কি** নাচন নাচিল	কর্মে শূন্য।
সোজা পথে চল না কেন?	করণে ৭মী।
সেই সুমধুর স্তব্ধ দুপুরে **পাঠশালা** পলায়ন	অপাদানে শূন্য।
সন্ন্যাসীবেশে **ফিরি দেশে দেশে**	অপাদানে ৭মী।
সৌন্দর্যে কার না রুচি আছে	অধিকরণে ৭মী।
সে **গাঁয়েই** ছিল	অধিকরণে ৭মী।
সারারাত বৃষ্টি ছিল	অধিকরণে শূন্য
সব **ঝিনুকে** মুক্তা পাওয়া যায় না	অপাদানে ৭মী
সাদা **মেঘে** বৃষ্টি হয় না	অপাদানে ৭মী
সেই সুমধুর স্তব্ধ দুপুর **পাঠশালা** পলায়ন	অপাদানে শূন্য
সরিষা **হইতে** তৈল হয়	অপাদানে ৫মী
সমুদ্র দেখিব বড়ো সাধ ছিল	কর্মে শূন্য
হ	
হেমলক গাছের জঙ্গল **দাবানলে** ও প্রস্তর বর্ষণে সম্পূর্ণ নষ্ট হয়ে গেল	করণে ৭মী
হালে যেমন তেমন মইয়ে তুফান	অধিকরণে ৭মী।
হৃদয় আমার নাচেরে **আজিকে**	অধিকরণে ২য়া।
হাতে না মারিয়া ভাতে মারিব	করণে ৭মী।
হারি জিতি নাহি লাজ	কর্মে শূন্য।

লিখিত অংশ : অনুশীলনমূলক কাজ

০১. কারক কাকে বলে? কত প্রকার ও কী কী? প্রত্যেক প্রকারের উদাহরণ দাও।

উত্তর : আলোচনা অংশ দ্রষ্টব্য।

০২. 'বাংলায় নির্দিষ্ট কারকে কোনো নির্দিষ্ট বিভক্তি নেই, সকল কারকে সকল বিভক্তিই প্রয়োগ হতে পারে।' বিষয়টি বুঝিয়ে লেখ।

উত্তর : সংস্কৃত ও আরবি ভাষার মতো বাংলায় কোনো নির্দিষ্ট কারকের জন্যে কোনো নির্দিষ্ট বিভক্তি নেই। সকল কারকে প্রায় সকল বিভক্তিই প্রয়োগ হতে পারে। যেমন :

কর্তৃকারকের ক্ষেত্রে দেখানো হলো :	
আমি যাব (শূন্য/প্রথমা)	আমাকে যেতে হবে (দ্বিতীয়া)
আমা দ্বারা এ কাজ হবে না (তৃতীয়া)	আমা হতে পাবে না দুঃখ (পঞ্চমী)
আমার ভাত খাওয়া হলো না (ষষ্ঠী)।	আমাতে কবিপ্রতিভা নেই (সপ্তমী)

০৩. 'বাংলা বাক্য কারক প্রধান নয়, বিভক্তি প্রধান।' মন্তব্যটির পক্ষে যুক্তি দেখাও।

উত্তর : বাক্যের ক্রিয়াপদের সঙ্গে অন্যান্য নাম পদের যে সম্পর্ক, তাকে কারক বলে। কারক হতে হলে বাক্যে ক্রিয়াপদ অবশ্যই থাকতে হবে। ক্রিয়াহীন বাক্যে কোনো কারক নেই। যেমন : তিনি অত্যন্ত সৎ লোক। তার বাড়ি যশোরে। এ বাক্যগুলোতে কোনো প্রত্যক্ষ ক্রিয়া নেই বলে কারকও নেই। সুতরাং দেখা যায় কারক ছাড়াও বা কারকের প্রত্যক্ষ উপস্থিতি ছাড়াও বাংলা বাক্য রচনা সম্ভব।

কিন্তু বিভক্তির ক্ষেত্রে এ কথা খাটে না। শব্দ বাক্যে ব্যবহৃত হলেই তাতে বিভক্তি যুক্ত হবে। যেমন : তিনি করিমের ভাই। এ বাক্যে 'করিম' শব্দের সঙ্গে 'এর' এবং 'তিনি' ও 'ভাই' এর সঙ্গে শূন্য বিভক্তি রয়েছে অর্থাৎ বিভক্তি উহ্য রয়েছে। সুতরাং বিভক্তি ছাড়া বাংলা বাক্য কোনো মতেই সম্ভব নয়। তাই বলা যায়, 'বাংলা বাক্য কারক প্রধান নয়, বিভক্তি প্রধান।'

CamScanner

বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের বিগত বছরের MCQ প্রশ্নোত্তর

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

০১. 'এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম।' এ বাক্যের অন্তর্গত 'স্বাধীনতার' শব্দটি কোন কারকে কোন বিভক্তি? [গ ১৯-২০; চাবি ক ১৬-১৭]
ক করণে ষষ্ঠী খ অপাদানে ষষ্ঠী
গ নিমিত্তার্থে ষষ্ঠী ঘ অধিকরণে ষষ্ঠী
উ: গ

০২. 'সুখে থেকো-এই দোয়া করি।' কোন কারক? [ক ১৮-১৯]
ক অপাদান খ কর্ম গ অধিকরণ ঘ করণ
উ: খ

০৩. 'শিক্ষায় আমাদের আগ্রহ বাড়ছে।' 'শিক্ষায়' কোন কারক? [ক ১৭-১৮]
ক অধিকরণ খ কর্ম গ কর্তৃ ঘ করণ
উ: ক

০৪. 'বেবি ফুল পালায়।' কোন কারকে কোন বিভক্তি? [গ ৯১-৯২]
ক অধিকরণ কারকে শূন্য বিভক্তি খ কর্ম কারকে শূন্য বিভক্তি
গ সম্প্রদান কারকে শূন্য বিভক্তি ঘ অপাদানে শূন্য বিভক্তি
উ: ঘ

০৫. 'করিম তাস খেলে।' দাগ দেওয়া পদটির কারক ও বিভক্তি কী? [গ ৯২-৯৩]
ক কর্মে শূন্য বিভক্তি খ করণে শূন্য বিভক্তি
গ অপাদানে শূন্য বিভক্তি ঘ কোনোটিই প্রযোজ্য নয়
উ: খ

০৬. 'রাজায় রাজায় লড়াই, উলুখাগড়ার প্রাণান্ত।' বাক্যটি কোন কর্তার উদাহরণ? [গ ৯৪-৯৫]
ক প্রযোজ্য কর্তা খ ব্যতিহার কর্তা
গ কর্মবাচ্যের কর্তা ঘ ভাববাচ্যের কর্তা
উ: খ

০৭. 'ঘোড়াকে চাবুক মার।' 'চাবুক' শব্দটি কোন কারক ও বিভক্তি- [গ ৯৫-৯৬]
ক কর্মকারকে শূন্য বিভক্তি খ অপাদান কারকে শূন্য বিভক্তি
গ করণ কারকে শূন্য বিভক্তি ঘ অধিকরণে শূন্য বিভক্তি
উ: গ

০৮. 'মেঘে বৃষ্টি হয়।' এখানে কারক হলো- [ক ৯৫-৯৬, খ ১১-১২; রাবি ০৩-০৪]
ক অধিকরণ খ অপাদান গ কর্ম ঘ করণ
উ: খ

০৯. 'বুলবুলিতে ধান খেয়েছে খাজনা দেব কীসে? এ বাক্যে 'বুলবুলিতে' পদটি কোন কারকে কোন বিভক্তি দ্বারা সিদ্ধ? [ঘ ৯৬-৯৭; ইবি গ ০৯-১০]
ক কর্মকারকে সপ্তমী খ কর্তৃকারকে সপ্তমী
গ অপাদান কারকে সপ্তমী ঘ অধিকরণ কারকে সপ্তমী
উ: খ

১০. 'বাঘে মহিষে এক ঘাটে জল খায়।' 'বাঘে মহিষে' কর্তৃকারকের প্রকারভেদে কোন কর্তার উদাহরণ? [গ ৯১-৯২; রাবি ঙ ১৫-১৬]
ক মুখ্য কর্তা খ ব্যতিহার কর্তা
গ প্রযোজ্য কর্তা ঘ ভাববাচ্যের কর্তা
উ: খ

১১. 'সাগরের গভীরে আছে এক বিচিত্র রাজ্য।' এখানে 'গভীরে' কোন কারক? [খ ৯৬-৯৭]
ক অধিকরণ খ অপাদান গ করণ ঘ সম্প্রদান
উ: ক

১২. 'মেঘে ঢাকা তারা দেখা যায় না।' এখানে 'মেঘে' কোন কারক? [ক ৯৬-৯৭]
ক অধিকরণ খ করণ গ অপাদান ঘ কর্ম
উ: খ

১৩. 'মনে পড়ে সেই জ্যৈষ্ঠের দুপুরে পাঠশালা পলায়ন।' বাক্যটির কারক ও বিভক্তি? [গ ৯৭-৯৮; চাবি ক ০৩-০৪; রাবি I ১৭-১৮]
ক কর্মকারকে সপ্তমী বিভক্তি খ অপাদান কারকে প্রথমা বিভক্তি
গ অধিকরণ কারকে শূন্য বিভক্তি ঘ কোনোটিই নয়
উ: খ

১৪. 'শুক্তিতে মুক্তা পাওয়া যায়।' বাক্যে 'শুক্তিতে' কোন কারক? [ক ৯৭-৯৮]
ক কর্তা খ করণ গ অপাদান ঘ অধিকরণ
উ: গ

১৫. 'নিঃশেষে নিশাচর গ্রাসে মহাবিশ্বে।' এ চরণের 'মহাবিশ্বে'র পদটির কারক- [ঘ ৯৮-৯৯]
ক কর্তৃকারক খ কর্মকারক গ সম্প্রদান কারক ঘ করণ কারক
উ: খ

১৬. 'ডাক্তার ডাক।' এখানে 'ডাক্তার' এর কারক ও বিভক্তি? [গ ৯৮-৯৯]
ক কর্তৃকারকে শূন্য খ কর্মকারকে শূন্য
গ করণ কারকে সপ্তমী ঘ অপাদান কারকে পঞ্চমী
উ: খ

১৭. 'তুমি কোন কাননের ফুল।' এ বাক্যে 'ফুল' কোন কারক? [খ ৯৮-৯৯]
ক অপাদান কারক খ কর্মকারক গ সম্প্রদান কারক ঘ করণ কারক
উ: খ

১৮. 'আমারে ফিরায়ে লহ অয়ি বসুন্ধরে।' এ বাক্যের 'বসুন্ধরে'- [খ ৯৮-৯৯]
ক কর্তৃকারক খ কর্মকারক গ সম্বোধন পদ ঘ সম্বন্ধ পদ
উ: গ

১৯. 'বসন্তে বসন্তে তোমার কবিরে দাও ডাক।' এ বাক্যে 'বসন্তে বসন্তে' কোন কারক? [খ ৯৯-০০]
ক করণ খ অধিকরণ গ কর্ম ঘ অপাদান
উ: খ

২০. 'একবার চোখের দেখাও দেখলাম না।' এ বাক্যের 'চোখের' হলো- [ক ৯৯-০০]
ক করণ কারক খ কর্মকারক
গ অধিকরণ কারক ঘ কোনোটিই নয়
উ: ক

২১. কারক নির্ণয়ে কোনটি ভুল? [খ ০০-০১]
ক সে বাজারে যায়-অধিকরণ কারক খ তিনি জ্ঞানে শ্রেষ্ঠ- অপাদান কারক
গ আমি ভাত খাব না- কর্মকারক ঘ রতনে রতন চেনে- কর্তৃকারক
উ: গ

২২. 'বিপদে মোরে রক্ষা কর।' এ বাক্যে 'বিপদে' কোন কারক? [গ ০১-০২]
ক অপাদানে ৭মী খ অধিকরণে ২য়া
গ অপাদানে ২য়া ঘ কর্মে ৭মী
উ: ক

২৩. 'বিদ্যুতে আলো হয়।' এ বাক্যে 'বিদ্যুতে' শব্দটি কোন কারকের দৃষ্টান্ত? [ক ০২-০৩]
ক করণ খ অধিকরণ গ অপাদান ঘ কর্ম
উ: ক

২৪. 'বর্ষাকালে সাপের ভয়।' 'সাপের' কারক ও বিভক্তি- [গ ১৬-১৭]
ক সম্প্রদানে ষষ্ঠী খ কর্মে ষষ্ঠী
গ অধিকরণে ষষ্ঠী ঘ অপাদানে ষষ্ঠী
উ: খ

২৫. বাক্যের প্রতিটি শব্দের অন্বয় সাধনের জন্য যেসব বর্ণ যুক্ত হয় তাদের বলে- [গ ০৩-০৪]
ক সন্ধি খ প্রত্যয় গ বিভক্তি ঘ অনুসর্গ
উ: গ

২৬. 'কী সুখে এ কথা বলব?' 'সুখে' কোন কারক? [খ ০৪-০৫]
ক কর্মকারক খ অপাদান গ অধিকরণ ঘ করণ
উ: ঘ

২৭. 'ক্রিকেট খেলে' বাক্যের নিম্নরেখ শব্দের কারক ও বিভক্তি [ক ০৬-০৭]
ক করণে ৭মী খ করণে ৭মী গ অপাদানে ৭মী ঘ কর্মে প্রথমা
উ: ঘ

২৮. 'গরিবকে কম্বল দিয়ে ঠান্ডায় বাঁচাও।' বাক্যটির 'ঠান্ডায়' শব্দের কারক-বিভক্তি? [ঘ ০৬-০৭; রাবি ০৫-০৬]
ক কর্মে সপ্তমী খ করণে সপ্তমী গ অপাদানে সপ্তমী ঘ অধিকরণে সপ্তমী
উ: গ

২৯. 'অর্থ অনর্থ ঘটায়।' 'অনর্থ' শব্দটির কারক ও বিভক্তি-[০৭-০৮]
ক কর্তায় শূন্য খ কর্মে শূন্য গ করণে ২য়া ঘ অপাদানে ২য়া
উ: খ

৩০. 'সর্বাঙ্গ দংশিল মোর নাগ-নাগবালা।' 'নাগবালা' কোন কারক? [গ ০৭-০৮]
ক কর্মে শূন্য খ কর্তায় শূন্য গ করণে শূন্য ঘ অপাদানে শূন্য
উ: খ

৩১. আধার-আধেয় সম্বন্ধ হলো- [চাবি ঘ ০৮-০৯]
ক টিনের দুধ খ রাজশাহীর পদ্মা গ যমুনা-সেতু ঘ টর্চের আলো
উ: ক

৩২. 'ছেলেটি অঙ্কে কাঁচা।' এ বাক্যে 'অঙ্ক' কোন কারক? [গ ০৮-০৯]
ক অধিকরণ খ করণ গ সম্প্রদান ঘ অপাদান
উ: ক

৩৩. কোনটি করণ কারকে সপ্তমী বিভক্তির উদাহরণ? [গ ০৮-০৯]
ক তারা বল খেলে খ শিকারি বিড়াল গোঁফে চেনা যায়
গ বনে বাঘ আছে ঘ সাপকে লাঠি মার
উ: খ

৩৪. যে বিভক্তি একাধিক কারকে ব্যবহৃত হয়, তাকে বলা হয়- [খ ০৮-০৯]
ক নিত্য বিভক্তি খ তির্যক বিভক্তি
গ সর্ব বিভক্তি ঘ গণ বিভক্তি
উ: খ

৩৫. 'হেথায় সবারে হবে মিলিবারে।' 'সবারে' কোন কারক? [খ ০৯-১০]
ক কর্ম খ অধিকরণ গ কর্তৃ ঘ করণ
উ: গ

৩৬. 'গুরুজনে ভক্তি কর।' 'গুরুজনে' কোন কারক? [গ ০৯-১০; রাবি A ১৭-১৮]
ক কর্তৃ খ করণ গ কর্ম ঘ সম্প্রদান
উ: ঘ

৩৭. 'রেখো মা দাসেরে মনে।' 'দাসেরে' শব্দটির কারক ও বিভক্তি? [ঘ ১০-১১]
ক কর্মে দ্বিতীয়া খ কর্তায় দ্বিতীয়া
গ কর্মে চতুর্থী ঘ অপাদানে চতুর্থী
উ: ক

৩৮. 'লঙ্ঘি এ সিন্ধুর প্রলয়ের নৃত্যে।' 'সিন্ধুর' এর কারক ও বিভক্তি- [গ ১০-১১]
ক অধিকরণে শূন্য খ অপাদানে শূন্য
গ অধিকরণে ৭মী ঘ অধিকরণে ৬ষ্ঠী
উ: ঘ

৩৯. 'ছাদে বৃষ্টি পড়ে।' এ বাক্যে 'ছাদে' কোন কারকে কোন বিভক্তি? [গ ১২-১৩]
ক অপাদানে ৭মী খ অধিকরণে ৭মী
গ করণে ৭মী ঘ অধিকরণে শূন্য
উ: খ

৪০. 'বগুড়ার চিনিপাতা দই সুস্বাদু।' বাক্যটির 'চিনিপাতা' কোন কারক? [ঘ ১৪-১৫]
ক করণ খ অধিকরণ গ অপাদান ঘ কর্ম
উ: ক

৪১. 'লক্ষ্মীছাড়া শিমুল গাছটির বড়ো বাড় বেড়েছে।' এ বাক্যে 'শিমুল গাছটির' কোন কারকে কোন বিভক্তি? [গ ১৫-১৬]
ক কর্মে ৭মী খ কর্মে ৬ষ্ঠী
গ কর্তৃকারকে ৭মী ঘ কর্তৃকারকে ৬ষ্ঠী
উ: ঘ

৪২. 'টাকায় টাকা আনে।' 'টাকায়' পদটির কারক ও বিভক্তি? [গ ১৬-১৭]
ক কর্তৃকারকে শূন্য খ কর্তৃকারকে ৭মী
গ কর্মকারকে ৭মী ঘ করণ কারকে ৭মী
উ: খ

জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়

০১. কোন বাক্যে কর্তৃকারকে সপ্তমী বিভক্তির উদাহরণ আছে? [খ ০৫-০৬]
(ক) লোভে পাপ, পাপে মৃত্যু (খ) শীত এলে বসন্ত কি দূরে থাকে?
(গ) রোদে কাপড় শুকায় (ঘ) লোকে বলে মাঘের শেষে বৃষ্টি হলে দেশের কল্যাণ হয় উ: (ঘ)

০২. 'চারদিক ধোঁয়াতে আচ্ছন্ন হলো।' এ বাক্যে 'ধোঁয়াতে'– [খ ১১-১২]
(ক) উপাদানবাচক করণ কারক (খ) উপাদানবাচক বিশেষণ
(গ) উপাদান সম্বন্ধ (ঘ) উপায়াত্মক করণ কারক উ: (ক)

০৩. কোন বাক্যে কর্মকারকে শূন্য বিভক্তি রয়েছে? [খ ১১-১২; জাবি এ ১০-১১]
(ক) শিক্ষক মহোদয় ছাত্রকে পড়াচ্ছেন (খ) তোমায় বলব
(গ) ডাক্তার ডাক (ঘ) আমি ঢাকা যাচ্ছি উ: (গ)

০৪. কোন বাক্যে সমধাতুজ কর্ম ব্যবহৃত হয়েছে? [ঘ-১৩-১৪]
(ক) এমন সুখের মরণ কে মরতে পারে? (খ) এমন কষ্টের মরণ কেউ কি চায়?
(গ) এমন সুখের মরণ কে না চায়? (ঘ) কোনোটিই নয় উ: (ক)

০৫. 'দুই দণ্ডে চলে যায় দু'দিনের পথ।' এ বাক্যে 'দুই দণ্ডে' কোন কারক? [খ ১৪-১৫]
(ক) অধিকরণ (খ) অপাদান (গ) কর্ম (ঘ) করণ উ: (ক)

০৬. সম্বন্ধ পদে কোন বিভক্তি যুক্ত হয়ে থাকে? [খ ১৬-১৭]
(ক) 'য' বা 'তে'/য় (খ) 'এ' বা 'এতে'/এ
(গ) 'র' বা 'এর'/র (ঘ) 'থেকে' বা 'চেয়ে'/ক উ: (গ)

০৭. দ্বিকর্মক ক্রিয়ার ব্যক্তিবাচক কর্মকে কী বলে? [গ ১৬-১৭]
(ক) মুখ্যকর্ম (খ) গৌণকর্ম (গ) উদ্দেশ্য কর্ম (ঘ) বিধেয় কর্ম উ: (খ)

০৮. অপাদানে ৫মী বিভক্তি কোনটি? [গ ১৬-১৭]
(ক) আমা হতে একাজ হবে না সাধন (খ) ভালো ছাত্র হতে ভালো ফল আশা করা যায়
(গ) দুধ হতে ঘি হয় (ঘ) বাড়ি হতে নদী দেখা যায় উ: (গ)

০৯. 'আমারে তুমি করিবে ত্রাণ, এ নহে মোর প্রার্থনা।' বাক্যে 'আমারে' শব্দটি কোন কারকে বিভক্তি? [ঘ ১৬-১৭; চবি C ১১-১২]
(ক) কর্মকারকে ২য়া (খ) কর্তৃকারকে ২য়া
(গ) সম্প্রদানে ২য়া (ঘ) কর্মকারকে ৪র্থী উ: (ক)

জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়

০১. কোনটি করণ কারকে শূন্য বিভক্তির উদাহরণ? [IBA : ২৩-২৪]
(ক) কালির দাগ সহজে ওঠে না। (খ) এ বৎসর খুব বন্যা হয়েছে।
(গ) দুধ থেকে দই হয়। (ঘ) বুদ্ধি খাটিয়ে কাজ কর। উ: (ঘ)

০২. কোনটি অধিকরণ কারকের প্রকারভেদ নয়? [D ২২-২৩]
(ক) কালাধিকরণ (খ) ভাবাধিকরণ (গ) আধারাধিকরণ (ঘ) উপায়াধিকরণ উ: (ঘ)

০৩. 'ফুলে ফুলে ঘর ভরেছে' নিম্নরেখ অংশটি কোন কারকে কোন বিভক্তি? [B ২২-২৩; জককানইবি E -১৩-১৪; ইবি C ১৬-১৭]
(ক) কর্মে ৭মী (খ) করণে ৭মী (গ) অধিকরণে ৭মী (ঘ) কর্মে শূন্য উ: (খ)

০৪. 'শিক্ষক ছাত্রদের ব্যাকরণ পড়াচ্ছেন' বাক্যটি কোন কারকের উদাহরণ? [E : ২১-২২]
(ক) মুখ্য কর্তা (খ) প্রযোজ্য কর্তা
(গ) ব্যতিহার কর্তা (ঘ) প্রযোজক কর্তা উ: (ঘ)

০৫. 'রাজার দুয়ারে হাতি বাধাঁ' কোন কারকের উদাহরণ? [E ১৯-২০]
(ক) ঐকদেশিক (খ) অভিব্যাপক (গ) বৈষয়িক (ঘ) কালাধিকরণ উ: (ক)

০৬. 'কূলে একা বসে আছি, নাহি ভরসা'। চিহ্নিত অংশটুকু কোন কারকে কোন বিভক্তি? [F ১৯-২০; ইবি C ১৬-১৭]
(ক) কর্তায় ৭মী (খ) অধিকরণে ৭মী (গ) কর্মে ৭মী (ঘ) অপাদানে ৭মী উ: (খ)

০৭. 'পেলে দুই বিঘে প্রস্থে ও দিঘে সমান হইবে টানা'। চিহ্নিত অংশটুকু কোন কারকে কোন বিভক্তি? [F ১৯-২০]
(ক) কর্মে ৭মী (খ) করণে ৭মী (গ) অধিকরণে ৭মী (ঘ) অপাদানে ৭মী উ: (খ)

০৮. 'এ বাগান কুসুমের গন্ধে মউ-মউ' চিহ্নিত অংশটুকু কোন কারকে কোন বিভক্তি? [F ১৯-২০]
(ক) করণে ৬ষ্ঠী (খ) কর্মে ৬ষ্ঠী (গ) অপাদানে ৬ষ্ঠী (ঘ) কর্তায় ৬ষ্ঠী উ: (ক)

০৯. 'দুটি পাকাফল লভিল ভূতল'। চিহ্নিত অংশটুকু কোন কারকে কোন বিভক্তি? [F ১৯-২০]
(ক) কর্তৃকারকে শূন্য (খ) কর্মে শূন্য (গ) সম্প্রদানে শূন্য (ঘ) করণে শূন্য উ: (খ)

১০. 'বিন্দু তুলি দিয়ে আঁকছে।' 'তুলি দিয়ে' শব্দটির কারক ও বিভক্তি– [E ১৭-১৮]
(ক) অধিকরণে সপ্তমী (খ) অপাদানে পঞ্চমী
(গ) করণে তৃতীয়া (ঘ) কর্মে শূন্য উ: (গ)

১১. 'বাবাকে বড্ড ভয় পাই।' কোন কারকে কোন বিভক্তির উদাহরণ? [E ১৭-১৮]
(ক) অপাদানে শূন্য (খ) অপাদানে এ
(গ) অপাদানে কে (ঘ) অপাদানে র উ: (গ)

১২. 'অণুতে গঠিত হিমাচল।' কোন কারকে কোন বিভক্তি? [১২-১৩]
(ক) করণে ৭মী (খ) কর্তায় ৭মী
(গ) অপাদানে শূন্য (ঘ) অধিকরণে ৭মী উ: (গ)

১৩. 'রবীন্দ্রনাথ পড়লাম' কোন কারকে কোন বিভক্তি? [F ১৪-১৫]
(ক) কর্মে শূন্য (খ) করণে ৭মী
(গ) কর্তায় শূন্য (ঘ) অপাদানে শূন্য উ: (ক)

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়

০১. কালকের কথাটা মনে রেখ– রেখাযুক্ত পদটি কোন কারকের? [A : ২৩-২৪]
(ক) কর্ম (খ) অধিকরণ (গ) সম্বন্ধ (ঘ) অপাদান উ: (গ)

০২. 'সকাল নয়টায় পরীক্ষা শুরু হবে।' এই বাক্যে 'সকাল নয়টায়'– [A ২২-২৩]
(ক) অধিকরণ কারক (খ) অপাদান কারক (গ) কর্ম কারক (ঘ) কর্তা কারক উ: (ক)

০৩. 'মৃতজনে দেহ প্রাণ' নিম্নরেখ পদটি কোন কারকে কোন বিভক্তি? [B ২২-২৩]
(ক) কর্ম, দ্বিতীয়া (খ) কর্ম, সপ্তমী
(গ) সম্প্রদান, চতুর্থী (ঘ) সম্প্রদান, সপ্তমী উ: (ঘ)

০৪. 'শুক্রবার স্কুল ছুটি।' এখানে 'শুক্রবার'–[A : ২১-২২, চবি D ১৪-১৫]
(ক) কর্মকারকে ২য়া বিভক্তি (খ) করণ কারকে শূন্য বিভক্তি
(গ) অধিকরণ কারকে শূন্য বিভক্তি (ঘ) কর্তৃকারকে ১মা বিভক্তি উ: (গ)

০৫. "আমি কি ডরাই সখী ভিখারি রাঘবে?" 'রাঘবে' কোন্ কারকে কোন্ বিভক্তি?[B : ২১-২২]
(ক) কর্তায় ৭মী (খ) কর্মে ৭মী (গ) করণে ৭মী (ঘ) অপাদানে ৭মী উ: (খ)

০৬. 'শিকারি বিড়াল গোঁফে চেনা যায়' এখানে 'গোঁফে' কোন কারকে কোন বিভক্তি?[A : ২১-২২]
(ক) করণে ১মা (খ) কর্মে ২য়া
(গ) অধিকরণে ৭মী (ঘ) করণে ৭মী উ: (ঘ)

০৭. 'পৃথিবীতে কে কাহার' এখানে 'পৃথিবীতে' কোন কারকে কোন বিভক্তি?[C ১৯-২০;কুবি A ১৬-১৭]
(ক) কর্মে ২য়া (খ) করণে ৩য়া
(গ) অধিকরণে ৭মী (ঘ) অপাদানে ৫মী উ: (গ)

০৮. 'গরুতে গাড়ি টানে।' 'গরুতে' শব্দটির কারক ও বিভক্তি? [E ১৮-১৯]
(ক) করণে ৭মী (খ) কর্তৃকারকে ৭মী
(গ) নিমিত্তার্থে ৭মী (ঘ) কর্মকারকে ৭মী উ: (খ)

০৯. 'পড়ায় আমার মন বসে না।' এখানে 'পড়ায়' এর কারক ও বিভক্তি হলো– [D ১৭-১৮]
(ক) কর্মে ৭মী (খ) অধিকরণে ৭মী
(গ) অপাদানে ৭মী (ঘ) করণে ৭মী উ: (খ)

১০. 'নাগরিক সংকট অনুসন্ধানে রাতের গভীরে রাজা এথেন্স নগরে এলেন।' বাক্যে 'রাজা' এর কারক ও বিভক্তি– [D ১৭-১৮]
(ক) কর্মে শূন্য (খ) কর্তায় শূন্য (গ) করণে শূন্য (ঘ) অধিকরণে শূন্য উ: (খ)

১১. কারক (কৃ + ণক) শব্দটির অর্থ কী? [D ১৭-১৮]
(ক) যা পদকে সম্পাদন করে (খ) যা সমাসকে সম্পাদন করে
(গ) যা পদ ও সমাসকে সম্পাদন করে (ঘ) যা ক্রিয়া সম্পাদন করে উ: (ঘ)

১২. 'পড়াতে তার মন বসে না।' কোন কারকে কোন বিভক্তি? [E ১৭-১৮]
(ক) কর্মে ৭মী (খ) অধিকরণে ৭মী (গ) অপাদানে ৭মী (ঘ) করণে ৭মী উ: (খ)

১৩. 'ছাদ থেকে পানি পড়ে।' কোন কারকে কোন বিভক্তি? [E ১৭-১৮]
(ক) অপাদানে ৭মী (খ) অধিকরণে ৭মী (গ) অপাদানে ৫মী (ঘ) অধিকরণে ৫মী উ: (গ)

১৪. কোনটি প্রথমা বিভক্তির বহুবচন? [E ১৭-১৮; ৪-৫]
(ক) দের (খ) দিগকে (গ) এরা (ঘ) দিগের উ: (গ)

১৫. 'আহারে রুচি নেই।' কোন কারকে কোন বিভক্তি? [E ১৭-১৮]
(ক) অপাদানে ৭মী (খ) অধিকরণে ৭মী (গ) কর্মে ৭মী (ঘ) করণে ৭মী উ: (খ)

১৬. কোনটি করণ কারকে ৭মী বিভক্তি? [E ১৭-১৮]
(ক) ভোরে সূর্য ওঠে (খ) এ বাড়িতে কেউ নেই
(গ) পাগলে কী না বলে (ঘ) টাকায় কী না হয় উ: (ঘ)

১৭. 'অনলে পুড়িয়া গেল।' এখানে 'অনলে' কোন কারক? [E ১৭-১৮]
(ক) করণে ৭মী (খ) কর্মে ৩য়া (গ) অপাদানে ৭মী (ঘ) অপাদানে ৩য়া উ: (ক)

১৮. 'বোঁটা-আলগা ফল গাছে থাকে না।' কোন কারকে কোন বিভক্তি? [E ১৭-১৮]
(ক) অপাদানে শূন্য (খ) কর্মে শূন্য (গ) অধিকরণে শূন্য (ঘ) কর্তায় শূন্য উ: (ক)

১৯. 'রকিব অঙ্কে কাঁচা, কিন্তু ব্যাকরণে ভালো।' রেখাঙ্কিত শব্দ দুটি কোন কারক? [F ১৭-১৮]
(ক) কালাধিকরণ (খ) আধারাধিকরণ
(গ) ভাবাধিকরণ (ঘ) কোনোটিই না উ: (ঘ)

২০. 'এমন মেয়ে কখনো দেখিনি।' 'মেয়ে' শব্দটির কারক ও বিভক্তি? [I ১৭-১৮]
(ক) কর্তায় শূন্য (খ) কর্মে শূন্য (গ) অপাদানে শূন্য (ঘ) অধিকরণে শূন্য উ: (খ)

CamScanner

JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS

২১. ...সাধনায় সব হয়।' এখানে 'সাধনায়' এর কারক ও বিভক্তি? [E ১৭-১৮]
ক) করণে ৭মী খ) করণে ৩য়া গ) অপাদানে ৫মী ঘ) অপাদানে ২য়া উ: ক

২২. 'সব ঝিনুকে মুক্তা মিলে না।' 'ঝিনুকে' শব্দের কারক ও বিভক্তি? [০৪-০৫]
ক) করণে ৭মী খ) কর্মে ১মা
গ) অপাদানে ৭মী ঘ) কর্তায় ৭মী উ: গ

২৩. 'আমার স্বপন আধো জাগরণ।' 'স্বপন' শব্দটির কারক ও বিভক্তি? [F ১৮-১৯]
ক) করণে শূন্য খ) অপাদানে শূন্য
গ) কর্মে শূন্য ঘ) কোনোটিই নয় উ: গ

২৪. 'সারারাত বৃষ্টি হয়েছে।' এখানে 'সারারাত' কোন কারক? [A : ২১-২২, ঢাবি ক ৯৮-৯৯]
ক) কর্তৃ খ) অধিকরণ গ) অপাদান ঘ) করণ উ: খ

২৫. কর্তৃকারকে শূন্য বিভক্তির উদাহরণ- [A : ২১-২২]
ক) ছাগলে কিনা খায় খ) টাকায় টাকা আনে
গ) আরিফ বই পড়ে ঘ) ডাক্তার ডাক উ: গ

২৬. বিভক্তি প্রধানত কত প্রকার? [০৪-০৫; ঢাবি ক ০০-০১]
ক) ৫ খ) ২ গ) ৭ ঘ) ৩ উ: খ

২৭. 'রতনে রতন চিনে।' 'রতনে' শব্দের কারক ও বিভক্তি কী? [০৪-০৫]
ক) কর্তায় শূন্য খ) কর্তায় ৭মী গ) অধিকরণে ৩য়া ঘ) কর্মে ৭মী উ: খ

২৮. 'সুখের চেয়ে শান্তি ভালো।' 'সুখের' শব্দের কারক ও বিভক্তি কী? [০৪-০৫]
ক) অপাদানে ৬ষ্ঠী খ) অধিকরণে ৬ষ্ঠী
গ) কর্মে ৬ষ্ঠী ঘ) সম্প্রদানে ৬ষ্ঠী উ: ক

২৯. 'বক্তার মুখে যেন খৈ ফুটলো।' 'মুখে' শব্দটির কারক ও বিভক্তি? [০৪-০৫]
ক) অধিকরণে ৭মী খ) অপাদানে ৭মী
গ) কর্মে ৭মী ঘ) কর্তায় ৭মী উ: ক

৩০. 'মনেতে আগুন জ্বলে চোখে যেন জ্বলে না।' কারক ও বিভক্তি নির্ণয় কর- [০৫-০৬]
ক) অপাদানে ৭মী খ) অপাদানে ২য়া
গ) অধিকরণে ২য়া ঘ) অধিকরণে ৭মী উ: ঘ

৩১. 'খুকুকে দস্যুতে লইয়া গিয়াছে।' এখানে 'দস্যুতে' কোন কারক? [০৫-০৬]
ক) কর্তৃকারক খ) কর্মকারক গ) করণ কারক ঘ) সম্প্রদান কারক উ: ক

৩২. 'সুখের লাগিয়া এ ঘর বাঁধিনু।' 'সুখের' শব্দটির কারক ও বিভক্তি- [০৯-১০]
ক) কর্মে শূন্য খ) সম্প্রদানে শূন্য
গ) করণে শূন্য ঘ) নিমিত্তার্থে ষষ্ঠী উ: ঘ

৩৩. 'বাদলের ধারা ঝরে ঝর ঝর।' কারক ও বিভক্তি কোনটি? [০৯-১০]
ক) অধিকরণে ২য়া খ) কর্তায় ৬ষ্ঠী গ) অপাদানে ৬ষ্ঠী ঘ) কর্মে ৭মী উ: খ

৩৪. 'কারক পড়ায় তারক ঠাকুর।' কোন কারক? [০৯-১০]
ক) কর্ম খ) সম্প্রদান
গ) কর্তা ঘ) করণ উ: গ

৩৫. বিভক্তিহীন নাম শব্দকে কী বলে? [০৯-১০]
ক) অনুসর্গ খ) প্রাতিপদিক গ) অপিনিহিতি ঘ) উপসর্গ উ: খ

৩৬. 'সে তিনদিন পথ চললো।' 'তিনদিন' এর কারক ও বিভক্তি? [০৯-১০]
ক) কর্তায় শূন্য খ) কর্মে শূন্য
গ) অধিকরণে শূন্য ঘ) করণে শূন্য উ: গ

৩৭. 'দেশের জন্য সেবা কর।' 'দেশের' কোন কারকে কোন বিভক্তি? [০৯-১০]
ক) কর্তায় শূন্য খ) কর্মে শূন্য
গ) কর্মে ষষ্ঠী ঘ) সম্প্রদানে ষষ্ঠী উ: ঘ

৩৮. 'সর্বশিষ্যে জ্ঞান দেন গুরুমহাশয়।' এটি কোন কারকে কোন বিভক্তি? [০৯-১০]
ক) কর্তায় ৭মী খ) সম্প্রদানে ৭মী গ) অপাদানে ৭মী ঘ) কর্মে ৭মী উ: খ

৩৯. 'নৌকায় নদী পার হলাম।' 'নৌকায়' শব্দটির কারক ও বিভক্তি? [০৯-১০]
ক) করণে ৭মী খ) সম্প্রদানে ৪র্থী
গ) অপাদানে ৫মী ঘ) অধিকরণে ৭মী উ: ক

৪০. 'উদ্যমে সাফল্য আসে।' কারক ও বিভক্তি নির্ণয় কর- [০৯-১০]
ক) কর্তায় ৭মী খ) অপাদানে ৭মী
গ) অধিকরণে ৭মী ঘ) করণে ৭মী উ: ঘ

৪১. 'আমাকে যেতে হবে।' বাক্যটির প্রথম পদটি কোন কারক ও কোন বিভক্তি? [ক ১০-১১]
ক) কর্তায় ১মা খ) কর্মে ২য়া
গ) অপাদানে ৫মী ঘ) কর্তায় ২য়া উ: ঘ

৪২. 'বাড়ি থেকে নদী দেখা যায়।' 'বাড়ি' শব্দটির কারক ও বিভক্তি? [ক ১১-১২]
ক) কর্তায় ৭মী খ) অধিকরণে ৫মী
গ) কর্মে ২য়া ঘ) অপাদানে শূন্য উ: ঘ

৪৩. 'স্কুল পালিয়ে কেউ রবীন্দ্রনাথ হয় না।' কোন কারকে কোন বিভক্তি? [খ ১১-১২]
ক) কর্তা কারকে ষষ্ঠী বিভক্তি খ) করণ কারকে তৃতীয়া বিভক্তি
গ) অপাদান কারকে শূন্য বিভক্তি ঘ) কর্মে দ্বিতীয়া বিভক্তি উ: গ

৪৪. 'নগরে রাজা এলো।' 'রাজা' এর কারক ও বিভক্তি কী? [ক ৬ : ১১-১২; জবি খ ১০-১১]
ক) কর্মে শূন্য খ) অধিকরণে শূন্য গ) কর্তায় শূন্য ঘ) করণে শূন্য উ: গ

৪৫. 'এত শঠতা এত যে ব্যথা, তবু যেন তা মধুতে মাখা।' নিম্নরেখ শব্দটি- [১২-১৩]
ক) করণে ৭মী খ) কর্মে ৭মী গ) অপাদানে ৭মী ঘ) কর্তায় ৭মী উ: ক

৪৬. হট্টমালার দেশে, তারা গাই-বলদে চষে। এটি- [E -১৩-১৪]
ক) করণে সপ্তমী খ) কর্তায় সপ্তমী গ) কর্মে সপ্তমী ঘ) অপাদানে সপ্তমী উ: ক

৪৭. ভয় নাই হবে জয়। কোন কারকে কোন বিভক্তি? [B ১৭-১৮]
ক) করণে ৬ষ্ঠী খ) অপাদানে শূন্য গ) কর্তায় ৩য়া ঘ) অধিকরণে ২য়া উ: খ

৪৮. 'ঘরেতে ভ্রমর এলো গুনগুনিয়ে।' নিম্নরেখ পদটি : [E ১৪-১৫]
ক) কর্তৃকারক খ) অধিকরণ কারক গ) করণ কারক ঘ) অপাদান কারক উ: গ

৪৯. 'যেখানে বাঘের ভয় সেখানে সন্ধ্যা হয়।' 'বাঘের' এর কারক ও বিভক্তি? [F ১৪-১৫]
ক) কর্তায় ৭মী খ) অপাদানে ৬ষ্ঠী গ) অধিকরণে ২য়া ঘ) কর্মে শূন্য উ: খ

৫০. সম্প্রদান কারকের উদাহরণ কোনটি? [A ১৬-১৭]
ক) ধোপাকে কাপড় দাও খ) দীনে দয়া কর গ) ডাক্তার ডাক ঘ) সূর্যোদয়ে পদ্ম ফোটে উ: খ

৫১. ভাবাধিকরণে সর্বদাই কোন বিভক্তির প্রয়োগ হয়? [E ১৬-১৭]
ক) চতুর্থী খ) তৃতীয়া গ) ষষ্ঠী ঘ) সপ্তমী উ: ঘ

৫২. 'বাবা বাড়ি নেই।' 'বাবা' পদটি কোন কারকে কোন বিভক্তি? [E ১৬-১৭]
ক) কর্মে শূন্য খ) কর্তায় শূন্য
গ) অধিকরণ শূন্য ঘ) অপাদানে ২য়া উ: খ

৫৩. 'লোভে পাপ পাপে মৃত্যু।' 'লোভে' শব্দের কারক ও বিভক্তি? [০৪-০৫]
ক) অপাদানে ৭মী খ) করণে ৭মী
গ) কর্মে ৬ষ্ঠী ঘ) কর্তায় ৭মী উ: ক

৫৪. দশে মিলে করি কাজ। 'দশে' শব্দের কারক ও বিভক্তি কী? [০৪-০৫]
ক) কর্তায় ৭মী খ) কর্তায় শূন্য
গ) কর্মে ৭মী ঘ) অধিকরণে ৭মী উ: ক

৫৫. কোনটি অধিকরণ কারকে শূন্য বিভক্তি? [F ১৬-১৭]
ক) তিনি পাবনায় গেছেন খ) মা বাড়ি নেই
গ) সকালে সূর্য উঠে ঘ) ভোরে দোয়েল ডাকে উ: খ

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়

০১. সপ্তমী বিভক্তির প্রতীকগুলো হলো- [D1 : ২৩-২৪]
ক) এ, অ, তে খ) এ, রে, তে গ) এ, কে, তে ঘ) এ, য়, তে উ: ঘ

০২. বাবা রোববার বাড়ি থাকেন না। 'রোববার' কোন কারকে কোন বিভক্তি? [D : ২৩-২৪]
ক) অপাদানে শূন্য খ) কর্মে শূন্য
গ) কর্তায় শূন্য ঘ) অধিকরণে শূন্য উ: ঘ

০৩. 'লোভে পাপ, পাপে মৃত্যু' এর কারক-বিভক্তি নির্ধারণ কর। [D সেট-৩; ২২-২৩]
ক) কর্তায় ৭মী খ) করণে ৭মী
গ) কর্মে ৭মী ঘ) অপাদানে ৭মী উ: ঘ

০৪. 'শিশুটি খেলা করে।' এ বাক্যে 'খেলা' কোন কারকে কোন বিভক্তির উদাহরণ? [B ১৯-২০]
ক) কর্তায় শূন্য খ) করণে শূন্য গ) সম্প্রদানে শূন্য ঘ) কর্মে শূন্য উ: ঘ

০৫. 'বাবা বাড়ি নেই।' 'বাড়ি' শব্দের কারক-বিভক্তি কোনটি? [D ১৭-১৮]
ক) কর্তায় সপ্তমী খ) কর্মে শূন্য
গ) করণে চতুর্থী ঘ) অধিকরণে শূন্য উ: ঘ

০৬. এই কলমে ভালো লেখা হয়। নিম্নরেখ পদটির কারক ও বিভক্তি? [ঘ ০৩-০৪, গ ০৭-০৮]
ক) কর্তায় সপ্তমী খ) কর্মে সপ্তমী
গ) করণে সপ্তমী ঘ) অপাদানে সপ্তমী উ: গ

০৭. 'তিলে তৈল হয়।' 'তিলে' শব্দটি কোন কারক? [গ ০৩-০৪; জাককানইবি ঙ ১৬-১৭]
ক) করণ খ) অধিকরণ গ) অপাদান ঘ) কর্তৃকারক উ: গ

০৮. আমাকে ক্ষমা করুন। এ বাক্যে নিম্নরেখ পদটির কারক বিভক্তি- [ঙ ০৪-০৫]
ক) কর্মে ২য়া খ) সম্প্রদানে ৪র্থী গ) সম্প্রদানে ২য়া ঘ) কর্মে ৪র্থী উ: ক

০৯. 'নৌকাতে নদী পার হওয়া যায়।' 'নৌকাতে' পদটির কারক ও বিভক্তি কী? [ঘ ০৪-০৫]
ক) করণে ২য়া খ) অধিকরণে ৭মী গ) করণে ৭মী ঘ) কর্তায় ৭মী উ: গ

১০. 'কঠিন বাঁধনে বাঁধা।' 'বাঁধনে' কোন কারকে কোন বিভক্তি? [গ ০৪-০৫ ইবি ১১-১২]
ক) করণে সপ্তমী খ) অপাদানে সপ্তমী
গ) অধিকরণে সপ্তমী ঘ) কর্মে সপ্তমী উ: ক

JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS

JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS

১১. 'বাবাকে বড় ভয় পাই।' এখানে 'বাবাকে' কোন কারকে কোন বিভক্তি? [ক ০৪-০৫]
ⓚ অধিকরণে ৭মী ⓚ অপাদানে ২য়া ⓖ কর্মে ২য়া ⓖ কর্তায় শূন্য উ. (খ)

১২. 'জলকে চল।' এর কারক ও বিভক্তি কী? [খ ০৫-০৬, গ ০৯-১০, ক ০৭-০৮; ইবি গ ১৩-১৪]
ⓚ কর্তায় ২য়া ⓚ সম্প্রদানে ৪র্থী ⓖ কর্মে ৩য়া ⓖ অধিকরণে ৫মী উ. (ঘ)

১৩. 'সর্বাঙ্গে ব্যথা, ঔষধ দিব কোথা।' 'ঔষধ' কোন কারকে কোন বিভক্তি? [ঙ ০৫-০৬]
ⓚ কর্মকারকে শূন্য ⓚ সম্প্রদানে সপ্তমী
ⓖ অধিকরণে শূন্য ⓖ কর্তৃকারকে শূন্য উ. (ক)

১৪. 'নতুন ধানে হবে নবান্ন বাংলার ঘরে ঘরে।' 'ধানে' কোন কারকে কোন বিভক্তি? [ঙ ০৫-০৬]
ⓚ কর্তায় ৭মী ⓚ কর্মে ৭মী ⓖ করণে ৭মী ⓖ অধিকরণে ৭মী উ. (গ)

১৫. 'পাপে বিরত হও।' নিম্নরেখ পদটির কারক ও বিভক্তি– [খ ০৭-০৮]
ⓚ কর্তায় ৭মী ⓚ অধিকরণে ৭মী ⓖ করণে ৭মী ⓖ অপাদানে ৭মী উ. (ঘ)

১৬. 'আমার গানের মালা আমি করব কারে দান।' এখানে 'কারে' শব্দটির কারক ও বিভক্তি কোনটি? [জ ০৮-০৯; জাবি ক ১২-১৩]
ⓚ করণে ৭মী ⓚ কর্তায় ৭মী ⓖ অপাদানে ৭মী ⓖ কর্মে ৭মী উ. (ঘ)

১৭. 'খিলিপান দিয়ে ওষুধ খাবে।' 'খিলিপান দিয়ে' কোন কারকে কোন বিভক্তি? [ছ ০৯-১০]
ⓚ অধিকরণে ৫মী ⓚ অপাদানে ৫মী
ⓖ করণে ৩য়া ⓖ অধিকরণে ৩য়া উ. (ঘ)

১৮. কোন বাক্যে অধিকরণ কারক আছে? [খ ১১-১২]
ⓚ বৃষ্টি পড়ে ⓚ বাড়ি যাব ⓖ সে কাঁদছে ⓖ আকাশ অন্ধকার উ. (খ)

১৯. নিচের কোন বাক্যটি অপাদান কারক নির্দেশ করে? [ছ ১১-১২]
ⓚ গৃহহীনে গৃহ দাও ⓚ ট্রেন স্টেশন ছেড়েছে
ⓖ বনে বাঘ আছে ⓖ জিজ্ঞাসিব জনে জনে উ. (খ)

২০. 'টাকায় কি না হয়।' 'টাকায়' শব্দটির কারক ও বিভক্তি? [ঘ ১১-১২]
ⓚ করণে ৭মী ⓚ করণে ৩য়া ⓖ অপাদানে ৭মী ⓖ কর্মে ৭মী উ. (ক)

২১. বাক্যস্থিত ক্রিয়াপদের সঙ্গে নামপদের সম্পর্ককে কী বলে? [খ ১১-১২]
ⓚ কর্তা ⓚ ক্রিয়া বিশেষ্য ⓖ কারক ⓖ কৃৎ-প্রত্যয় উ. (গ)

২২. 'তার হাসিতে মুক্তো ঝরে।' নিম্নরেখ শব্দটি কোন কারকে ৭মী বিভক্তি? [B1 12-13]
ⓚ অপাদান ⓚ কর্ম ⓖ করণ ⓖ সম্প্রদান উ. (ক)

২৩. 'রোববার স্কুল বন্ধ।' 'রোববার' কোন কারক? [D 12-13]
ⓚ কর্ম ⓚ সম্প্রদান ⓖ অপাদান ⓖ অধিকরণ উ. (ঘ)

২৪. 'বাবা আদালতে গেছেন।' এ বাক্যে 'আদালত' কোন কারক? [E -১৩-১৪]
ⓚ কর্ম ⓚ সম্প্রদান ⓖ অপাদান ⓖ অধিকরণ উ. (ঘ)

২৫. 'এ সাবানে কাপড় কাঁচা চলবে না।' এখানে 'সাবানে' কোন কারক? [G_1 -১৩-১৪]
ⓚ কর্তৃ ⓚ কর্ম ⓖ করণ ⓖ অপাদান উ. (গ)

২৬. বাংলায় কোন কারকের প্রয়োজনীয়তা নেই বলে মনে করা হয়? [B -১৩-১৪]
ⓚ সম্প্রদান ⓚ অপাদান ⓖ করণ ⓖ কর্তৃ উ. (ক)

২৭. 'আমি ভাত খাই।' 'ভাত' শব্দটির কারক ও বিভক্তি? [B_1 ১৪-১৫]
ⓚ কর্মকারকে তৃতীয়া ⓚ কর্মকারকে শূন্য
ⓖ কর্তৃকারকে প্রথমা ⓖ করণ কারকে শূন্য উ. (খ)

২৮. 'আমি ঢাকা যাব।' 'ঢাকা' কোন কারক? [গ ০৩-০৪]
ⓚ অপাদান ⓚ অধিকরণ ⓖ কর্ম ⓖ করণ উ. (খ)

২৯. বাংলা ব্যাকরণে কোন কারকের অন্তর্ভুক্তি নিয়ে রবীন্দ্রনাথের আপত্তি ছিল? [E ১৪-১৫]
ⓚ কর্তৃকারক ⓚ কর্মকারক ⓖ করণ কারক ⓖ সম্প্রদান কারক উ. (ঘ)

৩০. 'ক্রিকেট খেলে কত ছেলে পড়া নষ্ট করে।' এখানে 'ক্রিকেট' হলো : [H ১৬-১৭]
ⓚ কর্তৃকারকে শূন্য ⓚ কর্মে শূন্য ⓖ করণে শূন্য ⓖ অপাদানে শূন্য উ. (খ)

৩১. 'প্রচলিত আইনেই এই অপরাধের যোগ্য শাস্তি বিধান সম্ভব।' এ বাক্যে 'আইনেই' কোন কারকে কোন বিভক্তি? [E ১৬-১৭]
ⓚ কর্মে ২য়া ⓚ কর্তায় ৭মী ⓖ করণে ৭মী ⓖ অধিকরণে ৭মী উ. (গ)

৩২. 'আমি সমাজবিজ্ঞান অনুষদে পরীক্ষা দেবো।' এ বাক্যে 'অনুষদে' কোন কারকে কোন বিভক্তি? [D3 ১৬-১৭]
ⓚ কর্তায় সপ্তমী ⓚ কর্মে সপ্তমী
ⓖ করণে সপ্তমী ⓖ অধিকরণে সপ্তমী উ. (ঘ)

খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়

০১. 'যখন পড়বে না মোর পায়ের চিহ্ন এই বাটে।' বাক্যে 'পায়ের' শব্দটি কোন কারকে কোন বিভক্তি? [H ১৯-২০]
ⓚ কর্মে ২য়া ⓚ করণে ৬ষ্ঠী
ⓖ অপাদানে ৬ষ্ঠী ⓖ অধিকরণে ৬ষ্ঠী উ. (খ)

০২. পুকুরে মাছ আছে। বাক্যে 'পুকুরে' শব্দটি কোন অধিকরণ কারক? [B ১৭-১৮]
ⓚ ভাবাধিকরণ ⓚ বৈষয়িক ⓖ ঐকদেশিক ⓖ অভিব্যাপক উ. [illegible]

০৩. গাছ থেকে ফল পড়ে। কোন কারকে কোন বিভক্তি? [স. বি. ১০-১১]
ⓚ অপাদানে ৫মী ⓚ কর্তৃকারকে ৭মী
ⓖ কর্মে ৭মী ⓖ অধিকরণে ৫মী উ. [illegible]

০৪. 'শরতে ধরাতল শিশিরে ঝলমল।' এখানে 'শিশিরে' হলো– [L ১৬-১৭]
ⓚ কর্তায় ৭মী ⓚ অপাদানে ৭মী
ⓖ কর্মে ৭মী ⓖ করণে ৭মী উ. [illegible]

জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলাম বিশ্ববিদ্যালয়

০১. কারক ও সমাস বাংলা ব্যাকরণের কোন অংশে আলোচিত হয়? [ঘ ১৭-১৮]
ⓚ রূপতত্ত্বে ⓚ ধ্বনিতত্ত্বে ⓖ বাক্যতত্ত্বে ⓖ অর্থতত্ত্বে

Note : নতুন ব্যাকরণ অনুসারে 'কারক' আলোচিত হয় বাক্যতত্ত্বে এবং সমাস আলোচিত হয় রূপতত্ত্বে।

০২. 'অল্পবিদ্যা ভয়ঙ্করী।' নিম্নরেখ শব্দটি? [D ১৭-১৮]
ⓚ করণে ৭মী ⓚ অপাদানে শূন্য ⓖ কর্মে শূন্য ⓖ কর্মে ৭মী উ. [illegible]

০৩. 'বনে বাঘ আছে।' কোন অধিকরণ কারক? [ঘ ১৬-১৭]
ⓚ ঐকদেশিক ⓚ অভিব্যাপক
ⓖ বৈষয়িক ⓖ স্থানাধিকরণ উ. [illegible]

বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়

০১. কান্নায় শোক কমে। বাক্যে 'কান্নায়' কোন কারক? [B ১৭-১৮]
ⓚ কর্ম ⓚ অপাদান
ⓖ অধিকরণ ⓖ করণ উ. [illegible]

০২. 'ও তুই উল্টা বুঝলি রাম।' কোন কারক? [B ১৭-১৮]
ⓚ কর্ম ⓚ কর্তৃ ⓖ করণ ⓖ অধিকরণ উ. [illegible]

০৩. 'এতক্ষণে অরিন্দম কহিলা বিষাদে।' 'বিষাদে' শব্দটির কারক ও বিভক্তি? [C ১৭-১৮; জবি ১৭-১৮; ঢাবি গ ১৬-১৭, ঘ ১৫-১৬; ইবি খ ১৫-১৬]
ⓚ অধিকরণে ৭মী ⓚ অপাদানে ৭মী
ⓖ করণে ৭মী ⓖ অধিকরণে ২য়া উ. [illegible]

০৪. 'প্রভাতে সূর্য উঠে' বাক্যটির 'প্রভাতে' কোন কারক? [১১-১২]
ⓚ কালাধিকরণ ⓚ আধারাধিকরণ
ⓖ ভাবাধিকরণ ⓖ কোনোটিই নয় উ. [illegible]

০৫. নিচের কোন নিয়মে শব্দ গঠিত হয় না? [খ ১১-১২]
ⓚ সন্ধি ⓚ কারক ⓖ সমাস ⓖ প্রত্যয় উ. [illegible]

০৬. 'তিনি চোখে দেখেন না।' কোন কারক? [A ১৩-১৪]
ⓚ অধিকরণ কারক ⓚ অপাদান কারক
ⓖ করণ কারক ⓖ সম্প্রদান কারক উ. [illegible]

০৭. 'কাঁচের জিনিস সহজে ভাঙে।' এখানে 'কাঁচের' শব্দটি কোন কারক? [B -১৩-১৪]
ⓚ অধিকরণ ⓚ কর্ম ⓖ করণ ⓖ অপাদান উ. [illegible]

০৮. 'সম্পত্তি নষ্ট হয়েছে।' এখানে 'সম্পত্তি' কোন কারকে কোন বিভক্তি? [C ১৬-১৭]
ⓚ কর্তৃকারকে শূন্য বিভক্তি ⓚ কর্মকারকে শূন্য বিভক্তি
ⓖ করণ কারকে শূন্য বিভক্তি ⓖ অপাদানে শূন্য বিভক্তি উ. [illegible]

০৯. 'সে অঙ্কে পণ্ডিত।' বাক্যে 'অঙ্কে' কোন কারকে কোন বিভক্তি? [B ১৬-১৭]
ⓚ অপাদানে সপ্তমী ⓚ অধিকরণে সপ্তমী
ⓖ সম্প্রদানে সপ্তমী ⓖ কর্মকারকে সপ্তমী উ. [illegible]

১০. 'তোমার দেখা পেলাম না।' কর্মকারকে কোন বিভক্তি? [B ১৬-১৭]
ⓚ প্রথমা ⓚ দ্বিতীয়া ⓖ ষষ্ঠী ⓖ সপ্তমী উ. [illegible]

ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়

০১. 'শিকারি বিড়াল গোঁফে চেনা যায়' কোন ধরনের করণ কারক? [B ১৮-১৯]
ⓚ কালাত্মক ⓚ হেতুময় ⓖ লক্ষণাত্মক ⓖ উপায়াত্মক উ. [illegible]

০২. নিচের কোন বাক্যে বিধেয় কর্ম আছে? [B ১৮-১৯]
ⓚ দুধকে আমরা দুগ্ধ বলি ⓚ তাকে আমরা চিনি না
ⓖ জিজ্ঞাসিব জনে জনে ⓖ লাঙল দ্বারা জমি চাষ হয় উ. [illegible]

০৩. 'রামের চেয়ে শ্যাম বয়সে ছোট' কোন অপাদান কারক? [B ১৮-১৯]
ⓚ আধারবাচক ⓚ অবস্থাবাচক
ⓖ দূরত্ববাচক ⓖ তারতম্যবাচক উ. [illegible]

JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS

CamScanner

০৪. 'জগতে কীর্তিমান হওয়া যায় সাধনায়।' এখানে 'সাধনায়' কোন কারকে কোন বিভক্তি? [B ১৭-১৮; রাবি ০৪-০৫; জাবি E ১৪-১৫]
ক কর্তায় ৭মী খ কর্মে ২য়া গ অধিকরণে ৭মী ঘ করণে ৭মী **উ: খ**

০৫. 'ফুলের গন্ধে ঘুম আসে না।' কোন কারকে কোন বিভক্তি? [B ১৭-১৮]
ক অপাদানে ৬ষ্ঠী খ অপাদানে ২য়া
গ কর্মে ২য়া ঘ অপাদানে ১মা
Note: নতুন ব্যাকরণ অনুসারে, 'ফুলের গন্ধে ঘুম আসে না।' (সম্বন্ধে ষষ্ঠী)

০৬. 'তোমাতে দিলাম প্রেম হৃদয় ভরে যাও।' কারক ও বিভক্তি কোনটি? [H ১৭-১৮]
ক কর্মে ৭মী খ অধিকরণে ৭মী গ সম্প্রদানে ৭মী ঘ কোনোটিই না **উ: গ**

০৭. 'জিজ্ঞাসিব জনে জনে।' কোন কারকে কোন বিভক্তি? [H ১৭-১৮]
ক অপাদানে ৭মী খ কর্মে ৭মী গ কর্তায় ৭মী ঘ অধিকরণে ৭মী **উ: খ**

০৮. কত ধানে কত চাল। এ বাক্যে 'ধানে' কোন কারকে কোন বিভক্তি? [ছ ০৪-০৫]
ক অপাদানে ৭মী খ কর্মে প্রথমা গ অধিকরণে ৭মী ঘ কর্তায় প্রথমা **উ: ক**

০৯. 'এ রঙে ছবি হবে না।' এখানে 'রঙে' কোন কারকে কোন বিভক্তি? [চ ০৪-০৫]
ক অপাদানে সপ্তমী খ করণে সপ্তমী
গ কর্মে সপ্তমী ঘ সম্প্রদানে সপ্তমী **উ: খ**

১০. 'দুয়ারে হাতি বাঁধা।' কোন কারকে কোন বিভক্তি? [গ ০৯-১০]
ক কর্তায় ৭মী খ কর্মে ২য়া
গ অপাদানে ২য়া ঘ অধিকরণে ৭মী **উ: ঘ**

১১. 'দাসত্ব চিত্তকে সংকীর্ণ করে।' নিম্নরেখ শব্দটির কারক ও বিভক্তি– [খ ০৯-১০]
ক কর্মে ষষ্ঠী খ কর্মে ২য়া গ কর্মে শূন্য ঘ কর্মে সপ্তমী **উ: খ**

১২. আজনে সেঁক দাও। নিম্নরেখ শব্দটির কারক ও বিভক্তি– [খ ০৯-১০]
ক অধিকরণে ২য়া খ কর্তৃকারকে ৭মী
গ অপাদানে ৭মী ঘ করণে ৭মী **উ: ঘ**

১৩. আমারি এ গোলা ফসলে গিয়েছে ভরি। নিম্নরেখ শব্দটির কারক ও বিভক্তি– [খ ০৯-১০]
ক করণে ৭মী খ কর্তায় ৭মী গ অপাদানে ৭মী ঘ কর্মে ৭মী **উ: ক**

১৪. দরিদ্রকে অর্থ সাহায্য কর। কোন কারকে কোন বিভক্তি? [গ ০৯-১০]
ক সম্প্রদানে ৪র্থী খ কর্মে শূন্য গ করণে শূন্য ঘ কোনোটিই নয় **উ: ক**

১৫. 'আপনি কি পুকুরে গোসল করবেন?' এখানে 'পুকুর' হলো– [গ ১০-১১]
ক করণ কারক খ কর্ম কারক গ কর্তৃকারক ঘ অধিকরণ কারক **উ: ঘ**

১৬. সূর্যোদয়ে অন্ধকার দূরীভূত হয়। কারক ও বিভক্তি নির্ণয় কর। [ক ১০-১১]
ক অপাদানে ৭মী খ অধিকরণে ৭মী
গ কর্মে ৭মী ঘ করণে ৭মী **উ: খ**

১৭. 'আলোয় আঁধার কাটে।' এখানে 'আলোয়' হলো– [গ ১১-১২; রাবি ০৪-০৫]
ক কর্তায় সপ্তমী খ করণে সপ্তমী
গ অপাদানে সপ্তমী ঘ অধিকরণে সপ্তমী **উ: খ**

১৮. 'হৃদয় আমার নাচেরে আজিকে।' এর কারক ও বিভক্তি– [C -১৩-১৪]
ক অধিকরণে ২য়া খ কর্মে ২য়া
গ অপাদানে ২য়া ঘ করণে ২য়া **উ: ক**

১৯. 'ঘোড়ায় চড়িয়া মর্দ হাঁটিয়া চলিল।' এর কারক ও বিভক্তি– [C -১৩-১৪]
ক কর্তায় ৭মী খ কর্মে ৭মী গ অপাদানে ৭মী ঘ অধিকরণে ৭মী **উ: ঘ**

২০. নিচের কোনটি করণ কারকের উদাহরণ? [B-১৫-১৬]
ক ছাগলে কি না খায় খ সে চোখে দেখে না
গ সাদা মেঘে বৃষ্টি হয় না ঘ তিলে তৈল হয় **উ: খ**

২১. 'একদিন পাপের ফল ফলিবে।' কোন কারকে কোন বিভক্তি? [C ১৬-১৭]
ক অধিকরণে শূন্য বিভক্তি খ অধিকরণে সপ্তমী বিভক্তি
গ কর্মে শূন্য বিভক্তি ঘ কর্তায় ৬ষ্ঠী বিভক্তি **উ: ক**

কুমিল্লা বিশ্ববিদ্যালয়

০১. 'দেবতার ধন কে যায় ফিরায়ে লয়ে।' 'দেবতার' কোন কারকে কোন বিভক্তি? [B ১৯-২০]
ক কর্তায় ষষ্ঠী খ নিমিত্তার্থে চতুর্থী
গ সম্প্রদানে ষষ্ঠী ঘ কর্মে ষষ্ঠী **উ: গ**

০২. 'তোমার পূজার ছলে তোমায় ভুলে থাকি।' 'তোমার' কোন কারকে কোন বিভক্তি? [C ১৯-২০]
ক সম্প্রদানে ষষ্ঠী খ সম্প্রদানে তৃতীয়া
গ অপাদানে তৃতীয়া ঘ করণে ৪র্থী **উ: ক**

০৩. 'না মরে পাষাণ বাপ দিলা হেন বরে।' 'বরে' শব্দটির কারক ও বিভক্তি? [A ১৮-১৯]
ক কর্মে ৭মী খ সম্প্রদানে ৭মী
গ অধিকরণে ২য়া ঘ অধিকরণে ৭মী **উ: ক**

০৪. 'ব্যায়ামে শরীর ভালো থাকে।' এখানে 'ব্যায়ামে' কোন কারক? [C ১৮-১৯]
ক করণ খ সম্প্রদান গ কর্ম ঘ কর্তৃকারক **উ: ক**

০৫. 'ঘরেতে ভ্রমর এলো গুনগুনিয়ে।' 'ঘরেতে' কোন কারক? [B ১৮-১৯]
ক করণ খ অধিকরণ
গ অপাদান ঘ কর্তৃকারক **উ: খ**

০৬. 'পুকুরে মাছ আছে।' 'পুকুরে' শব্দটির কারক ও বিভক্তি? [B ১৩-১৪]
ক অপাদানে ৭মী খ অধিকরণে ৭মী
গ করণে ৭মী ঘ করণে ষষ্ঠী **উ: খ**

০৭. 'চণ্ডীদাসে কয়, শুণে পরিচয়।' 'চণ্ডীদাসে' শব্দটির কারক বিভক্তি- [C ১৬-১৭]
ক কর্তায় ৭মী খ করণে ৭মী
গ কর্তায় শূন্য ঘ অপাদানে ৭মী **উ: ক**

বরিশাল বিশ্ববিদ্যালয়

০১. 'হিংসায় উন্মত্ত পৃথ্বী।' এখানে 'হিংসায়' কোন কারক? [গ ১১-১২]
ক কর্তৃ খ কর্ম
গ অপাদান ঘ করণ **উ: খ**

০২. 'মূর্ছিত হইয়া বীর রথেতে পড়িল।' বাক্যে 'রথেতে' কোন কারক? [গ ১৪-১৫]
ক কর্ম খ করণ
গ অপাদান ঘ অধিকরণ **উ: খ**

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বি. ও প্র. বিশ্ববিদ্যালয়

০১. নিচের কোন বাক্যটিতে শূন্য বিভক্তির ব্যবহার করা হয়নি? [F ১৮-১৯]
ক তোমাতে-আমাতে এমন কী তফাত! খ তোমার বাবা কি বাড়ি আছেন?
গ দাদা কাল কলকাতা যাবে। ঘ মেয়েরা টেনিস খেলছে। **উ: ক**

০২. 'বর্ষাকালে সাপের ভয়।' এখানে 'সাপের' কারক ও বিভক্তি– [E ১৭-১৮]
ক অপাদানে ৬ষ্ঠী খ করণে ৬ষ্ঠী
গ অধিকরণে ৬ষ্ঠী ঘ কর্মে ৬ষ্ঠী **উ: ক**

০৩. 'শিক্ষক ছাত্রদের পাঠদান করান।' এ বাক্যটিতে প্রযোজক কর্তা কে? [D -১৩-১৪]
ক শিক্ষক খ ছাত্র
গ পাঠ ঘ শিক্ষক ও ছাত্র **উ: ক**

০৪. 'নীল আকাশের নিচে আমি রাস্তা চলেছি একা।' এখানে 'রাস্তা' শব্দটির কারক ও বিভক্তি কোনটি? [D -১৩-১৪; ঢাবি ০৯-১০]
ক অধিকরণে শূন্য খ করণে শূন্য
গ কর্মে সপ্তমী ঘ কর্তায় শূন্য **উ: খ**

০৫. 'এ সুতোয় কাপড় হয় না।' কোন কারক? [D ১৬-১৭]
ক কর্তৃকারক খ কর্মকারক
গ করণ কারক ঘ কোনোটিই নয় **উ: গ**

০৬. ঐকদেশিক আধারাধিকরণ কারক- [D, সেট ২ : ১৪-১৫]
ক পুকুরে মাছ আছে খ ঘাটে নৌকা আছে
গ নদীতে পানি আছে ঘ রাজার দুয়ারে হাতি বাঁধা **উ: ক**

০৭. 'ঘটনাটি সন্ধ্যা সাড়ে সাতটায় ঘটেছে।' 'সন্ধ্যা সাড়ে সাতটায়' কোন কারক? [E ১৬-১৭]
ক অধিকরণ খ অপাদান
গ করণ ঘ কর্ম **উ: ক**

০৮. 'এ দেহে প্রাণ নাই।' কোন কারকে কোন বিভক্তি? [D ১৬-১৭]
ক কর্তৃকারকে সপ্তমী বিভক্তি খ কর্মকারকে সপ্তমী বিভক্তি
গ করণ কারকে সপ্তমী বিভক্তি ঘ অধিকরণে সপ্তমী বিভক্তি **উ: ঘ**

মাওলানা ভাসানী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়

০১. 'কাননে কুসুমকলি সকলি ফুটিল।' 'কাননে' শব্দটির কারক ও বিভক্তি? [D ১৬-১৭]
ক কর্মে সপ্তমী খ অপাদানে সপ্তমী
গ অধিকরণে সপ্তমী ঘ করণে শূন্য **উ: গ**

০২. বাক্যের কোনো পদে যখন কোনো বিভক্তি দৃশ্যমান হয় না, তখন তাকে বলে : [D ১৪-১৫]
ক প্রথমা বিভক্তি খ দ্বিতীয়া বিভক্তি
গ তৃতীয়া বিভক্তি ঘ চতুর্থী বিভক্তি **উ: ক**

০৩. 'কোথাও আমার হারিয়ে যেতে নেই মানা।' এ 'আমার' কোন কারকে কোন বিভক্তি? [D ১৪-১৫]
ক কর্মে ৬ষ্ঠী খ কর্তায় ৬ষ্ঠী
গ অপাদানে ৬ষ্ঠী ঘ করণে ৬ষ্ঠী **উ: খ**

হাজী মোহাম্মদ দানেশ বি. ও প্র. বিশ্ববিদ্যালয়

০১. 'কারক' শব্দের বিশ্লেষণ করলে হয়– [C ১৩-১৪]
ⓚ √কৃ + ণক ⓚ কৃ + অক
ⓖ ক + আরক ⓖ কার + অক
উ: (ক)

০২. 'পলাতক দাসে দাও স্বাধীনতা।' এখানে 'দাসে' হলো? [C ১৩-১৪]
(ক) করণে ৭মী (খ) সম্প্রদানে ৭মী
(গ) অধিকরণে ৭মী (ঘ) কর্মে প্রথমা
উ: (খ)

০৩. 'চোরের মাথায় লাঠি মার।' এ বাক্যে 'লাঠি' কোন কারক? [E -১৩-১৪]
(ক) করণ কারক (খ) কর্মকারক
(গ) কর্তৃকারক (ঘ) অপাদান কারক
উ: (ক)

শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়

০১. 'পাহাড় নাড়ায় সাধ্য কার?' এখানে 'পাহাড়' শব্দের কারক ও বিভক্তি নির্ণয় কর। [A ১৬-১৭]
(ক) করণে সপ্তমী (খ) করণে শূন্য
(গ) কর্তৃকারকে শূন্য (ঘ) কর্মকারকে শূন্য
উ: (ঘ)

যশোর বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়

০১. 'মন দিয়া কর সবে বিদ্যা উপার্জন।' বাক্যে নিম্নরেখাঙ্কিত শব্দটি কোন কারকে কোন বিভক্তি? [D ১৭-১৮; ইবি C ১৭-১৮]
(ক) কর্তৃকারকে দ্বিতীয়া (খ) অপাদানে তৃতীয়া
(গ) করণে পঞ্চমী (ঘ) করণে তৃতীয়া
উ: (ঘ)

০২. সব ঝিনুকে মুক্তা মেলে না। কোন কারকে কোন বিভক্তি? [E ১৭-১৮]
(ক) কর্তায় দ্বিতীয়া (খ) কর্মে দ্বিতীয়া
(গ) অপাদানে সপ্তমী (ঘ) অধিকরণে সপ্তমী
উ: (গ)

০৩. 'খেজুর রসে গুড় হয়।' কোন কারক? [E ১৬-১৭]
(ক) অধিকরণ (খ) করণ
(গ) কর্ম (ঘ) অপাদান
উ: (ঘ)

পাবনা বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়

০১. 'কুকর্মে বিরত হও।' এটি কোন কারক? [C ১৭-১৮]
(ক) কর্মকারক (খ) করণ কারক
(গ) অপাদান কারক (ঘ) অধিকরণ কারক
উ: (গ)

বাংলাদেশ ইউনিভার্সিটি অব প্রফেশনালস

০১. 'দিব তোমা শ্রদ্ধা-ভক্তি' এই বাক্যের কারক-বিভক্তি নির্ণয় কর : [FSSS : ২৩-২৪]
(ক) কর্তৃকারকে শূন্য বিভক্তি (খ) করণ কারকে শূন্য বিভক্তি
(গ) অধিকরণ কারকে শূন্য বিভক্তি (ঘ) কর্মকারকে শূন্য বিভক্তি
(ঙ) সম্প্রদান কারকে শূন্য বিভক্তি
উ: (ঙ)

০২. 'আমাদের একটি গল্প বলুন' এই বাক্যে 'আমাদের' কোন কারকে কোন বিভক্তি? [FASS : ২১-২২; FSSS : ২১-২২]
(ক) অপাদানে ৭মী (খ) কর্তায় ৭মী
(গ) কর্তায় ৬ষ্ঠী (ঘ) কর্মে ৬ষ্ঠী
উ: (ঘ)

০৩. 'আকাশে তো আমি রাখি নাই মোর উড়িবার ইতিহাস' কোন কারকে কোন বিভক্তি? [FSSS : ২১-২২]
(ক) অপাদানে ৭মী (খ) কর্মধারয়ে ৭মী
(গ) কর্মে শূন্য (ঘ) অধিকরণে ৭মী
উ: (ঘ)

বাংলাদেশ মেরিন একাডেমি

০১. 'সাধনায় সিদ্ধি লাভ হয়' এ বাক্যে 'সাধনায়' কোন কারক? [মেরিন : ২৩-২৪; ...]
(ক) অধিকরণ (খ) কর্ম
(গ) কর্তা (ঘ) করণ
উ: [illegible]

০২. 'সাদা মেঘে বৃষ্টি হয় না' এখানে 'মেঘে' কোন কারক? [A : ২১-২২]
(ক) কর্ম (খ) অপাদান
(গ) সম্প্রদান (ঘ) অধিকরণ
উ: [illegible]

ঢাবি অধিভুক্ত ৭ কলেজ

০১. 'আমরা স্বাধীন বাংলাদেশের নাগরিক।' এ বাক্যে 'বাংলাদেশের' পদটি কোন কারক কোন বিভক্তি? [ক ১৭-১৮; ঢাবি গ ১৭-১৮]
(ক) কর্তৃকারকে ষষ্ঠী (খ) অধিকরণে ষষ্ঠী
(গ) অপাদানে ষষ্ঠী (ঘ) কর্মে দ্বিতীয়া
উ: [illegible]

বিএসসি ও ডিপ্লোমা নার্সিং

০১. 'বিকাল ৪টায় স্কুল ছুটি হবে।' বাক্যটি কোন কারকের উদাহরণ? [ডিপ্লোমা : ২৩-২৪]
(ক) করণ (খ) কর্ম
(গ) অধিকরণ (ঘ) অপাদান
উ: [illegible]

০২. 'মেঘে বৃষ্টি হয়।' এখানে 'মেঘে' কোন কারকে কোন বিভক্তি? [ডিপ্লোমা : ২৩-২৪]
(ক) কর্মে ৭মী (খ) অপাদানে ৭মী
(গ) অধিকরণে ৭মী (ঘ) করণে ৭মী
উ: [illegible]

০৩. অপাদান কারকের উদাহরণ কোনটি? [২২-২৩]
(ক) অসহায়কে সাহায্য করো (খ) কাপটা উঁচু টেবিল থেকে পড়ে গেল
(গ) ফুলের গন্ধে ঘুম আসে না (ঘ) বাবা বাড়িতে আছেন
উ: [illegible]

০৪. 'আমরা নদীর ঘাট থেকে রিক্সা নিয়েছিলাম' বাক্যটিতে 'আমরা' কোন কারক? [২২-২৩]
(ক) কর্ম (খ) কর্তা
(গ) অপাদান (ঘ) করণ
উ: [illegible]

০৫. 'জমি থেকে ফসল পাই' বাক্যটিতে 'জমি থেকে' কোন কারক? [২২-২৩]
(ক) অপাদান (খ) কর্তা
(গ) করণ (ঘ) কর্ম
উ: [illegible]

০৬. 'অন্ধজনে দেহ আলো' এখানে 'অন্ধজনে' শব্দটি কোন কারকে কোন বিভক্তি? [Diploma '19-20]
(ক) কর্মে সপ্তমী (খ) কর্তৃকারকে শূন্য
(গ) সম্প্রদানে সপ্তমী (ঘ) অপাদানে সপ্তমী
উ: [illegible]

০৭. 'এক থালাতে খাব মোরা' কোন কারকে কোন বিভক্তি? [Diploma Nursing'18-19]
(ক) অধিকরণে ৭মী (খ) কর্মে ১মা
(গ) করণে ৭মী (ঘ) অপাদানে ৭মী
উ: [illegible]

০৮. 'ভিখারিকে ভিক্ষা দাও' কোন কারকে কোন বিভক্তি? [BSC Nursing'20-21]
(ক) করণে ৪র্থী (খ) কর্মে ৪র্থী
(গ) সম্প্রদানে ৪র্থী (ঘ) অপাদানে ৪র্থী
উ: [illegible]

০৯. 'কালির দাগ দাও' বাক্যে নিম্নরেখ শব্দটি কোন কারকে কোন বিভক্তি? [BSC Nur'15-16]
(ক) অধিকরণে শূন্য (খ) অপদানে শূন্য
(গ) করণে ষষ্ঠী (ঘ) কর্মে ২য়
উ: [illegible]

BCS পরীক্ষার বিগত বছরের MCQ প্রশ্নোত্তর

০১. বাক্যের ক্রিয়ার সাথে অন্যান্য পদের যে সম্পর্ক তাকে কী বলে? [৪০তম বিসিএস]
(ক) বিভক্তি (খ) কারক (গ) প্রত্যয় (ঘ) অনুসর্গ
উ: (খ)

০২. দ্বারা, দিয়া, কর্তৃক– বাংলা ব্যাকরণ অনুযায়ী কোন বিভক্তি? [৪০তম বিসিএস]
(ক) তৃতীয়া বিভক্তি (খ) প্রথমা বিভক্তি (গ) দ্বিতীয়া বিভক্তি (ঘ) শূন্য বিভক্তি
উ: (ক)

০৩. 'সর্বাঙ্গে ব্যথা, ঔষধ দিব কোথা' এ বাক্যে 'ঔষধ' কোন কারকে কোন বিভক্তির উদাহরণ? [২৫তম]
(ক) কর্মকারকে শূন্য (খ) সম্প্রদানে সপ্তমী
(গ) অধিকরণে শূন্য (ঘ) কর্তৃকারকে শূন্য
উ: (ক)

০৪. নিম্নরেখ কোন শব্দে করণ কারকে শূন্য বিভক্তি ব্যবহৃত হয়েছে? [১২তম বিসিএস]
(ক) ঘোড়াকে চাবুক মার (খ) ডাক্তার ডাক
(গ) গাড়ি স্টেশন ছেড়েছে (ঘ) মুষলধারে বৃষ্টি পড়ছে
উ: (ক)

০৫. রবীন্দ্রনাথ কোন কারক বাদ দিতে চেয়েছিলেন? [৪৩তম বিসিএস]
(ক) করণ কারক (খ) সম্প্রদান কারক
(গ) অপাদান কারক (ঘ) অধিকরণ কারক
উ: [illegible]

০৬. কোনটি অপাদান কারক? [৩৯তম বিসিএস]
(ক) গৃহহীনে গৃহ দাও (খ) জিজ্ঞাসিব জনে জনে
(গ) ট্রেন স্টেশন ছেড়েছে (ঘ) বনে বাঘ আছে
উ: [illegible]

০৭. 'আকাশে তো আমি রাখি নাই মোর উড়িবার ইতিহাস' এই বাক্যে 'আকাশে' শব্দটি কোন কারকে কোন বিভক্তির উদাহরণ? [২৪তম বিসিএস]
(ক) কর্তৃকারকে সপ্তমী (খ) কর্মকারকে সপ্তমী
(গ) অপাদান কারকে তৃতীয়া (ঘ) অধিকরণ কারকে সপ্তমী
উ: [illegible]

CamScanner

SELF TEST MCQ

০১. কোন বাক্যে বিধেয় কর্ম রয়েছে?
(ক) হলুদকে বলি হরিদ্রা (খ) জিজ্ঞাসিব জনে জনে
(গ) লাঙল দিয়ে জমি চাষ করা হয় (ঘ) তাকে আমরা চিনি না

০২. 'চিত্ত যেথা ভয়শূন্য, উচ্চ যেথা শির'। 'চিত্ত' কোন কারকে কোন বিভক্তি?
(ক) অপাদানে শূন্য (খ) কর্মে শূন্য
(গ) কর্তায় শূন্য (ঘ) সম্প্রদানে শূন্য

০৩. 'অতি বড় বৃদ্ধপতি সিদ্ধিতে নিপুণ।' 'সিদ্ধিতে' কোন কারকে কোন বিভক্তি?
(ক) করণে ৭মী (খ) কর্মে ৭মী
(গ) অপাদানে ৭মী (ঘ) অধিকরণে ৭মী

০৪. 'কেহ বাতায়ন পাশে চেয়ে রয় নীলাকাশে।' 'কেহ' কোন কারকে কোন বিভক্তি?
(ক) কর্মে শূন্য (খ) কর্তায় শূন্য
(গ) করণে শূন্য (ঘ) সম্প্রদানে শূন্য

০৫. 'লোকে বলে প্রেম, আমি বলি জ্বালা।' 'লোকে' কোন কারকে কোন বিভক্তি?
(ক) কর্মে ৭মী (খ) করণে ৭মী (গ) অপাদানে ৭মী (ঘ) কর্তায় ৭মী

০৬. 'তর্কে বিরত থাকা ভালো।' 'তর্কে' শব্দটির কারক নির্ণয় কর।
(ক) অপাদানে ৭মী (খ) করণে ৭মী
(গ) কর্মে ৭মী (ঘ) অধিকরণে ৭মী

০৭. 'বাজিছে বাঁশরি কার অজানা সুর।' কারক ও বিভক্তি নির্ণয় কর।
(ক) করণে শূন্য (খ) কর্তায় শূন্য
(গ) করণে ৭মী (ঘ) অপাদানে শূন্য

০৮. 'বেলা যে পড়ে এল জলকে চল।' এখানে 'জলকে' কোন কারকে কোন বিভক্তি?
(ক) অপাদানে ২য়া (খ) নিমিত্ত সম্বন্ধে ৪র্থী
(গ) অপাদানে ৬ষ্ঠী (ঘ) অধিকরণে ৬ষ্ঠী

০৯. 'শ্রাণপণে চেষ্টা কর।' কারক ও বিভক্তি নির্ণয় কর।
(ক) করণে ৭মী (খ) কর্তায় ৭মী (গ) অপাদানে ৭মী (ঘ) কর্মে শূন্য

১০. বস্তুবাচক কর্মটিকে কোন কর্ম বলে?
(ক) গৌণকর্ম (খ) সমধাতুজ কর্ম (গ) মুখ্যকর্ম (ঘ) সকর্মক

১১. বাক্যে ক্রিয়ার সঙ্গে কোন পদের সম্পর্ককে কারক বলে?
(ক) বিশেষ্য ও বিশেষণ (খ) বিশেষ্য ও সর্বনাম
(গ) বিশেষ্য ও অনুসর্গ (ঘ) বিশেষণ ও আবেগ

১২. ক্রিয়ার সঙ্গে সরাসরি সম্পর্ক নেই, তেমন কারকের নাম কী?
(ক) সম্বন্ধ (খ) অপাদান
(গ) অধিকরণ (ঘ) কর্তা

১৩. বাংলা ভাষায় কারকের সংখ্যা কয়টি?
(ক) তিন (খ) চার (গ) পাঁচ (ঘ) ছয়

১৪. 'আমরা নদীর ঘাট থেকে রিকশা নিয়েছিলাম' বাক্যটিতে আমরা কোন কারক?
(ক) কর্তা (খ) কর্ম (গ) করণ (ঘ) অপাদান

১৫. যাকে আশ্রয় করে কর্তা ক্রিয়া সম্পাদন করে তাকে কোন কারক বলে?
(ক) কর্তা (খ) কর্ম
(গ) অধিকরণ (ঘ) অপাদান

১৬. 'শিক্ষককে জানাও।' এই বাক্যে 'শিক্ষককে' কোন কারক?
(ক) অধিকরণ (খ) অপাদান (গ) কর্তা (ঘ) কর্ম

১৭. 'ভেড়া দিয়ে চাষ করা সম্ভব নয়'- এই বাক্যে 'ভেড়া দিয়ে' কোন কারক?
(ক) সম্বন্ধ (খ) কর্ম (গ) করণ (ঘ) কর্তা

১৮. 'জমি থেকে ফসল পাই'- বাক্যটিতে 'জমি থেকে' কোন কারক?
(ক) করণ (খ) কর্ম (গ) অপাদান (ঘ) অধিকরণ

১৯. কোন কারকে মূলত ক্রিয়ার স্থান, সময় ইত্যাদি বোঝায়?
(ক) অপাদান (খ) অধিকরণ (গ) সম্বন্ধ (ঘ) কর্ম

২০. 'গাছের ফল পেকেছে'- এখানে কোন বিভক্তির প্রয়োগ হয়েছে?
(ক) -র (খ) -এর (গ) -য়ের (ঘ) -এ

২১. কোন বাক্যে ব্যতিহার কর্তা রয়েছে?
(ক) মা শিশুকে চাঁদ দেখাচ্ছে (খ) রাখাল গরুর পাল লয়ে যায় মাঠে
(গ) বাঘে-মহিষে খানা একঘাটে খাবে না (ঘ) তোমাকে পড়তে হবে

২২. কোন বাক্যটিতে কর্মকারকে শূন্য বিভক্তি হয়েছে?
(ক) শিক্ষক মহোদয় ছাত্রকে পড়াচ্ছেন (খ) ডাক্তার ডাক
(গ) তারা বল খেলে (ঘ) আমি ঢাকা যাচ্ছি

২৩. কোন বাক্যটিতে নিমিত্তার্থে চতুর্থী বিভক্তির প্রয়োগ দেখানো হয়েছে?
(ক) তেলাপোকাকে ভয় পাই (খ) তাকে ডেকে আন
(গ) ভিক্ষুককে দান কর (ঘ) 'বেলা যে পড়ে এল জলকে চল'

২৪. কোন বাক্যে ভাবে সপ্তমী-র প্রয়োগ রয়েছে?
(ক) সূর্যাস্তে চারদিক অন্ধকারে আবৃত হয় (খ) লোকে কত কথা বলে
(গ) 'বিপদে মোরে রক্ষা কর' (ঘ) 'অন্ধজনে দেহ আলো'

২৫. কোন বাক্যে করণ কারকে শূন্য বিভক্তির উদাহরণ দেওয়া হয়েছে?
(ক) আমি ভুলে যাচ্ছি (খ) সে ঢাকা যাবে
(গ) ছেলেরা মাঠে বল খেলে (ঘ) তাড়াতাড়ি ডাক্তার ডাক

২৬. কোন বাক্যে ভাববাচ্যের কর্তার উদাহরণ দেওয়া হয়েছে?
(ক) সে গ্রামে যাবে (খ) তাকে গ্রামে যেতে হবে
(গ) ছুটি হলে ঘণ্টা বাজে (ঘ) আমার যাওয়া হবে না

২৭. কোন বাক্যে বিধেয় কর্ম রয়েছে?
(ক) তাকে আমরা চিনি না (খ) দুধকে মোরা দুগ্ধ বলি
(গ) 'জিজ্ঞাসিব জনে জনে' (ঘ) লাঙল দ্বারা জমি চাষ করা হয়

২৮. কোন বাক্যে কর্তায় -এ বিভক্তির উদাহরণ দেওয়া হয়েছে?
(ক) পাগলে কী না বলে (খ) বনে বাঘ আছে
(গ) ফুলে ফুলে বাগান ভরেছে (ঘ) 'অন্ধজনে দেহ আলো'

২৯. 'লোকে কিনা বলে' – বাক্যের লোক শব্দের সঙ্গে শব্দের কোন বিভক্তি যুক্ত আছে?
(ক) -এ (খ) -তে (গ) -যে (ঘ) -রে

৩০. সাধারণত ক্রিয়ার কাল, স্থান ও ভাব বোঝাতে কোন বিভক্তি যুক্ত হয়?
(ক) -কে, -রে (খ) -র, -এর (গ) -এ, -তে (ঘ) -এ, -য়ের

৩১. শব্দের শেষে ই-কার ও উ-কার থাকলে -এ বিভক্তির রূপভেদ হয়–
(ক) -য়ে (খ) -এ (গ) -কে (ঘ) -তে

৩২. আ-কারান্ত শব্দের শেষে -এ বিভক্তির রূপভেদ –
(ক) -ই (খ) -রে (গ) -র (ঘ) -য়

৩৩. শব্দের শেষে স্বিস্বর থাকলে -এ বিভক্তির রূপভেদ হয়–
(ক) -এ (খ) -তে (গ) -য়ে (ঘ) -রে

৩৪. বাক্যে গৌণ কর্মের সঙ্গে কোন বিভক্তির প্রয়োগ হয়?
(ক) -র (খ) -এ (গ) -কে (ঘ) -তে

৩৫. বাক্যের মধ্যে পরবর্তী শব্দের সঙ্গে সম্বন্ধ বোঝাতে কোন বিভক্তি হয়?
(ক) -র (খ) -এ (গ) -কে (ঘ) -তে

৩৬. ক্রিয়ার প্রথম অংশকে কী বলে?
(ক) শব্দ (খ) শব্দমূল (গ) ধাতু (ঘ) ক্রিয়াবিভক্তি

৩৭. ক্রিয়ার দ্বিতীয় অংশকে কী বলে?
(ক) ধ্বনি (খ) বর্ণ (গ) ধাতু (ঘ) ক্রিয়াবিভক্তি

৩৮. সাধারণ ক্রিয়ার বর্তমান কালে বক্তা পক্ষের ক্রিয়াবিভক্তি কোনটি?
(ক) -ই (করি) (খ) -আই (করাই) (গ) -লে (করলে) (ঘ) -এন (করেন)

৩৯. প্রযোজক ক্রিয়ার সাধারণ অতীত কালে শ্রোতা পক্ষের মানী ক্রিয়াবিভক্তি কোনটি?
(ক) -তি (করাতি) (খ) -আলাম (করালাম)
(গ) -ইয়েছি (করিয়েছি) (ঘ) -আলেন (করালেন)

৪০. সাধারণ ক্রিয়ার নিত্য অতীত কালে শ্রোতা পক্ষের ঘনিষ্ঠ ক্রিয়াবিভক্তি কোনটি?
(ক) -ব (করব) (খ) -তি (করতি) (গ) -বে (করবে) (ঘ) -এন (করেন)

OMR

০১.(ক)(খ)(গ)(ঘ)	০২.(ক)(খ)(গ)(ঘ)	০৩.(ক)(খ)(গ)(ঘ)	০৪.(ক)(খ)(গ)(ঘ)	০৫.(ক)(খ)(গ)(ঘ)
০৬.(ক)(খ)(গ)(ঘ)	০৭.(ক)(খ)(গ)(ঘ)	০৮.(ক)(খ)(গ)(ঘ)	০৯.(ক)(খ)(গ)(ঘ)	১০.(ক)(খ)(গ)(ঘ)
১১.(ক)(খ)(গ)(ঘ)	১২.(ক)(খ)(গ)(ঘ)	১৩.(ক)(খ)(গ)(ঘ)	১৪.(ক)(খ)(গ)(ঘ)	১৫.(ক)(খ)(গ)(ঘ)
১৬.(ক)(খ)(গ)(ঘ)	১৭.(ক)(খ)(গ)(ঘ)	১৮.(ক)(খ)(গ)(ঘ)	১৯.(ক)(খ)(গ)(ঘ)	২০.(ক)(খ)(গ)(ঘ)
২১.(ক)(খ)(গ)(ঘ)	২২.(ক)(খ)(গ)(ঘ)	২৩.(ক)(খ)(গ)(ঘ)	২৪.(ক)(খ)(গ)(ঘ)	২৫.(ক)(খ)(গ)(ঘ)
২৬.(ক)(খ)(গ)(ঘ)	২৭.(ক)(খ)(গ)(ঘ)	২৮.(ক)(খ)(গ)(ঘ)	২৯.(ক)(খ)(গ)(ঘ)	৩০.(ক)(খ)(গ)(ঘ)
৩১.(ক)(খ)(গ)(ঘ)	৩২.(ক)(খ)(গ)(ঘ)	৩৩.(ক)(খ)(গ)(ঘ)	৩৪.(ক)(খ)(গ)(ঘ)	৩৫.(ক)(খ)(গ)(ঘ)
৩৬.(ক)(খ)(গ)(ঘ)	৩৭.(ক)(খ)(গ)(ঘ)	৩৮.(ক)(খ)(গ)(ঘ)	৩৯.(ক)(খ)(গ)(ঘ)	৪০.(ক)(খ)(গ)(ঘ)

Answer

৪০.খ	৩৯.ঘ	৩৮.ক	৩৭.ঘ	৩৬.গ	৩৫.ক	৩৪.গ	৩৩.গ	৩২.ঘ	৩১.ঘ
৩০.গ	২৯.ক	২৮.ক	২৭.খ	২৬.ঘ	২৫.গ	২৪.ক	২৩.ঘ	২২.খ	২১.গ
২০.খ	১৯.খ	১৮.গ	১৭.গ	১৬.ঘ	১৫.খ	১৪.ক	১৩.ঘ	১২.ক	১১.খ
১০.গ	০৯.ঘ	০৮.খ	০৭.খ	০৬.ক	০৫.ঘ	০৪.খ	০৩.ঘ	০২.খ	০১.ক

CamScanner

অধ্যায় ২৬ বাচ্য

বাচ্যের সংজ্ঞা ও প্রকারভেদ

বাচ্য : 'বাচ্য' অর্থ : বক্তব্য। বাক্যের প্রকাশভঙ্গিকে বাচ্য বলে। বাক্যের মধ্যে ক্রিয়ার ভূমিকা বদলে গিয়ে একই বক্তব্যের প্রকাশভঙ্গি আলাদা হয়ে যায়। ক্রিয়া কখনো কর্তাকে অনুসরণ করে, ক্রিয়া কখনো কর্মকে অনুসরণ করে, আবার ক্রিয়াই কখনো বাক্যের মধ্যে মুখ্য হয়ে ওঠে। যেমন : সে বাজারে যায়। সাহসী ছেলেটিকে পুরস্কৃত করা হয়েছে। কোথায় যাওয়া হচ্ছে?
[উপরের প্রথম বাক্যে 'যায়' ক্রিয়াটি 'সে' কর্তার অনুসারী। দ্বিতীয় বাক্যে 'করা হয়েছে' ক্রিয়াটি 'সাহসী ছেলেটিকে' কর্মের অনুসারী। তৃতীয় বাক্যে 'যাওয়া হচ্ছে' ক্রিয়াই মুখ্য।]

প্রকার : প্রকাশভঙ্গির ভিন্নতা অনুযায়ী বাচ্য তিন প্রকার। যথা : কর্তাবাচ্য, কর্মবাচ্য ও ভাববাচ্য।

০১. **কর্তাবাচ্য :** যে বাক্যের ক্রিয়া কর্তাকে অনুসরণ করে, তাকে কর্তাবাচ্য বলে। অন্যভাবে বলা যায়, যে বাক্যে কর্তার অর্থ-প্রাধান্য রক্ষিত হয় এবং ক্রিয়াপদ কর্তার অনুসারী হয়, তাকে কর্তৃবাচ্যের বাক্য বলে। যেমন : ঝরনা ছবি আঁকে। আমি আগামীকাল বাড়ি ফিরব।

কর্তাবাচ্যের বৈশিষ্ট্য :

ক. কর্তাবাচ্যে ক্রিয়াপদ সর্বদাই কর্তার অনুসারী হয়। যেমন : ছাত্ররা অঙ্ক করছে।

খ. কর্তাবাচ্যে কর্তায় প্রথমা বা শূন্য বিভক্তি এবং কর্মে দ্বিতীয়া, ষষ্ঠী বা শূন্য বিভক্তি হয়। যেমন : শিক্ষক ছাত্রদের পড়ান। রোগী পথ্য সেবন করে।

গ. ক্রিয়াপদ সকর্মক হলে কর্মে 'কে' বিভক্তি হয়। যেমন : ধনাঢ্যরা নিজেদের স্বার্থেই দারিদ্র্য সৃষ্টি করে।

ঘ. অজীব বিশেষ্যও অনেক সময়ে কর্তার ভূমিকা পালন করে। যেমন : ফ্যানটা অনেক জোরে ঘুরছে। শরতে শিউলি ফোটে। [অজীব বিশেষ্য : যে বিশেষ্য দ্বারা কোনো ধারণাযোগ্য ও ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য কিংবা নির্জীব বস্তু বোঝায়, তাকে অজীব বিশেষ্য বলে। যেমন : বাড়ি, গাড়ি, শাড়ি, বই, খাতা, কালি, কলম, আকাশ।]

০২. **কর্মবাচ্য :** যে বাক্যের ক্রিয়া কর্মকে অনুসরণ করে, তাকে কর্মবাচ্য বলে। অন্যভাবে বলা যায়, যে বাক্যে কর্মের সাথে ক্রিয়ার সম্বন্ধ প্রধানভাবে প্রকাশিত হয়, তাকে কর্মবাচ্য বলে। যেমন : পুলিশ কর্তৃক ডাকাত ধৃত হয়েছে। আলেকজান্ডার কর্তৃক পারস্য দেশ বিজিত হয়। চিঠিটা পড়া হয়েছে।

কর্মবাচ্যের বৈশিষ্ট্য :

ক. কর্মবাচ্যে কর্মে প্রথমা, কর্তায় তৃতীয়া বিভক্তি ও দ্বারা, দিয়া (দিয়ে), কর্তৃক অনুসর্গ ব্যবহৃত হয় এবং ক্রিয়াপদ কর্মের অনুসারী হয়। যেমন : শিকারি কর্তৃক ব্যাঘ্র নিহত হয়েছে। চোরটা ধরা পড়েছে।

খ. কখনো কখনো কর্মে দ্বিতীয়া বিভক্তি হতে পারে। যেমন : আসামিকে জরিমানা করা হয়েছে।

০৩. **ভাববাচ্য :** যে বাচ্যে কর্ম থাকে না এবং বাক্যে ক্রিয়ার অর্থই বিশেষভাবে ব্যক্ত হয় তাকে ভাববাচ্য বলে। অন্যভাবে বলা যায়, যে বাক্যের ক্রিয়া-বিশেষ্য বাক্যের ক্রিয়াকে নিয়ন্ত্রণ করে, তাকে ভাববাচ্য বলে। যেমন : আমার যাওয়া হলো না। কোথা থেকে আসা হলো।

ভাববাচ্যের বৈশিষ্ট্য :

ক. ভাববাচ্যের ক্রিয়া সর্বদাই নাম পুরুষের হয়। ভাববাচ্যের কর্তায় ষষ্ঠী, দ্বিতীয়া অথবা তৃতীয়া বিভক্তি প্রযুক্ত হয়। যেমন :

i. আমার (কর্তায় ষষ্ঠী) খাওয়া হলো না (নাম পুরুষের ক্রিয়া)।
ii. আমাকে (কর্তায় দ্বিতীয়া) এখন যেতে হবে (নাম পুরুষের ক্রিয়া)।
iii. তোমার দ্বারা (কর্তায়) এ কাজ হবে না (নাম পুরুষের ক্রিয়া)।

খ. কখনো কখনো ভাববাচ্যে কর্তা উহ্য থাকে, কর্ম দ্বারাই ভাববাচ্য গঠিত হয়। যেমন : এ পথে চলা যায় না। এবার ট্রেনে ওঠা যাক। কোথা থেকে আসা হচ্ছে?

গ. মূল ক্রিয়ার সঙ্গে সহযোগী ক্রিয়ার সংযোগ ও বিভিন্ন অর্থে ভাববাচ্যের ক্রিয়া গঠিত হয়। যেমন : এ ব্যাপারে আমাকে দায়ী করা চলে না। এ রাস্তা আমার চেনা নেই।

এ তিন প্রকার বাচ্য ছাড়াও আরও এক ধরনের বাচ্য রয়েছে। যেমন :

কর্মকর্তৃবাচ্য : যে বাক্যে কর্মপদই কর্তৃস্থানীয় হয়ে বাক্য গঠন করে, তাকে কর্মকর্তৃবাচ্য বলে। এখানে কর্তার উল্লেখ থাকে না, কর্মপদই কর্তার মতো কাজ করে এবং কর্ম নিজে নিজেই সম্পাদিত হচ্ছে বলে মনে হয়। যেমন :

i. আকাশে মেঘ করেছে।
ii. সুতি কাপড় অনেক দিন টেকে।
iii. আম পাকে বৈশাখে।
iv. বাঁশি বাজে ঐ মধুর লগনে।
v. কাজটা ভালো দেখায় না।
vi. বটতলায় মেলা বসেছে।

বাচ্য পরিবর্তনের নিয়ম

কর্তাবাচ্য থেকে কর্মবাচ্যে পরিবর্তন :

নিয়ম : কর্তায় তৃতীয়া (অনুসর্গ– দ্বারা, দিয়ে, কর্তৃক), কর্মে প্রথমা বা শূন্য বিভক্তি এবং ক্রিয়া কর্মের অনুসারী হয়। যেমন :

কর্তাবাচ্য	কর্মবাচ্য
জাহানারা ইমাম *একাত্তরের দিনগুলি* রচনা করেছেন।	জাহানারা ইমাম কর্তৃক *একাত্তরের দিনগুলি* রচিত হয়েছে।
তারা বাড়িটি তৈরি করেছে।	তাদের দ্বারা বাড়িটি তৈরি হয়েছে।
বিদ্বানকে সকলেই আদর করে।	বিদ্বান সকলের দ্বারা আদৃত হন।
খোদাতায়ালা বিশ্বজগৎ সৃষ্টি করেছেন।	বিশ্বজগৎ খোদাতায়ালা কর্তৃক সৃষ্ট হয়েছে।

জ্ঞাতব্য : কর্তৃবাচ্যের ক্রিয়া অকর্মক হলে সেই বাক্যের কর্মবাচ্য হয় না।

লক্ষণীয় : কর্তৃবাচ্যে ব্যবহৃত তৎসম মিশ্রক্রিয়াটি কর্মবাচ্যে যৌগিক ক্রিয়াজাত ক্রিয়াবিশেষণ রূপে ব্যবহৃত হয়।

কর্তাবাচ্য থেকে ভাববাচ্যে পরিবর্তন : কর্তায় ৬ষ্ঠী বা ২য়া বিভক্তি হয় এবং একটি ক্রিয়াবিশেষ্যকে নিয়ন্ত্রকের ভূমিকায় নিয়ে আসতে হয় অর্থাৎ এ ক্রিয়া নাম পুরুষের হয়। যেমন :

কর্তাবাচ্য	ভাববাচ্য
তুমি কখন এলে?	কখন আসা হলো?
ওখানে কেন গেলে?	ওখানে কেন যাওয়া হলো?
আমি যাব না।	আমার যাওয়া হবে না।
তুমিই ঢাকা যাবে।	তোমাকেই ঢাকা যেতে হবে।
তোমরা কখন এলে?	তোমাদের কখন আসা হলো?

কর্মবাচ্য থেকে কর্তাবাচ্যে রূপান্তর :

নিয়ম : তৃতীয়া বিভক্তি অর্থাৎ দ্বারা দিয়ে, কর্তৃক প্রভৃতি অনুসর্গ, বাদ দিতে হবে এবং কর্তায় প্রথমা বিভক্তি, কর্মে দ্বিতীয়া অথবা শূন্য বিভক্তি প্রযুক্ত হয় এবং ক্রিয়া কর্তার অনুসারী হয়। যেমন :

কর্মবাচ্য	কর্তাবাচ্য
দস্যুদল কর্তৃক গৃহটি লুণ্ঠিত হয়েছে।	দস্যুদল গৃহটি লুণ্ঠন করেছে।
হালাকু খাঁ কর্তৃক বাগদাদ বিধ্বস্ত হয়।	হালাকু খাঁ বাগদাদ ধ্বংস করেন।
প্রধান শিক্ষক কর্তৃক জাতীয় পতাকা উত্তোলিত হয়েছে।	প্রধান শিক্ষক জাতীয় পতাকা উত্তোলন করেছেন।
তাঁর দ্বারা আমাকে রবীন্দ্রকাব্য বোঝানো হলো।	তিনি আমাকে রবীন্দ্রকাব্য বোঝালেন।
আমাদের কঠোর পরিশ্রম করতে হয়।	আমরা কঠোর পরিশ্রম করি।

ভাববাচ্য থেকে কর্তৃবাচ্যে রূপান্তর :

নিয়ম : কর্তায় প্রথমা বিভক্তি প্রযুক্ত হয় এবং ক্রিয়া কর্তার অনুসারী হয়। যেমন :

ভাববাচ্য	কর্তাবাচ্য
এবার একটি গান করা হোক।	এবার (তুমি) একটি গান কর।
তোমাকে হাঁটতে হবে।	তুমি হাঁটবে।
তার যেন আসা হয়।	সে যেন আসে।
একটু বাইরে বেড়িয়ে আসা যাক।	একটু বাইরে বেড়িয়ে আসি।
তোমার যাওয়া হলো না।	তুমি গেলে না।
এবার বাঁশিটি বাজানো হোক।	এবার বাঁশিটি বাজাও

CamScanner

লিখিত অংশ : অনুশীলনমূলক কাজ

০১. **বাচ্য কী? বাচ্য কত প্রকার ও কী কী?**
উত্তর : আলোচনা অংশ দ্রষ্টব্য।

০২. **কর্তাবাচ্য কাকে বলে? কর্তাবাচ্যের বৈশিষ্ট্য আলোচনা কর।**
উত্তর : আলোচনা অংশ দ্রষ্টব্য।

০৩. **ভাববাচ্য কাকে বলে? ভাববাচ্যের বৈশিষ্ট্যগুলো আলোচনা কর।**
উত্তর : আলোচনা অংশ দ্রষ্টব্য।

০৪. **কর্তাবাচ্য ও কর্মবাচ্যের পার্থক্যগুলো লেখ।**
উত্তর : কর্তাবাচ্য ও কর্মবাচ্যের পার্থক্যগুলো নিম্নরূপ :

কর্তাবাচ্য	কর্মবাচ্য
কর্তাবাচ্যে কর্তার প্রাধান্য লক্ষণীয়।	কর্মবাচ্যে কর্মের প্রাধান্য দৃষ্ট হয়।
কর্তাবাচ্যে ক্রিয়া কর্তার অনুসারী হয়।	কর্মবাচ্যে কর্ম কর্তৃছানীয় বলে ক্রিয়া কর্মের অনুসারী হয়।
কর্তার পুরুষ অনুযায়ী ক্রিয়ার পুরুষবাচক বিভক্তি হয়।	কর্মের পুরুষ অনুযায়ী ক্রিয়ার পুরুষবাচক বিভক্তি হয়।
কর্তাবাচ্যে কর্তায় প্রধানত শূন্য বিভক্তি হয়। কখনো কখনো 'এ' বিভক্তি ব্যবহৃত হয়।	কর্মবাচ্যে 'কর্তৃক', 'দিয়া/দিয়ে', 'দ্বারা' প্রভৃতি অনুসর্গযোগে 'র' বা 'এর' বিভক্তিযোগে অনুক্ত কর্তা হয়। কখনো কর্তা উহ্য থাকে, কর্মে শূন্য বিভক্তি হয়, কখনো 'কে' বিভক্তি হয়।
উদাহরণ : করিম বই পড়ছে।	উদাহরণ : করিম কর্তৃক বই পড়া হচ্ছে।

০৫. **উদাহরণসহ কর্ম-কর্তাবাচ্যের সংজ্ঞা লেখ।**
উত্তর : আলোচনা অংশ দ্রষ্টব্য।

০৬. **কর্তাবাচ্য থেকে কর্মবাচ্যে পরিবর্তনের কৌশল বা সূত্রগুলো লেখ।**
উত্তর : আলোচনা অংশ দ্রষ্টব্য।

০৭. **বাচ্য পরিবর্তন কর :**
ক. আহমদ ছফা 'ওঙ্কার' লিখেছেন। (কর্মবাচ্য)
খ. অনুধাবন করে পুরো বর্ণনা করুন। (ভাববাচ্য)
গ. মরতে তো একদিন হবেই। (কর্তাবাচ্য)
ঘ. সরকারকে আয়কর দিতে হয়। (কর্তাবাচ্য)
উত্তর : প্রদত্ত ক্রমানুসারে বাচ্য পরিবর্তনগুলো নিম্নরূপ :

ক. আহমদ ছফা 'ওঙ্কার' লিখেছেন।	আহমদ ছফা কর্তৃক 'ওঙ্কার' লিখিত হয়েছে।
খ. অনুধাবন করে পুরো বর্ণনা করুন।	অনুধাবনপূর্বক পুরো বর্ণনা করা হোক।
গ. মরতে তো একদিন হবেই।	একদিন তো মরতেই।
ঘ. সরকারকে আয়কর দিতে হয়।	সরকারকে আয়কর দিই।

০৮. **কর্তাবাচ্য ও ভাববাচ্যের মধ্যে কী কী পার্থক্য রয়েছে? লেখ।**
উত্তর : কর্তাবাচ্য ও ভাববাচ্যের পার্থক্যগুলো নিম্নরূপ :

কর্তৃবাচ্য	ভাববাচ্য
কর্তাবাচ্যে কর্তার প্রাধান্য লক্ষণীয়।	ভাববাচ্যে 'ভাব' অর্থাৎ ক্রিয়ার প্রাধান্য দৃষ্ট হয়।
কর্তাবাচ্যে ক্রিয়া সাধারণত কর্তার অনুসারী হয়।	ভাববাচ্যে ক্রিয়াই প্রধান, ক্রিয়াকে অপর কারো দাসত্ব করতে হয় না।
কর্তাবাচ্যে কর্তায় প্রধানত শূন্য বিভক্তি হয়। কখনো কখনো 'এ' বা 'তে' বিভক্তিও লক্ষ করা যায়।	ভাববাচ্যে কর্তৃপদে 'র', 'এর' বা 'কে' বিভক্তি যুক্ত হয়।
যেমন : আমি আমেরিকা যাব।	যেমন : আমাকে আমেরিকা যেতে হবে।

০৯. **কর্তাবাচ্য থেকে ভাববাচ্যে পরিবর্তনের কৌশল বা সূত্রগুলো লেখ।**
উত্তর : আলোচনা অংশ দ্রষ্টব্য।

বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের বিগত বছরের MCQ প্রশ্নোত্তর

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

০১. **'আমি যাব না' এটি কোন বাচ্য?** [ক ১৮-১৯]
ⓚ ভাববাচ্য ⓛ কর্মকর্তৃবাচ্য
ⓜ কর্মবাচ্য ⓝ কর্তাবাচ্য **খ**

০২. **'কোথায় থাকা হয়?' এটি কোন বাচ্য?** [পুন: ঘ ১৮-১৯]
ⓚ কর্তাবাচ্য ⓛ ভাববাচ্য
ⓜ কর্মবাচ্য ⓝ কর্মকর্তৃবাচ্য **খ**

০৩. **কোন বাক্যটি ভাববাচ্যের উদাহরণ?** [ঘ ৯৬-৯৭; জাককানইবি C ১৭-১৮]
ⓚ তুমি যেতে পারবে না ⓛ তোমার যাওয়া হবে না
ⓜ তুমি যাবে না ⓝ তুমি যাবে কি যাবে না, স্থির করতে পারনি **খ**

০৪. **সাধারণত বাংলা বাক্যে–** [খ ৯৬-৯৭]
ⓚ কর্মের পর ক্রিয়া, তারপর কর্তা বসে ⓛ ক্রিয়ার পর কর্ম বসে
ⓜ কর্তার পর কর্ম, তারপর ক্রিয়া বসে
ⓝ কর্ম, কর্তা ও ক্রিয়ার অবস্থান পরিবর্তনশীল **গ**

০৫. **কোন বাক্যটিতে ভাববাচ্যের উদাহরণ আছে?** [ঘ ৯৭-৯৮]
ⓚ তুমি পরীক্ষা দেবে না ⓛ তুমি পরীক্ষা দিতে পারবে না
ⓜ তোমার পরীক্ষা দেওয়া হবে না ⓝ তুমি পরীক্ষা দেবে কিনা বলতে পার না **গ**

০৬. **ক্রিয়ার সাধারণ অর্থ কোন বাক্যে প্রকাশ পেয়েছে?** [খ ৯৮-৯৯]
ⓚ পুলিশ চোর ধরেছে ⓛ তার মাথা ধরেছে
ⓜ কথাটা আমার মনে ধরেছে ⓝ তাকে ওষুধে ধরেছে **ক**

০৭. **যে বাচ্যে কর্ম থাকে না এবং বাক্যে ক্রিয়ার অর্থই বিশেষভাবে ব্যক্ত হয় তাকে বলে–** [ক ০০-০১]
ⓚ ভাববাচ্য ⓛ কর্মবাচ্য ⓜ কর্তৃবাচ্য ⓝ কোনোটিই নয় **ক**

০৮. **কোনটি ভাববাচ্যের উদাহরণ?** [খ ০০-০১]
ⓚ আমি যেতে পারব না ⓛ আমাকে কাপড় কিনতে হবে
ⓜ শেষ পর্যন্ত তার যাওয়া হবে না ⓝ এখন কিছুই বলো না **গ**

০৯. **'তুমি কবে আসবে?' বাক্যটিকে ভাববাচ্যে রূপান্তর করলে দাঁড়াবে–** [ঘ ০৫-০৬]
ⓚ তুমি আসবে কবে? ⓛ তোমার আসা কি হবে?
ⓜ তোমার আসা হবে কি? ⓝ তোমার কবে আসা হবে? **খ**

১০. **কর্মবাচ্যের উদাহরণ–** [ঘ ০৮-০৯]
ⓚ ওকে খেতে ডেকে আন ⓛ দূর থেকে পাহাড় নিচু দেখায়
ⓜ কেমন শীত শীত করছে ⓝ তা, আপনার কী করা হয়? **খ**

১১. **'শিক্ষককে সকলেই সম্মান করে' এটি কোন বাচ্যের উদাহরণ?** [গ ০৯-১০]
ⓚ কর্তাবাচ্য ⓛ কর্মবাচ্য ⓜ ভাববাচ্য ⓝ কর্মকর্তৃবাচ্য **খ**

১২. **ভাববাচ্যের উদাহরণ–** [ক ০৯-১০]
ⓚ ঝগড়া করা উচিত নয় ⓛ প্রাণিবিদ্যা পড়া হয়েছে
ⓜ অনেকেই গুরু খাবার খেতে চায় না ⓝ চোরটাকে ধরা গেল না **খ**

১৩. **'ফুল ফোটে।' কোন বাচ্য?** [ক ১০-১১]
ⓚ কর্তৃবাচ্য ⓛ কর্মবাচ্য ⓜ কর্ম-কর্তৃবাচ্য ⓝ ভাববাচ্য **গ**

১৪. **'কাজটা ভালো দেখায় না।' কোন বাচ্যের উদাহরণ?** [খ ১৩-১৪]
ⓚ কর্ম-কর্তাবাচ্য ⓛ কর্তৃবাচ্য
ⓜ কর্মবাচ্য ⓝ ভাববাচ্য **গ**

জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়

০১. **'আকাশে মেঘ করিয়াছে' কোন বাচ্যের উদাহরণ?** [ঘ ১৭-১৮]
ⓚ ভাববাচ্যের ⓛ কর্মবাচ্যের
ⓜ কর্তৃবাচ্যের ⓝ কর্ম-কর্তাবাচ্যের **খ**

০২. **ভাববাচ্যের উদাহরণ–** [ঘ ০৫-০৬]
ⓚ তার প্রত্যাশা খুব বেশি ⓛ ওদের ঘুমানো হবে না
ⓜ আশার ছলনে ভুলি কি ফল লভিনু হায় ⓝ সে বেশ দুশ্চিন্তায় ভুগছে **খ**

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়

০১. **'চোরটাকে ধরা গেল না' কোন বাচ্যের উদাহরণ?** [A ১৮-১৯]
ⓚ কর্মবাচ্য ⓛ কর্তৃবাচ্য
ⓜ ভাববাচ্য ⓝ কর্ম-কর্তৃবাচ্য **গ**

০২. **'পচা বাঁশ সহজে ভাঙে।' এটি কোন বাচ্যের উদাহরণ?** [গ ০৭-০৮]
ⓚ কর্মবাচ্য ⓛ কর্তৃবাচ্য
ⓜ কর্ম-কর্তাবাচ্য ⓝ ভাববাচ্য **ক**

CamScanner

JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS

০৩. 'রোগী পথ্য সেবন করে।' কোন বাচ্যের উদাহরণ? [০৯-১০]
ⓚ কর্তাবাচ্য ⓚ কর্মবাচ্য
ⓖ ভাববাচ্য ⓖ কর্ম-কর্তৃবাচ্য
উ: (ক)

০৪. 'এ কাজ আমি নিশ্চয়ই সম্পাদন করব।' বাক্যটির বাচ্য পরিবর্তন কোনটি? [ক ১০-১১]
(ক) নিশ্চয়ই আমি এ কাজ আমি সম্পাদন করব
(খ) সম্পাদন আমি করব নিশ্চয়ই এ কাজ
(গ) আমি নিশ্চয়ই এ কাজ সম্পাদন করব
(ঘ) এ কাজ আমার কর্তৃক নিশ্চয়ই সম্পাদিত হবে
উ: (ঘ)

০৫. 'সে আসুক।' এটি– [E ১৬-১৭]
(ক) কর্তৃবাচ্য (খ) কর্মবাচ্য (গ) ভাববাচ্য (ঘ) কর্ম-কর্তৃবাচ্য
উ: (ক)

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়

০১. 'ভাববাচ্যের' উদাহরণ– [চ ০৩-০৪; K ১৭-১৮]
(ক) আমি আর গেলাম না (খ) এবার মাছ ধরা যাক
(গ) আম বোধ হয় পেকেছে (ঘ) কুকুর লোকটিকে কামড়াল
উ: (খ)

০২. 'তার যেন আসা হয়।' বাক্যটি কোন বাচ্যের উদাহরণ? [ঘ ০৫-০৬]
(ক) কর্মবাচ্য (খ) কর্তৃবাচ্য
(গ) কর্ম-কর্তৃবাচ্য (ঘ) কোনোটিই নয়
উ: (ঘ)

০৩. 'বাঁশি বাজে।' কোন বাচ্য– [ঙ ০৭-০৮, গ ০৩-০৪, খ ১৩-১৪; রাবি ০৯-১০]
(ক) কর্তৃবাচ্য (খ) কর্মবাচ্য
(গ) ভাববাচ্য (ঘ) কর্ম-কর্তৃবাচ্য
উ: (ঘ)

০৪. 'শাঁখ বাজিতেছে' কোন বাচ্য? [ঘ ১১-১২, G সেট ২ ১৪-১৫]
(ক) কর্তৃবাচ্য (খ) কর্মবাচ্য (গ) ভাববাচ্য (ঘ) কর্ম-কর্তৃবাচ্য
উ: (ঘ)

খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়

০১. 'বাঁশি বাজে ঐ মধুর লগনে।' এটা কোন বাচ্যের উদাহরণ? [B ১৭-১৮]
(ক) কর্ম-কর্তাবাচ্য (খ) কর্মবাচ্য
(গ) ভাববাচ্য (ঘ) কর্তৃবাচ্য
উ: (ক)

০২. 'চাঁদ দেখা যাচ্ছে।' এ বাক্যে কোন বাচ্যের প্রয়োগ ঘটেছে? [গ ০৯-১০]
(ক) কর্তৃবাচ্য (খ) কর্মবাচ্য
(গ) ভাববাচ্য (ঘ) কর্ম-কর্তৃবাচ্য
উ: (খ)

জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলাম বিশ্ববিদ্যালয়

০১. 'যা কিছু হারায় গিন্নি বলেন, কেষ্টা বেটাই চোর।' এখানে 'হারায়' কোন ধাতু? [AL ১৮-১৯]
(ক) নাম ধাতু (খ) সংযোগমূলক ধাতু
(গ) কর্মবাচ্যের ধাতু (ঘ) ভাববাচ্যের ধাতু
উ: (ক)

বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়

০১. 'করিম পুস্তক পাঠ করছে।' বাক্যটির কর্মবাচ্য হবে– [A ১২-১৩]
(ক) পুস্তক করিম কর্তৃক পাঠ হচ্ছে (খ) পুস্তক কর্তৃক করিম পঠিত হচ্ছে
(গ) করিম কর্তৃক পুস্তক পঠিত হচ্ছে (ঘ) করিম কর্তৃক পুস্তক পাঠ করছে
উ: (গ)

০২. বাক্যের বিভিন্ন ধরনের প্রকাশভঙ্গিকে কী বলে? [C ১২-১৩]
(ক) বাচ্য (খ) কারক (গ) অনুসর্গ (ঘ) উপসর্গ
উ: (ক)

ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়

০১. 'নজরুল কর্তৃক অগ্নি-বীণা রচিত হয়েছে।' এটি কোন বাচ্য? [চ ০৪-০৫]
(ক) ভাববাচ্য (খ) কর্মবাচ্য (গ) কর্তৃবাচ্য (ঘ) কর্ম-কর্তৃবাচ্য
উ: (খ)

০২. 'তকর কর্তৃক ছাগল তাড়িত হলো।' এটি কোন বাচ্যের উদাহরণ? [খ ০৭-০৮]
(ক) কর্মবাচ্যের (খ) কর্তৃবাচ্যের
(গ) ভাববাচ্যের (ঘ) কর্ম-কর্তৃবাচ্যের
উ: (ক)

০৩. কোন বাচ্যে ক্রিয়াপদ সর্বদাই কর্তার অনুসারী হয়? [খ ০৮-০৯]
(ক) কর্তাবাচ্যে (খ) কর্মবাচ্যে (গ) ভাববাচ্যে (ঘ) কর্ম-কর্তৃবাচ্যে
উ: (ক)

নোয়াখালী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়

০১. নিচের কোনটি ভাববাচ্য? [গ ০৯-১০]
(ক) সাহেবের কোথায় থাকা হয়? (খ) তাকে নিশ্চয়ই ধরা হবে
(গ) তার দ্বারা কাজটি করা হচ্ছে (ঘ) সে বেজায় ঘুমাচ্ছে
উ: (ক)

বিএসসি ও ডিপ্লোমা নার্সিং

০১. 'আমার যাওয়া হলো না।' বাক্যটি কোন বাচ্যের উদাহরণ? [ডিপ্লোমা : ২৩-২৪]
(ক) কর্তাবাচ্য (খ) কর্তৃবাচ্য
(গ) ভাববাচ্য (ঘ) কর্মবাচ্য
উ: (গ)

SELF TEST MCQ

০১. 'কলমে লেখে।' এটি কোন বাচ্য?
(ক) কতৃবাচ্য (খ) কর্ম-কর্তাবাচ্য
(গ) কর্মবাচ্য (ঘ) ভাববাচ্য

০২. বাচ্য কত প্রকার?
(ক) ২ প্রকার (খ) ৩ প্রকার
(গ) ৪ প্রকার (ঘ) ৫ প্রকার

০৩. ভাববাচ্যের বাক্যকে কর্তাবাচ্যে রূপান্তর করতে হলে কীসের প্রয়োজন হয়?
(ক) কর্তায় প্রথমা ও ক্রিয়া কর্তানুযায়ী হয় (খ) কর্মে প্রথমা এবং ক্রিয়া উত্তম পুরুষ হয়
(গ) কর্তায় ষষ্ঠী বিভক্তির প্রয়োজন হয় (ঘ) কর্তায় ক্রিয়া অকর্মক হতে হয়

০৪. 'আমার বই পড়া হয়েছে।' বাক্যটির কর্তাবাচ্য রূপ হচ্ছে–
(ক) আমি বই পড়ছি (খ) আমরা বই পড়েছি
(গ) আমি বই পড়তে যাচ্ছি (ঘ) আমি বই পড়েছি

০৫. কর্মবাচ্যের উদাহরণ কোনটি?
(ক) তা, আপনার কী করা হয় (খ) দূর থেকে পাহাড় নিচু দেখায়
(গ) আসামিকে জরিমানা করা হয়েছে (ঘ) কেমন শীত শীত করছে

০৬. 'এবার একটি গান করা হোক।' এটি কোন বাচ্যের উদাহরণ?
(ক) কর্তৃবাচ্যের (খ) কর্মবাচ্যের
(গ) ভাববাচ্যের (ঘ) কর্ম-কর্তৃবাচ্যের

০৭. ভাববাচ্যের ক্রিয়া কোন পুরুষের হয়?
(ক) উত্তম পুরুষ (খ) মধ্যম পুরুষ
(গ) নামপুরুষ (ঘ) প্রত্যক্ষ উক্তির

০৮. বাক্যের মধ্যে কিসের ভূমিকা বদলে গিয়ে একই বাক্যের প্রকাশভঙ্গি আলাদা হয়?
(ক) যোজক (খ) আবেগ
(গ) ক্রিয়া (ঘ) অনুসর্গ

০৯. কোন বাচ্যে কর্তার উল্লেখ থাকে না?
(ক) কর্মবাচ্য (খ) ভাববাচ্য
(গ) কর্ম-কর্তাবাচ্য (ঘ) কর্তৃবাচ্য

১০. কর্তাবাচ্যের কর্তায় কোন বিভক্তি যুক্ত হয়?
(ক) প্রথমা (খ) দ্বিতীয়া (গ) তৃতীয়া (ঘ) সপ্তমী

১১. কর্তাবাচ্যের কর্মে কোন বিভক্তি হয় না?
(ক) সপ্তমী (খ) দ্বিতীয়া (গ) ষষ্ঠী (ঘ) শূন্য বিভক্তি

১২. 'শিক্ষক ছাত্রদের পড়ান।' কোন বাচ্যের উদাহরণ?
(ক) কর্তাবাচ্য (খ) কর্মবাচ্য (গ) ভাববাচ্য (ঘ) কর্মকর্তৃবাচ্য

১৩. কর্তাবাচ্যের বাক্যকে ভাববাচ্যে রূপান্তিরত করতে হলে কোন পদকে নিয়ন্ত্রণ করতে হয়?
(ক) বিশেষ্য (খ) বিশেষণ (গ) ক্রিয়া (ঘ) ক্রিয়া-বিশেষ্য

১৪. কর্মবাচ্যের ক্রিয়াপদ কীসের অনুসারী হয়?
(ক) কর্তা (খ) কর্মের (গ) ক্রিয়ার (ঘ) ভাবের

১৫. 'হালাকু খাঁ কর্তৃক বাগদাদ বিধ্বস্ত হয়' বাক্যটিকে কর্তাবাচ্যে পরিণত করলে কী হয়?
(ক) হালাকু খাঁ দ্বারা বাগদাদ ধ্বংস হয় (খ) হালাকু খাঁ বাগদাদ ধ্বংস করেন
(গ) বাগদাদ হালাকু খাঁ ধ্বংসপ্রাপ্ত করেন (ঘ) হালাকু খাঁ ধ্বংস করেন বাগদাদ

OMR				
০১.(ক)(খ)(গ)(ঘ)	০২.(ক)(খ)(গ)(ঘ)	০৩.(ক)(খ)(গ)(ঘ)	০৪.(ক)(খ)(গ)(ঘ)	০৫.(ক)(খ)(গ)(ঘ)
০৬.(ক)(খ)(গ)(ঘ)	০৭.(ক)(খ)(গ)(ঘ)	০৮.(ক)(খ)(গ)(ঘ)	০৯.(ক)(খ)(গ)(ঘ)	১০.(ক)(খ)(গ)(ঘ)
১১.(ক)(খ)(গ)(ঘ)	১২.(ক)(খ)(গ)(ঘ)	১৩.(ক)(খ)(গ)(ঘ)	১৪.(ক)(খ)(গ)(ঘ)	১৫.(ক)(খ)(গ)(ঘ)

Answer							
১৫.খ	১৪.খ	১৩.ঘ	১২.ক	১১.ক	১০.ক	০৯.গ	০৮.গ
০৭.গ	০৬.গ	০৫.গ	০৪.ঘ	০৩.ক	০২.খ	০১.খ	

JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS

JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS

অধ্যায় ২৭

উক্তি

উক্তির সংজ্ঞা ও প্রকারভেদ

উক্তি : বক্তার কথা উপস্থাপনের ধরনকে উক্তি বলে। অন্যভাবে বলা যায়, কোনো বক্তার বাক্ কর্মের নামই উক্তি। তবে তা বোধগম্য হতে হবে। উক্তি হতে হলে তাকে অবশ্যই অর্থবহ হতে হবে।

প্রকারভেদ : উক্তি দুই প্রকারের। যথা : ক. প্রত্যক্ষ উক্তি ও খ. পরোক্ষ উক্তি।

ক. প্রত্যক্ষ উক্তি : যে উক্তিতে বক্তার কথা সরাসরি উদ্ধৃত করা হয়, তাকে বলে প্রত্যক্ষ উক্তি। অন্যভাবে বলা যায়, যে বাক্যে বক্তার কথা অবিকল উদ্ধৃত হয়, তাকে প্রত্যক্ষ উক্তি বলে। যেমন : তিনি বললেন, "বইটা আমার দরকার।"

খ. পরোক্ষ উক্তি : যে উক্তিতে বক্তার কথা অন্যের দ্বারা বর্ণিত হয়, তাকে বলে পরোক্ষ উক্তি। অর্থাৎ, যে বাক্যে বক্তার উক্তি অন্যের জবানিতে রূপান্তর করে প্রকাশ করা হয়, তাকে পরোক্ষ উক্তি বলে। যেমন : তিনি বললেন যে, বইটা তার দরকার।

⊡ প্রত্যক্ষ সংলাপ লিখতে হলে বক্তা যা বলে এবং যেভাবে বলে তা অবিকল লিখতে হয়। পক্ষান্তরে, পরোক্ষ উক্তি একটু ব্যাখ্যামূলক। যেমন :

প্রত্যক্ষ উক্তি : শিক্ষক বললেন, "কাল তোমাদের ছুটি থাকবে।"
পরোক্ষ উক্তি : শিক্ষক বললেন যে, পরদিন আমাদের ছুটি থাকবে।
প্রত্যক্ষ উক্তি : ছেলেটি বলেছিল, "আজ আমি অনেক পড়েছি।"
পরোক্ষ উক্তি : ছেলেটি বলেছিল যে, সেদিন সে অনেক পড়েছে।

⊡ প্রত্যক্ষ উক্তি লেখার সময়ে উদ্ধারচিহ্ন ব্যবহৃত হয়। যেমন :
রফিক হেসে বললো, "আমি আপনাকে লক্ষ্য করিনি।"
কালো চুলের মানুষটি বলল, "দশ পর্যন্ত গুনতে পারি। যোগ কী আমার ধারণা আছে। কিন্তু বিয়োগ করতে পারি না।"

উক্তি পরিবর্তনের নিয়ম

০১. প্রত্যক্ষ উক্তিতে বক্তার বক্তব্যটুকু উদ্ধরণ চিহ্নের (" ") অন্তর্ভুক্ত থাকে। পরোক্ষ উক্তিতে উদ্ধরণ চিহ্ন লোপ পায়। প্রথমে উদ্ধরণ চিহ্নের আগে 'যে' যোজক ব্যবহার করতে হয়। বাক্যের সঙ্গতি রক্ষার জন্য উক্তিতে ব্যবহৃত বক্তার পুরুষের পরিবর্তন করতে হয়। যেমন :
প্রত্যক্ষ উক্তি : নেতা বললেন, "আমি জনগণের মৌলিক অধিকার নিশ্চিত করতে চাই।"
পরোক্ষ উক্তি : নেতা বললেন যে, তিনি জনগণের মৌলিক অধিকার নিশ্চিত করতে চান।
প্রত্যক্ষ উক্তি : খোকা বলল, "আমার বাবা বাড়ি নেই।"
পরোক্ষ উক্তি : খোকা বলল যে, তার বাবা বাড়ি ছিলেন না।

০২. বাক্যের অর্থ-সঙ্গতি রক্ষার জন্য সর্বনামের পরিবর্তন করতে হয়। যেমন :
প্রত্যক্ষ উক্তি : রাজীব বললো, "আমি বাগান করা পছন্দ করি।"
পরোক্ষ উক্তি : রাজীব বললো যে, সে বাগান করা পছন্দ করে।
প্রত্যক্ষ উক্তি : মিহির বলো, "আমার জানামতে সবুজ এ বাসায় থাকে।"
পরোক্ষ উক্তি : মিহির বলো যে, তার জানামতে সবুজ সে বাসায় থাকতো।
প্রত্যক্ষ উক্তি : রশিদ বলল, "আমার ভাই আজই ঢাকা যাচ্ছেন।"
পরোক্ষ উক্তি : রশিদ বলল যে, তার ভাই সেদিনই ঢাকা যাচ্ছিলেন।

০৩. প্রত্যক্ষ উক্তিকে পরোক্ষ উক্তিতে পরিবর্তন করার সময়ে কালবাচক ও স্থানবাচক শব্দের পরিবর্তন হয়। যেমন :
প্রত্যক্ষ উক্তি : লোকটি বললেন, "আমি আগামীকাল এখানে আবার আসব।"
পরোক্ষ উক্তি : লোকটি বললেন যে, তিনি পরদিন সেখানে আবার যাবেন।
প্রত্যক্ষ উক্তি : শিক্ষক বললেন, "কাল তোমাদের ছুটি থাকবে।"
পরোক্ষ উক্তি : শিক্ষক বললেন যে, পরদিন আমাদের ছুটি থাকবে।

০৪. প্রত্যক্ষ উক্তির বাক্যের সর্বনাম এবং কালসূচক শব্দের পরোক্ষ উক্তিতে নিম্নলিখিত পরিবর্তন সংঘটিত হয় :

প্রত্যক্ষ	পরোক্ষ	প্রত্যক্ষ	পরোক্ষ	প্রত্যক্ষ	পরোক্ষ
এই	সেই	আগামীকাল	পরদিন	এখানে	সেখানে
ইহা	তাহা	গতকাল	আগের দিন	এখন	তখন
এ	সে	গতকল্য	পূর্বদিন	আজ	সেদিন
ওখানে	ঐখানে	এমন	তেমন	এটা	ওটা
আসা	যাওয়া	আপনি	তিনি	গতকল্য	পূর্বদিন
এখান থেকে	সেখান থেকে	তোমার	আমার	এত	অত

০৫. প্রত্যক্ষ উক্তিতে কোনো চিরন্তন সত্যের উদ্ধৃতি থাকলে পরোক্ষ উক্তিতে কালের কোনো পরিবর্তন হয় না। যেমন :
প্রত্যক্ষ উক্তি : শিক্ষক বললেন, "চাঁদ পৃথিবীকে প্রদক্ষিণ করে।"
পরোক্ষ উক্তি : শিক্ষক বললেন যে, চাঁদ পৃথিবীকে প্রদক্ষিণ করে।
প্রত্যক্ষ উক্তি : শিক্ষক বললেন, "পৃথিবী গোলাকার।"
পরোক্ষ উক্তি : শিক্ষক বললেন যে, পৃথিবী গোলাকার।
প্রত্যক্ষ উক্তি : বৈজ্ঞানিক বললেন, "চুম্বক লোহাকে আকর্ষণ করে।"
পরোক্ষ উক্তি : বৈজ্ঞানিক বললেন যে, চুম্বক লোহাকে আকর্ষণ করে।

০৬. অর্থ-সঙ্গতি রক্ষার জন্য পরোক্ষ উক্তিতে ক্রিয়াপদের পরিবর্তন হতে পারে। যেমন :
প্রত্যক্ষ উক্তি : লিপি বললো, "আমি এখনই বের হচ্ছি।"
পরোক্ষ উক্তি : লিপি বললো যে, সে তখনই বের হচ্ছে।
প্রত্যক্ষ উক্তি : রহমান বলল, "আমি এখনই আসছি।"
পরোক্ষ উক্তি : রহমান বলল যে, সে তখনই যাচ্ছে।

০৭. প্রত্যক্ষ উক্তি থেকে পরোক্ষ উক্তিতে পরিবর্তন করলে যদি দুই প্রকার অর্থ বোঝায়, তাহলে বন্ধনীর মধ্যে ঠিক অর্থ বুঝিয়ে দিতে হবে। যেমন :
প্রত্যক্ষ : নীলা ফারজানাকে বলল, "আমি ভাত খাইনি।"
পরোক্ষ : নীলা ফারজানাকে বলল যে সে (নীলা) ভাত খায়নি।

০৮. আশ্রিত খণ্ডবাক্যের ক্রিয়ার কাল পরোক্ষ উক্তিতে সবসময় মূল বাক্যাংশের ক্রিয়ার কালের ওপর নির্ভর করে না। যেমন :
প্রত্যক্ষ উক্তি : করিম বলেছিল, "আমি বাজারে যাচ্ছি।"
পরোক্ষ উক্তি : করিম বলেছিল যে, 'সে বাজারে যাচ্ছে।'

০৯. প্রশ্নবোধক, অনুজ্ঞাসূচক ও আবেগসূচক প্রত্যক্ষ উক্তিকে পরোক্ষ উক্তিতে পরিবর্তন করতে হলে প্রধান খণ্ডবাক্যের ক্রিয়াকে ভাব অনুসারে পরিবর্তন করতে হয়। যেমন :

⊡ **প্রশ্নবোধক বাক্য :**
প্রত্যক্ষ উক্তি : মা আমাকে বললেন, "তোমাদের স্কুলে গ্রীষ্মের ছুটি হবে কবে?"
পরোক্ষ উক্তি : মা আমার কাছে জানতে চাইলেন কবে আমাদের স্কুলে গ্রীষ্মের ছুটি হবে।
প্রত্যক্ষ উক্তি : শিক্ষক বললেন, "তোমরা কি ছুটি চাও?"
পরোক্ষ উক্তি : আমাদের ছুটি চাই কি না, শিক্ষক তা জিজ্ঞাসা করলেন।
প্রত্যক্ষ উক্তি : বাবা বললেন, "কবে নাগাদ তোমাদের ফল বের হবে?"
পরোক্ষ উক্তি : আমাদের ফল কবে নাগাদ বের হবে, বাবা তা জানতে চাইলেন।

⊡ **অনুজ্ঞাসূচক বাক্য :**
প্রত্যক্ষ উক্তি : লোকটি আমাকে বললেন, 'অনুগ্রহ করে আপনি সামনের আসনে বসুন।'
পরোক্ষ উক্তি : লোকটি আমাকে সামনের আসনে বসতে অনুরোধ করলেন।
প্রত্যক্ষ উক্তি : হামিদ বলল, "তোমরা আগামীকাল এসো।"
পরোক্ষ উক্তি : হামিদ তাদের পরদিন আসতে (বা যেতে) বলল।
প্রত্যক্ষ উক্তি : তিনি বললেন, "দয়া করে ভেতরে আসুন।"
পরোক্ষ উক্তি : তিনি (আমাকে) ভেতরে যেতে অনুরোধ করলেন।

⊡ **আবেগসূচক বাক্য :**
প্রত্যক্ষ উক্তি : ছেলেটি বলে উঠলো, 'বাহ! কী সুন্দর বাড়ি।'
পরোক্ষ উক্তি : ছেলেটি আনন্দের সঙ্গে বললো যে, বাড়িটি খুব সুন্দর।
প্রত্যক্ষ উক্তি : লোকটি বলল, "বাঃ! পাখিটি তো চমৎকার।"
পরোক্ষ উক্তি : লোকটি আনন্দের সাথে বলল যে, পাখিটি চমৎকার।
প্রত্যক্ষ উক্তি : ভিখারিনী দুঃখের সাথে বলল, "শীতে আমরা কতই না কষ্ট পাচ্ছি।"
পরোক্ষ উক্তি : ভিখারিনী দুঃখের সাথে বলল যে, তারা শীতে বড়ই কষ্ট পাচ্ছে।

JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS

CamScanner

বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের বিগত বছরের MCQ প্রশ্নোত্তর

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

০১. তিনি বললেন, 'দয়া করে ভিতরে আসুন।' বাক্যটি কীসের উদাহরণ? [গ ১০-১১]
ক কর্মবাচ্যের খ পরোক্ষ উক্তির
গ প্রত্যক্ষ উক্তির ঘ কর্তৃবাচ্যের
উ: গ

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়

০১. অর্থ সংগতি রক্ষার জন্য পরোক্ষ উক্তিতে কীসের পরিবর্তন করতে হয়? [D ১৭-১৮]
ক ক্রিয়া পদের খ কালের
গ সর্বনাম পদের ঘ অর্থে
উ: গ

০২. 'উক্তি' কয় ভাগে বিভক্ত? [০৯-১০]
ক ৩ খ ৪
গ ২ ঘ ১
উ: গ

০৩. শেফালী বললো, 'আমি এখন বেশ সুস্থ আছি।' এর যথাযথ উক্তি পরিবর্তন- [ক ১০-১১]
ক শেফালী বললো সে এখন বেশ সুস্থ আছে
খ শৈফালী বললো সে বেশ সুস্থ ছিল
গ শেফালী বললো এখন সে বেশ সুস্থ আছে
ঘ শেফালী বললো যে, সে তখন বেশ সুস্থ ছিল
উ: ঘ

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়

০১. সে বলল, 'আমি ভাল আছি।' বাক্যটির পরোক্ষ উক্তি কোনটি? [ছ ১১-১২]
ক সে বলল, সে ভাল আছে
খ সে বলল, আমি ভাল আছি
গ সে বলল যে, আমি ভাল আছি
ঘ সে বলল যে, সে ভাল আছে
উ: গ

০২. রাহাত বলল, 'আমি বইটা কিনেছি।' পরোক্ষ উক্তিতে বাক্যটি কী হবে? [ঘ ১১-১২]
ক রাহাত বলল, আমি বইটা কিনেছি
খ রাহাত বলল যে, সে বইটা কিনেছে
গ রাহাত বলল, সে বইটা কিনেছে
ঘ রাহাত বলল যে, আমি বইটা কিনেছি
উ: খ

বিএসসি ও ডিপ্লোমা নার্সিং

০১. বক্তব্য, কথা উপস্থাপনের ধরনকে বলে? [ডিপ্লোমা : ২৩-২৪]
ক বাচ্য খ উক্তি
গ বচন ঘ কথন
উ: খ

SELF TEST MCQ

০১. বক্তার মূলভাব ঠিক রেখে বক্তব্য পরিবর্তন করাকে কী বলে?
ক বাক্য পরিবর্তন খ বাচ্য পরিবর্তন
গ পদ পরিবর্তন ঘ উক্তি পরিবর্তন

০২. প্রত্যক্ষ উক্তিতে কোন যতিচিহ্ন দিয়ে উক্তিকে আবদ্ধ করা হয়?
ক সেমিকোলন খ কোলন
গ ড্যাশ ঘ উদ্ধারচিহ্ন

০৩. প্রত্যক্ষ উক্তিতে কোনো চিরন্তন সত্য থাকলে পরোক্ষ উক্তিতে কীসের পরিবর্তন হয় না?
ক কালের খ ভাবের
গ পুরুষের ঘ উক্তির

০৪. প্রত্যক্ষ উক্তিতে বক্তার বক্তব্যটুকু থাকে-
ক বক্তার পরে খ বাক্যের প্রথমে
গ বাক্যের শেষে ঘ উদ্ধরণ চিহ্নের ভিতরে

০৫. অর্থ সংগতি রক্ষার জন্য পরোক্ষ উক্তিতে পরিবর্তন করতে হয়-
ক ক্রিয়ার কালের খ অনুজ্ঞা পদের
গ প্রশ্ন চিহ্নের ঘ অর্থের

০৬. কোনো কথকের বাক্‌ধর্মের নামই-
ক বাক্য খ উক্তি
গ কথা ঘ ধ্বনি

০৭. প্রত্যক্ষ উক্তির কালসূচক পদকে পরোক্ষ উক্তিতে কী অনুযায়ী পরিবর্তন করতে হয়?
ক কাল অনুসারে খ অর্থ অনুসারে
গ বচন অনুসারে ঘ ভাব অনুসারে

০৮. আশ্রিত খণ্ডবাক্যের ক্রিয়ার কাল পরোক্ষ উক্তিতে সবসময় মূল বাক্যাংশের কীসের উপর নির্ভর করে না?
ক ক্রিয়ার ভাবের ওপর খ ক্রিয়ার কালের ওপর
গ ক্রিয়ার ওপর ঘ কর্মের ওপর

০৯. প্রশ্নবোধক, অনুজ্ঞাসূচক ও আবেগসূচক প্রত্যক্ষ উক্তিকে পরোক্ষ উক্তিতে পরিবর্তন করলে প্রধান খণ্ডবাক্যের ক্রিয়াকে কী অনুসারে পরিবর্তন করতে হয়?
ক ক্রিয়া অনুসারে খ কাল অনুসারে
গ ভাব অনুসারে ঘ কর্ম অনুসারে

১০. প্রত্যক্ষ উক্তিতে গতকাল থাকলে পরোক্ষ উক্তিতে কী হবে?
ক পরদিন খ পূর্বদিন
গ সেদিন ঘ আগের দিন

১১. অর্থের সংগতি রাখার জন্য উক্তি পরিবর্তনের সময়ে কোন পদের পরিবর্তন প্রয়োজন হয়?
ক সর্বনাম খ বিশেষ্য গ বিশেষণ ঘ অনুসর্গ

১২. পরোক্ষ উক্তিতে ক্রিয়ারূপের পরিবর্তন হয় কী অনুযায়ী?
ক কর্তা খ কর্ম গ উদ্দেশ্য ঘ বিধেয়

১৩. প্রত্যক্ষ উক্তিকে পরোক্ষ উক্তিতে পরিবর্তনের সময়ে কী ধরনের শব্দের বদল হয়?
ক কালবাচক খ স্থানবাচক
গ ভাববাচক ঘ কালবাচক ও স্থানবাচক

১৪. কোনটি প্রত্যক্ষ উক্তিতে ব্যবহৃত হয়?
ক সেদিন খ তখন
গ আজ ঘ সেই

১৫. বাবু বলিলেন, "বুঝেছ উপেন এ জমি লইব কিনে।" কোন উক্তির উদাহরণ?
ক স্বগতোক্তি খ নির্দয় উক্তি
গ পরোক্ষ উক্তি ঘ প্রত্যক্ষ উক্তি

১৬. "আমি আছি, ভয় কেন মা করো?" কোন ধরনের উক্তি?
ক পরোক্ষ খ পুনরুক্তি
গ প্রত্যক্ষ ঘ প্রশ্নবোধক

১৭. পরোক্ষ উক্তি কোনটি?
ক সে বলল, "বাড়ি যাও" খ সে আমাকে বাড়ি যেতে বলল
গ সে বলল যে, "তুমি বাড়ি যাও" ঘ সে আমাকে বলল যে, "বাড়ি যাও"

১৮. প্রত্যক্ষ উক্তিতে চিরন্তন সত্যের উদ্ধৃতি থাকলে পরোক্ষ উক্তিতে পরিবর্তন হয় না-
ক উদ্ধারচিহ্নের খ ক্রিয়ার কালের
গ ভাব বিশেষ্যের ঘ নামবিভক্তির

১৯. প্রত্যক্ষ উক্তিতে 'এ' থাকলে পরোক্ষ উক্তিতে কী হবে?
ক ঐ খ তার
গ সে ঘ ও

২০. প্রত্যক্ষ উক্তিতে 'এখানে' থাকলে পরোক্ষ উক্তিতে কী হয়?
ক ওখানে খ সেখানে
গ ঐখানে ঘ এই খানে

OMR

০১.ক খ গ ঘ	০২.ক খ গ ঘ	০৩.ক খ গ ঘ	০৪.ক খ গ ঘ	০৫.ক খ গ ঘ
০৬.ক খ গ ঘ	০৭.ক খ গ ঘ	০৮.ক খ গ ঘ	০৯.ক খ গ ঘ	১০.ক খ গ ঘ
১১.ক খ গ ঘ	১২.ক খ গ ঘ	১৩.ক খ গ ঘ	১৪.ক খ গ ঘ	১৫.ক খ গ ঘ
১৬.ক খ গ ঘ	১৭.ক খ গ ঘ	১৮.ক খ গ ঘ	১৯.ক খ গ ঘ	২০.ক খ গ ঘ

Answer

২০.খ	১৯.গ	১৮.খ	১৭.খ	১৬.গ	১৫.ঘ	১৪.গ	১৩.ঘ	১২.ক	১১.ক
১০.ঘ	০৯.গ	০৮.খ	০৭.খ	০৬.খ	০৫.ক	০৪.ঘ	০৩.ক	০২.ঘ	০১.ঘ

CamScanner

JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS

অধ্যায় ২৮ যতিচিহ্ন

যতিচিহ্নের সংজ্ঞা ও সংশ্লিষ্ট বিষয়াদি

সংজ্ঞা : বাক্যের অর্থ সুস্পষ্টভাবে বোঝানোর জন্য বাক্যের মধ্যে বা বাক্যের সমাপ্তিতে কিংবা বাক্যে আবেগ (হর্ষ, বিষাদ), জিজ্ঞাসা ইত্যাদি প্রকাশ করার উদ্দেশ্যে বাক্য-গঠনে যেভাবে বিরতি দিতে হয় এবং লেখার সময় বাক্যের মধ্যে তা দেখানোর জন্য যেসব সাংকেতিক চিহ্ন ব্যবহার করা হয়, তা-ই যতি বা ছেদ চিহ্ন। অন্যভাবে বলা যায়, মুখের কথাকে লিখিত রূপ দেওয়ার সময়ে কম-বেশি থামা বোঝাতে যেসব চিহ্ন ব্যবহৃত হয়, সেগুলোকে যতিচিহ্ন বলে।

➤ প্রাচীন ও মধ্যযুগে বাংলায় এক দাঁড়ি ও দুই দাঁড়ি বিরামচিহ্নের প্রচলন ছিল।
➤ যতি বা ছেদচিহ্নের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট বিষয়াদি :
I. বিরামচিহ্নের ব্যবহারের বিষয়টিকে ইংরেজিতে বলে punctuation। এর মূল গ্রিক শব্দ punctus— যার অর্থ বিন্দু।
II. বাংলায় যতিচিহ্নের প্রবর্তক ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর।
III. ভাষায় ব্যবহৃত অন্ত্যযতি = ৪টি (দাঁড়ি, প্রশ্নচিহ্ন, বিস্ময়চিহ্ন, দুই দাঁড়ি)।

যতিচিহ্নের পরিচয়

নতুন ব্যাকরণ 'বাংলা ভাষার ব্যাকরণ ও নির্মিতি' ৯ম-১০ম শ্রেণি অনুযায়ী যতিচিহ্ন

➤ নিচে বিভিন্ন প্রকার যতি-চিহ্নের নাম, আকৃতি এবং তাদের বিরতিকালের পরিমাণ নির্দেশিত হলো।

ক্রমিক	যতি-চিহ্নের নাম	বাংলা অর্থ	ইংরেজি নাম	আকৃতি	বিরতি কাল-পরিমাণ
০১	কমা	পাদচ্ছেদ	Comma	,	১ (এক) বলতে যে সময় প্রয়োজন
০২	সেমিকোলন	অর্ধচ্ছেদ	Semicolon	;	১ বলার দ্বিগুণ সময়
০৩	দাঁড়ি	পূর্ণচ্ছেদ	Full stop	।	এক সেকেন্ড
০৪	প্রশ্ন বা জিজ্ঞাসাচিহ্ন	প্রশ্নবোধক চিহ্ন	Note of Interrogation	?	এক সেকেন্ড
০৫	বিস্ময়চিহ্ন	বিস্ময়সূচক চিহ্ন	Note of Exclamation	!	এক সেকেন্ড
০৬	কোলন	দৃষ্টান্তচ্ছেদ	Colon	:	এক সেকেন্ড
০৭	ড্যাশ	বাক্যসঙ্গতি চিহ্ন	Dash	—	এক সেকেন্ড
০৮	হাইফেন	শব্দসংযোগ চিহ্ন	Hyphen	-	থামার প্রয়োজন নেই
০৯	উদ্ধার চিহ্ন বা ঊর্ধ্বকমা	উদ্ধৃতি চিহ্ন	Quotation Mark	' '/" "	'এক' উচ্চারণে যে সময় লাগে
১০	বন্ধনী চিহ্ন	বন্ধনী চিহ্ন	Brackets	(), {}, []	থামার প্রয়োজন নেই
১১	বিন্দু চিহ্ন	বিন্দু চিহ্ন বা শব্দ সংক্ষেপ	Dot	.	থামার প্রয়োজন নেই
১২	ত্রিবিন্দু বা পূর্ণলোপ	বিন্দু চিহ্ন বা বাক্য সংক্ষেপ	Ellipsis	...	থামার প্রয়োজন নেই
১৩	বিকল্প চিহ্ন	বিকল্প চিহ্ন	Slash	/	থামার প্রয়োজন নেই

যতিচিহ্ন সম্পর্কিত মতভেদ

⊡ বাংলা একাডেমি প্রমিত বাংলা ভাষার ব্যাকরণ [দ্বিতীয় খণ্ড] অনুসারে যতিচিহ্ন— ১৬টি।
⊡ 'বাংলা ভাষার ব্যাকরণ' নবম-দশম শ্রেণি(পুরাতন) অনুসারে যতিচিহ্ন— ১২টি।
⊡ 'বাংলা ভাষার ব্যাকরণ ও নির্মিতি' নবম-দশম শ্রেণি অনুসারে যতিচিহ্ন— ১৩টি।
⊡ বাংলা ভাষায় যতিচিহ্নের ব্যবহার শুরু হয়— ১৮৪৭ সালে।
⊡ বাংলা ভাষায় যতিচিহ্নের প্রথম ব্যবহার করেন— ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর।
⊡ ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের প্রথম মুদ্রিত গ্রন্থ-বেতালপঞ্চবিংশতি (১৮৪৭)। এ গ্রন্থে যতিচিহ্নের প্রথম সফল প্রয়োগ করেন।

যতিচিহ্নের বিরতিকাল ও ব্যাকরণিক চিহ্ন

একনজরে বিরামচিহ্নের বিরতিকাল সম্পর্কিত তথ্য :
i. ১ সেকেন্ড থামতে হবে = দাঁড়ি, জিজ্ঞাসা, বিস্ময়, কোলন, কোলন ড্যাশ, ড্যাশ।
ii. থামার প্রয়োজন নেই = হাইফেন, ইলেক, ব্র্যাকেট।
iii. ১ বলতে যে সময় লাগে = কমা, উদ্ধরণ চিহ্ন।
iv. ১ বলার দ্বিগুণ থামতে হবে = সেমিকোলন।

ছন্দে ছন্দে বিরতিকাল মনে রাখার কৌশল :
কোলন ড্যাশ (কোলন, ড্যাশ, কোলন ড্যাশ) দাঁড়ির জিজ্ঞাসা শুনে ১ সেকেন্ড বিস্ময়ে দাঁড়িয়ে থাকলেন। তখন হাইফেন, ইলেক ও ব্রাকেট বলল আমাদের জন্য কারো দাঁড়ানোর প্রয়োজন নেই। তবে কমা, উদ্ধরণ বলল আমাদের জন্য ১ সেকেন্ড দাঁড়াতে হবে। এসব কথা শুনে সেমিকোলন বলল আমাকে ১ বলার দ্বিগুণ সময় দাঁড়াতে হবে।

কতিপয় ব্যাকরণিক চিহ্ন : যতিচিহ্ন ছাড়াও বাংলা ব্যাকরণ বা গদ্যে নিম্নরূপ চিহ্নগুলো সাধারণত ব্যবহার করা হয়।

চিহ্নের নাম	আকৃতি	ধরন
ধাতুদ্যোতক চিহ্ন	√	ব্যাকরণিক চিহ্ন
পূর্ববর্তী রূপবোধক চিহ্ন	>	ব্যাকরণিক চিহ্ন
পরবর্তী রূপবোধক চিহ্ন	<	ব্যাকরণিক চিহ্ন
সমানবাচক বা সমস্তবাচক	=	ব্যাকরণিক চিহ্ন

মনে রাখতে হবে : বাক্যের শেষে 'এক দাঁড়ি' বা কবিতার চরণের শেষে 'দুই দাঁড়ি'র ব্যবহার বিশুদ্ধভাবে বাংলা রীতি। ইংরেজিতে 'দাঁড়ি' নেই, 'Full Stop' আছে। অন্যান্য বিরামচিহ্নসমূহ ইংরেজি রীতি থেকে গৃহীত।

যতি বা ছেদচিহ্নের প্রয়োগ

০১. দাঁড়ি বা পূর্ণচ্ছেদ (।)

সাধারণত বাক্যের সমাপ্তি বোঝাতে দাঁড়ি বা পূর্ণচ্ছেদ ব্যবহার করতে হয়। যেমন :
⊡ শীতকালে এ দেশে আবহাওয়া শুষ্ক থাকে।
⊡ প্রান্ত ফুটবল খেলা পছন্দ করে।
⊡ যথাযথ অনুসন্ধানের পর বলা যাবে কী ঘটেছিল।

০২. কমার ব্যবহার (,)

কমা সামান্য বিরতি নির্দেশ করে। শব্দ, বর্গ ও অধীন বাক্যকে আলাদা করতে কমার ব্যবহার হয়। বাক্য পাঠকালে সুস্পষ্টতার জন্য স্বল্প বিরতির প্রয়োজন হলে কমা বসে। যেমন :
⊡ গ্রীষ্ম, বর্ষা, শরৎ, হেমন্ত, শীত ও বসন্ত— বাংলাদেশ এই ছয়টি ঋতুর দেশ।
⊡ নিবিড় অধ্যবসায়, কঠোর পরিশ্রম ও সময়নিষ্ঠ থাকলে সাফল্য আসবে।

JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS

CamScanner

JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS

- সুজন, দেখ তো কে এসেছে।
- কাল তুমি যাকে দেখেছ, তিনি আমার বাবা।
- রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বলেছেন, "পাপকে ঠেকাবার জন্যে কিছু না করাই তো পাপ।"

পরস্পর সম্পর্কযুক্ত একাধিক বিশেষ্য, বিশেষণ, সর্বনাম ও ক্রিয়াপদ ব্যবহৃত হলে প্রত্যেকটি শব্দের শেষে কমা বসবে। যেমন : রহিম, করিম, জব্বার, সেলিম সবাই এসেছে।

সম্বোধন পদের পরে কমা বসে। যেমন : এই মাঝি, এদিকে এসো।

মাসের তারিখ, বার ও সাল লিখতে কমা বসে। যেমন :
- ১৩ পৌষ, সোমবার, ১৪০০ সাল।
- ১২ জুলাই ২০১৭ (বর্তমান প্রচলিত)।

জটিল বাক্যের অন্তর্গত প্রত্যেক খণ্ডবাক্যের পরে কমা বসবে। যেমন :
- কাল যে লোকটি এসেছিল, সে আমার পূর্বপরিচিত।

উদ্ধরণ চিহ্নের পূর্বে কমা বসাতে হবে। যেমন :
- সাহেব বললেন, "ছুটি পাবেন না।"

বাড়ি বা রাস্তার নম্বরের পরে কমা বসবে। যেমন :
- ৬৮, নবাবপুর রোড, ঢাকা-১০০০।

নামের শেষে একাধিক উপাধি থাকলে প্রত্যেকটির পরে কমা বসে। যেমন :
- মি. সালাম এম.বি.বি.এস., এফ.আর.সি.এস.।

০৩. সেমিকোলন (;)

স্বাধীন অথচ ঘনিষ্ঠভাবে সম্পর্কিত একাধিক বাক্যকে এক বাক্যে পরিণত করার কাজে অথবা একই ধরনের বর্গকে পাশাপাশি সাজাতে সেমিকোলন ব্যবহৃত হয়। যেমন :
- সোহাগ ক্রিকেট পছন্দ করে; আমি ফুটবল পছন্দ করি।
- কোনো বইয়ের সমালোচনা করা সহজ; কিন্তু বই লেখা অত সহজ নয়।
- তিনি পড়েছেন বিজ্ঞান; পেশা ব্যাংকার; আর নেশা সাহিত্যচর্চা।

দুটি বাক্যের মাঝে নিকট সম্পর্ক থাকলে সেই বাক্য দুটির মাঝখানে সেমিকোলন বসে। যেমন : আকাশে প্রচণ্ড মেঘ; বৃষ্টি হবে।

একাধিক স্বাধীন বাক্যকে একটি বাক্যে লিখলে সেগুলোর মাঝখানে সেমিকোলন ব্যবহৃত হয়। যেমন : তিনি শুধু তামাশা দেখিতেছিলেন; কোথাকার জল কোথায় গিয়া পড়ে।

০৪. প্রশ্নচিহ্ন (?)

সাধারণত কোনো কিছু জিজ্ঞাসা করার ক্ষেত্রে প্রশ্নচিহ্ন বসে। যেমন :
- তারা কখন এসেছে?
- তুমি কখন এলে?
- সে কি যাবে?
- বাংলাদেশের রাজধানীর নাম কী?

০৫. বিস্ময়চিহ্ন (!)

সাধারণত বিস্ময়, দুঃখ, আনন্দ ইত্যাদি প্রকাশের জন্য বিস্ময়চিহ্ন ব্যবহৃত হয়। যেমন :
- মানে কী! সে আর চাকরি করবে না।
- তার গানের কণ্ঠ দারুণ!
- আহা! কী চমৎকার দৃশ্য।
- জননী! আজ্ঞা দেহ মোরে যাই রণস্থলে।

০৬. হাইফেন (-)

বাক্যের মধ্যকার একাধিক পদকে সংযুক্ত করতে হাইফেন ব্যবহৃত হয়। যেমন :
- মা-বাবার কাছে সন্তানের গৌরব সবচেয়ে বড়ো গৌরব।
- জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সকলকেই দেশের কল্যাণে কাজ করতে হবে।

সমাসবদ্ধ পদগুলোকে পৃথক করতে হাইফেন ব্যবহার করা হয়। যেমন :
- এ আমাদের শ্রদ্ধা-অভিনন্দন, আমাদের প্রীতি-উপহার।

পাশাপাশি অবস্থিত ভিন্নার্থক বা বিপরীত শব্দের সংযোগের ক্ষেত্রে হাইফেন বসে। যেমন :
- বাদশা-বেগম, আসা-যাওয়া, বাস-ট্রাম, মোগল-পাঠান, হিন্দু-মুসলমান।

০৭. ড্যাশ (—)

সাধারণত দুটি বাক্যকে এক বাক্যে পরিণত করার কাজে এবং ব্যাখ্যাযোগ্য বাক্যাংশের আগে-পরে ড্যাশ ব্যবহৃত হয়। যেমন :
- বাংলাদেশ দল জয়লাভ করেছে – বিজয়ের আনন্দে দেশের জনগণ উচ্ছ্বসিত।
- ঐ লোকটি – যিনি গতকাল এসেছিলেন – তিনি আমার মামা।

কোনো কথার দৃষ্টান্ত বা বিস্তার বোঝাতে বাক্যের মধ্যে ড্যাশ বসে। যেমন :
- আমার একান্ত সম্বল — আপনাদের চরণের প্রতি আমার অবিচলিত আস্থা, ভালোবাসা।
- বার্ধক্য তাহাই — যাহা পুরাতনকে, মিথ্যাকে, মৃত্যুকে আঁকড়িয়া পড়িয়া থাকে।

গল্প উপন্যাসে প্রসঙ্গের পরিবর্তন বা ব্যাখ্যায় ড্যাশ চিহ্ন বসে। যেমন :
- শিশির — না, এ নামটা আর ব্যবহার করা চলিল না। (হৈমন্তী)
- আঁ — এ হইল কী? বলি কি সত্যই উল্টাইতে বসিল? (বিলাসী)

০৮. কোলন (:)

বাক্যের প্রথম অংশের কোনো উক্তিকে দ্বিতীয় অংশে ব্যাখ্যা করা এবং উদাহরণ উপস্থাপনের কাজে কোলন ব্যবহৃত হয়। যেমন :
- ভাষার দুটি রূপ : কথ্য ও লেখ্য।
- সভার সিদ্ধান্ত হলো : প্রতি মাসে সব সদস্যকে দশ টাকা করে চাঁদা দিতে হবে।

গণিতে অনুপাত বোঝাতে কোলন বসে। যেমন :
- পাস ও ফেলের অনুপাত ১ : ২। মিশ্রিত উপাদানের অনুপাত ৩ : ৭ : ৮

ধারাবাহিক উপস্থাপনের বেলায় কোলন বসে। যেমন :
- ছবিতে বাম থেকে : সজিব, তন্ত, মোস্তফা, রবি ও সালমা।

উদাহরণ, তালিকা, ব্যাখ্যা, বিশদ মন্তব্যের আগে কোলন বসে। যেমন :
- কথায় বলে : অতি লোভে তাঁতি নষ্ট।

০৯. উদ্ধারচিহ্ন (' '), (" ")

বক্তার প্রত্যক্ষ উক্তিকে বা কোনো কিছু উদ্ধৃত করার কাজে উদ্ধারচিহ্নের ব্যবহার হয়। উদ্ধারচিহ্ন দুই রকম : একক ও দ্বৈত। যেমন :
- 'সিরাজউদ্দৌলা' একটি ঐতিহাসিক নাটক।
- আমাদের কণ্ঠ শুনে প্রিয়ন্তি ঘর থেকে বেরিয়ে এল, "ও আপনারা এসে গেছেন! ঘর চিনতে কোনো কষ্ট হয়নি তো?"
- শিক্ষক বললেন, "গতকাল তুরস্কে ভয়ানক ভূমিকম্প হয়েছে।"

১০. ব্র্যাকেট বা বন্ধনী চিহ্ন () {} []

অতিরিক্ত তথ্য উপস্থাপন ও কালনির্দেশের ক্ষেত্রে বন্ধনীর ব্যবহার হয়। বন্ধনী তিন প্রকার: প্রথম বন্ধনী ( ), দ্বিতীয় বন্ধনী { } ও তৃতীয় বন্ধনী [ ]। যেমন :
- তিনি বাংলা ভাষার বিবর্তন (চর্যাপদের সময় থেকে পরবর্তী) নিয়ে আলোচনা করলেন।
- কাজী নজরুল ইসলাম (১৮৯৯-১৯৭৬) বিদ্রোহী কবি হিসেবে পরিচিত।
- এ তিনটি চিহ্ন গণিতশাস্ত্রে ব্যবহার করা হয়। যেমন : [১ + {(৯ এর ১) ÷ ৩}]

১১. বিন্দু (.)

শব্দসংক্ষেপ, ক্রমনির্দেশ ইত্যাদি কাজে বিন্দু ব্যবহৃত হয়। যেমন :
- ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ
- ভাষার প্রধান উপাদান চারটি : ১. ধ্বনি, ২. শব্দ, ৩. বাক্য ও ৪. বর্ণ।

১২. ত্রিবিন্দু (...)

কোনো অংশ বাদ দিতে চাইলে ত্রিবিন্দুর ব্যবহার হয়। যেমন :
- তিনি রেগে গিয়ে বললেন, "তার মানে তুমি একটা ... "
- আমাদের ঐক্য বাইরের। ... এ ঐক্য বড় অকর্মক, সজীব সকর্মক নয়।

১৩. বিকল্পচিহ্ন (/)

একটির বদলে অন্যটির সম্ভাবনা বোঝাতে বিকল্পচিহ্নের ব্যবহার হয়। যেমন :
- শুদ্ধ/অশুদ্ধ চিহ্নিত করো।

ব্যাকরণিক চিহ্ন ও প্রয়োগ

নিম্নলিখিত উপায়ে ব্যাকরণে চিহ্নগুলো ব্যবহার করা হয়।

i. ধাতু বোঝাতে (√) চিহ্ন : √স্থা = স্থা ধাতু
ii. পরবর্তী শব্দ থেকে উৎপন্ন বোঝাতে (<) চিহ্ন : জাঁদরেল < জেনারেল।
iii. পূর্ববর্তী শব্দ থেকে উৎপন্ন বোঝাতে (>) চিহ্ন : গঙ্গা > গাঙ।
iv. সমানবাচক বা সমন্বয় বোঝাতে সমান (=) চিহ্ন : নর ও নারী = নরনারী।

লিখিত অংশ : অনুশীলনমূলক কাজ

০১. বাংলা ভাষায় বিরামচিহ্নের প্রয়োজনীয়তা কতটুকু সংক্ষেপে লেখ?

উত্তর : ভাষায় বিরাম বা যতিচিহ্নের প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য। কেননা, বিরামচিহ্নহীন রচনা অস্পষ্ট, দুর্বোধ্য ও অর্থ-সমন্বয়হীন হয়ে পড়ে। যেমন : এটি একটি নিষিদ্ধ এলাকা এখানে প্রবেশ করবেন না করলে দণ্ড প্রদান করা হবে। এ বাক্যে বিরামচিহ্ন না থাকায় একটি মারাত্মক অর্থ-সংকট দেখা দিতে পারে। যেমন : প্রবেশ করবেন না করলে- বাক্যাংশটি জটিল। কারণ এখানে প্রবেশ করলে দণ্ড দিতে হবে, নাকি না প্রবেশ করলে দণ্ড দিতে হবে তা বোঝা মুশকিল। সুতরাং বাক্যাংশের 'করবেন না' অংশে বিরামচিহ্ন দিয়ে অর্থকে স্পষ্ট করা বাঞ্ছনীয়। তাই বাক্যের বা বক্তব্যের অর্থকে সুস্পষ্ট, ভাষার মাধুর্য, রচনা পাঠের সাবলীলতা এবং স্বাভাবিক শ্বাস-প্রশ্বাস গ্রহণের প্রয়োজনে বিরাম বা যতিচিহ্নের ব্যবহার অত্যাবশ্যকীয়।

০২. বাংলা বিরামচিহ্নের ক্ষেত্রে কোন কোন জায়গায় এক সেকেন্ড থামতে হয় লেখ?

উত্তর : আলোচনা অংশ দ্রষ্টব্য।

০৩ বিরাম বা যতিচিহ্ন বলতে কী বোঝ? উদাহরণসহ লেখ।

উত্তর : আলোচনা অংশ দ্রষ্টব্য।

০৪. ড্যাশ চিহ্ন কী? ড্যাশ চিহ্নের তিনটি ব্যবহার লেখ?

উত্তর : : আলোচনা অংশ দ্রষ্টব্য।

০৫. যথাস্থানে যতিচিহ্নের প্রয়োগ দেখাও : সমুদ্র আমি তোমাকে আদেশ করছি যে আমরা যেখানে বসে আছি তোমার ঢেউ যেন সে জায়গা ভিজিয়ে না দেয়।

উত্তর : যতিচিহ্নের শুদ্ধ প্রয়োগ : সমুদ্র, আমি তোমাকে আদেশ করছি যে, আমরা যেখানে বসে আছি, তোমার ঢেউ যেন সে জায়গা ভিজিয়ে না দেয়।

JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS

CS CamScanner

JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS

বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের বিগত বছরের MCQ প্রশ্নোত্তর

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

০১. কোনটিকে ছেদচিহ্ন বলা যায় না? [ঘ ২১-২২]
ক) কোলন-ড্যাশ খ) বিস্ময়চিহ্ন গ) হাইফেন ঘ) উদ্ধৃতিচিহ্ন উ: ক
Note: উদাহরণ বোঝাতে আগে কোলন ড্যাস (:-) ব্যবহৃত হতো। বর্তমানে শুধু কোলন (:) ব্যবহার করা হয়।

০২. কোন বিরামচিহ্নে বিরাম নিতে হয় না? [ক ১৭-১৮]
ক) হাইফেন খ) ড্যাশ গ) সেমিকোলন ঘ) কোলন উ: ক

০৩. কোনটি 'কোলন'? [খ ০৩-০৪; জবি ক ০৯-১০; জাককানবি ক ১৬-১৭]
ক) ; খ) ঃ গ) = ঘ) : উ: ঘ

০৪. বাংলা ভাষার নিজস্ব বিরামচিহ্ন কোনটি? [ক ১৪-১৫; জাবি I ১৮-১৯]
ক) কমা খ) প্রশ্নচিহ্ন গ) দাঁড়ি ঘ) বিস্ময়চিহ্ন উ: গ

০৫. সমাসবদ্ধ পদের অংশগুলো বিচ্ছিন্নভাবে দেখানোর জন্য কোন চিহ্ন ব্যবহার করা হয়? [ক ৯৯-০০; ববি ঘ ১৪-১৫; রাবি E ১৭-১৮]
ক) ড্যাশ খ) হাইফেন গ) কোলন ঘ) সেমিকোলন উ: খ

০৬. সেমিকোলনের বাংলা– [ঘ ০৫-০৬; ইবি খ ১৫-১৬; পাবিপ্রবি গ ১৬-১৭]
ক) অর্ধচ্ছেদ খ) পূর্ণচ্ছেদ গ) আংশিকচ্ছেদ ঘ) বাক্যচ্ছেদ উ: ক

০৭. হাইফেন ব্যবহৃত হয়– [ক ০৫-০৬]
ক) সংক্ষেপিত অর্থ বোঝাতে খ) দুই শব্দের সংযোগ বোঝাতে
গ) শব্দের অংশ বিশেষ বর্জন করতে ঘ) ব্যাখ্যার প্রয়োজনে উ: খ

০৮. লোপ বোঝাতে বিলুপ্ত বর্ণের জন্য দেওয়া হয়– [খ ০৫-০৬]
ক) ইলেক চিহ্ন খ) উদ্ধরণ চিহ্ন গ) ড্যাশ-চিহ্ন ঘ) সেমিকোলন উ: ক

০৯. বাক্যের কোনো উক্তি অসমাপ্ত রাখার ইঙ্গিতে কিংবা বাক্যের একটি অংশের কোনো বক্তব্য ব্যাখ্যা করে বোঝাতে যে বিরামচিহ্ন ব্যবহার করা হয়, তা হলো– [গ ০৭-০৮]
ক) কমা খ) কোলন গ) সেমি-কোলন ঘ) ড্যাশ উ: ঘ

১০. কোনটিতে থামার প্রয়োজন হয় না? [খ ০৭-০৮; জাবি F ১৪-১৫, খ ০৪-০৫]
ক) বিস্ময় চিহ্ন খ) প্রশ্ন চিহ্ন গ) ইলেক চিহ্ন ঘ) ড্যাশ উ: গ

১১. আমি বললাম তুমি গৃহদাহ পড়িয়াছ কি -- এ বাক্যে কয়টি বিরামচিহ্ন বসবে? [খ ০৮-০৯]
ক) দুই খ) তিন গ) চার ঘ) পাঁচ উ: খ
Note: আমি বললাম,'তুমি গৃহদাহ পড়িয়াছ কি?'

১২. 'কাব্যের ঝুমঝুমি বিজ্ঞানের চুষিকাঠি দর্শনের বেলুন রাজনীতির রাঙালাঠি ইতিহাসের ন্যাকড়ার পুতুল নীতির টিনের ভেঁপু এবং ধর্মের জয়ঢাক এইসব জিনিসে সাহিত্যের বাজার ছেয়ে গেছে।' বাক্যটিতে কয়টি বিরামচিহ্ন থাকবে? [খ ০৯-১০]
ক) পাঁচটি খ) ছয়টি গ) সাতটি ঘ) আট উ: ঘ
Note: 'কাব্যের ঝুমঝুমি, বিজ্ঞানের চুষিকাঠি, দর্শনের বেলুন,রাজনীতির রাঙা লাঠি, ইতিহাসের ন্যাকড়ার পুতুল, নীতির টিনের ভেঁপু এবং ধর্মের জয়ঢাক– এই-সব জিনিসে সাহিত্যের বাজার ছেয়ে গেছে।'

১৩. পূর্ণ বাক্যে একাধিক স্বাধীন বাক্যাংশের পরে বসে– [ক ০৯-১০]
ক) কোলন খ) সেমিকোলন গ) হাইফেন ঘ) ড্যাশ উ: খ

১৪. বাক্য অসম্পূর্ণ থাকলে বাক্যের শেষে ব্যবহৃত হয়– [খ ১০-১১]
ক) ড্যাশ খ) সেমিকোলন গ) কমা ঘ) কোলন উ: ক

১৫. শূন্যস্থান পূরণের প্রশ্নে লুপ্ত জায়গায় বসে– [গ ১১-১২]
ক) কমা খ) কোলন গ) দাঁড়ি ঘ) ড্যাশ উ: ঘ

১৬. একাধিক স্বাধীন বাক্যকে একটি বাক্যে লিখলে সেগুলোর মাঝখানে কী চিহ্ন বসে? [ক ১২-১৩]
ক) কোলন খ) ড্যাশ গ) সেমিকোলন ঘ) কমা উ: গ

১৭. নিচের কোনটি বিরামচিহ্ন নয়? [ক-১৩-১৪; জবি ঘ ১৩-১৪; ববি গ ১৫-১৬]
ক) কমা [,] খ) সেমি-কোলন [;] গ) ড্যাশ [–] ঘ) হাইফেন [-]
Note: অপশনের সবগুলো যতি বা বিরামচিহ্ন।

১৮. যেখানে কমা অপেক্ষা অধিক বিরাম আবশ্যক সেখানে কোন চিহ্ন ব্যবহৃত হয়? [ঘ ০৩-০৪]
ক) কোলন খ) ড্যাশ গ) সেমিকোলন ঘ) দাঁড়ি উ: গ

জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়

০১. শব্দ-গঠনে কোন লেখন-চিহ্নের ব্যবহার হয়? [গ ০৫-০৬]
ক) দাঁড়ি খ) ড্যাশ গ) হাইফেন ঘ) কমা উ: গ

০২. বাক্যাংশে ব্যবহৃত হয় যে ছেদচিহ্ন– [গ ০৬-০৭]
ক) দাঁড়ি খ) কমা গ) কোলন ঘ) ড্যাশ উ: খ

০৩. হৃদয়াবেগ প্রকাশ করতে হলে এবং সম্বোধন পদের পরে কোন চিহ্নটি বসে? [ক ০৮-০৯]
ক) ! খ) ; গ) : ঘ) ? উ: ক

জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়

০১. কোন লেখক প্রথম গদ্যে যতিচিহ্নের যথাযথ ব্যবহার করেন? [E ১৯-২০]
ক) যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত খ) বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়
গ) ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ঘ) শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় উ: গ

০২. কমলাকান্ত জোড়হাত করিয়া বলিল বাবা কার ক্ষেতে ধান খেয়েছি যে আমাকে এর ভিতর পুরিলে। এ বাক্যের জন্যে বিরামচিহ্নের কোন ক্রমটি ঠিক? [B ১৯-২০]
ক) : , , । খ) , " , , ? "
গ) , ? , । ঘ) , । ? "?" উ: খ
Note: কমলাকান্ত জোড় হাত করিয়া বলিল, "বাবা, কার ক্ষেতে ধান খেয়েছি যে, আমাকে এর ভিতর পুলিলে?"

০৩. জ্ঞানতৃষ্ণা তার প্রবল কিন্তু বই কেনার বেলা সে অবলা আবার কোন কোন বেশরম বলে বাঙালির পয়সার অভাব বটে। এ বাক্যের জন্যে বিরামচিহ্নের কোন ক্রমটি ঠিক? [B ১৯-২০]
ক) , । , " "? খ) । , । ; গ) , , । ! ঘ) । , , " " উ: ক
Note: জ্ঞানতৃষ্ণা তার প্রবল, কিন্তু বই কেনার বেলা সে অবলা। আবার কোনো কোনো বেশরম বলে,"বাঙালির পয়সার অভাব।" বটে?

০৪. শম্ভুনাথ বলিলেন না সভায় নয় এখানেই বসিতে হইবে। এ বাক্যের জন্যে বিরামচিহ্নের কোন ক্রমটি ঠিক? [B ১৯-২০]
ক) " , " । খ) " , । " গ) , " , । " ঘ) , " । " উ: গ
Note: শম্ভুনাথ বলিলেন, "না, সভায় নয়, এখানেই বসিতে হইবে।"

০৫. সমুদ্র আমি তোমাকে আদেশ করছি যে আমরা যেখানে বসে আছি তোমার ঢেউ যেন সে জায়গা ভিজিয়ে না দেয়। এ বাক্যের জন্যে বিরামচিহ্নের কোন ক্রমটি ঠিক? [B ১৯-২০]
ক) , ! । , খ) ! , । । গ) , , , । ঘ) , । , , উ: গ
Note: সমুদ্র, আমি তোমাকে আদেশ করছি যে, আমরা যেখানে বসে আছি, তোমার ঢেউ যেন সে জায়গা ভিজিয়ে না দেয়।

০৬. দ্বিতীয় প্রাণীটি উত্তর দিল হ্যাঁ দেখ এদের একটা সামাজিক ব্যবস্থা আছে সমাজবদ্ধ হয়ে থাকে এদের কেউ শ্রমিক কেউ সৈনিক কেউ বুদ্ধিজীবী। এ বাক্যের জন্যে বিরামচিহ্নের কোন ক্রমটি ঠিক? [B ১৯-২০]
ক) ," । । । , , । " খ) " ", , । । , । গ) ", , । । । " ঘ) ", , । , । " উ: ক
Note: দ্বিতীয় প্রাণীটি উত্তর দিল,
'হ্যাঁ। দেখ এদের একটা সামাজিক ব্যবস্থা আছে।
সমাজবদ্ধ হয়ে থাকে। এদের কেউ শ্রমিক, কেউ সৈনিক, কেউ বুদ্ধিজীবী।'

০৭. আমার বলিতে দ্বিধা নাই যে আমি আজ তাঁহাদেরই দলে যাঁহারা কর্মী নন ধ্যানী। এ বাক্যের জন্যে বিরামচিহ্নের কোন ক্রমটি ঠিক? [B ১৯-২০]
ক) , । । খ) , , । গ) । , , ঘ) , । , উ: খ
Note: 'আমার বলিতে দ্বিধা নাই যে, আমি আজ তাঁহাদেরই দলে, যাঁহারা কর্মী নন ধ্যানী।

০৮. কোন বাক্যটিতে যতিচিহ্নের ঠিক ব্যবহার রয়েছে? [F ১৮-১৯]
ক) ৮৩, নিউপল্টন; আজিমপুর-ঢাকা খ) ৮৩, নিউপল্টন, আজিমপুর, ঢাকা।
গ) ৮৩ নিউপল্টন, আজিমপুর; ঢাকা ঘ) ৮৩ নিউপল্টন; আজিমপুর, ঢাকা উ: খ

০৯. যতি চিহ্নের ব্যবহার কোন বাক্যটিতে শুদ্ধ? [B ১৭-১৮]
ক) ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ এম এ, পিএইচডি।
খ) ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ এম, এ; পি- এইচ, ডি।
গ) ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ এম. এ.; পি- এইচ. ডি.।
ঘ) ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ এম. এ., পিএইচ. ডি.। উ: ঘ

১০. পরস্পর সম্বন্ধযুক্ত একাধিক বিশেষ্য পদ এক সঙ্গে বসলে শেষ পদটি ছাড়া বাকি সবগুলোর পরে কোন বিরতিচিহ্ন বসবে? [F ১৪-১৫]
ক) হাইফেন খ) কমা গ) ড্যাশ ঘ) দাঁড়ি উ: খ

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়

০১. সেমিকোলন চিহ্ন কোনটি? [B1 : ২১-২২]
ক) : খ) ; গ) – ঘ) " " উ: খ

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়

০১. বাংলা বাক্যের শেষে কয়টি বিরাম চিহ্ন ব্যবহৃত হয়? [A : ২১-২২]
ক) ১ খ) ৪ গ) ৩ ঘ) ২ উ: খ

JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS

CamScanner

০২. বাংলা ভাষায় যতি বা ছেদচিহ্ন কয়টি? [A : ২১-২২]
ⓚ ১০ ⓚ ৯ ⓖ ১১ ⓘ ১২ উ.খ

Note : বাংলা যতিচিহ্নের সংখ্যাগত মতভেদ রয়েছে। তাই প্রশ্নের ধরন অনুসারে উত্তর দিতে হবে।

০৩. বাক্যের শেষে দাঁড়ির পর কত সেকেন্ড থেমে পরের বাক্য পড়তে হয়? [E ১৭-১৮]
ⓚ এক ⓚ দেড় ⓖ দুই ⓘ আড়াই উ.ক

০৪. একটি অপূর্ণ বাক্যের পর অন্য একটি বাক্যের অবতারণা করতে হলে কোন বিরামচিহ্ন ব্যবহৃত হয়? [০৮-০৯]
ⓚ ড্যাশ ⓚ হাইফেন ⓖ কোলন ⓘ উদ্ধরণ চিহ্ন উ.গ

০৫. পূর্ণ বাক্যের শেষে কোন চিহ্ন ব্যবহৃত হয়? [A-১৫-১৬]
ⓚ কমা ⓚ কোলন ⓖ দাঁড়ি ⓘ সেমিকোলন উ.গ

খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়

০১. বাংলা ভাষায় যতিচিহ্ন কে প্রচলন করেন? [B ১৭-১৮; বেরোবি A ১৬-১৭]
ⓚ বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ⓚ ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর
ⓖ প্যারীচাঁদ মিত্র ⓘ প্রমথ চৌধুরী উ.খ

জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলাম বিশ্ববিদ্যালয়

০১. ড্যাশ (−) চিহ্নে কতক্ষণ বিরতির প্রয়োজন? [A ১৯-২০]
ⓚ এক সেকেন্ড ⓚ দুই সেকেন্ড
ⓖ এক বলার সমপরিমাণ ⓘ বিরতির প্রয়োজন নেই উ.ক

০২. কোনো কথার দৃষ্টান্ত বা বিস্তার বোঝাতে বসে– [AL ১৮-১৯]
ⓚ সেমিকোলন ⓚ ড্যাশ ⓖ কমা ⓘ হাইফেন উ.খ

০৩. নিচের কোন গ্রন্থে প্রথম যতিচিহ্নের সার্থক প্রয়োগ করা হয়? [A1 ১৭-১৮]
ⓚ দুর্গেশনন্দিনী ⓚ বেতাল পঞ্চবিংশতি ⓖ অঙ্গুরীয় বিনিময় ⓘ মেঘনাদবধ কাব্য উ.খ

বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়

০১. বিরামচিহ্ন ব্যবহারে কার অবদান প্রধান? [A ১৬-১৭]
ⓚ রামমোহন ⓚ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ⓖ ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ⓘ প্রমথ চৌধুরী উ.গ

০২. যেকোনো প্রসঙ্গ অবতারণার পূর্বে কোন চিহ্ন বসে? [A ১৬-১৭]
ⓚ কোলন ⓚ সেমিকোলন ⓖ হাইফেন ⓘ বন্ধনী উ.ক

ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়

০১. 'কমা'র আর এক নাম কী? [B ১৯-২০; জাবি B ১৭-১৮]
ⓚ পাদটিকা ⓚ পাদচ্ছেদ ⓖ পাদপদ্ম ⓘ পাদ বন্ধন উ.খ

০২. 'দাঁড়ি' চিহ্নের অপর নাম– [খ ০৮-০৯]
ⓚ পাদচ্ছেদ ⓚ পূর্ণচ্ছেদ ⓖ ছেদচিহ্ন ⓘ যতিচিহ্ন উ.খ

০৩. কোন বিরামচিহ্নে থামার প্রয়োজন নেই? [B-১৫-১৬]
ⓚ - ⓚ : ⓖ ; ⓘ " " উ.[illegible]

০৪. কতটি যতিচিহ্নের থামার প্রয়োজন হয়? [B -১৩-১৪]
ⓚ ২ টি ⓚ ৭ টি ⓖ ৮ টি ⓘ ১১ টি উ.গ

পাবনা বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়

০১. জটিল কিংবা যৌগিক বাক্যের ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয়– [C ১৭-১৮]
ⓚ কমা ⓚ সেমিকোলন ⓖ কোলন ⓘ হাইফেন উ.[illegible]

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বি. ও প্র. বিশ্ববিদ্যালয়

০১. বাক্যে সমজাতীয় একাধিক পদের ব্যবহার হলে কোন বিরামচিহ্ন বসে? [D ১৯-২০; জবি খ ০৫-০৬]
ⓚ কমা ⓚ সেমিকোলন ⓖ কোলন ⓘ হাইফেন উ.[illegible]

০২. সম্বোধন পদে কোন যতিচিহ্ন বসে? [E ১৭-১৮; রাবি E ১৭-১৮]
ⓚ কমা ⓚ ড্যাশ ⓖ হাইফেন ⓘ সেমিকোলন উ.[illegible]

০৩. প্রত্যক্ষ উক্তির পূর্বে কোন যতিচিহ্নের ব্যবহার হয়ে থাকে? [E ১৭-১৮]
ⓚ কমা ⓚ কোলন ⓖ সেমিকোলন ⓘ হাইফেন উ.[illegible]

০৪. পূর্ণ বাক্যের শেষে বসে এমন বিরামচিহ্নের সংখ্যা– [F ১৭-১৮]
ⓚ ২টি ⓚ ৩টি ⓖ ৪টি ⓘ ৫টি উ.গ

০৫. বাক্যের মধ্যে বসে এমন বিরামচিহ্নের সংখ্যা– [F ১৭-১৮]
ⓚ ১২ টি ⓚ ১৭ টি ⓖ ৪ টি ⓘ ৬ টি

Note : বাক্যের মধ্যে বসে এমন বিরামচিহ্নের সংখ্যা ৭টি। যথা : কমা (,), সেমিকোলন (;), হাইফেন (-), ড্যাশ (−), কোলন (:), কোলন ড্যাশ (:-), বিন্দু (.) [সূত্র : বাংলা একাডেমি প্রমিত বাংলা ভাষার ব্যাকরণ]।

০৬. ব্যাখ্যাযোগ্য পদে কোন ধরনের উদ্ধৃতিচিহ্নের ব্যবহার হয়? [F ১৭-১৮]
ⓚ একক উদ্ধৃতিচিহ্ন ⓚ দ্বৈত উদ্ধৃতিচিহ্ন ⓖ 'ক' এবং 'খ' উভয়ই ⓘ একটিও নয় উ.[illegible]

বাংলাদেশ ইউনিভার্সিটি অব প্রফেশনালস

০১. সেমিকোলনের (;) বিরতিকাল কতক্ষণ? [FSSS : ২৩-২৪; রাবি-A : ১৭-১৮]
ⓚ এক (১) বলতে যে সময় লাগে ⓚ এক (১) বলার দ্বিগুণ সময়
ⓖ এক সেকেন্ড ⓘ দুই সেকেন্ড
ⓢ থামার প্রয়োজন নেই উ.[illegible]

ঢাবি অধিভুক্ত ৭ কলেজ

০১. সম্বোধনে কোন বিরামচিহ্ন বসে? [Science : ২১-২২]
ⓚ দাঁড়ি ⓚ কমা ⓖ কোলন ⓘ ড্যাস উ.[illegible]

SELF TEST MCQ

০১. 'উদ্ধৃতি চিহ্ন' কোথায় বসে?
ⓚ বাক্যের শেষে ⓚ শ্লেষাত্মক বাক্যের মাঝে ⓖ সংলাপে ⓘ প্রশ্নবোধক বাক্যে

০২. কোলন ড্যাশ কোনটি?
ⓚ : ⓚ :– ⓖ – ⓘ ,

০৩. বিরামচিহ্ন কোনটির আলোচ্য বিষয়?
ⓚ ধ্বনিতত্ত্ব ⓚ বাক্যতত্ত্বের ⓖ শব্দতত্ত্ব ⓘ ক ও গ উভয়ই

০৪. যতি বা ছেদ কোন ভাষা থেকে বাংলা ভাষায় এসেছে?
ⓚ আরবি ⓚ সংস্কৃত ⓖ ফারসি ⓘ ইংরেজি

০৫. দুটি অধীন বাক্যের মধ্যে অর্থের ঘনিষ্ঠতা নির্দেশ করতে কোন যতিচিহ্ন ব্যবহৃত হয়?
ⓚ কমা ⓚ কোলন ⓖ সেমিকোলন ⓘ বিকল্পচিহ্ন

০৬. বাড়ি বা রাস্তার নম্বরের পর কোন চিহ্ন বসে?
ⓚ দাঁড়ি ⓚ সেমিকোলন ⓖ কোলন ⓘ কমা

০৭. কমা অপেক্ষা বেশি বিরতির প্রয়োজন কোন চিহ্নের?
ⓚ সেমিকোলন ⓚ কোলন ⓖ কোলন ড্যাশ ⓘ হাইফেন

০৮. হৃদয়াবেগ প্রকাশ করতে হলে কোন চিহ্ন বসে?
ⓚ কমা ⓚ বিস্ময়সূচক ⓖ সেমিকোলন ⓘ ড্যাশ

০৯. নামের পূর্বে ডিগ্রিসূচক পরিচয় সংযোজিত হলে সেগুলোর প্রত্যেকটির পরে কোন যতিচিহ্ন বসে?
ⓚ ড্যাশ ⓚ কোলন ⓖ কমা ⓘ সেমিকোলন

১০. উদ্ধরণ চিহ্নের পূর্বে কোন চিহ্ন বসে?
ⓚ সেমিকোলন ⓚ কমা ⓖ দাঁড়ি ⓘ ড্যাস

১১. কোনো বর্ণ বিশেষের লোপ বোঝাতে কোন চিহ্ন বসে?
ⓚ কমা ⓚ উদ্ধরণ ⓖ বন্ধনী ⓘ ইলেক বা লোপ চিহ্ন

১২. উদাহরণ বা দৃষ্টান্ত প্রয়োগ করতে হলে কোন চিহ্ন বসে?
ⓚ ড্যাশ ⓚ কোলন ⓖ ইলেক ⓘ সেমিকোলন

১৩. প্রথম বন্ধনী সাহিত্যে কী অর্থে ব্যবহৃত হয়?
ⓚ বর্ণনামূলক অর্থে ⓚ প্রশ্নবোধক অর্থে
ⓖ ব্যাখ্যামূলক অর্থে ⓘ বিরতি অর্থে

১৪. ধাতু বোঝাতে কোন চিহ্ন বসে?
ⓚ ( ) ⓚ < ⓖ > ⓘ √

১৫. লেখার সময়ে কোনো কথা অব্যক্ত রাখতে চাইলে কোন বিরামচিহ্ন ব্যবহার করা হয়?
ⓚ বিন্দু ⓚ ত্রিবিন্দু
ⓖ কমা ⓘ কোলন

OMR

০১.ⓚⓚⓖⓘ	০২.ⓚⓚⓖⓘ	০৩.ⓚⓚⓖⓘ	০৪.ⓚⓚⓖⓘ	০৫.ⓚⓚⓖⓘ
০৬.ⓚⓚⓖⓘ	০৭.ⓚⓚⓖⓘ	০৮.ⓚⓚⓖⓘ	০৯.ⓚⓚⓖⓘ	১০.ⓚⓚⓖⓘ
১১.ⓚⓚⓖⓘ	১২.ⓚⓚⓖⓘ	১৩.ⓚⓚⓖⓘ	১৪.ⓚⓚⓖⓘ	১৫.ⓚⓚⓖⓘ

Answer

১৫.খ	১৪.ঘ	১৩.গ	১২.খ	১১.ঘ	১০.খ	০৯.গ	০৮.খ
০৭.ক	০৬.ঘ	০৫.গ	০৪.ঘ	০৩.খ	০২.খ	০১.গ	

CamScanner

JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS

অধ্যায় ২৯ বাগর্থের শ্রেণি

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

ভাষা ব্যবহারের প্রধান উদ্দেশ্য মনের ভাব প্রকাশ করা। মনের ভাব প্রকাশ করতে মানুষ শব্দ ও শব্দগুচ্ছ ব্যবহার করে। এগুলোর অর্থই মূলত বক্তা ও শ্রোতার মধ্যে সংযোগ ঘটায়। শব্দের বৈচিত্র্যময় অর্থকে বাগর্থ বলে।

অর্থের শ্রেণিবিভাগ

শব্দের অর্থ অন্তত দুই রকমের। কোথাও শব্দের গাঠনিক উপাদানগুলোর অর্থ প্রাধান্য পায়, আবার কোথাও গাঠনিক অর্থ ছাপিয়ে শব্দের ভিন্ন অর্থ তৈরি হয়। এই দুই ধরনের অর্থের নাম : বাচ্যার্থ ও লক্ষ্যার্থ।

ব্যবহার : শব্দ দুটি অর্থে ব্যবহার করা হয়। যথা : ক. বাচ্যার্থ ও খ. লক্ষ্যার্থ।

বাচ্যার্থ :

একটি শব্দ শোনার সঙ্গে সঙ্গে আমাদের মনে যে ছবি বা বোধ জেগে ওঠে, সেটাই শব্দটির বাচ্যার্থ। অভিধানে অর্থ গ্রহণের বেলায় শব্দের বাচ্যার্থকে প্রাধান্য দেওয়া হয়। অর্থাৎ যেসব শব্দ তাদের আভিধানিক অর্থে ব্যবহৃত হয়, ঐ আভিধানিক অর্থই তাদের বাচ্যার্থ। 'মাথা' শব্দটি শোনার সঙ্গে সঙ্গে শরীরের উর্ধ্বাঙ্গের যে ছবি মনে ভেসে ওঠে, তা-ই 'মাথা' শব্দের বাচ্যার্থ। গরুর একটি মাথা আছে। এখানে 'মাথা' বলতে গরুর 'দেহের অঙ্গবিশেষ'-কে বোঝাচ্ছে। এটি 'মাথা' শব্দের আভিধানিক অর্থ বা বাচ্যার্থ। বাচ্যার্থ হলো শব্দের মুখ্য অর্থ। এই অর্থকে আক্ষরিক অর্থও বলা হয়ে থাকে।

লক্ষ্যার্থ :

বক্তা তার উদ্দেশ্য অনুযায়ী বাচ্যার্থকে উপেক্ষা করে শব্দের আলাদা অর্থ তৈরি করে নিতে পারে। এই আলাদা অর্থের নাম লক্ষ্যার্থ। অর্থাৎ যেসব শব্দ তাদের আভিধানিক অর্থে ব্যবহৃত না হয়ে, অন্য অর্থে ব্যবহৃত হয়, ঐ অন্য অর্থগুলোই তাদের লক্ষ্যার্থ। যেমন : তিনি গ্রামের মাথা। এখানে 'মাথা' শব্দ শোনার পরে শ্রোতার মনে শরীরের উর্ধ্বাঙ্গের কোনো ছবি ভেসে ওঠে না, মাননীয় কোনো ব্যক্তির ছবি ভেসে ওঠে। লক্ষ্যার্থকে গৌণার্থ বা লাক্ষণিক অর্থ বলা হয়ে থাকে। আরেকটি উদাহরণ : ছেলেটির মাথা ভালো। এখানে 'মাথা' বলতে 'মেধা' বোঝাচ্ছে। এটি 'মাথা' শব্দের আভিধানিক অর্থে নয়, বরং অন্য অর্থ। এ অন্য অর্থটিই 'মাথা' শব্দের লক্ষ্যার্থ।

শব্দের বাচ্যার্থ ও লক্ষ্যার্থের পার্থক্য নানাভাবে হয়ে থাকে। যেমন :

শব্দের উৎকর্ষ প্রাপ্তিতে : 'আকাশ কুসুম ভাবনা।' এখানে ভাবনার সঙ্গে আকাশ বা কুসুমের কোনো সম্পর্ক নেই। এর অর্থ 'অসম্ভব কল্পনা'।

শব্দের অপকর্ষ (বা অধোগতি) বোঝাতে : ছেলেটি বড় জ্যাঠামি করছে। এখানে 'জ্যাঠামি' শব্দের সঙ্গে 'জ্যাঠা' র (পিতার বড় ভাইয়ের) কোনো সম্পর্ক নেই; শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে 'পাকামি' অর্থে।

শিষ্টরীতি বা রীতিসিদ্ধ প্রয়োগঘটিত : ছেলেটি তার বাবার মুখ রেখেছে। এখানে 'মুখ' বলতে 'দেহের অঙ্গবিশেষ' বোঝায় না, বোঝায় 'মান' বা 'সম্মান'।

শব্দের অর্থ সঙ্কোচে : তিনি আমার বৈবাহিক। এখানে 'বৈবাহিক' শব্দ 'বিবাহ সূত্রে সম্পর্কিত' অর্থ বোঝাচ্ছে না; বরং ছেলে বা মেয়ের শ্বশুর সম্পর্কিত ব্যক্তিকে বোঝাচ্ছে।

শব্দের অর্থান্তর প্রাপ্তিতে : ছেলের শ্বশুরবাড়িতে তত্ত্ব পাঠানো হয়েছে। এখানে 'তত্ত্ব' শব্দটি তার আভিধানিক অর্থ 'সংবাদ' বোঝাচ্ছে না। বরং বোঝাচ্ছে 'উপঢৌকন। একে নতুন অর্থের আগম বলা যায়। কাজেই দেখা যায়, কোনো শব্দ তাদের আভিধানিক অর্থ ছাড়াও বিভিন্ন অর্থে ব্যবহৃত হয়।

শব্দের অর্থ পরিবর্তন

ভাষার স্বাভাবিক বিবর্তন প্রক্রিয়ায় শব্দের অর্থ কখনো প্রসারিত হয়, কখনো সংকুচিত হয়; কখনো অর্থের উন্নতি ঘটে, কখনো অবনতি ঘটে; আবার শব্দ কখনো সম্পূর্ণ ভিন্ন অর্থ গ্রহণ করে। অর্থের এসব পরিবর্তন প্রক্রিয়াকে নিম্নোক্ত ভাগে ভাগ করা যেতে পারে।

অর্থপ্রসার :

একটি শব্দ পূর্বে যে অর্থ প্রকাশ করতো, তার থেকে আরো ব্যাপক অর্থ প্রকাশ করলে বুঝতে হয় অর্থপ্রসার ঘটেছে। যেমন– 'অঞ্চল' শব্দের মূল অর্থ শাড়ির পাড়। অঞ্চল থেকে উদ্ভূত আঁচল শব্দটি এখনও তা নির্দেশ করে। তবে অঞ্চল শব্দটি এখন শাড়ির পাড় নির্দেশের পাশাপাশি এলাকা অর্থে ব্যবহৃত হয়। একইভাবে 'বর্ষ' শব্দের পূর্ববর্তী অর্থ বর্ষাকাল, প্রসারিত অর্থ 'বছর' (ছয় ঋতু সংবলিত)।

অর্থসংকোচ :

অর্থসংকোচের ফলে একটি শব্দের পূর্ববর্তী অর্থের ব্যাপ্তি কমে। যেমন এক সময়ে 'মৃগ' শব্দের দ্বারা সকল পশুকে বোঝানো হতো। এর উদাহরণ পাওয়া যায় 'মৃগয়া', 'মৃগরাজ' প্রভৃতি শব্দের অর্থে। শব্দ দুটির অর্থ যথাক্রমে : পশুশিকার ও পশুদের রাজা। কিন্তু অর্থ সংকোচনের ফলে 'মৃগ'র অর্থ দাঁড়িয়েছে কেবল হরিণ। আবার এক সময়ে 'অন্ন' বলতে বোঝানো হতো যে-কোনো খাদ্য (মিষ্টান্ন, পলান্ন)। কিন্তু এখন 'অন্ন' বলতে বোঝানো হয় 'ভাত'।

অর্থের উন্নতি :

একটি শব্দের অর্থ আগের চেয়ে ভালো অর্থ ধারণ করতে পারে। অর্থের এরূপ পরিবর্তনকে বলা হয় অর্থের উন্নতি। যেমন 'অপরূপ' শব্দটি পূর্বে নির্দেশ করত শ্রীহীনতাকে, এখন এটি অনির্বচনীয় সৌন্দর্যকে নির্দেশ করে। কিংবা 'সাহস' শব্দের পূর্বতন অর্থ চুরি, ডাকাতি প্রভৃতি কাজ কিন্তু বর্তমান অর্থ নির্ভীকতা, ঝুঁকিপূর্ণ কাজে উদ্যম।

অর্থের অবনতি :

ইতিবাচক অর্থের শব্দ নেতিবাচক অর্থে ব্যবহৃত হওয়াকে অর্থের অবনতি বলে। যেমন দ্বন্দ্ব শব্দের অর্থ ছিল মিলন (দ্বন্দ্ব সমাস), এখন এর অর্থ : বিরোধ। কিংবা 'জেঠামি' শব্দটি জেঠা-সংশ্লিষ্ট হয়ে সম্মানিত বোঝাতে পারত। কিন্তু তা ব্যবহৃত হয় 'পাকামি' অর্থে বা হেয়-অর্থে 'জ্যাঠার ভাব' বোঝাতে। বাংলাদেশে 'রাজাকার' শব্দটি এভাবে নেতিবাচক অর্থ লাভ করেছে।

অর্থ-বদল :

অর্থের সংকোচন ও প্রসারণের ফলে কখনো শব্দের অর্থটি এমন দূরবর্তী হয়ে ওঠে যে, তা থেকে শব্দটির মূল অর্থ উদ্‌ঘাটন করা কঠিন হয়ে পড়ে। 'পাষণ্ড' শব্দের অর্থ ছিল 'ধর্মসম্প্রদায়'। তবে পরিবর্তিত হয়ে এর অর্থ দাঁড়িয়েছে 'ধর্মদ্রোহী উৎপীড়ক কিংবা নিষ্ঠুর'। আবার 'গবাক্ষ' শব্দটির ব্যুৎপত্তিগত অর্থ গরুর চোখ। এখন 'গবাক্ষ' শব্দের অর্থ হয়েছে 'জানালা'।

বাক্যে অর্থ পরিবর্তন

শব্দের অর্থগত পরিবর্তন কেবল রূপমূলের অর্থের মধ্যে সীমিত থাকে না। বাক্যে প্রয়োগভেদে শব্দের নানারকম অর্থ-বৈচিত্র্য তৈরি হতে পারে। তাছাড়া এমনিতেও একটি শব্দের দ্বি-অর্থবাচকতা বা বহু-অর্থবাচকতা থাকতে পারে। এমনকি বাকভঙ্গির কারণে অর্থ-ভিন্নতা পাওয়া যায়। যেমন :

০১. (ক) সে মাথায় আঘাত পেয়েছে।
(খ) তিনি আমাদের গ্রামের মাথা।
(গ) সে রাস্তার মাথায় অপেক্ষা করেছে।
(ঘ) আদর দিয়ে দিয়ে ছেলেটাকে মাথায় তুলেছে।

০২. (ক) সে আমাদের রক্ষাকর্তা।
(খ) হ্যাঁহ, সে আমাদের রক্ষাকর্তা বটে।

দাগ-অঙ্কিত শব্দগুলোর দিকে তাকালে দেখা যা, উদাহরণ ১-এ 'মাথা' শব্দটি বাক্যের প্রেক্ষাপটে নানা রকম অর্থ তৈরি করেছে। উদাহরণ ২-এ বাকভঙ্গির কারণে এক বাক্যই ভিন্ন অর্থ উৎপাদন করছে। আসলে শব্দের অর্থ-বৈচিত্র্যের ব্যাপারটিকে সূত্র বা নিয়ম দিয়ে ব্যাখ্যা করা যায় না।

JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS

বিশেষ্য পদের প্রয়োগ

মাথা

- মাথা (বুদ্ধি)– ছেলেটার অঙ্কে মাথা নেই।
- মাথা (লাভ)– লেখাপড়া করে হবে কি মাথা!
- মাথা (শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি)– চৌধুরী সাহেব সমাজের মাথা।
- মাথা কাটা যাওয়া (অত্যন্ত লজ্জা পাওয়া)– তোমার এমন কাজে আমার মাথা কাটা গেল।
- মাথা দেওয়া (সাহায্য করা)– বিপদ-আপদে যে মাথা দেয়, সে-ই প্রকৃত বন্ধু।
- মাথা ধরা (মাথায় যন্ত্রণা হওয়া)– ওষুধ খেয়ে রোগীর মাথা ধরেছে।
- মাথা পাতা (সম্মত হওয়া)– এ কাজে আমি মাথা পাততে পারি না।
- মাথায় আসা (বোধগম্য হওয়া)– অঙ্কটি কিছুতেই আমার মাথায় আসছে না।
- মাথা খাওয়া (নষ্ট করা)– অতি আদর দিয়ে ছেলেটার মাথা খেয়ো না।
- মাথা ঠেকান (প্রণাম করা)– ও আমার দেশের মাটি, তোমার 'পরে ঠেকাই মাথা।

হাত

- হাত করা (বশীভূত করা)– চাকরটাকে হাত করে চোর ঘরে ঢুকেছে।
- হাত থাকা (প্রভাব)– এ ব্যাপারে আমার হাত নেই।
- হাতে পাওয়া (আয়ত্তে পাওয়া)– অনেকদিন পর তাকে হাতে পেয়েছি।
- হাত পাতা (অনুগ্রহ চাওয়া)– আমি তার কাছে হাত পাততে পারব না।
- হাত দেওয়া (কাজে লাগান)– এক সপ্তাহ ধরে কাজটিতে হাত দিতে পারি না।
- হাতটান (চুরির অভ্যাস)– হাতটানের জন্য চাকরটাকে বিদায় দেওয়া হয়েছে।
- হাত তোলা (প্রহার করা)– গরিবের গায়ে হাত তোলা ভালো নয়।
- হাত দেখা (ভাগ্য গণনা করা)– জ্যোতিষী তার হাত দেখেছে।
- হাতে খড়ি হওয়া (প্রাথমিক শিক্ষা)– শিরিনের হাতে খড়ি হয়েছে।
- হাতে যশ (সুখ্যাতি)– ডা. ইসলাম সাহেবের হাত যশ আছে।
- হাত চালা (তাড়াতাড়ি করা)– একটু হাত চালাও বাছারা, অনেক কাজ যে বাকি।
- হাতজোড় করা (ক্ষমা চাওয়া)– আর বকো না; তোমার কাছে হাতজোড় করছি।
- হাত পাকা (দক্ষ হওয়া)– চেষ্টা করলেই হাত পাকাতে পারবে।

মুখ

- মুখ রাখা (মান রাখা)– ছেলেটা তার বাবার মুখ রেখেছে।
- মুখ উজ্জ্বল করা (গৌরব বাড়ানো)– সুপুত্র বংশের মুখ উজ্জ্বল করতে পারে।
- মুখ চাওয়া (নির্ভর করা)– আমি তার মুখ চেয়ে বসে আছি।
- মুখ তোলা (প্রসন্ন হওয়া)– খোদা দরিদ্র লোকটির দিকে মুখ তুলে চেয়েছেন।
- মুখে খই ফোটা (বেশি কথা বলা)– মনে হয়, বক্তার মুখে যেন খই ফুটছে।
- মুখ সামলানো (সংযত হওয়া)– খবরদার, মুখ সামলিয়ে কথা বলো।
- মুখ করা (তিরস্কার করা)– আমি আপনার খাই, না পরি; আমাকে মুখ করছেন কেন?
- মুখ চুন করা (লজ্জা পাওয়া)– ছোট ভাইয়ের অভদ্র ব্যবহারে আমার মুখ চুন হয়েছে।
- মুখ ভার করা (অভিমান করা)– মুখ ভার করে বসে থেকে কি লাভ?
- মুখ ফুটে বলা (সাহস করে বলা)– এ সামান্য কথাটা মুখ ফুটে তুমি বলতে পারবে না।
- মুখচোর (লাজুক)– তার মতো মুখচোরা ছেলে আবার আইন পড়ে।
- মুখবন্ধ (ভূমিকা)– মুখবন্ধে বইটির সংক্ষিপ্ত পরিচয় আছে।
- মুখ লাল হওয়া (রাগান্বিত হওয়া)– তার কথা শুনে কবির সাহেবের মুখ লাল হয়ে গিয়েছিল।

চোখ

- চোখ দেখা (চোখ পরীক্ষা করা)– ডাক্তার সাহেব রোগীর চোখ দেখে চশমা নিতে বললেন।
- চোখ উঠা (চক্ষুরোগ বিশেষ)– ছেলেটির চোখ উঠেছে।
- চোখ ঠার (চোখ দিয়ে ইশারা করা)– আমি যে তোমাকে চোখ ঠারতে (টিপতে) দেখেছি।
- চোখ ফোটা (প্রকৃত জ্ঞান হওয়া)– কবে যে তোমার চোখ ফুটবে কে জানে।
- চোখ রাখা (দৃষ্টি রাখা)– ছেলেটির প্রতি একটু চোখ রেখো।
- চোখ খোলা (বোধ হওয়া)– এ বিষয়ে আমার কতখানি চোখ খুলে গেছে সে তা জানে না।
- চোখে ধুলো দেওয়া (ঠকানো)– পরের চোখে ধুলো দিয়ে আর কতদিন চলবে?
- চোখের মাথা খাওয়া (না দেখা)– পা মাড়িয়ে যাও কেন, চোখের মাথা খেয়েছো?
- চোখের দেখা (দর্শন)– মাঝে মাঝে চোখের দেখা দিও, বন্ধু।
- চোখ টাটানো (ঈর্ষা হওয়া)– পরের মঙ্গল দেখলে তোমার এত চোখ টাটায় কেন, বল তো?

কথা

- কথা দেওয়া (প্রতিশ্রুতি দেওয়া)– দশটি টাকা দেবো বলে তাকে আমি কথা দিয়েছি।
- কথা চলা (প্রস্তাব হওয়া)– আমাদের গ্রামে একটি হাইস্কুল খোলার কথা চলছে।
- শেষ কথা (শেষ জবাব)– সে কোনো সাহায্য পাবে না; এ-ই আমার শেষ কথা।
- কথা (তুলনা)– বড় লোকের ছেলে তুমি, তোমার সঙ্গে কার কথা!

গা

- গায়ে মাখা (গ্রাহ্য করা)– ছেলেটি বড় বেহায়া; কোন কথাই গায়ে মাখে না।
- গা ঢাকা দেওয়া (আত্মগোপন করা)– অন্ধকারে লোকটা গা ঢাকা দিল।
- গায়ে হাত তোলা (প্রহার করা)– গরিবের গায়ে হাতে তুলো না।
- গায়ে কাঁটা দেওয়া (রোমাঞ্চিত হওয়া)– সেই রাতের কথা মনে পড়তে আমার গা এখনও কাঁটা দিয়ে ওঠে।
- গা করা (মন দেওয়া)– বসে থেকে কি হবে? গা করে কাজ করো।
- গা জুড়ানো (স্বস্তি পাওয়া)– তোমার ঐ দশটি টাকায় আমার গা জুড়াবে না।

মন

- মন উঠা (সন্তুষ্ট হওয়া)– যতই দাও না কেন, তার কিন্তু মন উঠবে না।
- মন পড়া (পছন্দ হওয়া)– মেয়েটিতে তার মন পড়েছে।
- মন লাগা (মনোযোগ হওয়া)– কিছুতেই কাজে মন লাগছে না।
- মনে পড়া (স্মরণে আসা)– কবিতার লাইনটা মনে পড়ছে না।
- মনে ধরা (পছন্দ হওয়া)– কলমটি আমার মনে ধরেছে।
- মন পাওয়া (ভালোবাসা পাওয়া)– এতো করেও তোমার মন পাইনি।
- মনের মিল (সদ্ভাব)– ওদের দুজনের মধ্যে মনের মিল নেই।
- মন কষাকষি (মনোমালিন্য)– সম্পত্তি নিয়ে উভয়ের মধ্যে মন কষাকষি আছে।

বুক

- বুক বাঁধা (মন দৃঢ় করা)– পিতৃহীন ছেলেটি বুক বেঁধে জীবন সংগ্রামে নেমেছে।
- বুক ফাটা (হৃদয় বিদীর্ণ হওয়া)– কোন কোন মেয়ের বুক ফাটলেও মুখ ফোটে না।
- বুকের পাটা (সাহস)– কেঁচো দেখলে যে ভয় পায়, তার আবার বুকের পাটা।
- বুক পাতা (সাহায্য করা)– প্রকৃত মানুষ যাঁরা, তাঁরা পরের জন্য বুক পাততে পারেন।
- বুক ফুলা (গর্ব করা)– ছেলের চাকরি হওয়ায় বুড়োর বুক ফুলেছে।
- বুকে লাগা (আঘাত পাওয়া)– তোমার কঠোর বাক্য বন্ধুর বুকে লেগেছে।
- বুক লাগান (সাহায্য করা)– পরের বিপদে বুক লাগান মহত্ত্বের কাজ।

কান

- কান দেওয়া (শোনা)– কারো কথায় সে কান দেয় না।
- কানে ওঠা (কর্ণগোচর হওয়া)– তোমার অপরাধের কথা তোমার বাবার কানে উঠেছে।
- কান পাতা (শোনার জন্য মনোযোগ দেওয়া)– দুষ্ট ছেলেটি বুড়োদের আলাপে কান পেতে থাকে।
- কানে তোলা (কথা উত্থাপন করা)– এসব তুচ্ছ কথা তার কানে তুলে লাভ নেই।
- কানে বাজা (রেশ থাকা)– তার কথাগুলো এখনো আমার কানে বাজছে।
- কানে লাগা (শুনতে মধুর লাগা)– ছোট শিশুর কথা কানে লাগে।
- কান ভাঙা (কুমন্ত্রণা দেওয়া)– আত্মসিদ্ধির জন্য অন্যের কান ভাঙা উচিত নয়।
- কান ভার করা (সন্দেহ সৃষ্টি করা)– ছোট ভাইয়ের বিরুদ্ধে নানা কথা বলে স্বামীর কান ভার করল মীরা।

পা

- পা বাড়ানো (অগ্রসর হওয়া)– পা বাড়িয়ে চল; সাফল্য তোমার আসবেই।
- পা চালান (দ্রুতবেগে চলন)– অফিসের সময় হওয়াতে সে পা চালিয়ে চলে গেল।
- পায়ে ঠেলা (তুচ্ছ করা)– হাতের লক্ষ্মী পায়ে ঠেলো না।
- পায়ে পড়া (ক্ষমা চাওয়া)– কৃত অপরাধের জন্য ছাত্রটি শিক্ষকের পায়ে পড়ল।
- পায়ে ধরা (অনুরোধ করা)– ওর মতো কৃপণের পায়ে ধরলেও দুটি টাকা পাবে না।
- পা চাটা (হীন খোশামোদ করা)– দুমুঠো ভাতের জন্য কারো পা চাটাতেও তার আপত্তি নেই।
- পায়ে তেল দেওয়া (তোষামোদ করা)– কর্তার পায়ে তেল দিয়ে প্রমোশন আমি চাই না।
- পায়ে রাখা (আশ্রয় দেওয়া)– এতিম ছেলেটাকে অন্তত পায়ে রাখুন।

কাজ

- কাজ দেওয়া (সাহায্য করা)– ভালো গাড়ি পুরনো হলেও কাজ দেয়।
- কাজ হওয়া (প্রয়োজন সিদ্ধ হওয়া)– শিক্ষা ছাড়া জীবনে টাকাতে কাজ হয় না।
- কাজে লাগা (প্রয়োজনে আসা)– ছেঁড়া চাদরটি রেখে দাও; কাজে লাগবে।
- কাজ পাওয়া (কর্মের সংস্থান হওয়া)– অনেক চেষ্টা করে সে একটা ভালো কাজ পেয়েছে।
- কাজ যাওয়া (চাকরি যাওয়া)– চরিত্রহীনতার অপরাধে তার কাজ গিয়েছে।
- কাজ হাসিল করা (উদ্দেশ্য সিদ্ধ হওয়া)– কেবল মধুর কথায় কাজ হাসিল করা যায় না।
- কাজের বার হওয়া (অকেজো হওয়া)– কলমটি কাজের বার হয়ে গিয়েছে।

বিশেষণ পদের প্রয়োগ

পাকা

- পাকা (পক্ব)- বাদুড় খায় পাকা কলা, ভক্তে খায় পান।
- পাকা (পূর্ণ বয়স)- পাকা হাতে অনেক সই করা যায়।
- পাকা (অভিজ্ঞ)- রহমান সাহেব পাকা ডাক্তার।
- পাকা (খাঁটি)- পাকা সোনার অলংকার টিকে বেশি।
- পাকা (স্থায়ী)- পাকা রঙের শাড়ি দামে সস্তা নয়।
- পাকা (সাদা)- বুড়ার পাকা চুলের বহর দেখো।
- পাকা (নিখুঁত)- পাকা কাজে খুঁত থাকে না।
- পাকা (নিপুণ)- পাকা ব্যবসায়ীর হিসেবে ভুল নেই।
- পাকা (সম্পূর্ণ)- এ কাজটি করতে সাহেবের পাকা সপ্তাহ লেগেছে।

কাঁচা

- কাঁচা ইট (অপোড়া ইট)- কাঁচা ইটের দালান ধসে পড়ে যাবে।
- কাঁচা মাংস (অপক্ব মাংস)- আদিম যুগে মানুষ কাঁচা মাংস খেত।
- কাঁচা লোক (অনিপুণ লোক)- মতিন সাহেব কাঁচা লোক নন।
- কাঁচা ঘুম (সদ্য ঘুম)- ছেলেটিকে কাঁচা ঘুমে ডেকো না।
- কাঁচা রং (অস্থায়ী রং)- শাড়িখানির রং কাঁচা।
- কাঁচা হাত (অনিপুণ হাত)- কাঁচা হাতের লেখা, কত আর ভালো হবে।
- কাঁচা পয়সা (নগদ পয়সা)- আমিনুদ্দীন যুদ্ধের বাজারে প্রচুর কাঁচা পয়সা করেছিল।
- কাঁচা বয়স (অল্প বয়স)- কাঁচা বয়সে সব ছেলেমেয়েই বেয়াড়া হয়।
- কাঁচা মাথা (অপক্ব)- ছেলেটির অঙ্কে কাঁচা মাথা বলে প্রতি বছরই ফেল করে।

মোটা

- মোটা (স্থূল)- মোটা বুদ্ধিতে সব কাজ হয় না।
- মোটা (অমসৃণ)- মোটা কাপড় আমি পারি না।
- মোটা (মিহি নয় এমন)- মোটা ভাত ও মোটা কাপড়েই সে তুষ্ট।
- মোটা (বড়)- মোটা কলমে ভালো লেখা হয়।
- মোটা (জোর)- সব সময় মোটা গলায় কথা বলো না।
- মোটা (খারাপ)- কাউকে মোটা কথা বলা ভালো নয়।
- মোটা (বেশি)- মোটা আয়ের লোক গরিবকে চোখে দেখে না।
- মোটা (প্রচুর)- মোটা ধার নিলে শেষে শোধ করতে পারবে না।

কড়া

- কড়া (কঠোর)- কড়া কথায় কারো মনে আঘাত দিয়ো না।
- কড়া (প্রখর)- কড়া রোদে দৌড়ান ভালো নয়।
- কড়া (মেজাজি)- বড় কর্তা কড়া লোক।
- কড়া (তীব্র)- কড়া ওষুধে সহসায় রোগ সারে।
- কড়া (সতর্ক)- বাড়িতে কড়া পাহারা দিতে হচ্ছে।
- কড়া (খুব বেশি)- কড়া সুদে টাকা ধার করা ঠিক নয়।
- কড়া (পাকা)- এটি কড়া রঙের কাপড়।
- কড়া (উগ্র)- তার কড়া মেজাজ অসহনীয়।

শক্ত

- শক্ত (কড়া)- কাউকে শক্ত কথা বল না।
- শক্ত (কঠিন)- সে শক্ত বিপদে পড়েছে। অঙ্কটি খুবই শক্ত।
- শক্ত (দুরারোগ্য)- বড় শক্ত পীড়ায় সে ভুগছে।
- শক্ত (নির্দয়)- শক্ত লোক আমার পছন্দ হয় না।
- শক্ত (মজবুত)- করিম সাহেবের হাতের কাজ খুবই শক্ত।
- শক্ত (কঠিন)- সেগুন কাঠ অতি শক্ত।
- শক্ত (অধিক)- শক্ত খাদ্য খেতে নেই।
- শক্ত (কৃপণ)- এই শক্ত লোক থেকে কোনরূপ সাহায্য মিলবে না।

বড়

- বড় (ধনী)- কলিম শেখ বড়লোক। বড়র পিরীতি বালির বাঁধ।
- বড় (উচ্চবংশ)- বড় ঘরের মেয়ে সেলিনা, অহংকার তার ফেটে ফেটে পড়ছে।
- বড় (উচ্চপদস্থ)- অফিসের বড় বাবু বদমেজাজি লোক।
- বড় (অত্যন্ত)- বড় বিপদে পড়েই তোমার কাছে এসেছিলাম।
- বড় (উদার)- সম্রাট আকবর বড় মনের অধিকারী ছিলেন।
- বড় (জ্যেষ্ঠ)- শামীমা বাপ-মায়ের বড় মেয়ে।
- বড় (কঠোর)- সে আমার মুখের ওপর এত বড় কথা বলতে পারল!
- বড় (বিশেষ)- বড়দিনের ছুটিতে লিপি বন্ধুর বাড়ি বেড়াতে গেল।
- বড় (জটিল)- তর্কবিদ্যা বড় বিদ্যা।
- বড় (নিকট)- লোকটি আমার বড় কুটুম।

গরম

- গরম (উগ্র)- আমাকে গরম মেজাজ দেখাবেন না।
- গরম (অজীর্ণ)- পেট গরম বলে সে আজ ভাত খায়নি।
- গরম (মূল্য বৃদ্ধি)- এখন কাপড়ের বাজার গরম।
- গরম (অহংকার)- টাকার গরমে তার ঘুম হচ্ছে না।
- গরম (কড়া)- পাওনা টাকার জন্য মহাজন গরম কথা বলতে ছাড়ে না।
- গরম (উত্তাপ)- জ্বরে ছেলেটির গা গরম হয়েছে।
- গরম (গ্রীষ্ম)- গরমকাল আমার মোটেই ভালো লাগে না।

ছোট

- ছোট (সংকীর্ণ)- লোকটার মন ছোট।
- ছোট (নীচ)- ছোট লোক কত ভদ্রতাই বা জানবে!
- ছোট (কনিষ্ঠ)- ছোট ছেলেটি মা-বাবার আদুরে।
- ছোট (তুচ্ছ)- অত ছোট কথায় কান দিও না।
- ছোট (ক্ষুদ্র)- এ ছোট কাজটি করতে বেশি সময় লাগবে না।
- ছোট (অপমানিত)- ছেলের দুর্ব্যবহারে আমি সমাজের কাছে ছোট হয়েছি।

ক্রিয়াপদের প্রয়োগ

কাটা

- নেশা কাটা (নেশা টুটে যাওয়া)- অনেক দিন পরে লোকটার মদের নেশা কেটে গেছে।
- ছক কাটা (নকশা কাটা)- ছক কেটে সব কাজ করা যায় না।
- সাপে কাটা (দংশন করা)- বৃদ্ধার ছেলেটিকে সাপে কেটেছে।
- বই কাটা (বিক্রয় হওয়া)- বই ভালো না হলে কি বাজারে কাটে?
- মেঘ কাটা (মেঘমুক্ত হওয়া)- আকাশের কালো মেঘ কেটে গেছে।
- দিন বা সময় কাটা (অতিবাহিত হওয়া)- তোমার দিনকাল কেমন কাটছে?
- দাগকাটা (মুদ্রিত হওয়া)- কথাটা আমার মনে কিন্তু দাগ কেটেছে।
- রাত কাটা (যাপন করা)- গরিব লোক গাছতলায়ও রাত কাটাতে পারে।
- বিপদ কাটা (বিপদমুক্ত হওয়া)- তোমার বিপদ এখনো কাটেনি?
- জাবর কাটা (রোমন্থন করা)- গরুগুলো জাবর কাটছে।
- ছড়া কাটা (ছড়া বলা)- কথায় কথায় ছড়া কাটা তার অভ্যাস।

তোলা

- গুজব তোলা (রটনা করা)- যে মিথ্যা গুজব তোলে, সে দেশের শত্রু।
- ফুল তোলা (চয়ন করা)- সেলিনা বাগানে ফুল তুলছে।
- সুর তোলা (সুর ভাঁজা)- গায়ক গানের সুর তুলতে চেষ্টা করছে।
- পটল তোলা (মারা যাওয়া)- সুশীলা অল্প বয়সেই পটল তুলেছে।
- হাত তোলা (প্রহার করা)- গরিবের গায়ে হাত তোলা উচিত নয়।
- কথা তোলা (প্রসঙ্গ উত্থাপন করা)- বড় সাহেবের কাছে আমার কথাটা তুলেছে নাকি?
- জাতে তোলা (সমাজে স্থান দেওয়া)- প্রায়শ্চিত্ত করে তাকে জাতে তোলা হয়েছে।

উঠা

- রব উঠা (গুজব উঠা)- কুকর্মটি মতি মিয়া করেছে বলে রব উঠেছে।
- জাতে উঠা (সমাজে স্থান পাওয়া)- প্রায়শ্চিত্ত করে সে জাতে উঠেছে।
- জ্বলে উঠা (ক্রুদ্ধ হওয়া)- খুনি আসামির কথা শুনে হাকিম জ্বলে উঠলেন।
- কানে উঠা (শুনতে পাওয়া)- কথাটা শেষ পর্যন্ত বাবার কানে উঠেছে।
- মন উঠা (অসন্তুষ্ট হওয়া)- তোমার উপর থেকে আমার মন উঠে গেছে।
- খরচ উঠা (খরচ পোষানো)- এ ব্যবসায়ে মোটা টাকা লোকসান দিয়েছি, খরচ পর্যন্ত ওঠেনি।
- রং উঠা (বিবর্ণ হওয়া)- কাপড়টার কাঁচা রং উঠে যাবে।
- ভাত উঠা (আহার বন্ধ হওয়া)- এ গাঁয়ে তার ভাত উঠেছে।
- চাঁদা উঠা (চাঁদা সংগৃহীত হওয়া)- সমিতিতে প্রায় পাঁচ হাজার টাকা চাঁদা উঠেছে।

CamScanner

ধরা

- দোষ ধরা (দেখানো)– পরের দোষ ধরার অভ্যাস ভালো না।
- তাল ধরা (উৎসাহ দেওয়া)– প্রতি কাজেই তাল না ধরলে হয় না।
- রোগ ধরা (রোগাক্রান্ত হওয়া)– লোকটাকে শক্ত রোগে ধরেছে।
- মনে ধরা (পছন্দ হওয়া)– কলমটি আমার মনে ধরেনি।
- ট্রেন ধরা (ঠিক সময়ে ট্রেন পাওয়া)– বড্ড দেরি হয়ে গেছে, ট্রেন ধরতে পারব কী?
- গলা ধরা (কুটকুট করা)– বুনো কচুতে গলা ধরে।
- দাম ধরা (মূল্য নির্ধারণ)– ন্যায্য দাম ধরে গরুটি দিয়ে দাও।
- কলম ধরা (লেখা শুরু করা)– শেষ পর্যন্ত আমাকে তার বিরুদ্ধে কলম ধরতে হলো।
- ধরা (অনুরোধ করা)– বড় কর্তাকে ধরলেই চাকরি হয়ে যাবে।
- গান ধরা (গান গাওয়া)– অনেক সাধাসাধির পর তিনি গান ধরলেন।
- ফল ধরা (উৎপন্ন হওয়া)– এ বছর গাছটিতে প্রচুর ফল ধরেছে।
- ভাত ধরা (ভাত খাওয়া শুরু করা)– ডাক্তারের নির্দেশে রোগী বর্তমানে ভাত ধরেছে।
- মাথা ধরা (মাথা ব্যথা)– কুইনাইন খেয়ে রোগীর মাথা ধরেছে।

লাগা

- পিছু লাগা (শত্রুতা করা)– সে আমার পিছু লেগেছে কেন বুঝতে পারছি না।
- জোড়া লাগা (সংলগ্ন হওয়া)– ভাঙা মন জোড়া লাগে না।
- মন লাগা (মনোযোগ দেওয়া)– কাজে মন লাগাও।
- চমক লাগা (আশ্চর্যান্বিত হওয়া)– দৃশ্যটি দেখে আমার চমক লেগেছে।
- ভেল্কি লাগা (ধাঁ ধাঁ লাগা)– মন্ত্র আউড়িয়ে লোকের মনে ভেল্কি লাগানোর যুগ চলে গেছে।
- নজর লাগা (কুদৃষ্টি লাগা)– রমেশবাবুর বাড়ির প্রতি চোরের নজর লেগেছে।
- ভালো লাগা (পছন্দ হওয়া)– একই জায়গায় বেশিদিন ভালো লাগে না।
- ঘাটে লাগা (ভিড়ান)– জাহাজ ঘাটে লেগেছে।
- কাজে লাগা (শুরু করা)– সম্প্রতি এক নতুন কাজে লেগেছি।
- হাতে লাগা (হাতে আঘাত পাওয়া)– সাবধানে কাজ করো; নতুবা হাতে লাগবে
- অন্তরে লাগা (দুঃখ পাওয়া)– অমন তিরস্কার করো না; ছেলেটার অন্তরে লাগবে।
- উঠে পড়ে লাগা (প্রাণপণ চেষ্টা করা)– উঠে পড়ে লাগো, সংগ্রাম করো, জীবনে জয়ী হতে পারবে।

দেওয়া

- নাম দেওয়া (তালিকাভুক্ত হওয়া)– তরুণ ছেলেটি সৈন্য বিভাগে নাম দিয়েছে।
- সাড়া দেওয়া (আহ্বানে জবাব দান)– দেশের ডাকে সাড়া দেওয়া প্রতিটি নাগরিকের কর্তব্য।
- জাত দেওয়া (মান বিনষ্ট করা)– অভাবে পড়ে মেয়েটি জাত দিয়েছে।
- হানা দেওয়া (আক্রমণ করা)– দেশে শত্রু হানা দিয়েছে।
- তা দেওয়া (উষ্ণতা দেওয়া)– মুরগি ডিমে তা দিচ্ছে।
- চম্পট দেওয়া (পালিয়ে যাওয়া)– দুষ্ট ছেলেটা বাবার টাকা মেরে চম্পট দিয়েছে।
- টেক্কা দেওয়া (প্রতিদ্বন্দ্বিতা করা)– বড় সাহেবের সঙ্গে টেক্কা দিয়ে টিকতে পারবে না।
- কপাট দেওয়া (বন্ধ করা)– জোরে বাতাস আসছে, কপাট দিয়ে দাও।
- লম্বা দেওয়া (পালিয়ে যাওয়া)– চোর বমাল লম্বা দিল।

রাখা

- পায়ে রাখা (আশ্রয় দেওয়া)– এ অধমকে পায়ে রেখ, হে খোদা!
- মান রাখা (সম্মান রাখা)– সুসন্তান বংশের মান রাখতে পারে।
- মন রাখা (সন্তুষ্ট করা)– সকলের মন রেখে চলা কঠিন।
- কথা রাখা (অনুরোধ রক্ষা করা)– আমার বিশ্বাস, সে আমার কথা রাখবে।
- চোখ রাখা (নজর রাখা)– বাক্সটার প্রতি চোখ রেখো।
- মনে রাখা (স্মরণ রাখা)– তোমার কথা মনে রেখেছি। 'রেখো মা দাসেরে মনে।'
- নাম রাখা (সম্মান রাখা)– ছেলেটা বাপের নাম রেখেছে।
- কথা রাখা (প্রতিশ্রুতি রক্ষা করা)– শেষ পর্যন্ত কথা রাখলেন বড় সাহেব।

ছাড়া

- আশা ছাড়া (ত্যাগ করা)– ঐ চাকরির আশা ছেড়েছি।
- হাল ছাড়া (নিরাশ হওয়া)– এতো শীঘ্রই হাল ছাড়লে চলবে কী করে?
- গলা ছাড়া (উদাত্ত কণ্ঠ)– গলা ছেড়ে গান গাও।
- চাকরি ছাড়া (ত্যাগ করা)– সে চাকরি ছেড়েছে।
- জ্বর ছাড়া (জ্বর থামা)– ঘাম দিয়ে তার জ্বর ছেড়েছে।
- ট্রেন ছাড়া (যাত্রা করা)– মেইল ট্রেন কয়টায় ছাড়ে?
- ছেড়ে দেওয়া (মুক্ত করা)– পাখিটাকে ছেড়ে দাও।
- ঘর ছাড়া (গৃহত্যাগ করা)– ঘর ছেড়ে ছেলেটি পথে পথে ঘুরছে।

শব্দের বিশিষ্ট প্রয়োগে অর্থ-পার্থক্য

- মুখ বন্ধ করা (কথা থামানো)– টাকা দিয়ে সবার মুখ বন্ধ করতে পারি।
  মুখবন্ধ করা (ভূমিকা করা)– মুখবন্ধ না করে আসল কথা বলো।
- মুখ মারা (প্রথমেই বাধা দেওয়া)– এ প্রস্তাবের আগেই মুখ মেরেছি।
  মুখে মারা (মুখে আঘাত করা; কথায় আঘাত করা)– হাতে মারতে হয় না; মুখে মারাই যথেষ্ট।
- মন রাখা (সন্তুষ্ট রাখা)– বড় সাহেবের মন রাখতে চেষ্টা করো।
  মনে রাখা (স্মরণ রাখা)– তোমার কথা আমি মনে রেখেছি।
- ভাত মারা (রুজির পথ নষ্ট করা)– কারো ভাত মারা উচিত নয়।
  ভাতে মারা (উপোস রেখে মারা)– হাতে না মারলেও ভাতে মেরেছে।
- ঘর পাতা (সংসার পাতা)– মেয়েটি সুখে ঘর পেতেছে।
  ঘরে পাতা (গৃহে প্রস্তুত)– ঘরে পাতা দই সব সময়ই ভালো।
- হাত দেওয়া (আরম্ভ করা)– অনেক দিন এই কাজটিতে হাত দিতে পারছি না।
  হাতে দেওয়া (হাতে প্রদান করা)– বইটা তার হাতে দিয়ে দাও।
- মাথা রাখা (শয়ন করা)– বালিশে মাথা রেখে ঘুমিয়ে পড়।
  মাথায় রাখা (শ্রদ্ধা করা)– তাঁর মতো শিক্ষককে সব ছাত্রই মাথায় রাখে।
- গা দেওয়া (মনোযোগ দেওয়া)– গা দিয়ে কাজ কর; চুপ করে বসে থেকো না।
  গায়ে দেওয়া (পরিধান করা)– কম্বল গায়ে দেওয়া আমার অভ্যাস নয়।
- হাত পড়া (ছোঁয়া লাগা)– এ খাবারে কারো হাত পড়েনি।
  হাতে পড়া (হাতে আসা)– বইটা এখনো আমার হাতে পড়েনি।
- হাত আসা (অভ্যস্ত হওয়া)– অনেক কাজ একই সঙ্গে করলে কোনোটাতে হাত আসে না।
  হাতে আসা (দখলে আসা)– জমিটা আমার হাতে এসেছে।
- গা তোলা (ওঠা)– খাবার এসেছে, গা তুলুন।
  গায়ে তোলা (পরিধান করা)– এ কাপড় আমি গায়ে তুলব না।
- চোখ দেখা (চোখ পরীক্ষা করা)– ডাক্তার আমার চোখ দেখেছেন।
  চোখে দেখা (দেখা)– চোখে দেখিস না বুঝি!
- হাত করা (বাধ্য করা)– চাকরটাকে হাত করে চোর ঘরে ঢুকেছে।
  হাতে করা (গ্রহণ করা)– অসদুপায়ের রোজগার আমি হাতে করব না।
- হাত তোলা (প্রহার করা)– গরিবের গায়ে হাত তোলা উচিত নয়।
  হাতে তোলা (কৃপার দান)– কারো হাতে-তোলা খেয়ে আমি জীবন কাটাতে চাই না।
- মাথা করা (নষ্ট করা)– কাজ কর, না মাথা কর?
  মাথায় করা (প্রশ্রয় দেওয়া)– ছেলেটাকে এত বেশি মাথায় করবেন না।
- মন নেওয়া (অন্তর জয় করা)– সরলতার গুণে সে সবার মন নিয়েছে।
  মনে নেওয়া (মনে করা)– অনেক কথা বললাম, কিছু মনে নেবেন না।
- মন জানা (অন্তর জানা)– এতদিনেও তার মন জানতে পারনি!
  মনে জানা (অনুভব করা)– তিনি সবই মনে জেনেছেন।
- গায়ে পড়া (গা স্পর্শ করা)– খুকু কি তোমার গায়ে পড়েছে?
  গায়ে-পড়া (অতি মিশুক)– এমন গায়ে-পড়া ছেলে খুব দেখা যায় না।
- গা-সওয়া (অভ্যস্ত)– এর পাগলামি সবার গা-সওয়া হয়ে গেছে।
  গায়ে সওয়া (সহ্য হওয়া)– সাংঘাতিক গরম পড়েছে, গায়ে সয় না।
- মদ ধরা (মদ্যপান আরম্ভ করা)– লোকটা শেষ পর্যন্ত মদ ধরেছে।
  মদে ধরা (মদে নেশাগ্রস্ত হওয়া)– তাকে মদে ধরেছে।
- টিকে থাকা (অস্তিত্ব বজায় রাখা)– পড়তার বাজারেও ব্যবসাটি টিকে আছে।
  টিকে যাওয়া (সফল হওয়া)– প্রবল প্রতিযোগিতার মুখেও সে টিকে গেছে।
- পাতা ঝরা (পাতা পতিত হওয়া)– গাছটার শুকনো পাতাগুলো ঝরছে।
  পাতায় ঝরা (পাতার উপর ঝরে পড়া)– পাতায় ঝরা শিশির বিন্দু চকচক করছে।

CamScanner

একই শব্দের ভিন্নার্থে প্রয়োগ

অঙ্ক

- সংখ্যা – টাকার অঙ্ক কত হবে?
- অঙ্ক – অঙ্কটা কষ।
- চিহ্ন – পদাঙ্ক (পদচিহ্ন) অনুসরণ কর।
- কোল – শিশুকন্যাটিকে অঙ্কে নিয়ে জননী আদর করছেন।

অচল

- গতিহীন – শরীর অচল হয়ে পড়েছে।
- একনিষ্ঠ – ঈশ্বরে অচল ভক্তি হোক।
- মেকি, অব্যবহার্য – এ অচল টাকা কে নেবে?
- অপ্রচলিত – হাজার টাকার নোট এখন অচল।
- নির্বাহ করা কঠিন – অর্থের অভাবে সংসার অচল হয়ে গেছে
- পর্বত – 'উচল বলিয়া অচলে বাড়িনু পড়িনু অগাধ জলে।'

গুণ

- ধর্ম – দ্রব্যের গুণ জানতে হয়।
- ক্রিয়া – ওষুধে গুণ করেছে।
- উৎকর্ষ – তুমি তো নিজের গুণকীর্তন করেছ।
- উপকার – শিক্ষার গুণ অনেক।
- দড়ি – মাঝিরা নৌকায় গুণ টেনে এসেছে।

অক্ষর

- ব্রহ্ম – 'অক্ষর ব্রহ্ম নিরঞ্জন সর্ব।'
- স্বাক্ষর – তিনি চেকখানায় লিখেছেন।
- বর্ণমালা, শব্দাংশ – এখান থেকে এক সারি অক্ষর অক্ষর করে পড়।
- অবিনাশী – 'অক্ষর ব্রহ্ম নিরঞ্জন সর্ব, অক্ষয় হে।'

কূট

- কুটিল – তার কূট বুদ্ধির সাথে পারবে কেন?
- জটিল – এটা কূট প্রশ্ন, উত্তর দেওয়া কঠিন।
- কপট, জাল – কূট সাক্ষী সাক্ষ্য দিতে এসে ধরা পড়েছে।
- পর্বতশৃঙ্গ – পর্বতচূড়ায় আরোহণ করা দুরূহ।

ধর্ম

- সৎকাজ, পুণ্যকাজ – অহিংসা পরম ধর্ম।
- সুনীতি – এটা ধর্মসম্মত কাজ।
- স্বভাব – মানুষ ও পশুর ধর্ম পৃথক।

পক্ষ

- মাসার্ধ – দুই পক্ষ নিয়ে মাস।
- পাখির ডানা – যাদের পক্ষ আছে তাদের পাখি বলে।
- বিয়ের সংখ্যা – ছেলেটি তার প্রথম পক্ষের সন্তান।

বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের বিগত বছরের MCQ প্রশ্নোত্তর

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়

০১. 'যত বড় মুখ নয় তত বড় কথা' এখানে 'মুখ' বলতে কী বোঝাচ্ছে– [F ১৬-১৭]
ক) অনুভূতি খ) গালি গ) প্রত্যাশা ঘ) শক্তি **উঃ ঘ**

ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়

০১. কোন বাক্যে 'মাথা' শব্দটি বুদ্ধি অর্থ ব্যবহৃত? [B-১৫-১৬]
ক) তিনি সমাজের মাথা খ) মাথা খাটিয়ে কাজ কর
গ) লজ্জায় মাথা কাটা গেল ঘ) মাথা নেই তার মাথা কাটা **উঃ খ**

০২. 'নদীটি উত্তর মুখে প্রবাহিত' এখানে 'মুখ' কোন অর্থে প্রকাশ করেছে? [C-১৫-১৬]
ক) প্রত্যঙ্গ বিশেষ খ) মর্যাদা গ) দিক ঘ) চাক্ষুষ **উঃ গ**

বরিশাল বিশ্ববিদ্যালয়

০১. 'বুঝি না বাপু এ তোমার কেমন ধারা।' এখানে 'ধারা' অর্থ– [ক-১৫-১৬]
ক) বর্ষণ খ) আইন
গ) আচরণ ঘ) ঝুঁকি **উঃ গ**

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বি. ও প্র. বিশ্ববিদ্যালয়

০১. 'মাথা ব্যথা' শব্দ দুটি কোন অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে? [D ১৮-১৯]
ক) আগ্রহ খ) রোগবিশেষ গ) দায়িত্ব গ্রহণ ঘ) ভাবনা **উঃ ঘ**

হাজী মোহাম্মদ দানেশ বি. ও প্র. বিশ্ববিদ্যালয়

০১. 'ছাত্রটি অঙ্কে বেশ পাকা।' এখানে 'পাকা' কী অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে? [C-১৩-১৪]
ক) মেধাবী খ) অভিজ্ঞ গ) বিশেষজ্ঞ ঘ) দক্ষ **উঃ ঘ**

মেরিন একাডেমি

০১ 'এ ব্যাপারে আমার কোনো হাত নেই'– কী অর্থে 'হাত' শব্দের ব্যবহার হয়েছে? [মেরিন : ১৩-১৪]
ক) দক্ষতা খ) প্রভাব গ) আয়ত্তে আসা ঘ) অনভিজ্ঞ **উঃ খ**

ঢাবি অধিভুক্ত ৭ কলেজ

০১. "এ বিষয়ে আমার কোনো হাত নেই।" এখানে 'হাত' কী অর্থে ব্যবহৃত? [কলা ও সামাজিক : ১৩-১৪]
ক) প্রভাব খ) দক্ষতা গ) সুযোগ ঘ) আগ্রহ **উঃ ক**

SELF TEST MCQ

০১. 'কার মাথায় হাত বুলিয়েছ' এখানে 'মাথা' শব্দের অর্থ–
ক) স্বভাব নষ্ট করা খ) স্পর্ধা বাড়া গ) ফাঁকি দেওয়া ঘ) কোনো উপায়ে

০২. 'মাথা খাও, ভুলিও না খেয়ো মনে করে।' 'মাথা খাও' বলতে বোঝানো হয়েছে?
ক) মাথা খাওয়া খ) মাথা ধরা গ) মাথার দিব্যি ঘ) মাথা ব্যথা

০৩. 'সে তোমার মাথা খেয়েছে।' এ বাক্যে 'খাওয়ার' অর্থ কী?
ক) মস্তক কামড়ে খাওয়া খ) সর্বনাশ করা গ) পাগলামি করা ঘ) মাথায় আঘাত করা

০৪. 'আমি তার কাছে হাত পাততে পারব না' এখানে 'হাত' কী অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে?
ক) বশ খ) অনুগ্রহ গ) জ্ঞান ঘ) অভিজ্ঞতা

০৫. 'ডাক্তার সাহেবের হাতযশ ভালো'। এ বাক্যে 'হাত' ব্যবহৃত হয়েছে–
ক) অধিকার অর্থে খ) বশ অর্থে গ) অভ্যাস অর্থে ঘ) নিপুণতা

০৬. 'সে মাথায় হাত বুলিয়ে কাজ উদ্ধার করে।' এখানে 'হাত' শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে–
ক) কৌশল অর্থে খ) দক্ষতা অর্থে গ) ফাঁকি অর্থে ঘ) ঘনিষ্ঠতা অর্থে

০৭. একটি শব্দ শোনার সাথে সাথে আমাদের মনে যে ছবি বা বোধ জেগে ওঠে তাকে কী বলে?
ক) শব্দার্থ খ) লক্ষ্যার্থ গ) বাচ্যার্থ ঘ) ব্যঙ্গার্থ

০৮. 'বাচ্যার্থ' শব্দের কোন ধরনের অর্থ প্রকাশ করে?
ক) মুখ্য খ) গৌণ গ) প্রত্যক্ষ ঘ) পরোক্ষ

০৯. বক্তার উদ্দেশ্য অনুযায়ী বাচ্যার্থকে উপেক্ষা করে শব্দের আলাদা অর্থ তৈরি করলে, তা হয়–
ক) লক্ষ্যার্থ খ) আক্ষরিক অর্থ গ) গাঠনিক অর্থ ঘ) ব্যঙ্গার্থ

১০. অঞ্চল শব্দটি শাড়ির পাড় না বুঝিয়ে এলাকা বোঝালে অর্থের কী ধরনের পরিবর্তন হয়?
ক) অর্থপ্রসার খ) অর্থসংকোচ গ) অর্থের উন্নতি ঘ) অর্থের অবনতি

১১. কোনটির অর্থ পক্ব অর্থে প্রকাশ পায়?
ক) পাকা বাড়ি খ) পাকা রং গ) পাকা কাজ ঘ) পাকা আম

১২. মৃগয়া শব্দের দ্বারা হরিণ বোঝালে অর্থের কী ধরনের পরিবর্তন হয়?
ক) অর্থপ্রসার খ) অর্থসংকোচ গ) অর্থ-বদল ঘ) অর্থের উন্নতি

১৩. 'সাহায্যের অভাবে স্কুলটি উঠে গেছে।' বাক্যে 'উঠে' শব্দের অর্থ–
ক) ভেঙে পড়া খ) বন্ধ হওয়া গ) স্থানান্তরিত হওয়া ঘ) উন্নতি করা

১৪. 'মাথা ঘামানো' শব্দে মাথা কী অর্থে প্রয়োগ হয়েছে?
ক) দায়িত্ব গ্রহণ খ) মাথা ব্যথা গ) মাথা দেওয়া ঘ) ভাবনা করা

১৫. 'কার্য বিরতি' অর্থে 'হাত' শব্দের ব্যবহার কোনটি?
ক) হাত টান খ) হাত ছাড়া গ) হাত গুটানো ঘ) হাত করা

OMR				
০১. ক খ গ ঘ	০২. ক খ গ ঘ	০৩. ক খ গ ঘ	০৪. ক খ গ ঘ	০৫. ক খ গ ঘ
০৬. ক খ গ ঘ	০৭. ক খ গ ঘ	০৮. ক খ গ ঘ	০৯. ক খ গ ঘ	১০. ক খ গ ঘ
১১. ক খ গ ঘ	১২. ক খ গ ঘ	১৩. ক খ গ ঘ	১৪. ক খ গ ঘ	১৫. ক খ গ ঘ

Answer							
১৫.গ	১৪.ঘ	১৩.খ	১২.খ	১১.ঘ	১০.ক	০৯.ক	০৮.ক
০৭.গ	০৬.ক	০৫.ঘ	০৪.খ	০৩.খ	০২.গ	০১.গ	

CamScanner

JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS

অধ্যায় ৩০ বাগ্‌ধারা

বাগ্‌ধারার সংজ্ঞা ও অভিমত

বাগ্‌ধারা : 'বাগ্‌ধারা' অর্থ : বাচনরীতি বা কথার ধারা। এর ইংরেজি প্রতিশব্দ Idiom. সাধারণত যে শব্দ বা শব্দসমষ্টি কিংবা বাক্যাংশ শুধু আভিধানিক অর্থে ব্যবহৃত না হয়ে বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ অর্থ প্রকাশ করে, তাকে বাগ্‌ধারা বা বাগ্‌বিধি বলে। বাক্যের বর্ণ যখন বাচ্যার্থ বা আক্ষরিক অর্থ ছাপিয়ে বিশেষ কোনো অর্থ প্রকাশ করে, তখন তাকে বাগ্‌ধারা বলে। বাগ্‌ধারা প্রয়োগে ভাষা প্রাণবন্ত হয় এবং বাক্য অধিক ব্যঞ্জনা সৃষ্টি করতে পারে। বাগ্‌ধারা যেহেতু আক্ষরিক অর্থ ধারণ করে না, সেহেতু বাগ্‌ধারা ঠিক কী অর্থ প্রকাশ করে তা ব্যবহারকারীকে সে ব্যাপারে সচেতন থাকতে হয়। বাগ্‌ধারা এক অর্থে অতীত কালের সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ঘটনার স্মারক। বাক্যকে বিশেষ ব্যঞ্জনা দান করাই এর কাজ। যেমন : আঘাটে জল খাওয়া – বাজে কাজ, ভুল কাজ বা অনুচিত কাজ করা।

- পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর বাংলা গদ্যে প্রথম বাগ্‌ধারার সার্থক প্রয়োগ ঘটান।

কতিপয় বাগ্‌ধারার দৃষ্টান্ত

অ

অ আ ক খ	প্রাথমিক জ্ঞান।
অকাল কুষ্মাণ্ড	অপদার্থ, অকেজো।
অক্কা পাওয়া	মারা যাওয়া।
অল্প বিদ্যা ভয়ংকরী	সামান্য বিদ্যার অহংকার।
অকালপক্ব	ইঁচড়ে পাকা।
অহিনকুল সম্বন্ধ	ভীষণ শত্রুতা।
অগাধ জলের মাছ	সুচতুর ব্যক্তি।
অদৃষ্টের পরিহাস	ভাগ্যের খেলা/নিষ্ঠুরতা।
অর্ধচন্দ্র	ঘাড় (গলা) ধাক্কা দেওয়া।
অক্ষরে অক্ষরে	সম্পূর্ণভাবে, যথাযথ।
অগ্নি পরীক্ষা	কঠিন পরীক্ষা।
অনুরোধে ঢেঁকি গেলা	পরের অনুরোধে কষ্ট স্বীকার করা।
অকূল পাথার	সীমাহীন বিপদ, মহাসংকট।
অন্তিম যাত্রা	চিরকালের মতো যাওয়া, শেষ যাত্রা।
অগ্নিশর্মা	অত্যন্ত রেগে গেছে এমন, অতিক্রুদ্ধ।
অনধিকার চর্চা	হস্তক্ষেপ করা।
অন্ধের নড়ি, অন্ধের যষ্টি	একমাত্র অবলম্বন, অসহায়ের সহায়।
অন্ধকার দেখা	বিপদে দিশেহারা হওয়া।
অন্ধকারে ঢিল ছোড়া	পুরোপুরি আন্দাজে কাজ করা।
অমাবস্যার চাঁদ	দুর্লভ বস্তু, যাকে কদাচিৎ দেখা যায়।
অরণ্যে রোদন	নিষ্ফল আবেদন, বৃথা আবেদন।
অকাল কুসুম	অসম্ভব জিনিস।
অষ্টকপালে	হতভাগ্য।
অষ্টমঙ্গলা	আনন্দের রেশ থাকা অবস্থা।
অতি চালাকের গলায় দড়ি	বেশি চালাকির অশুভ পরিণাম।
অন্তর টিপুনি	গোপন ইশারা।
অঙ্গ জল হওয়া	শীতল হওয়া।
অলসের বৃত্তি	আলস্যেমি, কুঁড়েমি।
অতি দর্পে হত লঙ্কা	অহংকারে পতন।
অথৈ জলে পড়া	মহাবিপদে পড়া।
অকটাবিকট	ছটফটানি, আঁকুপাঁকু।
অকড়িয়া	টাকাপয়সা বেশি নেই এমন, ধনহীন।
অকালবোধন	অসময়ে আবির্ভাব।
অকালের বাদলা	অসময়ে বিপদ, অপ্রত্যাশিত বাধা।
অগত্যা মধুসূদন	অনন্যোপায় হয়ে, বাধ্য হয়ে।
অগাকান্ত, অগাচণ্ডী	নিরেট বোকা (লোক)।
অন্তুপ-ন্তাড়না	আঘাত, অন্তর্গত আঘাত।
অনন্তশয্যা	শেষ শয্যা
অষ্টব্রজ সম্মেলন	প্রতিভাধর ব্যক্তিদের সমাবেশ।
অন্ধিসন্ধি	ফাঁকফোকর, গোপন তথ্য, ভেতরের রহস্য।

অন্নজল ওঠা	আয়ু শেষ হওয়া, চাকরি শেষ হওয়া।
অপোগণ্ড	নাবালক।
অবরেসবরে,অবুরেসবুরে	কখনো-সখনো, কালে-ভদ্রে, সময়ে-অসময়ে।
অলছ-তলছ	উদ্দাম, বাধাবন্ধনহীন, উচ্ছল।
অক্ষয় বট	প্রাচীন ব্যক্তি।
অশ্বমেধ যজ্ঞ	বিপুল আয়োজন, রাজকীয় আয়োজন।
অষ্টরম্ভা	কাঁচকলা, কিছুই-না।
অসূর্যম্পশ্যা	বাড়ির বাইরে বেরোয় না এমন।
অস্থির পঞ্চক বা পঞ্চম	বিমূঢ় ভাব, কিংকর্তব্যবিমূঢ়তা।
অচলায়তন	গোঁড়ামিপূর্ণ ও প্রগতিহীন প্রতিষ্ঠান।
অন্ন ধ্বংস করা	জমানো ধন নষ্ট করা।
অজ পাড়াগাঁ	একেবারে গ্রাম।
অন্ধের হাতি দেখা	পরিষ্কার ধারণা ছাড়া পর্যালোচনা।
অকণ্টকে	নির্বিঘ্নে, নিরুপদ্রবে।
অকূল কাণ্ডারি	বিপদ থেকে যিনি রক্ষা করেন, উদ্ধারকারী।
অকূলে কূল পাওয়া	চরম বিপদের মধ্যে আশার সন্ধান পাওয়া।
অকূলে ভাসা	ভীষণ সংকটে পড়ে দিশাহারা হওয়া।
অখাদ্যে অবদ্যে	জঘন্য, যাচ্ছেতাই, বাজে।
অগা মেরে যাওয়া	বোকা হয়ে যাওয়া, অকর্মণ্য হয়ে যাওয়া।
অগ্নিবাণ	বাণের মতো তীক্ষ্ণ ও যন্ত্রণাদায়ক গ্রীষ্মের তাপ।
অঘটন-ঘটন-পটীয়সী	যে স্ত্রীলোক অঘটন বা অসাধ্য সাধনে পটু।
অঞ্চলপ্রভাব	স্ত্রীর প্রভাব।
অঞ্চলের নিধি	যে-সম্পদ আঁচলে ঢেকে সুরক্ষিত রাখতে হয়।
অড়বড় সড়বড়/অগড়-বগড়	অর্থহীন ও দ্রুত উচ্চারিত কথা।
অদানে অব্রাহ্মণে	আজেবাজে কাজে, বাজে ব্যাপারে।
অধমে অধমে	মন্দের সঙ্গে মন্দে, খারাপের সঙ্গে খারাপে।
অনধিকার প্রবেশ	বিনা অনুমতিতে প্রবেশ।
অনভ্যাসের ফোঁটা	অনভ্যস্ত সৌভাগ্য, নতুন সৌভাগ্য কিন্তু অনভ্যাসের জন্য স্বাভাবিকভাবে গ্রহণ করা যায় না।
অনলে জল পড়া	ক্রোধ প্রশমিত হওয়া, রাগ পড়ে যাওয়া।
অনুনয়-বিনয়	সনির্বন্ধ অনুরোধ, অনুরোধ-উপরোধ।
অন্ধগলি	কানা গলি, যে-গলি কিছুদূর গিয়েই শেষ হয়ে গেছে।
অন্ধবেগ	প্রচণ্ড গতি, বেপরোয়া গতি।
অন্ধ হওয়া	কারো দোষ দেখতে না পাওয়া।
অন্ধ্রেরন্ধ্রে	প্রতিটি কোণে, মনের প্রতিটি কোণে।
অন্নদাস	ভাত বা উদরান্নের জন্য যে দাসত্ব করে।
অন্নময় প্রাণ	যে প্রাণ অন্ন দিয়ে রক্ষা ও পুষ্ট হয়, স্থূল দেহ।
অন্ন (ভাত) মারা	চাকরি খাওয়া, জীবিকার উপায় বন্ধ করা।
অপাট করা	বিশৃঙ্খল করা, এলোমেলো করা।
অভদ্রা লাগা	বাধা বা বিঘ্ন ঘটা, অকল্যাণ হওয়া।
অভিমন্যুর ব্যূহ	যেখানে ঢোকা সহজ কিন্তু বেরোনো কঠিন।

JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS

অমুক তমুক	এটা-সেটা, এটা-ওটা।
অরুচে অরুচি	ভালো জিনিসে অনিচ্ছা।
অলক চেখে বেড়ানো	ক্রমাগত জায়গা বা চাকরি বদল করা।
অলুনে	অশুভসূচক, অমঙ্গলজনক, অপয়া।
অলক্ষীর দশা	ভাগ্যহীনতা, দুর্দশা, দারিদ্র্য।
অলক্ষীর দৃষ্টি	অভাব-অনটন, দুঃখ-দারিদ্র্য।
অলজেয়ে	অল্পায়ু, বেশিদিন বাঁচে না এমন।
অলবড়ে, অলবড়্যে	অগোছালো, এলোমেলো স্বভাববিশিষ্ট।
অল্প জলের মাছ	অল্প পুঁজিবিশিষ্ট লোক।
অষ্টমের পেয়াদা	কর্তব্য পালনে যে অতিরিক্ত কঠোরতা দেখায়।
অষ্টাবক্র	কুৎসিত গড়নবিশিষ্ট, বাঁকা শরীরবিশিষ্ট।
অসাধ্যসাধন	সুকঠিন কাজ সম্পাদন।
অস্তিনাস্তি	থাকা বা না-থাকা, অস্তিত্ব বা অনস্তিত্ব।
অস্ত্র ত্যাগ	শত্রুকে অস্ত্রের দ্বারা আঘাত না করার সিদ্ধান্ত।
অস্থিচর্মসার	অত্যন্ত কৃশ বা শীর্ণ।

আ

আঁতে ঘা	খুব কষ্ট।
আটকপালে	হতভাগ্য।
আকাশ কুসুম	অসম্ভব কল্পনা।
আমড়া কাঠের ঢেঁকি	অপদার্থ।
আদায় কাঁচকলায়	ঘোর শত্রুতা।
আদালের ঘরের দুলাল	অতি আদরে কিন্তু বখাটে ছেলে।
আকাশে তোলা	অতিরিক্ত প্রশংসা করা।
আদা জল খেয়ে লাগা	উঠে পড়ে লাগা, প্রাণপণে চেষ্টা করা।
আকাশ-পাতাল	দুস্তর ব্যবধান।
আগুন নিয়ে খেলা	ভয়ঙ্কর বিপদ, বিপজ্জনক হওয়ার আশঙ্কা তৈরি করা।
আমতা আমতা করা	ইতস্তত করা, দ্বিধা করা।
আমতা আমতা করা	ইতস্তত করা, দ্বিধা করা।
আকাশ ভেঙে পড়া	ভীষণ বিপদে পড়া।
আক্কেল সেলামি	নির্বুদ্ধিতার দণ্ড।
আকাশের চাঁদ হাতে পাওয়া	দুর্লভ বস্তু প্রাপ্তি।
আক্কেল গুড়ুম	হতবুদ্ধি অবস্থা।
আকুল ফুলে কলাগাছ	হঠাৎ বড়োলোক হওয়া।
আষাঢ়ে গল্প	আজগুবি গল্প, উদ্ভট গল্প।
আকাশ থেকে পড়া	না জানার ভান করা।
আখাম্বা	বেখাপ্পা, বেমানান।
আমড়াগাছি করা	তোষামোদ/প্রশংসা করা।
আদার ব্যাপারি	সাধারণ লোক।
আদ্যোপি পুতুল	আদুরে অকর্মণ্য।
আনাড়ি	অপটু, অনভিজ্ঞ।
আলেয়ার আলো	দুর্লভ বস্তু।
আকাট মূর্খ	নিরেট বোকা।
আঁচল ধরে বেড়ানো	ব্যক্তিত্বহীন।
আঁটকুড়া/আঁটকুড়ো	নিঃসন্তান।
আকাল-মাকাল	প্রকাণ্ড, বিরাট আকারের।
আকাশ ধরা	বৃষ্টি বন্ধ হওয়া।
আকাশে থুতু ফেলা	নিজেরই ক্ষতি করা।
আক্কেলমন্ত, আক্কেলমন্দ	বিজ্ঞ।
আগুনে ঘি ঢালা	উত্তেজনা সৃষ্টি করা।
আচাভুয়ার বোম্বাচাক	অদ্ভুত বিষয়, অসম্ভব ব্যাপার।
আটাশে ছেলে	দুর্বল ও অক্ষম।
আঠারো মাসে বছর	দীর্ঘসূত্রিতা।
আঠারো আনা	বাড়াবাড়ি।
আড়ংঘাটা/আড়ংঘাট	নৌকোঘাট, খেয়াঘাট।

আতান্তরে পড়া	বিপদে পড়া, অসুবিধাজনক অবস্থায় পড়া।
আতারি কাতারি	যন্ত্রণা, ছটফটে ভাব, কাতরানি।
আদমের কাল	সুদূর অতীতকাল, সুপ্রাচীন কাল।
আদাড়ের হাঁড়ি	অনাদৃত লোক, সামান্য লোক, বাজে লোক।
আদিখ্যেতা	ন্যাকামি।
আমগন্ধি	কাঁচাগন্ধযুক্ত।
আমি আমি করা	আত্মপ্রশংসা করা।
আর আর	অন্যান্য।
আয়োসুয়ো	এয়ো অর্থাৎ সধবা স্ত্রীলোকের দল।
আড়াদে ফুটকড়াই/আটখানা	হেসে কুটিকুটি।
আউলিয়া চাঁদ	বিচলিত ব্যক্তি।
আইঢাই	ছটফট করা, শারীরিক অস্বস্তিকর ভাব।
আইবুড়ো পথ ভাঁড়ানো	যে পথে বর বিয়ে করতে যায় সেই পথে না ফেরা।
আইহাঁড়ি	বিবাহাদি শুভ কাজে ব্যবহৃত মাঙ্গলিক হাঁড়ি।
আউপাতালি, আউপাতালে	সহজেই যে কেঁদে আকুল হয়, কাঁদুনে।
আক্কেল দাঁত	বুদ্ধির পরিপক্বতা।
আঁখান (আটখান) করা	টুকরো টুকরো করা।
আজবখানা	জাদুঘর।
আধা খেঁচড়া	বিশৃঙ্খলা।
আয়াস ঘর	বিশ্রাম ঘর।
আড়শিতে পড়শিকে দেখা	নিজের মতো করে অন্যকে দেখা।
আগাপাছতলা	আদ্যন্ত; আগাগোড়া।
আগড়-বাগড়, আগড়ম-বাগড়ম	অর্থহীন বা আবোল-তাবোল কথা।
আগুন লাগা সংসার	ক্ষয়িষ্ণু সংসার।
আবোল তাবোল	বাজে কথা।
আড়াই অক্ষর	অল্প কথায়।
আগুপ্রুতি	কিংবদন্তি।
আত্ম-গরজি	স্বার্থপর।
আড়ি পাতা	আড়ালে লুকিয়ে শোনা।
আঁটি চোষা	সারবস্তু কিছুই না পাওয়া।
আমড়া করা	ক্ষতি করতে না পারা।
আঁতি পাঁতি	প্রতিটি জায়গায়, পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে।
আড়াআড়ি	শত্রুতা।
আলাভোলা	সাদাসিধে।
আদুরে গোপাল	অতিরিক্ত আদর পায় এমন ছেলে।
আপন কোলে ঝোল টানা	স্বার্থরক্ষা করা।
আওয়াই ওঠা	জনরব ওঠা, গুজব ওঠা।
আঁওল ভাঙা	প্রসব করা।
আঁককাটা	আঁচড় দেওয়া।
আঁক ধরা	কোনো কিছুতে কালো দাগ পড়া।
আঁকড়া-আঁকড়ি	টানাটানি।
আঁকুপাঁকু, আঁকুবাঁকু	ব্যস্ততার ভাব, ছটফটানি।
আঁখিঠার	চোখের ইশারা।
আঁখি মোদা	চোখ বন্ধ করা, চোখ বোজা।
আঁচ করা	অনুমান করা, আন্দাজ করা, আভাস পাওয়া।
আঁচল ধরা	বশীভূত থাকা (বিশেষত স্ত্রীর অথবা মায়ের)।
আঁচে থাকা	সুযোগের অপেক্ষায় থাকা।
আঁজলপাঁজল করা	গা ঝাড়া দেওয়া, ঝাঁকুনি দেওয়া।
আস্তাকুঁড়ের পাতা	নীচ বা হেয় ব্যক্তি, আবর্জনা।
আঁটুনি কযুনি সার	নিষ্কর্মার আড়ম্বর, কাজের কিছুই নয় কেবলই আড়ম্বর।
আঁটুবাঁটু	জড়োসড়ো, চলনে বাধা।
আঁতিপাঁতি	পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে, ভালোভাবে।
আঁতুআঁতু/আঁতুপুঁতু করা	অতিরিক্ত সাবধানতা দেখানো।
আঁতুড়ে খোকা	সদ্যোজাত ছেলে।
আঁদরু-পেঁদরু	সাহেবিয়ানার নকল করে এমন দেশীয় খ্রিস্টান।

JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS

আঁধার ঘরের মানিক	অত্যন্ত প্রিয়জন।
আঁধারে আলো	বিপদে উদ্ধারের আশা।
আককুটে	অমিতব্যয়ী, বেহিসাবি।
আকচকানো	থতমত খাওয়া, হকচকিয়ে যাওয়া।
আকচা-আকচি	কাড়াকাড়ি, রাগারাগি, হিংসাহিংসি।
আকাল-কেঁড়ে	দীনহীন ভিখারি।
আকৃতি-প্রকৃতি	আকারে-ইঙ্গিতে প্রকাশ।
আকুলি-বিকুলি	আন্তরিক আগ্রহ।
আক্কেল দাঁত ওঠা	বুদ্ধি পেকে ওঠা, বুদ্ধি পরিপক্ব হওয়া।
আখুটে	অত্যন্ত বায়না করে এমন, আবদেরে।
আগড়ুম-বাগড়ুম	অর্থহীন অসংলগ্ন কথা।
আগলদার	পাহারা দেওয়ার জন্য নিযুক্ত লোক।
আগল ভাঙা	বাধানিষেধ অগ্রাহ্য করা।
আঙুল কামড়ানো	আফসোস করা।
আচম্বিতের ব্রত	হঠাৎ ব্রত উদ্যাপন।
আচার-বিচার	সদবিবেচনা, নিয়মশৃঙ্খলা।
আচাল-কুচাল	চালচলন, খারাপ ব্যবহার।
আজোড়-জোড়ন	অসম্ভবকে সম্ভব করা, অঘটন ঘটানো।
আজাআজি	কোলাকুলি, জাপটাজাপটি।
আজাম হওয়া	সুসম্পন্ন হওয়া, নির্বিঘ্নে পালিত হওয়া।
আটঘাট বাঁধা	সবদিক থেকে আত্মরক্ষা।
আটকে বাঁধা	অর্থ দিয়ে সুবিধা আদায় করা।
আটখানার পাঁচখানা	নানারকম জিনিসের মধ্যে একটি বা প্রথমটি।
আটপহর, আটপর, আটপ্রহর	অষ্টপ্রহর, সারা দিনরাত।
আটপিঠে, আটপিটে	চৌকশ, সবদিকে পটু।
আঠারো ঘা	নানান ফ্যাসাদ বা ঝামেলা।
আঠারো পর্ব মহাভারত	দীর্ঘ কাহিনি।
আড়ংধোলাই	কোরা কাপড়ের রং ও মাড় তুলে কেচে সাদা করা।
আড়কালা	এক কানে কালা।
আড়বাড়	সমস্ত জায়গায়, এদিক-ওদিক।
আড় বুঝ, আড়বুঝো	একগুঁয়ে।
আড্ডা গাড়া	কোনো জায়গায় অস্থায়ীভাবে বাসা বাঁধা।
আথিবিথি	ব্যস্ত হয়ে, তাড়াহুড়ো করে।
আথালি পাথালি	এদিকে ওদিকে, ব্যাকুল হয়ে।
আদাড় পাদাড়	বাড়ির পেছনে জঞ্জাল ফেলার জায়গা।
আদালত করা	মামলা করা, কেস করা।
আদুড়চুলি	ঘোমটা খোলা।
আদ্যিকালের বদ্যিবুড়ো	খুব বয়স্ক লোক, অভিজ্ঞ ও বুড়ো লোক।
আধধেড়ে	আধাবয়সি, আধাবুড়ো।
আধমরা	খুব কৃশ বা রোগাটে।
আনকোরা	একেবারে নতুন, এখনো ব্যবহৃত হয়নি এমন।
আনাড়ি	অপটু, অনভিজ্ঞ।
আনপুড়ি	গাত্রদাহ, হিংসা।
আনাই-ধানাই	আবোল-তাবোল, আগড়ুম-বাগড়ুম।
আণ্ডাবাচ্চা, আণ্ডাবাচ্ছা	গর্ভের সন্তান এবং কোলের সন্তান।
আপকেওয়াস্তে	হুকুম তামিল করাই যার কাজ এমন, চাটুকার।
আপখোরাকি	কেবল বেতনই পাওয়া যায় এমন।
আপন কথাই পাঁচকাহন	কেবল নিজের প্রসঙ্গ বা প্রশংসা।
আপন খাওয়া	আত্মহত্যা করা, নিজেরই ক্ষতি ডেকে আনা।
আপসে দেওয়া	মেরে শেষ করে দেওয়া, প্রচণ্ড মারধর করা।
আবর্জি-পাবর্জি	আবর্জনা, নোংরা, ময়লা জিনিস।
আবড়-তাবড়	আবোলতাবোল, অর্থহীন কথা।
আবাগির ব্যাটা	অভাগীর ছেলে, হতভাগিনীর ছেলে।
আবাথাবা	কোনোরকমে করা হয় এমন, যেমন-তেমন।
আমহাঁড়ি	কাঁচা মাটির হাঁড়ি।

আলগা মুখ	অসংযত, অশ্লীল কথা বলার অভ্যাস।
আলগোছ	অসংলগ্ন, অন্য সব কিছু থেকে আলাদা।
আলপটকা	আকস্মিকভাবে, আচমকা, হঠাৎ।
আলসে-কুঁড়ে	খুব অলস।
আলাদিনের প্রদীপ	অত্যাশ্চর্য জিনিস।
আলায়-বালায়	যেখানে-সেখানে, অস্থানে-কুস্থানে।
আলুর দোষ	মেয়েদের প্রতি অত্যধিক দুর্বলতা, চরিত্রের দোষ।
আলুবাজ	মেয়েদের সঙ্গে মাখামাখি করা যার স্বভাব।
আষাঢ়ের বেলা	দীর্ঘস্থায়ী বেলা, যে-বেলা অনেকক্ষণ স্থায়ী হয়।
আসতে-যেতে গলা কাটা	সবদিক থেকে ঠকানো।
আসনপিঁড়ি	'বাবু' হয়ে বসা।
আসরে নামা	আবির্ভূত হওয়া, কর্মক্ষেত্রে অবতীর্ণ হওয়া।

ই

ইঁচড়ে (এঁচড়ে) পাকা	অকালপক্ব, অল্প বয়সেই পেকে গেছে এমন।
ইতরবিশেষ	সামান্য পার্থক্য, অল্প-স্বল্প তফাত।
ইঁদুর কপালে	নিতান্ত মন্দ ভাগ্য।
ইদের চাঁদ	কাঙ্ক্ষিত বস্তু।
ইতুনিদকুঁড়ে	অলস, দীর্ঘসূত্রী।
ইন্দ্রপতন	বিখ্যাত ব্যক্তির মৃত্যু।
ইলশে গুঁড়ি	গুঁড়ি গুঁড়ি বৃষ্টি।
ইষ্টনাম জপা (জপ করা)	ভয়ে ভগবানকে স্মরণ করা।
ইঁদুরের কলে পড়া	লোভ করতে গিয়ে ফাঁদে পড়া।
ইগল স্বভাব	হিংস্র প্রকৃতির।
ইঁদুর দৌড়	শৃঙ্খলাহীন/স্বার্থসিদ্ধির জন্য বেপরোয়া প্রতিযোগিতা।
ইকড়ি-মিকড়ি	ছোটোদের খেলাবিশেষ।
ইটিসিটি	এ-জিনিস সে-জিনিস।
ইতিকথা	কাহিনি।
ইন্দ্রের শচী	যিনি যখন যাঁর কাছে থাকেন তখন তাঁরই।
ইয়ত্তা না থাকা	সীমা না থাকা।
ইয়ারবকশি	বন্ধুবান্ধব।
ইয়ারের টেক্কা	বয়স্য বা বন্ধুবান্ধবদের মধ্যে প্রধান।
ইল্লতে (ইল্লুতে) কাণ্ড	নোংরা ব্যাপার, নোংরা কাণ্ড।
ইসক্রুপের প্যাঁচ	কুটিল বুদ্ধি, মনের কুটিলতা ও বক্রতা।
ইস্তফা দেওয়া	পদত্যাগ করা, শেষ করা।

উ

উঁচকপালি	কুশ্রী / মন্দভাগ্যবিশিষ্টা নারী।
উলুবনে মুক্ত ছড়ানো	অস্থানে মূল্যবান দ্রব্য প্রদান।
উড়ো কথা	গুজব।
উনিশ-বিশ	সামান্য পার্থক্য।
উড়নচণ্ডী, উড়নচণ্ডে	অপব্যয়ী, বেহিসেবি।
উড়ে এসে জুড়ে বসা	অপ্রত্যাশিতভাবে এসেই জেঁকে বসা।
উত্তম-মধ্যম	মারধর, পিটুনি, প্রহার।
উড়ো চিঠি	বেনামি পত্র।
উজল-পাঁজল	উথালপাথাল, ওলটপালট।
উকর-ধাকর	এলোপাথাড়ি।
উজানের কৈ	সহজলভ্য।
উড়নপেকে	অমিতব্যয়ী, অপব্যয়ী।
উদোর পিণ্ডি বুদোর ঘাড়ে	একজনের দোষ আর একজনের কাঁধে চাপানো।
উলুখাগড়া	গুরুত্বহীন লোক।
উপোসি ছারপোকা	অত্যন্ত অভাবগ্রস্ত লোক।
উনকোটি চৌষট্টি	প্রায় সম্পূর্ণ, কিছুই বাদ যায় না এমন।
উনপঞ্চাশ বায়ু	পাগলামি, খ্যাপামি।
উনপাঁজুরে	অপদার্থ।
উঁচকপালে	ভাগ্যবান পুরুষ।
উভয় সংকট	দুদিকে বিপদ।

JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS

CamScanner

JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS

উঠে পড়ে লাগা	প্রাণপণে চেষ্টা করা।
উচ্ছের ঝাড়	খারাপ বংশ।
উঠতির ওঠা	অবস্থাপন্ন হওয়া, শ্রীবৃদ্ধিযুক্ত হওয়া।
উদ্দেশ	খোঁজখবর, সন্ধান।
উজান বাওয়া	উলটো দিকে যাওয়া।
উজান-ভাটি	স্রোতের অনুকূল ও প্রতিকূল দিক।
উজানি বেলা	পূর্বাহ্ণ, সকালবেলা।
উজিয়ে যাওয়া	স্রোতের বা গতির বিপরীত দিকে যাওয়া।
উঠতে বসতে	যখন-তখন।
উঠতি-মুখ	উন্নতির সূচনা।
উঠান চষা	অপমান ও অপদস্থ করা, পীড়ন বা অত্যাচার করা।
উচ্ছন্ন ওঠা	নিশ্চিহ্ন হওয়া।
উড়ু উড়ু করা	অস্থির ভাব।
উড়ো খই	খরচ হয়ে যাওয়া বা হাত থেকে বেরিয়ে যাওয়া জিনিস।
উতরে যাওয়া	অতিক্রম করা, কার্যোদ্ধার করা, নিস্তার পাওয়া।
উনপাঁজুড়ে	অকর্মণ্য, আলসে, নির্বোধ।
উদোমাদা/ উদোমারা	অতি সরল ও বোকাসোকা, বোধবুদ্ধিহীন।
উদ্দেশ পাওয়া	সন্ধান পাওয়া।
উপচা-উপচি	ভরপুর, ছাপিয়ে গেছে এমন।
উপরওয়ালা	উপরে স্থিত, উচ্চপদস্থ।
উপর-টান	মৃত্যুর পূর্বলক্ষণস্বরূপ শ্বাস ওঠা।
উপর-নিচ করা	ক্রমাগত ওঠানামা করা।
উপর-পড়া	অনধিকার-চর্চা করে এমন।
উপরোধ-অনুরোধ	অনুনয়-বিনয়, বারবার অনুরোধ।
উপরোধে ঢেঁকি গেলা	অনুরোধ এড়াতে না পেরে কঠিন ও দুঃসাধ্য কাজে হাত দেওয়া।
উপায় করা	আয় করা, বিহিত করা, ব্যবস্থা করা, পথ বার করা।
উপুড়হস্ত করা	দান করা।
উরুবল	বলবান।
উবরানো, উবরে যাওয়া	বাড়তি হওয়া, উদ্বৃত্ত হওয়া।
উলে যাওয়া	নেমে যাওয়া, হালকা হওয়া।
উসপিস করা	ছটফট করা, অস্থির হওয়া।
উস্কন-ফুস্কন করা	জ্বালাতন করা, অতিষ্ঠ করে তোলা।
ঊনপঞ্চাশে পাওয়া	পাগল হওয়া, ভীমরতি ধরা।

ঊ

ঊঢ়ী	পরিণয়, বিবাহ।
ঊর্ধ্বশ্বাস	দ্রুতগমন করা।
ঊর্মিমালী	সমুদ্র।

এ

এক ঢিলে দুই পাখি	এক প্রচেষ্টায় দুই ফল।
একচোখা	পক্ষপাতিত্ব, পক্ষপাতদুষ্ট।
এক মাঘে শীত যায় না	বিপদ একবারই আসে না।
এক কথার মানুষ	দৃঢ় সংকল্পবদ্ধ ব্যক্তি।
এক ক্ষুরে মাথা মুড়োনো	সমান অপরাধে অপরাধী হওয়া/ একই দলভুক্ত
একাদশে বৃহস্পতি	সৌভাগ্য, মহাসৌভাগ্য।
এলোপাতাড়ি	বিশৃঙ্খলা।
এলাহি কাণ্ড	বিরাট ব্যাপার।
এস্পার-ওস্পার	মীমাংসা, চূড়ান্ত মীমাংসা।
এণ্ডায় গণ্ডায়	গোঁজামিল দেওয়া।
এককে একুশ করা	সামান্য বা তুচ্ছ জিনিসকে অযথা বাড়ানো।
এক ডাকের পথ	কাছাকাছি।
এক গোয়ালের গরু	এক শ্রেণিভুক্ত।
এক যাত্রায় পৃথক ফল	একই কাজের ভিন্ন প্রাপ্তি।
এক বনে দুই বাঘ	প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বী।
এক ছাঁচে ঢালা	একই রকম, হুবহু, একরকম।
এক লহমায়	এক মুহূর্তে, এক পলকে।
একহাত নেওয়া	রাগ দেখানো, জব্দ করা।
এক কথা	যে কথার নড়চড় হয় না, অনড় কথা।
এক কাজের কাজি	এক পেশায় নিযুক্ত লোক।
একাট্টা	একজোট, দলবদ্ধ।
এক কাঠি সরেস	আরো খারাপ, এক ধাপ খারাপ।
এক কাপড়ে	তৎক্ষণাৎ, সঙ্গে সঙ্গে, বিন্দুমাত্র দেরি না করে।
এক করতে আর এক	এলোমেলো করা।
এক গেলাসের ইয়ার	অন্তরঙ্গ বন্ধু।
এক পা জলে এক পা স্থলে	অনিশ্চিত অবস্থা।
একপেশে/ এক চোখা	পক্ষপাতদুষ্ট।
একবগ্গা	একগুঁয়ে, একরোখা।
একরত্তি	খুব ছোটো।
একহারা	ছিপছিপে।
একলষেঁড়ে	একা থাকতে ভালোবাসে এমন, অসামাজিক।
একা ঘরের গিন্নি	সম্পূর্ণ কর্তৃত্ব।
একাই এক-শো	অত্যন্ত ক্ষমতাশালী।
একানড়ে	একপেয়ে বা খোঁড়া ভূতবিশেষ।
একূল-ওকূল দু-কূল যাওয়া	আশ্রয় বা সম্বল হারানো।
এগুলে রাম পেছুলে রাবণ	উভয় সংকট।
এণ্ডাবাচ্চা, এণ্ডিগেণ্ডি	ছেলেমেয়ে বা সন্তানের দল।
এলাকাঁড়ি দেওয়া	মনোযোগ না দেওয়া।
এলে দেওয়া	আলগা বা শিথিল করা, আশা-ভরসা ত্যাগ করা।
এলেবেলে	বাজে, নিকৃষ্ট।
এঁড়েতর্ক	যুক্তিহীন তর্ক।

ও

ওজন বুঝে চলা	মর্যাদা ও গুরুত্ব বুঝে চলা, আত্মসম্মান রক্ষা করা।
ওলা-ওঠা প্রতি ঘরে	মহামারি।
ওঝার ঘাড়ে ভূত	বিপদ যে দূর করবে তারই বিপদ।
ওষুধ পড়া	ব্যবস্থা নেওয়া।
ওষুধ করা	গুণ/বশ করা।
ওঝার বেটা বনগরু	পণ্ডিতের মূর্খ পুত্র।
ওঠ ছুঁড়ি তোর বিয়ে	ভাবনা চিন্তার সময় বা অবকাশ না দেওয়া।
ওড়ন-পাড়ন	পেতে শোবার ও গায়ে দেবার চাদরজাতীয় বস্ত্র।
ওত-আত	ঘাঁতঘোঁত, অন্ধিসন্ধি।
ওত করা (পাতা)	সুযোগের অপেক্ষায় থাকা।
ওতেঘাতে চলা	ঘাঁতঘোঁত বুঝে সাবধানে চলা।
ওম দেওয়া, উম দেওয়া	তাপ দেওয়া।
ওর-ঘোর, ওর-পার	সীমা, শেষ, একশেষ।
ওলা-ওঠা	কলেরা রোগ, পাতলা পায়খানা ও বমি।
ওষুধ ধরা	কাঙ্ক্ষিত ফললাভ।

ক

কূপমণ্ডূক	ঘরকুনো, সীমাবদ্ধ জ্ঞানসম্পন্ন।
কেউকেটা	সামান্য।
কান কাটা	বেহায়া/নির্লজ্জ।
কাঁচা পয়সা	নগদ প্রচুর উপার্জন।
কলুর বলদ	একটানা খাটুনি।
কেতাদুরস্ত	পরিপাটি।
কপাল ফেরা	সৌভাগ্য লাভ।
কড়ায় গণ্ডায়	সম্পূর্ণ, পুরোপুরি, চুলচেরা হিসাব।
কথায় চিঁড়ে ভেজা	ফাঁকা বুলিতে কার্যসাধন।
কচুকাটা করা	নির্মমভাবে ধ্বংস করা।
কত ধানে কত চাল	প্রকৃত ব্যাপার, আসল ব্যাপার।
কথার কথা	অসার কথা, গুরুত্বহীন কথা।
কলমের খোঁচা	অনিষ্ট করার উদ্দেশ্যে লিখিত আদেশ।
কাঁচা পয়সা	নগদ উপার্জন।

JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS

CamScanner

JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS

কানখাড়া করা	শোনার আগ্রহ/সতর্ক হওয়া, ওত পেতে থাকা, মনোযোগী হওয়া।
কানপাতলা	সহজে বিশ্বাসপ্রবণ।
কান ভাঙানো	কুপরামর্শ দান।
কই (কে) মাছের প্রাণ	যা সহজে মরে না।
কাঁঠালের আমসত্ত্ব	অমূলক বা অসম্ভব জিনিস, অলীক বস্তু।
কাগজে-কলমে	লিখিতভাবে।
কাছা-খোলা/কাছাঢিলা	অসাবধান, এলোমেলো স্বভাবের।
কাটখোট্টা/ কাঠখোট্টা	রসকষহীন, নিরস ও অনমনীয়, নির্দয়।
কাঠের পুতুল	জড়পদার্থ, নির্জীব, অসার।
কিস্তিমাত করা	পূর্ণ সফলতা লাভ।
কুল কাঠের আগুন	দীর্ঘস্থায়ী মনঃকষ্ট। তীব্র জ্বালা।
কুয়োর ব্যাঙ	সংকীর্ণমনা লোক।
কোমর বাঁধা	দৃঢ় সংকল্প।
কেঁচে গণ্ডূষ করা	পুনরায় আরম্ভ করা।
কংস মামা	নির্মম আত্মীয়।
কতশত	অসংখ্য।
কথার মানুষ	কথা ঠিক রাখে এমন।
কড়িকাঠ গোনা	নিষ্কর্মা বসে থাকা।
কপাল ঠুকে লাগা	প্রত্যয় নিয়ে কাজ করা।
করে খাওয়া	জীবিকার উপায় বের করা।
কলা দেখানো	ফাঁকি দেওয়া।
কানখড়কে	যার কান খুব সজাগ।
কায়দা হওয়া	বশে আনা।
করাতের দাঁত	উভয় সংকট।
কেবলা হাকিম	অনভিজ্ঞ।
কচুবনের কলাচাঁদ	অপদার্থ।
কায়েতের ঘরের ঢেঁকি	অপদার্থ লোক।
কড়ি কপালে	ভাগ্যবান।
কলির সন্ধ্যা	কষ্ট বা দুর্দিনের সূত্রপাতমাত্র।
কথার ফুলঝুরি	বাক্‌পটুতা।
কচ্ছপের কামড়	যা সহজে ছাড়ে না।
কটু কাটব্য	তিরস্কার।
কচুপোড়া	কিছুই না, ঘোড়ার ডিম, অখাদ্য।
কড়ার ভিখারি	অতি দরিদ্র (লোক)।
কপোল-কল্পনা	মনগড়া কথা, অবাস্তব কল্পনা।
কলমির ঝাড়	বংশে বহু লোক।
ক-অক্ষর গোমাংস	সম্পূর্ণ মূর্খ।
কাষ্ঠ হাসি	কপট হাসি।
কাকস্নান	অসম্পূর্ণ গোসল।
কাটনার কড়ি	উপার্জন সামান্য।
কাবুতে পাওয়া	বাগে পাওয়া।
কাঁজি ভক্ষণ নামে গোয়ালা	হতভাগ্য।
কাক ভেজা	সম্পূর্ণ ভেজা।
কালেভদ্রে	কদাচিৎ।
কিল খেয়ে কিল হজম	অপমান গোপন করা।
কাগজে বাঘ	মিথ্যা জুজু।
কাজের থৈ না থাকা	কাজের সীমা না থাকা।
কাঠ-গোঁয়ার	অত্যন্ত একগুঁয়ে বা গোঁয়ার।
কাটা ঘায়ে নুনের ছিটে	এক কষ্টের উপর অন্য কষ্ট।
কানা গরুর ভিন্ন পথ	অযোগ্য অপদার্থ লোকের সুপথ ছেড়ে কুপথে যাওয়া।
কানি খাওয়া	একপাশে হেলে থাকা, পক্ষপাতিত্ব।
কানু ছাড়া গীত নাই	যাকে ছাড়া কোনো কাজ হয় না।
কলমি কাপ্তেন	দরিদ্র কিন্তু বিলাসি।
কার্তিকে ঝড়	অসময়ের ঝড়।
কালাপানি	দ্বীপান্তর দণ্ড বা নির্বাসন।

কিষ্কিন্ধ্যাকাণ্ড	হই হই ব্যাপার, তুমুল হট্টগোল।
কিপটের জাসু	অত্যন্ত কৃপণ।
কিম্ভূতকিমাকার	অদ্ভুত ও কুৎসিত।
কুঁচো বাসন	ছোটখাটো থালাবাটি।
কুবেরের ভাণ্ডার	অফুরন্ত ভাণ্ডার, অফুরন্ত ঐশ্বর্য।
কুমড়ো কাটা বটঠাকুর	অপদার্থ ও অকর্মণ্য লোক।
কুমিরের সন্নিপাত	অসম্ভব বা অবাস্তব ব্যাপার।
কুম্ভকর্ণের নিদ্রা	গভীর ঘুম, যে-ঘুম সহজে ভাঙে না।
কুম্ভীরাশ্রু	লোকদেখানো কান্না, কপট অশ্রু।
কুলোপানা চক্কর	সারহীন আড়ম্বর। অসমর্থ ব্যক্তির বৃথা আস্ফালন।
কেস কেরোসিন	ব্যাপার গুরুতর।
কড়ায় গণ্ডায়	জয়লাভ।
কেঁচে যাওয়া	পণ্ড হয়ে যাওয়া।
কেতাদুরস্ত	পরিপাটি।
কেষ্টবিষ্টু	গণ্যমান্য লোক, হোমরা চোমরা লোক।
কংস রাজার বদ ফরমাশ	অন্যায় ও অসম্ভব আদেশ।
কানকাটা	নির্লজ্জ।
কাঠবিড়ালের সাগর বাঁধা	বৃহৎ কাজে সামান্য কারো সাধ্যমতো সাহায্য করা।
কল্কে পাওয়া	পাত্তা পাওয়া।
কলা-বউ	অতিকায় লজ্জাশীলা নারী।
কংস মামার আদর	কৃত্রিম ভালোবাসা
কুলকাটব্য	তিরস্কার/গালাগালি।
কপাল পোড়া	হতভাগ্য।
কাঁটার জ্বালা	অসহ্য দুঃখ।
কলমের খোঁচা	লিখিত আদেশ।
কাপুড়ে বাবু	বাহ্যিক সভ্য/ভণ্ড।
কল্কি অবতার	অশুভ ধ্বংসকারী।
কানে তুলো দেওয়া	ভ্রুক্ষেপ করা।
কানে খাটো	যে কম শুনতে পায়।
কানে ঠেকা	শ্রুতিকটু ঠেকা।
কথার তুবড়ি ছোটা	অনর্গল কথা বলা।
কূর্ম অবতার	অলস।
কনে দেখা মেঘ	গোধূলি লগ্নের সময়(উজ্জ্বল আলোয় পাত্রী দেখার উপযুক্ত সময়)।
কীটস্য কীট	অতি নগণ্য ব্যক্তি।
কাকতাল	আকস্মিক।
কাঁচা বাঁশে ঘুণ ধরা	অল্প বয়সে বিগড়ানো।
কাঁচা হাত	অপক্ব।
কাঁচা ধানে মই দেওয়া	তৈরি জিনিস নষ্ট করা।
কথা চালা	রটনা করা।
কলা খাও	ব্যর্থ হও, ফাঁকিতে পড়ো।
কলির কেষ্ট	লম্পট ব্যক্তি, নষ্ট চরিত্রের লোক।
কস্তাকস্তি, কোস্তাকুস্তি	ধস্তাধস্তি, কষাকষি।
কস্তাপেড়ে	লাল রঙের পাড়ওয়ালা।
কলা করা	কিছুই করতে না পারা।
কথা বেচে খাওয়া	কথায় ভোলানো।
কপালের লিখন	অলঙ্ঘনীয়।
কথায় কথায়	প্রসঙ্গক্রমে।
কম্বলের লোম বাছা	অকেজো করা।
কচলা-কচলি	দর কষাকষি।
কথার নড়চড়	প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ।
কংসমামার আদর	নকল আদর, ভালোবাসার ভান করে ক্ষতি করা।
কচকচি, কচকচানি	তর্ক-বিতর্ক, বাদ-প্রতিবাদ।
কচাল পাড়া	অযথা বাকবিতণ্ডা।
কঞ্জুসের ভাতাখোর	অত্যন্ত কৃপণ লোক।
কড়কে দেওয়া	শায়েস্তা করা।

JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS

CamScanner

JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS

কড়া-ক্রান্তি হিসাব	খুব সূক্ষ্ম হিসাব।
কড়ে রাঁড়ি	বাল্যবিধবা।
কণ্ঠা বার (বের)	দুর্বল ও কৃশ হওয়া।
কণ্ঠী ছেঁড়া	বৈষ্ণব থেকে সমাজচ্যুত হওয়া।
কণ্ঠী-ধারণ	বৈষ্ণব হওয়া।
কথা দেওয়া	প্রতিশ্রুতি দেওয়া।
কথা না থাকা	নীরব থাকা।
কথা পাড়া	কথা বা প্রস্তাব উত্থাপন করা।
কথা রাখা	প্রতিশ্রুতি পালন করা, অনুরোধ রাখা।
কথায় চিঁড়ে ভেজে না	শুধু মধুর বাক্যে বা অনুরোধ-উপরোধে কাজ হয় না।
কথার ঝড়ন-পাড়ন	বাগাড়ম্বর।
কলকাঠি নাড়া	গোপনে কুপরামর্শ দেওয়া।
কপচানো	না বুঝে মুখস্থ-করা, বুলি আওড়ানো।
কপালগুণে গোপাল মেলে	দুর্ভাগ্যবশত অপদার্থ সন্তান হওয়া।
কপাল ফাটা	ভাগ্যহীন হওয়া, দুর্ভাগ্যগ্রস্ত হওয়া।
কপোত-কপোতী	প্রেমিক-প্রেমিকা।
কপোতবৃত্তি	দিন আনে দিন খায় এমন পরিস্থিতি।
কপোল-কল্পিত	মনগড়া।
কমলি ছাড়ে না	নাছোড়বান্দার পাল্লায় পড়া।
কম্বল-সম্বল	অতি দরিদ্র অবস্থা।
করিতকর্মা	কাজে পটু, সব কাজে পটু, চৌকশ।
কর্তাভজা	মোসাহেব, তোষামোদকারী।
কর্তার ইচ্ছায় কর্ম	প্রভুর নির্দেশে কাজ।
কর্ম কেয়াল হওয়া	কাজ হাসিল করা।
কর্মনাশা	সব কিছু পণ্ড করে এমন।
কল টিপে দেওয়া	আড়াল থেকে নির্দেশ বা প্ররোচনা দেওয়া।
কল পাতা	ফাঁদ পাতা।
কলের পুতুল	অন্যের অধীনে চলা।
কল্কে না পাওয়া	সুবিধা না পাওয়া, সম্মান না পাওয়া।
কালে ভদ্রে	কদাচিৎ।
কানে তোলা	শোনানো।
কানা মেঘ	যাতে বৃষ্টি হয় না।
কাঁটায় কাঁটায়	ঠিক সময়ে।
কাকতালীয়	আকস্মিক যোগাযোগজাত ঘটনা।
কাঞ্চনমূল্য	অতি উচ্চমূল্য।
কানাকড়ি	মূল্যহীন, এক পয়সাও না।
কাঠখড় পোড়ানো	অনেক কিছুর আয়োজন।
কাকের রাখা	কোথায় রেখেছে নিজে না জানা।
কান খড়কে	যার কান খুব সজাগ।
কায়দা হওয়া	বশে আসা।
কালো বাজারি	চোরা ব্যবসায়।
কাঁখে করা (নেওয়া)	কোলে নেওয়া।
কাঁচকলা	কিছুই নয়।
কাঁচকলা দেখানো	ফাঁকি দেওয়া।
কাঁচা আলে পা না দেওয়া	স্বেচ্ছায় কারো কোনো ক্ষতি না করা।
কাঁটা দিয়ে কাঁটা তোলা	এক শত্রুর সাহায্যে আর এক শত্রুকে জব্দ করা।
কাঁটা দেওয়া	বাধা দেওয়া।
কাঁড়াদাস	আকাট বোকা অথচ গোঁয়ার লোক।
কাঁদুনি গাওয়া	সকাতরে অনুযোগ বা দুঃখের কথা বলা।
কাক কাঁকুড় জ্ঞান না থাকা	বিভিন্ন জিনিসের মধ্যে তফাত বুঝতে না পারা।
কাক-জ্যোৎস্না	অস্পষ্ট জ্যোৎস্না, অস্বচ্ছ জ্যোৎস্না।
কাকনিদ্রা, কাকতন্দ্রা	অগভীর সতর্ক ঘুম, কপট ঘুম।
কাকের মুখে খবর পাওয়া	জনরব।
কাক পক্ষীর টের না পাওয়া	গোপনে কাজ শেষ করা।
কাকভোর	অতি প্রত্যুষ।
কাকের ছা বকের ছা	অত্যন্ত কুৎসিত হাতের লেখা।
কাপাকাপা	ছড়িয়ে-ছিটিয়ে, অপরিকল্পিতভাবে।
কাঙালি-বিদায়	দরিদ্র মানুষ ও ভিখারিদের অন্ন ও অর্থ দেওয়া।
কাঁচা হাত	অপটু।
কাছা-আলগা	অসাবধান, ঢিলেঢালা স্বভাবের।
কাছা-ধরা	তোষামোদকারী।
কাছারি করা	নিয়মিত আদালতে হাজির হওয়া।
কাজ সাবাড় হওয়া	কাজ শেষ বা সম্পন্ন হওয়া।
কাজে কাজেই	সুতরাং।
কাজে চাঁটো	কাজে পটু।
কাজে ভঙ্গ লাগা	কাজে বাধা পড়া।
কাজের কাজি	যোগ্যতাসম্পন্ন ব্যক্তি বা কর্মী।
কাজ-পাগল	কাজ নিয়েই থাকতে ভালোবাসে এমন।
কলমপেষা	কেরানিগিরি।
কথার ধার	বাক্যের তীক্ষ্ণতা।
কাজির বিচার	যুক্তিহীন, একপেশে বিচার।
কাটমোল্লা	ধর্মান্ধ মুসলমান, ধর্মান্ধ ব্যক্তি।
কাণ্ডজ্ঞান	ভালোমন্দ বোধ।
কাটা কান চুল দিয়ে ঢাকা	বিপন্ন সম্মান কোনো প্রকারে রক্ষা করা।
কাঠখোলা	শুধু খোলা।
কান ফুসকি	গোপনে বা চুপি চুপি কানে কুবুদ্ধি দেওয়া।
কান ভাঙানি/ভাঙানো	গোপন কুমন্ত্রণা।
কান ভারী করা	কারো বিরুদ্ধে কথা বলে অসন্তোষ উৎপাদন করা।
কানে মধু ঢালা	গান, স্বর ইত্যাদি খুব শ্রুতিমধুর মনে হওয়া।
কানে মন্ত্র দেওয়া	গোপনে মন্ত্রণা বা পরামর্শ দেওয়া।
কানাকলসির জল	যে-জিনিস খুব অল্পকাল স্থায়ী হয়, ক্ষণস্থায়ী বস্তু।
কানা খোঁড়ার একগুণ বাড়া	নির্গুণ লোকের অহংকার বা দোষ বেশি।
কানার মধ্যে ঝাপসা	মন্দের ভালো।
কানাচি পাতা	আড়ি পাতা, শোনার জন্য কান পাতা।
কাপ্তেন ভাসানো	সর্বনাশ করা।
কাপ্তান বাবু	অন্তঃসারশূন্য বা নির্জীব মানুষ।
কথার কাপ্তেন	অন্য যোগ্যতা না থাকলেও কথা বলায় ওস্তাদ।
কাম জারি করা	কাজের তত্ত্বাবধান করা বা পরিচালনা করা।
কামাল করা	বিস্ময়কর কৃতিত্বের পরিচয় দেওয়া।
কালঘাম ছোটা	অত্যধিক পরিশ্রমের ফলে প্রাণান্ত উপক্রম হওয়া।
কালঘুম	চিরনিদ্রা।
কালপ্যাঁচা	অশুভসূচক ডাক।
কালরাত্রি	অশুভ রাত, যে-রাতে মৃত্যু বা ঘোর বিপদ ঘটে।
কালনেমির লঙ্কাভাগ	ফললাভের আগেই ফলভোগের কল্পনা।
কালাপাতি করা	নৌকোর তলায় ফুটো বন্ধ করা।
কালাপাহাড়	বিরাটকায় ও ভয়ংকর প্রকৃতির লোক।
কাশীপ্রাপ্তি, কাশীলাভ	মৃত্যু এবং স্বর্গলাভ।
কাষ্ঠ লৌকিকতা	লোক দেখানো ভদ্রতা।
কিলিয়ে কাঁঠাল পাকানো	অস্বাভাবিক উপায়ে কাউকে দমন বা শাসন করা।
কিন্তু কিন্তু করা	আমতা আমতা করা।
কীচক বধ করা	নৃশংসভাবে হত্যা করা।
কুপোকাত	পরাজিত।
কুলে কালি দেওয়া	বংশে কলঙ্ক লেপন করা।
কুঁজড়োপনা	ঝগড়াটে স্বভাব।
কুইনিন গেলা	অনিচ্ছায় কোনো কাজ করা।
কুঁড়ের বাদশা	অত্যন্ত অলস লোক।
কুঁদুলেপনা	ঝগড়াটে স্বভাব।
কুকুরে ঘুম	খুব পাতলা ও সতর্ক ঘুম।
কুকুরের লেজ সোজা করা	অসম্ভব কাজ সম্পাদন করা।

JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS

CamScanner

কুনকি হাতি	যে-কৌশলে অন্যকে বশে রাখে।
কুনো পণ্ডিত	কেবল পুঁথিগত বিদ্যায় পণ্ডিত, কিন্তু বাস্তব জগৎ সম্বন্ধে অজ্ঞ।
কুনো ব্যাঙ	সীমিত জ্ঞান।
কুরুক্ষেত্র-কাণ্ড	প্রলয়ংকর ব্যাপার, প্রচণ্ড যুদ্ধ।
কুলো বাজানো	কাউকে অপমান করে তাড়িয়ে দেওয়া।
কেঁয়ে করা	খেলায় বা বাজিতে জেতার জন্য অসৎ পন্থা অবলম্বন করা।
কেন্নার আড়ি	একরোখা ভাব, একগুঁয়েমি।
কেবল রাম	বোকা ও হাঁদা লোক।
কেলাই কেষ্ট	নির্বোধ ও ক্যাবলা ধরনের লোক।
কেলে কার্তিক	অতি কালো ও কুৎসিত লোক।
কোঁয়াজ্বর, কোয়া জ্বর	অণ্ডকোষের স্ফীতিজনিত জ্বর, গোদের জন্য জ্বর।
কোঁচা দুলিয়ে বেড়ানো	বাবুগিরি করা।
কোণঠাসা করা	বেকায়দায় ফেলা।

খ

খয়ের খাঁ	চাটুকার, মোসাহেব।
খণ্ডপ্রলয়	তুমুলকাণ্ড।
খেজুরে আলাপ	অকাজের কথা।
খণ্ডকপাল	হতভাগ্য।
খাম কাজ	ভুল কাজ।
খোদার খাসি	হৃষ্টপুষ্ট ব্যক্তি।
খুরে খুরে দণ্ডবৎ	হার স্বীকার।
খুদে রাক্ষস	পেটুক মানুষ।
খাতির জমা	নিশ্চিন্তে, নিরুদ্বেগে।
খাবি খাওয়া	ছটফট করা।
খিচুড়ি পাকানো	জটিল করা।
খেউড় গাওয়া	গালাগালি দেওয়া, অশ্লীল গালাগালি দেওয়া।
খেরো খাতা	হিসাবের খাতা, বাজে হিসাবের খাতা।
খোদার উপর খোদকারি	যোগ্য লোকের কাজে অনাবশ্যক ও অসংগত হস্তক্ষেপ।
খোল নলচে বদলানো	আমূল পরিবর্তন করা, পুরোপুরি পালটে ফেলা।
খ্যাংরাকাঠি	বিশ্রীরকম রোগা, রোগাটে।
খাণ্ডবদাহন	ভীষণ অগ্নিকাণ্ড।
খাল কেটে কুমির আনা	বিপদ ডেকে আনা।
খগা-বগা	বিশ্রী, নিয়মশৃঙ্খলাহীন।
খতিয়ান করা	জমা-খরচের হিসাব তৈরি করা।
খরসানি	ঘোড়া বা ওই জাতীয় পশুর খুরের খটখট শব্দ।
খাটো করা	মর্যাদা না দেওয়া।
খড়ের আগুন	উগ্র প্রকৃতি, কোপন স্বভাব।
খড়মপেয়ে	অলক্ষুনে।
খাঁদা নাকে তিলক	অশোভন সাজসজ্জা।
খাকসি পেটা	গরমে বা পরিশ্রমে ক্লান্ত হয়ে ঘন ঘন নিঃশ্বাস ফেলা।
খুঁটে খাওয়া	স্বাবলম্বী হওয়া।
খুড়িয়ে বড় হওয়া	গায়ের জোরে বড় হওয়া।
খুদে রাক্ষস	প্রচুর খেতে পারে এমন।
খুনসুটি/খুনসুড়ি	ছোটোখাটো ঝগড়া, কপট ঝগড়া।
খুব করে বলা	সনির্বন্ধ অনুরোধ করা।
খুরে খুরে দণ্ডবৎ	পরাজয় স্বীকার করা, বিশেষ অনুরোধ করা।
খুসুর ফুসুর	ফিস ফিস করে কানে কানে কথা।
খেয়ালি পোলাও পাকানো	অসম্ভব বা অবাস্তব কল্পনা করা।
খোঁয়াড়ি ভাঙা	নেশাখোরের নেশা ছুটে গেলে আবার অল্প মাত্রায় নেশা করা।
খোদার খাসি	চিন্তাভাবনাহীন এবং হৃষ্টপুষ্ট লোক।
খোশ খবরের ঝুটাও ভালো	ভালো খবর ভিত্তিহীন বা মিথ্যে হলেও শুনতে ভালো।
খোসা পুরু	লজ্জা শরমহীন।
খ্যানখ্যান করা	বিরক্তিকরভাবে ক্রমাগত অভিযোগ জানানো।

গ

গায়ে ফুঁ দিয়ে বেড়ানো	ফাঁকির মনোভাব।
গোবর গণেশ	মূর্খ।
গণেশ উল্টানো	উঠে যাওয়া, ফেল মারা।
গদাই লস্করি চাল	অতি ধীর গতি, আলসেমি।
গভীর জলের মাছ	খুব চালাক।
গড্ডলিকা-প্রবাহ	অন্ধ অনুকরণ।
গোঁফ খেজুরে	নিতান্ত অলস।
গরম গরম	তৎক্ষণাৎ
গলগ্রহ	পরের দায় বা বোঝা।
গা ঢাকা/গা ঢাকা দেওয়া	আত্মগোপন। পলায়ন করা।
গায়ে পড়া	অযাচিত, অনর্থক।
গাছে তুলে মই কারা	আশা দিয়ে আশ্বাস ভঙ্গ করা।
গুড়ে বালি	আশায় নৈরাশ্য।
গোড়ায় গলদ	শুরুতেই ত্রুটি।
গোল্লায় যাওয়া	নষ্ট হওয়া।
গোঁয়ার-গোবিন্দ	কাণ্ডজ্ঞানহীন ও একগুঁয়ে লোক।
গলায় পা দেওয়া	পীড়ন করা।
গর্দভরাগিণী	কর্কশ সুর।
গঙ্গা পাওয়া	মারা যাওয়া, মৃত্যু হওয়া।
গজ-কচ্ছপের লড়াই	তুমুল প্রতিদ্বন্দ্বিতা, দুই জোয়ান লোকের ধস্তাধস্তি।
গণ্ডগ্রাম	অজ পাড়াগাঁ, দূরবর্তী ও অনুন্নত গ্রাম।
গঙ্গাজলে গঙ্গাপুজো	পরে পরে সমাপন।
গাছে কাঁঠাল গোঁফে তেল	শুরুর আগেই ফলাফলের প্রত্যাশা।
গয়ংগচ্ছ	ঢিলেমি, কুঁড়েমি, যাচ্ছি-যাব এমন ভাব।
গরজ বড়ো বালাই	প্রয়োজনের দাবি সবার আগে মেটাতে হয়।
গরিবের ঘোড়া রোগ	দরিদ্রের বড় মানুষের চাল।
গলবস্ত্র হওয়া	অতি বিনীতভাবে অনুরোধ করা।
গা তোলা	ওঠা, গাত্রোত্থান করা।
গায়ে কাঁটা দেওয়া	রোমাঞ্চ হওয়া।
গরু মেরে জুতা দান	বড় ক্ষতি করে সামান্য পূরণ।
গৌরচন্দ্রিকা	ভূমিকা।
গোদের উপর বিষফোড়া	জ্বালার উপর আরও জ্বালা।
গো মূর্খ	নিরেট মূর্খ।
গৌরীসেনের টাকা	অফুরন্ত অর্থ।
গোডিমওয়ালা শিশু (ছেলে)	কচি ছেলে, দুধের ছেলে।
গো-বৈদ্য	হাতুড়ে।
গরু খোঁজা	তন্ন তন্ন করে খোঁজা।
গলায় দড়ি	আত্মহত্যা।
গজপতি বিদ্যাদিগ গজ	পণ্ডিত মূর্খ।
গজেন্দ্র গমন	মৃদু মন্থরগতি।
গলায় গলায়/ গলাগলি	অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ।
গলাবাজি	অসার ও নিষ্ফল বক্তৃতা।
গড়িমসি করা	দীর্ঘসূত্রিতা।
গঁদের গঁদ	অতি দূর-সম্পর্কিত ব্যক্তি।
গঙ্গা-বাগে পা	অন্তিম দশা, শেষ অবস্থা, মরণদশা।
গড়গড় করে	সহজে, অবলীলাক্রমে।
গণ্ডায় এণ্ডা দেওয়া	ফাঁকি দেওয়া।
গণ্ডূষ জল দেওয়া	পিতৃপুরুষের উদ্দেশে জল দেওয়া।
গবচন্দ্র, গবুচন্দ্র, গবারাম	স্থূলবুদ্ধি লোক।
গুরুচণ্ডালী	উঁচু নিচুর সহাবস্থান।
গন্ধমাদন বয়ে আনা	একটির বদলে একাধিক জিনিস টেনে আনা।
গজকপিত্থবৎ	অন্তঃসারশূন্য অবস্থা।
গভীর গাড্ডা	গভীর সমস্যা, গভীর সংকট।
গয়নার নৌকো	মালবাহী ধীরগতিসম্পন্ন নৌকো, যাত্রী নৌকো।

CamScanner

JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS

নরকে গঙ্গাস্নান	দায়ে পড়ে পুণ্য কর্ম করা।
গাছ থেকে পড়া	বিনা আয়াসে পাওয়া।
গাছে পিণ্ডে	আকণ্ঠ ভোজন।
গায়ে আঁচ না লাগা	কোনো ক্ষতি না হওয়া।
গায়ে জ্বর আসা	বিপদ দেখা।
গায়ে মাখা	গুরুত্ব দেওয়া।
গায়ে মানে না আপনি মোড়ল	স্বয়ংসিদ্ধ নেতা।
গা-করা	উদ্যোগ নেওয়া।
গাছে না উঠতেই এক কাঁদি	কাজে অবতীর্ণ হওয়ামাত্র ফললাভের আশা।
গা জুড়ানো	শান্তি পাওয়া।
গায়ে ফোস্কা পড়া	অসহ্য যন্ত্রণাবোধ হওয়া।
গায়ে গায়ে শোধ	দেনা পরিশোধ।
গায়ে হাত তোলা	প্রহার করা।
গায়ের ঝাল ঝাড়া	ক্ষোভ মেটানো।
গাঁজায় দম দেওয়া	গাঁজাখোরের মতো বানিয়ে বানিয়ে মিথ্যা কথা বলা।
গাঁতা দেওয়া	একে অপরের চাষের কাজে সাহায্য করা।
গাছকোমর বাঁধা	কোমরে কাপড় জড়ানো।
গাড্ডা মারা	পরীক্ষায় ফেল হওয়া; ব্যর্থ হওয়া।
গাদন দেওয়া	মার দেওয়া, প্রহার দেওয়া।
গাবানো, গাবিয়ে বেড়ানো	সগর্বে ঘোষণা করা, গর্বের সঙ্গে বলে বেড়ানো।
গাল ফোলা গোবিন্দর মা	গাল-গলা দৃষ্টিকটুভাবে ফোলা স্ত্রীলোক।
গালপাট্টা	গালের দুই দিকে প্রসারিত দাড়ি।
গুড়ুক ফোঁকা	বিনা কাজে বা আলসেমি করে সময় কাটানো।
গুরু-মারা বিদ্যা	গুরুর কাছে শেখা বিদ্যা দিয়ে গুরুকেই পরাজিত করা।
গুলতানি করা (মারা)	বাজে আড্ডা দেওয়া, অনর্থক জটলা করা।
গুলতাপ্পি (কথ্য)	ধাপ্পা, মিথ্যে কথা।
গুষ্টির তুষ্টি করা	অনর্থ করা।
গোলে হরিবোল দেওয়া	ফাঁকি দেওয়া, কোনো রকমে দায় উদ্ধার।
গোলক ধাঁ ধাঁ	দিশেহারা।
গোবেচারা	নিরীহ।
গোবরে পদ্মফুল	নীচ বংশে মহৎ ব্যক্তি।
গোষ্পদ	অতি ক্ষুদ্র আধার।
গোঁফে চাড়া দেওয়া	নিশ্চিন্ত আত্মতৃপ্ত ভাব।
গোদা পায়ে আলতা	অশোভন সাজ।
গোঁফে তা দেওয়া	নিশ্চিন্তমনে সময় কাটানো।
গোড়িম ভাঙেনি	কচি বাচ্চা, একেবারে শিশু।
গোড়ে গোড় দেওয়া	পায়ে পা মিলিয়ে চলা, মতে সায় দেওয়া।
গোলমালে চণ্ডীপাঠ করা	কোনোমতে দায়সারাভাবে কাজ করা।
গ্যারেজে পাঠানো	উচিত শিক্ষা দেওয়া।
গ্যাস মারা	বাজে কথা বলা, মিথ্যা কথা বলা, ফুলিয়ে-ফাঁপিয়ে বলা।

ঘ

ঘোড়া ডিঙিয়ে ঘাস খাওয়া	মধ্যবর্তীকে অতিক্রম করে কাজ করা।
ঘর ভাঙানো	সংসার বিনষ্ট করা।
ঘাটের মড়া	অতি বৃদ্ধ।
ঘোড়ারোগ	সাধ্যের অতিরিক্ত সাধ।
ঘোড়ার ডিম	অবান্তব, কিছুই না।
ঘুঘু চড়ানো	সর্বনাশ করা।
ঘন্টাগরুড়	অকর্মণ্য লোক।
ঘুঘু চড়ানো	সর্বনাশ করা।
ঘটি চোর	হিঁচকে চোর।
ঘরভেদী বিভীষণ	কপট স্বজন।
ঘর ভাঙা	ঐক্য নষ্ট করা।
ঘর পোড়া গরু	বেদনাদায়ক অভিজ্ঞতাসম্পন্ন ব্যক্তি।
ঘরে খেয়ে বনের মোষ তাড়ানো	ব্যক্তিস্বার্থের ঊর্ধ্বে উঠে কাজ করা।
ঘাট মানানো	দোষ স্বীকার করতে বাধ্য করা।
ঘোড়ার ঘাস কাটা	অকাজে সময় নষ্ট করা।
ঘুণ হওয়া	দক্ষতা লাভ করা।
ঘা খাওয়া	আঘাত পাওয়া।
ঘাড়ে গর্দানে	অত্যন্ত মোটা।
ঘোড়ার কামড়	কঠিন জেদ, দৃঢ় পণ।
ঘোড়া দেখে খোঁড়া হওয়া	আরামের সম্ভাবনা দেখে চেষ্টা বা পরিশ্রম ত্যাগ করা।
ঘরের ঢেঁকি কুমির	বলিষ্ঠ ও ভোজনপটু অথচ অলস।
ঘাঘু	অভিজ্ঞ।
ঘটিরাম	অপদার্থ।
ঘোর কলি	নিদারুণ অধর্মের যুগ।
ঘর ভাঙানো	সংসার বিনষ্ট করা।
ঘর জ্বালানো পর ভুলানো	আত্মীয়ের কষ্টদায়ক অথচ অপরের প্রিয়।
ঘরে আগুন দেওয়া	সংসারে বিবাদ বাধানো।
ঘরের শত্রু বিভীষণ	অভ্যন্তরীণ শত্রু।
ঘর পাওয়া	উপযুক্ত পাত্র-পাত্রী পাওয়া।
ঘরের লক্ষ্মী	পরিবারের সৌভাগ্য।
ঘরে বাইরে করা	অধীরভাবে প্রতীক্ষা করা।
ঘটি বাটি বিক্রি করা	যথাসর্বস্ব বিক্রি করা, সর্বস্ব বিক্রি করে নিঃস্ব হওয়া।
ঘটে পটে পুজো	প্রতিমা ছাড়াই পুজো।
ঘড়ি ধরে	সময়ের সঙ্গে তাল রেখে, নির্দিষ্ট সময়ে।
ঘাড় ধরা	জোরজবরদস্তি করা।
ঘাড়ে ভূত চাপা	কুবুদ্ধির মতলব মাথায় আসা।
ঘাড়ে হাগা	অন্যের উপর যা খুশি তা করা।
ঘাটের কড়ি	পারানি, পারের কড়ি।
ঘাট কামানো	হিন্দুদের মৃত্যুশৌচ শেষ হলে নখ চুল দাড়ি ও গোঁফ কামানো।
ঘাট মারা (অশোভন)	কর বা শুল্ক ফাঁকি দেওয়া, চোরাচালানি করা।
ঘাট হওয়া	অপরাধ হওয়া, যথোপযুক্ত সাজা হওয়া।
ঘাঁটাঘাঁটি করা	বাহুল্য হস্তক্ষেপ।
ঘুণাক্ষর	সামান্য ইঙ্গিত।
ঘুমগড়ে	ঘুম কাতুরে।
ঘোল খাওয়ানো	জব্দ করা।
ঘোড়ায় জিন দেওয়া	অত্যধিক ব্যস্ততা দেখানো।

চ

চিনে জোঁক	নাছোড়বান্দা।
চুলোয় যাওয়া	নষ্ট হওয়া।
চাঁদের হাট	আনন্দের প্রাচুর্য।
চোখের বালি	চক্ষুশূল।
চোখের পর্দা	লজ্জা।
চশমখোর	সম্পূর্ণ বেহায়া, নির্লজ্জ।
চিনির বলদ	ভারবাহী অথচ ফলভোগী নয়।
চুনোপুঁটি	সামান্য লোক।
চোখে সরষে ফুল দেখা	বিপদে দিশেহারা হওয়া
চোখ বুঁজে থাকা	ইচ্ছা করে না দেখা, ভূমিকা না রাখা।
চোখ পাকানো	রাগ প্রকাশ।
চক্ষুদান করা	চুরি করা।
চড়ক গাছ	অত্যন্ত দীর্ঘকায়
চতুর্ভুজ হওয়া	উৎফুল্ল হওয়া।
চক্ষের পুতলি	আদরের ধন।
চড়ুই পাখির প্রাণ	ক্ষীণজীবী লোক।
চক্ষু চড়ক গাছ	বিস্ময়।
চক্ষুকর্ণের বিবাদ ভঞ্জন করা	স্বচক্ষে দর্শনে শ্রুত বিষয়ে সন্দেহ দূর করা।
চটকের মাংস	খুব সামান্য পরিমাণ জিনিস।
চাঁদের হাট	ধনেজনে পরিপূর্ণ সংসার, আনন্দের প্রাচুর্য।
চাঁদ কপালে	ভাগ্যবান।
চাপান-উতোর	পারস্পরিক সন্দেহ।

JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS

JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS

চিচিং ফাঁক	গোপন রহস্যের প্রকাশ, রহস্য উদ্‌ঘাটিত।
চিত্রগুপ্তের খাতা	যে খাতায় সবকিছু পাওয়া যায় বা সব কিছু লেখা আছে।
চোখের চামড়া	চক্ষুলজ্জা।
চোখ কপালে তোলা	বিস্মিত হওয়া।
চোখ নাচা	শুভাশুভের লক্ষণ।
চোখে ধুলা দেওয়া	ঠকানো।
চিনির পুতুল	শ্রমকাতুরে।
চুলের টিকি না দেখা যাওয়া	অদর্শন হওয়া।
চেটেনেটে	কমবয়সি বধূ।
চোরারাত	চুরি করার পক্ষে প্রশস্ত।
চড় মেরে গড় করা	আগে অপমান করে শেষে সম্মান।
চোখে সরষে ফুল দেখা	বিপদে পড়ে দিশাহারা হয়ে পড়া।
চোদ্দোবুড়ি	অনেক, প্রচুর, সাতকাহন।
চক্ষুশূল	পীড়াদায়ক।
চক্ষের পুতলি	আদরের ধন।
চিড়ে চেপটা	নাজেহাল।
চোরাবালি	অদৃশ্য বিপদাশঙ্কা
চড়াই-উতরাই	উত্থানপতন।
চাল মারা	মিথ্যা বাহাদুরি।
চামচিকের লাথি	নগণ্য ব্যক্তির কটূক্তি।
চাল নেই চুলো নেই	নিঃস্ব।
চষে বেড়ানো	বহুবার গমনাগমন।
চম্পট দেওয়া	পলায়ন।
চরিয়ে খাওয়া	অপরকে ইচ্ছামতো চালিয়ে অর্থোপার্জন।
চতুরঙ্গ	সর্বাঙ্গসম্পন্ন।
চক্ষুরুন্মীলন	অন্তর্দৃষ্টির উন্মেষ।
চ্যাংদোলা	মৃতদেহের মতো বয়ে নেওয়া।
চ্যাংমুড়ি (ব্যঙ্গে)	চ্যাংমাছের মতো মাথা যার, মনসাদেবী।
চাঁদ হাতে পাওয়া	দুর্লভ জিনিস পাওয়া।
চাগাড় দেওয়া	উত্তেজিত হয়ে ওঠা, মাথা চাড়া দেওয়া।
চড়া-পড়া	নদীতে চর সৃষ্টি হওয়া।
চালচুলো	আশ্রয় ও অন্নসংস্থান।
চাটি বাটি গুটানো	বাস ত্যাগ করা।
চাঁচা-ছোলা	সোজাসুজি।
চিটিংবাজি করা	ঠকানো, প্রতারণা করা।
চিৎপটাং	চিৎ হয়ে পড়ে গেছে এমন, ধরাশায়ী, বিধ্বস্ত।
চিপটেন কাটা	ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ করা, টিপ্পনি কাটা।
চুগলখোর	যে আড়ালে নিন্দা করে।
চুক্কি দেওয়া	ধাপ্পা দেওয়া, খেলাচ্ছলে ভয় দেখানো।
চুমরে চামরে হাসিল করা	মিষ্টি কথায় ভুলিয়ে কাজ উদ্ধার করা।
চুল পাকানো	দীর্ঘ অভিজ্ঞতা।
চেটেনেটে	কমবয়সি বা ছোটোখাটো বধূ।
চেত্তা ভাঙা	চিৎ হয়ে শুয়ে আড়মোড়া ভেঙে আলসেমি দূর করা।
চৈতন্য-চুটকি	টিকি, শিখা, মস্তকের মধ্যস্থিত কেশগুচ্ছ।
চোখের মণি	অত্যন্ত প্রিয় বস্তু (ব্যক্তি)।
চোখ কপালে তোলা	বিস্মিত হওয়া।
চোখের মাথা খাওয়া	কানা বা অন্ধ।
চোখের নেশা	রূপের মোহ।
চোপরা করা, চোপা করা	দুর্বিনীতভাবে কথার জবাব দেওয়া।
চোয়াল-ভাঙা কথা	শক্ত কথা, উচ্চারণ করা কঠিন এমন শব্দ।
চোরের মায়ের কান্না	গোপন কান্না, গোপন আর্তনাদ।
চোরের উপর বাটপাড়ি	চোরকেও প্রবঞ্চনা করা।
চোরের মায়ের বড়ো গলা	অসৎ লোকের হম্বিতম্বি।
চৌকি হাঁকা	চৌকিদার কর্তৃক সতর্ক বার্তা।
চৌপর দিন	চৌ-প্রহর, সারাদিন।

চোখের জলে নাকের জলে করা	নাস্তানাবুদ করা, ভোগানো।
চোখে চোখে রাখা	সতর্ক দৃষ্টি রাখা।
চামচিকের লাথি	নগণ্য ব্যক্তির কটূক্তি।
চর্বিতচর্বণ	পুনরাবৃত্তি।
চোখে ধোঁয়া দেখা	হতভম্ব হওয়া।
চোখের নেশা	মোহ।
চোখে সাঁতার পানি	অতিরিক্ত মায়া কান্না।
চোখে মুখে কথা বলা	বাক্‌পটুতা দেখানো।
চোখ বোজা	মারা যাওয়া।
চোখে আঙুল দিয়ে দেখানো	বিশেষ দৃষ্টি আকর্ষণ।
চোখ বুলানো	দেখা।
চোখ টেপা	ইঙ্গিত করা।
চোখ টাটানো	ঈর্ষা করা।
চোখে অন্ধকার দেখা	হতাশ হওয়া।
চেকনাই, চিকনাই	মসৃণ, লাবণ্যময় হওয়া।
চোখ-কান বুজে থাকা	নির্লিপ্ত থাকা, নীরবে দুঃখ-কষ্ট সহ্য করা।
চোখ খাওয়া	দৃষ্টিহীন হওয়া, মনোযোগ না থাকা।
চাচা আপন প্রাণ বাঁচা	স্বার্থপর।
চিনে জোঁক	নাছোরবান্দা।

ছ

ছ কড়া ন কড়া	অপচয়, অবহেলা করা।
ছেলের হাতের মোয়া	সহজলভ্য বস্তু।
ছা-পোষা	অত্যন্ত গরিব।
ছিনিমিনি খেলা	যেমন খুশি ব্যবহার, চূড়ান্ত অপব্যয়।
ছেলের হাতের মোয়া	অনায়াসলভ্য বস্তু। সহজলভ্য।
ছয়কে নয়, নয়কে ছয় করা	নষ্ট করা, অপচয় করা।
ছাগল টাঙানো	লম্বা জায়গা নেওয়া।
ছাঁদনাতলা	বিবাহের মণ্ডপ।
ছামনি নাড়া	দৃষ্টি বিনিময়।
ছক্কা পাঞ্জা করা	বড় বড় কথা বলা।
ছাইচাপা আগুন	অপ্রকাশিত প্রতিভা।
ছাতা দিয়ে মাথা রাখা	বিপদে অর্থ বা আশ্রয় দিয়ে সাহায্য করা।
ছারেখারে যাওয়া	ছারখার হওয়া, একেবারে নষ্ট হয়ে যাওয়া।
ছিঁচকাঁদুনি	কথায় কথায় কাঁদে এমন, অল্পেই যার কান্না পায়।
ছুঁচোর কেত্তন	অষ্টপ্রহর ঝগড়াঝাঁটি, অবিরাম কলহ।
ছেঁড়া চুলে খোঁপা বাঁধা	পরকে আপন করার চেষ্টা করা।
ছমলাপ	নষ্ট হওয়া।
ছড়ি ঘুরানো	অন্যের উপর মাতব্বরি করা।
ছন্দেবন্দে	কোনো-না-কোনো উপায়ে, পাকে-প্রকারে।
ছপ্পর ফুঁড়ে	আকাশ ফুঁড়ে, অপ্রত্যাশিতভাবে, না চাইতেই।
ছরাদ করা	মৃত্যু কামনা করা, মৃত্যু কামনা করে শাপ দেওয়া।
ছরাদ গড়ানো	ব্যাপার গুরুতর আকার ধারণ করা।
ছলে বলে কৌশলে	ভালো মন্দ যে কোনো উপায়ে।
ছায়া মাড়ানো	কাছে যাওয়া।
ছুতোনাতা	অজুহাত।
ছাতরা-ভাতরা	নোংরা বা ছেঁড়াফাটা, বিশৃঙ্খল।
ছাতি ফোলানো	আস্ফালন করা, শক্তি জাহির করা।
ছাইপাঁশ	বাজে জিনিস।
ছিঁচকে চোর	যে-চোর ছোটোখাটো জিনিস চুরি করে।
ছুঁচিবাই	কেউ ছুঁলেই শুচিতা নষ্ট হবে এ ভাবনার বাড়াবাড়ি।
ছুঁচোর পর্বত	তুচ্ছ জিনিসকে বড়ো করে ভাবা বা দেখা।
ছুঁৎমার্গ, ছুঁতমার্গ	নিচু জাতির লোককে ছুঁলেই অশুচি হয় এই মত।
ছেড়ে দিয়ে তেড়ে ধরা	হাতের জিনিস হাতছাড়া করে আবার তা-ই পাবার জন্যে আকুল হওয়া।

JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS

JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS

জ

জগাখিচুড়ি	বিশৃঙ্খল।
জিলাপির প্যাঁচ	কুটবুদ্ধি।
জলচল বন্ধ করা	সম্পর্ক না রাখা।
জন্মদাগা	কঞ্জুষী।
জরদগব	বুড়ি।
জলজ্যান্ত	তরতাজা, অতিশয় তাজা।
জাহান্নামে যাওয়া	উচ্ছন্নে যাওয়া।
জবড়জং	এলোমেলো।
জলভাত	সহজসাধ্য।
জলাঞ্জলি দেওয়া	পাট চুকিয়ে দেওয়া, বিসর্জন দেওয়া।
জামাই আদর	প্রচুর আদর যত্ন।
জিগির তোলা	ধ্বনি দেওয়া।
জ্যান্ত মরা	জীবন্মৃত।
জানের দোসর	সমবয়সের সঙ্গী, ঘনিষ্ঠ বন্ধু।
জনরব	হালকা খবর।
জল (জুল) দেওয়া	ঠকানো।
জড়ভরত	জড়বুদ্ধি, অকর্মণ্য।
জল দেওয়া	মৃতের চিতায় জল ঢালা, তর্পণ করা।
জাল পাতা	ফাঁদ পাতা।
জাল গোটানো	কর্মক্ষেত্র সংকুচিত করা।
জবুথবু	দৃঢ়তাহীন, দুর্বল, শক্তিহীন।
জান কয়লা হওয়া	জীবন দুর্বিষহ হওয়া, বিরক্ত হওয়া।
জাবর কাটা	একই কথা বারবার বলা বা আলোচনা করা।
জিভ কাটা	লজ্জা পাওয়া।
জিভ বেরিয়ে পড়া	ক্লেশবোধ করা।
জিভে পানি আসা	লোভ।
জিয়ো পোয়াতি	যে-স্ত্রীলোকের সব সন্তানই বেঁচে আছে।
জোঁকের মুখে নুন পড়া	দুষ্ট লোকের উপযুক্ত শাস্তির ব্যবস্থা করা।
জো-হুকুম	তোষামোদকারী।

ঝ

ঝোপ বুঝে কোপ মারা	অবস্থা বুঝে সুযোগ গ্রহণ।
ঝড়তি পড়তি	ছোটখাটো অংশ।
ঝাড়ে বংশে	সমস্ত।
ঝরাপাতা	জীর্ণশীর্ণ লোক।
ঝাঁকের কই	একই দলের লোক।
ঝাঁকি দর্শন	ক্ষণেকের জন্য দেখা, লুকিয়ে দেখা।
ঝালে ঝোলে অম্বলে	সমস্ত ব্যাপারে, সর্বত্র, সর্বঘটে।
ঝিঙেফুল বেলা	সন্ধ্যা হওয়া, আলো ফুরিয়ে আসা।
ঝোড়ো কাক	বিপর্যস্ত।
ঝোলে অম্বলে এক করা	দুটি জিনিস মিশিয়ে ফেলা।
ঝোলের লাউ অম্বলের কদু	সব পক্ষের মন জুগিয়ে চলা।
ঝকমারি মাশুল	বোকামি/নির্বুদ্ধিতার/অপরাধের শাস্তি, পাপের ভোগ।
ঝাল ঝাড়া	তিরস্কার করে উত্তেজনা হ্রাস করা।
ঝামেলা	কর্মপীড়া।
ঝাঁটাপেটা করা	ঝাঁটার বাড়ি দেওয়ার মতো হীনভাবে অপমানিত করা।
ঝাড়েবংশে শেষ করা	সমূলে বিনাশ বা ধ্বংস করা।
ঝিকী নড়া, ঝিকুর নড়া	পাগল হয়ে যাওয়া, মাথা খারাপ হওয়া।
ঝেড়ে কাপড় পরানো	যুক্তি তর্কে বা ঝগড়ায় নাজেহাল করা, চরম অপদস্থ করা।
ঝেঁটিয়ে বিষ ঝাড়া	মেরে কারো রাগ, তেজ ইত্যাদি দূর করা।

ট

টনক নড়া	সজাগ হওয়া।
টইটম্বুর	কানায় কানায় পূর্ণ। ভরপুর।
টাকার গরম	ধনের-বিত্তের অহংকার।
টানাপোড়েন	বিরক্তিকর যাতায়াত। বিধ্বস্ত অবস্থা।
টাকার কুমির	ধনী ব্যক্তি।
টাকাটা সিকিটা	খুব সামান্য টাকা।
টুপি পরানো	তোষামোদ করা।
টীকা ভাষ্য	দীর্ঘ আলোচনা।
টুলো পণ্ডিত	পুঁথিগত বিদ্যাসাগর।
ট্যাঁকে গোঁজা	আত্মসাৎ করা, কোমরে গোঁজা।
টেটাই-মেটাই	আস্ফালন।
টিপ্পুক	নেশায় বিভোর।
টাল সামলানো	বিপদ কাটিয়ে ওঠা।
টক্কর দেওয়া	পাল্লা দেওয়া।
টো টো করে ঘোরা	উদ্দেশ্যহীনভাবে ঘোরা।
টসটস	রসে পূর্ণ হওয়ার ভাব।
টাকার আণ্ডিল	বিপুল টাকার মালিক।
টালবাহানা	মিথ্যা ওজর।
টুনকির মাল	ভঙ্গুর জিনিস।
টানা হেঁচড়া	জোর করে কাজে লাগানো।
টিপ্পনি কাটা	বাঁকানো উক্তি বা মন্তব্য করা।
টিমটিম করা	শেষ অবস্থা।
টিকি মারা	তাচ্ছিল্য করা, অবজ্ঞা করা।
টু শব্দ না করা	প্রতিবাদ না করা।
টেকে দেওয়া	সেলাই করে জুড়ে দেওয়া।
টেংরি খুলে দেওয়া	খুব মার দেওয়া।
টোকা-টুকি	পরস্পরের লেখা নকল করা।
টোপ গেলা	কৌশলে রাজি হওয়া।
টো টো করা	লক্ষ্যহীনভাবে হেঁটে বেড়ানো।
টোপ ফেলা	ফাঁদ পাতা।
ট্যাঁক ভারী করা	অতিরিক্ত অর্থ উপার্জন।

ঠ

ঠাট বজায় রাখা	অভাব চাপা রাখা।
ঠোঁট কাটা	স্পষ্টভাষী, বেহায়া।
ঠান্ডা লড়াই	গোপনে বিরোধিতা।
ঠারে ঠোরে	ইঙ্গিতে।
ঠুঁটো জগন্নাথ	অকর্মণ্য ব্যক্তি।
ঠেকা মেয়ে	চিরকুমারী।
ঠেলাপাতি	বনভোজন।
ঠেলা সামলানো	বিপদ সামলানো।
ঠেলার নাম বাবাজি	চাপে পড়ে কাবু হওয়া।
ঠোঁট ফুলানো	অভিমান করা।
ঠোঁট টেপা	মুখ বন্ধ করা।
ঠোঁট সেলাই করে থাকা	নির্বাক।

ড

ডান হাতের ব্যাপার	খাওয়া।
ডুব মারা	অদৃশ্য হওয়া, পালিয়ে যাওয়া।
ডুমুরের ফুল	অদর্শনীয়, অদৃশ্য বস্তু।
ডকে ওঠা	নষ্ট হওয়া।
ডানাকাটা পরি	পরমা সুন্দরী (ব্যঙ্গার্থে)।
ডামাডোল	গোলযোগ।
ডাইনির কোলে ছেলে সঁপা	ভক্ষককেই রক্ষণের দায়িত্ব দেওয়া।
ডাইনে আনতে বাঁয়ে কুলায় না	আয়ের চেয়ে ব্যয় বেশি।
ডিমে রোগা	চির-রুগ্ণ।
ডুবে ডুবে জল খাওয়া	গোপনে কাজ করা।
ডাক ছেড়ে কাঁদা	গলা ছেড়ে কাঁদা।
ডাকের সুন্দরী	খুবই সুন্দরী।
ডান হাত বাঁ-হাত করা	লেনদেন করা।
ডানপিটে	দুরন্ত, দুঃসাহসিক।
ডানায় ভর দিয়ে থাকা	শূন্যলোকে ভাসা।
ডাকাবুকো	দুরন্ত, নির্ভীক।
ডাল ভাঙা ক্রোশ	অতি দীর্ঘ পথ।
ডিগবাজি খাওয়া	সুযোগে মত পাল্টানো।

JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS

ঢ

ঢাক ঢাক গুড় গুড়	লুকোচুরি; গোপন রাখার চেষ্টা।
ঢাকের কাঠি	তোষামুদে/তোষামোদকারী।
ঢক্কা নিনাদ	উচ্চকণ্ঠে ঘোষণা।
ঢাকে কাঠি পড়া	সূচনা হওয়া।
ঢি ঢি পড়া	কলঙ্ক।
ঢেঁকি অবতার	নির্বোধ লোক।
ঢেঁকির কুমির	অপদার্থ।
ঢেরা সই	নিরক্ষর লোকের সই।
ঢেউ গোনা	বাজে কাজে সময় নষ্ট।
ঢেঁকি না কুলো, না ঢেঁকি না কুলো	অন্নসংস্থানের উপায় না থাকা।
ঢাকের বাঁয়া	অপ্রয়োজনীয়।
ঢপের কেত্তন	আজগুবি গল্প।
ঢাক পেটানো	প্রচার করা।
ঢাক ঢোল পেটানো	প্রচারণা।
ঢাকাই সাক্ষী	কারো দোষ ঢাকার জন্য প্রদত্ত বিবৃতি।
ঢিমে তেতালা	মন্থর গতি, কুঁড়ে।
ঢিপির মাকাল	দেখতে সুন্দর হলেও অকর্মণ্য।
ঢু মারা	অনুসন্ধান করা।
ঢেলে সাজানো	নতুন করে তৈরি।
ঢেঁড়া পেটা	ব্যাপক প্রচার।
ঢেঁকির কচকচি	কলহ/বিরক্তিকর কথা।

ত

তালকানা	কাণ্ডজ্ঞানহীন;বেতাল হওয়া।
তালপাতার সেপাই	ক্ষীণজীবী, ছিপছিপে।
তাসের ঘর	ক্ষণস্থায়ী, স্বল্পস্থায়ী।
তামার বিষ	অর্থের কুপ্রভাব।
তিলকে তাল করা	অতিরঞ্জিত করা, অত্যন্ত বাড়িয়ে বলা, ছোটকে বড় করা।
তীর্থের কাক	প্রতীক্ষারত, সুযোগ সন্ধানী।
তেল মাখানো	তোষামোদ করা।
তহনাত করা	নিযুক্ত করা, নির্ধারিত করা।
ত-খরচ	বাজে খরচা।
তক্কে তক্কে থাকা	গোপনে সতর্ক থাকা।
তারে নাচন	দুরবস্থার একশেষ।
তালগাছের আড়াই হাত	শেষ ও সবচেয়ে কঠিন অংশ।
তিন মাথা এক হওয়া	খুব বৃদ্ধ হওয়া।
ত্রিশঙ্কু অবস্থা	দোটানায় পড়া।
তিনঠেঙে	লাঠিহাতে বুড়ো।
তুর্কি নাচন	দুরবস্থার একশেষ।
তুষের আগুন	দীর্ঘস্থায়ী মানসিক যন্ত্রণা।
তুলসী বনের বাঘ	সুবেশে দুর্বৃত্ত, ভণ্ড।
তুবড়ি ছোটা	বেশি কথা বলা।
তোলা হাঁড়ি	গম্ভীর।
তেল-কাজলা	চকচকে।
তেল-নুন-লকড়ি	মৌলিক প্রয়োজন।
তাক লাগানো	অবাক করা।
তাল সামলানো	ঝক্কি সামলানো।
তড়িঘড়ি	দ্রুত।
তালগোল পাকানো	জট পাকানো।
তিলে তিলে	একটু একটু করে।
তুলো ধুনা করা	দুর্দশাগ্রস্ত করা।
তুলকালাম	সাংঘাতিক ঘটনা।
তুড়ি দিয়ে উড়ানো	সহজে পরাজিত করা।
তুঘলকি কাণ্ড	হুলুস্থুল ব্যাপার/খামখেয়ালিপূর্ণ কাজ।
তেলে বেগুনে জ্বলা	অত্যন্ত উত্তেজিত হওয়া।
তিক্ত অভিজ্ঞতা	কষ্টকর ধারণা।
তোলপাড় করা	আলোড়ন সৃষ্টি করা।

থ

থ বনে যাওয়া	স্তম্ভিত হওয়া।
থতমত খাওয়া	কী করবে বুঝতে না পারা, অপ্রস্তুত হয়ে পড়া।
থ হওয়া	স্তম্ভিত হওয়া।
থ পাতা	স্থায়ীভাবে কিছু করা।
থরহরি কম্প	ভয়ে প্রচণ্ড কাঁপা।
থুবে দেওয়া	জব্দ করা।
থোড়াই কেয়ার করা	গ্রাহ্য না করা।
থই পাওয়া	উদ্ধার লাভ, তলা পাওয়া।
থই থই করা	পরিপূর্ণ।
থাবাথুবি দিয়ে রাখা	পিঠ চাপড়ে ভুলিয়ে রাখা।
থানা পুলিশ করা	সাহায্য পাবার আশায় বারবার থানায় যাওয়া-আসা করা।

দ

দহরম মহরম	গভীর আন্তরিকতা।
দা-কুমড়ো সম্বন্ধ(সম্পর্ক)	শত্রুতা।
দিবাস্বপ্ন	অলীক কল্পনা।
দুধের মাছি	সুসময়ের বন্ধু।
দু মুখো সাপ	শত্রু-মিত্র উভয়ের পক্ষাবলম্বন।
দক্ষিণার জোরে	টাকা পয়সা দিয়ে।
দক্ষযজ্ঞ	ব্যাপক আয়োজন।
দানোয় পাওয়া	ভূতে পাওয়া।
দিগধেড়েঙ্গা	বেমানান রকমের লম্বা।
দক্ষিণ হস্তের ব্যাপার	ভোজন।
দড়ি-কলসি	আত্মহত্যার উপায়, উপকরণ।
দফা নিকেশ	সর্বনাশ, সমূলে বিনাশ।
দহলা-নহলা করা	ইতস্তত করা।
দাঁতে দড়ি দিয়ে পড়ে থাকা	অনাহারে থাকা।
দাঁড়কাকের ময়ূরপুচ্ছ	ভণ্ডামির চিহ্ন।
দিন ফুরানো	আয়ু শেষ।
দুধ-ঘিয়ের শ্রাদ্ধ করা	অপব্যয়।
দু নৌকায় পা	উভয় সংকট।
দুধে ভাতে থাকা	সুখে থাকা।
দেঁতো হাসি	কৃত্রিম হাসি।
দোজবরে	দ্বিতীয়বার যে ছেলে বিয়ে করতে চায়।
দন্তস্ফুট করা	দুরূহ বলে বুঝতে অক্ষম।
দশাসই	লম্বা চওড়া।
দশখান করে বলা	কারো বিরুদ্ধে বাড়িয়ে বলা।
দশাসই চণ্ডী	অত্যন্ত রাগী স্ত্রীলোক।
দহলা ভুঁই	নিচু জমি।
দাদ নেওয়া (লওয়া)	প্রতিশোধ নেওয়া।
দাঁও মারা	মোটা দান মারা।
দাঁতে কুটো কাটা	পরাজয় স্বীকার করা।
দাঁত খিচুনি	তিরস্কার।
দাঁদুরে	অত্যন্ত দুর্বল।
দায়সারা	কোনোরকমে।
দাসখত লিখে দেওয়া	একান্ত অনুগত স্বীকার করা।
দাঁত ভাঙা	দর্প চূর্ণ করা।
দাঁত তোলা	প্রতিশোধ নেওয়া।
দাঁত ফোটানো	কঠিন বিষয় আয়ত্ত করা।
দিনে দুপুরে ডাকাতি	প্রকাশ্য দিবালোকে প্রতারণা।
দিনকে রাত করা	অসাধ্য সাধন, দুষ্কর্ম করা।
দিবাস্বপ্ন	অলীক কল্পনা।
দিল্লিকা লাড্ডু	যে জিনিস পেলে অনুতপ্ত, না পেলে হতাশ।
দিন থাকতে	উপযুক্ত সময়ে।
দৈত্যকুলে প্রহ্লাদ	মন্দ বংশে ভালো লোক।

CamScanner

দুর্গা গজানো	উৎখাত।
দোহাই মানা	কথা রাখা।
দাঁতে আঙুল কাটা	লজ্জা পাওয়া।
দু-দণ্ড	কিছু (একটুখানি) সময়।
দু কান কাটা	বেহায়া, নির্লজ্জ।
দুচোখের বিষ	চক্ষুশূল।
দুহাতে খরচ করা	বেহিসাবি।
দুধে আলতা রং	রঙের ঔজ্জ্বল্য।
দুধের ছেলে	কচি ছেলে।
দুকূল বজায় রাখা	উভয়কে সন্তুষ্ট করা।
দেখে নেওয়া	ক্ষমতা পরীক্ষা।
দোটানায় পড়া	কর্তব্য নির্ণয়ে অক্ষম।

ধ

ধরাকে সরা জ্ঞান করা	অহংকার করা; সকলকে তুচ্ছ ভাবা।
ধরি মাছ না ছুঁই পানি	কৌশলে কার্যোদ্ধার।
ধরতাই বুলি	চালু কথা।
ধর্মের ষাঁড়	যথেচ্ছাচারী।
ধনুক-ভাঙা পণ	সুকঠিন প্রতিজ্ঞা।
ধর্মপুত্র যুধিষ্ঠির	ধার্মিক।
ধড়া-চূড়া	সাজপোশাক।
ধড়ে প্রাণ আসা	বিপদ থেকে উদ্ধার।
ধর্মের কল	সত্য।
ধামাধরা	তোষামোদকারী।
ধুয়ো তোলা	অজুহাত বের করা।
ধেয়ে নাচনি	ধিঙ্গি মেয়ে।
ধোয়া তুলসীপাতা	নির্দোষ।
ধোপা নাপিত বন্ধ করা	একঘরে করা।
ধোপার গাধা	পরের জন্য খাটা।
ধান দিয়ে লেখাপড়া শিখা	নামমাত্র খরচ।
ধকল সওয়া	উপদ্রব সহ্য করা।
ধর লক্ষণ	এক কাজের বদলে অন্য কাজ করা।
ধান গাছের তক্তা	অসম্ভব বস্তু।
ধামাচাপা দেওয়া	গোপন করা।
ধিন্নিকেষ্ট	দায়িত্ব পালনকারী ব্যক্তি।
ধ্রুব সত্য	চরম সত্য।
ধুন্ধুমার কাণ্ড	ভীষণ ব্যাপার।
ধোলাই দেওয়া	প্রচণ্ড প্রহার করা।
ধোপে টেকা	কঠিন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়া।

ন

নেই আঁকড়া	একগুঁয়ে।
নয় ছয়	তছনছ, বিশৃঙ্খলা, অপব্যয়, অপব্যবহার।
ননির পুতুল	শ্রমবিমুখ।
নখদর্পণে	পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে আয়ত্তে।
নবমী দশা	মূর্ছা, মোহ।
নাড়াবুনে	মূর্খ।
নমাসে-ছমাসে	কালে-ভদ্রে।
নয়-দুয়ারি (ন-দুয়ারি)	দ্বারে দ্বারে।
নরক গুলজার	অসংযত স্ফূর্তিবাজদের আড্ডা।
নকড়া ছকড়া করা	হেলাফেলা করা।
নগদ নারায়ণ	নগদ অর্থ।
নজর দেওয়া	কুদৃষ্টি।
নিরানব্বইয়ের ধাক্কা	সঞ্চয়ের প্রবৃত্তি।
নারদের ঢেঁকি	বিবাদের বিষয়।
নিমরাজি	আংশিক স্বীকার করা।
নুড়ো জ্বেলে দেওয়া	মৃত্যু কামনা করা।
নোলা বাড়ানো	লোভ করা।
নাচতে নেমে ঘোমটা	বৃথা লজ্জা।

নজর লাগা	মনের মতো হওয়া।
নখনাড়া	গর্ব প্রকাশ করা।
নবমীর পাঠা	প্রাণভয়ে ভীত ব্যক্তি।
নাড়ার পাল	অন্তঃসারশূন্য মোটালোক।
নাক গলানো	অনধিকার চর্চা।
নাম কাটা সেপাই	তালিকা বহির্ভূত ব্যক্তি।
নকড়া-ছকড়া	তুচ্ছতাচ্ছিল্য করা, তুচ্ছজ্ঞান করা।
নাম রাখা	গৌরব রক্ষা করা।
নামে নামে	জনে জনে।
নাম ডোবানো	সম্মান নষ্ট করা।
নাক সিঁটকানো	ঘৃণা বা অবজ্ঞা করা।
নাকে কান্না	বায়না করে কৃত্রিম কান্না।
নাম ডাক	যশ ও প্রতিপত্তি।
নাড়ির খবর	সকল তথ্য।
নাকানি চুবানি	হয়রান হওয়া।
নাড়ির টান	গভীর ও আন্তরিক মমত্ববোধ।
নাড়ি টেপা	পরীক্ষা করা।
নাকে মুখে গোঁজা	দ্রুত আহার।
নাড়ি নক্ষত্র	সব তথ্য।
নাকাল হওয়া	জব্দ হওয়া।
নয়নের মণি	পরম আদরের পাত্র।
নবাবি চাল	অতিরিক্ত বিলাসিতা।
নব কার্তিক	সুদর্শন কিন্তু অকর্মণ্য।
নাস্তানাবুদ	বিপন্ন ও বিধ্বস্ত।
নাটের গুরু	মূলনায়ক।
নাছোড়বান্দা	যে কিছুতেই ছাড়তে চায় না।
নেপোয় মারে দই	ধূর্তলোকের ফল প্রাপ্তি।
নদের চাঁদ	অহমিকাপূর্ণ নির্গুণ ব্যক্তি।
নজরে পড়া	সপ্রশংস দৃষ্টি আকর্ষণ করা।
নারানং মাতুল ক্রম	মানুষ মাতুল বা মামার অনুসরণকারী।
না ঢেঁকি না কুলো	অন্নসংস্থানের অভাব।
না রাম না গঙ্গা	ভালো মন্দ কিছুই না।
নিজের পায়ে কুড়াল মারা	নিজের ক্ষতি নিজে করা।
নিমক খাওয়া	অন্নপুষ্ট হওয়া।
নিকুচি করা	তিরস্কার করা।
নিমক হারাম	অকৃতজ্ঞ।
নেক নজর থাকা	সুদৃষ্টি লাভ।

প

পটল তোলা	মারা যাওয়া।
পুকুর-চুরি	বড় রকমের চুরি।
পুঁটিমাছের প্রাণ	ক্ষীণজীবী লোক, ছোটো মন।
পড়ে-পাওয়া চোদ্দ আনা	বিনা পরিশ্রমে প্রাপ্ত।
পয়লানম্বর	অতি চমৎকার।
পঞ্চত্ব প্রাপ্তি	মারা যাওয়া।
পই পই করে	বারবার স্মরণ করিয়ে দেওয়া।
পরঘড়ি পান্তা মারি	হাড়হাভাতে লোক।
পশ্চিমদিকে সূর্য ওঠা	অসম্ভব ব্যাপার।
পত্রপাঠ	তৎক্ষণাৎ।
পঞ্চমুখ হওয়া	অতিরিক্ত কথা বলা।
পটের বিবি	সুসজ্জিত।
পগারপার	পালানো।
পায়াভারি	অহংকার।
পাথরে পাঁচ কিল	অদৃষ্ট সুপ্রসন্ন।
পান্তা ভাতে ঘি	অপব্যবহার।
পায়ে রাখা	আশ্রয় দেওয়া।
পাকে-প্রকারে	কলে-কৌশলে, ঘটনাক্রমে, চক্রে।
পাণ্ডববর্জিত	সভ্যলোকের বাসের অযোগ্য।

JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS

পান থেকে চুন খসা	সামান্য ত্রুটি হওয়া।
পাষাণ ভাঙা	দাঁড়িপাল্লায় ফের ভাঙা।
পালের গোদা	দলপতি।
পিপড়ের পেট টেপা	অত্যধিক হিসাব করে চলা।
পুথি বাড়ানো	বাড়িয়ে বর্ণনা করা।
পুরনো কাসুন্দি ঘাঁটা	অপ্রীতিকর আলোচনা।
পথে বসা/ দাঁড়ানো	সর্বস্বান্ত হওয়া।
পথ দেখা	চলে যাওয়া।
পথে আসা	সংশোধন করা।
পথের কাঁটা	সুখের বাধা।
পদ্মপাতার জল	ক্ষণস্থায়ী।
পাকা ধানে মই	অনিষ্ট করা।
পা দেওয়া	উপনীত হওয়া।
পাখিপড়া করা	বারবার শেখানো।
পঞ্চমবাহিনী	বিশ্বাসঘাতক।
পেটের শত্রু	যে সন্তান মায়ের দুঃখের কারণ।
পোড়াকপালে	দুর্ভাগ্য; মন্দভাগ্য।
পয়মন্ত	সুলক্ষণযুক্ত।
পিশাচিনী	বড় কুঁড়ে।
পাততাড়ি গুটানো	জিনিসপত্র গুটানো।
পিত্ত জ্বলে যাওয়া	অতিশয় ক্রোধান্বিত হওয়া।
পরশুরামের কুঠার	সর্বংসহার।
পিণি গেলা	অনিচ্ছাসত্ত্বেও কোনোরকমে খাওয়া।
পাত পাড়া	খেতে বসা।
পাঁচ কান হওয়া	প্রচারিত হওয়া।
পাটোয়ারি বুদ্ধি	ব্যবসায়ী বুদ্ধি।
পা চাটা/তেল দেওয়া	তোষামুদি করা।
পিণ্ডি রক্ষা	অনুসংস্থান।
পেটে পেটে বুদ্ধি	দুষ্ট বুদ্ধি।
পেটে চড়া পড়া	অরুচি হওয়া।
পোয়াবারো	অতিরিক্ত সৌভাগ্য।
পেয়ে বসা	নাছোড়বান্দা।
পোড় খাওয়া	দুঃখ কষ্ট ভোগ।
পৌঁ ধরা	কোনো ব্যাপারকে অন্ধভাবে সমর্থন করা।
পৃষ্ঠপ্রদর্শন	পলায়ন করা।
প্রমাদ গণা	ভীত হওয়া।
প্রাণ হাতে করা	মরণের ঝুঁকি।

ফ

ফপর দালালি	অতিরিক্ত চালবাজি।
ফোড়ন কাটা/দেওয়া	কথার মাঝে বৃথা টিপ্পনী কাটা।
ফুটিকাটা	চৌচির।
ফুলের ঘায়ে মূর্ছা যাওয়া	সামান্য পরিশ্রমে কাতর।
ফেকলু পার্টি	কদরহীন লোক।
ফতো নবাব	সম্বলহীনের বড়লোকিভাব।
ফোঁস-মনসা	ক্রোধী লোক।
ফোপর-দালাল	উপযাচক হয়ে অন্যের ব্যাপারে কথা বলা।
ফতুর হওয়া	নিঃস্ব হওয়া।
ফাঁদে পা দেওয়া	ষড়যন্ত্রে পড়া।
ফাঁকে পড়া	বঞ্চিত হওয়া।
ফাঁপা ঢেঁকি	সামর্থ্যহীন।
ফাঁদ পাতা	চক্রান্ত করা।
ফাঁকা আওয়াজ	বৃথা আস্ফালন।
ফাঁড়া কাটানো	বিপদ থেকে মুক্ত হওয়া।
ফুলবাবু	বিলাসী।
ফুলটুসি	সামান্য আঘাতে কাতর (নারী)।
ফেউ লাগা	পেছনে লেগে থেকে ক্রমাগত বিরক্ত করা।
ফেঁপে ওঠা	বিত্তশালী হওয়া।

ফ্যা ফ্যা করা	অনর্থক ঘোরা।
ফ্রাংকেনস্টাইনের দানব	নিয়ন্ত্রণহীন দানবীয় সৃষ্টি।
ফুসমন্তর	ফাঁকির মন্ত্র।
ফুটো পয়সার লড়াই	সামান্য বিষয় নিয়ে বিবাদ।

ব

বইয়ের পোকা	পড়ুয়া, সব সময়ে পড়ে এমন।
বর্ণচোরা আম/বর্ণচোরা	বহিরঙ্গ একমাত্র পরিচয় নয়/কপট ব্যক্তি, ভণ্ড।
বকধার্মিক/বিড়াল তপস্বী	ভণ্ড সাধু।
বালির বাঁধ	অস্থায়ী বস্তু।
ব্যাঙের সর্দি	অসম্ভব ঘটনা।
বাঘের দুধ	দুষ্প্রাপ্য বস্তু, অসম্ভব বস্তু।
বাঁ হাতের ব্যাপার	ঘুষ গ্রহণ।
বিনা মেঘে বজ্রপাত	অপ্রত্যাশিত বিপদ।
বিসমিল্লায় গলদ	শুরুতেই ভুল।
বুদ্ধির ঢেঁকি	বোকা, নির্বোধ।
ব্যাঙের আধুলি	সামান্য পুঁজি হলেও যা গর্বের।
বউ-কাঁটকি	পুত্রবধূকে যন্ত্রণা দেওয়া।
বক দেখানো	অশোভনভাবে বিদ্রূপ করা।
বচনবাগীশ	কথায় পটু।
বয়সের গাছ-পাথর না থাকা	অত্যন্ত বৃদ্ধ।
বগল বাজানো	আনন্দ প্রকাশ করা।
বয়ে যাওয়া	ক্ষতি বা বৃদ্ধি জ্ঞান না করা।
বসন্তের কোকিল	সুদিনের বন্ধু।
বিড়ালের গলায় ঘন্টা বাঁধা	অসাধ্য সাধন করা।
বিন্দু বিসর্গ	সামান্য অংশ।
বাঙালকে হাইকোর্ট দেখানো	সরল লোককে প্রতারণা।
বামনের গরু	যে অল্প পরিশ্রমিকে বেশি কাজ করে।
বারো সতেরো	খুঁটিনাটি।
বারো মাস ত্রিশ দিন	প্রতিদিন।
বারো মাসে তেরো পার্বণ	উৎসবের আধিক্য।
বাস্তুঘুঘু	প্রচ্ছন্ন শয়তান।
বাহাত্তরে ধরা	মতিচ্ছন্ন হওয়া।
বিড়াল-তপস্বী	ভণ্ড লোক।
বিড়ালের আড়াই পা	ক্ষণস্থায়ী রাগ।
বিরাশি সিক্কা ওজন	পাকা ওজন।
বুড়ি ছোঁয়া	নামমাত্র নিয়ম পালন।
বুড়ো বয়সে চূড়াকরণ	খোকামি, ছেলেমানুষি।
বেনা/উলুবনে মুক্তো ছড়ানো	অপাত্রে মূল্যবান বস্তু দেওয়া।
বোঝার উপর শাকের আঁটি	অতিরিক্তের অতিরিক্ত।
ব্যাঙের লাথি	নগণ্য লোকের দ্বারা অপমান।
বসিয়ে দেওয়া	দারুণ ক্ষতি করা।
বড় গলা	অহংকার বা গর্ব।
বড় হাজারি	দুপুরের খানা।
বরাখুরে	অলক্ষুনে।
বসে খাওয়া	সঞ্চিত অর্থে চলা।
বাপের ঠাকুর	শ্রদ্ধেয় ব্যক্তি (ব্যঙ্গার্থে)।
বাগে পাওয়া	সুযোগ পাওয়া।
বাঘের মাসি	নির্ভীক।
বাঘের আড়ি	নাছোড়বান্দা
বারো ভূত	অনাত্মীয় লোকজন।
বুক চাপড়ানো	হতাশা বা দুঃখে হায় হায় করা।
বিষের পুঁটুলি	হিংসুটে, বিদ্বেষী।
বিধির বিড়ম্বনা	অদৃষ্টের পরিহাস।
বুকের পাটা	সাহস।
বাপকা বেটা	পিতার উপযুক্ত পুত্র।
বাপের জন্মে	কোনো কালে।
বাঁধা গৎ	নির্দিষ্ট আচরণ।

JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS

JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS

[illegible]	বিচলিত হওয়া।
[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible] সামান্য উপকার।
[illegible]	সহানুভূতি দেখানো।
[illegible]	যে পরোপকারের জন্য [illegible] করে।
[illegible]	[illegible] পরীক্ষা করা।
[illegible]	সারা বছর খাটে।
[illegible]	অতিরিক্ত।
[illegible]	যে সামাজিক অটল।
[illegible]	অন্য লোকের মুখ চাওয়া।
[illegible]	অবিচল অটল।
[illegible]	মাটি দিয়ে সংশোধন করা।
[illegible]	[illegible] হওয়া।
[illegible]	আরাম [illegible] করা।
[illegible]	যে পুরুষকে সঙ্গ দেয়।
[illegible]	অসুরের মতো অকর্মণ্য লোক।
[illegible]	সাধক।
[illegible]	মূর্খ।
[illegible]	ধর্ম মতো লোক।
[illegible]	বাধ্য হয়ে কাজ করা।
[illegible]	দায়মুক্ত হওয়া।
[illegible]	শাস্তি দেওয়া।
[illegible]	ব্যক্তির অস্তিত্ব রক্ষা।

ভ

ভূষণ্ডি কাক	দীর্ঘজীবী।
ভরাডুবি	সর্বনাশ।
ভিজে বিড়াল	কপটাচারী, কপট ব্যক্তি।
ভিটায় ঘুঘু চরানো	সর্বস্বান্ত করা।
ভূতের বেগার খাটা	নিষ্ফল পরিশ্রম করা, অযথা শ্রম।
ভুঁইফোঁড়	নতুন আগমন, অর্বাচীন।
ভয়ে কেঁচো হয়ে থাকা	ভয়ে জড়সড় হওয়া।
ভেরেণ্ডা ভাজা	অকাজে সময় নষ্ট করা।
ভস্মে ঘি ঢালা	নিষ্ফল কাজ।
[illegible]	অল্পস্থায়ী সুখ।
[illegible]	প্রকৃতপক্ষে দরিদ্র।
[illegible]	সংকট দিন।
ভানুমতির খেল	অবিশ্বাস্য ব্যাপার।
ভিমরুলের চাকে খোঁচা দেওয়া	উস্কানি দেওয়া।
ভীষ্মের প্রতিজ্ঞা	অনড় সংকল্প।
ভূতের মুখে রাম নাম	অসৎ লোকের সৎ কথা।
ভূতের বাপের শ্রাদ্ধ	অপচয়জনক ব্যাপার।
[illegible]	নির্বিবাদে প্রহার বা গালি দেওয়া।
[illegible]	বাড়াবাড়ি/বাহাদুরি।
ভবলীলা সাঙ্গ হওয়া	মারা যাওয়া।
ভিত্তি স্থাপন (করা)	আসল (মূল) প্রকল্পের পূর্বাবস্থা।
ভেড়ার পাল	অন্ধ অনুকরণ।
ভবী ভোলবার নয়	যাকে ভুলানো যায় না।
ভদ্রতার খাতির	সৌজন্যবোধ।
[illegible]	সব প্রতিকূলতায় সামান্য কিছু পাওয়া।
ভাতে মারা	জীবিকার উপায় বন্ধ করে কষ্ট দেওয়া।
[illegible]	আশীর্বাদস্বরূপ।
ভাঁওতা দেওয়া	প্রতারিত করা, ঠকানো।
[illegible]	কপালে হাত দেওয়া।
[illegible]	অনুর্বর।
ভেক ধরা	ছদ্মবেশ ধারণ।
ভেড়া বানানো	বশীভূত করা।

ম

মন না মতি	চিত্তের অস্থিরতা।
মাছের মায়ের পুত্রশোক	কপট বেদনাবোধ।
মিছরির ছুরি	মুখে মধু অন্তরে বিষ।
মগের মুল্লুক	অরাজক দেশ, অরাজকতা।
মণিকাঞ্চন যোগ	উপযুক্ত মিলন।
মানিক জোড়	অন্তরঙ্গ বন্ধু, গভীর সম্পর্ক।
ময়ূর ছাড়া কার্তিক	কদাকার পুরুষ।
মকসো করা	অভ্যাস করা।
মাৎ করা	মাতিয়ে দেওয়া।
মহাভারত অশুদ্ধ	বড় রকমের অপরাধ।
ম-ম করা	সুগন্ধে ভরে থাকা।
মন উচাটন হওয়া	অস্থির হওয়া।
মরাকান্না	উচ্চকণ্ঠে শোক প্রকাশ।
মণিহারা ফণী	প্রিয়জনের জন্য অস্থির লোক।
মামদোবাজি	প্রবঞ্চনা।
মাথায় আকাশ ভেঙে পড়া	আকস্মিক বিপদে পড়া।
মাথার ঘায়ে কুকুর পাগল	ভীষণ বিপদে অস্থির অবস্থা।
মান্ধাতার আমল	অতি প্রাচীনকাল।
মাকাল ফল	অন্তঃসারশূন্য।
মানের মাথায় বাড়ি	সম্মানহানি।
মিছরির ছুরি	মুখে মধু অন্তরে বিষ।
মুখে ফুল-চন্দন পড়া	শুভকামনার জন্য প্রশংসা করা।
মেঘ না চাইতে বৃষ্টি (জল)	আশাতীত ফল।
মেঘে মেঘে বেলা হওয়া	বয়স বাড়া।
মৌতাত চড়ানো	নেশা করা।
মন জোগানো	খুশি করা।
মনে প্রাণে	আন্তরিকভাবে।
মুখ রাখা/ রক্ষা	সম্মান বাঁচানো।
মনের আগুন	উত্তেজনা।
মাথার দিব্যি	শপথ।
মাথা মাটি হওয়া	বোধ বুদ্ধি লোপ পাওয়া।
মুখচোরা	লাজুক।
মাটি খাওয়া	বোকার মতো কাজ করা।
মরণ কামড়	প্রাণপণ চেষ্টা।
মরার সময় মকর ধ্বজ	শেষ প্রচেষ্টা।
মাছরাঙার কলঙ্ক	অনেক অপরাধীর মধ্যে মাত্র একজনকে দোষী সাব্যস্ত করা।
মৃগতৃষ্ণা	মরীচিকা।
মুখ চুন হওয়া	লজ্জায় ম্লান হওয়া।
মাছি মারা কেরানি	বিচার বুদ্ধিহীন নকলনবিশ।
মাছের মা	নির্মম।
মাটির মানুষ	সরলপ্রাণ মানুষ।
মাঠে মারা যাওয়া	ব্যর্থ হওয়া।
মাথা ঠেকানো	প্রণাম করা।
মাটিতে পা না পড়া	অহংকার করা।
মাথা খাওয়া	আদর দিয়ে নষ্ট করা।
মাথা হেঁট হওয়া	লজ্জা পাওয়া।
মাথা রাখা	খুব রক্ষা করা।
মাথার মণি	মূল্যবান প্রিয় বস্তু।
মাঝে মাঝে	সময়মতে।
মাথায় চড়া	প্রশ্রয় পাওয়া।
মাথায় হাত বুলানো	কৌশলে কার্যোদ্ধার।
মায়ের দয়া	বসন্তরোগে আক্রান্ত হওয়া।
মাটি কামড়ে থাকা	নাছোড়বান্দা হয়ে স্বস্থানে থাকা।
মাথা কাটা যাওয়া	লজ্জা পাওয়া।

JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS

CamScanner

JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS

মাথা তোলা	সগৌরবে নিজেকে জাহির করা।
মামা বাড়ির আবদার	সহজে মিটে এমন।
মাথার ঘাম পায়ে ফেলা	অত্যধিক শ্রম।
মাৎস্যন্যায়	অরাজকতা।
মার্কামারা	সুচিহ্নিত।
মুখে দুধের গন্ধ	অতি কম বয়স।
মেনিমুখো	সলজ্জ, অন্তর্মুখী লোক।
মেছো হাটা	তুচ্ছ বিষয়ে মুখরিত।
মোগলাই কায়দা	জাঁকজমকপূর্ণ ব্যবস্থা।
মৌচাকে ঢিল	বিপজ্জনক স্থানে আঘাত।
য	
যক্ষের ধন	কৃপণের কড়ি।
যমের দোসর	নিষ্ঠুর ব্যক্তি।
যমের অরুচি	কুৎসিত, যে সহজে মরে না।
যমের ভুল	যার মরণ হয় না।
যম যন্ত্রণা	খুব কষ্ট।
যখন-তখন অবস্থা	মুমূর্ষু অবস্থা।
যত্তরে কই	বেঢপ/স্ফীত মস্তক শীর্ণ দেহী।
যাহা বাহান্ন তাহা তিপ্পান্ন	খুব সামান্য তফাত।
যমে ধরা	মৃত্যুগ্রাসে পতিত হওয়া।
যমের ঘাটি/দুয়ার/বাড়ি/যমালয়/যমপুরী	মৃত্যুপুরী বা মৃত্যু।
যমের বাড়ি যাওয়া	মৃত্যুমুখে পতিত হওয়া।
যবনিকাপাত/যবনিকাপতন	পরিসমাপ্তি।
যাচ্ছেতাই	নিকৃষ্ট।
যো সো করে	যে-কোনো উপায়ে।
র	
রাবণের চিতা	চির অশান্তি।
রাম ভজি কি রহিম ভজি	উভয় সংকট।
রক্তের অক্ষরে লেখা	সংগ্রামের কাহিনি।
রাঘব বোয়াল	সর্বগ্রাসী ব্যক্তি।
রাশভারী	গম্ভীর প্রকৃতির।
রুই-কাতলা	প্রতিপত্তিশালী লোকজন।
রথ দেখা কলা বেচা	উভয়কর্ম সাধন।
রগচটা	অল্পেই রাগ।
রাঙা শুক্রবার	কোনো দিনই নয়।
রামগরুড়ের ছানা	গোমড়ামুখো লোক।
রাজা উজির মারা	বড় বড় গল্প।
রাম রাজত্ব	শান্তিশৃঙ্খলাযুক্ত রাজ্য।
রাই কুড়িয়ে বেল	ক্ষুদ্র সঞ্চয়ে বৃহৎ।
রাঙা মুলো	প্রিয়দর্শন কিন্তু গুণহীন।
রাবণের গোষ্ঠী	বড়ো পরিবার।
রকমফের	বৈচিত্র্য
রয়ে-সয়ে	ধীরে সুস্থে।
রক্তের টান	স্বজনপ্রীতি।
রকমসকম	ভাবভঙ্গি, চালচলন।
রক্ত শোষণ	সর্বস্ব আত্মসাৎ করা।
রক্ত মাংসের শরীর	যার পক্ষে উত্তেজনাদি স্বাভাবিক।
রঙ্গরস	আমোদ- প্রমোদ।
রণে ভঙ্গ দেওয়া	ক্ষান্ত হওয়া।
রসাতলে যাওয়া	অধঃপাতে যাওয়া।
রক্তগঙ্গা করা	খুন খারাবি করা।
রায়বাঘিনী	উগ্র স্বভাবের নারী।
রাজার হাল	আড়ম্বর।
রাহুর দশা	দুঃসময়।
রা করা	কথা বলা।

রাশ আলগা করা	শাসন না করা।
রাম ধোলাই	প্রচণ্ড পিটুনি।
রাজযোটক	উপযুক্ত মিলন।
রজ্জুতে সর্পজ্ঞান	বিভ্রম।
রত্নপ্রসবিনী	সুযোগ্য সন্তানের মা।
রেখে ঢেকে বলা	চেপে রাখা।
	ল
লেফাফা দুরস্ত	বাইরে পরিপাটি (বাইরের ঠাট বজায় রেখে চলেন যিনি)।
লেজে গোবরে করা	বিশৃঙ্খলা করা।
লোটাকম্বল	সামান্য সংগতি।
লেজে পা পড়া	স্বার্থে আঘাত লাগা।
লগন চাঁদা	ভাগ্যবান।
লবেজান করা	নাজেহাল করা।
লক্কা পায়রা	ফুলবাবু।
লঘুপাপে গুরুদণ্ড	সামান্য অপরাধে গুরুতর শাস্তি।
লোহার কার্তিক	কালো কুৎসিত লোক।
ললাটের লিখন	অমোঘ ভাগ্য।
লঙ্কাকাণ্ড	তুমুল ব্যাপার।
লজ্জার মাথা খাওয়া	লজ্জাহীন হওয়া।
লঙ্কা পোড়া	বিভ্রাট সৃষ্টিকারী।
লম্বা চাল	অবস্থার অতিরিক্ত আড়ম্বর।
লম্বা করা	প্রহার দ্বারা ধরাশায়ী করা।
লঘু গুরু জ্ঞান	কাণ্ডজ্ঞান।
লালবাতি জ্বালান	ধ্বংস হওয়া।
লাখ কথার এক কথা	অতি মূল্যবান কথা।
লাটে ওঠা	সর্বনাশ হওয়া।
লাট বেলাট	সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি।
লাই দেওয়া	অত্যধিক প্রশ্রয় দেওয়া।
লাগানি-ভাঙানি	গোপনে নিন্দা করা।
লাগাম ছাড়া	নিয়ন্ত্রণ বহির্ভূত।
লাল হয়ে যাওয়া	বিত্তবান হওয়া।
লাল পানি	মদ।
লাথি খেকো	অত্যন্ত হেয়।
লেজে খেলানো	কারও সঙ্গে ক্রমাগত চালাকি করা।
লেজা মুড়ো	আগাগোড়া, সমস্ত।
লেজকাটা শিয়াল	বেহায়া লোক।
লম্বা দেওয়া	দৌড়ে পালানো।
লক্ষ্মীর বরযাত্রী	সুসময়ের বন্ধু।
লোটাকম্বল	সামান্য সংগতি।
লাগে টাকা দেবে গৌরীসেন	অর্থের অহেতুক অপচয়।
লেজ গুটানো	ভীত হওয়া।
লোক হাসানো	হাস্যাস্পদ হওয়া।
ল্যাংবোট	নিত্যসঙ্গী।
	শ
শাঁখের করাত	উভয় সংকট।
শাপে বর	অনিষ্টে ইষ্ট লাভ।
শনির দশা	দুঃসময়।
শবরীর প্রতীক্ষা	দীর্ঘকাল ধরে প্রতীক্ষা।
শালগ্রামের শোয়া বসা	নির্বিকার লোকের মনের অবস্থা।
শাক দিয়ে মাছ ঢাকা	দোষ গোপনের বৃথা চেষ্টা।
শিকায় তোলা	স্থগিত।
শিবরাত্রির সলতে	একমাত্র বংশধর।
শিরে সংক্রান্তি	আসন্ন বিপদ।
শকুনি মামা	অনিষ্টকর আত্মীয় (কুচক্রী/কুটিল লোক)।
শিয়রে শমন	আসন্ন মৃত্যু।

JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS

JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS

শিয়ালের যুক্তি	অসম্ভব যুক্তি।
শ্রীঘর	জেলখানা।
শুঁড়ির সাক্ষী মাতাল	অসৎ লোকের অসৎ বন্ধু।
শুম্ভ-নিশুম্ভের যুদ্ধ	ভীষণ লড়াই।
শুঁড় বার করা	লোভ করা।
শুয়োরের গোঁ	ভয়ানক; অতিরিক্ত জেদি।
শ্মশান-বৈরাগ্য	সাময়িক বৈরাগ্য।
শঠে শাঠ্যং	শঠ ব্যক্তির সঙ্গে শঠতা।
শনির দৃষ্টি	ক্ষতিকারক দৃষ্টি।
শরতের শিশির	সুসময়ের বন্ধু।
শত্রুর মুখে ছাই	কুদৃষ্টি এড়ানো।
শকার-বকার	অশ্লীল কথা।
শিখণ্ডী	যাকে সম্মুখে রেখে অন্যায় কাজ করা হয়।
শিখণ্ডী খাড়া করা	কাউকে আড়াল করে অন্যায় কাজ করা।
শুভঙ্করের ফাঁকি	ধোঁকা দিয়ে ফায়দা হাসিল।
শিঙে ফোঁকা	মরা।
শত্রুর মুখে ছাই দেওয়া	কুদৃষ্টি এড়ানো।
শুকনায় ডিঙি চালানো	শক্তিতে কাজ করা।
শুয়ে শুয়ে লেজ নাড়া	আলস্যে সময় নষ্ট করা।
শূন্যে সৌধ নির্মাণ	অলীক কল্পনা।
শেষ রক্ষা	শুভ সমাপ্তি।
শ্বেতহস্তী পোষা	কর্মচারীদের জন্য অতিরিক্ত অর্থ ব্যয় করা।
শোধবোধ	মিটমাট।

ষ

ষত্ব ণত্ব জ্ঞান	কাণ্ডজ্ঞান।
ষাঁড়ের গোবর	অপদার্থ/অকেজো/অকর্মণ্য লোক।
ষাটের কোলে	অধিক বয়স।
ষোলো কড়াই কানা	সম্পূর্ণ বিনষ্ট।
ষোলো আনা পূর্ণ	পূর্ণতা লাভ।
ষোলো আনা বাজিয়ে নেওয়া	সম্পূর্ণভাবে বিচার করে নেওয়া।
ষণ্ডামার্কা	গুণ্ডা প্রকৃতির; গোঁয়ার অথচ মূর্খ।
ষোলো কলা	সম্পূর্ণ।

স

সাক্ষী গোপাল	নিষ্ক্রিয় দর্শক।
সপ্তমে চড়া	প্রচণ্ড উত্তেজনা।
সোনায় সোহাগা	সুন্দর মিল, উপযুক্ত মিলন।
সবেধন নীলমণি	একমাত্র অবলম্বন।
সবুরে মেওয়া	ধৈর্যে সুফল।
সাজ করতে দোল ফুরানো	প্রস্তুতির জন্য অত্যধিক সময় নেওয়া।
সাপের ছুঁচো গেলা	উভয় সংকটে পড়া।
সাতকাহন	প্রচুর পরিমাণ।
সাপের পাঁচ পা দেখা	অহংকারের বাড়াবাড়ি।
সাত খুন মাফ	অত্যধিক প্রশ্রয়।
সাত সতের	বিচিত্র রকমের।
সুখে থাকতে ভূতে কিলানো	অকারণে দুঃখ ডেকে আনা।
সুখের পায়রা	সুসময়ের বন্ধু।
সুলুক-সন্ধান	খোঁজখবর।
সোনার কাঠি রুপোর কাঠি	বাঁচামরার উপায়।
সোনার পাথর বাটি	অলীক বস্তু।
সের দরে	নামমাত্র মূল্যে/সস্তায়।
স্বর্গে বাতি দেওয়া	বংশ রক্ষা করা।
সরস্বতীর বরপুত্র	বিদ্বান লোক।
সকাল সকাল	নির্দিষ্ট সময়ের পূর্বে।
সপ্ত কাণ্ড রামায়ণ	বৃহৎ বিষয়।
সর্ষে ফুল দেখা	অন্ধকার দেখা।
সব শিয়ালের এক রা	ঐকমত্য।
সরফরাজি করা	অযোগ্য ব্যক্তির চালাকি।
সাপও মারা লাঠিও না ভাঙা	কৌশলে কার্যসিদ্ধি করা।
সাত পাঁচ ভাবা	নানা রকম চিন্তা করা।
সাত জন্মে	কস্মিনকালে।
সাত পাঁচ	বিবিধ।
সাবধানের মার নেই	সতর্কতায় বিপদ নেই।
সাপে নেউলে	নিদারুণ শত্রুতা।
সাফাই গাওয়া	দোষ এড়ানোর চেষ্টা।
সাতেও নয় পাঁচেও নয়	সংশ্রবশূন্য, সম্পর্কশূন্য।
সেয়ানে সেয়ানে	চালাকে চালাকে।
সোনার চাঁদ	অতি আদরের।
সোঁতের শেওলা	নিরাশ্রয় ব্যক্তি।
স্বর্গের সিঁড়ি	সুখ লাভের শ্রেষ্ঠ উপায়।
স্বখাত সলিল	নিজে বিপদ ডেকে আনা।
স-সে-মি-রা অবস্থা	কাণ্ডজ্ঞানহীন অবস্থা।

হ

হাতটান	চুরির অভ্যাস।
হাটে হাঁড়ি ভাঙা	গোপনে কথা প্রকাশ করা।
হাতে খড়ি	শিক্ষার সূচনা।
হাড় হাভাতে	হতভাগ্য।
হালে পানি পাওয়া	সুবিধা করা, সাধ্যের মধ্যে আনা।
হরিষে বিষাদ	সুখের সময়ে হঠাৎ দুঃখ।
হলুদের গুঁড়ো	সমস্ত ব্যাপারে যে উপস্থিত।
হদিস পাওয়া	নিখুঁত সংবাদ পাওয়া।
হ য ব র ল	বিশৃঙ্খল।
হরি ঘোষের গোয়াল	বহু অপদার্থ ব্যক্তির সমাবেশ।
হচ্ছে হবে	দীর্ঘসূত্রিতা।
হরিলুট	অপচয়।
হস্তিমূর্খ	ভীষণ বোকা।
হরিহর আত্মা	অন্তরঙ্গ বন্ধুত্ব।
হাতের লক্ষ্মী পায়ে ঠেলা	সুযোগ নষ্ট করা।
হাড়ে মাসে জ্বালানো	অত্যন্ত উত্যক্ত করা।
হাড়ে বাতাস লাগা	স্বস্তি পাওয়া।
হাতে আকাশ পাওয়া	অভাবিতভাবে কিছু লাভ।
হাতে পাঁজি মঙ্গলবার	মীমাংসার উপায় থাকতে তর্ক-বিতর্ক বৃথা।
হাতির গলায় ঘণ্টা	বয়স্ক বরের বালিকা বধূ।
হাপিত্যেশ	ব্যাকুল কামনা।
হা-ঘরে	গৃহহীন।
হাঁটুর বয়স	নিতান্ত শিশু।
হুঁকো-নাপিত বন্ধ করা	সমাজচ্যুত করা।
হেস্তনেস্ত	শেষ মীমাংসা।
হয়কে নয় করা	সত্যকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করা।
হাত দিয়ে হাতি ঠেলা	অসম্ভবকে সম্ভব করার চেষ্টা।
হাতির খোরাক	অধিক আহার।
হাতের পাঁচ	শেষ সম্বল।
হাতে জল না গলা	অতি কৃপণ।
হাত ঝাড়া দিলে পর্বত	ধনাধিক্য সচ্ছল অবস্থা।
হাতে দূর্বা গজান	কুঁড়ে হওয়া।
হাল ছেড়ে দেওয়া	হতাশ হওয়া।
হাতে বেড়ি পড়া	গ্রেফতার হওয়া।
হাড় কালি হওয়া	অতিশয় দুঃখ ভোগ করা।
হাড়হদ্দ	নাড়িনক্ষত্র।
হাড়ে হাড়ে চেনা	মর্মান্তিকভাবে জানা।
হাত পাতা	ভিক্ষা করা।

JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS

CamScanner

হাত-ভারী	কৃপণ।
হাত কামড়ানো	আফসোস করা।
হাত জোড়া থাকা	কর্মব্যস্ত থাকা।
হাতে আসা	অভ্যস্ত হওয়া।
হাতির পাঁচ পা দেখা	অহংকার বোধ করা।।
হাল ধরা	দায়িত্ব গ্রহণ করা।
হাড়ে ভেলকি খেলা	চতুর ব্যক্তির কাজ।
হাত ধুয়ে বসা	নিশ্চিন্ত বোধ করা, আশা ত্যাগ করা।
হাতুড়ে বদ্যি	আনাড়ি চিকিৎসক।
হাত করা	আয়ত্ত করা।
হাতে কলমে	প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা।
হাতে নাতে	প্রত্যক্ষ প্রমাণ।
হাঁড়ির হাল	মলিন অবস্থা।
হাতে না মেরে ভাতে মারা	পরোক্ষ শাস্তি দেওয়া।
হামবড়া ভাব	অহংকারী।
হাল ছাড়া	নিরাশ হওয়া।
হীরার ধার	অতি তীক্ষ্ণ বুদ্ধি।
হিতে বিপরীত	উল্টা ফল।
হোমরা চোমরা	গণ্যমান্য ব্যক্তি।
হ্যাপা সামলানো	ঝামেলা পোহানো।
হ্রস্ব-দীর্ঘ জ্ঞান	সাধারণ জ্ঞান।

☞ সমার্থ বিশিষ্ট কয়েকটি বাগ্‌ধারা :

অপদার্থ, অকর্মণ্য, অক্ষম	আমড়া কাঠের ঢেঁকি, বুদ্ধির ঢেঁকি, কায়েতের ঘরের ঢেঁকি, ঢেঁকির কুমির, কুমড়ো কাটা বটঠাকুর, কচুবনের কালাচাঁদ, অকাল কুষ্মাণ্ড, ঘটিরাম, ঘন্টাগরুড়, গোবর গণেশ, ষাঁড়ের গোবর, ঠুঁটো জগন্নাথ, নালায়েক, ঢাকের বায়া, অভাজন, উনপাঁজুরে।
নির্বোধ	অগাকাণ্ড/অগাচণ্ডী, অঘারাম, ঢেঁকি অবতার, বুদ্ধির ঢেঁকি।
ভীষণ শত্রুতা	অহি-নকুল সম্বন্ধ, আদায় কাঁচকলায়, দা-কুমড়া, গজ-কচ্ছপের লড়াই, সাপে-নেউলে।
অত্যন্ত কৃপণ	কঞ্জুসের ডাণ্ডাখোর, কিপটের জুস, যক্ষের ধন, হাতে জল না আসা, হাত ভারী।
অপব্যয়	অন্ন ধ্বংস করা, উড়নপোকা, দুধে-ঘিয়ের শ্রাদ্ধ করা, নয়-ছয়, ভস্মে ঘি ঢালা, ভূতের বাপের শ্রাদ্ধ, হরিলুট।
বিশৃঙ্খলা	আধা খেঁচড়া, কাগাবগা, চণ্ডীপাঠ, ছত্রিশ জাতের কাণ্ড, জগাখিচুড়ি, তুর্কি নাচন, নয়-ছয়, লঙ্কাকাণ্ড, লেজে গোবরে করা, হ য ব র ল।
বেহায়া/নির্লজ্জ	কান কাটা, চশমখোর, ঠোঁটকাটা, দুকান কাটা, বিড়ালের আড়াই পা, লেজ কাটা।

হতভাগ্য/মন্দভাগ্য	আটকপালে, ইঁদুর কপালে, কপাল পোড়া, মন্দ কপাল, হাড় হাভাতে।
সৌভাগ্য	একাদশে বৃহস্পতি, কপাল ফেরা, ষাঁড় কপালে, চাঁদ কপাল, তেলা কপাল, লগন চাঁদা।
ক্ষণস্থায়ী	জলের আলপনা, জলের দাগ, তাসের ঘর, পদ্মপাতার জল, বালির বাঁধ, ভঙ্গুর ঘর, শরতের শিশির।
সুসময়ের বন্ধু	দুধের মাছি, সুখের পায়রা, বসন্তের কোকিল, শরতের শিশির, লক্ষীর বরযাত্রী।
উপযুক্ত মিলন	রাজযোটক, সোনায় সোহাগা, মণিকাঞ্চন যোগ, আমে-দুধে মেশা।
সাধারণ লোক	আদার ব্যাপারি, উলুখাগড়া, চুনোপুঁটি।
কপটচারী/ভণ্ড	তুলসী বনের বাঘ, বিড়াল তপস্বী, ভিজে বিড়াল, বর্ণচোরা, বক ধার্মিক।
তোষামোদকারী	আমড়াগাছি করা, খয়ের খাঁ, জল উঁচু জল নিচু, টুপি পরানো, ঢাকের কাঠি, তেল মাখানো, ধামাধরা।
একমাত্র অবলম্বন	শিবরাত্রির সলতে, সবেধন নীলমণি, অন্ধের যষ্টি, অন্ধের নড়ি।
পালানো	পগারপার, পৃষ্ঠপ্রদর্শন।
উভয় সঙ্কট	শাঁখের করাত, সাপের ছুঁচো গেলা, জলে কুমির ডাঙায় বাঘ, হয় ভাজি কি রাঁধি ভাজি, দু নৌকায় পা, এগোলে রাম পেছুলে রাবণ, শ্যাম রাখি না কুল রাখি।
মারা যাওয়া	অক্কা পাওয়া, অগস্ত্য যাত্রা, পঞ্চত্বপ্রাপ্তি, পটল তোলা, ভবলীলা সাঙ্গ হওয়া।
সর্বনাশ করা	ঘুঘু চরানো, ছুরি মারা, দফা-রফা, ডাল ভাঙা বাঁদর, পাকা ধানে মই দেওয়া, ভিটায় ঘুঘু চড়ানো।
অলস	অজগর বৃত্তি, কূর্ম অবতার, অকর্মার ধাড়ি, ঢিমেতেতালা, ইতুনিদকুড়ে, গোঁফ খেজুরে, কুম্ভকর্ণের নিদ্রা, কুঁড়ের বাদশা, গদাই লস্করি চাল, গয়ংগচ্ছ, চিনির পুতুল, ননীর পুতুল, নাড়ে কুটো-কাটা, হাড়ে দুর্বা গজানো।
অসম্ভব বস্তু	অশ্বডিম্ব, আকাশকুসুম, কাঁঠালের আমসত্ত্ব, কুমিরের সর্দিজ্বর, ঘোড়ার ডিম, পশ্চিম দিকে সূর্য ওঠা, ব্যাঙের সর্দি, সোনার পাথর বাটি।

☞ পাঠ্যবইয়ের কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ বাগ্‌ধারা :

কড়িকাঠ গোনা– নিষ্কর্মা বসে থাকা।	চুলায় যাওয়া– গোল্লায় যাওয়া।
পৃষ্ঠপ্রদর্শন– পালানো।	রসাতলে গমন– অধঃপাতে যাওয়া।
দোহাই মানা– নজির দেখানো।	বাজারে কাটা– বিক্রি হওয়া।
বাজখাঁই– কর্কশ ও উঁচু।	পঞ্চমুখ– প্রশংসামুখর হওয়া।
শিকায় তোলা– মুলতুবি রাখা।	কাঁটা দেওয়া– বাঁধা দেওয়া।
লঙ্কাভাগ– স্বার্থ চিন্তা।	দা-কুমড়া সম্বন্ধ– ভীষণ শত্রুতা।
চক্রতোলা– ফণা তোলা।	নিরাক পড়া– হাওয়াশূন্য স্তব্ধতায় ভরা।

লিখিত অংশ : অনুশীলনমূলক কাজ

০১. 'গোবরে পদ্মফুল' বাগ্‌ধারাটির নিহিতার্থ বিশ্লেষণ কর। [জবি ১৯-২০]

উত্তর : 'বাগ্‌ধারা' শব্দের অর্থ : কথা বলার বিশেষ ঢং বা রীতি। এটি এক ধরনের গভীর ভাব ও অর্থবোধক শব্দ বা শব্দগুচ্ছ।

'গোবরে পদ্মফুল' বাগ্‌ধারাটির বিশিষ্টার্থ হচ্ছে নীচ বংশে ভালো লোকের আবির্ভাব। বাগ্‌ধারা কথ্য ভাষার সম্পদ, যার উদ্ভব মূলত মানুষের ব্যবহারিক জীবন থেকে। তাই মানুষ কারো মাঝে কোনো অসঙ্গতি দেখলে, অধমের মধ্যে উত্তম বংশজাত কিছু দেখলেই গোবরে পদ্মফুল– এ বাগ্‌ধারার প্রয়োগ করে থাকে। পুরাকালের এক ঘটনায় যা স্পষ্ট করা যায়– রাক্ষসকুলের হিরণ্যকশিপুর পুত্র প্রহ্লাদকে বিদ্যাশিক্ষার জন্য গুরুকুলে পাঠানো হলে অস্ত্রশিক্ষার মাধ্যমে রাক্ষসকুলের প্রতিনিধি না হয়ে সে হয়ে উঠে হরিভক্ত। রাক্ষস পিতা শত্রুর নাম জপকারী পুত্রকে আগুন, সাপ, পাথরের সাহায্যে হত্যা করতে চাইলেও হরিনামে প্রহ্লাদ প্রতিবারই বেঁচে যায় এবং পিতার পাপ মুক্তির পাথেয় হয়। এখানে গোবর যেমন নিকৃষ্ট উপকরণ কিন্তু তাতে জাত পদ্মফুল অত্যন্ত উৎকৃষ্ট। তেমনি খারাপ কিছু থেকে ভালো কিছুর জন্মই 'গোবরে পদ্মফুল' এর নিহিতার্থ বহন করে।

০২. 'ঘরের শত্রু বিভীষণ' বাগ্‌ধারাটির নিহিতার্থ বিশ্লেষণ কর।

উত্তর : 'ঘরের শত্রু বিভীষণ' বাগ্‌ধারাটির অর্থ : গৃহশত্রুই বিনাশের মূল বা যে স্বজন শত্রু। এ বাগ্‌ধারাটির মূল উৎস রামায়ণে বর্ণিত রাম-রাবণের মধ্যে সংঘটিত যুদ্ধ থেকে। কাহিনি সংক্ষেপ এরকম : রাবণের বোন শূর্পণখা রামকে প্রেম নিবেদন করলে রাম তাকে প্রত্যাখ্যান করে। রাম-লক্ষ্মণ দুজনই শূর্পণখাকে ফিরিয়ে দিলে, সে রেগে সীতাকে খেতে উদ্যত হয়। তখন রামের আদেশে লক্ষ্মণ শূর্পণখার নাক কেটে দেয়। এ ঘটনায় রাবণ রুষ্ট হয়ে প্রতিশোধের জন্য সীতাকে অপহরণ করে। আর এ ঘটনার সূত্রপাত ধরেই রাম-রাবণের সঙ্গে যুদ্ধ হয়।

রাবণ কর্তৃক সীতাকে অপহরণ বিভীষণ কখনোই মেনে নিতে পারেনি। রাবণের কাজটা যে অন্যায় হয়েছে এটা স্মরণ করিয়ে বিভীষণ সীতাকে ফেরত দেওয়ার জন্য অনুরোধ করেছে। কিন্তু রাবণ বিভীষণের এ কথা তো শোনেইনি বরং তাকে ভর্ৎসনা করেছে। বিভীষণ ধার্মিক হওয়ায় সে যুদ্ধে রামের পক্ষ নিয়েছিল। যুদ্ধে রামের জয়লাভের পেছনে বিভীষণের যথেষ্ট অবদান ছিল। আর তাই ধর্মের চোখে বিভীষণ ভালো হলেও, রাক্ষসদের চোখে বিভীষণ রীতিমতো গৃহশত্রু, বিশ্বাসঘাতক। কোনো ঘরে যদি এমন গৃহশত্রু থাকে, তাহলে সে ঘরের বা পরিবারের পতনের জন্য বাইরের পক্ষের বা শক্তির খুব বেশি পরিশ্রম করতে হয় না। গৃহশত্রুই সে ঘরের বা পরিবারের পতন ডেকে আনার জন্য যথেষ্ট। উল্লেখ্য, বিভীষণ ধর্মের পক্ষে থেকেছে কিন্তু আপন পরিবারের সঙ্গে সে শত্রুর মতো আচরণ করেছে। আর তাই ঘরের কেউ অর্থাৎ পরিবারের কেউ শত্রুর মতো আচরণ করলে বা নিজের পক্ষের কেউ বিরোধী পক্ষের হয়ে কাজ করলে তাকে বলা হয় 'ঘরের শত্রু বিভীষণ' (বা ঘর-সন্ধানী বিভীষণ)।

CamScanner

JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS

০৩. 'শকুনি মামা' বাগ্‌ধারাটির নিহিতার্থ বিশ্লেষণ কর।

উত্তর : 'শকুনি মামা' বাগ্‌ধারাটির অর্থ : কুটিল ব্যক্তি। কূটবুদ্ধি দিয়ে গৃহ বিবাদ বাধায় এমন ব্যক্তি। এ বাগ্‌ধারার কাহিনি উৎস পৌরাণিক। মহাভারতে উক্ত দুর্যোধনের মাতুল (মামা) শকুনি কুচক্রীতে ছিলেন সিদ্ধহস্ত। তারই প্ররোচনায় ও পরামর্শে দুর্যোধন ধর্মভীরু পাণ্ডবদের নানা প্রকারে নির্যাতিত করে। যেমন : মহাসমারোহের সময় জতুগৃহ পুড়িয়ে দিয়ে পাণ্ডবদের পুড়িয়ে দেওয়ার পরিকল্পনা। দ্যূতক্রীড়া বা পাশাখেলার মাধ্যমে পাণ্ডবদের নিঃস্ব করে দেওয়া এমনকি দাসত্ব স্বীকার এবং বনবাস ও অজ্ঞাতবাসে বাধ্য করা। এরকম আরো নানা কাজে শকুনির কুটিলতার পরিচয় পাওয়া যায়।

কুরুক্ষেত্রে শকুনি মারা গেলেও তার আগেই তার কুটিলতার অজস্র সাক্ষর রেখে গেছেন। বিশেষ করে পাশাখেলার মাধ্যমে কারো সম্পত্তি ও প্রিয় মানুষদের ছিনিয়ে নেওয়ার মতো কুটিল বুদ্ধি যার মাথা থেকে বের হতে পারে, তার চেয়ে কুটিল বুদ্ধির মানুষ আসলেই খুব কম পাওয়া যায়। তাই জগৎ সংসারে যার মাথায় অমন ভয়ংকর কুচক্রী বুদ্ধি আছে, তেমন লোকদের কথা বলতে গেলে, দুর্যোধনের এ মামার প্রসঙ্গ টেনে সবাই তাদেরকে 'শকুনি মামা' বলে সম্বোধন করে।

০৪. 'ভূশণ্ডির কাক' বাগ্‌ধারাটির নিহিতার্থ বিশ্লেষণ কর।

উত্তর : 'ভূশণ্ডির কাক' বাগ্‌ধারাটির অর্থ : দীর্ঘজীবী বা অতিবৃদ্ধ ব্যক্তি, অন্যায়ভাবে দীর্ঘজীবী ব্যক্তি।

হিন্দু পুরাণে উল্লেখকৃত 'ভূশণ্ডি' শব্দের অর্থ ত্রিযুগদর্শী কাক। দীর্ঘজীবী, বহুদর্শী, বিষয়বুদ্ধিসম্পন্ন কুশল ব্যক্তি। আর ভূশণ্ডির কাক বলতে বোঝায় যে বহু বছর এবং মৃত্যুর বয়স হওয়া সত্ত্বেও জীবিত আছে বা অন্যায়ভাবে দীর্ঘজীবী।

পৌরাণিক এ কাকটির বিশেষত্ব হলো, সে আবহমানকাল জুড়ে বেঁচে আছে। আর সেই আদিকাল থেকে পৃথিবীতে আছে বলে সে পৃথিবীর সমস্ত ঘটনাই জানে।

কথিত আছে, কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের অবসানে অর্জুন গর্বে ও অহংকারে বুক ফুলিয়ে কুরুক্ষেত্র ঘুরে বেড়াতে বেড়াতে এক ভূশণ্ডির কাকের সঙ্গে দেখা হয় এবং অর্জুন কাকের পরিচয় জানতে চাইলে কাক তার পরিচয়ে বলে ওঠে সেই সত্যযুগ থেকে শুরু করে সব কালের সব ঘটনার সাক্ষী সে। তখন অর্জুন তার কাছে জিজ্ঞাসা করে এর আগে এরকম যুদ্ধ দেখেছে কিনা। অর্জুনের এমন প্রশ্নে কাক হায় হায় করে উঠে বলে, সত্যযুগে শুম্ভ-নিশুম্ভের যে যুদ্ধ হয়েছিল, তাতে নাকি মুষলধারে রক্তবৃষ্টি হয়েছিল। রক্ত খাওয়ার জন্য তাকে একটুও নড়তে হয়নি। তারপর রাম-রাবণের যুদ্ধে রক্ত খাওয়ার জন্য তাকে সামান্য ঘাড় নিচু করতে হয়েছিল। শেষে কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের কথা বলতে গিয়ে ভূশণ্ডি মেজাজ দেখিয়ে বলে এখানে একটা লক্ষীছাড়া যুদ্ধ হলো যে তাকে ঠুকরিয়ে ঠুকরিয়ে রক্ত খেতে গিয়ে ঠোঁটই ভোঁতা হয়ে গেছে। তবু তার পেট ভরল কই! ভূশণ্ডির এসব কথা শুনে অর্জুনের সব গর্ব দূর হলো।

সাধারণত অতিবৃদ্ধ বোঝাতে গিয়ে কাউকে ভূশণ্ডির কাক বলা হয়ে থাকে। অর্থাৎ যাদের মৃত্যুর সময় হয়ে গিয়েছে, এখন কেবল পড়ে পড়ে মৃত্যুর জন্য অপেক্ষার প্রহর গুণছে বা তার কাছের লোকেরাও তার মৃত্যুর জন্য অপেক্ষা করছে, অমন অতিবৃদ্ধদের কথা অবতারণা করতে গিয়ে 'ভূশণ্ডির কাক' বাগ্‌ধারাটি ব্যবহার করা হয়ে থাকে।

০৫. 'কংস মামা' বাগ্‌ধারাটির নিহিতার্থ বিশ্লেষণ কর।

উত্তর : 'কংস মামা' বাগ্‌ধারাটির অর্থ : নির্মম বা নির্দয় আত্মীয়। নিজের স্বার্থসিদ্ধির জন্য যে ব্যক্তি হেন নীচ কাজ নেই যে সে করে না। এরূপ বোঝাতে এ কথাটি বলা হয়ে থাকে।

এ বাগ্‌ধারাটির সঙ্গে পৌরাণিক কাহিনি এরকম : রাজা কংস ছিল কৃষ্ণের মামা। কৃষ্ণের বাবা-মার বিয়েতেই দৈববাণী হয়, তাদের অষ্টম সন্তান কংসকে বধ করবে। সেই দৈববাণী শোনার পর থেকেই কংস তার বোন দেবকী ও বোন-জামাই বসুদেবকে কারাগারে বন্দি করার অন্যায় আদেশ দেয় এবং একে একে তাদের (দেবকী-বসুদেবের) ছয় সন্তান হত্যা করে। কিন্তু সপ্তম ও অষ্টম সন্তানকে মারতে সমর্থ হয় না। সপ্তম সন্তান (বলরাম) বিষ্ণু ও অষ্টম সন্তানকে (কৃষ্ণ) স্বয়ং মহামায়া বাঁচিয়ে দেয়। কংস তার হত্যাকারী সন্তানটিকে খুঁজে না পেয়ে পুতনা রাক্ষসীকে আদেশ দিল মথুরার সব শিশুকে হত্যা করতে। কিন্তু কৃষ্ণকে মারতে গিয়ে উল্টো পুতনা রাক্ষসীই কৃষ্ণের হাতে মারা পড়ল। তাতে কংসের যে লাভ হলো, সে কৃষ্ণকে চিনে ফেলল। তারপর তাকে মারার জন্য বক, অঘ, অরিষ্টসহ অসংখ্য দানবকে পাঠালো। কিন্তু কৃষ্ণের কাছে তারা সবাই পরাস্ত হলো। শেষে কংস অন্য পথ অর্থাৎ মল্লযুদ্ধের আয়োজন করেও কোনো লাভ হলো না। কারণ প্রথমে কংসের রক্ষীদের ও পরে অত্যাচারী কংসকেও হত্যা করে কৃষ্ণ। এরপর কারাবন্দি উগ্রসেনকে (কংসের বাবা) মুক্ত করে, কৃষ্ণ তাকে মথুরার অধিষ্ঠিত করেন।

কৃষ্ণের হাতে কংসের মৃত্যু হলো বটে, কিন্তু তার আগেই কংস নিজের স্বার্থে কতটা নিচে নামতে পারা যায়, তার চূড়ান্ত প্রদর্শনী দেখিয়ে দিয়েছিল। নিজের স্বার্থে আপন আত্মীয়দের ক্ষতি করতে একটুও দ্বিধা করেনি সে। সিংহাসনের লোভে তার নিজের বাবাকেই গদি থেকে নামিয়ে কারারুদ্ধ করে রাখে। নিজের জীবন বাঁচাতে নিজের বোনের ছেলেদের এক-এক করে হত্যা করে। আপন ভাগ্নেকে হত্যার জন্য সব রকম চেষ্টাই করে সে। আর তাই, কেউ যখন নিজের স্বার্থে আত্মীয়দের সাথেই শত্রুতা করতে থাকে, তাকে ঘৃণাভরে বলা হয় 'কংস মামা'।

০৬. 'চিত্রগুপ্তের খাতা' বাগ্‌ধারাটির নিহিতার্থ বিশ্লেষণ কর।

উত্তর : 'চিত্রগুপ্তের খাতা' বাগ্‌ধারাটির অর্থ : কৃতকর্মের হিসাব-নিকাশের খাতা। কারো খাতায় অনেক দিনের হিসাব বা হিসাবের খাতায় যার ভুল থাকে না এমন বিষয় অবতারণা করতে গেলে চিত্রগুপ্তের বিষয়টি চলে আসে। তাছাড়া এর পুরাণ কাহিনি আছে। যেমন :

চিত্রগুপ্ত হলেন যমের কেরানির নাম। ব্রহ্মার অঙ্গ থেকে তাঁর জন্ম। ব্রহ্মা জগৎ সৃষ্টি করে দীর্ঘদিন ধ্যানমগ্ন ছিলেন। সে সময় তার শরীর থেকে দোয়াত-কলমসহ চিত্রগুপ্তের জন্ম হয়। ব্রহ্মার শরীর থেকে জন্মেছিলেন বলে ব্রহ্মা নিজেই তাকে কায়স্থ হিসেবে অভিহিত করেন। সে হিসেবে তাকে বলা হয় আদি কায়স্থ। জন্মের পর চিত্রগুপ্ত ব্রহ্মাকে প্রশ্ন করেছিলেন, তার কাজ কী হবে? তখন ব্রহ্মা যোগনিদ্রা থেকে জেগে উঠলেন। তারপর ছেলেকে বললেন, তাঁর কাজ হবে মানুষের পাপ-পুণ্যের হিসাব রাখা। আর সেজন্য তাকে যমালয়ে বাস করতে হবে। তারপর থেকেই চিত্রগুপ্ত যমালয়ে যমরাজের অধীনে থেকে মানুষের পাপ-পুণ্যের চিত্র-বিচিত্র হিসাব রাখছেন।

মানুষের পাপ-পুণ্যের চিত্র-বিচিত্র হিসাব রাখেন বলেই তাঁর নাম চিত্রগুপ্ত। তিনি শুধু হিসাবই রাখেন না, মানুষের ললাটে বা ভাগ্যে ভবিষ্যৎ কর্মের শুভ-অশুভ ফলাফল লেখার কাজটাও তিনিই করেন। কাজেই মানুষের কৃতকর্মের হিসাব-নিকাশের ব্যাপারে কথা বলতে গেলে, চিত্রগুপ্তের খাতার প্রসঙ্গ আসবে– এটাই স্বাভাবিক।

০৭. 'রসাতলে যাওয়া' বাগ্‌ধারাটির নিহিতার্থ বিশ্লেষণ কর।

উত্তর : 'রসাতলে যাওয়া' বাগ্‌ধারাটির অর্থ : অধঃপাতে যাওয়া, নষ্ট হওয়া, গোল্লায় যাওয়া। কোনো কিছু নষ্ট হওয়া বোঝাতে বা সর্বনাশ বা এলোমেলো হওয়ার ভাবকে বোঝাতে এ বাগ্‌ধারাটি ব্যবহার করা হয়ে থাকে।

ভারতীয় পুরাণ অনুযায়ী, পৃথিবীর নিচের অংশকে সাতটা ভাগে ভাগ করা হয়েছে। যথা : অতল, বিতল, সুতল, তলাতল, মহাতল, রসাতল ও পাতাল। অর্থাৎ পাতালের আগের অংশটাই রসাতল। পৃথিবীর নিচের প্রথম অংশে অতলে বাস করে ময় দানবের ছেলে বল। যমের সংযমনী রাজ্যও পাতালের এ অংশে অবস্থিত। বিতলে হাটকী নদী অবস্থিত। সুতলে বাস করে বলি। তলাতলে থাকে ময় দানব ও ত্রিপুরাধিপাত। মহাতলে থাকে কদ্রুর ছেলেরা। এ মহাতলের পরে ও পাতালের আগের অংশটাই রসাতল।

অনেক পুরাণে বলা আছে, রসাতল থাকার জন্য নাকি খুবই আকর্ষণীয়। এমন বলা হয়ে থাকে স্বর্গ আর নাগলোকের চেয়েও নাকি ভালো। কিন্তু ওখানে আবার দেবতাদেরও থাকার অনুমতি নেই। তবে যতই ভালো জায়গা হোক না কেন, বাস্তবিক অর্থে আসল কথা হলো রসাতল মাটি থেকে অনেক দূরে, অনেক নিচে। আর তাই কারো অধঃপাতে যাওয়ার অর্থ কেউ অনেক নিচে নেমে গেছে বা নষ্ট হয়ে গেছে বোঝানোর জন্য অনেক সময় বলা হয়ে থাকে– ছেলেটা একদম রসাতলে গেছে।

০৮. 'অগ্নিপরীক্ষা' বাগ্‌ধারাটির নিহিতার্থ বিশ্লেষণ কর।

উত্তর : 'অগ্নিপরীক্ষা' বাগ্‌ধারাটির অর্থ : কঠিন পরীক্ষা।

এ বাগ্‌ধারাটি নিয়ে পৌরাণিক কাহিনিটি এরকম : লঙ্কায় রাম রাবণকে যুদ্ধে পরাজিত করে সীতাকে উদ্ধার করে নিজ রাজ্যে নিয়ে আসলেন। কিন্তু তখন আবার কানাঘুষা শুরু হলো, সীতা কী আর সতী আছেন? রাবণ তুলে নিয়ে এতদিন আটকে রাখল, সে কী এমনি এমনি?

সত্যি সত্যি কিন্তু সীতা সতীত্ব হারাননি। কিন্তু রাজার বউ বলে কথা। তাঁর নামে লোকনিন্দা থাকলে তো চলে না। তাছাড়া চারিদিকে এরকম কানাঘুষা শুনে রামেরও কেমন সন্দেহ হতে লাগল– সত্যিই তো! সীতা কী সতী আছে?

তখন সীতা অভিমান ভরে লক্ষ্মণকে বললেন চিতা প্রস্তুত করতে। আর চিতায় প্রবেশের আগে সীতা বললেন, তিনি যদি সত্যিই সতী হন, তিনি যদি রামের প্রতি একনিষ্ঠ হন, তাহলে স্বয়ং অগ্নিদেব তাকে রক্ষা করবেন। এ কথা বলে সীতা আগুনে প্রবেশ করলেন। সীতার কিছুই হলো না। তখন সীতার প্রতিজ্ঞা পূরণের উদ্দেশ্যে অগ্নিদেব নিজে সীতাকে নিয়ে চিতা থেকে উঠে এলেন। সীতাকে রামের হাতে তুলে দিলেন।

এমনি কঠিন আর ভয়ঙ্কর 'অগ্নিপরীক্ষা' দিয়ে সীতা তাঁর সতীত্বের পরিচয় দেন। সেখান থেকেই, কোনো কঠিন কাজ বা পরীক্ষা অর্থে 'অগ্নিপরীক্ষা' বলা হয়।

JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS

বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের বিগত বছরের MCQ প্রশ্নোত্তর

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

০১. 'আউলিয়া চাঁদ' বাগ্‌ধারার অর্থ– [খ ২২-২৩]
ক পবিত্র তিথি খ হাতের নাগালে গ বিচলিত ব্যক্তি ঘ দুর্লভ বস্তু **উ: গ**

০২. 'পগার পগ' বাগ্‌ধারাটির অর্থ– [গ ২২-২৩]
ক পলায়ন করা খ রোপণ করা গ লাফ দেওয়া ঘ বাগানের কিনার **উ: ক**
Note : 'পগার পগ' এর 'পগ' শব্দটির শুদ্ধ রূপ হলো : পার। অর্থাৎ পগার পার।

০৩. 'সাতপাঁচ ভেবে লাভ নেই' এখানে ব্যবহৃত বাগ্‌ধারাটি কোন অর্থ প্রকাশ করছে? [ঘ ২১-২২]
ক অগ্র-পশ্চাৎ খ এলোমেলো গ সস্তা কথা ঘ নানা প্রকার **উ: ঘ**

০৪. 'ঝোলের লাউ অম্বলের কদু' বাগ্‌ধারার অর্থ কী? [গ ১৯-২০; ঢাবি ক ১৩-১৪]
ক জীর্ণশীর্ণ লোক খ মিশিয়ে ফেলা গ সব পক্ষের মন জুগিয়ে চলা ঘ পুথিগত বিদ্যাসাগর **উ: গ**

০৫. 'কুল কাঠের আগুন' এর অর্থ– [ঘ ১৯-২০]
ক তীব্র যন্ত্রণা খ দীর্ঘস্থায়ী জ্বালা গ ধ্বংসাত্মক কাণ্ড ঘ অসম্ভব কাণ্ড **উ: ক**

০৬. 'আলাভোলা' বাগ্‌ধারাটির অর্থ– [ঘ ১৯-২০]
ক অসহায় খ সাদাসিধে গ অকর্মণ্য ঘ অলস **উ: খ**

০৭. 'টেঁকে গোঁজা' বাগ্‌ধারাটির অর্থ– [গ ১৮-১৯]
ক পকেট ভারী করা খ ক্ষমতা পরীক্ষা করা গ অবহেলা করা ঘ সহজে কাবু করা **উ: ক**

০৮. 'পোড় খাওয়া' অর্থ– [পুনঃ ঘ ১৮-১৯]
ক পুড়ে যাওয়া খ পরিশ্রম করা গ মার খাওয়া ঘ প্রতিকূলতা পার হয়ে আসা **উ: ঘ**

০৯. 'ফেলো কড়ি, মাখো তেল।' বলতে বোঝায়–[A ১৭-১৮]
ক পরের ক্ষতি করে আত্মস্বার্থ হাসিল খ আবদারহীন নগদ কারবার
গ অপ্রাসঙ্গিক প্রসঙ্গের অবতারণা ঘ স্বাভাবিক ক্ষমতা ও প্রভাব প্রতিপত্তি **উ: খ**

১০. 'ঘাটের মরা' বাগ্‌ধারাটির অর্থ কী? [ক ১৭-১৮]
ক পরনির্ভরশীলতা খ অতিবৃদ্ধ গ অত্যন্ত গরিব ঘ নির্জীব **উ: খ**

১১. 'ধর্মের ষাঁড়' বাগ্‌ধারাটির অর্থ– [গ ১৭-১৮; যবিপ্রবি E ১৭-১৮]
ক যথেচ্ছাচারী খ দলের সর্দার গ গুণহীন ব্যক্তি ঘ ভণ্ড **উ: ক**

১২. 'ঢাকের কাঠি' বাগ্‌ধারার অর্থ– [চ ১৭-১৮; D, সেট ১: ১৪-১৫; রাবি K ১৭-১৮]
ক স্বাস্থ্যহীন লোক খ প্রচারকারী গ সাহায্যকারী ঘ তোষামুদে **উ: ঘ**

১৩. 'ডানাকাটা পরী' বাগ্‌ধারার অর্থ হলো– [ক ৯৫-৯৬]
ক যে পরীর ডানা কাটা হয়েছে খ যে পরীর ডানা নেই
গ যে পরীর ডানা আঘাতপ্রাপ্ত ঘ ক, খ, গ- এর কোনোটিই নয় **উ: ঘ**

১৪. 'ইতর বিশেষ' বাগ্‌ধারার অর্থ হলো– [ক ৯৬-৯৭; জাককানইবি D ১৮-১৯]
ক পার্থক্য খ ইতরের স্বভাব গ সর্বসাধারণ ঘ অসৌজন্য **উ: ক**

১৫. 'অকালকুষ্মাণ্ড' বাগ্‌ধারার অর্থ হলো : [ক ৯৭-৯৮]
ক অকালে পাকা কুমড়ো খ অপদার্থ গ নির্বোধ ঘ অলীক বস্তু **উ: খ**

১৬. 'অন্তর টিপুনি' বলতে কী বোঝায়? [গ ৯৭-৯৮; রাবি ০৩-০৪]
ক বিপদ খ গোপন ব্যথা গ গভীর প্রেম ঘ সমূহ ব্যথা **উ: খ**

১৭. 'রজ্জুতে সর্পজ্ঞান' বাগ্‌ধারাটির অর্থ : [ঘ ১৬-১৭]
ক সাপকে দড়ি দিয়ে বাঁধা খ জাদুকরী বিদ্যা অর্জন করা
গ বিভ্রম ঘ আচমকা বিপদ **উ: গ**

১৮. 'ভেরেণ্ডা ভাজা' বাগ্‌ধারার অর্থ– [ঘ ৯৮-৯৯]
ক ডাল ভাজা খ অকাজে থাকা গ ডিম ভাজা ঘ বাজে কাজ করা **উ: খ**

১৯. 'হাত চালাও' এ বাগ্‌ধারার অর্থ কী? [খ ৯৮-৯৯]
ক মার দাও খ সাহায্য চাও গ দক্ষ হও ঘ তাড়াতাড়ি কর **উ: ঘ**

২০. 'মুখ তোলা' বাক্যাংশের বিশিষ্ট অর্থ কী? [ঘ ৯৯-০০]
ক মান রাখা খ প্রসন্ন হওয়া গ গৌরব বাড়ানো ঘ সংযত হওয়া **উ: খ**

২১. 'পান্তা ভাতে ঘি' বাগ্‌বিধির অর্থ– [ঘ ৯৯-০০]
ক বিলাস খ অপচয় গ স্বাদু ঘ নষ্ট **উ: খ**

২২. 'গা-করা' বাগ্‌ধারাটির অর্থ হচ্ছে– [গ ৯৯-০০]
ক গুঁড়া খ সব আত্মসাৎ করা গ তুলে নেওয়া ঘ মনোযোগ দেওয়া **উ: ঘ**

২৩. 'ম-ম করা' বাগ্‌ধারার অর্থ কী? [ক ৯৯-০০]
ক দুর্গন্ধে ভরে যাওয়া খ মাছি বসা গ সুগন্ধে ভরে যাওয়া ঘ পূর্ণ হওয়া **উ: গ**

২৪. 'মহাভারত অশুদ্ধ হওয়া' বাগ্‌বিধির অর্থ– [ঘ ০০-০১]
ক অপবিত্র হওয়া খ বড় ক্ষতি হওয়া গ বড় দোষ হওয়া ঘ বড় অপমান হওয়া **উ: গ**

২৫. 'বর্ণচোরা' বাগ্‌ধারাটির অর্থ হলো– [গ ০১-০২; হাদাবিপ্রবি ঙ ১৩-১৪]
ক পাকা আম খ কপটাচারী গ কপটহীন ব্যক্তি ঘ ভণ্ড সাধু **উ: খ**

২৬. 'মেনিমুখো' বলতে বোঝায়– [ক ১৩-১৪]
ক ভীতু খ লাজুক গ মুখরা ঘ বিড়ালমুখো **উ: খ**

২৭. 'ডামাডোল' বাগ্‌ধারাটির অর্থ হচ্ছে– [গ ০১-০২]
ক হৈ চৈ খ চিৎকার গ গোলযোগ ঘ যুদ্ধ **উ: গ**

২৮. 'খড়ম পায়ে দিয়ে গঙ্গা পার' বাগ্‌ধারার অর্থ কী? [ক ০১-০২]
ক অসম্ভব কাজের উদ্যোগ খ ব্যতিক্রমী কাজ
গ দুঃসাহসিক অভিযান ঘ দেবতাদের মতো কাজ করা **উ: গ**

২৯. 'মোগলের সঙ্গে খানা খাওয়া' বাগ্‌ধারার অর্থ– [খ ০২-০৩]
ক রাজা-বাদশাহের সঙ্গে খাওয়া খ উপরওয়ালার তোষামোদ করা
গ অসুবিধায় পড়ে বিড়ম্বনা সহ্য করা ঘ অভিজাতদের সঙ্গে ওঠা বসা **উ: গ**

৩০. 'আমড়া কাঠের ঢেঁকি' বাগ্‌ধারার প্রকৃত অর্থ– [ক ০২-০৩]
ক আমড়া কাঠ দিয়ে তৈরি ঢেঁকি খ অলীক বস্তু
গ আমড়া কাঠের মতো দুর্বল ঢেঁকি ঘ অপদার্থ **উ: গ**

৩১. 'ঘটিরাম' বাগ্‌ধারাটির অর্থ– [গ ০৩-০৪; ইবি গ ১১-১২]
ক ভণ্ড ধার্মিক খ ন্যাকামি গ বড়মুখ ঘ নির্বোধ **উ: ঘ**

৩২. 'চুলায় দেওয়া'র বিশিষ্টার্থ– [জাবি খ ০৫-০৬; খ ০৩-০৪; রাবি ০৯-১০]
ক পরিত্যাগ করা খ সর্বনাশ করা গ নিশ্চিহ্ন করা ঘ পোড়ানো **উ: গ**

৩৩. 'চোখের বালি' বাগ্‌ধারার প্রকৃত অর্থ– [ঙ ০৩-০৪]
ক যে বালি চোখে পড়ে খ চোখের পীড়া গ চক্ষুলজ্জা ঘ অপ্রিয় ব্যক্তি **উ: গ**

৩৪. 'বালির বাঁধ' বাগ্‌ধারার প্রকৃত অর্থ কোনটি? [ক ০৩-০৪]
ক বালি দ্বারা নির্মিত বাঁধ খ ক্ষণস্থায়ী বস্তু গ খেলনা ঘ প্রতিবন্ধক **উ: গ**

৩৫. 'গরমা-গরম' এর বিশিষ্টার্থ– [ঘ ০৪-০৫]
ক টাটকা খ উত্তেজনাপূর্ণ গ সাম্প্রতিক ঘ উত্তপ্ত **উ: গ**

৩৬. 'রাবণের চিতা' এর অর্থ– [গ ০৪-০৫; রাবি ঙ ১৪-১৫; চবি ক ১১-১২]
ক অনিষ্টে ইষ্ট লাভ খ চির অশান্তি গ অরাজকতা ঘ অসম্ভব বিষয় **উ: গ**

৩৭. 'ইঁদুর কপালে' বাগ্‌ধারাটির অর্থ– [ঘ ০৫-০৬; চবি ০৩-০৪]
ক মন্দভাগ্য খ ছোট কপাল গ সৌভাগ্যবান ঘ কিম্ভূত চেহারা **উ: ক**

৩৮. আক্ষরিক অর্থ ছাপিয়ে যখন কোনো শব্দ বা শব্দগুচ্ছ বিশেষ অর্থ প্রকাশ করে তখন তাকে আমরা বলি– [গ ০৫-০৬]
ক প্রত্যয় খ উপসর্গ গ শব্দগঠন ঘ বাগ্‌ধারা **উ: ঘ**

৩৯. 'উলুখাগড়া' বাগ্‌ধারার অর্থ– [খ ০৬-০৭; জাককানবি ক ১৬-১৭]
ক খড়কুটো খ দুর্বল ও ব্যক্তিত্বহীন গ তুচ্ছ ব্যক্তি ঘ আপদ **উ: গ**

৪০. 'ব্যাঙের আধুলি' এ বাগ্‌ধারাটির অন্তর্নিহিত অর্থ কোনটি? [০৭-০৮]
ক অসম্ভব ঘটনা খ কৃপণের ধন গ সামান্য ধনে অহঙ্কার ঘ মূল্যহীন বস্তু **উ: গ**

৪১. 'উনপাঁজুরে' বাগ্‌ধারাটির অর্থ– [ঘ ০৭-০৮; জাবি ঘ ১৬-১৭; রাবি ০৯-১০]
ক দুষ্ট খ যার পাঁজরের হাড় কম গ হতভাগ্য ঘ নিঃসম্বল **উ: গ**

৪২. 'ত্রিশঙ্কু দশা' মানে– [ঘ ০৮-০৯; রাবি ০৫-০৬]
ক বিপর্যস্ত হওয়া খ অবাক হওয়া গ দোটানা অবস্থা হওয়া ঘ হতবুদ্ধি হওয়া **উ: গ**

৪৩. 'টুপভুজঙ্গ' বাগ্‌ধারার অর্থ– [ঘ ০৮-০৯]
ক জল-সাপ খ নির্লজ্জ গ নেশাগ্রস্ত ঘ গো-সাপ **উ: গ**

৪৪. 'শিকায় তোলা' বাগ্‌ধারাটির অর্থ– [গ ০৮-০৯; জবি চ ১৪-১৫]
ক মুলতবি রাখা খ সর্বনাশ করা গ বিগড়ে দেওয়া ঘ গোপন করা **উ: ক**

৪৫. 'নেপোয় মারে দই' বাগ্‌বিধিটির অর্থ– [ঘ ০৯-১০]
ক ধূর্ত লোকের ফলপ্রাপ্তি খ অন্যকে ঠকানো গ চাতুর্যপূর্ণ চুরি ঘ আত্মসাৎ **উ: ক**

৪৬. 'সাক্ষী গোপাল' এর অর্থ– [গ ০৯-১০]
ক সক্রিয় দর্শক খ কর্তব্যবিমুখ গ অলস ব্যক্তি ঘ নিষ্ক্রিয় দর্শক **উ: ঘ**

৪৭. 'নিরর্থক অপব্যয়' প্রকাশ করে কোনটি? [ক ১০-১১]
ক মশা মারতে কামান দাগা খ ভস্মে ঘি ঢালা
গ অধিক সন্ন্যাসীতে গাজন নষ্ট ঘ গরু মেরে জুতা দান **উ: খ**

৪৮. 'কূর্ম অবতার' বোঝায়? [খ ১০-১১]
ক অসহায় খ সংকীর্ণচিত্ত গ অভিজাত ঘ অলস **উ: ঘ**

৪৯. 'তাল ঠোকা' বাগ্‌ধারাটির অর্থ– [ক ১১-১২]
ক অহংকার করা খ সগর্ব উক্তি গ কার্পণ্য করা ঘ ব্যঙ্গ উক্তি **উ: খ**

৫০. 'হাল বায় না তেড়ে গুঁতোয়' বাগ্‌বিধির অর্থ : [খ ১২-১৩]
ক স্বল্পকালস্থায়ী হুজুগ খ সুযোগসন্ধানী গ সংকটে পড়া ঘ কুকাজে পটুত্ব **উ: খ**

৫১. 'পামপট্টি দেওয়া' বাগ্‌বিধিটি বোঝায়– [খ-১৩-১৪]
ক আশ্বাস দেওয়া খ খুশি করা গ চাটুকারিতা করা ঘ ফুঁ দেওয়া **উ: খ**

৫২. 'কোলাব্যাঙ' বাগ্‌ধারাটির অর্থ– [গ-১৩-১৪]
ক ঘরকুনো খ ঝগড়াটে গ কৃপণব্যক্তি ঘ বাকসর্বস্ব **উ: ক**

CamScanner

৫৩. 'একাদশে বৃহস্পতি' বাগ্‌ধারাটির অর্থ- [ক ১৪-১৫]
(ক) অসম্ভব বস্তু (খ) সুসময় (গ) দুঃসময় (ঘ) গ্রহের ফের উ. (খ)

৫৪. 'আমড়াগাছি করা' বলতে বোঝায়- [গ-১৫-১৬; নোবিপ্রবি খ ১২-১৩]
(ক) বনে-বাদাড়ে ঘোরা (খ) তোষামোদ করা
(গ) গালমন্দ করা (ঘ) অহেতুক প্রশংসা করা উ. (খ)

৫৫. 'লক্ষীর বরযাত্রী' বাগ্‌ধারাটির অর্থ- [ক ১৬-১৭]
(ক) মঙ্গলের সূচনা (খ) ভাগ্যবান লোক (গ) ধনাঢ্য ব্যক্তি (ঘ) সুসময়ের বন্ধু উ. (ঘ)

৫৬. 'পাথরে পাঁচ কিল' এর অর্থ হবে- [গ ৯১-৯২]
(ক) অতিরিক্ত সুবিধা (খ) সৌভাগ্য (গ) সহজে পাওয়ার আনন্দ (ঘ) কোনোটিই নয় উ. (খ)

৫৭. 'দুধের মাছি' এর অর্থ হবে- [গ ৯২-৯৩]
(ক) এক ভয়ে (খ) সুসময়ের বন্ধু (গ) লাভবান হওয়া (ঘ) যার বিশেষ মূল্য নেই উ. (খ)

৫৮. 'বকধার্মিক' বাগ্‌ধারার অর্থ হলো- [ক ৯৫-৯৬]
(ক) বকের মত ধার্মিক (খ) চতুর শিকারি (গ) তাপস (ঘ) ভণ্ড উ. (ঘ)

৫৯. 'রাজা উজির মারা' বাগ্‌ধারার অর্থ কী? [ঘ ৯৫-৯৬]
(ক) রাজা ও উজিরকে মার দেওয়া (খ) রাজা ও উজিরকে হত্যা করা
(গ) বাগাড়ম্বরের বাহাদুরি প্রকাশ (ঘ) তাস খেলা উ. (গ)

জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়

০১. 'তরুট-বিকট' বাগ্‌ধারাটির অর্থ কী? [A ১৭-১৮; ঘ ১৫-১৬]
(ক) ছটফটানি (খ) আনন্দে চিৎকার (গ) রাগে চিৎকার (ঘ) ক্ষিপ্ত উ. (ক)

০২. কোন বাগ্‌ধারাটির অর্থ 'চাতুরি করা'? [B ১৭-১৮]
(ক) শিমুলফুল (খ) শেষ রক্ষা (গ) ফতোনবাব (ঘ) লেজেখেলা উ. (ঘ)

০৩. 'পঞ্চত্বপ্রাপ্তি' বাগ্‌ধারাটির অর্থ কী? [ঘ ১৭-১৮]
(ক) সিদ্ধি লাভ (খ) মৃত্যু (গ) আরোগ্য লাভ (ঘ) দেবত্ব লাভ উ. (খ)

০৪. 'আস্তাকুড়ের পাতা' বাগ্‌ধারাটির অর্থ- [E ১৭-১৮]
(ক) হেয় ব্যক্তি (খ) চতুর (গ) নোংরা স্থান (ঘ) অলস ব্যক্তি উ. (ক)

০৫. কোনটি ভিন্নার্থক? [জাবি D ১৬-১৭; খ ০৯-১০]
(ক) সোনায় সোহাগা (খ) মণিকাঞ্চন যোগ (গ) অহি-নকুল সম্বন্ধ (ঘ) রাজযোটক উ. (গ)

০৬. 'ছক্কা-পাঞ্জা' করা মানে- [ঘ ১০-১১]
(ক) বড়াই করা (খ) এলোমেলো করা (গ) ইতস্তত করা (ঘ) অস্থির হওয়া উ. (ক)

০৭. 'এস্পার ওস্পার' বাগ্‌ধারাটির অর্থ কী? [ঘ ১১-১২]
(ক) এদিক-ওদিক (খ) এই পারে অথবা ঐ পারে (গ) মীমাংসা (ঘ) এরকম বা ওরকম উ. (গ)

০৮. কোনটির অর্থ ভিন্ন? [ঘ ১১-১২; কুবি গ ১৩-১৪; কুবি গ ১৩-১৪]
(ক) মণি-কাঞ্চন যোগ (খ) সোনায় সোহাগা (গ) আদায় কাঁচকলায় (ঘ) আম দুধে মেশানো উ. (গ)

০৯. 'মুখে খই ফোটা' বাগ্‌ধারাটির অর্থ- [ক ১১-১২]
(ক) খই ভাজা (খ) অনবরত বক্ বক্ করা (গ) বিরক্ত করা (ঘ) মুখে আঘাত করা উ. (খ)

১০. 'ঘণ্টাগরুড়' অর্থ কী? [খ-১৩-১৪]
(ক) গরুড় পাখি (খ) অকর্মণ্য লোক (গ) কর্মঠ লোক (ঘ) গরুর ঘণ্টা উ. (খ)

১১. 'পিপুফিশু' দ্বারা কী বোঝানো হয়? [খ ১৪-১৫]
(ক) মাসিপিসি (খ) অতি দ্রুত (গ) ধূর্ত (ঘ) কুঁড়ের বাদশা উ. (ঘ)

১২. 'অতি ধুরন্ধর লোক' এর বাগ্‌ধারা প্রকাশ কোনটি? [ঘ ১৪-১৫; রাবি চ ১৬-১৭]
(ক) বাস্তুঘুঘু (খ) কাকভূষণ্ডী (গ) ভুঁইফোড় (ঘ) লেফাফা দুরস্ত উ. (ক)

১৩. 'রাজযোটক' বাগ্‌ধারাটি ব্যবহৃত হয় কোন অর্থে? [খ-১৫-১৬]
(ক) বিত্তবান (খ) অন্তঃসারশূন্য (গ) চমৎকার মিল (ঘ) পণ্ডশ্রম উ. (গ)

১৪. 'পেটের ভাত চাল হওয়া' বাগ্‌বিধির অর্থ- [ঘ ০৭-০৮]
(ক) অতিরিক্ত দুর্ভাবনায় পড়া (খ) বেশি ভয় পাওয়া
(গ) মোটেও হজম না হওয়া (ঘ) তীব্র ক্ষুধায় কাতর হওয়া উ. (ক)

১৫. 'ফেঁপে ওঠা' বাগ্‌ধারাটি অর্থ- [গ ০৭-০৮]
(ক) ফুলে ওঠা (খ) বেড়ে ওঠা (গ) ধনী হওয়া (ঘ) অতিরিক্ত হওয়া উ. (গ)

১৬. 'পরের মাথায় কাঁঠাল ভাঙা' বাগ্‌ধারাটির অর্থ- [গ ০৮-০৯]
(ক) সর্বনাশ করা (খ) অপকর্ম করা
(গ) অন্যকে ফাঁকি দিয়ে কার্যসিদ্ধি করা (ঘ) নিষ্ঠুর আচরণ করা উ. (গ)

১৭. 'সারাজীবন ভূতের বেগার খেটে মরলাম' এখানে 'বেগার' বোঝায়- [ঘ ০৯-১০]
(ক) বৃথা পরিশ্রম (খ) নির্দেশ (গ) মজুরি (ঘ) নিরর্থকতা উ. (ক)

১৮. 'পাশ কাটানো' বাগ্‌বিধির অর্থ- [গ ০৫-০৬]
(ক) অতিক্রম করা (খ) এড়িয়ে যাওয়া (গ) সময় ক্ষেপণ (ঘ) দায়িত্ব না নেওয়া উ. (খ)

১৯. 'স্বখাত সলিলে' বাগ্‌ধারাটির অর্থ- [খ ০৬-০৭; ইবি খ ১৩-১৪]
(ক) দুঃখে কষ্টে পড়া (খ) পানির গভীর যাওয়া
(গ) বিনা দোষে শাস্তি পাওয়া (ঘ) স্বীয় কর্মের ফল ভোগ উ. (ঘ)

জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়

০১. 'ঝাঁকের কৈ' বাগ্‌ধারাটির অর্থ- [A : ১৩-১৪]
(ক) তোষামোদকারী (খ) ভণ্ড লোক
(গ) একই দলের লোক (ঘ) নির্মম আত্মীয় উ. (গ)

০২. "লক্কা পায়রা" বাগ্‌ধারাটির অর্থ- [A : ১৩-১৪]
(ক) নিতান্ত অলস (খ) ভণ্ড (গ) নিত্রিয় দর্শক (ঘ) ফুলবাবু উ. (ঘ)

০৩. 'শরতের শিশির' বাগ্‌ধারাটির অর্থ- [A : ১৩-১৪; ৪০তম বিসিএস]
(ক) আনন্দের প্রাচুর্য (খ) ক্ষণস্থায়ী (গ) দীর্ঘস্থায়ী (ঘ) সুখের সময় উ. (খ)

০৪. 'কাকনিদ্রা' বাগ্‌ধারাটির অর্থ- [A : ১৩-১৪]
(ক) চির নিদ্রা (খ) অগভীর সতর্ক নিদ্রা (গ) গভীর নিদ্রা (ঘ) সুখের নিদ্রা উ. (খ)

০৫. "ঢাকঢাক গুড়গুড়" বাগ্‌ধারাটির অর্থ- [E : ১৩-১৪; ঢাবি খ অঞ্চল-বাণিজ্য : ১২-১৩]
(ক) কড়া হাওয়া (খ) উৎসবের আমেজ
(গ) অর্থনিসংকেত (ঘ) কথা গোপন রাখার চেষ্টা উ. (ঘ)

০৬. '[illegible]' বাগ্‌ধারাটির অর্থ – [A : ১৩-১৪; ঢাবি খ : ০৯-১০; রাবি : ০৫-০৬; ১৩তম বিসিএস]
(ক) গোমড়ামুখো লোক (খ) অসম্ভব ব্যাপার (গ) ভণ্ড সাধু (ঘ) পরিশ্রমকাতর উ. (ক)

০৭. "কেতাদুরস্ত" বাগ্‌ধারাটির অর্থ- [A : ১৩-১৪]
(ক) পরিপাটি (খ) ভণ্ড (গ) বেহায়া (ঘ) তোষামুদে উ. (ক)

০৮. 'নেই আঁকড়া' বাগ্‌ধারাটি দিয়ে বোঝায়- [B : ১৩-১৪; মাভাবিপ্রবি-D : ১৭-১৮; ইবি-B : ১৮-১৯, ১৮-১৯]
(ক) মূর্খ (খ) নিতান্ত দরিদ্র (গ) অপরাধী (ঘ) একগুঁয়ে স্বভাবের উ. (ঘ)

০৯. বিনা কারণে হুকাপাঞ্জা করো না। চিহ্নিত অংশটুকু দিয়ে বোঝায়- [B : ১৩-১৪]
(ক) অপব্যয় করা (খ) বড় বড় কথা বলা
(গ) গোলযোগ সৃষ্টি করা (ঘ) লুকোচুরি করা উ. (খ)

১০. 'সুসময়ের বন্ধু'-কে বাগ্‌ধারায় কী বলে? [C1 : ১৩-১৪]
(ক) আটকপালে (খ) লক্ষীর বরযাত্রী (গ) শাঁখের করাত (ঘ) উনপাঁজুরে উ. (খ)

১১. 'অমৃতে অরুচি' বাগ্‌ধারাটির অর্থ- [C1 : ১৩-১৪]
(ক) মূল্যবান জিনিসের প্রতি অনীহা (খ) ভালো খাবার খেতে চাওয়া
(গ) খাবার খেতে অরুচি (ঘ) মিষ্টি খেতে অরুচি উ. (ক)

১২. 'গাছপাথর' বাগ্‌ধারাটির অর্থ কী? [IBA : ২৩-২৪; ঢাবি ৭ কলেজ-Science : ২১-২২; শাবিপ্রবি-E : ১৩-১৪; ববি-গ : ১৩-১৪; পাবিপ্রবি-গ : ১৬-১৭]
(ক) একমাত্র সঞ্চয় (খ) হিসাব-নিকাশ (গ) বাড়াবাড়ি (ঘ) অসম্ভব বস্তু উ. (খ)

১৩. 'ঢেঁকি অবতার' বাগ্‌ধারাটির অর্থ কোনটি? [E : ২৩-২৪; বেরোবি-A : ১৭-১৮]
(ক) নিষ্কর্মা ও নির্বোধ লোক (খ) মোসাহেব
(গ) অতি মৃদুগতি (ঘ) ভালোমন্দ বোধহীন উ. (ক)

১৪. 'কাপুড়ে বাবু' বাগ্‌ধারার অর্থ কী? [E : ২১-২২]
(ক) ভণ্ড (খ) অপদার্থ (গ) অমানুষ (ঘ) অযোগ্য উ. (খ)

১৫. 'কেঁচে গণ্ডূষ' বাগ্‌ধারাটির সঠিক অর্থ কোনটি? [E : ২১-২২, E ১৯-২০]
(ক) দেরি করা (খ) পুনরায় আরম্ভ (গ) সামান্য (ঘ) বাদ দেওয়া উ. (খ)

১৬. 'গণেশ উল্টানো' বাগ্‌ধারাটির ঠিক অর্থ কোনটি? [E ১৯-২০]
(ক) ব্যাপ্তি হওয়া (খ) অন্যায় করা (গ) উঠে যাওয়া (ঘ) সহায় থাকা উ. (গ)

১৭. 'তুলসী বনের বাঘ' বাগ্‌ধারাটির অর্থ হলো-[E ১৯-২০]
(ক) সাধু ব্যক্তি (খ) অলস ব্যক্তি (গ) সাহসী ব্যক্তি (ঘ) অসাধু/ ভণ্ড ব্যক্তি উ. (ঘ)

১৮. বাগ্‌ধারাসমূহের ঠিক অর্থ বাছাই কর : আমড়া কাঠের ঢেঁকি আর নাছোড়বান্দা লোক দিনকে রাত করতে ওস্তাদ। [B ১৯-২০]
(ক) অতিচালাক, অভদ্র, হৈচৈ (খ) দুরন্ত, একগুঁয়ে, ভান করা
(গ) অপদার্থ, একগুঁয়ে, দুষ্কর্ম করা (ঘ) অগোছালো, অনিষ্টকারী, সর্বস্বান্ত উ. (গ)

১৯. বাগ্‌ধারাসমূহের ঠিক অর্থ বাছাই কর : তোমার মতো গোঁফখেজুরে লোকের তার মতো কংস মামা থাকলে ভিটেয় ঘুঘু চরিয়ে ছাড়বে। [B ১৯-২০]
(ক) ধনী, নির্মম আত্মীয়, সর্বনাশ (খ) অলস, অসাধু, ফাঁকা করা
(গ) অলস, নির্মম আত্মীয়, সর্বনাশ (ঘ) উদ্দেশ্যহীন, কৃপণ, ফাঁকা করা উ. (গ)

২০. বাগ্‌ধারাসমূহের ঠিক অর্থ বাছাই কর : তোমার মতো নদের চাঁদের ধারে না হলে ভারে কাটবে এজন্য আর দেঁতো হাসি দিয়ে লাভ নেই। [B ১৯-২০]
(ক) সুন্দর ব্যক্তি, যে কোনোভাবে কার্যসিদ্ধি হওয়া, হুলস্থুল করা
(খ) মাতব্বর ব্যক্তি, বিত্ত বৈভব অর্জন করা, অবজ্ঞা করা
(গ) নির্বোধ ব্যক্তি, পরোক্ষভাবে অন্যের সাহায্য নেওয়া, সাফল্যের হাসি
(ঘ) সুন্দর অথচ অপদার্থ, যে কোনোভাবে কার্যসিদ্ধি হওয়া, কৃত্রিম হাসি উ. (ঘ)

২১. বাগ্‌ধারাসমূহের ঠিক অর্থ বাছাই কর : তাল কানা লোক বলেই ঢাক ঢাক গুড় গুড় করে ধরা খেয়ে এখন ভিজে বেড়াল সেজেছে। [B ১৯-২০]
(ক) ভান করা, লুকোচুরি, ভণ্ড (খ) কাণ্ডজ্ঞানহীন, লুকোচুরি, সাধুবেশে অলস লোক
(গ) কাণ্ডজ্ঞানহীন, অসৎ, নির্লজ্জ (ঘ) ভণ্ড, অসৎ, ভণ্ড উ. (খ)

JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS

২২. বাগ্‌ধারাসমূহের ঠিক অর্থ বাছাই কর : আঁধার ঘরের মানিক বলে টুপ ভুজঙ্গ হলেও তাকে হাড়হদ্দ ছাড় দিলে চলবে না। [B ১৯-২০]
ⓚ একমাত্র অবলম্বন, স্পষ্টভাষী, বড়কিছু ⓚ অত্যন্ত প্রিয়জন, নেশাগ্রস্ত, সবকিছু
ⓖ অত্যন্ত প্রিয়জন, স্পষ্টভাষী, সবকিছু ⓖ একমাত্র অবলম্বন, নেশাগ্রস্ত, সবকিছু উ: (ঘ)

২৩. 'আচাভুয়ার বোম্বাচাক' বাগ্‌ধারাটির অর্থ– [F ১৯-২০]
(ক) অযথা প্রশংসা করা (খ) অন্যান্য (গ) অসম্ভব ব্যাপার (ঘ) অপ্রত্যাশিত বাঁধা উ: (গ)

২৪. 'উনকোটি চৌষট্টি' বাগ্‌ধারাটির অর্থ– [F ১৯-২০; খুবি A ১১-১২]
(ক) প্রহার (খ) জব্দ করা (গ) ন্যাকামি (ঘ) প্রায় সম্পূর্ণ উ: (ঘ)

২৫. 'জড়-ভরত' বাগ্‌ধারাটির অর্থ– [F ১৯-২০]
(ক) চাটুকার (খ) খুব ধনী (গ) অকর্মণ্য ব্যক্তি (ঘ) স্পষ্টবাদী উ: (গ)

২৬. 'তয়নাত করা' বাগ্‌ধারাটির অর্থ– [F ১৯-২০]
(ক) স্থির করা (খ) প্রস্তুত করা (গ) বেতাল হওয়া (ঘ) ভোজন করা উ: (ক)

২৭. 'মিছরির ছুরি' বাগ্‌ধারার অর্থ– [D ১৮-১৯]
(ক) ধারালো অস্ত্র (খ) উভয় সংকট (গ) মিষ্টি কথা (ঘ) মুখে মধু অন্তরে বিষ উ: (ঘ)

২৮. 'আতারি কাতারি' বাগ্‌ধারাটি কী অর্থ প্রকাশ করে? [F ১৮-১৯]
(ক) অন্যান্য (খ) প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বী (গ) ছটফটে ভাব (ঘ) সামান্য লোক উ: (গ)

২৯. 'ঢাকের বায়া' বাগ্‌ধারাটির অর্থ কী? [D১৭-১৮; খুবি ক ১৫-১৬; ঢাবি ৯২-৯৩]
(ক) তোষামোদে (খ) নিষ্কর্মা (গ) কোনোরকম (ঘ) কাছে যাওয়া উ: (খ)

৩০. 'অন্তরটিপুনি' বাগ্‌ধারাটির অর্থ কী? [D১৭-১৮]
(ক) বিপদ (খ) গোপন ব্যথা (গ) হিংসা (ঘ) মন্দভাগ্য উ: (খ)

৩১. 'ম্যাও ধরা' অর্থ হচ্ছে– [গ ০৫-০৬]
(ক) উপায় দেখা (খ) শেষ রক্ষা করা (গ) একগুয়েমি করা (ঘ) তোষামোদ করা উ: (খ)

৩২. 'গৌরচন্দ্রিকা' বাগ্‌ধারাটির অর্থ হলো– [গ ০৫-০৬]
(ক) শ্রদ্ধা (খ) ভণিতা/ভূমিকা (গ) লোভ (ঘ) তোষামোদ উ: (খ)

৩৩. 'সামান্য সম্পদের জন্য প্রচুর অহমিকা' বোঝাতে নিচের কোন বাগ্‌ধারাটি হবে? [গ ০৯-১০]
(ক) টাকার কুমির (খ) ব্যাঙের সর্দি (গ) টাকার গরম (ঘ) ব্যাঙের আধুলি উ: (ঘ)

৩৪. 'অন্ধ অনুকরণ' এর বাগ্‌ধারা কী? [বিবিএ ১০-১১; জাবি ঘ ১৬-১৭]
(ক) গৌরচন্দ্রিকা (খ) গড্ডলিকা প্রবাহ (গ) চর্বিত চর্বণ (ঘ) হ্রস্ব-দীর্ঘ জ্ঞান উ: (খ)

৩৫. 'নিরানব্বুইয়ের ধাক্কা' বাগ্‌ধারাটির অর্থ কী? [বিবিএ ১২-১৩; রাবি ঘ ১৬-১৭]
(ক) সঞ্চয়ের প্রবৃত্তি (খ) তীরে পৌঁছার ঝক্কি
(গ) মুমূর্ষু অবস্থা (ঘ) আসন্ন বিপদ উ: (ক)

৩৬. 'দা-কুমড়া' বাগ্‌ধারাটির একই অর্থ প্রকাশ করে– [C সেট- ০৩, ১২-১৩]
(ক) চোখের বালি (খ) নয়ছয় (গ) লেফাফা দুরস্ত (ঘ) অহিনকুল উ: (ঘ)

৩৭. 'চিনির পুতুল' বাগ্‌ধারাটির উপযুক্ত অর্থ কোনটি? [C, সেট ১:১৪-১৫]
(ক) ক্ষণস্থায়ী (খ) আকর্ষণীয় (গ) অল্প পরিশ্রমী (ঘ) দর্শনীয় উ: (গ)

৩৮. 'তালকানা' বাগ্‌ধারাটির অর্থ কী? [E, সেট ২: ১৪-১৫]
(ক) বেতাল হওয়া (খ) ঠিক হওয়া (গ) সহজলভ্য হওয়া (ঘ) ঠিক হওয়া উ: (ক)

৩৯. 'নদের চাঁদ' বাগ্‌ধারার অর্থ কোনটি? [F ,সেট-4 : ১৪-১৫]
(ক) সুন্দর ব্যক্তি কিন্তু অপদার্থ (খ) সুন্দর ব্যক্তি
(গ) সুন্দর ও সুশীল ব্যক্তি (ঘ) চাঁদের আলো উ: (ক)

৪০. 'অষ্টরম্ভা' অর্থ কী? [B ১৬-১৭]
(ক) ফাঁকি (খ) বৃথাশ্রম (গ) পুনরায় আরম্ভ (ঘ) অপদার্থ উ: (ক)

৪১. 'নাকের বদলে নরুন' বাগ্‌ধারাটির অর্থ কোনটি? [খ ০৭-০৮]
(ক) যা প্রাপ্য তার চেয়ে কম পাওয়া (খ) যা প্রাপ্য তার বেশি পাওয়া
(গ) কাউকে ন্যায্য পাওনা থেকে বঞ্চিত করা (ঘ) গরু মেরে জুতো দান উ: (ঘ)

৪২. 'শিঙে ফোঁকা' এর সমার্থক বাগ্‌ধারা– [খ ০৯-১০]
(ক) অক্কা পাওয়া (খ) ঘটি উল্টানো (গ) লালবাতি জ্বলা (ঘ) রক্তগঙ্গা করা উ: (ক)

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়

০১. 'ছাই ফেলতে ভাঙা কুলো'- বলতে কী বোঝায়? [A : ২৩-২৪]
(ক) ঘৃণিত ব্যক্তি (খ) অস্বীকৃত ব্যক্তি (গ) অগণ্য ব্যক্তি (ঘ) উপেক্ষিত ব্যক্তি উ: (ঘ)

০২. 'আঁতের টান' শব্দের অর্থ কী? [A : ২৩-২৪]
(ক) জড়িয়ে ধরা (খ) মর্মের কথা (গ) চমকে ওঠা (ঘ) নাড়ির টান উ: (ঘ)

০৩. নিচের কোনটি শুদ্ধ? [C : ২৩-২৪]
(ক) গড্ডলিকা প্রবাহ (খ) মাধুর্যতাপূর্ণ আচরণ
(গ) কৃতাঞ্জলীপুটে (ঘ) সানন্দিত চিত্তে উ: (ক)

০৪. 'ভালুক জ্বর' বাগ্‌ধারার অর্থ কী? [A ২২-২৩]
(ক) জ্বর জ্বর ভাব (খ) দীর্ঘস্থায়ী জ্বর (গ) ক্ষণস্থায়ী জ্বর (ঘ) তীব্র জ্বর উ: (গ)

০৫. 'ঘোর কলি' বাগ্‌ধারাটি দ্বারা কী বুঝায়? [A : ২১-২২]
(ক) ঘুটঘুটে কালো (খ) ঘুরপাক খাওয়া (গ) অন্ধকার (ঘ) নিদারুণ অধর্মের যুগ উ: (ঘ)

০৬. 'সাক্ষী গোপাল' হলো– [A : ২১-২২, চবি D : ২১-২২]
(ক) অকাট্য সাক্ষী (খ) বড় ব্যক্তি (গ) দুর্বল ব্যক্তি (ঘ) নিষ্ক্রিয় দর্শক উ: (ঘ)

০৭. কোন বাগ্‌ধারাটি 'হতভাগ্য' অর্থে ব্যবহৃত হয়? [A : ২১-২২, E, Odd, সেট ১:১৪-১৫]
(ক) উড়নচণ্ডী (খ) আটকপালে (গ) ছা-পোষা (ঘ) ভুশণ্ডির কাক উ: (খ)

০৮. 'কচু বনের কালাচাঁদ' বাগ্‌ধারাটির অর্থ কী? [B : ২১-২২, জাবি D১৭-১৮; রাবি B ১৭-১৮]
(ক) তোষামুদে (খ) কাণ্ডজ্ঞানহীন (গ) নির্বাক (ঘ) স্বেচ্ছাচারী উ: (খ)

০৯. 'উনপঞ্চাশ বায়ু' বাগ্‌ধারাটির অর্থ– [A : ২১-২২, চবি D : ২১-২২]
(ক) উড়নচণ্ডী (খ) অমিতব্যয়ী (গ) পাগলামি (ঘ) অকালপক্ব উ: (গ)

১০. কোনটি ভাষার ঐতিহ্য বিশেষ? [B : ২১-২২]
(ক) পদ (খ) সমাস (গ) বাগ্‌ধারা (ঘ) সন্ধি উ: (গ)

১১. 'কাঁচা সোনা' এর অর্থ কী? [B ১৮-১৯]
(ক) ভেজাল স্বর্ণ (খ) নিখাদ স্বর্ণ (গ) খাদযুক্ত স্বর্ণ (ঘ) গলিত স্বর্ণ উ: (খ)

১২. 'পর্বতের মূষিক প্রসব' কী? [B ১৬-১৭; চবি ক ০৯-১০; রাবি A ১৮-১৯, C1 ১৮-১৯]
(ক) বিরাট সম্ভাবনার সামান্য প্রাপ্তি (খ) কল্পনার আধার
(গ) কণ্ঠরোধ করা (ঘ) কন্যাদান উ: (ক)

১৩. 'অঞ্চলপ্রভাব' বাগ্‌ধারাটির অর্থ– [E ১৬-১৭; কুবি A ১৮-১৯]
(ক) আঞ্চলিকতার প্রভাব (খ) স্বামীর প্রভাব (গ) স্ত্রীর প্রভাব (ঘ) উর্ধ্বতন কর্তার প্রভাব উ: (গ)

১৪. 'এক ক্ষুরে মাথা মুড়ানো' এর অর্থ কী? [E ১৭-১৮]
(ক) একই স্বভাবের (খ) একই গুরুর শিষ্য (গ) একই গোত্রের (ঘ) কোনোটিই নয় উ: (ক)

১৫. 'বালির বাঁধ' বাগ্‌ধারাটি নিচের কোনটির সমার্থক? [A ১৭-১৮]
(ক) ননির পুতুল (খ) উনপঞ্চাশ বায়ু (গ) তাসের ঘর (ঘ) বয়ে যাওয়া উ: (গ)

১৬. কোন বাগ্‌ধারাটির অর্থ অন্যগুলো থেকে সম্পূর্ণ আলাদা? [B ১৭-১৮]
(ক) দুধের মাছি (খ) সুখের পায়রা (গ) ননির পুতুল (ঘ) গুড়ের পিঁপড়া উ: (গ)

১৭. 'শকুনি মামা' এর অর্থ কী? [B ১৭-১৮; জাবি D ১৬-১৭; A ১৮-১৯]
(ক) পাতানো মামা (খ) কুৎসিত লোক (গ) সৎ মামা (ঘ) কুচক্রী লোক উ: (ঘ)

১৮. 'সুলুকসন্ধান' বাগ্‌ধারাটির ঠিক উত্তর– [C ১৭-১৮; মাভাবিপ্রবি D ১৬-১৭]
(ক) সন্ধান করা (খ) গল্পের খোঁজে (গ) সুলুকে খোঁজ (ঘ) খোঁজ খবর উ: (ঘ)

১৯. কোনটি ভিন্নার্থক বাগ্‌ধারা? [E ১৭-১৮]
(ক) দা-কুমড়া (খ) সাপে-নেউলে (গ) তেলে-বেগুনে (ঘ) অহি-নকুল উ: (গ)

২০. 'হাত আসা' বাগ্‌ধারাটির অর্থ কী? [E ১৭-১৮]
(ক) অধীনে আসা (খ) হস্তগত হওয়া (গ) মনোযোগ দেওয়া (ঘ) অভ্যস্ত হওয়া উ: (ঘ)

২১. 'মন না মতি' বাগ্‌ধারাটির অর্থ– [E ১৭-১৮]
(ক) অস্থির মানব মন (খ) ক্ষণস্থায়ী চিন্তা (গ) সিদ্ধান্তহীনতা (ঘ) কোনোটিই নয় উ: (ক)

২২. 'কূপমণ্ডূক' শব্দটির আলঙ্কারিক অর্থ কী? [০৫-০৬]
(ক) সংকীর্ণমনা ব্যক্তি (খ) কুয়োর ব্যাঙ (গ) অন্ধত্ব (ঘ) অসংযমী ব্যক্তি উ: (ক)

২৩. 'ছা-পোষা' কথাটির অর্থ– [০৯-১০]
(ক) বোকা (খ) ধনী (গ) অত্যন্ত দরিদ্র (ঘ) গরিব উ: (গ)

২৪. 'সৌভাগ্যের বিষয়' কথাটি কোন বাগ্‌ধারা দিয়ে বোঝানো হয়েছে? [০৯-১০]
(ক) কেউকেটা (খ) একাদশে বৃহস্পতি (গ) এলাহি কাণ্ড (ঘ) গোঁফ-খেজুরে উ: (খ)

২৫. 'ব্যাঙের সর্দি' অর্থ কী? [ক ১০-১১; চবি F ১৩-১৪, জাককানবি গ ১৬-১৭]
(ক) অসম্ভব ঘটনা (খ) প্রতারণা (গ) রোগ বিশেষ (ঘ) সৌভাগ্যের বিষয় উ: (ক)

২৬. 'দোহাই মানা' বাগ্‌ধারাটির অর্থ কী? [A-৩, সেট ১,১২-১৩]
(ক) লজ্জায় মাথা নত করা (খ) প্রশংসা মুখর হওয়া (গ) স্তব্ধ হয়ে পড়া (ঘ) নজির দেখানো উ: (ঘ)

২৭. 'সুসময়ের বন্ধু' কোন বাগ্‌ধারা দিয়ে প্রকাশ করা হয়? [E -১৩-১৪]
(ক) সুখের পায়রা (খ) দহরম মহরম (গ) লেফাফা দুরস্ত (ঘ) কংস মামা উ: (ক)

২৮. 'ধোপদুরস্ত' বাগ্‌ধারাটি কী বোঝায়? [A, Even, সেট A: ১৪-১৫]
(ক) গম্ভীর প্রকৃতির (খ) পরিপাটি (গ) ধীশক্তিসম্পন্ন (ঘ) অসম সাহসী উ: (খ)

২৯. 'ভিটায় ঘুঘু চরানো' অর্থ কী? [B, Even, সেট ৩: ১৪-১৫]
(ক) সর্বনাশ করা (খ) বৃথা খেটে মরা (গ) অহঙ্কারী (ঘ) সুবিধাবাদী নীতি উ: (ক)

৩০. 'দলপতি' অর্থে বাগ্‌ধারা কোনটি? [অ ১৫-১৬; বেরোবি ঘ ১২-১৩]
(ক) পালের গোদা (খ) রুই-কাতলা (গ) রাঘব-বোয়াল (ঘ) ভূষণ্ডির কাক উ: (ক)

৩১. 'ঘর থাকতে বাবুই ভেজা' বাগ্‌ধারাটির অর্থ কী? [A ১৬-১৭; জাবি খ ০৯-১০]
(ক) অতিরিক্ত মায়াকান্না (খ) সুযোগের সদ্ব্যবহার
(গ) সুযোগ থাকতে নষ্ট (ঘ) অর্থের কু-প্রভাব উ: (গ)

৩২. 'পোঁ-ধরা' এ বাগ্‌ধারাটির অর্থ কী? [A ১৬-১৭]
(ক) বেহায়া (খ) দৃঢ়প্রতিজ্ঞ (গ) মোসাহেবি করা (ঘ) ক্ষণস্থায়ী উ: (গ)

৩৩. 'লগন চাঁদ' বাগ্‌ধারাটি কোন অর্থে ব্যবহৃত হয়? [০৯-১০]
(ক) অলীক কল্পনা (খ) অযোগ্য ব্যক্তি (গ) ভণ্ড (ঘ) ভাগ্যবান উ: (ঘ)

৩৪. 'গালি দেওয়া' বোঝাতে কোন বাগ্‌ধারাটির প্রয়োজন? [০৯-১০]
(ক) সাপে-নেউলে (খ) শ-কার ব-কার করা (গ) সাত সতেরো (ঘ) শিরে সংক্রান্তি উ: (খ)

JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS
CS CamScanner

JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS

২৪. 'পাততাড়ি গুটানো' বাগ্‌ধারাটির অর্থ– [E ১৬-১৭]
ⓚ প্রয়োজন ⓚ চলে যাওয়া ⓖ ক্ষণস্থায়ী হওয়া ⓖ কোনোটিই নয় উ: ক

২৫. 'মাথা দেওয়া' বলতে বুঝায়– [০৯-১০]
ⓚ ভাবনা করা ⓑ আগ্রহ দেখানো
ⓖ দায়িত্ব গ্রহণ ⓖ আত্মহত্যা করা উ: গ

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়

০১. 'আটকপালে' যে অর্থে ব্যবহৃত হয়– [B : ২৩-২৪; বাংলা মেরিন একা.-A : ২১-২২]
ⓚ হতভাগ্য ⓑ সৌভাগ্য ⓖ শ্রমবিমুখ ⓖ প্রচারবিমুখ উ: ক

০২. 'হাত দেওয়া'-র বিশেষ অর্থ কী? [B1 : ২৩-২৪]
ⓚ খাওয়া ⓑ আরম্ভ করা
ⓖ নষ্ট করা ⓖ হস্তক্ষেপ করা উ: ঘ

০৩. 'গড্ডলিকা প্রবাহ' বাগ্‌ধারায় গড্ডল শব্দের অর্থ কী? [D1 : ২৩-২৪; BUP FASS : ২১-২২]
ⓚ স্রোত ⓑ ভেড়া ⓖ একত্র ⓖ ভাসা উ: খ

০৪. 'ঢাকের কাঠি' বাগ্‌ধারার অর্থ কী? [D1 : ২৩-২৪]
ⓚ সাহায্যকারী ⓑ তোষামুদে
ⓖ বাদক ⓖ স্বাস্থ্যহীন লোক উ: খ

০৫. 'হাড়-হাভাতে' বাগ্‌ধারার অর্থ– [D1 : ২৩-২৪; বেরোবি-B : ১৭-১৮; চবি-ঙ : ১১-১২; ২৪তম বিসিএস (বাতিল)]
ⓚ দাতা ⓑ কম খরচে ⓖ দরিদ্র ⓖ কৃপণ উ: ঘ

০৬. 'মাথামোটা' শব্দের বিশেষ অর্থ কোনটি? [B : ২৩-২৪]
ⓚ সূক্ষ্মবুদ্ধি ⓑ স্থূলবুদ্ধি ⓖ দুর্বুদ্ধি ⓖ চিন্তাশীল উ: খ

০৭. 'কানা কলসির জল' বাগ্‌ধারাটির অর্থ কী? [B সেট-১; ২২-২৩]
ⓚ দুর্ভাগ্য ⓑ অসম্ভব বস্তু ⓖ সীমাবদ্ধ ⓖ ক্ষণস্থায়ী বস্তু উ: ঘ

০৮. 'হাড় জুড়ানো'– কথাটির অর্থ কী? [D : ২১-২২]
ⓚ ভাঙা হাড় জোড়া লাগা ⓑ শান্তি পাওয়া ⓖ উদ্বায়ুরোগ ⓖ শল্যচিকিৎসা উ: খ

০৯. কোনটি বাগ্‌ধারা? [B1 : ২১-২২]
ⓚ ব্যয়সাপেক্ষ ⓑ রজ্জুসর্প ⓖ মনমাঝি ⓖ চাঁদের হাট উ: ঘ

১০. 'কূপমণ্ডূক' বাগ্‌ধারাটি দ্বারা কী বোঝায়? [B : ২১-২২]
ⓚ বিশ্বাসপ্রবণ ⓑ অলস ⓖ সাধারণ মানুষ ⓖ সীমিত জ্ঞানের মানুষ উ: ঘ

১১. 'ননীর পুতুল' বাগ্‌ধারাটির অর্থ কী? [D ১৯-২০]
ⓚ পুতুলের ন্যায় ⓑ অতি আদরের ⓖ অতি ভদ্র ⓖ অতি চঞ্চল উ: খ

১২. 'গোঁফ খেজুরে' বাগ্‌ধারাটির অর্থ কী? [ঙ ০৩-০৪, গ ০৯-১০; খ ১০-১১, ঘ ১৪-১৫]
ⓚ নিতান্ত অলস ⓑ উদাসীন ⓖ আরাম প্রিয় ⓖ পরমুখাপেক্ষী উ: ক

১৩. কোন বাগ্‌ধারাটি 'খেয়াল রাখা' অর্থ প্রকাশ করে? [ঘ ০৭-০৮; চবি ঘ ১০-১১]
ⓚ নজর কাড়া ⓑ নজর দেওয়া ⓖ নজরে পড়া ⓖ নজরছাড়া উ: খ

১৪. 'কলুর বলদ' এ বাগ্‌ধারার অর্থ কী? [খ ০৭-০৮]
ⓚ কলুদের বলদ ⓑ ঘানির বলদ ⓖ নিক্রিয় ⓖ পরাধীন উ: ঘ

১৫. 'হাটে হাঁড়ি ভাঙা' অর্থ– [খ ০৯-১০]
ⓚ হাটের কাছে হাঁড়ি ভেঙ্গে দেওয়া ⓑ হাটের মধ্যে হাঁড়ি ভেঙ্গে ফেলা
ⓖ কিছু হারিয়ে ফেলা ⓖ গোপন বিষয় প্রকাশ করা উ: ঘ

১৬. কোন বাগ্‌ধারার অর্থ 'পক্ষপাতিত্ব'? [খ ০৯-১০]
ⓚ অকূল পাথার ⓑ একাদশে বৃহস্পতি ⓖ ঢাকের কাঠি ⓖ একচোখা উ: ঘ

১৭. 'শিরে সংক্রান্তি' বাগ্‌ধারার অর্থ– [ঙ ১০-১১]
ⓚ মাথায় বোঝা ⓑ বিগত বিপদ ⓖ মহাবিপদ ⓖ আসন্ন বিপদ উ: ঘ

১৮. 'গলায় গামছা দেওয়া' বাগ্‌ধারাটির অর্থ কী? [ঘ ১১-১২]
ⓚ গলা ধাক্কা ⓑ অপমান করা ⓖ নিবিড় বন্ধুত ⓖ ভীষণ বিপদ উ: খ

১৯. গুরুত্ব দেওয়া অর্থে কোন বাগ্‌ধারাটি ব্যবহৃত হয়? [B1 12-13]
ⓚ গা-ছাড়া ⓑ গা বাঁচানো ⓖ গায়ে মাখা ⓖ গায়ে জ্বর আসা উ: গ

২০. 'মুখ চলা' বাগ্‌ধারাটি অর্থ কী? [I ১৩-১৪]
ⓚ অশ্লীল ভাষায় কথা বলা ⓑ নীরবতার পর কথা শুরু করা
ⓖ অসংলগ্ন কথা বলা ⓖ ক্রমাগত বকা উ: ঘ

২১. 'কান কাটা' বাগ্‌ধারার অন্তর্নিহিত অর্থ কী? [B -১৩-১৪]
ⓚ বিশ্বাস নষ্ট হওয়া ⓑ কান কাটা যার ⓖ নির্লজ্জ ⓖ অসম্ভব ব্যাপার উ: গ

২২. 'গোল্লায় যাওয়া' বাগ্‌ধারাটির অর্থ কী? [A_2, সেট ৩: ১৪-১৫]
ⓚ অসৎ কাজ করা ⓑ খারাপ কাজে যাওয়া ⓖ নষ্ট হওয়া
ⓖ দোষের কাজ করা ⓔ ভুল কাজ করা উ: গ

২৩. 'চোখ খোলা রাখা' কী অর্থে ব্যবহৃত হয়? [D3 ১৬-১৭]
ⓚ সতর্ক থাকা ⓑ ভালোভাবে তাকানো ⓖ জেগে থাকা ⓖ প্রার্থনা করা উ: ক

GST গুচ্ছ বিশ্ববিদ্যালয়

০১. বাক্যে 'তুর্কি-নাচন' কোন অর্থে ব্যবহৃত হয়? [C : ২১-২২; জাবি F, সেট-১ : ১৪-১৫]
ⓚ হুলুস্থূল অবস্থা ⓑ জটপাকানো ⓖ সাংঘাতিক ঘটনা ⓖ লুকোচুরি উ: ক

০২. 'কেঁচেগণ্ডূষ' শব্দ দ্বারা বোঝায়- [A : ২১-২২]
ⓚ নতুন করে আরম্ভ করা ⓑ কাউকে শাস্তি দেয়া
ⓖ হতবুদ্ধি হওয়া ⓖ কোনো কাজ সফলভাবে শেষ করা উ: ক

০৩. 'ভূষণ্ডির কাক' বাগ্‌ধারাটি কোন অর্থে ব্যবহৃত? [B : ২১-২২]
ⓚ কপট ⓑ বক ধার্মিক ⓖ দীর্ঘকালের অভিজ্ঞ ব্যক্তি ⓖ সুসময়ের বন্ধু উ: গ

খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়

০১. 'ভূশণ্ডির কাক' বাগ্‌ধারাটির অর্থ– [C ১৯-২০; জাবি গ ১৫-১৬]
ⓚ কালো ব্যক্তি ⓑ কর্কশ ব্যক্তি ⓖ দীর্ঘায়ু ব্যক্তি ⓖ কৃপণ ব্যক্তি উ: গ

০২. 'কাপুড়ে বাবু' বাগ্‌ধারাটির অর্থ কী? [B ১৮-১৯]
ⓚ অসভ্য ⓑ বাহ্যিক সভ্য ⓖ মতলববাজ ⓖ উড়নচণ্ডী উ: খ

০৩. 'কায়েতের ঘরের ঢেঁকি' বাগধারাটির অর্থ কী? [S ১৬-১৭]
ⓚ অপদার্থ ব্যক্তি ⓑ বিশিষ্ট ব্যক্তি ⓖ প্রাচীন ব্যক্তি ⓖ হৃষ্টপুষ্ট ব্যক্তি উ: ক

জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলাম বিশ্ববিদ্যালয়

০১. 'গোকুলের ষাঁড়' বাগ্‌ধারাটির অর্থ কী? [A ১৯-২০]
ⓚ হৃষ্টপুষ্ট ব্যক্তি ⓑ পরিপাটি ব্যক্তি ⓖ স্বেচ্ছাচারী লোক ⓖ অলস ব্যক্তি উ: গ

০২. 'হাতটান' বাগ্‌ধারাটির অর্থ কী? [AL ১৭-১৮; ঢাবি গ ৯৪-৯৫; গ ৯৭-৯৮]
ⓚ অর্থের অভাব ⓑ চুরির অভ্যাস ⓖ কৌশলে কার্যোদ্ধার ⓖ অনতিদীর্ঘ উ: খ

০৩. 'দুধের মাছি' বাগ্‌ধারাটির সমার্থক কোনটি? [AL ১৭-১৮]
ⓚ বসন্তের কোকিল ⓑ বকধার্মিক ⓖ সোনার পাথরবাটি ⓖ লেফাফাদুরস্ত উ: ক

০৪. 'আকাশ কুসুম' অর্থ কী? [AP ১৭-১৮; ঢাবি ৯৫-৯৬]
ⓚ আকাশের চাঁদ ⓑ সূর্য ⓖ অসম্ভব বস্তু ⓖ ধনীর দুলাল উ: গ

০৫. 'গোকুলের ষাঁড়' বাগ্‌ধারাটির অর্থ কোনটি? [AP ১৭-১৮]
ⓚ শক্তিশালী ⓑ সুযোগ সন্ধানী ⓖ স্বেচ্ছাচারী ⓖ মাতবর উ: গ

০৬. 'ঝিঙেফুল ফোটা' বাগ্‌ধারাটির অর্থ– [D১৭-১৮]
ⓚ বিয়ের সময় হওয়া ⓑ আয়ু ফুরিয়ে আসা ⓖ সুসময় আসা ⓖ সৌভাগ্যবান উ: খ

০৭. 'ঘোড়ার কামড়' অর্থ কী? [D১৭-১৮]
ⓚ অকর্মণ্য লোক ⓑ দৃঢ় লোক ⓖ বোকা লোক ⓖ কাজের লোক উ: খ

০৮. 'নাটের গুরু' বাগ্‌ধারাটির অর্থ– [ক ১৬-১৭]
ⓚ নাটকের গুরু ⓑ মূল নায়ক ⓖ নাট মন্দিরের গুরু ⓖ নাটকের নায়ক উ: খ

বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়

০১. 'ভূঁই-ফোঁড়' বাগ্‌ধারার অর্থ কী? [B ১৯-২০]
ⓚ সর্বনাশ ⓑ অর্বাচীন ⓖ সর্বস্বান্ত ⓖ নির্বোধ উ: খ

০২. 'পায়াভারী' বাগ্‌ধারাটি কোন অর্থে ব্যবহৃত হয়ে থাকে? [A ১৭-১৮]
ⓚ অহংকারী ⓑ তোষামোদকারী ⓖ স্পষ্টভাষী ⓖ নাছোড়বান্দা উ: ক

০৩. 'শাঁখের করাত' বাগ্‌ধারাটির অর্থ কোনটি? [B ১৭-১৮]
ⓚ ভয়ংকর বস্তু ⓑ দুদিকেই বিপদ ⓖ আসন্ন বিপদ ⓖ শুভ সংবাদ উ: খ

০৪. 'বক দেখানো' এর অর্থ কী? [B১৭-১৮]
ⓚ শিকার খোঁজা ⓑ অধার্মিক ⓖ ফাঁকি দেওয়া ⓖ অশোভন আচরণ উ: ঘ

০৫. 'পৃষ্ঠ প্রদর্শন' বাগ্‌ধারাটির অর্থ– [B১৭-১৮; চবি খ ১১-১২; ঢাবি গ ৯৭-৯৮]
ⓚ পলায়ন করা ⓑ নিঃস্ব ⓖ হঠাৎ বিপদ ⓖ কপট ব্যক্তি উ: ক

০৬. কোনটি বাগ্‌ধারার পরিবর্তনসঙ্গত ভুলের উদাহরণ? [A সেট ২, ১২-১৩]
ⓚ ঘোড়ার ডিম ⓑ গৌরীসেনের টাকা ⓖ গোড়ায় গলদ ⓖ ঘোটকের ডিম্ব উ: খ

০৭. 'মাৎস্যন্যায়' বাগ্‌ধারাটির অর্থ– [A -১৩-১৪]
ⓚ অরাজকতা ⓑ দুর্বৃত্তায়ন ⓖ অপরাধপ্রবণ ⓖ স্বৈরতান্ত্রিক উ: ক

০৮. 'বারোভূত' কথাটি দিয়ে কী বোঝানো হয়? [C ১৬-১৭]
ⓚ ক্ষণস্থায়ী ⓑ নিরেট বোকা ⓖ আজে-বাজে লোক ⓖ বহু অবাঞ্ছিত লোক উ: ঘ

ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়

০১. 'ঘুণাক্ষর' বাগ্‌ধারার অর্থ কোনটি? [B ১৮-১৯]
ⓚ ঘুণে খাওয়া ⓑ পোকায় কাটা বই
ⓖ তালপাতার অক্ষর ⓖ সামান্য ইঙ্গিত উ: ঘ

JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS

CamScanner

০২. 'তামার বিষ' বাগ্ধারাটির অর্থ কী? [B ১৭-১৮; চবি A ১৮-১৯; চবি ১৮-১৯]
ক [illegible] খ অর্থের কুপ্রভাব গ [illegible] ঘ [illegible] উ: খ

০৩. 'কলির সন্ধ্যা' বাগ্ধারাটির অর্থ- [B ১৮-১৯]
ক কষ্টের সমাপ্তি খ কষ্ট সূচনা গ [illegible] ঘ কষ্টের সূচনা উ: ঘ

০৪. 'ঊনপঞ্চাশ বায়ু' বাগ্ধারাটির অর্থ কী? [C ১৮-১৯; [illegible] ১৪-১৫]
ক পাগলামি খ ঝড় গ [illegible] ঘ দীর্ঘসূত্রিতা উ: ক

০৫. [illegible] বাগ্ধারাটির অর্থ কী? [H ১৮-১৯]
ক [illegible] খ [illegible] গ [illegible] ঘ [illegible] উ: ঘ

০৬. [illegible] বাগ্ধারাটির অর্থ কী? [illegible ১১-১২]
ক [illegible] খ [illegible] গ [illegible] ঘ [illegible] উ: গ

০৭. [illegible] বাগ্ধারাটির অর্থ- [B -১৩-১৪]
ক [illegible] খ [illegible] গ [illegible] ঘ [illegible] উ: গ

০৮. 'ঘুঘু চরানো' বাগ্ধারাটির অর্থ- [C -১৩-১৪]
ক [illegible] খ সর্বনাশ করা গ [illegible] ঘ [illegible] উ: খ

০৯. [illegible] বাগ্ধারাটির অর্থ- [C -১৩-১৪; খ ১৫-১৬]
ক [illegible] খ [illegible] লোক গ [illegible] ঘ তোষামোদকারী উ: ঘ

১০. [illegible] বাগ্ধারাটির অর্থ কী? [H -১৩-১৪]
ক [illegible] খ [illegible] লোক গ [illegible] ঘ [illegible] উ: খ

১১. 'ভবলীলা সাঙ্গ হওয়া' বাগ্ধারাটির অর্থ কী? [ক ১০-১১]
ক [illegible] খ মূর্ছা যাওয়া গ সর্বনাশ করা ঘ মারা যাওয়া উ: ঘ

১২. 'কেউকেটা' কথাটির অর্থ কী? [ক ১০-১১]
ক [illegible] খ [illegible] গ সামান্য ঘ শক্তিশালী উ: গ

১৩. 'আক্কেল সেলামি' বাগ্ধারাটির অর্থ- [ক ১১-১২; চবি ক ১১-১২]
ক হতবুদ্ধি হওয়া খ [illegible] গ অপদার্থ ঘ পাগলামি উ: খ

কুমিল্লা বিশ্ববিদ্যালয়

০১. 'কলির সন্ধ্যা' বাগ্ধারাটির ঠিক অর্থ কোনটি? [C ১৯-২০]
ক দুঃখের শেষ খ দুঃখের শুরু গ দুঃখের কথা ঘ দুঃখের সময় উ: খ

০২. 'চোরাবালি' বাগ্ধারাটির অর্থ কী? [B -১৩-১৪]
ক অত্যন্ত গোপনে খ বিপদসংকুল গ চুরির অভ্যাস ঘ সাবধানী উ: খ

০৩. 'বিদুরের খুদ' বাগ্ধারাটির অর্থ কী? [B-১৫-১৬]
ক হৃদয়ের সামান্য উপহার খ ঘৃণার বস্তু গ ধর্মবিমুখ ঘ খাদ্যদ্রব্য উ: ক

বরিশাল বিশ্ববিদ্যালয়

০১. 'ঢেঁকির কুমির' অর্থ- [D ১৩-১৪]
ক অসহায় খ অপদার্থ গ ধনী ঘ নাছোড়বান্দা উ: খ

০২. 'ঘোড়া রোগ' বাগ্ধারাটির অর্থ- [A ১৩-১৪]
ক নাছোড়বান্দা খ মধ্যবর্তীকে অতিক্রম করে কাজ করা
গ সাধ্যের অতীত সাধ ঘ ঘোড়াবাহিত সংক্রামক ব্যাধি উ: গ

০৩. 'গদাই লস্করি চাল' কথাটির অর্থ- [ক ১৪-১৫; চবি ঘ ১১-১২]
ক বাবুয়ানা খ অন্তঃসারশূন্যতা গ দীর্ঘসূত্রিতা ঘ হামবড়া ভাব উ: গ

০৪. 'বাঘের আড়ি' বাগ্ধারাটির অর্থ- [ক ১৪-১৫]
ক ছদ্মবেশী খ নির্ভীক গ বিপদে পড়া ঘ কঠিন শত্রুতা উ: ঘ

০৫. 'তক্কে তক্কে থাকা' বাগ্ধারাটির অর্থ- [খ-১৫-১৬]
ক খেয়াল রাখা খ ষড়যন্ত্র করা গ গোপনে সতর্ক থাকা ঘ লুকিয়ে বসে থাকা উ: গ

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বি. ও প্র. বিশ্ববিদ্যালয়

০১. 'গোবর গণেশ' বাগ্ধারাটির অর্থ কী? [D ১৬-১৭]
ক গোবরের মতো আবর্জনা খ চালাক গ মূর্খ ঘ বোকা উ: গ

পাবনা বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়

০১. 'কাশীপ্রাপ্তি' বাগ্ধারার প্রকৃত অর্থ কোনটি? [B ১৯-২০]
ক অর্থপ্রাপ্তি খ স্বর্গলাভ
গ কাশবনে গৃহনির্মাণ ঘ ক্ষয়রোগ প্রাপ্ত হওয়া উ: খ

নোয়াখালী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়

০১. 'তোলা হাঁড়ি' বাগ্ধারাটির অর্থ- [B 12-13]
ক সঙ্কট খ গম্ভীর গ অপব্যয় ঘ ভয়ঙ্কর উ: খ

মাওলানা ভাসানী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়

০১. 'অগ্নিপরীক্ষা' বাগ্ধারাটির অর্থ কোনটি? [G ১৭-১৮]
ক কঠিন পরীক্ষা খ নিরতিশয় ক্রুদ্ধ গ ভীষণ বিপদ ঘ ভাগ্যের নিষ্ঠুরতা উ: ক

হাজী মোহাম্মদ দানেশ বি. ও প্র. বিশ্ববিদ্যালয়

০১. 'লেফাফাদুরস্ত' বাগ্ধারাটির অর্থ কী? [C ১৩-১৪]
ক চৌকস ব্যক্তি খ সৌখিন ব্যক্তি
গ পোশাক সর্বস্ব ঘ বাইরের ঠাট বজায় রেখে চলা উ: ঘ

বাংলাদেশ ইউনিভার্সিটি অব প্রফেশনালস

০১. 'গড্ডলিকা প্রবাহ' বাগ্ধারায় 'গড্ডল' শব্দের অর্থ কী? [FASS : ২১-২২]
ক ভেড়া খ স্রোত গ ভাসা ঘ প্রবাহ উ: ক

বিএসসি ও ডিপ্লোমা নার্সিং

০১. 'লেফাফাদুরস্ত' বাগ্ধারাটির সঠিক অর্থ কোনটি? [বিএসসি : ২৩-২৪]
ক অসংযম খ অবাধ গ কপট ঘ হতভাগ্য উ: গ

০২. নিচের কোন বাগ্ধারাটির অর্থ 'অত্যন্ত অলস'? [ডিপ্লোমা : ২৩-২৪]
ক আমড়া কাঠের ঢেঁকি খ গোঁফ খেজুরে
গ আদুরে গোপাল ঘ আলালের ঘরের দুলাল উ: খ

০৩. 'পায়াভারী' বাগ্ধারাটি কোন অর্থে ব্যবহৃত হয়? [ডিপ্লোমা : ২৩-২৪]
ক অহংকারী খ তোষামোদকারী গ স্পষ্টভাষী ঘ নাছোড়বান্দা উ: ক

০৪. নিচের কোন অর্থটি 'তালকানা' শব্দটির ঠিক অর্থ প্রকাশ করে? [BSC Nursing'21-22]
ক কাণ্ডজ্ঞানহীন খ সুযোগসন্ধানী গ কপট ঘ নীচুমনা উ: ক

০৫. 'ঠোঁটকাটা' বলতে কী বোঝায়? [BSC Health Tech'19-20]
ক মিথ্যাবাদী খ স্পষ্টভাষী গ পক্ষপাতদুষ্ট ঘ অহংকারী উ: খ

০৬. কোন বাগ্ধারাটি 'হতভাগ্য' অর্থে ব্যবহৃত হয়? [BSC Nursing'19-20]
ক উড়নচণ্ডী খ আটকপালে গ ভুশণ্ডির কাক ঘ হাপোষা উ: খ

০৭. 'ব্যাঙের সর্দি' অর্থ কী? [Diploma Nursing'19-20]
ক সম্ভাব্য ঘটনা খ প্রতারণা গ রোগ বিশেষ ঘ অসম্ভব ঘটনা উ: ঘ

০৮. 'কৈ মাছের প্রাণ' বলতে কী বোঝায়? [Diploma Nursing'19-20]
ক সঠিক জিনিস খ স্বল্পভুক গ সর্বভুক ঘ দীর্ঘজীবী উ: ঘ

০৯. নিচের কোন অর্থটি 'তালকানা' শব্দটির সঠিক অর্থ প্রকাশ করে? [২১-২২]
ক কাণ্ডজ্ঞানহীন খ সুযোগসন্ধানী গ কপট ঘ নীচুমনা উ: ক

গার্হস্থ্য অর্থনীতি কলেজ

০১. 'অক্কা পাওয়া' বাগ্ধারাটির অর্থ কী? [Humanities : ২১-২২]
ক মারা যাওয়া খ আছাড় খাওয়া গ সৌভাগ্যবান ঘ দরিদ্র হওয়া উ: ক

০২. 'তুলসী বনের বাঘ কে? [Humanities : ২১-২২]
ক যে ব্যক্তি কাণ্ডজ্ঞানহীন খ যে ব্যক্তি তোষামোদকারী
গ যে ব্যক্তি ভণ্ড ঘ যে ব্যক্তি ধোপদুরস্ত উ: গ

০৩. 'কাক ভুশণ্ডি' বলতে কী বোঝায়? [১৯-২০; জবি ঘ ০৮-০৯]
ক দীর্ঘায়ু ব্যক্তি খ স্বেচ্ছাচারী গ অপদার্থ ঘ অমিতব্যয়ী উ: ক

০৪. 'চক্ষুদান করা' বাগ্ধারাটির অর্থ কী? [১৭-১৮; ঢাবি ক ১৫-১৬; রাবি ১২-১৩]
ক জ্ঞানদান করা খ মরণোত্তর চক্ষুদান গ চুরি করা ঘ প্রকাশ করা উ: গ

০৫. 'তীর্থের কাক' বাগ্ধারার অর্থ কী? [১৭-১৮]
ক প্রতীক্ষারত খ ত্যাগ-তিতিক্ষা গ উচ্ছিষ্টভোগী ঘ লোভী ব্যক্তি উ: ক

০৬. 'চোখের মণি' বাগ্ধারাটির অর্থ- [১৬-১৭]
ক চোখের বালি খ চোখের প্রধান অংশ গ অত্যন্ত প্রিয় ঘ চক্ষুশূল উ: গ

ঢাবি অধিভুক্ত ৭ কলেজ

০১. 'বিড়াল তপস্বী' বাগ্ধারার অর্থ- [কলা ও সামাজিক : ২৩-২৪]
ক সহনশীল খ কৌশলী গ ভণ্ড ঘ গোপনীয়তাপ্রিয় উ: গ

০২. 'কুলকাঠের আগুন' বাগ্ধারাটির অর্থ ——। [বাণিজ্য : ২৩-২৪]
ক সর্বনাশ খ ভয়ংকর গ শত্রুতা ঘ তীব্র জ্বালা উ: ঘ

০৩. 'খয়ের খাঁ' বাগ্ধারার অর্থ কী? [মানবিক ২২-২৩]
ক চাটুকার খ কুপরামর্শক গ সংকীর্ণমনা ঘ নির্লজ্জ উ: ক

০৪. 'ব্যাঙের সর্দি' বাগ্ধারাটির অর্থ- [Humanities : ২১-২২]
ক অসম্ভব বিষয় খ বিস্মিত হওয়া গ কঠিন অসুখ ঘ সৌভাগ্য উ: ক

CamScanner

[illegible] বাগধারাটির অর্থ কী? [Business : ১১-১২]
ক [illegible] খ বাজেয়া সৃষ্টি করা
গ [illegible] ঘ অসমাপ্ত কিছু কাটানো উত্তর: গ

[illegible] বাগধারাটির অর্থ- [১৮-১৯]
ক [illegible] খ চির অশান্তি গ অতি সোজাসুজি ঘ মোটা বুদ্ধি উত্তর: খ

[illegible] বাগধারাটির অর্থ কোনটি? [১৮-১৯; যবি ৬ ১০-১১]
ক [illegible] খ বড় আকৃতির দেহ
গ [illegible] ঘ পালানো উত্তর: ক

বাংলাদেশ মেরিন একাডেমি

৬১. বাংলা ব্যাকরণের কোন অংশে আলোচিত হয়? [illegible]
ক [illegible] খ বাক্যতত্ত্ব গ শব্দতত্ত্ব ঘ ধ্বনিতত্ত্ব উত্তর: গ

Note : নতুন ব্যাকরণ অনুসারে, 'বাগধারা' আলোচিত হয় 'অর্থতত্ত্বে'।

৬২. 'যার কোনো মূল্য নেই' তাকে বাগধারায় দিয়ে প্রকাশ করলে কোনটি হয়? [illegible]
ক [illegible] খ তুলসী বনের বাঘ গ আমার বিল ঘ ঢাকের বাঁয়া উত্তর: ঘ

৬৩. 'ঠোঁটকাটা' বলতে কী বোঝায়? [illegible]
ক বাচাল খ মিথ্যাবাদী গ স্পষ্টবাদী ঘ পক্ষপাতদুষ্ট উত্তর: গ

BCS পরীক্ষার বিগত বছরের MCQ প্রশ্নোত্তর

০১. 'অর্ধচন্দ্র' কথাটির অর্থ- [কৃষি ১১তম বিসিএস]
ক [illegible] খ গলাধাক্কা দেওয়া গ কাঁচা টাকা ঘ কাস্তে উত্তর: খ

০২. '[illegible]' বলতে বোঝায়- [illegible বিসিএস]
ক [illegible] খ চালাকি গ পার্বণ ঘ অপদার্থ উত্তর: ক

০৩. 'কপালে বৃহস্পতি' এর অর্থ কী? [১৮তম বিসিএস]
ক [illegible] খ সৌভাগ্যের বিষয় গ মজা পাওয়া ঘ আনন্দের বিষয় উত্তর: খ

০৪. '[illegible]' বলতে কী বোঝায়? [১০তম বিসিএস]
ক [illegible] খ স্পষ্টবাদী গ মিথ্যাবাদী ঘ পক্ষপাতদুষ্ট উত্তর: খ

০৫. 'খয়ের খাঁ' বাগধারার অর্থ- [১০তম বিসিএস; ১১তম বিসিএস]
ক [illegible] খ তোষামুদে গ সাধক ঘ স্বাধীন লোক উত্তর: খ

০৬. 'যার কোন মূল্য নেই' তাকে বাগধারা দিয়ে প্রকাশ করলে কোনটি হবে? [illegible বিসিএস]
ক [illegible] খ তুলসী বনের বাঘ গ আমার বিল ঘ ঢাকের বাঁয়া উত্তর: ঘ

০৭. 'কৌশলে কার্যোদ্ধার' কোনটির অর্থ? [১৮তম বিসিএস]
ক [illegible] খ এক ক্ষুরে মাথা মুড়ানো
গ ধরি মাছ না ছুঁই পানি ঘ আকাশের চাঁদ হাতে পাওয়া উত্তর: গ

০৮. 'বিনা মেঘে বজ্রপাত' বাগধারাটির অর্থ- [১০তম বিসিএস]
ক [illegible] খ সম্মানের প্রকৃতি গ মুমূর্ষু অবস্থা ঘ আকস্মিক বিপদ উত্তর: ঘ

০৯. '[illegible]' কথাটির অর্থ কী? [১০তম বিসিএস]
ক [illegible] খ ঝাপসা দেখা
গ [illegible] ঘ [illegible] উত্তর: ঘ

১০. বাগধারা যুগলের মধ্যে কোন জোড়া সঠিক সমার্থকতাবাচক? [১২তম বিসিএস]
ক [illegible] খ [illegible], বিড়াল তপস্বী
গ [illegible] ঘ [illegible], ভিজে বিড়াল উত্তর: ঘ

১১. '[illegible]' বাগধারার অর্থ কী? [১০তম বিসিএস]
ক [illegible] খ [illegible] গ চির অশান্তি ঘ [illegible] উত্তর: গ

১২. '[illegible]' বাগধারা শব্দটির অর্থ কী? [১০তম বিসিএস]
ক [illegible] খ [illegible]
গ [illegible] ঘ [illegible] উত্তর: ক

১৩. '[illegible]' বাগধারাটির অর্থ কী? [১০তম বিসিএস]
ক [illegible] খ একেবারে শক্ত
গ একেবারে সস্তা ঘ [illegible] উত্তর: গ

১৪. '[illegible]' বাগধারার অর্থ কী? [১০তম বিসিএস]
ক [illegible] খ [illegible]
গ [illegible] ঘ [illegible] উত্তর: গ

SELF TEST MCQ

০১. বাক্যের মধ্যে বিভিন্ন পদের ব্যবহারকে কী বলে?
ক [illegible] খ অপকর্ষ গ উৎকর্ষ ঘ রীতিসিদ্ধ প্রয়োগ

০২. Idiom শব্দটির প্রকৃত অর্থ কোনটি?
ক প্রবাদ-প্রবচন খ [illegible] গ বাগধারা ঘ সমার্থক শব্দ

০৩. '[illegible] চিঠি' কোন অর্থে ব্যবহৃত হয়?
ক মিথ্যা চিঠি খ [illegible] গ [illegible] সংবাদ ঘ বেনামি পত্র

০৪. '[illegible]' বাগধারাটির অর্থ কোনটি?
ক [illegible] খ [illegible] গ [illegible] ঘ [illegible]

০৫. '[illegible] দেখা' শব্দটির অর্থ কী?
ক [illegible] খ [illegible] গ বিবেচনা করা ঘ তুমুল কাণ্ড করা

০৬. বাক্যের ভাব বিশেষের কী?
ক [illegible] খ [illegible] গ [illegible] ঘ সংযুক্ত

০৭. '[illegible] জোঁক' বাগধারাটির অর্থ কী?
ক [illegible] জোঁক খ নাছোড়বান্দা গ [illegible] ঘ ফাঁকিবাজী

০৮. '[illegible] নাড়া' শব্দটি কোন অর্থে প্রযুক্ত?
ক [illegible] খ [illegible] গ দৃষ্টি বিনিময় ঘ চোখ নাড়া

০৯. '[illegible]' বাগধারাটির অর্থ কী?
ক [illegible] খ এলোমেলো গ [illegible] ঘ হালকা খাবার

১০. '[illegible]' শব্দটির অর্থ কী?
ক [illegible] খ টনক নড়া গ নষ্ট হওয়া ঘ পরিচ্ছন্নতা

১১. '[illegible]' বাগধারাটির অর্থ কোনটি?
ক দুর্দশাগ্রস্ত খ অসম সাহসী গ ফাঁকিবাজী ঘ অতি দীর্ঘ পথ

১২. '[illegible]' বাগধারাটির অর্থ কোনটি?
ক একটু একটু করে খ মন্থর গতি
গ [illegible] ঘ এদিক সেদিকে

১৩. বাক্যের বর্ণ যখন বাচ্যার্থ ছাড়িয়ে বিশেষ কোন অর্থ প্রকাশ করে, তখন তাকে কী বলে?
ক প্রত্যয় খ বাগধারা গ সমাস ঘ কারক

১৪. কী প্রয়োগের মাধ্যমে ভাষা প্রাণবন্ত ও বাক্য অধিক ব্যঞ্জনা সৃষ্টি করতে পারে?
ক বাগধারা খ প্রত্যয় গ কারক ঘ সমাস

১৫. বাগধারা ব্যবহারের সময়ে ভাষা ব্যবহারকারীকে কোন বিষয়ে সচেতন থাকতে হয়?
ক শব্দ খ অর্থ গ প্রয়োগ ঘ বর্ণ

১৬. বাগধারা অতীত কালের কোন ঘটনার স্মারক?
ক সামাজিক-অর্থনৈতিক খ সামাজিক-রাজনৈতিক
গ সামাজিক-মানসিক ঘ সামাজিক-সাংস্কৃতিক

১৭. নিচের কোনটি '[illegible]' অর্থ প্রকাশ করছে?
ক তাসের ঘর খ [illegible]
গ অসম্ভব কল্পনা ঘ একমাত্র অবলম্বন

১৮. 'দৃঢ় সংকল্প' অর্থ কোন বাগধারার মধ্যে রয়েছে?
ক একচোখা খ এক কথার মানুষ
গ উড়নচণ্ডী ঘ [illegible]

১৯. নিচের কোন অর্থটি '[illegible] প্রাণ' বাগধারার সঠিক অর্থ প্রকাশ করে?
ক সংকীর্ণমনা লোক খ [illegible]
গ [illegible] ঘ যা সহজে মরে না

২০. '[illegible]'-এর সমার্থক বাগধারা কোনটি?
ক [illegible] খ [illegible]
গ [illegible] ঘ ভরাডুবি

OMR

০১. ক খ গ ঘ	০২. ক খ গ ঘ	০৩. ক খ গ ঘ	০৪. ক খ গ ঘ	০৫. ক খ গ ঘ
০৬. ক খ গ ঘ	০৭. ক খ গ ঘ	০৮. ক খ গ ঘ	০৯. ক খ গ ঘ	১০. ক খ গ ঘ
১১. ক খ গ ঘ	১২. ক খ গ ঘ	১৩. ক খ গ ঘ	১৪. ক খ গ ঘ	১৫. ক খ গ ঘ
১৬. ক খ গ ঘ	১৭. ক খ গ ঘ	১৮. ক খ গ ঘ	১৯. ক খ গ ঘ	২০. ক খ গ ঘ

Answer

২০.ক	১৯.ঘ	১৮.ঘ	১৭.ঘ	১৬.ঘ	১৫.গ	১৪.ক	১৩.খ	১২.গ	১১.খ
১০.ক	০৯.খ	০৮.গ	০৭.ঘ	০৬.ঘ	০৫.গ	০৪.ক	০৩.ঘ	০২.গ	০১.ঘ

অধ্যায় ৩১ প্রবাদ-প্রবচন

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

- **সংজ্ঞা :** প্রবাদ-প্রবচন হচ্ছে জ্ঞান, কথার আকর বা ভান্ডার। সহজ কথায় 'প্রবাদ' এর 'প্র' অর্থ : বিশেষ; আর 'বদ' অর্থ : কথা অর্থাৎ প্রবাদ মানে হলো বিশেষ ভাব বা কথা প্রকাশক বিশিষ্ট বাক্য। অর্থাৎ প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা ছাড়াই সহজ জ্ঞানানুশীলনের চেষ্টা দ্বারাই প্রবাদ-প্রবচনের অর্থ বোঝা যায়। প্রবাদ-প্রবচনের ব্যুৎপত্তিগত কোনো পার্থক্য (প্রবাদ এর মূল 'বদ' ও প্রবচনের ধাতু 'বচ্' নির্দেশ করে বলা। অর্থাৎ জ্ঞানগর্ভ উক্তি) না থাকলেও প্রয়োগগত সূক্ষ্ম পার্থক্য রয়েছে। প্রবাদ ব্যঞ্জনাধর্মী ও রূপকাশ্রয়ী। এর বাহ্যিক সরল অর্থের অভ্যন্তরে থাকে একটি রূপকার্থ। যেমন :
'তাল গাছের আড়াই হাত'– এই প্রবাদের আক্ষরিক অর্থটি গুরুত্বপূর্ণ নয়। এর রূপকাশ্রয়ী অর্থই গ্রহণীয়। অর্থাৎ দুরূহ কাজের শেষটা করাই কঠিন।'
পক্ষান্তরে, প্রবচন বাচ্যার্থ নির্ভর। দৃশ্যমান অর্থই প্রবচনে বিবেচনা করা হয়। যেমন : যার বিয়ে তার খবর নাই, পাড়া পড়শির ঘুম নাই'– এখানে দৃশ্যমান অর্থই গ্রহণ করা হয়।
- **ল্যাটিন শব্দ** 'proverties' থেকে ইংরেজি 'proverb' (প্রবাদ) শব্দটির উৎপত্তি। প্রবাদকে গ্রিক ভাষায় বলে 'paroemia', স্প্যানিশ ভাষায় এর নাম 'Refran' এবং ভারতীয় উপমহাদেশে প্রবাদের সংস্কৃত পরিভাষা– আভানক, পায়োবাদ ও লৌকিক গাঁথা। হিন্দিতে 'মহবরেঁ' (প্রবাদ) ও 'কহাঁবতে' (প্রবচন)।
- **মনীষী বেকনের মতে,** 'gems of wisdom, the genius, wit and spirit of nation.'
- **বিভিন্ন শ্রেণির প্রবাদ-প্রবচন :**
  - **নীতিকথামূলক।** যেমন : ধর্মের কল বাতাসে নড়ে।
  - **ইতিকথামূলক।** যেমন : ধান ভানতে শিবের গীত।
  - **সাধারণ অভিজ্ঞতাবাচক প্রবাদ।** যেমন : চোর পালালে বুদ্ধি বাড়ে।
  - **মানবচরিত্র সমালোচনামূলক।** যেমন : গাঁয়ে মানে না আপনি মোড়ল।
  - **প্রসিদ্ধ ঘটনামূলক প্রবাদ।** যেমন : লাগে টাকা দিবে গৌরীসেন।
  - **সামাজিক রীতিনীতিজ্ঞাপক প্রবাদ।** যেমন : মোল্লার দৌড় মসজিদ পর্যন্ত।
  - **ঘটনা বা কাহিনিমূলক প্রবাদ।** যেমন : বামুন গেল ঘর তো লাঙল তুলে ধর।
  - **সমার্থক প্রবাদ।** যেমন : চোরা না শুনে ধর্মের কাহিনি।
  - **পরস্পরবিরোধী প্রবাদ।** যেমন : দশে মিলি করি কাজ, হারি জিতি নাহি লাজ। বনাম, অধিক সন্ন্যাসীতে গাজন নষ্ট।

কতিপয় প্রবাদ-প্রবচনের দৃষ্টান্ত

অ

অর্চনের ধন চর্বণে যায়	অসৎ উপায়ে অর্জিত অর্থ অপব্যয়ে নষ্ট হয়।
অতি ভক্তি চোরের লক্ষণ	অসৎ মতলব লুকানোর কৌশল হিসেবে ভক্তির আতিশয্য।
অসারের তর্জন গর্জন সার	অক্ষম হাঁকডাক করতেই ওস্তাদ, তাকে দিয়ে কাজ হয় না।
অতি দর্পে হত লঙ্কা	অহঙ্কার পতনের মূল।
অতি লোভে তাঁতি নষ্ট	বেশি লোভ করতে গিয়ে সব কিছু হারানো।
অধিক সন্ন্যাসীতে গাজন নষ্ট	অতিরিক্ত লোকের পাণ্ডিত্যের কারণে কাজ নষ্ট।
অভাগা যে দিকে চায়, সাগর শুকিয়ে যায়	ভাগ্য যার খারাপ, কোনো দিকেই সে আশা দেখতে পায় না।
অল্প পানিতে পুঁটি মাছ ফরফর করে	যাদের বিদ্যা সামান্য তারাই বেশি বিদ্যা ফলাতে যায়।
অকেজো বউ লাউ কুটতে দড়	কঠিন কাজ ফেলে সহজ কাজে প্রবৃত্ত হওয়া।
অজগরের দাতা রাম	ঈশ্বরই দীন-দুঃখীর রক্ষক।
অনভ্যাসের কোঁটা কপাল চড়চড় করে	অনভ্যস্ত কাজে কষ্টবোধ করা।
অপব্যয়ে লক্ষ্মী ছাড়ে	বৃথা ব্যয় করলে ধনহীন হতে হয়।
অশ্বত্থামা হত ইতি গজ	পরিষ্কার করে কোনো কথা না বলা।
অশ্বত্থের ছায়াই ছায়া	মহতের আশ্রয়ই বাঞ্ছনীয়।

আ

আটে-পিঠে দড়, তো ঘোড়ার পিঠে চড়	যোগ্যতা অর্জন করেই কাজে নামা উচিত।
আপাছার বড় বাড়	অকাজের লোকের হাঁকডাক বেশি।
আগে পাছে লণ্ঠন, কাজের বেলায় ঠনঠন্	আড়ম্বর ও আয়োজনে বাড়াবাড়ি, কিন্তু কাজে একেবারে ফাঁকি।
আকাঠা নায়ের সাজ বেশি	নিকৃষ্ট অবস্থা বাইরে আড়ম্বর।
আদ্যি কালের বদ্যি বুড়ি	প্রচুর অভিজ্ঞতাসহ প্রবীণ ব্যক্তি।
আপন ভালো পাগলেও বোঝে	স্বার্থবোধ স্বাভাবিক গুণ।
আমড়া গাছে আম হয় না	মন্দ লোকের কাছে ভালো কিছু আশা করা যায় না।
আপনি শুতে ঠাঁই নেই, শঙ্করাকে ডাকে	অন্যের দয়ায় জীবনধারণ করে আবার অন্যকে সাহায্য করার চেষ্টা।
আঙুল ফুলিয়ে কাঁচিল দেওয়া	ক্ষুদ্র চেষ্টায় বৃহৎ কর্ম সম্পাদনের প্রয়াস।
আড়াই আঙুল দাঁড়ি, সৃষ্টি জুড়ে বেড়ি	সামান্য উপায়ে বৃহৎ কার্য সম্পাদনের চেষ্টা।
আদরে ভোজন, কী করে ব্যঞ্জন	প্রীতিতেই পেট ভরে।
আদাড় গাঁয়ে শিয়াল বাঘ	বিদ্বান লোক যেখানে নেই সেখানে স্বল্পবিদ্যা লোকই পাণ্ডিত্য জাহির করে।
আদা শুকালেও ঝাল যায় না	স্বাভাবিক ধর্ম কোনো কালেই লোপ পায় না।
আপন কোটে পাই, চিড়ে কুটে খাই	করায়ত্ত ব্যক্তি বা বস্তুকে নিয়ে যা ইচ্ছা তাই করা যায়।

ই, ঈ

ইলুত যায় না ধুলে, স্বভাব যায় না মলে	স্বভাব সহজে বদলানো যায় না।
ইচ্ছা থাকলে উপায় হয়	কাজে ব্রতী হলে একটা না একটা উপায় বের হবেই।
ইঁদুরে চেনে না ভাগবত পুঁথি	মূর্খ ব্যক্তি মানীর মান বোঝে না।
ইটটি মারলে পাটকেলটি খেতে হয়	যেমন কাজ তেমন তার ফল।
ইটে নাই, ভিটে নাই, বাহিরে মর্দানি	বাইরে বড়মানুষী চাল দেখানো।
ইস্তক জুতা সেলাই নাগাদ চণ্ডীপাঠ	সামান্য বা নীচ কার্য থেকে মহৎ কাজ পর্যন্ত করতে পারা।
ঈশ্বর যদি করেন, কর্তা যদি মরেন/ তবে ঘরে বসে কীর্তন শুনবো	ক্ষুদ্র অভিলাষ পূর্ণ করার জন্য নিজের বৃহৎ অনিষ্ট সহ্য করার ইচ্ছা।

উ

উড়ো খৈ গোবিন্দায় নমঃ	প্রতিকূল অবস্থায় পড়ে বাধ্য হয়ে কোনো সৎকার্য করা।
উদোর পিণ্ডি বুধোর ঘাড়ে	একের অপরাধ বা দায় অন্যের ঘাড়ে চাপানো।
উচোট খেয়ে প্রণাম	দায়ে পড়ে কোনো ভালো কাজ করা।
উদবিড়ালে মাছ ধরে, খাটাশে তিন ভাগ করে	একের পরিশ্রমের ফল অপরে ভোগ করে।
উলুবনে সাঁতার দেওয়া	নির্বুদ্ধিতার কাজ করা।
উলটে চড়া মশান গাঁয়ে	অপরাধ স্বীকার না করে ধর্মকাহিনি শোনানো।

ঊ

উনো ভাতে দুনো বল, ভরা ভাতে রসাতল	অল্প আহার স্বাস্থ্যকর, ভরাপেট খাওয়া স্বাস্থ্যের জন্যে ক্ষতিকর
উন পাঁজুরে বরা খুরে	লক্ষ্মী ছাড়া বা শকুনখোর, দুশ্চরিত্র
উনো বর্ষা দুনো শীত	যে বছর বৃষ্টি কম হয় সে বছর শীত বেশি হয়

CamScanner

এ

[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]
এক গাছের ছাল অন্য গাছে জোড়া লাগে না	পর কখনো আপন হয় না
[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]

ও, ঔ

[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]
[illegible]	যে বিপদের সৃষ্টি করে সেই বিপদে পড়ে
[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]

ক

[illegible]	নিজের স্বভাব কেউ বদলাতে পারে না।
[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]
[illegible]	নিজেকে সংযত না করা
[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]

ক্ষ

[illegible]	[illegible]
[illegible]	ক্ষুধার জ্বালায় [illegible] হওয়া
[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]

খ

খুঁটির জোরে ভেড়া নাচে	প্রভাবশালী পৃষ্ঠপোষকতায় সুযোগে শক্তির দাপট দেখায়।
[illegible]	[illegible]
খাল কেটে কুমির আনা	স্বেচ্ছায় ডেকে আনা।
[illegible]	শক্তিহীন হয়ে অত্যাচার করা।
[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]
খুঁটি না থাকলে ঘর আপনি পড়ে	সহায় না থাকলে সংসারে টিকে থাকা যায় না।
[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]

গ

[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]

ঘ

[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]
[illegible]	বিপদ কেটে যাওয়া।
[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]

চ

[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]

ছ

ছাই ফেলতে ভাঙা কুলো	অনাদৃত কিন্তু তুচ্ছ কাজের অপরিহার্য সহায়।
ছুঁচো মেরে হাত গন্ধ করা	তুচ্ছ কাজে হাত দিয়ে দুর্নাম পাওয়া।
ছুঁচ হয়ে ঢোকা, ফাল হয়ে বেরোনো	দয়াপ্রার্থী হয়ে ঢুকে বিরাট অনিষ্ট করা।
ছাঁদন দড়ি গোদা বাড়ি, যে আমার আমি তারি	দৃঢ় নীতিজ্ঞানশূন্য ব্যক্তি।
ছাতুর হাঁড়িতে বাড়ি পড়া	লণ্ডভণ্ড হওয়া।
ছোট মুখে বড় কথা	ছোটদের দ্বারা বা অযোগ্য লোক দ্বারা সম্মানী লোকের প্রতি খারাপ ব্যবহার।
ছিঁড়ে ছিঁড়ে কাটুনি, পুড়ে-ঝুড়ে রাঁধুনি	অভ্যাসেই অভিজ্ঞ হয়।
ছুঁচোয় যদি আতর মাখে, তবুও কি তার গন্ধ ঢাকে?	দুষ্টলোক স্বভাব গোপন করার চেষ্টা করলেও প্রকাশ হয়ে পড়ে।

জ

জহুরিই জহরত চেনে	গুণীই গুণের কদর বোঝেন।
জলে কুমির ডাঙায় বাঘ	উভয় সংকট।
জুতো সেলাই থেকে চণ্ডীপাঠ	সব রকম কাজে পটুতা।
জোঁকের মুখে নুনের ছিটে	দম্ভকারী বা দুষ্ট লোকের উপযুক্ত মোকাবিলা।
জমির অভাবে উঠান চষা	প্রয়োজনীয় কাজ না থাকলে অকাজে লিপ্ত হওয়া।
জল এগোয় না তৃষ্ণা এগোয়	যার প্রয়োজন সেই অগ্রসর হয়।
জল খেয়ে জাতি জিজ্ঞাসা করা	আগের কাজ পরে করা/ঘোড়ার আগে গাড়ি জোতা।
জলের গতি নিচের দিকে	জলের মতো স্নেহও নিম্নগামী।
জিয়ন্ত মাছে পোকা পড়ানো	মিথ্যা গ্লানি দিয়ে সুচরিত্রে কালিমা লেপন/নির্দোষকে দোষী সাব্যস্ত করা।
জ্বালা দিতে নাই ঠাই, জ্বালা দেয় সতিনের ভাই	যন্ত্রণার ওপর যন্ত্রণা।

ঝ

ঝাঁকের কৈ ঝাঁকে মেশা	দলছুটের পুনরায় দলে প্রত্যাবর্তন।
ঝিকে মেরে বউকে শেখানো	পরোক্ষভাবে মনের বিরক্তি জ্ঞাপন করা
ঝাল মরিচের লাল চামড়া	দুর্জনের চেহারা সুন্দর হতে পারে।
ঝাড়ের বাঁশ পড়ে না	অনেকে একত্রে থাকলে বিপদ ঘটে না।
ঝাল দেখেছ, না কড়ি দেখেছ	কষ্ট না বুঝে কেবল লাভ দেখা।

ট

টাকার নামে কাঠের পুতুলও হা করে	অর্থ লোভনীয় জিনিস।
টোটো কোম্পানির ম্যানেজার	কোনো কাজ না করে ভাবঘুরের মতো থাকা।
টকের জ্বালায় দেশ ছাড়িলাম, তেঁতুল তলায় বাসা	ছোট বিপদ থেকে দূরে থাকতে গিয়ে আরও বড় বিপদে পড়া।
টাকা দিয়ে চিনি নারী, নারী দিয়ে নর	যে নারী অর্থের প্রলোভনে প্রলুব্ধ হয় না এবং যে পুরুষ স্ত্রী লোকের প্রলোভন ত্যাগ করতে পারে তারাই প্রকৃত সতী ও সৎ।
টাক প্রকৃতি গোদ, মরণে হয় শোধ	টাক, স্বভাব আর পায়ের গোদ কিছুতেই শোধরায় না।
টায় টায় মিলিয়ে দেওয়া	গোঁজামিল দেওয়া।

ঠ

ঠগ বাছতে গাঁ উজাড়	মন্দের ভরপুর স্থানে ভালোর আশা করা বৃথা। পরিণামে শূন্য প্রাপ্তি।
ঠাকুর ঘরে কে? আমি কলা খাই না	নির্বুদ্ধিতা।
ঠোঁট কাটা কাক	যে সব বিষয়ে খুঁত ধরে থাকে।
ঠাকুরে করিলে হেলা, রাখালে মারে ঢেলা	ঈশ্বর বিমুখ হলে, তুচ্ছ ব্যক্তিও অপমান করতে পারে।
ঠাট ঠমকে বিকায় ঘোড়া	বাইরের ভড়ং দেখে লোকে ভুলে।
ঠোঁটা লোকের মুখে আঁট, বাহিরে থেকে কাটে গাঁট	ধূর্ত লোক মিষ্টি কথায় ভুলিয়ে প্রতারণা করা।
ঠকায় পড়ে ঢেলায় সেলাম	প্রকৃত বিষয় গোপন করে সম্ভ্রম রক্ষার চেষ্টা।

ড

ডানে আনতে বাঁয়ে কুলায় না	আয়ের চেয়ে ব্যয় বেশি হওয়ায় দিশেহারা অবস্থা।
ডোবা দেখলেই ব্যাঙ লাফায়	প্রিয় বস্তু দেখলে আনন্দ হয়।
ডাইনির মায়া বুঝা ভার	কপটিনীর কপটতা ভেদ করা কঠিন।
ডুবেছি না ডুবতে আছি, পাতাল কত দূর	শেষ সীমা পর্যন্ত দেখা।
ডেকে শাল নেওয়া	ইচ্ছা করে বিপদে পড়া।
ডোল ভরা আশা, কুলো ভরা ছাই	আশা অনেক কিন্তু সফলতা নেই।

ঢ

ঢেউ দেখে নাও ডোবানো	বিপদ আসার আগেই আশা ত্যাগ।
ঢাল নেই, তলোয়ার নেই, নিধিরাম সর্দার	ক্ষমতা না থাকলে কর্তৃত্ব করতে যাওয়া বৃথা।
ঢেঁকি স্বর্গে গেলেও ধান ভানে	অবস্থার উন্নতি হলেও কাজ বা স্বভাবের পরিবর্তন না হওয়া।
ঢাকের কড়িতে মনসা বিকানো	প্রধান কার্যে ব্যয় অপেক্ষা আনুষঙ্গিক ব্যয় অধিক।
ঢাকের বাজনা থামলে মিষ্টি	ঢাকের বাদ্য থামলেই আরাম লাগে।
ঢেকশেলে যদি মানিক পাই, তবে কেন পর্বতে যাই	ঘরে বসে সুখলাভ করলে বাইরে যাওয়ার প্রয়োজন নেই।
ঢিলটি মারলে পাটকেলটি খেতে হয়	পরের অনিষ্ট করলে নিজেও তেমন ব্যবহার পাবে।
ঢেঁশকেল দিয়ে কটক যাওয়া	সহজ কাজ জটিলভাবে করা।
ঢ্যাকার আগে চলা	ধাক্কা দেওয়ার আগে যাওয়া ভালো।

ত

তাল গাছের আড়াই হাত	দুরূহ কাজের শেষটা করাই কঠিন।
তিল কুঁড়িয়ে তাল	তুচ্ছ কিছু জমিয়ে বড় কিছুর সৃষ্টি।
তিন নকলে আসল খাস্তা	ক্রমাগত হাত বদলে বিশুদ্ধতার হানি।
তেলা মাথায় তেল দেওয়া	যার আছে তাকে আরো দেওয়া।
তপ্ত জলে ঘর পোড়ে না	ঠান্ডা লোক ক্রুদ্ধ হলেও বিশেষ অনিষ্ট হয় না।
তাঁতি রাগে কাপড় ছেঁড়ে, আপনার ক্ষতি আপনি করে	নির্বোধ লোক রেগে গেলে নিজের ক্ষতি নিজেই করে।
তাত সয় তবু বাত সয় না	উত্তাপ সহ্য করা যায় তবু শীতল বাতাস সহ্য হয় না।
তালপাতার ছায়া	ক্ষণস্থায়ী এবং শীতলতা দানে অসমর্থ।
তিন কাল গিয়ে এক কালে ঠেকা	বার্ধক্যে পৌঁছানো।
তাস, তামাক, পাশা, তিন কর্মনাশা	এগুলো বৃথা সময় নষ্ট করে কাজের ক্ষতি করে।
তুক্ তাক্ ছয় মাস, কপালে যা বারো মাস	অদৃষ্ট মন্দ হলে চিরকালই কষ্ট সহ্য করতে হয়।

থ

থলির ভিতর হাতি পোষা	অসম্ভব কাজ করার চেষ্টা।
থোঁতা মুখ ভোতা হওয়া	গর্ব চূর্ণ হওয়া।
থোর বড়ি খাড়া, খাড়া বড়ি থোর	বৈচিত্র্যহীন ব্যাপার।
থাক রে কুকুর আমার পাশে, ভাত দিব তোরে পৌষ মাসে	অনির্দিষ্টকাল পর্যন্ত কাউকে আশা দিয়ে রাখা।
থাকে যদি চূড়ো বাঁশি, মিলবে রাধা হেন কত দাসী	নিজের গুণ থাকলে কার্যসিদ্ধি হবেই।
থিয়ে তল যাবে, তবু নুয়ে ডুব দিবে না	ভাঙবে তবু মচকাবে না।

দ

দশ চক্রে ভগবান ভূত	অনেকের চক্রান্তে নির্দোষকে দোষী বানানো।
দুষ্ট গরুর চেয়ে শূন্য গোয়াল ভালো	খারাপ জিনিস থাকার চেয়ে না থাকাই শ্রেয়।
দুধের স্বাদ ঘোলে মেটানো	ভালো জিনিসের অভাবে মন্দে সন্তুষ্ট থাকা।
দরিদ্র দোষে, গুণরাশি নাশে	অভাবের কারণে গুণসকল নষ্ট হওয়া।
দশে যারে বলে ছি, তার প্রাণে কাজ কী	দশ জন যার নিন্দা করে, তার জীবনধারণ বৃথা।
দাঁড়িকে মাঝি করা, মাঝ গাঙ্গে ডুবে মরা	অনভ্যস্ত ব্যক্তিকে কাজের ভার দিলে সে কাজ পণ্ড হয়ে যায়।
দায় মোদ্দায় রাজি, কী করবেন কাজি	বাদী বিবাদীতে মিল হলে বিচারকের কিছু করার থাকে না।
দেখতে খেঁকশিয়ালি, যুদ্ধের সময় বাঘ	কার্যকালে সাহসী।
দেখাদেখি চাষ, লাগালাগি বাস	একজনকে দেখে অন্যজন কাজে প্রবৃত্ত হয়।
দেদোর মর্ম, দেদোয় জানে	যার যন্ত্রণা সেই বোঝে।

JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS

ধ

...-মুঠি ধরলে সোনা মুঠি হয়	ভাগ্য সুপ্রসন্ন থাকলে সামান্য চেষ্টাতে বিরাট সাফল্য হয়।
...জন পরিবার, কেহ নয় আপনার	কেউ কারও নয়।
...বেঁধে পিরিত, আর মেজে ঘষে ...প হয় না	বল প্রয়োগ বা কৃত্রিম উপায়ে বাঞ্ছিত বস্তু লাভ হয় না।
...জন, যৌবন, জোয়ারের জল কতক্ষণ	অর্থ, আত্মীয় ও যৌবন জোয়ারের পানির মতোই ক্ষণস্থায়ী।
...র্মের কল বাতাসে নড়ে	গোপন অন্যায়ের আকস্মিক প্রকাশ।
...ন ভানতে শিবের গীত	অপ্রাসঙ্গিক প্রসঙ্গের অবতারণা।
...ন নাই কড়ি নাই নিধিরাম পোদ্দার	পরের জিনিস দিয়ে বাহাদুরি দেখানো।

ন

...ড়া একবারই বেল তলায় যায়	ভুক্তভোগী কখনো বারবার ঠকতে চায় না।
...চতে না জানলে উঠান বাঁকা	অক্ষমতা ঢাকার জন্য বাজে অজুহাত।
...জের কোলে ঝোল টানা	স্বার্থসিদ্ধির ব্যবস্থা।
...গর পুড়িলে দেবালয় কি এড়ায়?	যে বিপদে সবার ক্ষতি হয়।
...জের নাক কেটে পরের যাত্রা ভঙ্গ	নিজের ক্ষতি করেও অন্যের সর্বনাশের চেষ্টা।
...জের চরকায় তেল দেওয়া	আপন কাজে মন দেওয়া।
...জের ঢাক নিজে পেটানো	আত্মপ্রকাশ।
...কের জলে চোখের জলের এক ...ওয়া/করা	ভীষণ লাঞ্ছনা পাওয়া বা করা।
...ড়া দাঁত পড়া ভালো	আত্মীয়ের সাথে মনোমালিন্য হলে সংস্রব ত্যাগ করাই মঙ্গল।
...ংটে ইঁদুর পাহাড় কাটে	তুচ্ছ লোকের দ্বারা বড় রকমের ক্ষতি হতে পারে।

প

পরের ধনে পোদ্দারি	অন্যের অর্থ ইচ্ছামতো খরচ করে বড়লোকি দেখানো।
পেটে খেলে পিঠে সয়	লাভের সম্ভাবনা থাকলে কষ্ট সহ্য করা যায়।
পড়েছি মোগলের হাতে খানা খেতে হবে সাথে	বিপদে পড়ে ইচ্ছার বিরুদ্ধে কাজ করা।
পাপের ধন প্রায়শ্চিত্তে যায়	অসৎ পথের উপার্জন অকাজে ব্যয় হয়।
পিপীলিকার পাখা ওঠে মরিবার তরে	বাড়াবাড়ি পতনের কারণ।
পচা আদা ঝালের গাদা	মন্দ প্রকৃতির লোক মৃতপ্রায় হলেও স্বভাবের পরিবর্তন হয় না।
পরের গোয়ালে গোদান	পরের ধন দান করে পুণ্য সঞ্চয় করা।
পর্বতের মূষিক প্রসব	বিরাট আড়ম্বরের তুচ্ছ পরিণাম।

ফ

ফুলের ঘায়ে মূর্ছা যাওয়া	সামান্য কারণে কষ্ট পাওয়া।
ফেল কড়ি মাখ তেল	অর্থের বিনিময়ে ইচ্ছা পূরণ।
ফেন দিয়ে ভাত খায়, গল্প মারে দই	মুখে আড়ম্বর।
ফতো বাবু	দিনেকের সম্বল নেই বাইরে বাবুগিরি দেখানো।
ফাঁপা ঢেঁকির শব্দ বড়	নির্গুণ ব্যক্তির তর্জন-গর্জন বেশি।
ফুলের ঘায়ে মূর্ছা যাওয়া	সামান্য কারণে অস্থির হওয়া।
ফিকিরে ফকির	ভণ্ড ফকির।

ব

বুড় শালিকের ঘাড়ে রোঁ	বুড়ো বয়সে ফুর্তিবাজ যুবকের মতো আচরণ।
বড়র পিরিতি বালির বাঁধ	বড়লোকের প্রেম-ভালোবাসা অত্যন্ত ক্ষণস্থায়ী।
বিড়ালের ভাগ্যে শিকে ছেঁড়া	হঠাৎ অপ্রত্যাশিত সৌভাগ্য লাভ।
বাঘের ঘরে ঘোগের বাসা	শত্রুর ঘরে গোপন আস্তানা।
বাঘে-মহিষে এক ঘাটে পানি খায়	যোগ্য শাসকের ক্ষমতা প্রদর্শন।
বাড়া ভাতে ছাই দেয়া	নিশ্চিত সাফল্য হাতছাড়া করা।
বজ্র আঁটুনি ফস্কা গেরো	কড়াকড়ির ঢিলেঢালা ফল।
বাঘে ছুঁলে আঠারো ঘা	শত্রু বা প্রতিপক্ষের পাল্লায় পড়লে নাজেহাল হতেই হয়।
বামুন গেল ঘর তো লাঙ্গল তুলে ধর	তদারকি না থাকলে ফাঁকি দেয়ার প্রবণতা।

বিষ নেই, কুলোপনা চক্র	ক্ষমতাহীনের অসার আস্ফালন।
বয়সের গাছপাথর না থাকা	অত্যন্ত বৃদ্ধ।
বামন হয়ে চাঁদে হাত দেওয়া	অসম্ভব প্রয়াস।
বাঁদরের গলায় মুক্তোর মালা	অপাত্রে মূল্যবান বস্তু দান।
বৃদ্ধা বেশ্যা তপস্বিনী	সারাজীবন পাপ করে বুড়ো বয়সে ধার্মিক সাজা।
বসতে পেলে শুতে চায়	একটু সুবিধা পেলে বেশি সুবিধা দাবি করা।

ভ

ভেক না ধরলে ভিখ মেলে না	পেশা ও কাজের উপযোগী বেশভূষা দরকার হয়।
ভাগের মা গঙ্গা পায় না	ভাগাভাগি কাজ প্রায়ই পূর্ণ হয় না।
ভূতের মুখে রাম নাম	অসম্ভব ব্যাপার।
ভাঙে তবু মচকায় না	বিপন্ন হলেও বিব্রত ভাব না দেখানো।
ভাবের ঘরে চুরি	মনে এক কথা, ব্যবহারে অন্য।
ভাবিলে ভাবনায় ঘেরে	চিন্তায় চিন্তা বাড়ে।
ভেড়ের শত্রু ভেড়ে, নেয়ের শত্রু নেয়ে	সমশ্রেণি থেকেই অধিক অনিষ্ট ঘটে থাকে।
ভেড়া করে রাখা	কারো একান্ত বশীভূত হয়ে থাকা।
ভেড়ার গোয়ালে আগুন লাগা	প্রতিকারের উপায় চিন্তা না করে কোলাহল করা।

ম

মন্ত্রের সাধন কিংবা শরীর পাতন	প্রাণের বিনিময়ে হলেও সংকল্প পালন।
মহাভারত অশুদ্ধ হওয়া	বড় ধরনের ত্রুটি।
মড়ার উপর খাঁড়ার ঘা	ব্যথিতকে আরও বেদনা দেওয়া।
মশা মারতে কামান দাগা	তুচ্ছ কাজে খামোখা বাড়তি আয়োজন।
মাথা নেই তার মাথা ব্যথা	অহেতুক দুর্ভাবনা পোহানো।
মাছের তেলে মাছ ভাজা	কাজের লাভ থেকে কাজের খরচ পুষিয়ে নেওয়া।
মোল্লার দৌড় মসজিদ পর্যন্ত	সীমাবদ্ধতা।
ময়না টিয়ে উড়িয়ে দিয়ে, খাঁচায় পোষে কাক	গুণবানকে ছেড়ে নির্গুণের আদর করা।
ময়লা কাপড়ে ধোপার ভয়	মনে পাপ থাকলেই আশঙ্কা জন্মে।
মাছ ধুলে মিঠে, মাংস ধুলে শিঠে	মাছের ন্যায় মাংস ধুয়ে রান্না করা যায় না।

য

যখন যেমন তখন তেমন	সব রকম অবস্থার সঙ্গে খাপ খাইয়ে চলার ক্ষমতা।
যত দোষ নন্দ ঘোষ	অন্যদের সব অপরাধের দায় একজনের ওপর চাপিয়ে দেওয়ার চেষ্টা।
যত ছিল নাড়াবুনে, সব হলো কিত্তুনে	মূর্খ অরসিকজনের মর্যাদা লাভ।
যেমন কর্ম তেমন ফল	যে যেমন কাজ করে সে তেমন ফল ভোগ করে।
যেমন দান তেমন দক্ষিণা	অর্থ অনুযায়ী কাজ বা জিনিস।
যত গর্জে তত বর্ষে না	মুখে যত, কাজে তত নয়।
যারে দেখতে নারি, তার চলন বাঁকা	অপ্রিয় ব্যক্তির খুঁত অনুসন্ধান।
যে যায় লঙ্কায়, সে-ই হয় রাবণ	কোনো পদাবৃত হলে সেই পদসুলভ স্বভাব লাভ।
যাচা ঘোলে ছেঁদা মালা	বিনামূল্যে প্রাপ্ত জিনিসের প্রতি অনীহা।
যমের খাতায় তলব পড়া	মৃত্যুর সময় ঘনিয়ে আসা।

র

রতনে রতন চেনে	যে যেমন, সে তেমনি দেখে।
রাজায় রাজায় যুদ্ধ হয়, উলুখাগড়ার প্রাণ যায়	ক্ষমতাবানে ক্ষমতাবানে লড়াই হলে মাঝে থেকে গরিব ও নিরীহ লোকের ক্ষতি হয়।
রণের ঘোড়া	যে কাজের কথা শুনলে স্থির থাকতে পারে না।
রণমুখো সেপাই, ঘরমুখো বাঙালি	সকল বাধাবিঘ্ন উপেক্ষা করে সংকল্পিত কাজে অগ্রসর হওয়া।
রাঁড়ের পুঁজি	বিধবা বা বেশ্যার ধন অপরেরই ভোগ্য হয়।
রূপে লক্ষ্মী, গুণে সরস্বতী	অতিশয় রূপ ও গুণবিশিষ্ট রমণী।
রসের ঘরেই গৌর নাচে	হাতে পয়সা থাকলে স্ফূর্তি চলে, নতুবা চলে না।
রাজার হাল স্বর্গে বয়	ভাগ্যবানের কাজ আপনা হতে সিদ্ধ হয়।

JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS

CamScanner

ল

লাভের গুড় পিঁপড়ায় খায়	ন্যায্য প্রাপ্য দুর্ভাগ্যক্রমে হাত ছাড়া হওয়া।
লোভে পাপ, পাপে মৃত্যু	অতিরিক্ত লোভ সর্বনাশ ডেকে আনে।
লঙ্কায় সোনা সস্তা	দূরবর্তী স্থানে মূল্যবান জিনিস সস্তা হলেও সংগ্রহ করা সম্ভব নয়।
লাউ শাকের বাপি আর অক্করের কালি	মনে পাপ থাকলে তা দূর করা কঠিন।
লক্ষ্মী হয়ে ভিক্ষা মাগা	অসম্ভব ব্যাপার।
লক্ষ্মীর বেটি ফক্কি	অন্তঃসারশূন্য/ধনবানের কৃপণ সন্তান।

শ

শিঙ ভেঙে বাছুরের দলে	বয়স্ক লোকের ছেলেমানুষি।
শিবও গড়তে পারেন, বাঁদরও গড়তে পারেন	সব কাজে পটু।
শ্যাম রাখি না কুল রাখি	দোটানায় পড়া।
শক্তের ভক্ত, নরমের যম	যে প্রবলের নিকট নত হয়, আর দুর্বল পেলে বল প্রকাশ করে।
শঠের মায়া, তালের ছায়া	তালগাছের ছায়ার ন্যায় শঠের ভালোবাসাও ক্ষণস্থায়ী।
শিয়রে রাজা, কোটালের দোহাই	প্রধান লোক থাকতে অপ্রধানের আশ্রয় গ্রহণ।
শেয়ান ঘুঘুর ছা, ফাঁদে দেয় না পা	কৌশল দ্বারা যাকে সহজে আটকানো যায় না।
শুয়োরের গোঁ	অতিরিক্ত জেদী।
শেয়ান ঠকলে বাপকে বলে না	চতুর লোক নিজের দুর্বলতা গোপন রাখে।

ষ

ষাঁড়ের শত্রু বাঘে মারে	একের শত্রু অপরের দ্বারা বিনষ্ট হওয়া।
ষাঁড়ে ষাঁড়ে যুদ্ধ	সমানে সমানে লড়াই।
ষট্‌বর্ণে মন্ত্রভেদ	যে মন্ত্রণা অল্পতেই প্রকাশ পায়।

স

সস্তার তিন অবস্থা	সস্তা জিনিসের পেছনে সময় ও অর্থের অপব্যয় হয় বেশি।
সব শেয়ালের এক রা	একজনের মতের সাথে অন্যের অভিন্ন মত পোষণ।
সাপের হাঁচি বেদে চেনে	অভিজ্ঞ লোক প্রকৃত লক্ষণ বুঝতে পারে।
সাতেও নেই পাঁচেও নেই	ঝুট-ঝামেলা থেকে মুক্ত থাকা।
সাপের পাঁচ পা দেখা	অহঙ্কারে অসম্ভবকে সম্ভব মনে করা।
সাত কাণ্ড রামায়ণ শুনে সীতা কার বাপ	চরম অমনোযোগ ও নির্বুদ্ধিতার পরিচয়।
সঙ্গ দোষে কি না হয়, ছুঁচো ছুঁলে গন্ধ হয়	অসৎ সঙ্গে থাকলে অসৎ বলে বিবেচিত হয়।
সৎপুত্র কুলপ্রদীপ	সুপুত্র জন্ম নিলে বংশ উজ্জ্বল হয়।
সাত কুড়ের ঘর, গোঁসাই রক্ষা কর	কাজ না করে ঈশ্বরের দোহাই দেওয়া।
সোনার দাঁড়ে কাক বসানো	উত্তম স্থানে নিকৃষ্টকে স্থাপন।

হ

হবুচন্দ্র রাজার গবুচন্দ্র মন্ত্রী	মূর্খ লোকের আরও মূর্খ উপদেষ্টা।
হাত দিয়ে হাতি ঠেলা	অসম্ভবকে সম্ভব করার বৃথা চেষ্টা।
হাতি ঘোড়া গেল তল, ভেড়া বলে কত জল	অক্ষমের অনর্থক আস্ফালন।
হিসাবের গরু বাঘে খায় না	হিসাব-নিকাশ ঠিকমতো রাখলে পস্তাতে হয় না।
হাত আলস্যে গোঁফ নষ্ট	সামান্য পরিশ্রমের অভাবে কোনো বিষয় নষ্ট হওয়া।
হরি বড় দয়াময়, কথায় বটে কাজে নয়	যে ব্যক্তির কথায় ও কাজে মিল নেই।
হাতে নাই কড়াকড়ি, করে বেড়ায় বাড়াবাড়ি	সম্বলহীন ব্যক্তির বাবুগিরি দেখানো।

সমার্থবিশিষ্ট কতিপয় প্রবাদ-প্রবচন

১. 'অসারত্ব' বোঝাতে কয়েকটি প্রবাদ–
ক. ষোল কড়াই কানা
খ. আমড়া কাঠের ঢেঁকি
গ. চাল নাই, ধান নাই, গোলা ভরা ইঁদুর

২. 'জ্ঞাতি সম্পর্ক' বোঝাতে কয়েকটি প্রবাদ–
ক. রক্তের টান বড় টান/আপনার জন সতত আপন
খ. নাতির নাতি স্বর্গে বাহি
গ. জ্ঞাতি শত্রু সবখানে, কুকুরের হয় না গঙ্গাস্নানে
ঘ. চাচা আপন চাচি পর, চাচির মেয়ে বিয়ে কর
ঙ. কুটুমের মধ্যে শালা, গহনার মধ্যে বালা
চ. মার সোহাগে বাপের আদর

৩. 'বিরোধিতা' অর্থে ব্যবহৃত প্রবাদ–
ক. পেট ভালো না, ভালো রাঁধব কার তরে
খ. বারো রাজপুত, তের হাঁড়ি, কেউ যায় না কারও বাড়ি
গ. ভূতের বাপের শ্রাদ্ধ
ঘ. ভাই ভাই ঠাঁই ঠাঁই
ঙ. এক হাতে তালি বাজে না

৪. 'অতিরঞ্জন' অর্থে ব্যবহৃত প্রবাদ–
ক. সর্বস্ব তোমার, চাবিকাঠিটা আমার
খ. হয় যদি তিলাটি, কয় তবে তালাটি
গ. মামার বাড়ির আবদার
ঘ. অতি চালাকের গলায় দড়ি

৫. 'নিদর্শন' অর্থে ব্যবহৃত প্রবাদ–
ক. তসবিহ টিপলেই মৌলভী হয় না
খ. পইতা থাকলেই বামুন হয় না
গ. শুড়ির সাক্ষী মাতাল, চোরের সাক্ষী গাঁটকাটা

৬. 'অসময়' বোঝাতে ব্যবহৃত প্রবাদ–
ক. কিলিয়ে কাঁঠাল পাকানো
খ. অকালে বাড়লে সকালে মরে
গ. খাবার সময় শোবার চিন্তা
ঘ. বুড় সালিকের ঘাড়ে রোঁ
ঙ. সময়ের এক ফোঁড় অসময়ের দশ ফোঁড়
চ. সময়ের গীত অসময়ে গায়, গালে মুখে চড় খায়

৭. 'মিল' বোঝাতে ব্যবহৃত হয় প্রবাদ–
ক. যেমন রাধা তেমন কানু
খ. যেমন ভাব তেমন লাভ
গ. যেমন বিয়ে তেমন দক্ষিণা
ঘ. রাজার রানি কানার কানী
ঙ. যেমন হাঁড়ি তেমন কড়ি

৮. 'বল' অর্থে ব্যবহৃত প্রবাদ–
ক. জল জল বৃষ্টির জল, বল বল আপন বল
খ. জোর যার মুলুক তার
গ. জলে পাথর পচে না
ঘ. বীরভোগ্যা বসুন্ধরা

৯. 'ক্ষতিপূরণ' অর্থে ব্যবহৃত প্রবাদ–
ক. ইটটি মারলে পাটকেলটি খেতে হয়
খ. এক ঘরে বাপ মরে, আর এক ঘরে বেটা হয়
গ. নাকের বদলে নরুন

১০. 'বিধি' অর্থে ব্যবহৃত প্রবাদ–
ক. যেই দেশের যে ভাও, উপুর কইরা নাও বাও
খ. প্রবাসে বা আঁতুড়ে নিয়মোঃ নাস্তি
গ. যে দেশে যে ভাষা, হাত থাকতে পায়ে শাঁখা
ঘ. যেমন কাল, তেমন চাল
ঙ. যেমন কলি, তেমনি চলি
চ. যস্মিন দেশে যদাচার, কাছা খুলে নদী পার

১১. 'অভ্যাস' অর্থে ব্যবহৃত প্রবাদ–
ক. বাজাতে বাজাতে বায়েন, গাইতে গাইতে গায়েন
খ. খেতে খেতে গলা বাড়ে, হাঁটতে হাঁটতে নলা বাড়ে
গ. কানা গরুর চেনা পথ
ঘ. অভ্যাসে সয়, অনভ্যাসে নয়

১২. 'আশা' অর্থে ব্যবহৃত প্রবাদ–
ক. পিত্তি পায় না কেত্তন চায়
খ. বামন হয়ে চাঁদ ধরার আশা
গ. আশাই পরম দুঃখ, নৈরাশ্যে পরম সুখ
ঘ. ভাঙা ঘরে বাস, খাট পালঙ্কের আশ

CamScanner

লিখিত অংশ : অনুশীলনমূলক কাজ

০১. অল্প বিদ্যা ভয়ংকরী। প্রবাদটির নিহিতার্থ বিশ্লেষণ কর। [জবি ১৮-১৯]

মূল অর্থ : অহেতুক গর্ব অর্থাৎ স্বল্প জ্ঞান নিয়ে বাড়াবাড়ি মূর্খতার পরিচয়।

নিহিতার্থ : প্রকৃত জ্ঞানী দ্বারা পরিবার, সমাজ, দেশ ও জাতির কল্যাণ সাধিত হয়। তিনি জ্ঞান অর্জন করেন নিবিড়ভাবে। তিনি ততটুকুই করেন, যতটুকু তাঁর জ্ঞান অর্জিত। পক্ষান্তরে, অল্পজ্ঞানসম্পন্ন লোক সমাজের সর্বক্ষেত্রেই বিপজ্জনক। কারণ তাদের জ্ঞানস্বল্পতা তাকে পরিপূর্ণভাবে আলোকিত করে না। অল্প জানা ব্যক্তি তার দুর্বলতাকে আড়াল করার জন্য সমাজে বড় বড় কথা বলেন। এবং অন্যায়ভাবে অন্যের উপর চাপিয়ে দেন। এরূপ ব্যক্তির সিদ্ধান্তগুলো কখনো-কখনো ভয়ঙ্কর রূপ ধারণ করে। যার দরুন পরিবার থেকে শুরু করে দেশ ও জাতির প্রভূত ক্ষতি সাধিত হয়। আর এ কারণে বলা হয়ে থাকে অল্প বিদ্যার পরিণতি মারাত্মক ও ভয়ঙ্করী।

০২. আপনি আচরি ধর্ম পরেরে বোঝাও। প্রবাদটির নিহিতার্থ বিশ্লেষণ কর।

মূল অর্থ : নিজে পালন না করে অপরকে আদেশ ও উপদেশ দেওয়া অনুচিত।

নিহিতার্থ : সত্য, সৎ ও মহৎকর্ম প্রভৃতি ব্যক্তি জীবনের উপর প্রতিফলিত করে এবং এর ভিত্তি সম্পর্কে অবগত হয়ে তারপর অপরকে পালন করার নির্দেশ দেওয়া কর্তব্য। কেউ ধর্মের দীক্ষা নিয়ে বাস্তব জীবনে প্রয়োগ করে পরে তা অন্যকে পালন করতে বলা উচিত। আর যদি এর ব্যত্যয় ঘটে তাহলে ধর্ম মানুষকে সৎ ও কল্যাণের পথে পরিচালিত করে– এ কথা যদি একজন অধার্মিক লোক পুনঃপুন বলতে থাকে তখন তা সবার কাছেই বিরক্তিকর মনে হয়। এক্ষেত্রে নিজের মধ্যে যে গুণের অভিব্যক্তি নেই তা অন্যকে শিক্ষা দিতে গেলে বিড়ম্বনার শিকার হতে হয়। তাই যেটা নিজের মধ্যে অনুশীলন নেই তা অন্যের উপর চাপিয়ে দেওয়া ঠিক নয়। অর্থাৎ নিজে কোনো জিনিস গ্রহণ না করে অপরকে সে বিষয়ে শিক্ষা দিতে যাওয়া চরম বোকামির কাজ।

০৩. ধনের ঘরের দুলাল। প্রবাদটির নিহিতার্থ বিশ্লেষণ কর।

মূল অর্থ : ধনীর ঘরের অতি আদুরে ও প্রায় ক্ষেত্রে বখাটে ছেলে।

নিহিতার্থ : সমাজ-সংসারে ধনী-গরিব সব ধরনের মানুষ বসবাস করে। বিত্তহীন বা খেটে-খাওয়া মানুষদের তুলনায় বিত্তশালীদের সন্তানেরা কর্মবিমুখ হয়ে থাকে। এরা দুধে ভাতে বড় হয়। অনায়াসে সব কিছু হাতের নাগালে পেয়ে যাওয়ায় জীবনযুদ্ধে জয়ী হওয়ার অদম্য স্পৃহা থাকে না, থাকে শুধু অপচয়, অপব্যয় করার মানসিকতা। এদের বুদ্ধিবৃত্তির বিকাশও অপ্রতুল ও এরা নিজস্ব বোধ দিয়ে পরিচালিত হয় না। জীবনের শুভ বোধগুলো এদের আকর্ষণ করে না। বাবা-মার অতি আদরের ফলেই এরা কর্মবিমুখ হয়ে পড়ে। যার ফলে পরবর্তী জীবনে তাদেরকে নানা সমস্যার সম্মুখীন ও পরনির্ভর হয়ে দিনাতিপাত করতে হয়।

০৪. মরশির মুখে পড়শিকে দেখে। প্রবাদটির নিহিতার্থ বিশ্লেষণ কর।

মূল অর্থ : নিজের ভাবনায় অন্যকে ভাবা।

নিহিতার্থ : অনুশীলিত জ্ঞান বা স্বভাবের মধ্য দিয়ে মানুষের চাল-চলন নির্ধারিত হয়। মানুষ নিজের স্বভাব দিয়ে অন্যকে বিচার করতে থাকে। ব্যক্তি ছোটকাল থেকে যা শিখে আসছে তার প্রভাব অন্যের উপর স্বভাবতই ন্যস্ত করতে চাই। এক্ষেত্রে যে ভালো স্বভাবের হয় সে সবকিছু ভালো দেখে। অন্যদিকে খারাপ হলে খারাপ দেখে। একজন চোর তার ভেতরই উপলব্ধি থেকে অন্যজনকে চোর ভাবতে দ্বিধা করে না। অন্যদিকে সাধু মানুষই সকলকে নিজের মতো পুণ্যাত্মা জ্ঞান করে। মানুষ প্রকৃতিগতভাবেই তার অর্জিত উপলব্ধির মাধ্যমে অন্যকে বিচার করতে শেখে। তাই সে অন্যের সাথে সব সময় নিজেকে তুলনা করতে চায়।

০৫. এক মাঘে শীত যায় না। প্রবাদটির নিহিতার্থ বিশ্লেষণ কর।

মূল অর্থ : দুঃখ, বিপদ বা প্রতিকূল চিরস্থায়ী নয়।

নিহিতার্থ : ঋতুচক্রের আবর্তনে প্রত্যেক ঋতু পর্যায়ক্রমিক ধারায় যেমন বারবার ফিরে আসে তেমনি জীবনচক্রের আবর্তনে মানুষ বহুবার বিপদের সম্মুখীন হতে পারে। প্রকৃতিতে মাঘ মাস তীব্র শীত নিয়ে আসে এবং এর তীব্রতা মানুষ ও প্রাণীকুলকে দারুণ ভোগায়। তাই শীতের তীব্রতার কথা ভুলে যাওয়া একেবারেই ঠিক নয়। কারণ দিনবদলের খেলায় সে পুনরায় ফিরে আসে। তেমনিভাবে মানুষের জীবনে একটি বিপদ থেকে মুক্তি পেলে যে আর বিপদ ঘটবে না, এটি মনে করা উচিত নয়। কারণ বিপদ কেবল একবারের জন্য আসে না, জীবনচক্রের আবর্তনে এটি বহুবার আসতে পারে। তাই বিপদ থেকে রক্ষা পাওয়ার পর বিপদের কথা বিস্মৃত হওয়া মোটেই ঠিক নয়। যারা বিপদ আর বিপদে বন্ধুদের ভুলে যায় তারা পরবর্তীতে আর ঠিকমতো বিপদের সম্মুখে দাঁড়াতে ব্যর্থ হয়, এমনকি টিকেই থাকতে পারে না।

০৬. কাকের বাসায় কোকিলের ছা, জাত স্বভাবে করে রা। প্রবাদটির নিহিতার্থ বিশ্লেষণ কর।

মূল অর্থ : কেউ নিজ স্বভাব সহজে পরিবর্তন করতে পারে না।

নিহিতার্থ : জন্মগতভাবে মানুষ অভ্যাস অর্জন করে থাকে। অর্থাৎ পরিবার, সমাজ ও শিক্ষার প্রভাবে একজন মানুষের মৌলিক চরিত্র বা বৈশিষ্ট্য গড়ে ওঠে। শৈশব এবং কৈশোর যেসব বিষয় মানুষের উপর প্রভাব বিস্তার করে সেগুলো মানুষের চরিত্রকে বিশেষভাবে প্রভাবিত করে। যার প্রভাব তার ব্যক্তিগত কাজকর্মের উপর পড়ে। ইচ্ছে করলেই গড়ে ওঠা অভ্যাস বা স্বভাবকে পরিবর্তন করা যায় না। কারণ অভ্যাস মানুষকে দাসে পরিণত করে। মানুষের মধ্যে গড়ে ওঠা অভ্যাসগুলো তার শক্তি-সামর্থ্যের উপর চেপে বসে। যার গতি থেকে ব্যক্তি চাইলেও বের হতে পারে না।

০৭. কারো পৌষ মাস কারো সর্বনাশ। প্রবাদটির নিহিতার্থ বিশ্লেষণ কর।

মূল অর্থ : একই বিষয় একেক জনের জন্য একেক রকম।

নিহিতার্থ : সুদিন এবং দুর্দিন মানুষের জীবনে সমান বার্তা বয়ে নিয়ে আসে না। একই দিন কারো কাছে সুখের আবার কারো কাছে দুঃখের হতে পারে। যেমন : পৌষ মাসের শীত ধনীদের ও বিলাসীদের জন্য স্বাচ্ছন্দ্যের পক্ষান্তরে অতি দরিদ্র বস্ত্রহীনদের জন্য দুর্দিন নিয়ে আসে। কোনো উপলক্ষ কিংবা ঘটনা কারো জীবনকে আনন্দের বন্যায় ভাসিয়ে দেয় আবার কারো-কারো দুচোখ ভেসে যায় অশ্রুর বন্যায়। যেমন বাজারে দ্রব্যমূল্যের ঊর্ধ্বগতি মজুদদারদের জন্য সুদিনের বারতা নিয়ে আসে। কিন্তু ক্রেতা সাধারণ ভোগান্তির শিকার হন। এজন্য কারো দুঃখের দিনে খুশি হওয়া ঠিক নয়। কারণ এদিনটি তারও আসতে পারে।

০৮. লোভে পাপ পাপে মৃত্যু। প্রবাদটির নিহিতার্থ বিশ্লেষণ কর।

মূল অর্থ : মাত্রাতিরিক্ত লোভ ক্ষতির কারণ।

নিহিতার্থ : লোভ মানুষের চরিত্রের অবনতি ঘটায়। লোভের বশবর্তী হয়ে মানুষ সর্বনাশ ডেকে আনে। লোভ মানুষকে হিতাহিত জ্ঞানশূন্য ও অসৎ উপায় অবলম্বন করতে প্ররোচিত করে। লোভে পড়ে মানুষ পাপকার্য করতে দ্বিধাবোধ করে না। লোভ মানুষকে কুপথে ধাবিত করে আর এ জন্যই মানবজীবনের পরিণাম অনেক সময় দুঃখময় হয়ে ওঠে। কখনো কখনো ঘটে মৃত্যু। লোভে মানুষ পরিণামের কথা চিন্তা না করে এমন সব কাজ করে যা আইনের চোখে দণ্ডনীয়। ফলে পাপীকে ভোগ করতে হয় চরম পরিণতি। লোভে আচ্ছন্ন থেকে মানুষ সত্য ও সুন্দরকে অবজ্ঞা করে বসে। সে বৈষয়িক বুদ্ধির প্রেরণায় পার্থিব ধন-সম্পদ আহরণে ব্রতী হয়। ফলে তার মাঝে লোভ এবং পাপের অস্তিত্ব দেখা দেয়। তাই লোভ বর্জন না করলে জীবনকে সার্থক ও সুন্দর করা যায় না। নির্লোভ জীবন সকলের শ্রদ্ধা ও ভক্তি অর্জন করে।

০৯. নগর পুড়িলে দেবালয় কি এড়ায়? প্রবাদটির নিহিতার্থ বিশ্লেষণ কর।

মূল অর্থ : সংশ্লিষ্ট বিপদে সবারই ক্ষতি হয়।

নিহিতার্থ : বিপদ যখন আসে, তখন বাছ-বিচার না করেই আসে। যেমন নগর যদি অগ্নি দ্বারা আক্রান্ত হয় তাহলে পবিত্রতার প্রতীক মন্দির, মসজিদ, দেবগৃহ কিছুই রেহাই পায় না। তেমনি রাজ্য শত্রু দ্বারা আক্রান্ত হলে সাধারণ মানুষও তা থেকে নিস্তার পায় না। কোনো রাষ্ট্র যদি বহিঃশত্রু দ্বারা আক্রান্ত হয় এবং রাষ্ট্রের অধীশ্বর যদি পরাজিত হয়, তবে সাধারণ নাগরিকরাও ক্ষতির সম্মুখীন হন। পরাধীনতার শৃঙ্খল গলায় নিয়ে তাদেরকে যুগ যুগ নির্যাতিত হতে হয়। মনিব বা রক্ষাকর্তারই যদি অস্তিত্ব না থাকে তবে রক্ষিতের অস্তিত্ব থাকার কোনো প্রশ্নই আসে না। সুতরাং জ্ঞানী লোকদের উচিত, তার প্রতিবেশীদেরকে সৎ পথে নিয়ে আসার চেষ্টা করা। কারণ বড় কোনো বিপদ এলে সৎ ব্যক্তিও রেহাই পাবেন না।

১০. তেলা মাথায় তেল দেয়া মনুষ্য জাতির রোগ। প্রবাদটির নিহিতার্থ বিশ্লেষণ কর।

মূল অর্থ : যার অনেক আছে তাকে আরও দেওয়ার প্রবৃত্তি।

নিহিতার্থ : কোনো এক সুদূর অতীতে যখন সমাজ সংগঠিত হয়েছিল, তখন সেখানে সবচেয়ে বড় হয়ে দেখা দিয়েছিল বলবানের হাত থেকে আর্ত ও দুর্বলকে রক্ষা করার প্রতিশ্রুতি। মানুষ প্রকৃতিগতভাবেই তোষামোদ পছন্দ করে। স্বার্থবাদী মানুষ স্বীয় অভিপ্রায় উদ্ধারের জন্য প্রতিপত্তিশালীদের নানাভাবে খুশি করার চেষ্টা করে। যারা সম্পদশালী তাদেরকে নানারকম উপহারসামগ্রী প্রদান করে খুশি করতে চায়। ধনীরা তার সমগোত্রীয়দের আরও সুবিধা প্রদান করে নিজেরা উপকৃত হতে চেষ্টা করে। ধনীর তোষামোদি করতে গিয়ে এরা দরিদ্র আত্মীয়-পরিজনদের দিকে তাকানোর সুযোগ কখনোই পায় না। সমাজে এ মানসিকতার কারণে গরিব নিরন্নেরা বরাবরই থাকে বঞ্চিত ও উপেক্ষিত। সমাজের বিধিব্যবস্থার মধ্যেও ধনিক শ্রেণিকে আরো পাইয়ে দেওয়ার সব রকম ব্যবস্থা থাকে। এভাবে তেলা মাথায় তেল দেওয়া সমাজের নিয়ম হয়ে দাঁড়িয়েছে।

CamScanner

JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS

বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের বিগত বছরের MCQ প্রশ্নোত্তর

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

০১. কোনটি প্রবচন? [ঘ ০০-০১]
ⓚ অক্কা পাওয়া ⓚ মূর্ছা যাওয়া
ⓖ পুরানো চাল ভাতে বাড়ে ⓖ আক্কেল সেলামি উ:(গ)

০২. 'ঘুঘু দেখেছ ফাঁদ দেখনি।' বাক্যটির বিশিষ্টার্থ- [ঘ ০৪-০৫]
(ক) ফাঁদে আটকানোর কৌশল (খ) শাস্তির কথা বলা
(গ) অভিজ্ঞতার অভাব (ঘ) বিপদগ্রস্ত হওয়ার ভয় দেখানো উ:(ঘ)

০৩. 'ভানুমতীর খেল' প্রবচনটি বোঝায়- [ঘ ০৫-০৬; ইবি ঘ ১৬-১৭]
(ক) চালবাজি (খ) ভেলকিবাজি (গ) ফটকাবাজি (ঘ) ফেরেববাজি উ:(খ)

০৪. 'লোকে বলে' উক্তিটির তাৎপর্য কোনটি? [ক ০৫-০৬]
(ক) সাধারণ লোকে বলে (খ) দুইজন লোকে বলে
(গ) সাধারণ মানুষে বলে (ঘ) নির্দিষ্ট কেউ বলে উ:(ক)

০৫. 'ঘোমটার ভিতর খেমটা নাচ' প্রবচনটির অর্থ- [ঘ ০৬-০৭]
(ক) গোপন কাজ (খ) উৎকট স্বার্থপরতা
(গ) লজ্জার ভান, কিন্তু নির্লজ্জ আচরণ (ঘ) দুরভিসন্ধি উ:(গ)

০৬. নিচের কোনটি প্রবচনের উদাহরণ? [০৭-০৮]
(ক) শিক্ষাই জাতির মেরুদণ্ড (খ) শিক্ষক মানুষ গড়ার কারিগর
(গ) অ-মরি বাংলা ভাষা (ঘ) ধান ভানতে শিবের গীত উ:(ঘ)

০৭. কোনটি প্রবাদ? [ঘ ০৮-০৯]
(ক) বোমা ফাটানো (খ) পাড়াপড়শির চক্ষুশূল
(গ) চড়াই উৎরাই (ঘ) ধর্মের কল বাতাসে নড়ে উ:(ঘ)

০৮. 'হায়রে আমড়া, কেবল আঁটি আর চামড়া!' এ প্রবাদটির অর্থ- [গ ৯১-৯২]
(ক) অন্তঃসারশূন্য অবস্থা (খ) একের জন্য অন্যের দুশ্চিন্তা
(গ) অল্প শোকে কাতর (ঘ) জীর্ণ শীর্ণ অবস্থা উ:(ক)

০৯. 'অর্থহীন অপব্যয়' প্রকাশ করে কোনটি? [ঘ ০৮-০৯]
(ক) মশা মারতে কামান দাগা (খ) ভস্মে ঘি ঢালা
(গ) অধিক সন্ন্যাসীতে নষ্ট (ঘ) গরু মেরে জুতো দান উ:(খ)

১০. 'শিং ভেঙে বাছুরের দলে' প্রবাদটির অর্থ- [ঘ ১০-১১]
(ক) দলত্যাগ (খ) বয়স্ক ব্যক্তির ছেলেমানুষি (গ) নিষ্ফল পরিশ্রম (ঘ) ঝামেলায় পড়া উ:(খ)

১১. 'সাপের পাঁচ পা দেখা' প্রবাদের অর্থ- [ক ১০-১১]
(ক) ভয় পাওয়া (খ) চোখে অন্ধকার দেখা
(গ) শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত আশায় থাকা (ঘ) অহংকারে অসম্ভবকে সম্ভব মনে করা উ:(ঘ)

১২. 'বুড়ো শালিকের ঘাড়ে রোঁ' প্রবচনটির যথার্থ- [ঘ ১১-১২]
(ক) কাটার উপর আরো কাটা (খ) দুরারোগ্য ব্যাধি
(গ) বুড়োর উন্নতি (ঘ) বৃদ্ধ বয়সে যুবকের মতো আচরণ উ:(ঘ)

জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়

০১. 'ঢাল নেই তলোয়ার নেই নিধিরাম সর্দার।' প্রবচনটির সমার্থক প্রবচন কোনটি? [B ১৭-১৮]
(ক) মশা মারতে কামান দাগা (খ) বজ্র আঁটুনি ফস্কা গেরো
(গ) দেশের কুকুর বিদেশের ঠাকুর (ঘ) বিষ নেই তার কুলোপনা চক্কর উ:(ঘ)

নিচের উদ্দীপকটি পড়ে ০২ নং প্রশ্নটির উত্তর দাও:

জোর রাত থেকে বৃষ্টি। আহা! বৃষ্টির ঝমঝম বোল। এই বৃষ্টির মেয়াদ আল্লাহ দিলে পুরা তিন দিন। কারণ শনিতে সাত মঙ্গলে তিন, আর সব দিন দিন। এটা জেনারেল স্টেটমেন্ট। স্পেসিফিক ক্লারিফিকেশনও আছে। যেমন মঙ্গলে ভোর রাতে হইল শুরু, তিনদিন মেঘের গুরু গুরু। তারপর, বুধের সকালে নামল জল, বিকালে মেঘ কয় এবার চল। বর্তমানে ওর কিছু বাদ নাই।

০২. উদ্দীপকে মোট কয়টি প্রবাদ আছে? [ঘ ১৭-১৮]
(ক) একটি (খ) দুটি (গ) তিনটি (ঘ) চারটি উ:(গ)

Note: প্রবাদ তিনটি হলো: ☐ শনিতে সাত মঙ্গলে তিন, আর সব দিন দিন। ☐ মঙ্গলে ভোর রাতে হইল শুরু, তিনদিন মেঘের গুরুগুরু। ☐ বুধের সকালে নামল জল, বিকালে মেঘ কয় এবার চল।

০৩. 'গাছে কাঁঠাল গোঁফে তেল' প্রবচনটির অর্থ- [ঘ ০৫-০৬]
(ক) লোভ (খ) প্রাপ্তির আনন্দ (গ) প্রাপ্তির পূর্বেই খুশি (ঘ) বোকার কাণ্ড উ:(গ)

০৪. 'কাকের মাংস কাকে খায় না।' প্রবাদটির অর্থ- [ঘ ০৮-০৯]
(ক) নিজের ক্ষতি কেউ করে না (খ) আপন মানুষকে কেউ সম্মান করে না
(গ) স্বজাতির ক্ষতি কেউ করে না (ঘ) মিত্রতা বজায় রাখে উ:(গ)

০৫. 'নিজের দেশে গুণীর আদর নেই।' এর অর্থ প্রকাশক প্রবাদ কোনটি? [ক ১২-১৩]
(ক) বুড়ো শালিকের ঘাড়ে রোঁ (খ) মুড়ি মিছরির এক দর
(গ) গেঁয়ো যোগী ভিখ পায় না (ঘ) ভাগের মা গঙ্গা পায় না উ:(গ)

জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়

০১. 'ঐঁটোপাত না যায় স্বর্গে' বলতে বুঝানো হয়েছে- [B ১৯-২০]
(ক) মন্দ দিয়ে ভালো অর্জন করা যায় না (খ) বিত্তবানদের জন্যই শুধু সুখ
(গ) দুর্বলদের কেউ ক্ষমতায় বসায় না (ঘ) পরমুখাপেক্ষীর সমৃদ্ধি সম্ভব হয় না উ:(ঘ)

০২. 'আগুন পোহাতে ধোঁয়ার কষ্ট' বলতে বোঝানো হয়েছে- [B ১৯-২০]
(ক) কোনো কিছু লাভের জন্য ত্যাগ স্বীকার (খ) সুখ সমৃদ্ধি অর্জনের জন্য পরিশ্রম করা
(গ) কষ্টের মধ্য দিয়ে ফল লাভ (ঘ) ইচ্ছা পূরণের জন্য কষ্ট করা উ:(গ)

০৩. 'হবুচন্দ্র রাজার গবুচন্দ্র মন্ত্রী' বলতে বোঝানো হয়েছে- [B ১৯-২০]
(ক) নির্বোধ ব্যক্তির বোকামী (খ) নামী রাজার গুণী মন্ত্রী
(গ) বোকার অলস সঙ্গী (ঘ) অযোগ্য সঙ্গী উ:(গ)

০৪. 'ঠগ বাছতে গাঁ উজাড়' বলতে বুঝানো হয়েছে- [B ১৯-২০]
(ক) মন্দ জায়গায় ভালোর আশা করা বৃথা (খ) পছন্দের জিনিসকে খুঁজতে সবকিছু ত্যাগ
(গ) মন্দ ব্যক্তির মন্দ কর্ম (ঘ) মন্দের ছড়াছড়িতে ভালোর দুরবস্থা উ:(ঘ)

০৫. 'গোনা গরু বাঘে খায় না' বলতে বোঝানো হয়েছে- [B ১৯-২০]
(ক) পাকা হিসাব রাখা (খ) লিখিত হিসাবে ভুল হয় না
(গ) হিসাবধারী ব্যক্তির ভুল হয় না (ঘ) পরিমিত সম্পদ পাপ আনে না উ:(ক)

০৬. 'সাত ঘাটের কানাকড়ি' বলতে বোঝানো হয়েছে- [B ১৯-২০]
(ক) সর্বসাকুল্যে মোট ধন (খ) অকিঞ্চিৎকর সংগ্রহ
(গ) চতুর্দিকের সম্পদ (ঘ) জমানো মোট অর্থ উ:(ক)

০৭. 'ওঠ ছুঁড়ি তোর বিয়ে' প্রবচনটির অর্থ কী? [১৭-১৮]
(ক) মেয়ের বিবাহ সম্পন্ন করা (খ) আকস্মিকভাবে বড় কোনো কাজে নেমে পড়া
(গ) পাত্রীকে বিয়েতে বাধ্য করানো (ঘ) অভিভাবকের নিয়ন্ত্রণ জাহির করা উ:(খ)

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়

০১. 'কোলে কোলে মানুষ' শব্দগুচ্ছটি ব্যাকরণের যে নিয়মে গঠিত হয়েছে- [D ১৭-১৮]
(ক) কারক (খ) সমাস (গ) প্রবাদ-প্রবচন (ঘ) বাগধারা উ:(গ)

০২. 'খনার বচন' কী সংক্রান্ত? [B ১৭-১৮; জাবি জ ১১-১২]
(ক) কৃষি (খ) শিল্প (গ) ব্যবসা (ঘ) রাজনীতি উ:(ক)

০৩. 'ভদ্রতার বালাই' প্রবাদটির অর্থ- [০৪-০৫]
(ক) মূর্খ (খ) অসাধারণ সৌজন্যবোধ (গ) অপরাধবোধ (ঘ) সাধারণ সৌজন্যবোধ উ:(ঘ)

০৪. কোন প্রবচনটি 'হতভাগ্য' অর্থে ব্যবহৃত হয়? [০৫-০৬]
(ক) আটকপালে (খ) উড়নচণ্ডী (গ) ছাপোষা (ঘ) ভুষণ্ডির কাক উ:(ক)

০৫. 'আসলে মুষল নেই ঢেঁকি ঘরে চাঁদোয়া'- [ঘ ০৭-০৮]
(ক) অমিতব্যয়ী (খ) অপদার্থ (গ) জব্দ করা (ঘ) এলোমেলো উ:(ক)

০৬. 'দশের লাঠি একের বোঝা' অর্থ কী? [A ১৬-১৭]
(ক) ভারী বস্তু (খ) ঐক্যহীন (গ) দোষ চাপানো (ঘ) ঐক্যই শক্তি উ:(ঘ)

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়

০১. 'উলুবনে মুক্তা ছড়ানো' প্রচলিত এমন শব্দগুচ্ছকে বলে- [D১ : ২৩-২৪]
(ক) একক্কথায় প্রকাশ (খ) ভাবসম্প্রসারণ
(গ) বাক্য সংকোচন (ঘ) প্রবাদ-প্রবচন উ:(ঘ)

০২. গা টেপাটেপি মানে- [ও ০৫-০৬]
(ক) রোগীর ব্যথা উপশম করা (খ) গায়ে ব্যথা জাগানো
(গ) অন্যকে লুকিয়ে কিছু বোঝানোর চেষ্টা (ঘ) কোনো গোপন ইঙ্গিত উ:(ঘ)

০৩. কোন বাক্যে 'ঢাক ঢাক গুড় গুড়' প্রবাদটির বিশেষ অর্থ প্রকাশ পেয়েছে? [ও ০৮-০৯]
(ক) ঢাক ঢাক গুড় গুড় করে কী লাভ, কাজে লেগে যাও
(খ) ঢাক ঢাক গুড় গুড় করে কী লাভ, আসল কথাটি বল
(গ) ঢাক ঢাক গুড় গুড় করে কী লাভ, কি খাবে বল
(ঘ) ঢাক ঢাক গুড় গুড় করে কী লাভ, নিজের পায়ে দাঁড়াও উ:(খ)

০৪. 'এক কাজে দুরকম লাভ।' এ অর্থে ব্যবহৃত প্রবাদ কোনটি? [ক ১০-১১]
(ক) গাছে কাঁঠাল গোঁফে তেল (খ) পেটে খেলে পিঠে সয়
(গ) রথ দেখা আর কলা বেচা (ঘ) এক হাতে তালি বাজে না উ:(গ)

JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS

বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়

'মরণকে যে বরিতে প্রস্তুত, বাঁচিবার অধিকার তাহারই।' কথাটি দিয়ে কী বোঝানো হয়েছে? [A-১৫-১৬]
ক) শক্তিশালীরাই পৃথিবীতে টিকে থাকতে পারে ⓑ যে জন্মেছে তাকে মরতেই হবে
গ) মহৎ কার্যে জীবন উৎসর্গে অমরত্ব লাভ সম্ভব
ঘ) নিজের জন্য এমন কাজ করা উচিত যাতে মৃত্যুকে জয় করা যায় (গ)

খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়

'পর্বতের মূষিক প্রসব' প্রবচনটির অর্থ কী? [B ১৮-২০; জবি ১৮-১৯]
ক) অনেক বিদ্যা খুঁজে পাওয়া ⓑ সহ প্রত্যাশিত অর্জন
গ) বিপুল উদ্যোগে তুচ্ছ অর্জন ঘ) বিরাট আয়োজন (গ)

'কাঁঠালের আমসত্ত্ব' প্রবাদটি কী অর্থ নির্দেশ করে? [B ১৮-১৯]
ক) অসম্ভব ⓑ সত্যবাদী
গ) অসম্ভবকে সম্ভব করা ঘ) সততা একনিষ্ঠতা (গ)

'কপালে না থাকলে ঘি ঠকঠকালে হবে কি' প্রবাদটিতে কোন অর্থ প্রকাশ পায়? [L ১৮-১৯]
ক) এক ঢিলে দুই উদ্দেশ্য সাধন ⓑ পরমুখাপেক্ষীর সমৃদ্ধি হয় না
গ) পরিশ্রম না করলে সফলতা আসে না ঘ) যার যেমন ভাগ্য (গ)

জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলাম বিশ্ববিদ্যালয়

'গোবরে পদ্মফুল' প্রবাদটির অর্থ কী? [A ১৮-১৯]
ক) সাধ্যের অতিরিক্ত সাধ ⓑ অর্থের কুপ্রভাব গ) কঠিন অসুখ ঘ) অস্থায়ী সুখ (গ)

'অন্যের দাপটে অন্যের বাহাদুরি' কথাটির প্রবাদবাক্য কোনটি? [D ১৭-১৮]
ক) বাজনার চেয়ে বাজনা বেশি ⓑ পর্বতের মূষিক প্রসব
গ) গরুর গাড়ি চাল ঘ) খুঁটির জোরে ভেড়া নাচে (ঘ)

কোন শব্দের আক্ষরিক অনুবাদ হয় না? [E ১৩-১৪]
ক) দ্বিরুক্ত শব্দ ⓑ তৎসম
গ) প্রবাদ-প্রবচন ঘ) বিদেশি শব্দ (গ)

'যে সহে সে রহে'-এর সমার্থক প্রবাদ কোনটি? [E -১৩-১৪]
ক) সবুরে মেওয়া ফলে ⓑ যার লাঠি তার মাটি
গ) জোর যার মুলুক তার ঘ) বুদ্ধি যার বল তার (ক)

'Like priest, like pupil' বাংলা প্রবচন- [খ, সেট ২: ১৪-১৫]
ক) যেমন কর্ম তেমন ফল ⓑ যেমন গাওয়া তেমন পাওয়া
গ) যেমন গুরু, তেমন চেলা ঘ) যেমন কুকুর, তেমনি মুগুর (গ)

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বি. ও প্র. বিশ্ববিদ্যালয়

০১. 'চিরঞ্জীব জন্ম' প্রবাদ প্রবচনটির অর্থ কী? [১৭-১৮]
ক) সর্বদা ⓑ দীর্ঘায়ু গ) আজন্মদি ঘ) দীর্ঘসূত্রিতা (গ)

ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়

০১. 'ধরি মাছ না ছুঁই পানি' কোন ধরনের বাক্য? [B ১৮-১৯]
ক) সাধারণ ⓑ পরিকল্পনা গ) প্রবাদ বাক্য ঘ) প্রবাদ (গ)

০২. 'অধরার আগে তোলের আয়োজন' কথাটির প্রবাদবাক্য কোনটি? [B ১৭-১৮]
ক) গাছে কাঁঠাল গোঁফে তেল ⓑ তেলে বেগুনে জ্বলে ওঠা
গ) ভাই ছেলেকে কাজ ছাড়া ঘ) গাছে কাঁঠাল গোঁফে তেল (গ)

০৩. 'কাঠ কাঠের লোক' প্রবচনটির অর্থ কী? [B ১৭-১৮; জবি B ১৮-১৯]
ক) নিন্দ ব্যক্তি ⓑ সৎ ব্যক্তি
গ) কোপনস্বভাবী ঘ) খুব অনুগত ব্যক্তি (গ)

০৪. 'অন্ধ জলাটি' প্রবচনের অর্থ কী? [B ১৭-১৮]
ক) অন্ধের পরিচালক ⓑ অর্থ আয়ের
গ) নিন্দ অনুচর ঘ) স্ত্রী অনুগামী (গ)

০৫. 'কপিকে হাওয়া দেওয়া' প্রবচনটির অর্থ- [B ১৭-১৮]
ক) যার কাছে তাকে ফাঁকি দেওয়া ⓑ যার সেই হাতে দেওয়া
গ) শিকারী কার্তুজকে মুক্তি দেওয়া ঘ) বিপদের পূর্বাভাস (ক)

০৬. 'অনভ্যাসের ফোঁটায় কপাল চড়চড় করে' প্রবচনটির অর্থ কী? [১৭-১৮]
ক) অনুকরণে কোনো কাজ সঠিক করা ⓑ আশাপোষণ আশা ক্ষণে বড় হওয়া
গ) আদেশ অধরে থাকলে থাকা ঘ) পূর্ব জাতীয় কথা ভোলে না। (ঘ)

০৭. 'পড়েছি যোগলের হাতে খানা খেতে হবে একসাথে' প্রবচনটির অর্থ কী? [১১-১২]
ক) মোগলদের সাথে বসে খানা খাওয়া ⓑ উচ্চ শ্রেণির ব্যক্তির সাথে বসে খাওয়া
গ) মুক্তি দিয়ে আসা ঘ) বিপদে পড়ে কাজ করা (গ)

চাবি অধিভুক্ত ৭ কলেজ

০১. 'Fair weather friends'-এর কাছাকাছি বাংলা প্রবচন কোনটি? [বাণিজ্য : ২৩-২৪; চবি-৭ ১৭-১৮]
ক) দুধের মাছি ⓑ কচের বা
গ) অকাল কুষ্মাণ্ড ঘ) চোরে চোরে মাসতুতো ভাই (ক)

০২. নিচের কোন প্রবাদটি শুদ্ধ? [১৭-১৮]
ক) এক আষাঢ়ে শীত যায় না ⓑ এক মাঘে শীত যায় না
গ) এক ঠিকে শীত যায় না ঘ) এক শরতে শীত যায় না (ঘ)

SELF TEST MCQ

'মাছ না পেয়ে ছিপে কামড়' প্রবাদটি দ্বারা কী বোঝানো হয়েছে?
ক) মাছ পাওয়ার জন্য কামড় ⓑ ক্রোধে উদ্দেশ্য নষ্ট করতে উদ্যত হওয়া
গ) ছিপ ছেড়ে ফেলা ঘ) নিজের উপর রাগ করা

'অল্পের জল সার' উক্তিটির তাৎপর্য কোনটি?
ক) অনাবৃষ্টি ⓑ জলযোগে গ) দুর্বল ঘ) অবিবেচক

'পর ঘাড়ে পাল্লা মারি' প্রবচনটির অর্থ-
ক) লোক কাজ ⓑ উৎকট স্বার্থপরতা গ) হাড় জ্বালাতে লোক ঘ) দুর্গন্ধ

কোনটি প্রবাদ?
ক) ননীর পুতুল ⓑ তামার বিষ গ) চড়াই উৎরাই ঘ) শিকারি বিড়াল গোঁফে চেনা যায়

'যতক্ষণ শ্বাস ততক্ষণ আশ' প্রবাদের অর্থ-
ক) ভয় পাওয়া ⓑ চোখে অন্ধকার দেখা
গ) শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত আশায় থাকা ঘ) অহংকারে অসম্ভবকে সম্ভব মনে করা

'মাছ তুলে মই কেড়ে নেওয়া' প্রবচনটির যথার্থ-
ক) কাটার উপর আরো কাটা ⓑ দুরারোগ্য ব্যাধি
গ) আশা দিয়ে নিরাশ করা ঘ) বিপদে ফেলা

'গাঁয়ে মানে না আপনি মোড়ল' প্রবাদটির অর্থ-
ক) নিজের ক্ষতি কেউ করে না ⓑ মিত্রতা বজায় রাখা
গ) প্রকৃত অভাব ঘ) আপন মানুষকে কেউ সম্মান করে না

'যেমন কুকুর তেমন মুগুর' প্রবাদটির অর্থ কী?
ক) দুষ্টের যথার্থ শাস্তি ⓑ আঘাত দেওয়া গ) অপমান করা ঘ) শাস্তি দেওয়া

'বড় গাছে নৌকা বাঁধা' এর অর্থ কী-
ক) বড় লোকের আশ্রয়ে থাকা ⓑ ঝড়ের রক্ষা করা গ) জব্দ করা ঘ) এলোমেলো

১০. 'আরশির মুখে পড়শিকে দেখা' প্রবাদটির অর্থ-
ক) নিজের মতো করে অন্যকে দেখা ⓑ পরোক্ষ ব্যক্তির খেলোমানুষি
গ) নিষ্ফল পরিশ্রম ঘ) অকারণে ঝামেলায় পড়া

১১. 'বিষ নেই তার কুলোপনা চক্কর' প্রবচনটির অর্থ কী?
ক) অক্ষম ব্যক্তির বৃথা আস্ফালন ⓑ ক্ষমতাশালীর দম্ভ প্রকাশ
গ) যার কোনো ক্ষমতা নেই ঘ) বিষ নেই এমন সাপ

১২. 'ঘরের শত্রু বিভীষণ' প্রবাদটির অর্থ-
ক) বিশ্বাসঘাতক ⓑ অসাধারণ সৌজন্যবোধ গ) নির্বোধ ঘ) অভ্যন্তরীণ শত্রু

১৩. 'মেঘের ছায়া' প্রবচনটির অর্থ কী?
ক) অন্ধকার ⓑ ক্ষণস্থায়ী গ) বৃষ্টির পূর্বাভাস ঘ) অশুভ লক্ষণ

১৪. 'অন্ধকে দর্পণ দেখানো' প্রবাদটির অর্থ কী?
ক) অন্ধকে জানানো ⓑ সাহায্য করা গ) মস্করা করা ঘ) নির্বোধকে শাস্ত্রজ্ঞান দেওয়া

১৫. 'সুচ চলে না, বেটে চলায়' প্রবাদটি কোন অর্থে প্রযুক্ত?
ক) বৃহৎ কার্যের ভার নেওয়া ⓑ সুচ না চললে কিছুই চলে না
গ) কৌশলে বৃহৎ কার্য উদ্ধার ঘ) অযথা কষ্ট করা

OMR

০১. ক খ গ ঘ	০২. ক খ গ ঘ	০৩. ক খ গ ঘ	০৪. ক খ গ ঘ	০৫. ক খ গ ঘ
০৬. ক খ গ ঘ	০৭. ক খ গ ঘ	০৮. ক খ গ ঘ	০৯. ক খ গ ঘ	১০. ক খ গ ঘ
১১. ক খ গ ঘ	১২. ক খ গ ঘ	১৩. ক খ গ ঘ	১৪. ক খ গ ঘ	১৫. ক খ গ ঘ

Answer

১৫. গ	১৪. ঘ	১৩. খ	১২. ঘ	১১. ক	১০. ক	০৯. ক	০৮. ক
০৭. গ	০৬. গ	০৫. গ	০৪. ঘ	০৩. গ	০২. ক	০১. খ	

JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS

অধ্যায় ৩২ প্রতিশব্দ

প্রতিশব্দের সংজ্ঞা

☞ **সমার্থক শব্দ :** সম + অর্থ + ক = সমার্থক শব্দের অর্থ হলো সমার্থবোধক, সমার্থসূচক, একার্থবোধক, এক বা অনুরূপ অর্থবিশিষ্ট। যেসব শব্দের অর্থ অভিন্ন বা প্রায় সমান, সেসব শব্দকে প্রতিশব্দ বলে। যেমন 'ঘর' শব্দের প্রতিশব্দ 'গৃহ', 'নির্বাচন' শব্দের প্রতিশব্দ 'বাছাই', 'কথা' শব্দের প্রতিশব্দ 'বাণী' ইত্যাদি। বাক্যের প্রকাশকে সাবলীল ও বাক্যের অর্থকে সুস্পষ্ট করতে যথাযথ প্রতিশব্দ খুঁজে নিতে হয়। বাংলা বৈয়াকরণিকদের পরিভাষায় সমার্থবোধক শব্দ বা প্রতিশব্দের অর্থ হলো বহু অর্থদানকারী শব্দ, যা স্থান ও কালভেদে ব্যবহৃত হয়। প্রতিশব্দ সব সময়ে প্রতিস্থাপনযোগ্য না-ও হতে পারে– প্রসঙ্গের উপরে প্রতিশব্দের ব্যবহার নির্ভর করে। যেমন : 'গৃহহীন'-কে 'ভবনহীন' বলা যায় না, 'নির্বাচন কমিশন'-কে 'বাছাই কমিশন' বলা যায় না, কিংবা বক্তার মুখে 'কথার খই ফোটে' বলা গেলেও 'বাণীর খই ফোটে' বলা যায় না।

☞ কয়েকটি প্রতিশব্দের উদাহরণ :

অশরীরী	দেহহীন, অকায়, নৈরাকার, বিদেহ, বিদেহী, অরূপা।
কুহক	মায়া, প্রতারণা, ছলনা, ভ্রম, জাদু, ইন্দ্রজাল।
চতুর	নিপুণ, কুশল, ধূর্ত, ঠগ, চালাক, সপ্রতিভ, বুদ্ধিমান।
জাত	গোত্র, বংশ, প্রকার, কুল, সঞ্চিত, রক্ষিত, শ্রেষ্ঠ, উৎপন্ন, জাতি।
কুমির	নক্র, মকর, ঘড়িয়াল, কুম্ভীর, পিঙ্গচক্ষু, শঙ্কুমুখ।

বর্ণানুক্রমিক প্রতিশব্দের উদাহরণ

অ

অকস্মাৎ : আচমকা, হঠাৎ, সহসা, অতর্কিত, দৈবাৎ।
অকাল : অসময়, অবেলা, দুর্দিন, অশুভ সময়, কুক্ষণ, দুঃসময়।
অক্ষয় : চিরন্তন, ক্ষয়হীন, অশেষ, অনন্ত, অনিঃশেষ, অন্তহীন, অন্তবিহীন, অবিনাশী।
অতিথি : মেহমান, অভ্যাগত, আগন্তুক, আমন্ত্রিত, নিমন্ত্রিত, কুটুম।
অদ্ভুত : উদ্ভট, আজব, আজগুবি, তাজ্জব, বিস্ময়কর, আশ্চর্য, অভিনব, অস্বাভাবিক।
অনেক : অতি, অতীব, অতিমাত্র, একান্ত, নিতান্ত, পরম, সাতিশয়, বেশি, বহু, প্রচুর, প্রভূত, পর্যাপ্ত, অধিক, অত্যন্ত, অতিশয়, অতিরিক্ত, অত্যধিক, বাড়তি, দেদার।
অলস : আলসে, নিষ্ক্রিয়, নিষ্কর্মা, অকর্মা, শ্রমকাতর, অকেজো, অকর্মণ্য, শ্রমবিমুখ, নিরুদ্যম, জড়প্রকৃতি।
অনঙ্গ : কন্দর্প, অতনু, স্মর, মন্মথ, মনোজ, পঞ্চশর, ফুলশর, পুষ্পধনু, ফুলধনু, কামদেব, মদন, মনোভাব, মকরকেতু, মকরকেতন, মকরধ্বজ, মনসিজ, মীনধ্বজ, মীনকেতন, রতিপতি।
অঙ্কুর : সংক্রাহ, মুকি, গেঁজ, আব, পুকি, তেউড়, কোড়া, কোঁড়, বৃক্ষক, নবাঙ্কুর, প্ররোহ, কল্প, প্ররূঢ়।
অনুরাগ : প্রীতি, আশক, পেয়ার, প্রণয়, প্রেম, ব্যসঙ্গ, পিরিতি, ইশক, মহব্বত।
অন্ন : দানা, তণ্ডুল, ওদন, ভাত, আহার, ইরা, অশন, ভক্ষ, রসদ, ভক্ষ্য, আহার্য, পথ্য, খোরাক, আহারীয়, ভোজন, স্বধা।
অন্নদা : অন্নদাত্রী, অন্নপূর্ণা, অপর্ণা, উমা, জগদম্বা, জগন্মাতা, দুর্গা, পার্বতী, ভগবতী, শিবপত্নী।
অপবাদ : কুৎসা, দুর্নাম, নিন্দা, বদনাম।
অস্তিত্ব : সদ্ভাব, ভব, বিদ্যমানতা, সমারোহণ, সমবর্তিতা, অধিষ্ঠান, সত্তা, স্থিতি, স্থৈর্য, ব্যবস্থান, [illegible]।
অভিলাষ : তর্ষ, ইচ্ছা, ব্যগ্রতা, উমেদারি, মনোরথ, ঈপ্সা, স্পৃহা, আকাঙ্ক্ষা, ঈহিত, এষা, কাঙ্ক্ষা, মনস্কামনা।
অনুগ্রহ : অনুকম্পা, সৌরত্য, প্রসাদ, অনুবল, কৃপা, দাক্ষিণ্য, কারুণ্য, দয়া।
অঙ্গীকার : সত্যার্পণ, সত্যঙ্কার, প্রতিজ্ঞা, প্রতিশ্রব, বাগদান, সংকল্প, প্রতিজ্ঞান, সত্যাকৃতি, জবান, কথা, আশ্রব, পণ, প্রতিশ্রুতি।
অনন্ত : নিত্য, শাশ্বত, অশেষ, নিরবধি, চিরস্থায়ী, অগণ্য, সীমাহীন, অন্তহীন, চির, অনশ্বর, চিরন্তন, অনিঃশেষ, অনাদি, অক্ষয়।
[illegible] : [illegible], নতুন, বর্তমান, আধুনিক, [illegible], অধুনা, [illegible]।
[illegible] : আঁধার, আঁধিয়ার, আন্ধার, [illegible], জ্যোতিহীন, তমস, তমসা, [illegible], তমিস্রা, [illegible], তিমির, [illegible], অমানিশা, [illegible], তম, আলোকহীনতা, [illegible], তিমিরপুঞ্জ।
[illegible] : [illegible], নয়নজল, অশ্রুবারি, চোখের পানি, নেত্রনীর, চোখের জল।
[illegible] : অবসর, বিরাম, বিশ্রাম, ফুরসত, [illegible], গুঞ্জাইস, সুযোগ।
অভাব : দৈন্য, অনটন, দুরবস্থা, দীনতা, দারিদ্র্য, দুর্দশা, অপ্রাচুর্য, ন্যূনতা, গরিবি, অসাচ্ছল্য।

আ

আনন্দ : সন্তোষ, তৃপ্তি, আমোদ, খুশি, মজা, প্রমোদ, আহ্লাদ, পুলক, হর্ষ, প্রসন্নতা, সুখ, হরিষ, মদ্র, সংহর্ষ, সুখ, হরষ, হৃষ্টি, উল্লাস, স্ফূর্তি, ফুর্তি, পরিতোষ, উচ্ছ্বাস, উল্লাস।
আইন : বিধান, ধারা, অনুবিধি, কানুন, রুল, রেওয়াজ, উপবিধি, বিধি, আর্টিকেল, বিহিতক, রাজবিধি, অধ্যাদেশ, রেগুলেশন, নিয়ম।
আদেশ : অনুজ্ঞা, অনুমতি, অনুশাসন, আজ্ঞা, উপদেশ, নির্দেশ, হুকুম।
আকাশ : খ, অন্তরিক্ষ, অনঙ্গ, গগন, বিমান, ব্যোম, দ্যুলোক, অম্বর, অম্বরতল, নভ, নীলিমা, ইথার, খগোল, খলোক, অনন্ত, অভ্র, পুষ্কর, ত্রিদিব, সুরপথ, ক্রন্দসী, দ্যু, দ্যো, আসমান, নক্ষত্রলোক, নিরাকার, নভ, নভস, নভস্থল, নভস্তল, নভোলোক, পবনপথ, শূন্য, ছায়ালোক, ঘনাশ্রয়, নভোমণ্ডল, সুরপথ।
আলো : জ্যোতি, আলোক, আলা, নুর, প্রভা, আভা, দীপ্তি, দীধিতি, ভাস, সুভাস, আভাস, উদ্ভাস, বিভা, দ্যুতি, প্রদীপ্তি, উদ্দীপিত, ভা, রোচিঃ, রুচি, ভাতি, বিদ্যোত, বিভাসা, প্রদ্যোত, নুরানি, রৌশন, রোশন, অগ্নিপ্রভা।
আগুন : অগ্নি, অনল, আতশ, আগ, জ্বলন, তেজোনিধি, ধনঞ্জয়, হুতাশ, পিঙ্গল, দহন, বীতিহোত্র, পাবক, সর্বভুক, বিভাবসু, শিখা, সর্বশুচি, বৈশ্বানর, হুতাশন, কৃশানু, বায়ুসখা, চিতা, হোমাগ্নি, সপ্তাংশু, চিত্রভানু, কৃপাট, অর্চি, বহ্নিজ্বলন, বহ্নি, হব্যাশন, বহ্নি, শিকারৎ, শিখিন, হুতভুক, ধূমকেতন।
আশ্চর্য : চমক, অবাক, বিস্ময়, অদ্ভুত, বিস্মিত, হতবাক, বিস্ময়কর।
আরম্ভ : সূচনা, প্রারম্ভ, শুরু, অনুবন্ধ, গৌরচন্দ্রিকা, মুখবন্ধ, প্রবর্তনা, সমারম্ভ।
আচমকা : হঠাৎ, চকিতে, সহসা, অকস্মাৎ, অতর্কিতে, আচম্বিতে।

ই

ইচ্ছা : কামনা, বাসনা, বাঞ্ছা, অভিপ্রায়, আকিঞ্চন, আগ্রহ, সাধ, প্রার্থনা, [illegible], এষণা, অভিরুচি, আকাঙ্ক্ষা, আশা, অভিলাষ, প্রার্থনা, চাওয়া, স্পৃহা, অভিপ্রায়, সাধ, অভিরুচি, প্রবৃত্তি, মনোরথ, ঈপ্সা, বাসনা, কামনা, লালসা।
ইতি : খতম, পর্যবসান, অন্তিম, অবশিষ্ট, অবসান, যবনিকা, শেষ, সমাপ্তি, রফা, ছেদ, অন্ত, সাঙ্গ।
ইন্দ্র : বাসব, সুরেশ, অধিপতি, আখণ্ডল, দেবপতি, দেবরাজ, পাকনাশন।

ঈ

ঈর্ষা : [illegible], দ্বেষ, অসূয়া, হিংসা, [illegible], বিদ্বেষ, বিরাগ, অপ্রীতি, বৈরভাব, বৈরিতা, পরশ্রীকাতরতা, মাৎসর্য, রেষারেষি, অন্তর্দাহ।
ঈক্ষা : [illegible], ঈক্ষণ, দৃষ্টি, দেখা, অবলোকন, [illegible], দৃষ্টিপাত, [illegible], [illegible], প্রেক্ষণ, প্রেক্ষা, নেহারন।
ঈশ্বর : অনন্ত, ইষ্ট, ভগবান, বিধাতা, বিশ্বপতি, সৃষ্টিকর্তা, ব্রহ্ম, পরমাত্মা, পরমেশ্বর, [illegible], স্রষ্টা, প্রজাপতি, প্রভু, জগদধিপতি, বিভু, ঈশ, পতিতপাবন, [illegible], [illegible], জগদীশ্বর, পৃথ্বীশ, অন্তর্যামী, পরেশ, পরমেশ, অমরেশ, আদিনাথ, আল্লাহ, খোদা, জগন্ময়, দীনেশ, বিধায়ক, বিধাতৃ, ধাতা, ত্রিদশ, গোঁসাই, পৃথ্বীনাথ, অজর, স্বয়ম্ভূ, গীর্বাণ, ভূমা, দিব্যযোনি, নভৌকা, দেবতা।

CamScanner

JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS

ঈ

[illegible]

উ

[illegible]

ঋ

[illegible]

এ

[illegible]

ঐ

[illegible]

ও

[illegible]

ঔ

[illegible] : [illegible], ঔচিত্য, ন্যায্যতা, উপযুক্ততা, মনোরঞ্জন, উপযুক্তি, সামঞ্জস্য, সঙ্গতি, কতখানি, ন্যায়, ন্যায্যত্ব।
[illegible] : [illegible], বিরুদ্ধাচরণ, দম্ভ, দেমাক, বড়াই, অবিনয়, [illegible], অবাধ্য, বিশ্বাসভঙ্গ, বিদ্রোহ, পরিহার, অশিষ্টতা।
[illegible] : দয়াজমন, মহত্ত্ব, দাক্ষিণ্য, অনুগ্রহ, উদারতা, তসরিফ, বদান্যতা, মহানুভবতা, ঔদার্য, মুক্তমন, উদারচিত্ততা, চিত্তোন্নতি।

ক

[illegible] কড়া, জটিল, রুক্ষ।
[illegible] উক্তি, গদ্য, গল্প, পরামর্শ, বাক্য, বচন, কথন, বাণী, [illegible] বুলি, বোল, বাক।
[illegible] উদ্ভব, দুহিতা, মাইয়া, মেয়ে, দুলালি, তনুজা, দায়াদী, [illegible] বেটি, ঝিয়ারি, পুত্রী, ঝি, নন্দিনী, লেড়কি, সুতা, স্বজা।
[illegible] আয়াস, পরিশ্রম, মেহনত।
[illegible] রোদন, অশ্রুপাত।
[illegible] কশ্মটী, কর, প্রভা, দীপ্তি, জ্যোতি, অংশু, আলো, আভা, [illegible], ভাস, উদ্ভাস, আলোক, বিভা, ময়ূখ।

কুল : আভিজাত্য, কৌলীন্য, যূথ, বংশ, জাতি, বর্ণ, সমূহ, শ্রেণি, জাত, গোত্র, গোষ্ঠী, প্রজাতি, জাতাংশ, গণ, সমাজ।
কলহ : দ্বন্দ্ব, বচসা, বিসংবাদ, ঝগড়াঝাটি, কাজিয়া, বাদ, বিবাদ, ঝগড়া।
কবুতর : বেবতক, দোটন, লোটন, পায়রা, প্রাসাদকুক্কুট, পারাবত, কপোত, গেরোবাজ, লক্কা, মুখষি, ফাকতা, নখরায়ুধ, জ্যাকবিন।
কল্যাণ : হিত, সমৃদ্ধি, মঙ্গল, কুশল, শু, শুভ, শুভ।
কুঁড়ি : কলি, কলিকা, কোরক, বউল (আমের মুকুল), মুকুল।
কূল : তট, তটভূমি, তীর, কিনার, তীরভূমি, তীরভাগা, কূলভূমি, বেলা, বেলাভূমি, [illegible], কাছাড়, ধার, কূলভূ, পাড়, আড়বি, পুলিন, কচ্ছ, অতট, ডাঙা, আড়া, প্রতীর, চর, তটপ্রস্থ, তটী, তড়, কিনার, কিনারা, পাটক, মউজি, চড়া, বালুবেলা, বালুকাবেলা, [illegible]।
কাক : বায়স, [illegible], পরভৃৎ, গৃহবলিভুক, [illegible], অন্যভৃৎ, কারুক, দাঁড়কাক, বক, দ্রোণকাক, দণ্ডকাক, জুবরব, কাকাল, কৃষ্ণকাক, পাতিকাক।
কপাল : ললাট, ভাল, ভাগ্য, অলিক, অদৃষ্ট, নিয়তি, নসিব, গোধি, দৈব, বরাত, রগ।
কর্ণ : কান, শ্রবণেন্দ্রিয়, শ্রবণ, শব্দ, শ্রোত্র, শ্রুতি, শ্রুতিপথ, শব্দগ্রহ, শ্রবণপথ, কর্ণপথ, কর্ণকুহর, শ্রুতিবিবর, কর্ণাক্ষ, কর্ণকূপ, কর্ণচ্ছিদ্র, শ্রবণকুহর।
কোকিল : অন্যপুষ্ট, কাকপুষ্ট, পরপুষ্ট, কলকণ্ঠ, পরভৃত, বসন্তদূত, পিক, মধুমুখ, মধুবন, মধুসখা, মধুস্বর, অন্যভৃত, কলঘোষ, বসন্তসখ, বসন্তসখা, বসন্তী, বসন্তদূত, কুহুযন্ত্র, কোয়েলিয়া।
কৌতূহল : উৎসুক্য, উৎকণ্ঠা, প্রবণতা, আগ্রহ, ঝোঁক, ঔৎসুক্য, ব্যাকুলতা।
কড়চা : দিনলিপি, দিনপঞ্জি, রোজনামচা, রোজনামা, জীবনী, ইতিবৃত্ত।
কুহক : আলেয়া, ইন্দ্রজাল, ছল, ধোঁকা, প্রতারণা, ভেলকি, ভ্রম, মায়া।
কালো : অসিত, কালি, কালিমা, কাজল, কৃষ্ণবর্ণ, শ্যাম, শ্যামল, শ্যামিকা।

খ

খাদ্য : খাবার, খাদ্য, ভোজন, ভক্ষ্য, আহার্য, অন্ন, রসদ।
খারাপ : মন্দ, নিকৃষ্ট, দুষ্ট, নষ্ট, অভদ্র, অশ্লীল।
খোঁজ : সন্ধান, অন্বেষণ, অনুসন্ধান, খোঁজা, তালাশ।
খড়্গ : অসি, কৃপাণ, তরবার, তরবারি, তরোয়াল, তলোয়ার, শমশের, সায়ক।
খবর : সমাচার, উদন্ত, বার্তা, তত্ত্ব, তত্ত্বাবধান, তথ্য, বিবরণ, সংবাদ, খবরাখবর, খোঁজ, খোঁজখবর, রিউজ, বৃত্তান্ত, তত্ত্বতালাশ, ফরমান, সন্দেশ, সন্ধান।
খ্যাতি : নামযশ, সুখ্যাতি, প্রচার, প্রতিষ্ঠা, প্রখ্যা, যশ, নামডাক, নিরুপাখ্য, সুযশ, সুনাম, সুধনাম, অভিখ্যা।
খাঁটি : আসল, পবিত্র, প্রকৃত, সাচ্চা, আদত, নির্ভেজাল, বিশুদ্ধ, অকৃত্রিম।

গ

[illegible] : [illegible], নিবিড়।
গৃহ : বাড়ি, ঘর, আগার, আলয়, ধাম, নিবাস, কক্ষ, কুলায়, নিকেতন, আশয়, [illegible], ভবন, নিলয়, [illegible], সদন, আগার, আবাস, পুরী, [illegible], বাটী, বাটিকা, ভিটা, মকান, মঞ্জিল, মহল, মোকাম, কুটির, [illegible], বাসস্থান, সৌধ, হাউজ।
গঙ্গা : মন্দাকিনী, হৈমবতী, ভাগীরথী, জাহ্নবী, জহ্নুকন্যা, গঙ্গিকা, পূতোদকা, পুণ্যতোয়া, বিষ্ণুনদী, দেবনদী, সুরধুনী।
গতি : সৃত, গম্যতা, সরণ, যাত্রা, চলন, অস্থিতি, জঙ্গমতা, রীতি, ঋতি, সঞ্চলন, [illegible], ব্যবস্থা, অস্থিরতা, চলিষ্ণুতা, উপায়।
গাঢ় : ঘোর, নিবিড়, গভীর, [illegible], সান্দ্র, সংঘাতী, কেলাসিত, পিণ্ডিত।
গোরু : গো, পয়স্বিনী, গাভি, ধেনু, গাই, কপিলা, দুধেল, দুগ্ধবতী, দুগ্ধাল।
গাছ : বৃক্ষ, তরু, পর্ণী, পর্ণী, পাদপ, দ্রুম, পত্রী, স্কন্ধী, শাখী, শৃঙ্গী, শিখরী, রুক্ষ, পল্লবী, বিটপী, বিরুদ, অটবী, অগচ্ছ, ভূপদ, অঙ্ঘ্রিপ, অংঘ্রিপ, উদ্ভিদ, উদ্ভেদ, মহিরুহ, উর্বীরুহ, ক্ষিতিরুহ, গুল্ম, ভূরুহ, মহীজাত, মহাদ্রুম, বনস্পতি, তরুরাজ, তরুবর, দ্রুমরাজ, বৃক্ষশ্রেষ্ঠ, বানস্পত্য, নিমুট, পর্ণখণ্ড।
গূঢ় : নিগূঢ়, দুর্বোধ্য, নিভৃত, অজ্ঞাত, গুপ্ত, অপ্রকাশিত, গোপন, সংগুপ্ত, প্রচ্ছন্ন।
গণ : দল, শ্রেণি, জনসাধারণ, সমষ্টি, সম্প্রদায়, বর্গ, সমূহ।

ঘ

ঘৃণা : বিরাগ, বিদ্বেষ, অবজ্ঞা, অশ্রদ্ধা, বিতৃষ্ণা, লজ্জাবোধ, অপমানবোধ, অতুষ্টি, অপ্রসাদ, বিমর্ষতা, বিরক্তি।
ঘর : কোঠা, কামরা, রুম, কক্ষ, কুঠুরি, কুঠরি, প্রকোষ্ঠ, কোষ্ঠ, কাটরা, কেবিন, কিউবিকল, খোপ, চেম্বার, খাসকামরা, অ্যাপার্টমেন্ট, হল, হলঘর, ঘুপচি, ঘুপসি।
ঘোড়া : অশ্ব, ঘোটক, টাঙন, হয়, বাজী, তুরগ, সৈন্ধব, মরুদ্রথ, টাঙ্গন, তুরঙ্গম, তুরঙ্গ, কীকট, বড়বা, বামী, বাহ, বাহনশ্রেষ্ঠ, রাজস্কন্ধ, সপ্তি, হ্রেষা।

JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS

CamScanner

JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS

চ

চোখ : আঁখি, চক্ষু, নেত্র, নয়ন, লোচন, অক্ষি, দৃষ্টি, দর্শনেন্দ্রিয়, ঈক্ষণ, দৃক।

চঞ্চল : অধীর, চপল, অস্থির, অশান্ত, চটুল, উতলা, অধৈর্য, চলচিত্ত, চুলবুলে, লঘুমতি, দুরন্ত।

চূড়া : চূড়, টিকি, ঝুঁটি, শিখর, শৃঙ্গ, অগ্রভাগ, চুড়ি, শীর্ষ, চূট, টিকি, শির, শিরস, শেখর, শিখর, চূড়ো, উচ্চ, অগ্র, মাথা, ঊর্ধ্ব, চূড়ো।

চাঁদ : বিধু, সোম, নিশাকর, শশধর, সুধাংশু, রাকেশ, নিশাপতি, ইন্দু, সুধাকর, হিমাংশু, শশাঙ্ক, সুধাংশু, মৃগাঙ্ক, হিমকর, শীতাংশু (শিতাংশু), সুধাকর, দ্বিজরাজ, শর্বরীনাথ, কৌমুদীপতি, কুমুদপতি, তারানাথ, তারাপতি, নিশাকর, কলানিধি, অমৃতাংশু, হিমাংশু, চাঁদ, বিধুবর, শশী, তারাপতি, শশধর, চন্দ্র, চন্দ্রমা, ক্ষপাকর, কুমুদনাথ, নিশানাথ, যামিনীনাথ, রজনীকান্ত, রজনীনাথ, নিশাপতি।

চুল : কবরী, কেশ, কেশপাশ, কেশদাম, কেশরাশি, কেশগুচ্ছ, অলক, অলকদাম, কচ, কুন্তল, চিকুরজাল, চুলক, শিরোজ, শিরোরুহ, শিরসিজ, কুন্তল, চিকুর, কুন্তলা।

ছ

ছল : ছলাকলা, ভণিতা, ব্যাজোক্তি, কপটতা, ছুতা, প্রবঞ্চনা, বাহানা, উপলক্ষ, ফাঁকি, ধোঁকা, ভান, কৌশল, চাতুরী, ছুতা, ওজর।

ছাত্র : শিক্ষার্থী, শিক্ষানবিশ, অধ্যয়নকারী, পড়ুয়া, শিষ্য, অন্তেবাসী, বিদ্যার্থী, অধীতি, চেলা, শাগরেদ, শিষ্যা, বিদ্যার্থিনী, অধ্যেতা।

ছবি : আলেখ্য, প্রতিমূর্তি, কান্তি, শোভা, দীপ্তি, পট, চিত্র, প্রতিকৃতি, নকশা।

ছাঁচ : নমুনা, প্রতিকৃতি, মডেল, ফর্মা, ধরন, আদল।

জ

জন্ম : উৎপত্তি, উদ্ভব, সৃষ্টি, সূতি, জনম, আবির্ভাব।

জ্যোৎস্না : জোছনা, চন্দ্রালোক, কৌমুদী, চন্দ্রিমা, চন্দ্রকিরণ, চন্দ্রিকা, চন্দ্রকর, চন্দ্রসুধা, চাঁদনি, চাঁদিনী, চাঁদিমা, জোছনা, জৈত্রী, পূর্ণেন্দু, পূর্ণচন্দ্র, চন্দ্রপ্রভা, চন্দ্রকান্ত, চন্দ্ররশ্মি, চন্দ্রকলা, চন্দ্রজ্যোতি, চন্দ্রদীপ্তি, দীপিকা, চন্দ্রাতপ, শশিকর, চন্দ্রাংশু, দীপিকা।

জেলখানা : ফাটক, কারা, জেল, কারাগার, বন্দিশালা, কয়েদখানা, হাজতখানা, বন্ধন বেশ্ম, বন্দিবাড়ি, হাজত খানা, খোঁয়াড়, পিঞ্জরা, পিঞ্জর।

জলাশয় : দিঘি, জলা, সরোবর, পুকুর, পুষ্করিণী, জলাধার, হ্রদ, লেক, বাপী, সরসী, তটাক, তড়াগ, সরোবান, পগার, গোষ্পদ, পল্বল।

জল : অম্বু, অপ, উদক, পয়ঃ, ইরা, ইলা, জীবন, পুষ্কর, তোয়, নীর, পানি, সলিল, বারি, সুধা, অম্ভ, অর্ণ, প্রাণদ, সর্ব, বারুণ, বর্বুর, সম্বর।

ঝ

ঝড় : ঝঞ্ঝা, তুফান, প্রবলবায়ু, প্রভঞ্জন, ঝটিকা, বাত্যা, সাইক্লোন, বাতিকা, ঝঞ্ঝানিল, ঝঞ্ঝাবাত, টর্নেডো, ঘূর্ণিঝড়, ঘূর্ণিবায়ু।

ঝোঁক : টান, প্রবণতা, আকর্ষণ।

ঝংকার : টংকার, ঝনৎকার, শিঞ্জন, গর্জন, গুঞ্জন, তারস্বর, অট্টরব।

ঝঞ্ঝাট : বিপত্তি, ফ্যাসাদ, গন্ডগোল, অশান্তি, ঝামেলা, জটিলতা, লেঠা, হাঙ্গামা।

ট

ট্যাক্স : রাজস্ব, তোলা, মাশুল, কর, শুল্ক, খাজনা, টোল, তহুরি, সালিয়ানা, কুত, নিকাশ, তহশিল, মালগুজারি, নজরানা।

টনক : জ্ঞান, বোধ, হুঁশ, খেয়াল, চৈতন্য।

টীকা : টিপ্পনী, ব্যাখ্যা, বৃত্তি, নোট, ব্যাখ্যান, পাদটীকা, ভাষ্য।

টান : মায়া, আকর্ষণ, আসক্তি, ঝোঁক, মায়া, ভালবাসা, স্নেহ, টানাটানি, চাহিদা, খরা।

ঠ

ঠিক : যথাযথ, সত্য, সঠিক, যথার্থ, উপযুক্ত, নির্ভুল, ন্যায্য, ভালো।

ঠাট্টা : তামাশা, পরিহাস, উপহাস, রসিকতা, মশকরা, বিদ্রূপ, শ্লেষ।

ঠোঁট : অধর, ওষ্ঠ, ওষ্ঠাধর, ওষ্ঠ, সৃক্কণী, সৃক্ক, সৃক্কণ, রদ, দন্তচ্ছদ।

ড

ডাক : আহ্বান, ধ্বনি, শব্দ, সম্বোধন, চিৎকার, খ্যাতি, রটন, প্রসিদ্ধি।

ডাকসাইটে : দাপুটে, বিখ্যাত, প্রতিপত্তিশালী, ভদ্র, প্রতাপশালী, মান্য।

ডগা : অগ্রভাগ শীর্ষ, আগা, চূড়া, শিখর, শিরোদেশ।

ঢ

ঢিলা : হালকা, ঢিলেঢালা, আলগা, মৃদু, শিথিল, উদাসীন, শিথিল, [illegible]

ঢের : যথেষ্ট, বেশি, প্রচুর, অনেক, অঢেল, ভূরি, বহুল, অধিক, বহু, [illegible] অতিরেক, ভূরিভূরি, প্রচুর।

ঢেউ : তরঙ্গ, ঊর্মি, কল্লোল, হিল্লোল, বীচি, লহর, লহরি, [illegible] তরঙ্গভঙ্গ, উচ্ছ্বাস, ঊর্মিমালা, জলতরঙ্গ, জলকল্লোল, ঊর্মিলতা, [illegible] তরঙ্গবিক্ষোভ, তরঙ্গমালা, তরঙ্গায়ন, তরঙ্গরাশি।

ত

তৈরি : গঠন, নির্মাণ, প্রস্তুত, বানানো, রচিত।

তরুণ : কোমল, আনকোরা, নবীন, কিশোর, কচি, যুবা, [illegible] প্রাণবান, পূর্ণ।

তৃষ্ণা : তৃষা, পিপাসা, পিপাসা, পিয়াস, আকাঙ্ক্ষা, তেষ্টা, উদন্যা, অনুতর্ষ, [illegible] লিপ্সা, লালসা।

তুষার : হিম, হিমানি, নীহার, শীকর, বরফ, তুহিন, প্রালেয়, অবশ্যায়, [illegible] হিমসংহতি, হিমকণা।

থ

থকা : হাঁপানো, ক্লান্তি, শ্রান্তি, ক্লিষ্টতা, সাদ, বৈকল্য, অবসাদ, ক্লেশ, [illegible] অবসন্ন, অবসন্নতা।

থই : কূল, আশ্রয়, সীমা, গভীরতা, তলদেশ, ঠাঁই।

দ

দয়া : অনুকম্পা, অনুগ্রহ, করুণা, কৃপা, মায়া।

দেহ : তনু, শরীর, অঙ্গ, অবয়ব, আকৃতি, কাঠামো, কায়, কায়া, [illegible] দেহপিঞ্জর, তন, বপু, গতর, অঙ্গক, গাত্র, গা, দেহযষ্টি।

দক্ষ : কর্মঠ, পারদর্শী, কাবিল, কর্মণ্য, সুনিপুণ, পটু, নিপুণ, প্রবীণ, কুশলী, [illegible] দক্ষা, পটু, সিদ্ধ, প্রভূত, কেরামত।

দৈন্য : অভাব, হীনতা, দীনতা, দারিদ্র্য, অনুদারতা, কাতরতা, দুরবস্থা, [illegible] আকিঞ্চন, অকুলান, রিক্ততা।

দেবতা : অমর, অজর, ঠাকুর, ত্রিদশ, দেব, সুর।

দোকান : পণ্যনিকেতন, পণ্যবীথিকা, পণ্যশালা, পসার, আপণ, বিপণি, পসারি, হাট, [illegible]

দীন : দরিদ্র, নিঃস্ব, গরিব, হীন, অসহায়, দুস্থ, করুণ, অধীন, [illegible] দুঃখী, কাতর, নির্ধন।

দিন : দিবস, দিবা, দিনমান, তমসহন্ত্রী, অযামিনী, অহন, সবন, [illegible] আটপ্রহর, বার, অষ্টপ্রহর, রোজ, বাসর, অহ, দিনযামিনী, [illegible] দিনরজনী, অহোরাত্র, দিবারাত্রি, দিবসকাল, দিবসরজনী, দিবাভাগ, বেলা।

দৃঢ় : কঠিন, মজবুত, অটল, স্থির, কঠোর, অকম্প, মটো, বলিষ্ঠ, শক্ত।

দলিল : নথি, চুক্তিপত্র, কাগজপত্র, দস্তাবেজ, পাট্টা।

ধ

ধবল : সাদা, ধলা, সফেদ, সিত, শ্বেত, শুক্ল, শুভ্র।

ধন : সম্পদ, বিত্ত, অর্থ, বিভব, প্রতিপত্তি, নিধি, ঐশ্বর্য, বৈভব, বিভূতি।

ধৈর্য : ধীরতা, সহন, অপেক্ষা, স্থৈর্য, একাগ্রতা, সহিষ্ণুতা, তর, শমদম।

ধর্ম : কর্তব্য, হিতকর, সৎকর্ম, সদাচার, পুণ্যকর্ম, প্রকৃতি, স্বভাব।

ধ্বংস : নাশ, উচ্ছেদ, ক্ষয়, বিনাশ, সংহার, শেষ, প্রলয়, লয়।

ন

নর : লোক, মনুষ্য, পুরুষ, জন, মানব, মানুষ।

নদী : নদ, সরিৎ, গিরি-নিস্রাব, ধুনী, কল্লোলিনী, কূলবতী, তটিনী, গাঙ, [illegible] তরঙ্গিণী, শৈবলিনী, নির্ঝরিণী, সমুদ্রকান্তা, মন্দাকিনী, আপগা, সরিৎ, [illegible] স্রবন্তী, সমুদ্রবল্লভা, পয়স্বিনী, প্রবাহিনী, স্রোতস্বতী, স্রোতস্বিনী, [illegible] স্রোতোবহা, বহা, সমুদ্রদয়িতা, নিম্নগা।

নকল : ভেজাল, প্রতিলিপি, দ্বিতীয় কাগজ, অনুকরণ, অনুসরণ।

নারী : রমা, রামা, বামা, অঙ্গনা, অন্তঃপুরিকা, অবলা, অসূর্যম্পশ্যা, কান্তা, কামিনী, [illegible] তন্বী, অচিস্মিতা, জনি, কান্তা, পত্নী, ভামিনী, সুস্মিতা, ললনা, [illegible] সীমন্তিনী, বনিতা, জেনানা, পুরলক্ষ্মী, পুরাঙ্গনা, প্রমদা, প্রিয়া, প্রেমিকা, [illegible] ললনা, মহিলা, মানবী, রমণী, শর্বরী, প্রতীপদর্শিনী, যোষিৎ, যোষিতা, আওরত, বনিতা, স্ত্রীজাতি, স্ত্রীলোক।

নিত্য : সতত, সর্বদা, প্রত্যহ, নিয়মিত, চির, চিরস্থায়ী, অক্ষয়, অনন্ত, রোজ।

নতুন : নবীন, আনকোরা, আধুনিক, অধুনা, অর্বাচীন।

JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS

CamScanner

প

: কেতন, ধ্বজা, ধ্বজদণ্ড, ঝাণ্ডা, ধ্বজ, কেতু, উড্ডুল, নিশান, বৈজয়ন্তী।
: তনয়, কুমার, কোঙর, খোকা, তনয়, ছেলে, তনুজ, দায়াদ, দারক, পোতক, দুলাল, আত্মজ, দারবা, নন্দন, তনূদ্ভব, পুত, লেড়কা, সুত, আত্মসম্ভব, সুত, সুনু।
: পর্ণ, পাত, পাতা, কিশলয়, চিঠি, ফলক, পল্লব।
: অখিল, জগৎ, জাহান, জ্যা, মেদিনী, মহি, মহিমণ্ডল, ক্ষিতি, পৃথ্বী, উর্বী, বসুধা, বসুন্ধরা, অবনি, অবনিতল, ভূ, মর্ত্য, মর্ত্যলোক, ইলা, দুনিয়া, ধরা, ধরিত্রী, ধরণি, বসুমতী, বিশ্ব, ব্রহ্মাণ্ড, ধরাধাম, ধরাতল, ইরা, ভুবন, ভূমি, ভূমণ্ডল, ভূলোক, ক্ষিতিজ, অদিতি, নৃলোক, ক্ষৌণী, শ্যামা, বরা, রত্নাবতী, নরলোক, মহাকান্তা, রসা, সংসার, সসাগরা।
: প্রস্তর, পাষাণ, শিলা, শিল, উপল, অশ্ম, কাঁকর, কঙ্কর, শর্করা।
: অংহ, অধর্ম, অপরাধ, অপুণ্য, কলুষ, কল্ক, দুরিত, দুষ্কর্ম, দুষ্কৃতি, পাতক।
: পর্বত, অদ্রি, ভূধর, মহীধর, ধরণীধর, ধরাধর, নগ, অচল, অগ, মেদিনীধর, শৈল, উর্বীধর, ক্ষিতিধর, পৃথ্বীধর, পৃথিবীধর, অবনীধর, বসুধাধর, শৃঙ্গধর, গোত্রভৃৎ, গিরি, জীমূত, শিখরী, শৃঙ্গী, শৃঙ্গবান, সানুমান, ভূভৃৎ, ক্ষিতিভৃৎ, মহীধ্র।
: নলিন, নলিনী, উৎপল, অরবিন্দ, কোকনদ, ইন্দিবর, কঞ্জ, কৈরব, তামরস, শ্রীপর্ণ, সরোজ, নীরজ, কুবলয়, রাজীব, পুণ্ডরীক, অম্বুজ, বিসপ্রসূন, বিসজ, মৃণাল, অম্ভোজ, পঙ্কজ, কমল, শতদল, নীলকমল, নীলোৎপল, রক্তোৎপল, সিতাজ, কুচ্ছ, সরসিজ, সরোরুহ, কুমুদ, কুমুদী, কুবল, পুষ্কর। (বি.দ্র.: 'মৃণাল, বিস, নালিক, নীলনীরূহ'– শব্দগুলো পদ্মের ডাঁটা বা নাল অর্থে ব্যবহৃত হয়)।
: পক্ষী, বিহগ, বিহঙ্গ, বিহঙ্গম, দ্বিজ, খেচর, খগ, খচর, খগম, গগনগতি, গরুড়, চিড়িয়া, পাকপক্ষী, পাখপাখালি, পত্রী, পতগ, অণ্ডজ, শকুন্ত, পধর, পতত্রি, পত্ররথ, পক্ষধর, কণ্ঠাগ্নি, পাক, উৎপত, কাণ্ডচারী, নভৌকা, পক্ষিণী, পাখপাখাল।
: আব্বা, জনক, জন্মদাতা, তাত, বাপ, বাবা।

ফ

: পুষ্প, পুষ্পক, কুসুম, প্রসূন, মুঞ্জরি, পুষ্পক, অঙ্কুর, সুমন, মণীবক, রঙ্গন।

ব

: পত্নী, অঙ্গনা, অর্ধাঙ্গী, অর্ধাঙ্গিনী, কলত্র, জায়া, স্ত্রী, গিন্নি, দার, দারা, বনিতা, গৃহিণী, ভার্যা।
: বঁধু, বান্ধব, মিত্র, সখা, সুহৃদ, মিতা, দোস্ত, ইয়ার, অনুচর, সহচর, কমরেড।
: প্লাবন, আপ্লাব, বিপ্লাব, প্লাব, জলপ্লাবন, জলোচ্ছ্বাস, সমপ্লাব, জলস্ফীতি, আপ্লাবন, বান।
: পবন, বায়ু, হাওয়া, মরুৎ, মরুত, মারুত, অনিল, বাত, বায়, প্রভঞ্জন, জগদ্বল, জগতায়ু, অগ্নিসখ, নভস্বান, গন্ধবহ, গন্ধবাহ, বহ্নিমিত্র, সমীর, সমীরণ, আশুগ, নভঃশ্বাস, আশুগ, পবমান, সদাগতি।
: অরণ্য, উপবন, কুঞ্জ, জঙ্গল, বনজঙ্গল, বাদাড়, বিপিন, দাব, বনানী, বনশ্রী, কানন, বনী, অরণ্যানী, অটবি, বনবাদাড়, ঝোপজঙ্গল, ঝোপঝাড়, ঝোপ, জঙ্গলাট, বনভূমি, বনাঞ্চল, বনস্থল, বনস্থলী, কান্তার, গহন, গহনবন, গহীনবন, গভীর, জঙ্গল, মহাবন, মহারণ্য, নিবিড়, ঘনজঙ্গল, বনগহন, শ্বাপদসংকুল, অরণ্য, বিজনবন, বিজুবন।
: স্বসা, ভগিনী, ভগ্নী, সহোদরা, জামি, বহিন, সোদরা।
: অশনি, দামিনী, ক্ষণদ্যুতি, ক্ষণপ্রকাশ, ক্ষণপ্রভা, সৌদামিনী, চিকুর, চপলা, চঞ্চলা, বিজলি, বিজুরি, শম্পা, তড়িৎ, অচির, অচিরপ্রভা, অচিরাভা, অচিরাংশু, নীলাঞ্জনা।
: হিংসা, অসূয়া, ঈর্ষা, বৈরিতা, শত্রুতা, শত্রুতাসাধন।
: বিয়ে, পরিণয়, পাণিগ্রহণ, উদ্বাহ, নিকা, শাদি।
: ফাঁক, ছিদ্র, অন্তর, তফাত, ভেদ, পার্থক্য।
: ঋতুরাজ, মধুকাল, মদন, কামদেব, হিমান্ত, কুসুমাকার।
: কাপড়, অম্বর, পরিধেয়, পরিচ্ছদ, পোশাক, বসন, বাস, আচ্ছাদন, টেক্সটাইল, কাপড়চোপড়, চোপড়, সুচেল, সুচেলক।

ভ

: অলি, শিলীমুখ, ভ্রমরক, দ্বিরেফ, ভোমরা, ভৃঙ্গ, চঞ্চরী, চঞ্চরীক, ভিমরুল, বোলতা, বল্লা, বরটা।
: ভ্রাতা, সহোদর, একজ, সোদর, ভায়া, একোদর, সগর্ভ।
: ত্রাস, আতঙ্ক, শঙ্কা, ডর, ভীতি।

ম

মাতা : আম্মা, জননী, অম্বালা, অম্বিকা, অম্বা, গর্ভধারিণী, প্রসূতি, জনিকা, জন্মদাত্রী, মা, প্রজনিকা, মাতৃ, মাতৃকা, জনী।
মহাজন : ঋণদ, কর্জদাতা, উত্তমর্ণ, উত্তমর্ণী, ঋণদায়ক, ঋণদ, মালিক।
মেঘ : বলাহক, অম্বুদ, অম্বুধর, অম্বুবাহ, অর্ণোদ, বারিদ, বারিমুক, নীরদ, জলদ, জলমুক, তোয়দ, পয়োদ, পয়োধর, জীমূত, তোয়দ, গর্জনা, জলধর, তোয়ধর, অভ্র, ঘন, মারুতাব, সুধাকর, হিমকর, নিশাপতি, কুমুদনাথ, কাদম্বিনী, কুহাব, অবোর, নীরধর, বায়ুবাহ, বিদ্যুদ্বান, অম্বুবাহী।
মৌমাছি : মধুমক্ষিকা, মধুকর, মধুপ, মধুপায়ী, মধুব্রত, মধুভুক, মধুলিট, মধুজীব, মধুকৃৎ, মধুলেহ, মধুলিহ, মধুলেহী, আর্যা, সুকাঠী, পুষ্পলিহ, মক্ষিকামল, পুষ্পকীট।
মৌচাক : মধুজ, মধুপ, মধুচক্র, মধুকোষ, মধুচ্ছত্র, মধুজালক, চাক, করণ্ড, ক্ষৌদ্র, ক্ষৌদ্রজ, ক্ষৌদ্রেয়, সিক্থ।
মৃত্যু : অন্ত, মরণ, ইন্তেকাল, ইহলোক ত্যাগ, জান্নাতবাসী হওয়া, বিনাশ, নিপাত, পরলোকগমন, লোকান্তর, চিরবিদায়, দেহত্যাগ, নাশ, নিধন, শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ, ইহলীলা-সংবরণ, পঞ্চত্বপ্রাপ্তি, লোকান্তরপ্রাপ্তি, স্বর্গলাভ।
মন : অন্তর, দিল, পরান, চিত্ত, হৃদয়, অন্তঃকরণ, প্রাণ, অন্তরাত্মা।
ময়ূর : কলাপ, কলাপী, কেকা, কেকী, বর্হ, বর্হী, শিখণ্ডী, শিখী, সর্পহিংসক, সিতাপাঙ্গ, তাউস, গোর্নদ, শিখাবল, শিখাধর, বর্হিপত্র।
মোরগ : কুক্কুট, অগ্নিচূড়, পেরু, টার্কি, বন মোরগ, বনকুক্কুট, কুক্কটী।

য

যুদ্ধ : অনীক, আহব, জন্য, বিগ্রহ, লড়াই, সংঘর্ষ, সংগ্রাম, সংঘাত, সমর, সমীক, যুধ, সংখ্য, প্রঘাত, যুঝ, যোধন, রণ, সম্মর্দ, সংযুগ, সমীক।

র

রাত্রি : অমা, অমানিশা, ক্ষণদা, যামিনী, যামী, যামিকা, শর্বরী, বিভাবরী, নিশি, রাত, নিশা, রজনী, নিশীথিনী, ক্ষণদা, আমসী, নিশীথ, তমা, নিশুতি, ত্রিযামা, নক্ত, অসুরা, শমনী, যামবতী, অম্বিকা, তামসী, ইন্দুকান্তা।
রানি : মহিষী, সম্রাজ্ঞী, বেগম, রাজ্ঞী, রাজপত্নী।
রাবণ : রাঘবারি, লঙ্কেশ, লঙ্কাপতি, রক্ষঃকুলপতি, নৈকষেয়, বৈদেহীহর, দশানন, লঙ্কানাথ, দশাস্য, দশগ্রীব, বৈশ্রবণ কর্বুরনাথ, রাঘবরিপু, পৌলস্ত্য, নিকষানন্দন।
রামচন্দ্র : রাঘব, পৌলস্ত্যরিপু, দাশরথি, কর্বুররিপু, লঙ্কেশরিপু, রঘুনাথ, রঘুপতি, রঘুবর, সীতাকান্ত, রাবণারি, রাজীবলোচন, জানকীবল্লভ, কৌশল্যেয়।
রাজা : ভূপ, মহীপাল, নৃপ, ক্ষিতীশ, অবনীশ, অধিপ, ক্ষৌণীশ, রাজন্য, দণ্ডধর, ক্ষিতিপ, মহীশ, প্রজেশ, নৃপেন্দ্র, নৃপতি, নৃপবর, নৃপাল, নরপতি, নরেন্দ্র, ভূপাল, নরেশ, বিশংপতি, ঔষ্ণীক, নৃপমণি, ভূপতি, ভূমিপ, ছত্রপতি, অধিভূ, দণ্ডপাল, রাজ্যপাল, নরপাল, প্রজাধিপ, ক্ষিতিপতি, মহীনাথ, মহীন্দ্র, মহীপ, বাদশা, বাদশাহ, সম্রাট।

ল

লঘু : হালকা, লঘিষ্ঠ, অসান্দ্র, অল্পভার, লঘুভার, পাতলা, ভারহীন, লঘীয়ান।
লোভ : লালসা, আকাঙ্ক্ষা, কাম্যবস্তু, কামনা, লিপ্সা, জিঘৃক্ষা, গৃধ্নুতা, লুব্ধতা।
লগ্ন : তিথি, দণ্ড, সময়, কাল, ক্ষণ, মুহূর্ত, ওয়াক্ত।
লজ্জা : শরম, সংশয়, লাজ, সংকোচ, ব্রীড়া, হায়া, সম্ভ্রম, কুণ্ঠা, মন্দাস্য।

শ

শত্রু : অরুন্তুদ, বৈরী, অরি, অরাতি, রিপু, দুশমন, অমিত্র, অবন্ধু, অসুহৃদ, প্রতিপক্ষ, বিরোধ।
শিখর : অগ্র, শীর্ষ, চূড়া, পর্বতশৃঙ্গ, উপরিভাগ, শীর্ষদেশ।
শূন্য : ফাঁকা, অনস্তিত্ব, আকাশ, রহিত, রিক্ত, বিহীন, খালি।
শরীর : দেহ, অঙ্গ, গা, গাত্র, বপু, তনু, গতর, কন্ধ, অঙ্গক, বর্ষ্ম, অপঘন, ইন্দ্রিয়াতন, দেহভৃৎ, দেহযষ্টি, তনুরুচি, প্রত্যঙ্গ, দেহাংশ, উপাঙ্গ, প্রত্যবয়ব, অঙ্গপ্রত্যঙ্গ, শরীরগ্রন্থি, দেহগ্রন্থি, দেহপিঞ্জর।

ষ

ষণ্ডা : গুণ্ডা, বলবান, গোঁয়ার, পালোয়ান, বলিষ্ঠ, কাণ্ডজ্ঞানহীন।
ষণ্ড : ষাঁড়, বলদ, বৃষভ, ঋষভ, শাক্কর, শণ্ড, অনড্বান, বৃষ, দামড়া, গোনাথ।

CamScanner

স

সূর্য : অংশুধর, অংশুপতি, অংশুবাণ, অংশুভর্তা, অংশুমৎ, অংশুমান, অংশুমালী, অংশুহস্ত, অজিষ্ঠ, অরুণ, অর্ক, অর্যমা, অহঃপতি, আদিত্য, আফতাব, অর্দ্রা, ইতু, উষাপতি, কিরণমালী, গ্রহরাজ, চিত্রভানু, তপন, তমোহর, ধ্বান্তারি, দিনকর, দিনপতি, দিবানাথ, দিনেশ, দিনপতি, দিননাথ, দিনমণি, দিবাকর, দিবাবসু, পুষন, পূষা, প্রভাকর, বন্দুকবন্ধু, বালার্ক, বিবস্বান, বিভাকর, বিভাবসু, ভাস্কর, ভানু ভাস্বত, ভাস্বান, ময়ূখমালী, মার্তণ্ড, মিত্র, মিহির, রবি, সবিতা, সুর, সুতপা, সবিতৃ, সূরি, সুব্রজ, সপ্তাশ্ব, হরিদশ্ব।

সমুদ্র : সাগর, সিন্ধু, পাথার, জলধর, তোয়ধি, তোয়নিধি, রত্নাকর, অম্বুধি, জলধি, বারিধি, বারিধর, উদধি, পয়োধি, অর্ণব, জলনিধি, বারীন্দ্র, পারাবার, বারীশ, নীলাম্বু, অম্বুনিধি, প্রচেতা, মকরালয়, জলনাথ, অম্বুপ, জলদলপতি, অম্বুপতি, অম্ভোধি, অম্বুভৃৎ, অম্বুমান, পয়োনিধি, মহার্ণব, ইরাবান, নদীকান্ত, দ্বীপী, ঊর্মিমালী, হিরণ্যদ, রত্নগর্ভ, নীরধি, নীরনিধি, জলেশ, জলেন্দ্র, জলেশ্বর, অম্বুরাশি, সায়র, দরিয়া, অব্দ্ল।

সুন্দর : মনোরম, মনোহর, শোভন, শোভাময়, শোভাযুক্ত, সুদৃশ্য, চারু, রমণীয়, রম্য, কমনীয়, কান্তিমান, কান্তিমতী, কান্তিযুক্ত, লাবণ্যময়, সুকান্ত, সুদর্শ, সুদর্শন, সুশোভন, সৌন্দর্যশালী, ললিত, সুরম্য।

স্ত্রী : পত্নী, ভার্যা, সহধর্মিণী, অর্ধাঙ্গিনী, কলত্র, দার, দারা, জায়া, বধূ, বউ, বনিতা, বিবি, বেগম, গৃহিণী।

স্বর্ণ : সোনা, সুবর্ণ, কাঞ্চন, কনক, হিরণ, হিরণ্য, হেম।

স্বামী : পতি, কান্ত, নাথ, বল্লভ, দয়িত।

সমূহ : নিচয়, চয়, গণ, রাজি, মালা, বর্গ, বৃন্দ, সমুদয়, পুঞ্জ, নিকর, রাশি, দল, পাল, শ্রেণি, সমস্ত, সকল, পটল।

সাদা : শ্বেত, ধবল, নির্মল, প্রসিত, সিত, সিতি, বলক্ষ, বিশদ, অরঞ্জিত, শুক্ল, শুচি, শুভ্র, শ্বেতবর্ণ, দুধবর্ণ, সফেদ।

সিংহ : পশুরাজ, হর্যক্ষ, মৃগেন্দ্র, মৃগরাজ, মৃগপতি, কেশরী, রক্তজিহ্ব, হরি, দ্বিরদান্তক, মৃগপতি, পারীন্দ্র, কলঙ্কষ, সিংহিকা, সিংহী।

স্বর্গ : স্বর্গলোক, শক্রভবন, দেবালয়, দেবলোক, জান্নাত, বেহেশত, সুরপুর, দ্যু, সুরপুরী, সুরসদ্ম, সুরসভা, দণ্ডিক, ধ্রুবলোক, সুরালয়, দ্যুলোক, ইন্দ্রসভা, ঋভুক্ষ, অমরালয়, অমর্ত্যলোক, অমর্ত্যভুবন, দ্যো, অমরা, অমরাবতী, অমরলোক, অমরধাম, অক্ষয়লোক, দ্যাবাপৃথিবী, সুধর্মা, সুধর্মসভা, স্বারাজ্য, নিত্যধাম, ত্রিদশালয়, সুধাধার, আনন্দলোক, দিব্যলোক, দিব্যধাম, দেবভূমি, দেবপুরী, ইন্দ্রপুরী, ইন্দ্ররাজ্য, ইন্দ্রালয়, পুণ্যলোক, অমৃতলোক, ঊর্ধ্বলোক, স্বঃ।

স্বর্ণ : সোনা, কাঞ্চন, কনক, দ্রবিণ, নিষ্ক, হেম, হিরণ্য, সুবর্ণ, হিরণ, মহাধাতু, অগ্নিভ, পিঞ্জান, মহাধাতু, কলধৃত, রুক্ম, হাটক, অগ্নিবীজ, অগ্নিবীর্য।

সাপ : অহি, সর্প, ভুজগ, ভুজঙ্গ, উরগ, নাগ, পন্নগ, কাকোদর, আশীবিষ, ফণী, বায়ুভুক, দ্বিজিহ্ব, কুণ্ডলী, ফণধর, ফণাধর, ফণাবান, বিষধর, অকর্ণ, কুম্ভীলস, সর্পী, পবনাশ, উরঙ্গম, কঞ্চুকী, উরঙ্গ, দ্বিরসন, ভুজঙ্গম, হরি।

সম্মেলন : সভা, জমায়েত, অধিবেশন, সম্মিলন, সমাবেশ, মিটিং, বৈঠক।

সৎ : সত্য, সাধু, উত্তম, বিদ্বান, নিত্য, শুভ, অস্তিত্বশীল।

স্বত্ব : মালিকানা, অধিকার, স্বামিত্ব, প্রভুত্ব, অংশিত্ব, মালিকত্ব।

সত্ত্ব : স্বভাব, সত্তা, অস্তিত্ব, সত্ত্বগুণ, আত্মা, প্রাণ, প্রকৃতি, ত্রিগুণের শ্রেষ্ঠ, পরাক্রম।

হ

হস্ত : ভুজ, হস্তক, পাণি, কর, বাহু, হাত।

হরিণ : সারঙ্গ, কুরঙ্গম, সুনয়ন, ঋষ্য, মৃগ, কুরঙ্গ।

হাতি : করী, দ্বিপ, কুঞ্জর, ক্ষুদ্রাক্ষ, দন্তী, হস্তী, দ্বিরদ, নাগ, ঐরাবত, ইরম্মদ, রদী, মাতঙ্গ, গজ, বৃংগল, নশ, বারণ, রদী, মাকলা, বারণ, কুনকি।

হত : নাশিত, নিহত, ব্যাহত, মন্দ, অশুভ, নষ্ট, লুপ্ত।

হীন : অবনত, অধম, নীচ, অক্ষম, অতিবিনীত, ক্ষীণ, নিন্দনীয়, দুর্দশাপন্ন, গরিব, শূন্য।

লিখিত অংশ : অনুশীলনমূলক কাজ

০১. সমার্থক শব্দের প্রয়োজনীয়তা উল্লেখ কর।

উত্তর : ভাষার সমৃদ্ধি, আলংকারিক সৌন্দর্য ও গঠন কাঠামোকে মার্জিত রূপে উপস্থাপনের ক্ষেত্রে প্রতিশব্দের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। একই শব্দ দিয়ে বাক্য গঠন করলে মনোভাব প্রকাশ অনেক সময় বাধাগ্রস্ত হয়। ভাবকে ভাষার মাধ্যমে সুষ্ঠু ও সুন্দরভাবে প্রকাশের জন্য এবং বক্তব্যকে অধিকতর আকর্ষণীয় করার জন্য সমজাতীয় শব্দের প্রয়োজন হয়। প্রতিশব্দ বক্তব্যে কাব্যিক ব্যঞ্জনা সৃষ্টি করে সাহিত্যকে সমৃদ্ধি দান করার পাশাপাশি বক্তা বা লেখকের মনের পরিতৃপ্তিরও নিবৃত্তি ঘটায়।

০২. প্রতিটির তিনটি করে প্রতিশব্দ লেখ : অপূর্ব, ইঁদুর, কুহক, টান।

উত্তর : প্রদত্ত শব্দগুলোর তিনটি করে প্রতিশব্দ নিচে দেওয়া হলো :

অপূর্ব	আশ্চর্য, অদ্ভুত, অলৌকিক।	ইঁদুর	মূষিক, মুষা, চুহা।
কুহক	মায়া, আলেয়া, ভেল্কি।	টান	আকর্ষণ, মমতা, আসক্তি।

০৩. প্রতিটির তিনটি করে প্রতিশব্দ লেখ : উষর, ওঠা, পামর, শোভন।

উত্তর : প্রদত্ত শব্দগুলোর তিনটি করে প্রতিশব্দ নিচে দেওয়া হলো :

উষর	অনুর্বর, রুক্ষ, মরুময়।	ওঠা	উত্থান, উঠা, চড়া।
পামর	পাপিষ্ঠ, নরাধম, হীন।	শোভন	সুন্দর, মনোজ্ঞ, শোভিত।

০৪. প্রতিটির তিনটি করে প্রতিশব্দ লেখ : ঐক্য, সভ্য, গুণ, বিয়োগ।

উত্তর : প্রদত্ত শব্দগুলোর তিনটি করে প্রতিশব্দ নিচে দেওয়া হলো :

ঐক্য	একতা, একত্ব, সংহতি।	গুণ	দক্ষতা, নৈপুণ্য, স্বভাব।
সভ্য	শিষ্ট, ভদ্র, মার্জিত।	বিয়োগ	বিয়োজন, বিচ্ছেদ, বিরহ।

০৫. সমার্থক শব্দ কাকে বলে? উদাহরণসহ লেখ।

উত্তর : আলোচনা অংশ দ্রষ্টব্য।

বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের বিগত বছরের MCQ প্রশ্নোত্তর

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

০১. কোনটি নদীর সমার্থক নয়? [বিজ্ঞান : ২৩-২৪]
ⓚ সরসী ⓚ বাহিনী ⓖ তটিনী ⓖ সরিৎ — উ: ক

০১. কোনটি নদীর সমার্থক নয়? [বিজ্ঞান : ২৩-২৪]
(ক) সরসী (খ) বাহিনী (গ) তটিনী (ঘ) সরিৎ — উ: ক

০২. 'ধেনু' শব্দের সমার্থক শব্দ– [চারুকলা : ২৩-২৪]
(ক) বিড়াল (খ) বাঘ (গ) গরু (ঘ) ছাগল — উ: গ

০৩. 'পর্বত' এর সমার্থক শব্দ নয়– [খ ২২-২৩]
(ক) মেদিনী (খ) শৈল (গ) অচল (ঘ) অদ্রি — উ: ক

০৪. নিচের কোনটি 'পাথার' শব্দের সমার্থক শব্দ নয়? [ক ২২-২৩]
(ক) অর্ণব (খ) সমুদ্র (গ) জলধি (ঘ) তটিনী — উ: ঘ

০৫. 'ঝান্ডা' শব্দটির সঙ্গে সাদৃশ্যপূর্ণ হলো– [C : ২১-২২]
(ক) ঝাড় (খ) যুদ্ধ (গ) পতাকা (ঘ) আগুন — উ: গ

০৬. 'কিরণ' এর সমার্থক শব্দ নয়– [E : ২১-২২]
(ক) রশ্মি (খ) রবি (গ) কর (ঘ) প্রভা — উ: খ

০৭. 'সিংহ' শব্দের সমার্থক নয়– [E : ২১-২২]
(ক) পশুরাজ (খ) মৃগরাজ (গ) মৃগেন্দ্র (ঘ) মাতঙ্গ — উ: ঘ

০৮. নিম্নের কোনটি সমার্থক শব্দ নয়? [A : ২১-২২]
(ক) কোরক (খ) কুঁড়ি (গ) কনক (ঘ) মুকুল — উ: গ

০৯. নিম্নের কোনটি সমার্থক শব্দ নয়? [A : ২১-২২]
(ক) রঙ্গন (খ) প্রসূন (গ) মঞ্জুরি (ঘ) কুঁড়ি — উ: ঘ

১০. নিম্নের কোনটি সমার্থক শব্দ নয়? [A : ২১-২২]
(ক) অচল (খ) অদ্রি (গ) গিরি (ঘ) লহরি — উ: ঘ

১১. 'সমুদ্র' শব্দটির প্রতিশব্দ– [ক ১৯-২০; ইবি B ১৩-১৪]
(ক) রত্নাকর (খ) অম্বুজ (গ) জলদ (ঘ) বরুণ — উ: ক

১২. নিচের কোন শব্দগুচ্ছ সমার্থক? [গ ১৯-২০]
(ক) নিলয়, নিকেতন, গৃহ, খগ
(খ) ছবি, আলেখ্য, তসবির, নকশা
(গ) সুধাকর, রাকেশ, অভ্র, সোম
(ঘ) বহ্নি, পাবক, শর্বর, তমিস্রা — উ: খ

১৩. 'সংসর্প' শব্দের অর্থ– [ঘ ১৭-১৮]
(ক) হিংস্র (খ) উদার (গ) আঁকাবাঁকা (ঘ) উন্মুক্ত — উ: গ

১৪. 'শীল' এর সমার্থক শব্দ কোনটি? [গ ০০-০১]
(ক) পাথর (খ) ঘর্ষণ
(গ) অবসান (ঘ) চরিত্র — উ: ঘ

CS CamScanner

JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS

'কিরণ' এর প্রতিশব্দ কোনটি? [গ ০১-০২]
ⓚ কর ⓚ প্রভা ⓖ দীপ্তি ⓖ সবগুলোই [উ (ঘ)]

'কুক্কুট' শব্দের অর্থ বের কর– [ঘ ০১-০২; চবি ১১-১২]
ⓚ কুকুর ⓚ সারমেয় ⓖ মোরগ ⓖ আরশোলার শব্দ [উ (গ)]

কোন শব্দটি 'ঘর' এর সমার্থক শব্দ নয়? [গ ০২-০৩]
ⓚ আবাস ⓚ নিকেতন ⓖ ধরণি ⓖ সদন [উ (গ)]

'নিষ্ঠা' এর প্রতিশব্দ কোনটি? [০২-০৩]
ⓚ আকাঙ্ক্ষা ⓚ আসক্তি ⓖ আসক্তি ⓖ অনুরাগ [উ (গ)]

'অমিত' এর সমার্থক শব্দ কোনটি? [গ ০২-০৩]
ⓚ অপূর্ব ⓚ বেশি ⓖ অকুল ⓖ নিশ্চিত [উ (খ)]

'অন্ধ্রাইতা' শব্দটির অর্থ– [খ ০৩-০৪]
ⓚ ভাসা ভাসা জ্ঞান ⓚ পাতা কুড়ানো ⓖ অনুকরণ ⓖ পাতা ভাসানো [উ (ক)]

'মরুৎ' এর সমার্থক শব্দ– [খ ০৩-০৪]
ⓚ পানি ⓚ বাতাস ⓖ মাটি ⓖ মরুদ্যান [উ (খ)]

'বান্ধুল' শব্দের অর্থ– [ঘ ০৩-০৪]
ⓚ লাল মোরগ ⓚ লাল পদ্ম ⓖ লাল শালুক ⓖ লাল [উ (ঘ)]

'কপাল' এর সমার্থক শব্দ– [ঘ ০৪-০৫]
ⓚ চিবুক ⓚ ভাল ⓖ কপোল ⓖ খুলি [উ (খ)]

'বীচি' এর সমার্থক শব্দ– [খ ০৪-০৫]
ⓚ অঙ্কুর ⓚ তরঙ্গ ⓖ নদী ⓖ আঁটি [উ (খ)]

'নীর' এর সমার্থক শব্দ– [গ ০৪-০৫]
ⓚ অগ্নি ⓚ চন্দ্র ⓖ গৃহ ⓖ বারি [উ (ঘ)]

'ধেনু' এর সমার্থক শব্দ– [ক ০৫-০৬; মাভাবিপ্রবি ঘ ১৩-১৪]
ⓚ গরু ⓚ দড়ি ⓖ তীর ⓖ ধনু [উ (ক)]

সমার্থক শব্দগুচ্ছ নির্দেশ কর– [ক ০৫-০৬]
ⓚ পঙ্কজ, উৎপল, শতদল, অরবিন্দ ⓚ রামা, বামা, ধামা, কামিনী
ⓖ ক্ষণপ্রভা, সৌদামিনী, চপলা, তরঙ্গিণী ⓖ ঘন, বারিদ, জলধর, তরল [উ (ক)]

'কান্না' এর সমার্থক শব্দ– [খ ০৫-০৬]
ⓚ বিলাপ ⓚ আহাজারি ⓖ রোনাজারি ⓖ অশ্রু [উ (গ)]

'জঞ্জাল' এর প্রতিশব্দ– [ঘ ০৬-০৭]
ⓚ স্তূপ ⓚ আবর্জনা ⓖ বাঁধ ⓖ জঙ্গল [উ (গ)]

'গুড়গুড়ি' এর ঠিক প্রতিশব্দ– [ঘ ০৭-০৮]
ⓚ ফরসি ⓚ তামাকপাত্র ⓖ গুড়গুড় শব্দ ⓖ গুঁড়িগুঁড়ি বৃষ্টি [উ (ক)]

কোনটি ভিন্নার্থক? [খ ০৭-০৮]
ⓚ নৃপতি ⓚ ভূপতি ⓖ নগেন্দ্র ⓖ নরেন্দ্র [উ (গ)]

সাধারণত কোন ধরনের শব্দের সমার্থক শব্দ হয় না? [খ ০৭-০৮]
ⓚ সাহিত্য শব্দ ⓚ পারিভাষিক শব্দ
ⓖ সংস্কৃত শব্দ ⓖ অজ্ঞাতমূলক শব্দ [উ (খ)]

প্রতিশব্দদ্বয়– [ঘ ০৮-০৯]
ⓚ প্যান্ট-কোর্তা ⓚ মৎস্য-মাংস ⓖ লাল-লোহিত ⓖ ফুট-ফুল [উ (গ)]

'ঋত্বিক' এর প্রতিশব্দ : [গ ০৯-১০]
ⓚ ঋতু ⓚ এলানো ⓖ ঋজু ⓖ হোমক [উ (ঘ)]

'বলাহক' এর সমার্থ– [খ ০৯-১০]
ⓚ জলাশয় ⓚ নদী ⓖ মেঘ ⓖ আকাশ [উ (গ)]

'চাঁদ' এর সমার্থক শব্দ– [ক ০৯-১০]
ⓚ ভানু ⓚ নিশীথিনী ⓖ কোমলকান্ত ⓖ রজনীকান্ত [উ (ঘ)]

[redacted]

৪৩. কোনটি 'নিশা' এর সমার্থক শব্দ নয়? [গ ১১-১২]
ⓚ যামিনী ⓚ শর্বরী ⓖ বিভাবরী ⓖ অরাতি [উ (ঘ)]

৪৪. 'কৃষ্ণাঙ্গ' এর প্রতিশব্দ : [ক ১৩-১৪]
ⓚ কৃষ্ণকায় ⓚ কাকড়া ⓖ কৃষ্ণকায় ⓖ গিরগিটি [উ (ঘ)]

৪৫. নিচের কোনটি 'পৃথিবী' এর সমার্থক শব্দ নয়?
ⓚ অবনী ⓚ বসুধা ⓖ অচলা ⓖ নবনী [উ (ঘ)]

৪৬. কোন শব্দগুচ্ছ সমার্থক? [খ ১৪-১৫]
ⓚ ছায়া, আভাস, প্রতিকার, আস্থা ⓚ ফারাক, ময়দান, তফাত, বাতায়
ⓖ সরলতা, ঋজুতা, নম্রতা, সোজা ⓖ যামিনী, শর্বরী, শশাঙ্ক, নিশাকর [উ (ক)]

৪৭. 'অনুবন্ধ' এর সমার্থক শব্দ কোনটি? [খ ১৫-১৬]
ⓚ অনুরক্ত ⓚ সানুবন্ধ ⓖ সূত্রপাত ⓖ অটুট [উ (গ)]

৪৮. নিচের কোনটি 'প্রতীক্ষা' এর প্রতিশব্দ? [ক ১৬-১৭]
ⓚ নিরর্থক ⓚ বিলম্বন ⓖ সমাপন ⓖ অপেক্ষা [উ (ঘ)]

৪৯. 'সলিল' এর সমার্থক কোনটি? [গ ১৬-১৭]
ⓚ দরিয়া ⓚ অবধি ⓖ উদক ⓖ পারক [উ (গ)]

৫০. কোনটি 'অগ্নি' এর প্রতিশব্দ? [গ ০০-০১]
ⓚ বৈশ্বানর ⓚ কৃশানু ⓖ সর্বভুক ⓖ সবগুলোই [উ (ঘ)]

৫১. 'পদ্ম' ও 'পুষ্প' এর সমার্থক শব্দ কোনগুলো? [গ ০০-০১]
ⓚ অরবিন্দ, প্রসূন ⓚ কমল, শীতাংশু ⓖ নলিনী, শশধর ⓖ কুসুম, কামিনী [উ (ক)]

৫২. 'সুগন্ধ' এর সমার্থক শব্দ– [ঘ ০০-০১]
ⓚ গন্ধবহ ⓚ পরিবাহী ⓖ পরিমল ⓖ খোশ আমদেদ [উ (গ)]

৫৩. 'ঐরাবত' এর সমার্থক শব্দ– [গ ০০-০১]
ⓚ মৃগরাজ ⓚ মৃগেন্দ্র ⓖ গজ ⓖ অর্ণব [উ (গ)]

জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়

০১. কোন গুচ্ছ 'তরঙ্গ' এর সমার্থক শব্দ? [B ১৭-১৮]
ⓚ অর্ণব, সাগর ⓚ বীচি, সৈকত ⓖ লহরি, হিল্লোল ⓖ নিনাদ, কোলাহল [উ (গ)]

০২. 'অর্ক' এর সমার্থক শব্দ কোনটি? [গ ১৭-১৮]
ⓚ বায়ু ⓚ সমুদ্র ⓖ প্রভাকর ⓖ নভোমণ্ডল [উ (গ)]

০৩. কোন গুচ্ছ 'চন্দ্র' এর সমার্থক শব্দ? [E ১৭-১৮]
ⓚ রাতুল, কৌমুদী ⓚ সিন্ধু, অর্ণব ⓖ শশধর, নিশাকর ⓖ তুরঙ্গ, বাজী [উ (গ)]

০৪. কোন গুচ্ছ 'সূর্য' এর সমার্থক শব্দ? [চ ১৬-১৭; চবি D ১৩-১৪]
ⓚ ভূধর, বহ্নি ⓚ শীতাংশু, সেতারা ⓖ আফতাব, অদিত্য ⓖ শীকর, সমীরণ [উ (গ)]

০৫. 'পরাহত' এর সমার্থক শব্দ– [গ ০৬-০৭]
ⓚ নিহত ⓚ আহত ⓖ পরাজিত ⓖ অপরাজিত

Note: 'পরাহত' শব্দের সমার্থক : আহত, পরাজিত, পরাস্ত।

০৬. 'ব্যবসায়ী' এর প্রতিশব্দ– [গ ০৭-০৮]
ⓚ বেনে ⓚ কারবার ⓖ বণিক ⓖ বণিক [উ (ক)]

০৭. সমার্থক শব্দজোড়– [গ ০৯-১০]
ⓚ জীবন-মরণ ⓚ মাতঙ্গ-মার্তণ্ড ⓖ চুরি-ডাকাতি ⓖ হাঁই-পাঁশ [উ (ঘ)]

০৮. কোন শব্দটি সমার্থক নয়? [গ ০৯-১০]
ⓚ পৃথ্বী ⓚ অদ্রি ⓖ মহী ⓖ অবনী [উ (খ)]

০৯. 'মেঘ' এর প্রতিশব্দ– [খ ০৯-১০; জবি ১৪-১৫]
ⓚ ঘন ⓚ পবন ⓖ অম্বু ⓖ জলধি [উ (ক)]

১০. 'অনুশাসন' এর সমার্থক শব্দ কোনটি? [ক ০৯-১০; জবি ১৪-১৫; চবি D ১২-১৩]
ⓚ অনুশীলন ⓚ অনুসরণ ⓖ আদেশ ⓖ অনুরূপ [উ (গ)]

[redacted]

JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS

১৭. [illegible]
১৮. [illegible]
১৯. [illegible]
২০. [illegible]
২১. [illegible]
২২. [illegible]
২৩. [illegible]
২৪. [illegible]
২৫. [illegible]
২৬. [illegible]
২৭. [illegible]
২৮. [illegible]
২৯. [illegible]
৩০. [illegible]

জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়

০১. [illegible]
০২. [illegible]
০৩. [illegible]
০৪. [illegible]
০৫. [illegible]
০৬. [illegible]
০৭. [illegible]
০৮. [illegible]
০৯. [illegible]
১০. [illegible]
১১. [illegible]

১২. 'ধরা' এর সমার্থক শব্দগুচ্ছ কোনটি? [১৯-২০]
(ক) [illegible]
(খ) [illegible]
(গ) [illegible]
(ঘ) [illegible]

১৩. 'অশ্রু' এর সমার্থক শব্দগুচ্ছ কোনটি? [১৯-২০]
(ক) [illegible] (খ) অবিনয়, দম্ভ, ঔদ্ধত্য, দেমাক
(গ) [illegible] (ঘ) [illegible], অবক্র, সিধা, সরল

১৪. [illegible] এর সমার্থক শব্দগুচ্ছ কোনটি? [১৯-২০]
(ক) [illegible] (খ) অনাথ, খোলা, বাদ, নাঙা
(গ) [illegible] (ঘ) অসহায়, খাদ, কওয়া, খাজা

১৫. 'চির' এর সমার্থক শব্দগুচ্ছ কোনটি? [১৯-২০]
(ক) [illegible] (খ) [illegible], আচ্ছন্ন, বিচ্ছিন্ন, নষ্ট
(গ) [illegible] (ঘ) [illegible], নিত্য, নিয়ত, অনবরত

১৬. 'গঙ্গা' শব্দের ঠিক সমার্থক শব্দগুচ্ছ হলো [১৯-২০]
(ক) [illegible] (খ) সুরধুনী, [illegible]
(গ) [illegible] (ঘ) [illegible]

১৭. 'পদ্মিনী' শব্দটির সমার্থক হলো [১৯-২০]
(ক) [illegible] (খ) [illegible] (গ) [illegible] (ঘ) [illegible]

১৮. 'বায়ুভুক' শব্দের সমার্থক কোনটি? [১৯-২০]
(ক) [illegible] (খ) [illegible] (গ) [illegible] (ঘ) [illegible]

১৯. 'অগ্নি' এর সমার্থক নয় কোনটি? [১৯-২০]
(ক) [illegible] (খ) [illegible] (গ) [illegible] (ঘ) [illegible]

২০. 'সুতা' এর সমার্থক শব্দ কোনটি? [১৯-২০]
(ক) [illegible] (খ) [illegible] (গ) [illegible] (ঘ) [illegible]

২১. 'অভ্রভেদী' এর সমার্থক শব্দ কোনটি? [১৯-২০]
(ক) [illegible] (খ) [illegible] (গ) [illegible] (ঘ) [illegible]

২২. নিচের কোন শব্দগুচ্ছ সমার্থক? [১৯-২০]
(ক) [illegible] (খ) [illegible]
(গ) [illegible] (ঘ) [illegible]

২৩. 'আলো' এর সমার্থক শব্দ নয় কোনটি? [১৯-২০]
(ক) [illegible] (খ) [illegible] (গ) [illegible] (ঘ) [illegible]

২৪. 'দ্বিপ' শব্দের অর্থ কী? [১৯-২০]
(ক) আলো (খ) [illegible] (গ) [illegible] (ঘ) [illegible]

২৫. 'সমুদ্র' এর সমার্থক শব্দ কী? [১৯-২০]
(ক) [illegible] (খ) [illegible] (গ) [illegible] (ঘ) [illegible]

২৬. 'সমুদ্র' এর সমার্থক শব্দ নয় কোনটি? [১৯-২০]
(ক) [illegible] (খ) [illegible] (গ) [illegible] (ঘ) [illegible]

২৭. 'ঝড়' এর সমার্থক শব্দ [১৯-২০]
(ক) [illegible] (খ) [illegible] (গ) [illegible] (ঘ) [illegible]

২৮. 'অদিতি' এর সমার্থক শব্দ নয় কোনটি? [১৯-২০]
(ক) [illegible] (খ) [illegible] (গ) [illegible] (ঘ) [illegible]

২৯. 'পৃথিবী' এর সমার্থক শব্দ কোনটি? [১৯-২০]
(ক) [illegible] (খ) [illegible] (গ) [illegible] (ঘ) [illegible]

৩০. 'জল' এর সমার্থক নয় কোনটি? [১৯-২০]
(ক) [illegible] (খ) [illegible] (গ) [illegible] (ঘ) [illegible]

৩১. 'স্বর্ণ' এর সমার্থক শব্দ কোনটি? [১৯-২০]
(ক) [illegible] (খ) [illegible] (গ) [illegible] (ঘ) [illegible]

৩২. 'বাতায়ন' শব্দটির সমার্থক শব্দ কোনটি? [১৯-২০]
(ক) [illegible] (খ) [illegible] (গ) [illegible] (ঘ) [illegible]

৩৩. 'বাধুলি' এর সমার্থক শব্দ কোনটি? [১৯-২০]
(ক) [illegible] (খ) [illegible] (গ) [illegible] (ঘ) [illegible]

৩৪. 'শশী' এর সমার্থক শব্দ কোনটি? [১৯-২০]
(ক) [illegible] (খ) [illegible] (গ) [illegible] (ঘ) শীতল

৩৫. 'অকাতর' এর সমার্থক শব্দ কোনটি? [১৯-২০]
(ক) [illegible] (খ) [illegible] (গ) [illegible] (ঘ) [illegible]

৩৬. নিচের কোনটি 'বিস' শব্দের সমার্থক? [১৯-২০]
(ক) [illegible] (খ) [illegible] (গ) মৃণাল (ঘ) বিসর্জন

'...' এর সমার্থক কোনটি? [গ,সেট৭: ১১-১২]
ⓚ উ... ⓚ নিচল ⓖ উৎপল ⓖ চপল উ: (গ)

'ঢেউ' এর সমার্থক কোনটি? [গ,সেট ৬: ১১-১২]
ⓚ প্রবাহ ⓚ উৎক্ষেপ ⓖ গর্জন ⓖ লহরী উ: (ঘ)

'চিকুর' এর সমার্থক শব্দ কোনটি? [D সেট- ০১, ১২-১৩]
ⓚ অলক ⓚ অম্বর ⓖ শ্রবণ ⓖ অচল উ: (ক)

'উপচার' শব্দের অর্থ কী? [জার্নালিজম, সেট- ০৩, ১২-১৩]
ⓚ উপহার ⓚ উপাদান ⓖ ঐতিহ্য ⓖ অনুষ্ঠান উ: (খ)

'প্রসূন' এর সমার্থক শব্দ কোনটি? [B ,B6 সেট 1: ১৪-১৫]
ⓚ পবিত্র ⓚ প্রভাত ⓖ পুষ্প ⓖ সূর্য উ: (গ)

'ভ্রমর' এর সমার্থক শব্দ কোনটি? [D ,সেট 3 : ১৪-১৫]
ⓚ পায়রা ⓚ মৌচাক ⓖ প্রজাপতি ⓖ পিঁপড়া উ: (খ)

'দামিনী' এর প্রতিশব্দ কোনটি? [E, সেট ৩: ১৪-১৫: রাবি ০৬-০৭: খ ১৭-১৮]
ⓚ রাত্রি ⓚ বিদ্যুৎ ⓖ জলধি ⓖ ধরিত্রী উ: (খ)

'পর্বত' এর সমার্থক শব্দ কোনটি? [F ,সেট-3 : ১৪-১৫]
ⓚ নিকর ⓚ শৈল ⓖ উৎপল ⓖ সবকটি উ: (খ)

কোনটি ভিন্ন অর্থ প্রকাশ করে? [F ,সেট-3 : ১৪-১৫]
ⓚ অটবি ⓚ বিপিন ⓖ বনানী ⓖ সরোজ উ: (ঘ)

'অম্বু' এর সমার্থক শব্দ কোনটি? [গ-১৫-১৬]
ⓚ সলিল ⓚ লোচন ⓖ নন্দন ⓖ চিকুর উ: (ক)

'বনস্পতি' এর সমার্থক শব্দ কোনটি? [D ১৬-১৭]
ⓚ অশ্বত্থ ⓚ বনমালী ⓖ বিটপী ⓖ কাটরা উ: (ক)

'পাতা' এর সমার্থক শব্দ কোনটি? [D ১৬-১৭]
ⓚ শতদল ⓚ কিশলয় ⓖ বল্লরী ⓖ বিটপী উ: (খ)

'পদ্ম' এর সমার্থক শব্দ কোনটি? [D ১৬-১৭; চবি ০৩-০৪]
ⓚ কুমুদ ⓚ শতদল ⓖ প্রসূন ⓖ জলধি

Note: 'পদ্ম'র সমার্থক : কুমুদ, শতদল।

৫০. 'বৃক্ষ' এর সমার্থক শব্দ কোনটি? [D ১৬-১৭]
ⓚ অরবিন্দ ⓚ নিকেতন ⓖ মহীরুহ ⓖ কবরী উ: (গ)

৫১. 'সর্প' এর সমার্থক শব্দ কোনটি? [D ১৬-১৭]
ⓚ মৃগরাজ ⓚ ভুজঙ্গ ⓖ অর্ণব ⓖ অশনি উ: (খ)

৫২. 'বসুন্ধরা' এর সমার্থক শব্দ কোনটি? [বিবিএ ১০-১১]
ⓚ পর্বত ⓚ পৃথিবী ⓖ বাজার ⓖ সমুদ্র উ: (খ)

৫৩. 'তুরগ' কোন শব্দের প্রতিশব্দ? [বিবিএ ১০-১১; E ১৪-১৫]
ⓚ হাতি ⓚ ছোট নদী ⓖ অশ্ব ⓖ মহিষ উ: (গ)

৫৪. 'পরিকর' এর সমার্থক কোনটি? [গ,সেট৮: ১১-১২]
ⓚ প্রতিহারী ⓚ কোমরবন্ধ ⓖ বাহু ⓖ তরবারি উ: (খ)

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়

০১. 'অর্ক' শব্দের সমার্থ– [B : ২৩-২৪]
ⓚ সূর্য ⓚ সমুদ্র ⓖ বায়ু ⓖ নভোমণ্ডল উ: (ক)

০২. 'সায়র' শব্দের অর্থ– [B : ২৩-২৪]
ⓚ নদী ⓚ দীঘি ⓖ সাগর ⓖ নালা উ: (গ)

০৩. 'বিভাবরী' শব্দের প্রতিশব্দ পাওয়া যায় কোন চরণে? [A : ২৩-২৪]
ⓚ গোধূলি গগনে মেঘে ঢেকেছিল তারা
ⓚ বন-কুন্তল এলায়ে বন-শবরী কুরে
ⓖ কেন যামিনী না যেতে জাগালে না
ⓖ এই বধির যবনিকা তুলিয়া মোরে প্রভু দেখাও উ: (গ)

০৪. কোনটি 'পৃথিবী'র সমর্থক শব্দ নয়? [A : ২৩-২৪]
ⓚ ধরণি ⓚ বসুন্ধরা ⓖ অবনি ⓖ অরবিন্দ উ: (ঘ)

০৫. কোনটি চাঁদের প্রতিশব্দ নয়? [A : ২৩-২৪]
ⓚ শশী ⓚ ভানু ⓖ বিধু ⓖ ইন্দু উ: (খ)

০৬. নিচের কোনটি আগুনের প্রতিশব্দ নয়?
ⓚ বৈশ্বানর ⓚ কৃশানু ⓖ আলোক ⓖ উদক উ: (ঘ)

০৭. 'পথ' শব্দের সমার্থক শব্দ কোনটি? [C : ২৩-২৪]
ⓚ স্মরনি ⓚ সরণি ⓖ স্বরনী ⓖ সরনি উ: (খ)

০৮. 'আলো' শব্দের সমার্থক– [A : ২১-২২]
ⓚ হুতাশন ⓚ শিখা ⓖ রওশন Ⓓ অগ্নি উ: (গ)

০৯. 'উত্তম' শব্দের সমার্থক নয়– [A : ২১-২২, ঢাবি খ ১৯-২০]
ⓚ বরেণ্য ⓚ উৎকৃষ্ট ⓖ অভিরুচি ⓖ উপাদেয় উ: (গ)

১০. কোনটি 'কবুতর' এর সমার্থক শব্দ নয়? [A : ২১-২২]
ⓚ নোটন ⓚ লোটন ⓖ কপোত ⓖ পুলিন উ: (ঘ)

১১. 'সুস্মিতা' এর সমার্থক শব্দ কোনটি? [B : ২১-২২, জাবি D, সেট ১: ১৪-১৫]
ⓚ দেহ ⓚ সিংহী ⓖ নারী ⓖ দন্তী উ: (গ)

১২. কোনটি 'অগ্নি' এর সমার্থক শব্দ নয়? [B : ২১-২২]
ⓚ পাবক ⓚ অনল ⓖ সর্বশুচি ⓖ প্রজ্বলিত উ: (ঘ)

১৩. 'পুত্র' এর সমার্থক শব্দ– [A : ২১-২২, C, ১৮-১৯, পাবিপ্রবি B ১৯-২০]
ⓚ প্রসূন ⓚ আত্মজ ⓖ অদ্রি ⓖ বামা উ: (খ)

১৪. 'আকাশ' এর প্রতিশব্দ কোনটি? [B ১৮-১৯]
ⓚ পৃথিবী ⓚ ধরণি ⓖ ধরা ⓖ অম্বর উ: (ঘ)

১৫. 'পর্বত' এর প্রতিশব্দ : [F ১৭-১৮; E, ১৪-১৫; ইবি ০৯-১০; চবি ১৪-১৫]
ⓚ অদ্রি ⓚ অংশু ⓖ অনল ⓖ ক্ষিতি উ: (ক)

১৬. 'মহী' এর সমার্থক শব্দ কোনটি? [B ১৭-১৮; ইবি ১৮-১৯; E ১৮-১৯]
ⓚ চাঁদ ⓚ সূর্য ⓖ আকাশ ⓖ পৃথিবী উ: (ঘ)

১৭. কোনটি 'আগুন' এর সমার্থক শব্দ? [E ১৭-১৮]
ⓚ সৌদামিনী ⓚ তপন ⓖ হেম ⓖ হুতাশন উ: (ঘ)

১৮. 'অটবি' এর প্রতিশব্দ কোনটি? [E ১৭-১৮; জাবি D ১৭-১৮]
ⓚ স্থির ⓚ বন ⓖ নদী ⓖ কুল উ: (খ)

১৯. 'সন্দেশ' এর প্রতিশব্দ : [E ১৭-১৮]
ⓚ খবর ⓚ দুধ ⓖ দোকান ⓖ সকাল উ: (ক)

২০. 'দিন' এর সমার্থক শব্দ– [A ১৭-১৮]
ⓚ অহন ⓚ হীন ⓖ তিমির ⓖ তমিস্র উ: (ক)

২১. 'জলধি' শব্দের অর্থ– [০৩-০৪]
ⓚ অশ্বর ⓚ সাগর ⓖ নীরদ ⓖ কোনোটিই নয় উ: (খ)

২২. 'রাত্রি' শব্দটির কোনটি সমার্থক নয়? [০৫-০৬]
ⓚ শর্বরী ⓚ কাদম্বিনী ⓖ যামিনী ⓖ নক্ত উ: (খ)

২৩. 'কপোল' এর প্রতিশব্দ কী? [০৬-০৭]
ⓚ কপাল ⓚ ভাগ্য ⓖ গাল ⓖ ললাট উ: (গ)

২৪. 'চন্দ্র' এর প্রতিশব্দ নয় কোনটি? [০৬-০৭]
ⓚ শশী ⓚ ইন্দু ⓖ নিশাকর ⓖ মার্তণ্ড উ: (ঘ)

২৫. 'আপণ' এর সমার্থক শব্দ কোনটি? [০৬-০৭]
ⓚ নিজ ⓚ মূল ⓖ দোকান ⓖ পাত্র উ: (গ)

২৬. 'ক্ষণপ্রভা' এর প্রতিশব্দ কী? [০৬-০৭]
ⓚ মধুকর ⓚ প্রভাত ⓖ বিজলী ⓖ অস্থায়ী উ: (গ)

২৭. 'সূর্য' এর প্রতিশব্দ কী? [০৬-০৭; ঢাবি ক ০৭-০৮; জাককানবি ঙ ১৩-১৪]
ⓚ সুধাকর ⓚ কলানিধি ⓖ সবিতা ⓖ অবনী উ: (গ)

২৮. 'আশীবিষ' এর অর্থ কী? [০৬-০৭]
ⓚ ভুজঙ্গ ⓚ মার্তণ্ড ⓖ হুতাশন ⓖ মাতঙ্গ উ: (ক)

২৯. 'বিভাবরী' শব্দের অর্থ– [খ ০৭-০৮; ঢাবি অধি ৭ কলেজ ক: ১৭-১৮]
ⓚ দিবস ⓚ সকাল ⓖ রাত ⓖ দুপুর উ: (গ)

৩০. 'কোকিল' এর প্রতিশব্দ কোনটি? [গ ০৭-০৮, চবি ঙ ০৫-০৬: E ১৬-১৭]
ⓚ পিউ ⓚ পরভৃত ⓖ পাবক ⓖ অংশু উ: (খ)

৩১. 'মার্জার' শব্দের অর্থ কী? [খ ০৭-০৮; ঢাবি খ ০২-০৩: ইবি B ১৫-১৬]
ⓚ সজারু ⓚ খরগোশ ⓖ কুকুর ⓖ বিড়াল উ: (ঘ)

৩২. 'অটবি' শব্দের প্রতিশব্দ– [খ ০৭-০৮; চবি ক ১১-১২]
ⓚ অলি ⓚ ত্রিবদ ⓖ নীরদ ⓖ গাছপালা উ: (ঘ)

৩৩. 'শিখণ্ডী' শব্দের প্রতিশব্দ– [খ ০৭-০৮]
ⓚ কেকা ⓚ নিশি ⓖ গজ ⓖ শর্বরী উ: (ক)

৩৪. 'উপহার' শব্দের অর্থ– [০৯-১০]
ⓚ উপঢৌকন ⓚ সামান্য আহার ⓖ উপবাস ⓖ উপার্জন উ: (ক)

৩৫. 'মেধ' এর সমার্থক শব্দ– [০৯-১০]
ⓚ মজ্জা ⓚ মেধা ⓖ যজ্ঞ ⓖ স্থূলতা উ: (গ)

৩৬. 'মরুৎ' এর সমার্থক শব্দ কোনটি? [০৯-১০]
ⓚ বাতাস ⓚ পানি ⓖ মরূদ্যান ⓖ মাটি উ: (ক)

৩৭. 'শীকর' শব্দের অর্থ কী? [০৯-১০; ঢাবি ঘ ০২-০৩, ৯৯-০০; ইবি ১৩-১৪]
ⓚ শিশির ⓚ নীহারিকা ⓖ জলকণা ⓖ পদ্মফুল উ: (গ)

CamScanner

JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS

৩৮. 'নন্দিনী' এর প্রতিশব্দ কী? [০৯-১০]
ⓚ নারী ⓚ নর্মদিনী ⓖ তনয়া ⓖ সুন্দরী উ: (গ)

৩৯. 'বসুমতী' শব্দের অর্থ– [ক ১০-১১]
ⓚ ধরিত্রী ⓚ ফুল ⓖ গিরি ⓖ কানন উ: (ক)

৪০. 'বিদ্যুৎ' এর সমার্থক শব্দ কোনটি? [খ ১১-১২; চবি ক ০২-০৩]
ⓚ ক্ষণপ্রভা ⓚ পন্নগ ⓖ বিটপী ⓖ মরুত উ: (ক)

৪১. 'ধ্রুব' শব্দের অর্থ কী? [A-৩, সেট ১,১২-১৩]
ⓚ অক্ষয় ⓚ সাদা ⓖ উজ্জ্বল ⓖ আশঙ্কা উ: (ক)

৪২. 'ক্ষিতিতল' শব্দের অর্থ কী? [A-৪, সেট ৩,১২-১৩]
ⓚ লাঙ্গল ⓚ কেঁচো ⓖ নভোতল ⓖ ভূতল উ: (ঘ)

৪৩. 'অগ্নি' এর সমার্থক শব্দ : [E, Even, সেট ২: ১৪-১৫]
ⓚ কিরণ ⓚ ভানু ⓖ পাবক ⓖ প্রভা উ: (গ)

৪৪. 'কপোল' শব্দের অর্থ কী? [F ১৪-১৫]
ⓚ কপাল ⓚ গণ্ডদেশ ⓖ ললাট ⓖ অশ্রুনয়ন উ: (খ)

৪৫. 'ভাতি' এর সমার্থক শব্দ– [F ১৬-১৭]
ⓚ রাত ⓚ আঁধার ⓖ আলো ⓖ ভোর উ: (গ)

৪৬. 'উজ্জ্বল' এর সমার্থক শব্দ কোনটি? [F ১৬-১৭]
ⓚ শীতাংশু ⓚ উত্থিতি ⓖ স্বজা ⓖ খোলতা উ: (ঘ)

৪৭. 'আফতাব' এর সমার্থ কোনটি? [F ১৬-১৭]
ⓚ অর্নব ⓚ রাতুল ⓖ অর্ক ⓖ জলধি উ: (গ)

৪৮. 'গিরিনিস্রাব' শব্দের অর্থ– [০৪-০৫]
ⓚ পর্বত ⓚ নদী ⓖ বাতাস ⓖ আগুন উ: (খ)

৪৯. 'কন্যা' এর কোনটি সমার্থক শব্দ নয়? [০৪-০৫]
ⓚ দুলালী ⓚ দুহিতা ⓖ স্বসা ⓖ আত্মজা উ: (গ)

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়

০১. 'মৃগাঙ্ক' কীসের প্রতিশব্দ? [A : ২৩-২৪]
ⓚ সূর্য ⓚ চন্দ্র ⓖ হরিণ ⓖ নক্ষত্র উ: (খ)

০২. কোনটি ভিন্নার্থক শব্দ? [B : ২৩-২৪]
ⓚ বৈশ্বানর ⓚ প্রভঞ্জন ⓖ পাবক ⓖ কৃশানু উ: (খ)

০৩. 'বিধু' অর্থ কী? [D : ২১-২২]
ⓚ চাঁদ ⓚ সূর্য ⓖ ভাগ্য ⓖ ললাট উ: (ক)

০৪. কোনটি 'কন্যা'র সমার্থক শব্দ নয়? [D : ২১-২২]
ⓚ নন্দিনী ⓚ দুহিতা ⓖ দারিকা ⓖ আত্মজ উ: (ঘ)

০৫. নিচের কোনটি 'নদী' এর সমার্থক শব্দ নয়? [J ১৬-১৭]
ⓚ প্রবাহিনী ⓚ তটিনী
ⓖ স্রোতস্বিনী ⓖ বারিধি উ: (ঘ)

০৬. নিচের কোনটি 'গর্জন' এর সমার্থক শব্দ নয়? [J ১৬-১৭]
ⓚ নিনাদ ⓚ চিৎকার ⓖ কলহ ⓖ শোর উ: (গ)

০৭. 'অখণ্ড' এর সমার্থ শব্দ বা প্রতিশব্দ নয় কোনটি? [B2-8 ১৬-১৭; খ ১৬-১৭]
ⓚ বিভক্ত ⓚ অবিভক্ত
ⓖ পরিপূর্ণ ⓖ সম্পূর্ণ উ: (ক)

০৮. কোনটি 'সূর্য' এর সমার্থক নয়? [ঘ ০২-০৩]
ⓚ মেদিনী ⓚ রবি ⓖ আদিত্য ⓖ প্রভাকর উ: (ক)

০৯. কোনটি 'স্বর্ণ' এর সমার্থক শব্দ নয়? [খ ০৪-০৫]
ⓚ সোনা ⓚ কনক ⓖ সুবর্ণ ⓖ হিরণ্য উ: (ক)

১০. 'বিদ্যুৎ' এর সমার্থক শব্দ– [ঘ ০৪-০৫]
ⓚ অনিল ⓚ চপলা ⓖ কান্তার ⓖ শঙ্কা উ: (খ)

১১. 'চাঁদ' এর সমার্থক শব্দ- [গ ০৪-০৫]
ⓚ যামিনী ⓚ বিধু ⓖ তটিনী ⓖ উর্মি উ: (খ)

১২. 'সূর্য' এর সমার্থক শব্দ– [০৪-০৫, ০৫-০৬; ঢাবি খ ০৬-০৭; রাবি গ ১১-১২]
ⓚ বিবস্বান ⓚ মরুৎ ⓖ উরগ ⓖ ক্ষিতি উ: (ক)

১৩. কোনটি 'চন্দ্র' শব্দের সমার্থক? [গ ০৫-০৬]
ⓚ আদিত্য ⓚ সুধাকর ⓖ অম্বু ⓖ অম্বর উ: (খ)

১৪. 'কাকোদর' এর সমার্থক শব্দ কোনটি? [ঙ ০৫-০৬; রাবি ০৯-১০]
ⓚ সাপ ⓚ গরু ⓖ কেঁচো ⓖ তীর উ: (ক)

১৫. 'নীর' এর সমার্থক শব্দ কোনটি? [জ ০৭-০৮; রাবি D ১৪-১৫]
ⓚ জল ⓚ পাখির বাসা ⓖ মেঘ ⓖ নদী উ: (ক)

১৬. কোনটি ঠিক নয়? [ঙ ০৯-১০; ১৪-১৫]
ⓚ অনিল - বাতাস ⓚ অবধান - সৎকর্ম
ⓖ অংস - কাঁধ ⓖ মেঘ - জলদ উ: (খ)

১৭. 'সূর্য' এর সমার্থক শব্দ কোনটি? [খ ০৯-১০]
ⓚ নিগ্রহ ⓚ দিবাকর ⓖ কনক ⓖ অর্ণব উ: (খ)

১৮. 'পাষণ্ড' শব্দের মূল অর্থ– [খ ১১-১২]
ⓚ পাপ ⓚ কাণ্ড ⓖ পাপিষ্ঠ ⓖ নির্মম উ: (ক)

১৯. 'গণ্ডদেশ' শব্দের অর্থ কী? [খ ১১-১২]
ⓚ গ্রাম ⓚ দ্বীপ ⓖ গলা ⓖ গাল উ: (ঘ)

২০. 'দ্বন্দ্ব' শব্দের অর্থ– [ঙ ১১-১২]
ⓚ মিলন ⓚ জোড়া
ⓖ শান্তি ⓖ মীমাংসা

Note: 'দ্বন্দ্ব' শব্দটির অর্থ : বিরোধ; কিন্তু সমাসের ক্ষেত্রে 'দ্বন্দ্ব' অর্থ : মিলন, যুগল, জোড়া।

২১. 'পাণিগ্রহণ' কথাটি কী গ্রহণ থেকে এসেছে? [ঙ ১১-১২]
ⓚ মালা ⓚ ফুল ⓖ বীণা ⓖ হাত উ: (ঘ)

২২. 'বাতাস' শব্দের প্রতিশব্দ কী? [খ ১১-১২]
ⓚ ভানু ⓚ অনিল ⓖ বলয় ⓖ বরাভয় উ: (খ)

২৩. 'পর্বত' এর সমার্থক শব্দ নয় কোনটি? [ছ ১১-১২]
ⓚ অদ্রি ⓚ নগ ⓖ বিধু ⓖ শৈল উ: (গ)

২৪. 'ইরা' এর সমার্থক শব্দ– [ঙ ১১-১২]
ⓚ পৃথিবী ⓚ হাতি ⓖ বিশাল ⓖ চন্দ্র উ: (ক)

২৫. 'অভিজ্ঞান' এর সমার্থক শব্দ কোনটি নয়? [F- ১৩-১৪]
ⓚ স্মারক ⓚ নিদর্শন ⓖ পরিচায়ক ⓖ অবাধ উ: (ঘ)

২৬. কোনটি 'পানি' এর সমার্থক শব্দ নয়? [C_1 -১৩-১৪]
ⓚ কাণ্ডার ⓚ বারি ⓖ বারুণ ⓖ ইরা উ: (ক)

২৭. 'কন্যা' শব্দের সমার্থক কোনটি? [B -১৩-১৪]
ⓚ অনুজা ⓚ তনয়া ⓖ সুত ⓖ অবলা উ: (খ)

২৮. 'সমুদ্র' এর প্রতিশব্দ কোনটি? [G -১৩-১৪]
ⓚ তটিনী ⓚ জলধর ⓖ সিন্ধু ⓖ সলিল উ: (গ)

২৯. 'বিটপ' শব্দটির ঠিক উত্তর কোনটি? [ক ০২-০৩]
ⓚ শীতল ছায়া ⓚ বাতাসের শব্দ
ⓖ গাছের শাখা ⓖ গভীর বন উ: (গ)

৩০. কোনটি 'পৃথিবী' শব্দের সমার্থক নয়? [গ ০২-০৩]
ⓚ অবনী ⓚ বসুমতি ⓖ জলদ ⓖ ভুবন উ: (গ)

৩১. 'কাঞ্চন' এর সমার্থক শব্দ কোনটি? [ঘ ০২-০৩]
ⓚ চাঁদ ⓚ সূর্য ⓖ পদ্ম ⓖ স্বর্ণ উ: (ঘ)

৩২. 'সন্ধ্যা' এর এর সমার্থক শব্দ কোনটি? [গ ০১-০২]
ⓚ প্রাহ্ণ ⓚ অপরাহ্ণ ⓖ সায়াহ্ন ⓖ তামসী উ: (গ)

৩৩. 'চন্দ্র' এর সমার্থক শব্দ কোনটি? [গ ০১-০২]
ⓚ কুমুদ ⓚ ধেনু ⓖ শশাঙ্ক ⓖ মিহির উ: (গ)

GST গুচ্ছ বিশ্ববিদ্যালয়

০১. 'ক্ষিতি' শব্দের প্রতিশব্দ কোনটি? [A : ২৩-২৪]
ⓚ আকাশ ⓚ অন্তরীক্ষ ⓖ আদিত্য ⓖ পৃথ্বী উ: (খ)

০২. 'কোকিল' শব্দের সমার্থক শব্দ কোনটি? [B : ২৩-২৪]
ⓚ পারাবত ⓚ পুলিন ⓖ পিক ⓖ মাতঙ্গ উ: (গ)

০৩. 'সহসা' কোন শব্দের বিকল্প হিসেবে ব্যবহার করা হয়? [B ২২-২৩]
ⓚ হঠাৎ ⓚ শীঘ্র ⓖ তাড়াতাড়ি ⓖ সত্বর উ: (ক)

০৪ কোনটি 'উপচয়' শব্দের সমার্থক নয়? [C : ২১-২২]
ⓚ নিচয় ⓚ সৃষ্টি ⓖ উন্নতি ⓖ উত্থাপন উ: (ঘ)

০৫. 'দুর্নিবার' শব্দের সমার্থক শব্দ কোনটি? [A : ২১-২২]
ⓚ অনিবার্য ⓚ বারবার
ⓖ অনুসার ⓖ তুরঙ্গ

Note: 'দুর্নিবার' বিশেষণবাচক শব্দটির অর্থ : নিবারণ করা কষ্টসাধ্য এমন অর্থাৎ দুর্বার; অপরদিকে, 'অনিবার্য' শব্দটির অর্থ : নিবারণ করা যায় না এমন।

০৬. 'তদন্ত' শব্দের সমার্থক শব্দ কোনটি? [B : ২১-২২]
ⓚ অনুশীলন ⓚ আরজি
ⓖ নিরবশেষ ⓖ প্রতিরূপীকরণ উ: (গ)

JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS

খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়

কোনটি 'পৃথিবী' শব্দের সমার্থক? [B ১৮-১৯; চবি ক ১০-১১]
ক [illegible] খ প্রকৃতি গ উর্বী ঘ অরবিন্দ উ: গ

'স্বর্ণ' এর সমার্থক শব্দ কোনটি? [ক. মা. ১০-১১]
ক [illegible] খ [illegible] গ [illegible] ঘ [illegible] উ: ক

'চুল' এর সমার্থক শব্দ কোনটি? [ক. মা. ১০-১১]
ক কুন্তল খ কৌমুদী গ চিকুর ঘ অম্বুজ উ: গ

'আবাহন' শব্দের অর্থ কোনটি? [A&HS: 11-12]
ক [illegible] খ আমন্ত্রণ গ নিমন্ত্রণ ঘ আগমন উ: খ

নিচের কোনটি 'মেদিনী' শব্দের সমার্থক? [S ১৬-১৭]
ক পদ্ম খ পর্বত গ পৃথিবী ঘ নদী উ: গ

'ইচ্ছা' এর প্রতিশব্দ কোনটি? [L ১৬-১৭]
ক [illegible] খ এষণা গ তুষ্টি ঘ স্থির উ: খ

জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলাম বিশ্ববিদ্যালয়

০১. 'মেঘ' এর সমার্থক শব্দ কোনটি? [A ১৯-২০]
ক বারিদ খ পাথার
গ [illegible] ঘ সলিল উ: ক

০২. কোনটি 'চন্দ্র' এর প্রতিশব্দ নয়? [AP ১৮-১৯]
ক অর্ক খ শশধর
গ হিমাংশু ঘ সুধাকর উ: ক

০৩. কোনটি 'আকাশ' এর সমার্থক শব্দ নয়? [AP ১৮-১৯]
ক অম্বর খ বিমান গ ব্যোম ঘ শশধর উ: ঘ

০৪. 'সূর্য' এর প্রতিশব্দ কোনটি? [AL ১৭-১৮; রবি K ১৭-১৮]
ক সুধাংশু খ শশাঙ্ক গ বিধু ঘ আদিত্য উ: ঘ

০৫. 'মনীষা' এর প্রতিশব্দ নয় কোনটি? [AL ১৭-১৮]
ক প্রতিভা খ প্রজ্ঞা গ মেধা ঘ রুচিবোধ উ: ঘ

০৬. 'পর্বত' এর সমার্থক শব্দ কোনটি? [D১৭-১৮; কৃষি S১৪-১৫]
ক নগ খ ফণা গ অম্বর ঘ শশী উ: ক

০৭. 'শৈল' এর সমার্থক শব্দ কোনটি? [D১৭-১৮]
ক পৃথিবী খ পর্বত গ কালি ঘ নদী উ: খ

০৮. 'বিদ্যুৎ' শব্দের সমার্থক : [ক ১৬-১৭; চবি খ ১২-১৩]
ক শম্পা খ মরুৎ গ ময়ূখ ঘ ছটা উ: ক

০৯. কোন শব্দটির অর্থ অন্য তিনটি হতে ভিন্ন? [গ ১৬-১৭; রবি ০৪-০৫]
ক সৈকত খ বেলাভূমি গ তট ঘ তটিনী উ: ঘ

বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়

০১. 'অম্বর' এর সমার্থক শব্দ কোনটি? [B ১৯-২০]
ক আবরণ খ আচ্ছাদন গ আভরণ ঘ অকিঞ্চন উ: গ

০২. 'চাঁদ' এর সমার্থক শব্দ কোনগুলো? [A১৭-১৮]
ক শৈল, হিমাংশু খ চন্দ্র, আদিত্য গ শশাঙ্ক, হিমাংশু ঘ তপন, চন্দ্র উ: গ

০৩. 'অগ্নি' এর প্রতিশব্দ কোনগুলো? [A১৭-১৮]
ক অনল, আরক্ত খ বহ্নি, অটবি গ অনল, বহ্নি ঘ সর্বভুক, প্রবল উ: গ

০৪. 'কিউরেটর' শব্দের বাংলা প্রতিশব্দ কী? [A১৭-১৮]
ক রকেট খ জাদুঘর রক্ষক
গ পরিচালক ঘ প্রস্তুতকারী উ: খ

০৫. 'আহব' এর সমার্থক শব্দ কোনটি? [B১৭-১৮]
ক নিধন খ স্বর্ণ গ নীর ঘ যুদ্ধ উ: ঘ

০৬. নিচের কোনটি 'পুত্র' শব্দের সমার্থক শব্দ নয়? [B১৭-১৮]
ক [illegible] খ নন্দন গ তনয় ঘ সুত উ: ক

০৭. 'পদ্ম' এর সমার্থক শব্দ কোনটি? [B১৭-১৮]
ক মনসিজ খ জলধর গ অরবিন্দ ঘ অম্বুজ উ: গ

০৮. 'ভ্রমর' অর্থে কোনটি শুদ্ধ নয়? [B১৭-১৮]
ক মধুলেহ খ ভোমরা গ মৌমাছি ঘ মধুময় উ: ঘ

০৯. 'বিদ্যুৎ' এর সমার্থক শব্দ— [B১৭-১৮]
ক অনিল খ চপলা
গ কাজর ঘ শম্প উ: খ

১০. 'নদী' এর প্রতিশব্দ হলো— [B১৭-১৮]
ক তটিনী, প্রবাহিনী, বরুনা খ তটিনী, বরুনা, শৈবলিনী
গ তটিনী, শৈবলিনী, কল্লোলিনী ঘ তটিনী, কল্লোলিনী, প্রমদা উ: গ

১১. 'ভ্রমর' এর সমার্থক শব্দ কোনটি? [C১৭-১৮]
ক পুষ্প খ শব্দ গ পাখি ঘ [illegible] উ: ঘ

১২. 'অর্বাচীন' শব্দের সমার্থক কোনটি? [১১-১২]
ক বিসর্জন খ অতীন্দ্রিয় গ প্রাচীন ঘ নব্য উ: ঘ

১৩. 'বামেতর' শব্দটির অর্থ- [B সেট ২, ১২-১৩]
ক বাম খ বারণ গ ডান ঘ বিকেল উ: গ

১৪. 'পবন' এর সমার্থক শব্দ কোনটি? [B -১৩-১৪]
ক সুধা খ সুষমা গ সুবাস ঘ সমীরণ উ: ঘ

১৫. 'মেয়ে' শব্দের সমার্থক কোনগুলো? [A-১৫-১৬]
ক নারী, মহিলা খ কন্যা, প্রভা গ তনয়া, কন্যা ঘ দুহিতা, রমণী উ: গ

১৬. 'সূর্য' এর সমার্থক শব্দ কোনটি? [C ১৬-১৭]
ক শুক্র খ ভুজঙ্গ গ দ্যুলোক ঘ দিনমণি উ: ঘ

১৭. 'হস্তী' এর সমার্থক- [B ১৬-১৭]
ক ঘোড়া খ হাতি গ কিরণ ঘ খাজনা উ: খ

১৮. 'সর্প' এর সমার্থক শব্দ নয় কোনটি? [B ১৬-১৭]
ক অহি খ পন্নগ গ উরগ ঘ দিনমণি উ: ঘ

১৯. কোনটি 'মেঘ' শব্দের সমার্থক নয়? [B ১৬-১৭]
ক নীরদ খ অম্বুদ গ অম্বু ঘ পয়োধর উ: গ

ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়

০১. 'মকর' এর সমার্থক শব্দ— [B ১৯-২০]
ক বিড়াল খ হরিণ গ কুমির ঘ শিয়াল উ: গ

০২. 'অঙ্গদ' এর সমার্থক শব্দ কোনটি? [B ১৮-১৯]
ক অলংকার খ পুত্র গ কারুকার্যময় শাড়ি ঘ চারুকর্ম উ: ক

০৩. 'গোঁফ, দাড়ি' অর্থে কোনটি ঠিক? [B ১৮-১৯]
ক শ্মশ্রূ খ শ্মশ্রু গ শশ্রু ঘ শ্মশ্র উ: খ

০৪. 'ভানু' এর প্রতিশব্দ কোনটি? [A১৭-১৮]
ক তড়িৎ খ সূর্য গ অগ্নি ঘ শৈল উ: খ

০৫. 'পাঁশুটে' শব্দের অর্থ কী? [B১৭-১৮]
ক বর্ণহীন খ তামাটে গ ফ্যাকাশে ঘ সবুজাভ উ: গ

০৬. 'অনীক' এর সমার্থক শব্দ কোনটি? [B১৭-১৮; চবি ঙ ১১-১২]
ক সূর্য খ সমুদ্র গ যুদ্ধক্ষেত্র ঘ সৈনিক উ: ঘ

০৭. 'নীপ' এর সমার্থক শব্দ কোনটি? [B১৭-১৮]
ক কেয়া খ কদম গ টগর ঘ শিউলি উ: খ

০৮. 'বিজিত' শব্দের অর্থ কী? [B১৭-১৮]
ক পরাজিত খ পুরস্কৃত গ জয়লাভ করা ঘ জয়ী উ: ক

০৯. 'জঙ্গম' এর সমার্থক শব্দ কোনটি? [B১৭-১৮; রবি গ ১১-১২]
ক যুদ্ধের ময়দান খ ঘন অরণ্য
গ গতিশীল ঘ গুপ্ত উ: গ

১০. 'কুবলয়' এর সমার্থক শব্দ কোনটি? [B১৭-১৮]
ক পর্বত খ পদ্ম গ শত্রু ঘ দুঃসময় উ: খ

১১. 'সাদা' শব্দের সমার্থক কোনটি? [C১৭-১৮]
ক সিত খ শোভাময় গ সুদর্শন ঘ অর্ক উ: ক

১২. 'বিদ্যুৎ' এর সমার্থক শব্দ কোনটি? [H১৭-১৮]
ক যামিনী খ দামিনী
গ ভামিনী ঘ কাদম্বিনী উ: খ

১৩. কোনটি 'আগুন' এর সমার্থক নয়? [গ ০৪-০৫]
ক বহ্নি খ আগ গ সখি ঘ পাবক উ: গ

১৪. 'অগ্নি' এর প্রতিশব্দ কোনগুলো? [চ ০৪-০৫, C -১৩-১৪, BRUR,A সেট ২, ১২-১৩]
ক অংশু, জ্যোতি খ অতি, অতীব
গ অংশু, কর ঘ বহ্নি, হুতাশন উ: ঘ

১৫. 'অতিশয়' এর সমার্থক শব্দ কোনটি? [ঘ ০৪-০৫]
ক অত্যন্ত খ সদাশয় গ অগ্রণী ঘ নিবিড় উ: ক

১৬. 'দিন' এর সমার্থক শব্দ কোনটি? [গ ০৫-০৬]
ক অহন খ হীন গ তিমির ঘ তমিস্র উ: ক

CamScanner

১৭. কোনটি 'সূর্য' এর সমার্থক নয়? [গ ০৯-১০]
ⓚ সবিতা ⓚ অদ্রি ⓖ ভানু ⓖ পূষণ উ: (খ)

১৮. 'সূর্য' এর সমার্থক শব্দ কোনটি? [গ ০৯-১০]
(ক) হিরণ (খ) মিহির (গ) দ্যুলোক (ঘ) মেঘ জ্যোতি উ: (খ)

১৯. 'পরভৃৎ' এর সমার্থক শব্দ- [খ ০৯-১০; রাবি ০৮-০৯]
(ক) কাক (খ) কোকিল (গ) পরোপকারী (ঘ) ভৃত উ: (ক)

২০. 'মেঘ' শব্দের সমার্থক— [খ ০৯-১০]
(ক) খগ (খ) দ্রুম (গ) বরুণ (ঘ) পর্জন্য উ: (ঘ)

২১. কোন শব্দটি 'কোকিল' এর সমার্থক? [খ ১০-১১]
(ক) অন্যপুষ্ট (খ) পরপুষ্ট (গ) পরভৃত (ঘ) সবকটি উ: (ঘ)

২২. 'গুলতানি' শব্দের অর্থ হলো- [১১-১২]
(ক) ভণ্ডামি (খ) গুঞ্জন (গ) গালগল্প (ঘ) মোনাফেকি উ: (গ)

২৩. 'অম্ভোজ' এর সমার্থক শব্দ কোনটি? [B-১৫-১৬]
(ক) ভূভৃৎ (খ) পাকি (গ) কুবলয় (ঘ) বায়স উ: (গ)

২৪. 'মৃগেন্দ্র' এর প্রতিশব্দ? [H ১৬-১৭]
(ক) মৃগ (খ) সিংহ (গ) মৃগী (ঘ) মৃগয়া উ: (খ)

২৫. কোনটি ভিন্নার্থক শব্দ? [C ১৬-১৭]
(ক) বহ্নিমিত্র (খ) প্রভঞ্জন (গ) পবন (ঘ) কৃশানু উ: (ঘ)

২৬. 'সূর্য' এর সমার্থক শব্দ— [B ১৬-১৭]
(ক) শিখি (খ) ময়ূর (গ) বিভাবসু (ঘ) পাবক উ: (গ)

২৭. 'তনু' এর সমার্থক শব্দ কোনটি? [H ১৬-১৭]
(ক) গাত্র (খ) গড় (গ) তুরগ (ঘ) নাগ উ: (ক)

২৮. 'নদী' শব্দের সমার্থক— [B ১৬-১৭]
(ক) ক্ষিতিধর (খ) সমুদ্রকান্তা (গ) জলদ (ঘ) বারিবাহ উ: (খ)

২৯. 'আভরণ' এর সমার্থক শব্দ— [B ১৬-১৭]
(ক) অলঙ্কার (খ) আচ্ছাদন (গ) অন্নসংস্থান (ঘ) লালন-পালন উ: (ক)

৩০. 'কোকিল' এর সমার্থক শব্দ কোনটি? [শাপলা ১১-১২; গ ০৯-১০]
(ক) কেশ (খ) অহি (গ) পিক (ঘ) কুন্তল উ: (গ)

৩১. 'কন্যা' এর সমার্থক শব্দ— [B -১৩-১৪]
(ক) পন্নগ (খ) পরভৃত (গ) জায়া (ঘ) আত্মজা উ: (ঘ)

৩২. 'পর্বত' এর প্রতিশব্দ— [B -১৩-১৪]
(ক) বসুমতী (খ) অবনী (গ) ক্ষেতী (ঘ) ভূধর উ: (ঘ)

৩৩. 'কুহক' এর সমার্থক শব্দ— [C -১৩-১৪]
(ক) কুসংস্কার (খ) অলিক (গ) ইন্দ্রজাল (ঘ) কথন উ: (গ)

৩৪. 'কড়চা' এর সমার্থক শব্দ— [C -১৩-১৪]
(ক) রোজনামচা (খ) ঝগড়া (গ) খসড়া (ঘ) নিয়তি উ: (ক)

৩৫. 'পঙ্কজ' এর প্রতিশব্দ হলো— [H -১৩-১৪]
(ক) পাঁক (খ) উৎপল (গ) তটিনী (ঘ) শৈল উ: (খ)

কুমিল্লা বিশ্ববিদ্যালয়

০১. 'চুল' এর ঠিক সমার্থক শব্দ কোনটি? [B ১৯-২০; ঢাবি ক ১৫-১৬]
(ক) অম্বর (খ) পিক (গ) চিকুর (ঘ) অদ্রি উ: (গ)

০২. 'চিতা' শব্দটির সমার্থক শব্দ কোনটি? [C ১৯-২০]
(ক) মন (খ) হৃদয় (গ) আগুন (ঘ) প্রাণ উ: (গ)

০৩. 'পাথর' এর সমার্থক নয় কোনটি? [C ১৮-১৯]
(ক) উপল (খ) মণি (গ) গিরি (ঘ) প্রস্তর উ: (গ)

০৪. 'বীতিহোত্র' এর সমার্থক শব্দ কোনটি? [খ+গ ০৮-০৯]
(ক) অগ্নি (খ) অপলক (গ) যজ্ঞ (ঘ) লালসা উ: (ক)

০৫. 'পাণি' শব্দের অর্থ— [খ+গ ০৮-০৯]
(ক) জল (খ) হাত (গ) পরিষ্কার (ঘ) সৌন্দর্য উ: (খ)

০৬. 'তটিনী' এর প্রতিশব্দ কোনটি? [A -১৩-১৪]
(ক) কূল (খ) সলিল (গ) জলদি (ঘ) নদী উ: (ঘ)

০৭. 'পদ্মাসন' এর প্রতিশব্দ কী? [B -১৩-১৪]
(ক) ফুলের আসন (খ) নরম আসন (গ) আসন পেতে বসা (ঘ) পদ্মের আসন উ: (ঘ)

০৮. 'অপ' এর সমার্থক শব্দ কোনটি? [C-১৫-১৬]
(ক) দরিয়া (খ) লোচন (গ) পবন (ঘ) নীর উ: (ঘ)

০৯. 'সূর্য' এর সমার্থক শব্দ কোনটি? [A ১৬-১৭]
(ক) কল্প (খ) পূষন (গ) মনীবক (ঘ) অগ্নিসন উ: (খ)

বরিশাল বিশ্ববিদ্যালয়

০১. কোনটি সমার্থক শব্দ নয়? [ক,খ ১১-১২]
(ক) কামিনী (খ) দামিনী (গ) রমণী (ঘ) ললনা উ: [illegible]

০২. 'অগ্নি' এর সমার্থক শব্দ— [ক,খ ১১-১২]
(ক) সর্বভুক (খ) দ্যুতি (গ) বিধু (ঘ) প্রভাকর উ: [illegible]

০৩. 'শরণ' শব্দের অর্থ কী? [A 12-13]
(ক) রাস্তা (খ) মনে করা
(গ) বিপদ (ঘ) আশ্রয়দাতা উ: [illegible]

০৪. কোন শব্দটি ভিন্নার্থক? [B -১৩-১৪]
(ক) কামিনী (খ) অঙ্গনা (গ) রামা (ঘ) চারু উ: [illegible]

০৫. 'কোকনদ' এর সমার্থক শব্দ— [B -১৩-১৪; ঢাবি ক ১১-১২]
(ক) গোলাপ (খ) টগর (গ) শাপলা (ঘ) পদ্ম উ: [illegible]

০৬. 'তরঙ্গ' এর সমার্থক শব্দ হলো— [ব্যবসায় -১৩-১৪]
(ক) কল্লোল (খ) বারিধি (গ) ᵔ সাধার (ঘ) বীচি উ: [illegible]

০৭. 'হস্তী' এর প্রতিশব্দ— [C -১৩-১৪; ঢাবি ঘ ০৩-০৪]
(ক) তুরগ (খ) কুঞ্জর (গ) অরুরু (ঘ) ভুজগ উ: [illegible]

০৮. 'সমুদ্র' এর সমার্থক শব্দ কোনটি? [C -১৩-১৪; ঢাবি ০৫-০৬; জবি ০৭-০৮]
(ক) অদ্রি (খ) জলধর (গ) দ্বিরদ (ঘ) উদধি উ: [illegible]

০৯. 'চাঁদ' এর সমার্থক শব্দ— [D -১৩-১৪]
(ক) অর্ক (খ) মিহির (গ) ইরা (ঘ) বিধু উ: [illegible]

১০. কোনটি সমার্থক শব্দ নয়? [গ ১৪-১৫]
(ক) ব্যোম (খ) গগন (গ) দ্যুলোক (ঘ) অর্ণব উ: [illegible]

১১. কোনটি ভিন্নধর্মী? [গ-১৫-১৬]
(ক) আফতাব (খ) সবিতা (গ) খদ্যোত (ঘ) অরুণ উ: [illegible]

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বি. ও প্র. বিশ্ববিদ্যালয়

০১. 'সূর্য' শব্দের সমার্থক শব্দ কোনটি? [F ১৯-২০]
(ক) শশাঙ্ক (খ) বিধু (গ) অর্ণব (ঘ) অর্ক উ: [illegible]

০২. নিচের কোনটি অমিল? [D ১৮-১৯]
(ক) আদিত্য (খ) পৃথ্বী (গ) ক্ষিতি (ঘ) মহী উ: [illegible]

০৩. 'বিচলিত' এর সমার্থক শব্দ কোনটি? [D ১৭-১৮]
(ক) আলোড়িত (খ) চঞ্চল
(গ) অস্থির (ঘ) উপরের সবগুলো উ: [illegible]

০৪. 'সময়' এর সমার্থক শব্দ কোনটি? [D ১৭-১৮]
(ক) হাসিল (খ) তিথি (গ) প্রহর (ঘ) সবুর উ: [illegible]

০৫. 'পাবক' নিচের কোন শব্দের প্রতিশব্দ? [G ১৭-১৮; রাবি ১৪-১৫]
(ক) কিরণ (খ) দিবস (গ) অগ্নি (ঘ) বাতাস উ: [illegible]

০৬. কোনটি 'ধন' শব্দের সমার্থক শব্দ? [D -১৩-১৪]
(ক) বিভব (খ) ভূপতি (গ) পারাবার (ঘ) ধেনু উ: [illegible]

০৭. 'কর্কশ' এর সমার্থক শব্দ কোনটি? [F ১৬-১৭]
(ক) পরুষ (খ) দাক্ষিণাত্য
(গ) ছেদন (ঘ) প্রর্থুষিত উ: [illegible]

মাওলানা ভাসানী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়

০১. 'পর্বত' এর সমার্থক শব্দ কোনটি? [D ,সেট-1 : ১৪-১৫]
(ক) অচল (খ) সরোজ
(গ) কমল (ঘ) বিহঙ্গ উ: [illegible]

০২. 'কৌমুদী' এর প্রতিশব্দ হলো— [D ১৬-১৭; ঢাবি গ ১৫-১৬; ববি গ ১৫-১৬]
(ক) চাঁদ (খ) জ্যোৎস্না
(গ) পদ্মফুল (ঘ) মুকুল উ: [illegible]

হাজী মোহাম্মদ দানেশ বি. ও প্র. বিশ্ববিদ্যালয়

০১. 'অমরাবতী' এর প্রতিশব্দ কোনটি? [E -১৩-১৪]
(ক) নদী (খ) পর্বত (গ) স্বর্গ (ঘ) মেঘপুঞ্জ উ: (গ)

০২. 'অধ্যয়ন' এর সমার্থক শব্দ কোনটি নয়? [E , সেট ২: ১৪-১৫]
(ক) প্রাধ্যায়ন (খ) জ্ঞানাভ্যাস
(গ) পাঠাভ্যাস (ঘ) তত্ত্বালাশ উ: (ঘ)

CS CamScanner

যশোর বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়

০১. 'শিখর' এর সমার্থক শব্দ কোনটি? [D ১৭-১৮]
ⓚ [illegible] ⓚ পর্বত ⓖ শীর্ষদেশ ⓘ পাদদেশ উ: (গ)

০২. [illegible] এর সমার্থক শব্দ কোনটি? [D ১৪-১৫]
ⓚ চোখ ⓚ চাঁদ ⓖ ঈশ্বর ⓘ রাত উ: (খ)

পাবনা বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়

০১. [illegible] এর সমার্থক শব্দ কোনটি? [C -১৩-১৪: ঢাবি গ ০৩-০৪]
ⓚ উদ্রেক ⓚ উত্তেজনা
ⓖ উৎপাদন ⓘ উত্থান উ: (খ)

০২. 'সমুদ্র' এর সমার্থক শব্দ– [C, সেট B: ১৪-১৫]
ⓚ তটিনী ⓚ নদী ⓖ স্রোতস্বিনী ⓘ পারাবার উ: (ঘ)

শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়

০১. 'তরী' এর সমার্থক শব্দ নয় কোনটি? [A ১৭-১৮]
ⓚ নৌকা ⓚ পোত ⓖ বৈঠা ⓘ দাঁড়ি উ: (ঘ)

০২. কোনটি 'ঘোড়া' এর বিকল্প শব্দ? [খ ০৭-০৮]
ⓚ বাজী ⓚ তুরঙ্গ ⓖ হয় ⓘ সবগুলো উ: (ঘ)

০৩. 'ঘর' এর সমার্থক শব্দ নয়– [ক ০৯-১০]
ⓚ নিবাস ⓚ যত্ন ⓖ ঘরোয়া ⓘ ভবন উ: (খ)

০৪. কোনটি 'পুত্র' শব্দের সমার্থক? [A-১৫-১৬]
ⓚ আত্মজা ⓚ দুলাল ⓖ জনক ⓘ সুহৃদ উ: (খ)

নোয়াখালী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়

০১. 'আকাশ' এর প্রতিশব্দ নয় কোনটি? [D-১৫-১৬]
ⓚ নভ ⓚ অচল ⓖ অন্তরীক্ষ ⓘ ব্যোম উ: (খ)

বাংলাদেশ ইউনিভার্সিটি অব প্রফেশনালস

০১. নিচের কোনটি 'সমুদ্র' এর সমার্থক শব্দ নয়? [FSSS : ২৩-২৪]
ⓚ অর্ণব ⓚ পারাবার ⓖ প্রবাহিণী
ⓘ সাগর ⓤ বারিধি উ: (গ)

০২. 'জল' শব্দের সমার্থক শব্দ কোনটি? [FASS : ২১-২২; ঢাবি ঘ ১৯-২০]
ⓚ অনল ⓚ উদক ⓖ বারিদ ⓘ অনিল উ: (খ)

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান মেরিটাইম ইউনিভার্সিটি

০১. 'ভ্রমর' এর সমার্থক শব্দ নয়– [FMGP : ২১-২২]
ⓚ মধুপ ⓚ মধুকর ⓖ মঞ্জরী ⓘ অলি উ: (গ)

বাংলাদেশ মেরিন একাডেমি

০১. 'মেষ' শব্দের সমার্থক শব্দ কোনটি? [মেরিন : ২৩-২৪]
ⓚ মহিষ ⓚ ছাগল ⓖ ভেড়া ⓘ গরু উ: (গ)

০২. 'বৃক্ষ' শব্দের সমার্থক শব্দ কোনটি? [A : ২১-২২, ঢাবি E ১৬-১৭]
ⓚ বিটপী ⓚ নীরধি ⓖ কলাপী ⓘ অবনি উ: (ক)

০৩. 'সূর্য' শব্দের সমার্থক শব্দ কোনটি? [A : ২১-২২]
ⓚ অংশুমালী ⓚ জাহ্নবী ⓖ প্রভা ⓘ মৃগাঙ্ক উ: (ক)

বিএসসি ও ডিপ্লোমা নার্সিং

০১. 'বৃক্ষ' শব্দের সমার্থক কোনটি? [বিএসসি : ২৩-২৪]
ⓚ মরুৎ ⓚ বারিদ
ⓖ তটিনী ⓘ পাদপ উ: (ঘ)

০২. সর্বভুক শব্দের সমার্থক শব্দ কোনটি? [২২-২৩]
ⓚ আগুন ⓚ মাংসাশী
ⓖ ক্ষুধার্ত ⓘ রাক্ষস উ: (ক)

০৩. 'সূর্য' এর সমার্থক শব্দ নয় কোনটি? [২২-২৩]
ⓚ সবিতা ⓚ মিহির ⓖ আদিত্য ⓘ অবনী উ: (ঘ)

০৪. 'মেঘ' শব্দটির প্রতিশব্দ কোনটি? [২১-২২]
ⓚ বারি ⓚ অদ্রি ⓖ সিন্ধু ⓘ অভ্র উ: (ঘ)

০৫. 'সমুদ্র' এর প্রতিশব্দ নয় কোনটি? [২১-২২]
ⓚ পারাবার ⓚ রত্নাকর ⓖ মহিধর ⓘ অর্ণব উ: (গ)

ডিপ্লোমা ইন মিডওয়াইফারি

০১. 'বিদ্যুৎ' শব্দের সমার্থক কোনটি? [ডিপ্লোমা : ২৩-২৪]
ⓚ প্রভাকর ⓚ অনল ⓖ ক্ষণপ্রভা ⓘ সুধাকর উ: (গ)

০২. নিচের কোনটি 'সূর্য' শব্দের প্রতিশব্দ নয়? [২১-২২]
ⓚ বিভাবসু ⓚ সবিতা
ⓖ মেদিনী ⓘ ভাস্কর উ: (গ)

০৩. 'বাতাস' শব্দের প্রতিশব্দ কোনটি? [২১-২২]
ⓚ কানন ⓚ বিপিন ⓖ পবন ⓘ কৃশাণু উ: (গ)

গার্হস্থ্য অর্থনীতি কলেজ

০১. কোনটি 'সূর্য' এর সমার্থক নয়? [১৯-২০]
ⓚ রবি ⓚ ভানু ⓖ পূষন ⓘ উরগ উ: (ঘ)

০২. 'বিধু' শব্দটির অর্থ কী? [১৭-১৮]
ⓚ আকাশ ⓚ বাতাস ⓖ চাঁদ ⓘ তারা উ: (গ)

০৩. 'সমুদ্র' এর প্রতিশব্দ হলো– [১৭-১৮]
ⓚ স্রোতস্বিনী ⓚ ঊর্মি
ⓖ অর্ণব ⓘ তরঙ্গ উ: (গ)

ঢাবি অধিভুক্ত ৭ কলেজ

০১. নিচের কোনটি সমার্থক শব্দ নয়? [বাণিজ্য : ২৩-২৪]
ⓚ উষা ⓚ প্রত্যুষ ⓖ সুবাহ ⓘ প্রদোষ উ: (ঘ)

০২. 'সূর্য' শব্দের সমার্থক হলো– [Humanities : ২১-২২]
ⓚ অর্ণব ⓚ অর্ক
ⓖ প্রসূন ⓘ প্রদোষ উ: (খ)

০৩. নিচের কোনটি 'নদী' শব্দের সমার্থক নয়? [Business : ২১-২২]
ⓚ তটিনী ⓚ তরঙ্গিণী
ⓖ শৈবলিনী ⓘ মৃণালিনী উ: (ঘ)

০৪. 'দাক্ষিণ্য' শব্দের অর্থ– [ক ১৭-১৮]
ⓚ দক্ষিণমুখী ⓚ কাঠিন্য
ⓖ অনুগ্রহ ⓘ কলঙ্ক উ: (গ)

BCS পরীক্ষার বিগত বছরের MCQ প্রশ্নোত্তর

০১. 'নদী' শব্দের সমার্থ শব্দ কোনটি? [৪৬তম বিসিএস]
ⓚ সিন্ধু ⓚ হিল্লোল ⓖ তটিনী ⓘ নির্ঝর উ: (গ)

০২. নিচের কোনটি 'অগ্নি'র সমার্থক শব্দ নয়? [৪৪তম বিসিএস]
ⓚ বহ্নি ⓚ আবীর ⓖ বায়ুসখা ⓘ বৈশ্বানর উ: (খ)

০৩. 'আগুন' এর সমার্থক শব্দ কোনটি? [৩৯তম বিসিএস]
ⓚ ভাতি ⓚ অনল ⓖ অংশু ⓘ জ্যোতি উ: (খ)

০৪. 'সূর্য' শব্দের সমার্থ শব্দ কোনটি? [৩৮তম বিসিএস]
ⓚ অর্ণব ⓚ অর্ক ⓖ প্রসূন ⓘ পল্লব উ: (খ)

০৫. 'জল' শব্দের সমার্থক নয় কোনটি? [৩৫তম বিসিএস]
ⓚ সলিল ⓚ উদক
ⓖ জলধি ⓘ নীর উ: (গ)

০৬. 'অদিতি' শব্দের সমার্থক শব্দ নয় কোনটি? [৩১তম বিসিএস]
ⓚ নীর ⓚ পৃথ্বী
ⓖ ক্ষিতি ⓘ অবনী উ: (ক)

০৭. 'আফতাব' শব্দের সমার্থ কোনটি? [৩০তম বিসিএস]
ⓚ অর্ণব ⓚ রাতুল ⓖ অর্ক ⓘ জলধি উ: (গ)

CamScanner

SELF TEST MCQ

০১. 'কুঞ্জর' এর সমার্থক শব্দ কোনটি?
ⓚ হাতি ⓚ সাপ ⓖ সূর্য ⓖ ষাঁড়

ক) হাতি খ) সাপ গ) সূর্য ঘ) ষাঁড়

০২. 'অতিথি' এর প্রতিশব্দ নয় কোনটি?
ক) মেহমান খ) আগন্তুক গ) কুটুম্ব ঘ) তস্কর

০৩. প্রতিশব্দ কী?
ক) ভিন্ন শব্দ খ) ভিন্নার্থক শব্দ গ) বিপরীত শব্দ ঘ) অভিন্ন শব্দ

০৪. 'বিহঙ্গ' শব্দের অর্থ কী?
ক) [illegible] খ) [illegible] গ) [illegible] ঘ) খরগোশ

০৫. 'সূর্য' এর প্রতিশব্দ কী?
ক) সুধাংশু খ) শশাঙ্ক গ) আদিত্য ঘ) বিধু

০৬. 'ইঙ্গিত' শব্দের অর্থ কোনটি?
ক) [illegible] খ) আতপ গ) আতঙ্ক ঘ) আভাস

০৭. একটি শব্দের অনুরূপ, অবিকল ও নিকটবর্তী অর্থ প্রকাশকে কী বলে?
ক) প্রতিশব্দ খ) ভিন্নার্থক শব্দ গ) বিপরীত শব্দ ঘ) সমোচ্চারিত শব্দ

০৮. 'অবনি' এর সমার্থক শব্দ হচ্ছে?
ক) [illegible] খ) তটিনী গ) মেদিনী ঘ) বসন্ত

০৯. 'অকিঞ্চন' শব্দের অর্থ কোনটি?
ক) [illegible] খ) কিঞ্চিত গ) মহৎ ঘ) নিন্দার যোগ্য

১০. '[illegible]' কোন শব্দের প্রতিশব্দ?
ক) পাথর খ) অগ্নি গ) [illegible] ঘ) বায়ু

১১. '[illegible]' এর প্রতিশব্দ কোনটি?
ক) পুলিন খ) [illegible] গ) বিটপী ঘ) ভৃঙ্গ

১২. '[illegible]' কোন শব্দের প্রতিশব্দ?
ক) হাতি খ) গাভী গ) অশ্ব ঘ) ছাগল

১৩. নিচের কোনটি 'বৃক্ষ' এর প্রতিশব্দ নয়?
ক) [illegible] খ) শিখী গ) শিখণ্ডী ঘ) পাদপ

১৪. নিচের কোনটি 'মদন' এর প্রতিশব্দ?
ক) [illegible] খ) নীরদ গ) কন্দর ঘ) মনসিজ

১৫. '[illegible]' এর সমার্থ কী?
ক) [illegible] খ) শার্দূল গ) [illegible] ঘ) অভ্র

১৬. 'রুধির' শব্দের অর্থ–
ক) শক্তি খ) বায়ু গ) রক্ত ঘ) শিরা

১৭. 'বিরূপ' শব্দের অর্থ–
ক) উদাসীন খ) প্রতিকূল গ) রূপহীন ঘ) বিশেষভাবে রুষ্ট

১৮. 'উপরোধ' শব্দের অর্থ কী?
ক) প্রতিরোধ খ) উপস্থাপন গ) অনুরোধ ঘ) উপযোগী

১৯. '[illegible]' শব্দের প্রকৃত অর্থ কোনটি?
ক) [illegible] খ) [illegible] গ) উপকরণ ঘ) কেনাবেচা

২০. 'তক্ষক' শব্দের অর্থ–
ক) চোর খ) কারিগর গ) প্রবঞ্চক ঘ) কাঠমিস্ত্রি

২১. '[illegible]' শব্দের অর্থ কী?
ক) [illegible] খ) [illegible] গ) বিদ্যুৎ ঘ) [illegible]

২২. '[illegible]' শব্দের সমার্থক শব্দ কোনটি?
ক) [illegible] খ) [illegible] গ) [illegible] ঘ) [illegible]

২৩. '[illegible]' অর্থে কোনটি শব্দ নয়?
ক) মধুকর খ) ভোমরা গ) ভিমরুল ঘ) বোলতা

২৪. '[illegible]' শব্দের প্রতিশব্দ–
ক) [illegible] খ) সবিতা গ) [illegible] ঘ) বিধু

২৫. 'ঋত্বিক' শব্দটির একার্থক কোনটি?
ক) পত্রিকা খ) পার্থিব গ) সুমতি ঘ) হোত্রী

২৬. 'ওঁচলা' শব্দের অর্থ কী?
ক) কোঁচা খ) লাঙ্গল গ) আবর্জনা ঘ) নভোতল

২৭. নিচের কোনটি 'দাব' এর প্রতিশব্দ নয়?
ক) অটবী খ) কান্তার গ) বিপিন ঘ) ভুজগ

২৮. 'অংশু' কীসের প্রতিশব্দ?
ক) উজ্জ্বল খ) কিরণ গ) কাজল ঘ) সূর্য

২৯. সমার্থক শব্দের আরেক নাম কী?
ক) সমোচ্চারিত শব্দ খ) বিপরীত শব্দ গ) ভিন্নার্থক শব্দ ঘ) একার্থক শব্দ

৩০. 'পতগ' এর প্রতিশব্দ কোনটি?
ক) বিহগ খ) কুবলয় গ) পরভৃৎ ঘ) বায়স

৩১. 'সৃক্ক' শব্দের অর্থ কী?
ক) নাক খ) মুখ গ) ঠোঁট ঘ) গলা

৩২. 'উল্লোল' এর প্রতিশব্দ কোনটি?
ক) বড়ো ঢেউ খ) চঞ্চল গ) চন্দ্র ঘ) উগ্র

৩৩. 'তোয়' এর প্রতিশব্দ কোনটি?
ক) তরঙ্গ খ) বীচি গ) নিধি ঘ) অম্বু

৩৪. 'সানুমান' কীসের সমার্থক শব্দ?
ক) নদী খ) সমুদ্র গ) রাত্রি ঘ) পর্বত

৩৫. 'সারঙ্গ' শব্দটি নিচের কোনটির প্রতিশব্দ?
ক) হরিণ খ) যজ্ঞ গ) অংশু ঘ) ব্যাঘ্র

৩৬. নিচের কোনটি 'ঐশ্বর্য' শব্দের প্রতিশব্দ?
ক) অতীব খ) মেদিনী গ) যামিনী ঘ) বিভব

৩৭. 'অর্ঘ্য' শব্দের সমার্থক শব্দ কোনটি?
ক) আভাস খ) পূজার উপকরণ গ) বিনিময় ঘ) আঘাত

৩৮. নিচের কোনটি 'খদ্যোত' এর সমার্থক শব্দ?
ক) হিতকর খ) নাথ গ) জোনাকি পোকা ঘ) ঘোড়া

৩৯. 'খপোত' এর প্রতিশব্দ কোনটি?
ক) কবুতর খ) কুমীর গ) উড়োজাহাজ ঘ) বিড়াল

৪০. 'ইন্দিবর' এর সমার্থক শব্দ–
ক) গোলাপ খ) টগর গ) শাপলা ঘ) পদ্ম

OMR

০১.(ক)(খ)(গ)(ঘ)	০২.(ক)(খ)(গ)(ঘ)	০৩.(ক)(খ)(গ)(ঘ)	০৪.(ক)(খ)(গ)(ঘ)	০৫.(ক)(খ)(গ)(ঘ)
০৬.(ক)(খ)(গ)(ঘ)	০৭.(ক)(খ)(গ)(ঘ)	০৮.(ক)(খ)(গ)(ঘ)	০৯.(ক)(খ)(গ)(ঘ)	১০.(ক)(খ)(গ)(ঘ)
১১.(ক)(খ)(গ)(ঘ)	১২.(ক)(খ)(গ)(ঘ)	১৩.(ক)(খ)(গ)(ঘ)	১৪.(ক)(খ)(গ)(ঘ)	১৫.(ক)(খ)(গ)(ঘ)
১৬.(ক)(খ)(গ)(ঘ)	১৭.(ক)(খ)(গ)(ঘ)	১৮.(ক)(খ)(গ)(ঘ)	১৯.(ক)(খ)(গ)(ঘ)	২০.(ক)(খ)(গ)(ঘ)
২১.(ক)(খ)(গ)(ঘ)	২২.(ক)(খ)(গ)(ঘ)	২৩.(ক)(খ)(গ)(ঘ)	২৪.(ক)(খ)(গ)(ঘ)	২৫.(ক)(খ)(গ)(ঘ)
২৬.(ক)(খ)(গ)(ঘ)	২৭.(ক)(খ)(গ)(ঘ)	২৮.(ক)(খ)(গ)(ঘ)	২৯.(ক)(খ)(গ)(ঘ)	৩০.(ক)(খ)(গ)(ঘ)
৩১.(ক)(খ)(গ)(ঘ)	৩২.(ক)(খ)(গ)(ঘ)	৩৩.(ক)(খ)(গ)(ঘ)	৩৪.(ক)(খ)(গ)(ঘ)	৩৫.(ক)(খ)(গ)(ঘ)
৩৬.(ক)(খ)(গ)(ঘ)	৩৭.(ক)(খ)(গ)(ঘ)	৩৮.(ক)(খ)(গ)(ঘ)	৩৯.(ক)(খ)(গ)(ঘ)	৪০.(ক)(খ)(গ)(ঘ)

Answer

৪০.ঘ	৩৯.গ	৩৮.গ	৩৭.খ	৩৬.ঘ	৩৫.ক	৩৪.ঘ	৩৩.ঘ	৩২.ক	৩১.গ
৩০.ক	২৯.ঘ	২৮.খ	২৭.ঘ	২৬.গ	২৫.ঘ	২৪.গ	২৩.ক	২২.ক	২১.গ
২০.ঘ	১৯.ঘ	১৮.গ	১৭.ক	১৬.গ	১৫.খ	১৪.ঘ	১৩.ঘ	১২.খ	১১.ক
১০.খ	০৯.ক	০৮.গ	০৭.ক	০৬.ঘ	০৫.গ	০৪.খ	০৩.ঘ	০২.ঘ	০১.ঘ

CamScanner

JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS

অধ্যায় ৩৩ বিপরীত শব্দ

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

- **বিপরীতার্থক শব্দ :** যেসব শব্দ পরস্পর বিপরীত অর্থ প্রকাশ করে, সেগুলোকে বিপরীত শব্দ বলে। বিপরীত শব্দ একে অন্যের পরিপূরক। যেমন : বিবাহিত - অবিবাহিত; পুরুষ - নারী; জীবিত - মৃত; পিতা - মাতা, সৌখিন – পেশাদার, স্বকীয় – পরকীয়। ইত্যাদি। এসব শব্দযুগলের একটি বৈশিষ্ট্য হলো, এগুলোর একটিকে অস্বীকার করার মানে অন্যটিকে স্বীকার করে নেওয়া। যদি কারো সম্পর্কে বলা হয় তিনি 'বিবাহিত', তবে বোঝায় যে তিনি 'অবিবাহিত' নন। আবার যদি বলা হয় তিনি 'অবিবাহিত', তবে বোঝায় তিনি 'বিবাহিত' নন।
- **বিপরীত শব্দ গঠনে লক্ষণীয় বিষয়সমূহ :**
- সংস্কৃত অর্থাৎ তৎসম শব্দের বিপরীতে একই শ্রেণির শব্দ তথা তৎসম শব্দ ব্যবহার করা। তৎসম শব্দের বিপরীতে কোনো অবস্থাতেই অ-তৎসম (তদ্ভব, দেশি, বিদেশি) শব্দ ব্যবহার করা যাবে না। যেমন : 'জন্ম – মরা' না হয়ে হবে 'জন্ম – মৃত্যু', 'ভ্রাতা – বোন' না হয়ে হবে 'ভ্রাতা – ভগ্নী' ইত্যাদি। এরকম : সম্মুখে – পশ্চাতে কিন্তু সামনে – পেছনে।
- শব্দের গঠনগত ও শ্রেণিগত সমতা বজায় রাখা। যেমন : লঘুত্ব – গুরুত্ব।
- শব্দের পূর্বে অ, অন, অনা, অপ, অব, দুর, না, নি, নির প্রভৃতি উপসর্গ যুক্ত করে বিপরীত শব্দ তৈরি করা যায়। যেমন : চেনা থেকে অচেনা; আদর থেকে অনাদর; নশ্বর থেকে অবিনশ্বর। তবে এমন বহু শব্দ রয়েছে যেগুলোর বিপরীত শব্দ গঠনগতভাবে আলাদা। যেমন : ধনী - গরিব, আদি - অন্ত, নিন্দা - প্রশংসা ইত্যাদি।
- অনুরূপভাবে তদ্ভব শব্দের বিপরীতে তদ্ভব শব্দ, দেশি শব্দের বিপরীতে দেশি শব্দ ও বিদেশি শব্দের বিপরীতে বিদেশি শব্দ ব্যবহার করা। যেমন : হাসি – কান্না, এক্তি – লস, পাশ – ফেল।
- মূল শব্দ এবং বিপরীত শব্দের লিঙ্গ একই রকম হবে। অর্থাৎ মূল শব্দ পুরুষবাচক হলে বিপরীত শব্দ পুরুষবাচক এবং মূল শব্দ স্ত্রীবাচক হলে বিপরীত শব্দ স্ত্রীবাচক হবে। যেমন : দোষী (পুং) – নির্দোষ (পুং.), সুন্দরী (স্ত্রী.) – অসুন্দরী (স্ত্রী.)।
- মূল শব্দটি যে পদ ও কারক-বিভক্তি নির্দেশ করে বিপরীত শব্দেও তা অধিকাংশ ক্ষেত্রে বজায় রাখা। যেমন : ঘরে – বাইরে।

গুরুত্বপূর্ণ বিপরীতার্থক শব্দের উদাহরণ

প্রদত্ত শব্দ	বিপরীত শব্দ	প্রদত্ত শব্দ	বিপরীত শব্দ
	অ		
অপ্রতিভ	সপ্রতিভ	অলস	পরিশ্রমী
অজ্ঞ	বিজ্ঞ	অভিজ্ঞ	অনভিজ্ঞ
অল্প	অনল্প	অতিবৃষ্টি	অনাবৃষ্টি
অধমর্ণ	উত্তমর্ণ	অর্থ	অনর্থ
অনুকূল	প্রতিকূল	অন্তর	বাহির
অল্প	অধিক	অস্তি	নাস্তি
অধম	উত্তম	অগ্রিম	বকেয়া
অনুলোম	প্রতিলোম	অব্যক্ত, গুপ্ত	ব্যক্ত
অজ্ঞাত	জ্ঞাত	অন্বয়	অনন্বয়
অনুরক্ত	বিরক্ত	অপমান	মান
অণু	বৃহৎ	অহংকারী	নিরহংকার, বিনয়ী
অনির্বাণ	নির্বাণ	অশান্তি	প্রশান্তি
অধিত্যকা	উপত্যকা	অভিমানী	নিরভিমান
অন্তরঙ্গ	বহিরঙ্গ	অদৃশ্য	দৃশ্যমান
অশন	অনশন	অমৃত	বিষ/গরল
অবনত	উন্নত	অমর	মরণশীল
অনুজ	অগ্রজ	অপরাধী/অপরাধ	নিরপরাধ
অনুরাগ	বিরাগ	অর্পণ	প্রত্যর্পণ/গ্রহণ
অনুরাগী	বিরাগী	অনুরোধ	প্রত্যাখান
অলীক	সত্য/বাস্তব	অবলম্ব	নিরাবলম্ব
অন্ত্য	আদ্য	অর্জন	বর্জন
অতিকায়	ক্ষুদ্রকায়	অভ্যাস	অনভ্যাস
অগ্রগামী	পশ্চাৎগামী	অন্ধকার	আলোক
অপাঙ্‌ক্তেয়	অতুলনীয়	অমরাবতী	নরক
অবনত	উন্নত	অবিরল	বিরল
অনাবশ্যক	আবশ্যক	অজ্ঞান	সজ্ঞান
অবকাশ	অনবকাশ	অপযশ/কলঙ্ক	যশ
অভিপ্রেত	অনভিপ্রেত	অন্বয়ী	অনন্বয়ী
অভ্যস্ত	অনভ্যাস	অতিবৃষ্টি	অনাবৃষ্টি
অসীম	সসীম	অর্জন	বর্জন
অস্তায়মান	উদীয়মান	অহ্ন	রাত্রি
অপচয়	উপচয়	অন্তরিন্দ্রিয়	বহিরিন্দ্রিয়
অন্ধ	চক্ষুষ্মান	অর্থী	প্রত্যর্থী
অজিত	জিত	অসুর	সুর

প্রদত্ত শব্দ	বিপরীত শব্দ	প্রদত্ত শব্দ	বিপরীত শব্দ
অক্ষাংশ	দ্রাঘিমাংশ	অনাত্মীয়	আত্মীয়
অনির্বাণ	নি[illegible]ণ	অনন্ত	সান্ত
	আ		
আঁটি	শাঁস	আদর	অনাদর/ঘৃণা
আচার	অনাচার	আস্তিক	নাস্তিক
আবশ্যক	অনাবশ্যক	আহার	অনাহার
আস্থা	অনাস্থা	আশা	নিরাশা
আসল	নকল	আদান	প্রদান
আপত্তি	সম্মতি	আশ্লেষ	বিশ্লেষ
আলসে	কর্মঠ/চটপটে	আকাশ	পাতাল
আরোহণ	অবরোহণ	আলস্য	শ্রম/অনালস্য
আর্দ্র	শুষ্ক	আটক	ছাড়
আকর্ষণ	বিকর্ষণ	আদি	অন্ত
আগে	পিছে	আপদ	নিরাপদ
আপন	পর	আবির্ভাব	তিরোভাব
আবাদি	অনাবাদি	আস্তীর্ণ	অনাস্তীর্ণ
আপ্যায়ন	প্রত্যাখান	আক্রমণ	প্রতিরোধ
আঁটসাঁট	ঢলঢলে	আহূত	অনাহূত
আগা	গোড়া	আশীর্বাদ	অভিশাপ
আদেশ	নিষেধ	আনকোরা	পুরানো
আমদানি	রপ্তানি	আয়	ব্যয়
আস্বাদিত	অনাস্বাদিত	আধুনিক	অনাধুনিক/প্রাচীন
আবদ্ধ	মুক্ত	আগম	নির্গম/লোপ
আচার	অনাচার	আকর্ষণ	বিকর্ষণ
আশু	বিলম্ব	আস্থা	অনাস্থা
আগ্রহ	উপেক্ষা	আসক্ত	নিরাসক্ত/বিরক্ত
আদিষ্ট	নিষিদ্ধ	আগমন	নির্গমন/প্রত্যাগমন
আর্য	অনার্য	আয়ত্ত	অনায়ত্ত
আবৃত	অনাবৃত, উন্মুক্ত	আবদ্ধ	মুক্ত/উন্মুক্ত
আকস্মিক	চিরন্তন/স্থায়ী	আসামি	ফরিয়াদি/বাদী
আহৃত	অনাহৃত	আদৃত	অনাদৃত
আস্তৃত	অনাস্তৃত	আবিল	অনাবিল
আসক্তি	নিরাসক্তি/বৈরাগ্য	আপ্যায়ন	প্রত্যাখ্যান
আরব্ধ	অনারব্ধ	আবাহন	বিসর্জন
আকুঞ্চন	প্রসারণ	আকর্ষণ	বিকর্ষণ

JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS

CamScanner

JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS

প্রদত্ত শব্দ	বিপরীত শব্দ	প্রদত্ত শব্দ	বিপরীত শব্দ
ই			
ইহলোক	পরলোক	ইদানীন্তন	তদানীন্তন
ইতিবাচক	নেতিবাচক	ইন্দ্রিয়	অতীন্দ্রিয়
ইতি	শুরু	ইষ্ট	অনিষ্ট
ইচ্ছা	অনিচ্ছা	ইহলোক	পরলোক
ইদানীং	তদানীং	ইহা	উহা
ইহলৌকিক	পারলৌকিক	ইতর	ভদ্র
ইস্তফা	যোগদান	ইহ	পরত্র
ঈ			
ঈর্ষা	প্রীতি	ঈপ্সা	অনীপ্সা
ঈহা	অনীহা	ঈষৎ	অধিক/প্রচুর/অঢেল
ঈশ্বর	নিরীশ্বর	ঈদৃশ	তাদৃশ
ঈপ্সিত	অনীপ্সিত	ঈশান	নৈর্ঋত
উ, ঊ, ঋ			
উৎকণ্ঠা	শান্তি	উদ্দিষ্ট	নিরুদ্দিষ্ট
উপশম	বৃদ্ধি	উক্ত	অনুক্ত
উৎপত্তি	বিনাশ	উদ্ধার	হরণ
উজান	ভাটি	উজাড়	ভরপুর
উৎকৃষ্ট	অপকৃষ্ট	উৎকর্ষ	অপকর্ষ
উত্তরণ	অবতরণ	উপসর্গ	অনুসর্গ
উচাটন	প্রশান্ত	উদার	সংকীর্ণ
উঠতি	পড়তি	উত্তমর্ণ	অধমর্ণ
উপগত	অপগত	উপরোধ	অনুরোধ
উদয়	অস্ত	উতরানো	তলানো
উত্তল	অবতল	উষ্ণ	শীতল
উদ্বিগ্ন	নিরুদ্বিগ্ন	উত্তরায়ণ	দক্ষিণায়ন
উপচয়	অপচয়	উপস্থিত	অনুপস্থিত
উগ্র	কোমল/মৃদু/সৌম্য	উৎকণ্ঠ	স্বস্তি
উত্তাপ	নিরুত্তাপ/শৈত্য	উদ্যত	বিরত
উন্মীলন	নিমীলন	উত্তম	অধম
উৎসাহ	নিরুৎসাহ	উচ্চ	নীচ
উন্নত	অবনত, অনুন্নত	উত্থান	পতন
উন্নতি	অবনতি	উন্মুখ	বিমুখ
উত্তর	দক্ষিণ	উপকার	অপকার
উত্তরীয়	অন্তরীয়	উড়ন্ত	পড়ন্ত
উৎসুক	অনাগ্রহ	উত্থিত	পতিত
উদ্বৃত্ত	ঘাটতি	উদ্ধত	বিনীত
উঠন্ত	পড়ন্ত	উহ্য	স্পষ্ট
উষা	সন্ধ্যা	উষর	উর্বর
উর্ধ্বগামী	নিম্নগামী	উর্ধ্ব	অধঃ/নিম্ন
উর্ধ্বগতি	অধোগতি/নিম্নগতি	উর্ধ্বতন	অধস্তন
ঋজু	বক্র/বঙ্কিম	ঋণ	অঋণ
এ, ঐ, ও, ঔ			
এঁড়ে	বকনা	একান্ন	পৃথগন্ন
এলোমেলো	গোছানো	একাল	সেকাল
এযুগ	সেযুগ	একমত	দ্বিমত
এসপার	ওসপার	এখন	তখন
এপিঠ	ওপিঠ	ঐক্য	অনৈক্য
ঐহিক	পারত্রিক	ঐচ্ছিক	আবশ্যিক
ঐশ্বর্য	দারিদ্র্য	ঐকমত্য	মতভেদ
ওঝা	নাঝা	ওস্তাদ	সাগরেদ
ঔজ্জ্বল্য	ম্লানিমা	ঔদাসীন্য	আসক্তি
ঔচিত্য	অনৌচিত্য	ঔৎসুক্য	অনাগ্রহ
ঔদ্ধত্য	বিনয়	ঔদার্য	কার্পণ্য/অনৌদার্য

প্রদত্ত শব্দ	বিপরীত শব্দ	প্রদত্ত শব্দ	বিপরীত শব্দ
ক, ক্ষ			
কাজ	অকাজ	কেজো	অকেজো
কৃত্রিম	স্বাভাবিক	কোমল	কর্কশ/কঠিন
ক্রয়	বিক্রয়	কষ্টলব্ধ	মাগনা
কলুষ	নিষ্কলুষ/পুণ্য	কোমল	কর্কশ
কুমেরু	সুমেরু	কুটিল	সরল
কৃপণ	বদান্য, উদার	কৃষ্ণ	শুভ্র
কৃশ	স্থূল	কুৎসা	প্রশংসা
কদাচিৎ	সচরাচর	কড়ি	কোমল
কুলীন	অন্ত্যজ	কেলেঙ্কারি	সুনাম
কর্কশ	শ্রুতিমধুর	কৃশাঙ্গী	স্থূলাঙ্গী
কৃতঘ্ন	কৃতজ্ঞ	কেন্দ্রাভিগ	কেন্দ্রাতিগ
কেন্দ্রীকরণ	বিকেন্দ্রীকরণ	কুঞ্চন	প্রসারণ
কৃতজ্ঞ	অকৃতজ্ঞ	কপট	অকপট/সরল
কপটতা	সরলতা	ক্রন্দন	হাস্য
কদাচার	সদাচার	কল্পনা	বাস্তব
ক্রোধ	প্রীতি	কচি	ঝুনা/পাকা
কৌতূহলী	নিস্পৃহ	ক্ষয়িষ্ণু	বর্ধিষ্ণু
কাপুরুষ	বীরপুরুষ	ক্ষুদ্র	বৃহৎ
কনিষ্ঠ	জ্যেষ্ঠ	ক্ষীণ	পুষ্ট
ক্ষমা	শাস্তি	ক্ষুণ্ন	প্রসন্ন
ক্ষিপ্র	মন্থর	ক্ষিপ্ত	শান্ত/প্রকৃতিস্থ
ক্ষণস্থায়ী	দীর্ঘস্থায়ী	ক্ষীয়মাণ	বর্ধমান
ক্ষয়	বৃদ্ধি	ক্ষতি	ফায়দা
খ			
খাতক	মহাজন	খোয়া	পাওয়া গেছে
খাঁটি	ভেজাল	খানিক	অধিক
খল	সরল	খিড়কি	সিংহদ্বার/দেউড়ি
খুঁত	নিখুঁত	খোঁজ	নিখোঁজ
খ্যাতনামা	অখ্যাতনামা	খোলা	বন্ধ/ঢাকা
খেদ	আহ্লাদ/অখেদ/হর্ষ	খুচরা	পাইকারি
খাটুনি	আলস্যেমি	খ্যাতি	অখ্যাতি
খাদ্য	অখাদ্য	খরা	বাদল
খরিদ	বিক্রি	খণ্ড	অখণ্ড
গ			
গুপ্ত	ব্যক্ত, প্রকাশিত	গলগ্রহ	প্রতিপাল্য
গঞ্জনা	প্রশংসা	গোপন	প্রকাশ
গ্রাম্য	নাগরিক/শহুরে	গৌণ	মুখ্য
গূঢ়	ব্যক্ত	গ্রহণ	বর্জন
গাম্ভীর্য	চাপল্য	গুরু	লঘু
গৌরব	লাঘব	গ্রহীতা	দাতা
গরল	অমৃত	গরিমা	লঘিমা
গৃহী	সন্ন্যাসী/যাযাবর	গতি	স্থিতি, স্থির
গেঁয়ো	শহুরে	গুরু	শিষ্য
গৃহীত	বর্জিত	গরিষ্ঠ	লঘিষ্ঠ
গম্ভীর	চপল/সহাস্য	গণ্য	নগণ্য
গরীয়ান	লঘীয়ান	গোরা (ফরসা)	কালা (কৃষ্ণবর্ণ)
গ্রামীণ	নাগরিক	গ্রাহ্য	অগ্রাহ্য
ঘ			
ঘোলা	স্বচ্ছ/পরিষ্কার	ঘন	তরল
ঘরে	বাইরে	ঘৃণা	ভালোবাসা
ঘরোয়া	আনুষ্ঠানিক	ঘোষিত	অঘোষিত
ঘুমন্ত	জাগ্রত	ঘৃণিত	সমাদৃত
ঘাটতি	বাড়তি	ঘাত	প্রতিঘাত
ঘাতক	পালক	ঘটন	অঘটন

JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS

জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়

১. কোন বানানটি সঠিক? [D : ২৩-২৪]
ক) চাতকিনী খ) মাতুলিনী গ) সুকেশিনী ঘ) হিমাদ্রিণী উ: (গ)

২. কোন বানানটি সঠিক? [D : ২৩-২৪]
ক) সমিচিন খ) সমীচিন গ) সমীচীন ঘ) সমিচীন উ: (গ)

৩. কোন বানানটি সঠিক? [D : ২৩-২৪]
ক) অপদ খ) কিশমিস গ) তপস্বিনী ঘ) মহলা উ: (গ)

৪. কোন বানানটি সঠিক? [D : ২৩-২৪]
ক) চাকচক্যকর খ) অনোচকার গ) দুর্নিবার ঘ) নিস্প্রভ উ: (গ)

৫. নিচের কোন বানানটি শুদ্ধ? [A : ২৩-২৪]
ক) অমাবসা খ) অমাবশ্যা গ) অমাবস্যা ঘ) অমাবষ্যা উ: (গ)

৬. কোন বানানটি শুদ্ধ? [A : ২৩-২৪]
ক) অন্তকরন খ) অন্তঃকরণ গ) অন্তঃকরন ঘ) অন্তকরণ উ: (খ)

৭. কোন বানানটি শুদ্ধ? [A : ২৩-২৪]
ক) অহরহ খ) অহঃরহ গ) অহঃরহঃ ঘ) অহরাহ উ: (ক)

৮. নিচের কোন বানানটি শুদ্ধ? [A : ২৩-২৪]
ক) অগ্রগনা খ) অগ্রগন্য গ) অগ্রগণ্য ঘ) অগ্রগণ্যা উ: (গ)

৯. কোন বানানটি শুদ্ধ? [A : ২৩-২৪]
ক) অধ্যবসায় খ) অধ্যাবসায় গ) অধ্যবশায় ঘ) অধ্যাবশায় উ: (ক)

১০. কোন বানানটি শুদ্ধ? [A : ২৩-২৪]
ক) ইতিমধ্যে খ) ইতিঃমধ্যে গ) ইতোমধ্যে ঘ) ইতোমাধ্যে উ: (গ)

১১. নিচের কোন বানানগুচ্ছ শুদ্ধ? [C : ২৩-২৪]
ক) অহ্ন, অপরাহ্ন, মধ্যাহ্ন
খ) ল্যাঠা, অ্যাড, টৈশন
গ) নিশ্বাস, গাং, রঙিন
ঘ) গাঙ, রঙ্গিন, ঝাণ্ডা উ: (ক)

১২. নিচের কোন বানানটি অশুদ্ধ? [B : ২৩-২৪]
ক) আবরণ খ) আশিষ গ) আরোহণী ঘ) আবৃতি উ: (ঘ)

১৩. নিচের কোন বাক্যটি শুদ্ধ? [B : ২৩-২৪]
ক) মাধবী কুড়ির বুকে গন্ধ নাহি?
খ) অতিলোভে তাঁতী নষ্ট।
গ) মানুষের যখন পতন আসে তখন পদে পদে ভুল হতে থাকে।
ঘ) যাক, তাহার দুঃখের কাহিনিটি আর বাড়াইব না। উ: (ঘ)

১৪. নিচের কোন বানানটি ভুল নয়? [C1 : ২৩-২৪]
ক) নিশীথ খ) নিবির গ) ব্যাক্তি ঘ) প্রতিযোগীতা উ: (ক)

১৫. নিচের কোন বানানগুচ্ছ শুদ্ধ? [C : ২৩-২৪]
ক) শুভংকর, কার্তিক, গুণিজন
খ) শুভঙ্কর, সঙ্গীত, বাঙ্গালী
গ) ঊর্ধ্ব, ইতস্তত, অ্যাকাউন্ট
ঘ) উচ্চাকাঙ্ক্ষী, উচ্ছ্বাস, কংকাল উ: (ক)

১৬. নিচের কোন বানানগুচ্ছ শুদ্ধ? [C : ২৩-২৪]
ক) খান্ডব, উচ্ছসিত, কাঙ্খিত
খ) মন্ত্রিত্ব, লণ্ঠন, কণ্টক
গ) ডাণ্ডা, সঙ, বংগ
ঘ) পুজো, নিস্পৃহ, উষা উ: (খ)

১৭. নিচের কোন বানানগুচ্ছ শুদ্ধ? [C : ২৩-২৪]
ক) নিশ্বাস, লঙ্ঘন, অহঙ্কার
খ) নিস্তব্ধ, সূর্য্য, উত্ত্যক্ত
গ) সুরভিত, সুশৃঙ্খল, সহযোগি
ঘ) ভয়ংকর, আকাঙ্ক্ষা, দুস্থ উ: (ঘ)

১৮. নিচের কোন বানানগুচ্ছ শুদ্ধ? [C : ২৩-২৪]
ক) দায়িত্ব, ক্রমশঃ, বাঁকানো
খ) ভাঙ্গা, উনিশ, তেরো
গ) সংঘটন, আকাঙ্ক্ষা, গঙ্গা
ঘ) আকাঙ্ক্ষা, শংকা, অ্যাসিড উ: (গ)

১৯. কোন বানানটি সঠিক? [D : ২৩-২৪]
ক) মিমাংসা খ) মিমাংশা গ) মীমাংসা ঘ) মীমাংশা উ: (গ)

২০. কোন বানানটি সঠিক? [D : ২৩-২৪]
ক) অভ্যূদয় খ) অভ্যুদয় গ) অভ্যুদায় ঘ) অভ্যূদায় উ: (খ)

২১. কোনটি শুদ্ধ বানান? [IBA : ২৩-২৪]
ক) প্রত্যুতগমন খ) প্রত্যুৎগমন গ) প্রত্যুদগমন ঘ) প্রত্যুদগমণ উ: (গ)

২২. নিচের কোন বানানটি শুদ্ধ নয়? [A ২২-২৩]
ক) পাণিনি খ) মনোযোগ গ) ষ্টোর ঘ) মুহূর্ত উ: (গ)

২৩. নিচের কোন বানানটি অশুদ্ধ? [B ২২-২৩]
ক) অংশ খ) আঙুল গ) এবংবিধ ঘ) অংক উ: (ঘ)

২৪. শুদ্ধ বানান কোনটি? [C ২২-২৩]
ক) প্রবাহমান খ) শুভাশীষ গ) পল্লিসমাজ ঘ) ধরনধারন উ: (গ)

২৫. কোনটি শুদ্ধ বানান? [IBA ২২-২৩]
ক) ঘূর্নায়মান খ) ঘূর্ণায়মান গ) ঘূর্ণায়মান ঘ) ঘুর্নায়মান উ: (গ)

২৬. শুদ্ধ বানান কোনটি? [B : ২১-২২]
ক) দৌরাত্ম খ) প্রত্যূশ গ) দুরাবস্থা ঘ) পৈতৃক উ: (ঘ)

২৭. শুদ্ধ বানান কোনটি? [B : ২১-২২]
ক) দিবারাত্রি খ) পরজীবি গ) পিরিত ঘ) নিরব উ: (ক)

২৮. নিচের কোন বানানগুচ্ছের সবগুলো বানানই অশুদ্ধ? [E : ২১-২২]
ক) শ্রেণি, কর্ম, যুদ্ধ
খ) প্রতিযোগী, নিশ্বাস, গ্লানি
গ) পুজো, কোরানি, আতঙ্ক
ঘ) শৃঙ্খলা, নিশ্বাস, জবাব উ: (গ)

২৯. কোনটি শুদ্ধ? [E : ২১-২২]
ক) দুরবস্থ খ) দূরবস্থা গ) দুরবস্থা ঘ) দূরাবস্থা উ: (গ)

৩০. নিচের কোন বানানগুচ্ছ শুদ্ধ? [E : ২১-২২]
ক) শাড়ুকি, গাং, চিত্তা
খ) মূর্ছা, সঙ্গীত, প্রায়শঃ
গ) রীতি, মূল্য, কাহিনী
ঘ) দারিদ্র, পরতা, সম্রাটিন উ: (গ)

৩১. কোনটি শুদ্ধ? [E : ২১-২২]
ক) সামর্থ্যতা খ) সামর্থতা গ) সমর্থতা ঘ) সামর্থ উ: (গ)

৩২. কোন বানানটি ভুল? [E : ২১-২২]
ক) সুখ খ) নিষ্কল গ) নিপাত ঘ) দুর্নীতি উ: (গ)

৩৩. নিচের কোন বানানটি ঠিক? [E : ২১-২২]
ক) জেব্রুয়ারি খ) জেব্রুয়ারী গ) ফ্রেব্রুয়ারি ঘ) ফেব্রুয়ারি উ: (ঘ)

৩৪. ঠিক বানানের শব্দ কোনটি? [E ১৯-২০; চবি ব ১৭-১৮; জেবেবি B ১৭-১৮]
ক) শিরশ্ছেদ খ) শিরোচ্ছেদ গ) শিরচ্ছেদ ঘ) শিরাচ্ছেদ উ: (ক)

৩৫. 'কবর' কবিতার কবির নামের কোন বানানটি শুদ্ধ? [C-1 ১৯-২০]
ক) জসিম উদ্দিন খ) জসীম উদ্দীন গ) জসিম উদ্দিন ঘ) জসীমউদ্দীন উ: (ঘ)

৩৬. নিচের কোন বানানটি শুদ্ধ নয়? [C ১৯-২০]
ক) ঠগ খ) কুমার গ) উত্তরকাণ্ড ঘ) ভক্ত উ: (ক)

৩৭. নিচের কোন বানানটি শুদ্ধ? [C ১৯-২০]
ক) স্বায়ত্বশাসন খ) অপেক্ষমান গ) অনিন্দ্যসুন্দর ঘ) শুদ্ধ উ: (গ)

৩৮. কোন বানানটি অশুদ্ধ? [F ১৯-২০]
ক) সমীচীন খ) প্রতীচী গ) উদীচী ঘ) অনাথীনী উ: (ঘ)

৩৯. বানানরীতিতে শুদ্ধ শব্দগুচ্ছ কোনটি? [F ১৯-২০]
ক) ব্রহ্মপুর্ণ, অহোরাত্রি, গড্ডালিকা
খ) তূর্ণ, সৈকত, রজকিনী
গ) প্রত্যুষ, নির্বন্ধ, তত্ত্বাতীত
ঘ) সমার্থ, সখ্যতা, কৃশ উ: (গ)

৪০. কোন বানানটি শুদ্ধ? [B ১৮-১৯]
ক) অনুসূয়া খ) অনুসুয়া গ) অনসূয়া ঘ) অনসুয়া উ: (গ)

৪১. কোন বানানটি শুদ্ধ– [C ১৮-১৯]
ক) কীর্তিচ্ছ খ) কিতীচ্ছ গ) কৃতিচ্ছ ঘ) কৃতিচ্ছত্র উ: (ক)

৪২. নিচের কোন বানানটি অশুদ্ধ? [F ১৮-১৯]
ক) ধানমণ্ডি খ) দুর্নাম গ) বেনু ঘ) পরনিন্দা উ: (গ)

৪৩. নিচের কোন বানানটি ঠিক নয়? [H ১৮-১৯]
ক) আইনজীবী খ) অনুবীক্ষণ গ) উজ্জ্বল ঘ) অচিন্তনীয় উ: (খ)

৪৪. নিচের কোন বানানগুচ্ছ ঠিক? [I ১৮-১৯]
ক) মুহূর্ত, মূর্ধণ্য, গমণ, সরন
খ) মুহূর্ত, মূর্ধন্য, গমন, সরণ
গ) মুহূর্ত, মূর্ধন্য, গমন, সরণ
ঘ) মুহূর্ত, মূর্ধণ্য, গমন, সরন উ: (খ)

৪৫. কোন বানানটি অশুদ্ধ? [B ১৭-১৮]
ক) মহত্ত্ব খ) মহত্ব গ) মাহাত্ম্য ঘ) পূজ্য উ: (খ)

৪৬. শুদ্ধ রূপ কোনটি? [C ১৭-১৮]
ক) অত্যাধিক খ) অত্যাধীক গ) অত্যাধিক্য ঘ) অত্যধিক উ: (ঘ)

৪৭. শুদ্ধ রূপ কোনটি? [C ১৭-১৮]
ক) অধ্যয়ন খ) অধ্যায়ন গ) অধ্যায়ন ঘ) অধ্যয়ণ উ: (ক)

৪৮. শুদ্ধ রূপ কোনটি? [C ১৭-১৮; বেরোবি B ১৬-১৭]
ক) সৌজন্যতা খ) সৌজন্য গ) সৌজন ঘ) সৌজনতা উ: (খ)

৪৯. শুদ্ধ রূপ কোনটি? [C ১৭-১৮]
ক) সৌন্দর্যতা খ) সুন্দর্য গ) সুন্দরত্ত্ব ঘ) সৌন্দর্য উ: (ঘ)

৫০. কোন বানানটি শুদ্ধ? [D ১৭-১৮]
ক) অনূর্ধ্ব খ) অনূর্ধ গ) অণূর্ধ্ব ঘ) অণূর্ধ উ: (ক)

৫১. কোন বানানটি শুদ্ধ? [D ১৭-১৮]
ক) জাতি খ) উপকরন গ) কথপোকথন ঘ) জীর্ন উ: (ক)

৫২. কোন বানানটি অশুদ্ধ? [D ১৭-১৮]
ক) ভৌগোলিক খ) দূর্গ গ) সামর্থ্য ঘ) অদ্যাপি উ: (খ)

৫৩. কোন বানানটি শুদ্ধ? [D ১৭-১৮]
ক) গৃহিনী খ) গৃহিনি গ) গৃহীনী ঘ) গৃহিণী উ: (ঘ)

৫৪. কোনটি শুদ্ধ বানান? [D ১৭-১৮]
ক) স্বত্তর খ) শত্তর গ) শ্বশুর ঘ) শ্বশুর উ: (ঘ)

৫৫. কোনটি শুদ্ধ বানান? [D ১৭-১৮]
ক) প্রতিযোগিতা খ) শ্রদ্ধাঞ্জলী গ) সহযোগীতা ঘ) প্রতিযোগীতা উ: (ক)

৫৬. কোন বানানটি শুদ্ধ? [D ১৭-১৮]
ক) সুষ্ঠ খ) সুষ্ট গ) সুষ্ঠু ঘ) সুষ্ঠ্ উ: (গ)

CamScanner

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়

০১. সঠিক বানান কোনটি? [B : ২৩-২৪]
ⓚ পুজারি ⓛ পুজারী ⓜ পূজারি ⓝ পূজারী উ: (গ)

০২. কোনটি শুদ্ধ? [A : ২৩-২৪]
ⓚ পুষ্করিনী ⓛ পুষ্করিণী ⓜ পুষ্করণী ⓝ পুষ্করনী উ: (খ)

০৩. শুদ্ধ শব্দটি চিহ্নিত করো- [A : ২৩-২৪]
ⓚ ক্ষীণবুদ্ধি ⓛ ক্ষুধামান্দ্য ⓜ ক্ষুণ্ণতা ⓝ ক্ষুদাধুর

Note: ক্ষীণবুদ্ধি, ক্ষুণ্ণতা, ক্ষুধামান্দ্য– তিনটি শব্দই শুদ্ধ। (সূত্র বাংলা একাডেমি বাংলা বানান অভিধান)। 'ক্ষুধাধুর' শব্দটির শুদ্ধ রূপ : ক্ষুধাতুর।

০৪. কোনটি শুদ্ধ চিহ্নিত করো? [C : ২৩-২৪]
ⓚ সান্ত্বনা ⓛ সান্তনা ⓜ স্বান্তনা ⓝ শান্তনা উ: (ক)

০৫. কোনটি শুদ্ধ শব্দ? [C : ২৩-২৪]
ⓚ সম্মানিত ⓛ সম্মাননীয় ⓜ সম্মানীয় ⓝ সম্মানীত

Note: বাংলা একাডেমি আধুনিক বাংলা অভিধান ও বাংলা একাডেমি ব্যবহারিক বাংলা অভিধান অনুযায়ী সম্মানিত, সম্মাননীয় ও সম্মানীয়– তিনটি শব্দই শুদ্ধ। প্রশ্নটি হওয়া উচিত ছিল কোনটি অশুদ্ধ শব্দ? সেক্ষেত্রে উত্তর হতো অপশন Ⓓ সম্মানীত।

০৬. কোন বানানটি শুদ্ধ? [A ২২-২৩]
ⓚ বুদ্ধিজীবি ⓛ মরীচিকা ⓜ পুর্বাহ্ন ⓝ আত্বা উ: (খ)

০৭. নিচের কোনটি শুদ্ধ শব্দ? [C ২২-২৩]
ⓚ ইতিপূর্বে ⓛ ইতোপূর্বে ⓜ ইতঃপূর্বে ⓝ ইতঃপুর্বে উ: (গ)

০৮. শুদ্ধ বানান– [A : ২১-২২]
ⓚ মনিষীনী ⓛ মণীষিনী ⓜ মনীষিণী ⓝ মনিষিনী উ: (গ)

০৯. কোনটি অশুদ্ধ? [A : ২১-২২]
ⓚ অধীনস্থ ⓛ অধীনে ⓜ অধীন ⓝ অনুগত উ: (ক)

১০. ঠিক বানান– [A : ২১-২২]
ⓚ ধরিত্রি ⓛ দরুণ ⓜ বরণ ⓝ গন্য উ: (গ)

১১. কোনটি অশুদ্ধ? [A : ২১-২২]
ⓚ কান্ড ⓛ ত্রাণ ⓜ বিবরণ ⓝ আকর্ষণ উ: (ক)

১২. অধিকার বা মালিকানা অর্থে নিচের কোন বানানটি শুদ্ধ?[A ১৯-২০]
ⓚ স্বত্বাধিকার ⓛ স্বত্বাধিকারী ⓜ স্বত্ত্বাধিকার ⓝ সত্ত্বাধিকার উ: (খ)

১৩. শুদ্ধ বানান কোনটি? [A ১৮-১৯]
ⓚ পরজিবী ⓛ সহযোগীতা ⓜ তৃর্ণভোজী ⓝ বুদ্ধিজীবী উ: (ঘ)

১৪. কোন শব্দটি ঠিক? [A ১৮-১৯]
ⓚ শ্রদ্ধাস্পদাসু ⓛ শ্রদ্ধাস্পদাষু ⓜ শ্রদ্ধাস্পদেসু ⓝ শ্রদ্ধাস্পদাশু উ: (ক)

১৫. শুদ্ধ বানান কোনটি? [A ১৭-১৮]
ⓚ ভূলের মূল্য ⓛ ভুলের মুল্য ⓜ ভুলের মুল্য ⓝ ভুলের মূল্য উ: (ঘ)

১৬. শুদ্ধ রূপ কোনটি? [A ১৭-১৮]
ⓚ কল্যাণীয়াসু ⓛ কল্যাণীয়াষু ⓜ কল্যাণীয়েসু ⓝ কল্যাণীয়াশু উ: (ক)

১৭. কোন বানানটি ঠিক? [A ১৭-১৮]
ⓚ পুনর্মিলন ⓛ পূনর্মিলন ⓜ পুণর্মিলন ⓝ পূণর্মিলন উ: (ক)

১৮. ঠিক বানান কোনটি? [B ১৭-১৮]
ⓚ আশীষ ⓛ আষিশ ⓜ আশিস ⓝ আশিষ উ: (গ)

১৯. শুদ্ধ বানান কোনটি? [B ১৭-১৮; E ১৬-১৭]
ⓚ আকাংখ্যা ⓛ আকাঙ্ক্ষা ⓜ আকাংখা ⓝ আকাংক্ষা উ: (খ)

২০. কোনটি শুদ্ধ? [C ১৭-১৮]
ⓚ গড্ডালিকা ⓛ অগ্ন্যুৎপাত ⓜ শ্রদ্ধাঞ্জলী ⓝ শ্বাশুড়ী উ: (খ)

২১. কোনটি শুদ্ধ বানান? [D ১৭-১৮]
ⓚ বিকিরণ ⓛ বিকীরণ ⓜ বিকিরন ⓝ বীকীরন উ: (ক)

২২. কোনটি শুদ্ধ বানান? [E ১৭-১৮]
ⓚ জীবন সঙ্গিনী ⓛ জীবন-সঙ্গিনী ⓜ জীবনসঙ্গিনী ⓝ জীবন সঙ্গীনি উ: (গ)

২৩. কোনটি শুদ্ধ? [অ-১৫-১৬]
ⓚ সখ্যতা ⓛ নম্রতা ⓜ সামঞ্জস্যতা ⓝ বাহুল্যতা উ: (খ)

২৪. কোন বানানটি শুদ্ধ? [অ-১৫-১৬]
ⓚ বিড়ম্বণা ⓛ বিড়ম্বনা ⓜ বিরম্বনা ⓝ বিরম্বণা উ: (খ)

২৫. কোন বানানটি ঠিক? [A ১৬-১৭]
ⓚ নীলাম্বরি ⓛ নিলাম্বরী ⓜ নিলাম্বরি ⓝ নীলম্বরী উ: (ক)

২৬. কোন বানানটি ঠিক? [D ১৬-১৭]
ⓚ নিরিক্ষণ ⓛ নীরিক্ষণ ⓜ নীরীক্ষণ ⓝ নিরীক্ষণ উ: (ঘ)

২৭. কোন বানানটি শুদ্ধ? [I ১৬-১৭]
ⓚ শশীভূষণ ⓛ শশিভূষণ ⓜ শশীভূষন ⓝ শশিভূসন উ: (খ)

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়

০১. কোন বানানটি শুদ্ধ? [B : ২৩-২৪]
ⓚ শুশ্রূষা ⓛ সুশ্রূষা ⓜ শুশ্রূষা ⓝ সুশ্রূসা উ: (গ)

০২. বাংলা একাডেমির প্রমিত বাংলা বানানের নিয়মে কোনটি শুদ্ধ? [D1 : ২৩-২৪]
ⓚ ভূল ⓛ কৃতীত্ব ⓜ সহযোগীতা ⓝ ধরন উ: (ঘ)

০৩. কোনটি ভুল বানান? [A ২২-২৩]
ⓚ দরিদ্রতা ⓛ চতুরতা ⓜ চপলতা ⓝ দৈন্যতা উ: (ঘ)

০৪. কোন বানানটি ঠিক? [B ২২-২৩]
ⓚ প্রোজ্জ্বল ⓛ উজ্জলতা ⓜ সমিচিন ⓝ কৃপনতা উ: (ক)

০৫. কোন শব্দটির প্রয়োগ শুদ্ধ? [B ২২-২৩]
ⓚ বৈশিষ্ট্যতা ⓛ সৌন্দর্যতা ⓜ আধিক্যতা ⓝ সুন্দরতা উ: (ঘ)

০৬. কোনটি ঠিক বানান? [B ১৯-২০; D ১৯-২০]
ⓚ অভূতপুর্ব ⓛ অভুতপূর্ব ⓜ অভূতপূর্ব ⓝ অভুতপুর্ব উ: (গ)

০৭. কোন বানানটি শুদ্ধ? [B ১৭-১৮]
ⓚ গিতাঞ্জলি ⓛ গিতাঞ্জলী ⓜ গীতাঞ্জলি ⓝ গীতাঞ্জলী উ: (গ)

০৮. কোন শব্দটির বানান ভুল? [B ১৭-১৮]
ⓚ উজ্জল ⓛ সজ্জন ⓜ বিভাজ্য ⓝ জ্বলন্ত উ: (ক)

০৯. কোন বানানটি ভুল?
ⓚ সমীচীন ⓛ মুমূর্ষু ⓜ ম্রিয়মান ⓝ প্রতীয়মান উ: (গ)

১০. কোন বানানটি অশুদ্ধ? [গ ১৫-১৬]
ⓚ শঙ্খ ⓛ আকাঙ্ক্ষা ⓜ অংক ⓝ সংগীত উ: (গ)

১১. কোন বানানটি অশুদ্ধ? [C ১৫-১৬]
ⓚ আবিষ্কার ⓛ পরিষ্কার ⓜ বহিষ্কার ⓝ তিরস্কার উ: (ঘ)

১২. কোন শব্দে ভুল বানান রয়েছে? [E-১৫-১৬]
ⓚ চতুষ্পদ ⓛ নিষ্পত্তি ⓜ বৃহস্পতি ⓝ শ্রদ্ধাস্পদ ⓞ দুস্প্রাপ্য উ: (ঙ)

১৩. কোন বানানটি ঠিক? [H ১৬-১৭; বেরোবি ক ১৬-১৭]
ⓚ শারিরিক ⓛ শরীরিক ⓜ শারীরিক ⓝ শারিরীক উ: (গ)

১৪. কোন প্রয়োগটি অশুদ্ধ? [G ১৬-১৭]
ⓚ সখ্য ⓛ অহোরাত্র ⓜ ঔজ্জ্বল্য ⓝ সৌজন্যতা উ: (ঘ)

১৫. কোন বানানটি শুদ্ধ? [F ১৬-১৭]
ⓚ বদ্বীপ ⓛ বদীপ ⓜ বদ্বিপ ⓝ বদ্বিফ ⓞ বঃদ্বীপ উ: (ক)

১৬. কোন বানানটি ঠিক? [F ১৬-১৭; যবিপ্রবি E ১৬-১৭]
ⓚ শুশ্রুষা ⓛ সুশ্রুষা ⓜ শুশ্রূষা ⓝ শুশ্রূসা ⓞ সুশ্রূষা উ: (গ)

১৭. কোনটি শুদ্ধ নয়? [D3 ১৬-১৭]
ⓚ অঙ্গ ⓛ বংস ⓜ কংস ⓝ শংসা উ: (খ)

১৮. কোন বানানটি ঠিক? [D3 ১৬-১৭]
ⓚ উদ্বন্ধন ⓛ আকষ্মিক ⓜ কিংকর্তব্যবিমূঢ় ⓝ মরিচিকা উ: (গ)

১৯. কোন বানানটি অশুদ্ধ? [D1 ১৬-১৭]
ⓚ আবিস্কার ⓛ পরিষ্কার ⓜ বহিষ্কার ⓝ নমস্কার উ: (ক)

২০. কোন বানানটি শুদ্ধ নয়? [C1 ১৬-১৭]
ⓚ ঋণগ্রহণ ⓛ ভীষণ ⓜ ভুষণ ⓝ অনশন উ: (গ)

২১. কোন বানানটি অশুদ্ধ? [B1 ১৬-১৭]
ⓚ দুষ্প্রাপ্য ⓛ নিষ্পত্তি ⓜ পরস্পর ⓝ স্নেহাস্পদ উ: (গ)

খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়

০১. নিচের কোন বানানটি শুদ্ধ? [B ১৯-২০]
ⓚ স্বচ্ছলতা ⓛ উর্ধমুখী ⓜ উচ্ছৃঙ্খল ⓝ প্রজ্জলন উ: (গ)

০২. নিচের কোন বানানটি বৈয়াকরণিক দিক থেকে যথাযথ? [B ১৮-১৯; জাবি C ১৭-১৮]
ⓚ বিচিত্র্য ⓛ বৈচিত্র্যতা ⓜ বৈচিত্র্য ⓝ বৈচিত্র উ: (গ)

০৩. বিশুদ্ধ বানান কোনটি? [S-১৫-১৬]
ⓚ নৈহৃত ⓛ নৈর্ঋত ⓜ নৈঋিত ⓝ নৈঋত উ: (খ)

CamScanner

JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS

জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলাম বিশ্ববিদ্যালয়

০১. কোন শব্দটি নির্ভুল? [A ১৮-২০]
ⓚ ঊর্ধ্বমুখ ⓚ উপলক্ষ ⓖ ঊর্ধ্বস্থিত ⓖ ঊর্ধ্বমুক্ত

Note: ঊর্ধ্বমুখ, ঊর্ধ্বস্থিত– দুটো বানানই নির্ভুল। [সূত্র : বাংলা একাডেমি আধুনিক বাংলা অভিধান]

০২. নিচের কোন বানানটি শুদ্ধ? [AL ১৮-১৯; ইবি B-১৫-১৬]
(ক) পুঙ্খানুপুঙ্খ (খ) পুঙ্কানুপুঙ্খ (গ) পুঙ্খানুপুংখ (ঘ) পুঙ্খানুপুঙ্ক — উ. (ক)

০৩. কোনটি অশুদ্ধ বানানে লেখা? [AP ১৮-১৯]
(ক) সম্বিৎ (খ) দারিদ্র (গ) নিস্পৃহ (ঘ) নিরক্ষর — উ. (গ)

০৪. কোনটি শুদ্ধ? [D ১৮-১৯]
(ক) ক্রেশ (খ) ক্রোশ (গ) ক্রেষ (ঘ) কেশ — উ. (খ)

০৫. নিচের কোন বানানটি শুদ্ধ? [AL ১৭-১৮]
(ক) দারিদ্রতা (খ) দারিদ্র্য (গ) দরিদ্র্য (ঘ) দারিদ্র — উ. (খ)

০৬. কোনটি শুদ্ধ বানান? [AL ১৭-১৮; রাবি A ১৫-১৬]
(ক) বৃহস্পতি (খ) বৃহষ্পতি (গ) বৃহস্পতী (ঘ) বৃহস্পতি — উ. (ক)

০৭. কোন বানানটি শুদ্ধ? [AP ১৭-১৮]
(ক) ইন্দ্রীয় (খ) ঈন্দ্রীয় (গ) ইন্দ্রিয় (ঘ) ঈন্দ্রিয় — উ. (গ)

০৮. কোনটি অশুদ্ধ : [ক ১৬-১৭]
(ক) বৈচিত্র (খ) বঁধু (গ) গৃহস্থ (ঘ) জগৎ — উ. (ক)

০৯. কোনটি অশুদ্ধ বানান? [গ ১৬-১৭]
(ক) পিপীলিকা (খ) মিতালি (গ) দুরারোগ্য (ঘ) কেন্দ্রিয় — উ. (ঘ)

বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়

০১. কোন শব্দটির বানান শুদ্ধ? [B ১৬-১৭]
(ক) অন্তর্ভূক্ত (খ) অন্তর্ভুক্ত (গ) অর্ন্তভুক্ত (ঘ) অন্তর্ভূক্ত — উ. (খ)

০২. ভুল বানান কোনটি? [C ১৬-১৭]
(ক) সমীচীন (খ) দ্বন্দ্ব (গ) শিহরণ (ঘ) জিগিষা — উ. (গ)

০৩. কোন বানানটি ঠিক? [A ১৬-১৭]
(ক) স্বৈরিণী (খ) স্বৈরীণী (গ) সৈরিণী (ঘ) স্বৈরিনী — উ. (ক)

০৪. কোনটি শুদ্ধ শব্দ? [B ১৬-১৭]
(ক) ঝরনা (খ) কাকন (গ) ন্যূনতম (ঘ) দীনতা

Note: 'ঝরনা' ও 'দীনতা' দুটো বানানই ঠিক। [সূত্র : বাংলা একাডেমি বাংলা বানান অভিধান।]

০৫. কোন বানানটি ঠিক নয়? [B ১৬-১৭]
(ক) জিনিস (খ) পোশাক (গ) মাষ্টার (ঘ) পোস্ট — উ. (গ)

ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়

০১. কোন বানানটি শুদ্ধ? [B ১৯-২০]
(ক) ত্রহায়ন (খ) ত্রহায়ণ (গ) ত্রিহায়ন (ঘ) ত্রিহায়ণ — উ. (গ)

০২. ঠিক বানান নির্দেশ কর– [B ১৯-২০]
(ক) জ্যাত্যাভিমান (খ) জাত্যাভিমান (গ) জাত্যভিমান (ঘ) জাতিভিমান — উ. (গ)

০৩. কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় বাংলা বানান সংস্কার কমিটি গঠিত হয় কত সালে? [B ১৮-১৯]
(ক) ১৯৩৫ (খ) ১৯৩৬ (গ) ১৯৩৭ (ঘ) ১৯৩৮ — উ. (ক)

০৪. কোন বানানটি শুদ্ধ? [B ১৭-১৮]
(ক) কৃষিজিবি (খ) কৃষিজীবী (গ) কৃষিজীবি (ঘ) কৃষিজিবী — উ. (খ)

০৫. নিচের কোন বানানটি শুদ্ধ? [C ১৭-১৮]
(ক) শ্রদ্ধাস্পদাসু (খ) শ্রদ্ধাস্পদেষু (গ) শ্রদ্ধাস্পদেসু (ঘ) শ্রদ্ধাষ্পদেষু — উ. (খ)

০৬. নিম্নের কোন বানানটি শুদ্ধ? [H ১৭-১৮]
(ক) নুপুর (খ) নূপুর (গ) নুপূর (ঘ) নূপূর — উ. (খ)

০৭. ঠিক বানান কোনটি? [B ১৬-১৭]
(ক) দুর্নিরীক্ষ্য (খ) দুর্নিরিক্ষ (গ) দুর্নিরিখ্য (ঘ) দুর্নিরীক্ষ — উ. (ক)

০৮. নিচের কোন বানানটি ঠিক– [B ১৬-১৭]
(ক) প্রনয়ন (খ) প্রণোয়ন (গ) প্রোনোয়ন (ঘ) প্রণয়ন — উ. (ঘ)

০৯. নিচের কোন বানানটি শুদ্ধ? [B ১৬-১৭]
(ক) অনুষঙ্গ (খ) অনুসঙ্গ (গ) অনুষাঙ্গ (ঘ) অনুসাঙ্গ — উ. (ক)

১০. নিচের কোন বানানটি ঠিক? [C ১৬-১৭]
(ক) পরিষ্কার (খ) পরিস্কার (গ) পরিশ্কার (ঘ) পরিঃষ্কার — উ. (ক)

১১. ঠিক বানান কোনটি? [C ১৬-১৭]
(ক) পৌরোহিত্য (খ) পৌরহিত্য (গ) পুরোহিত্য (ঘ) কোনোটিই নয় — উ. (ক)

১২. কোনটি শুদ্ধ? [C ১৬-১৭]
(ক) মধুসূদন (খ) মধুসুদন (গ) মধূসুদন (ঘ) মধূসূদন — উ. (ক)

১৩. কোনটি ঠিক বানান? [C ১৬-১৭]
(ক) সমুজ্জ্বল (খ) সমুজ্জল (গ) সমোজ্জ্বল (ঘ) সমজ্জ্বল — উ. (ক)

১৪. কোন বানানটি অশুদ্ধ? [H ১৬-১৭]
(ক) স্বচ্ছ (খ) ধনিষ্ঠ (গ) বৈশাখী (ঘ) মুমূর্ষু — উ. (খ)

কুমিল্লা বিশ্ববিদ্যালয়

০১. ঠিক বানান কোনটি? [B ১৯-২০; কুবি ক ১৫-১৬]
(ক) আইনজীবি (খ) উজ্জ্বান (গ) সত্ত্বা (ঘ) ইতিমধ্যে — উ. (ঘ)

০২. নিচের কোন শব্দটির বানান শুদ্ধ? [C ১৯-২০; কুবি K ১৭-১৮]
(ক) সমিচিন (খ) মুমূর্ষু (গ) আকাংখা (ঘ) লাঞ্ছনা — উ. (খ)

০৩. কোন বানানটি ঠিক? [C ১৮-১৯; কুবি গ ১৬-১৭]
(ক) অনুণয় (খ) অনূনয় (গ) অনুনয় (ঘ) অনুর্নয় — উ. (গ)

০৪. নিচের কোন বানানটি শুদ্ধ? [B ১৮-১৯]
(ক) শ্বাস্বত (খ) শাশ্বত (গ) শ্বাশত (ঘ) শাস্বত — উ. (খ)

০৫. কোন বানানটি শুদ্ধ? [B ১৬-১৭]
(ক) অপেক্ষমান (খ) অপরাহ্ন (গ) ওঁচা (ঘ) কৌতূহল — উ. (ঘ)

বরিশাল বিশ্ববিদ্যালয়

০১. ভুল বানানগুচ্ছ কোনটি? [ক-১৫-১৬]
(ক) শ্রেণি, আবিষ্কার (খ) সর্বজনীন, বন্দ্যোপাধ্যায় (গ) গড্ডলিকা, বঁধু (ঘ) নিরোগ, লাঞ্ছনা — উ. (ঘ)

০২. শুদ্ধ শব্দজোড় চিহ্নিত কর : [ক-১৫-১৬]
(ক) বিদ্যান, শিরচ্ছেদ (খ) বিশিষ্ট, পিপিলিকা (গ) আকাঙ্ক্ষা, অপরাহ্ণ (ঘ) সত্ত্ব, মরীচিকা — উ. (গ)

০৩. কোনটি অশুদ্ধ? [গ-১৫-১৬]
(ক) নির্ধন (খ) সশঙ্কিত (গ) দারিদ্র্য (ঘ) নিস্পৃহ — উ. (ঘ)

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বি. ও প্র. বিশ্ববিদ্যালয়

০১. কোন বানানটি শুদ্ধ? [F ১৯-২০]
(ক) গোধুলী (খ) গোধুলি (গ) গোধূলি (ঘ) গোধূলী — উ. (গ)

০২. 'ণ' এর উচ্চারণগত বানান কোনটি? [D ১৯-২০; ইবি এইচ ১৭-১৮; রাবি ই ১৬-১৭]
(ক) মূর্ধণ্য (খ) মুর্ধণ্য (গ) মূর্ধন্য (ঘ) মুর্ধন্য — উ. (গ)

০৩. কোন বানানটি শুদ্ধ? [F ১৯-২০]
(ক) অস্ত্যেষ্টিক্রিয়া (খ) অন্ত্যেস্টিক্রিয়া (গ) অন্ত্যোষ্টিক্রিয়া (ঘ) অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া — উ. (ঘ)

০৪. নিচের কোন বানানটি শুদ্ধ? [C ১৮-১৯]
(ক) কৌলীন্য (খ) কৌলীণ্য (গ) কৌলিন্য (ঘ) কৌলিণ্য — উ. (ক)

০৫. শুদ্ধ বানান কোনটি? [D ১৮-১৯]
(ক) দারিদ্রপীড়িত (খ) দারিদ্র্যপীড়িত (গ) দরিদ্র্যপীড়িত (ঘ) দরিদ্রপীড়িত — উ. (খ)

০৬. কোন বানানটি ঠিক? [D ১৮-১৯]
(ক) স্বরণি (খ) স্বরনি (গ) সরণি (ঘ) সরনি — উ. (গ)

০৭. ঠিক বানান কোনটি? [F ১৮-১৯]
(ক) রূপপোজীবিনী (খ) রুপপোজীবনী (গ) রূপোপজীবিনী (ঘ) রূপোপজীবিনী — উ. (গ)

০৮. নিচের কোন বানানটি শুদ্ধ? [E ১৭-১৮]
(ক) প্রত্নতত্ত্ব (খ) প্রত্নতত্ব (গ) প্রত্নতত্ত (ঘ) প্রত্নত্ত্ব — উ. (ক)

০৯. কোনটি ঠিক বানান? [E ১৬-১৭]
(ক) কাহিনি (খ) কাহিনী (গ) কাহীনি (ঘ) কাহিনী — উ. (ক)

১০. কোন শব্দটির বানান ঠিক? [D ১৬-১৭]
(ক) দোষনীয় (খ) দূষণীয় (গ) দূষনিয় (ঘ) দোষণীয় — উ. (খ)

শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়

০১. 'পূর্বাহ্ণ' শব্দের বানানে 'ণ' স্থানে 'ন' হবে না, কারণ শব্দটি– [A ১৯-২০]
(ক) সন্ধিবদ্ধ নয় (খ) সমাসবদ্ধ নয় (গ) ভবিষ্যৎ অনুজ্ঞা নয় (ঘ) বিভক্ত নয় (ঙ) প্রত্যয়ান্ত নয় — উ. (খ)

০২. কোন বানানটি ভুল? [A ১৭-১৮]
(ক) শ্রদ্ধাঞ্জলি (খ) শিরশ্ছেদ (গ) উপন্যাসিক (ঘ) আকাঙ্ক্ষা (ঙ) ভৌগোলিক — উ. (গ)

০৩. কোন শব্দটির বানান শুদ্ধ? [A ১৬-১৭]
(ক) ইংরেজী (খ) শহীদ (গ) ফেব্রুয়ারী (ঘ) প্রতিযোগী (ঙ) চাষী — উ. (ঘ)

JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS

CS CamScanner

হাজী মোহাম্মদ দানেশ বি. ও প্র. বিশ্ববিদ্যালয়

০১. নিচের কোন বানানটি অশুদ্ধ? [G-১৫-১৬]
ক শ্রেষ্ঠ খ নিরভিমান গ অধৈর্য ঘ বিভীষীকা **উ: ঘ**

যশোর বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়

০১. নিচের কোন বানানটি শুদ্ধ? [D১৭-১৮]
ক ইতিমধ্যে খ সমীচিন গ পুরষ্কার ঘ পোশাক **উ: ঘ**

পাবনা বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়

০১. নিচের কোন শব্দের বানানটি শুদ্ধ? [B ১৯-২০]
ক দূরান্বয় খ দূর্নিবার গ দুর্নীতি ঘ দূর্নাম **উ: ক**
০২. নিচের কোন বানানটি শুদ্ধ নয়? [C১৭-১৮]
ক আশ্বস্ত খ কটুক্তি গ আবিষ্কার ঘ চৈতালি **উ: খ**
০৩. নিচের কোন শব্দটির বানান অশুদ্ধ? [A-১৫-১৬]
ক গণিত খ হর্ন গ প্রতিযোগিতা ঘ আকাংখা **উ: ঘ**

নোয়াখালী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়

০১. শুদ্ধ শব্দ কোনটি? [D ১৫-১৬]
ক স্বরসতী খ সরস্বতী গ সরস্বতি ঘ স্বরসতি **উ: খ**
০২. 'প্রমিত বাংলা ভাষা' বলতে বোঝায়– [D ১৫-১৬]
ক আঞ্চলিক রীতির বাংলা ভাষা খ কথ্য রীতির বাংলা ভাষা
গ চলিত রীতির বাংলা ভাষা ঘ সাধু রীতির বাংলা ভাষা **উ: গ**

বাংলাদেশ ইউনিভার্সিটি অব প্রফেশনালস

০১. নিচের কোন বানানগুচ্ছের সবগুলোই অশুদ্ধ? [FASS : ২১-২২]
ক নিক্কন, সূচাগ, অনুর্ধ্ব খ মাতৃভাষা, রানি, বিকিরণ
গ অনুর্বর, উর্ধ্বগামী, রানি ঘ ভূরিভূরি, মাতৃভাষা, দুরতিক্রম্য **উ: ক**
০২. কোন বানানটি শুদ্ধ? [FASS : ২১-২২]
ক আদ্যোক্ষর খ আদ্যাক্ষর গ আদ্যেক্ষর ঘ আদ্যক্ষর
Note : আদ্যাক্ষর [সূত্র : বাংলা একাডেমি আধুনিক বাংলা অভিধান] এবং আদ্যক্ষর [সূত্র : বাংলা একাডেমি ব্যবহারিক বাংলা অভিধান]।
০৩. নিচের কোন বানানটি সঠিক নয়? [FSSS : ২১-২২]
ক বৈশিষ্ট খ বৈশিষ্ট্য গ মুমূর্ষু ঘ সমীচীন **উ: ঘ**

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান মেরিটাইম ইউনিভার্সিটি

০১. ঠিক বানান– [FMGP : ২১-২২]
ক সৌন্দর্য্য, বহিষ্কার, অহোরাত্রি খ সৌন্দর্য, বহিষ্কার, অহোরাত্র
গ সুন্দর্য, বহিষ্কার, অহঃরাত্রি ঘ সৌন্দর্য, বহিঃস্কার, অহঃরাত্র **উ: খ**

বাংলাদেশ মেরিন একাডেমি

০১. কোন বানানটি শুদ্ধ? [A : ২১-২২; ঢাবি চ ১৯-২০; জাককানইবি AL ১৭-১৮; যবিপ্রবি E ১৭-১৮]
ক পিপীলিকা খ পিপিলীকা গ পিপিলিকা ঘ পীপীলীকা **উ: ক**
০২. নিচের কোন বানানটি শুদ্ধ? [A : ২১-২২; জাককানইবি D১৭-১৮; রাবি F ১৭-১৮]
ক মুমুর্ষ খ মুমূর্ষু গ মুমুর্ষু ঘ মুমূর্শ **উ: খ**

ডিপ্লোমা ইন মিডওয়াইফারি

০১. নিচের কোনটি ঠিক শব্দ নয়?
ক সুর্মূল্য খ হিংসা গ বাস্তব ঘ ধ্বনি **উ: ক**

গার্হস্থ্য অর্থনীতি কলেজ

০১. শুদ্ধ বানান কোনটি? [মানবিক ২২-২৩]
ক পুরস্কার খ মুমুর্ষু গ সার্থক ঘ আবিষ্কার **উ: গ**
০২. কোনটি শুদ্ধ বানান? [Humanities : ২১-২২; জাবি D১৭-১৮; গার্হস্থ্য ১৭-১৮; জাককানইবি ১৭-১৮]
ক সমীচিন খ সমিচিন গ সমীচীন ঘ সমিচীন **উ: গ**
০৩. কোনটি শুদ্ধ? [১৯-২০]
ক অভিক খ নির্ভিক গ অনিক ঘ ধনিক **উ: ঘ**
০৪. নিচের কোন শব্দজোড় ভুল? [১৯-২০]
ক সাধুতা, দৈন্য খ গন্ডালিকা, লজ্জাকর
গ শিরশ্ছেদ, বৃশ্চিক ঘ পাণিনি, উন্মীলিত **উ: খ, ঘ**
০৫. নিচের কোন বানানটি অশুদ্ধ? [১৬-১৭]
ক নারীত্ব খ কৃতিত্ব গ সতিত্ব ঘ ব্যক্তিত্ব **উ: গ**

ঢাবি অধিভুক্ত ৭ কলেজ

০১. নিচের কোন বানানটি শুদ্ধ? [কলা ও সামাজিক : ২৩-২৪]
ক নিরব খ ঐকতান গ ইদানিং ঘ উচ্ছল **উ: খ**
০২. নিচের যে বানানটি শুদ্ধ– [কলা ও সামাজিক : ২৩-২৪]
ক নীলম্বরী খ নিলাম্বরী গ নীলাম্বরি ঘ নীলাম্বরী **উ: গ**
০৩. শুদ্ধ বানানগুচ্ছ কোনটি? [কলা ও সামাজিক : ২৩-২৪]
ক উচ্ছল, স্বত্ব, ভূগোল খ ইতিমধ্যে, ইতঃপূর্বে, উপরোক্ত
গ শ্রদ্ধাঞ্জলী, বাল্মীকি, আকাঙ্ক্ষা ঘ ভৌগোলিক, শতবার্ষিক, মুহুর্মুহু **উ: ক**
০৪. কোন নামটি শুদ্ধ? [বাণিজ্য : ২৩-২৪]
ক জীবনান্দ দাস খ জীবনানান্দ দাশ
গ জীবনানন্দ দাশ ঘ জীবনানন্দ দাস **উ: গ**
০৫. নিচের কোন বানানটি শুদ্ধ? [বাণিজ্য : ২৩-২৪]
ক অন্তহুল খ অন্তস্তল গ অন্তঃহুল ঘ অন্তস্তল **উ: খ**
০৬. কোন বানানটি শুদ্ধ নয়? [বাণিজ্য ২২-২৩]
ক মহীয়সি খ পাকহুলী গ শ্রদ্ধাঞ্জলি ঘ গীতাঞ্জলি **উ: ক**
০৭. কোন বানানটি শুদ্ধ? [বিজ্ঞান ২২-২৩]
ক ব্যাথা খ গীতাঞ্জলী গ শিরোচ্ছেদ ঘ অপরহ্ণ **উ: ঘ**
০৮. নিচের কোন বানানটি শুদ্ধ? [মানবিক ২২-২৩]
ক নিশিথিনি খ কথোপকথন গ পিপিলিকা ঘ সমিচিন **উ: খ**
০৯. শুদ্ধ বানানগুচ্ছ কোনটি? [Humanities : ২১-২২]
ক শারীরিক, সমীচিন, নিরীক্ষণ খ ইতিমধ্যে, ইতঃপূর্বে, উপরোক্ত
গ শ্রদ্ধাঞ্জলী, বাল্মীকি, আকাঙ্ক্ষা ঘ ভৌগোলিক, শতবার্ষিক, মুহুর্মুহু **উ: ঘ**
১০. ভুল বানান কোনটি? [Business : ২১-২২]
ক রুগ্ন খ ব্যতীত গ আকাঙ্ক্ষা ঘ সচ্ছল **উ: ক**

বিএসসি ও ডিপ্লোমা নার্সিং

০১. কোন বানানটি শুদ্ধ? [বিএসসি : ২৩-২৪]
ক অনুকূল খ অভিসপ্ত গ অধ্যায়ন ঘ অনুজ্জ্বল **উ: ক**
০২. বানানের অশুদ্ধির প্রধান কারণ কোনটি? [ডিপ্লোমা : ২৩-২৪]
ক ভুল উচ্চারণ খ অর্থ না জানা গ সমাস না জানা ঘ যুক্তবর্ণ **উ: ক**
০৩. শুদ্ধ বানান কোনটি? [ডিপ্লোমা : ২৩-২৪]
ক শিরপীড়া খ শিরোপিড়া গ শিরঃপীড়া ঘ শিরোপীড়া **উ: গ**
০৪. প্রমিত বাংলা বানানের নিয়ম অনুসারে নিচের কোন শব্দজোড়ের বানান শুদ্ধ? [Diploma Nursing'17-18]
ক পিপীলিকা, নির্নিমেষ খ পিপীলিকা, নির্নিমেস
গ পিপীলিকা, নির্ণিমেষ ঘ পিপিলিকা, নির্নিমেশ **উ: ক**
০৫. কোন বানানটি শুদ্ধ? [BSC Nursing ২২-২৩]
ক মরীচিকা খ সহযোগীতা গ ইতিমধ্যে ঘ শ্রমজীবি **উ: ক**
০৬. কোন বানানটি ঠিক? [BSC Nursing'20-21]
ক ষোড়শ খ শোরশ গ শোরষ ঘ সোড়শ **উ: ক**
০৭. কোনটি শুদ্ধ বানান? [BSC Nursing'15-16]
ক ব্যতীত খ ব্যতিত গ ব্যাতীত ঘ ব্যাতিত **উ: ক**
০৮. কোন শব্দটি সঠিক? [BSC Nursing'15-16]
ক আভ্যন্তরীণ খ অভ্যন্তরীণ গ আভ্যন্তরীন ঘ অভ্যন্তরীন **উ: খ**
০৯. নিচের কোনটি সঠিক শব্দ নয়? [Diploma Nursing'21-22]
ক দুর্মূল্য খ হিংসা গ বাস্তব ঘ ধ্বনি **উ: ক**
১০. নিচের কোন বানানটি শুদ্ধ?[Diploma Nursing'19-20]
ক সরত খ শড়ত গ শরত ঘ শরৎ **উ: ঘ**
১১. নিচের কোনটি শুদ্ধ বানান? [Diploma Midwifery'18-19]
ক নুন্যতম খ নূনতম গ নুনতম ঘ নূন্যতম **উ: খ**
১২. নিচের কোন বানান ভুল? [Diploma Nursing'15-16]
ক পরিপক্ক খ মুহূর্ত গ মুমূর্ষু ঘ শুশ্রুষা **উ: ক**
১৩. কোন বানানটি শুদ্ধ? [Diploma Nursing'15-16]
ক স্বায়ত্তশাসন খ স্বায়ত্বশাসন গ স্বায়াত্বশাসন ঘ সায়ত্বশাসন **উ: ক**

CamScanner

JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS

BCS পরীক্ষার বিগত বছরের MCQ প্রশ্নোত্তর

০১. বাংলা একাডেমির 'প্রমিত বাংলা বানানের নিয়ম' কত সালে প্রণীত হয়? [৪৬তম বিসিএস]
ক ১৯৯০ খ ১৯৯২ গ ১৯৯৪ ঘ ১৯৯৬ উ: খ

০২. শুদ্ধ বানানের গুচ্ছ কোনটি? [৪৫তম বিসিএস]
ক শিরোচ্ছেদ, দরিদ্রতা, সমীচিন খ শিরোচ্ছেদ, দারিদ্র্য, সমীচিন
গ শিরচ্ছেদ, দরিদ্রতা, সমীচীন ঘ শিরশ্ছেদ, দরিদ্রতা, সমীচীন উ: ক

০৩. শুদ্ধ বানান কোনটি? [৪৪তম, ২১তম, ১০ম বিসিএস]
ক মুমুর্ষ খ মূমুর্ষু গ মুমূর্ষু ঘ মুমূর্ষ উ: গ

০৪. কোন বানানটি শুদ্ধ? [৪১তম বিসিএস]
ক পুরষ্কার খ আবিস্কার গ সময়োপযোগী ঘ স্বত্ব উ: ঘ

০৫. কোন বানানটি শুদ্ধ? [৪০তম বিসিএস]
ক মনকষ্ট খ মনঃকষ্ট গ মনস্কষ্ট ঘ মনকস্ট উ: খ

০৬. কোন শব্দটি শুদ্ধ বানানে লেখা হয়েছে? [৩৮তম বিসিএস]
ক শুন্য খ ত্রিভুজ গ পূণ্য ঘ ভূবন উ: খ

০৭. নিচের কোন বানানটি শুদ্ধ? [৩৫তম বিসিএস]
ক মনীষী খ মনিষি গ মনীষি ঘ মনিষী উ: ক

০৮. কোন বানানটি শুদ্ধ নয়? [৩৩তম বিসিএস]
ক দারিদ্র্যতা খ উপযোগিতা
গ শ্রদ্ধাঞ্জলি ঘ ঊর্ধ্ব উ: ঘ

০৯. কোনটি শুদ্ধ বানান? [৩৩তম, ৩২তম বিসিএস]
ক নিশিথিনী খ নীশিথিনী গ নিশীথিনী ঘ নিশিথিনি উ: গ

১০. কোনটি শুদ্ধ বানান? [৩২তম বিসিএস]
ক আকাংখা খ আকাঙ্ক্ষা গ আকাঙ্খা ঘ আকাংক্ষা উ: খ

১১. কোনটি শুদ্ধ বানান? [২৫তম বিসিএস]
ক দন্দ খ দ্বন্দ গ দ্বন্দ্ব ঘ দন্দ্ব উ: গ

১২. কোন বানানটি শুদ্ধ? [২১তম বিসিএস]
ক সুচিস্মিতা খ সুচিস্মিতা গ সুচীস্মিতা ঘ শুচিস্মিতা উ: ঘ

১৩. কোন বানানটি শুদ্ধ? [২০তম বিসিএস]
ক শুশ্রূষা খ সুশ্রূষা গ শুশ্রূষা ঘ সুশ্রুসা উ: গ

১৪. কোন বানানটি শুদ্ধ? [১৮তম বিসিএস]
ক সমীচীন খ সমিচীন গ সমীচিন ঘ সমিচিন উ: ক

১৫. শুদ্ধ বানানটি নির্দেশ করুন– [১৫তম বিসিএস]
ক মুহুর্মুহু খ মুহুর্মুহু গ মুর্হমুর্হ ঘ মুর্হুর্মুহু উ: ক

১৬. কোন বানানটি শুদ্ধ? [১৪তম বিসিএস (শিক্ষা)]
ক বিভিসীকা খ বিভীষিকা গ বীভিষিকা ঘ বীভিষীকা উ: খ

১৭. কোন বানানটি শুদ্ধ? [১২তম বিসিএস (পুলিশ)]
ক পাষাণ খ পাষান গ পাসান ঘ পাশান উ: ক

SELF TEST MCQ

০১. কোন শব্দটি শুদ্ধ নয়?
ক সংখ্যা খ সংবর্ধনা গ উশৃঙ্খল ঘ অহংকার

০২. প্রমিত বাংলা বানানের নিয়মে কোনটি অশুদ্ধ?
ক স্ত্রী খ স্টেশন গ স্ট্রিট ঘ স্টোর

০৩. কোন বানানটি ঠিক নয়?
ক ধন্য খ চৈতালী গ জাপানি ঘ রঙিন

০৪. কোনটি শুদ্ধ বানান?
ক শরিসৃপ খ শরীসৃপ গ সরিসৃপ ঘ সরীসৃপ

০৫. কোনটি শুদ্ধ বানান?
ক মধুসুদন খ মধূসুদন গ মধূসূদন ঘ মধুসূদন

০৬. কোন বানানটি শুদ্ধ?
ক সহযোগীতা খ ভিত্তি গ শ্রদ্ধাঞ্জলী ঘ শংশপ্তক

০৭. কোন বানানটি ঠিক?
ক স্বতঃস্ফূর্ত খ স্বতোস্ফূর্ত গ সত্বোস্ফূর্ত ঘ স্বতঃস্ফুত

০৮. কোন শব্দটি শুদ্ধ বানানে লিখিত নয়?
ক মুর্শিদ খ আকাঙ্ক্ষা গ পূবালী ঘ যুধ্যমান

০৯. কোন বানানটি নির্ভুল?
ক দুরদশাগ্রস্ত খ দুর্দশাগ্রস্থ গ দুর্দশাগ্রস্ত ঘ দুর্দশাগ্রহ্ত

১০. কোন শব্দটি ভুল?
ক অঞ্জলি খ কটূক্তি গ পরিপক্ক ঘ মরূদ্যান

১১. কোন বানানটি শুদ্ধ?
ক কনিনিকা খ কণিনিকা গ কনিনীকা ঘ কনীনিকা

১২. নিচের কোন শব্দটি শুদ্ধ বানানে লিখিত?
ক শকেট খ শকট গ সকোট ঘ সকট

OMR				
০১.ক খ গ ঘ	০২.ক খ গ ঘ	০৩.ক খ গ ঘ	০৪.ক খ গ ঘ	০৫.ক খ গ ঘ
০৬.ক খ গ ঘ	০৭.ক খ গ ঘ	০৮.ক খ গ ঘ	০৯.ক খ গ ঘ	১০.ক খ গ ঘ
১১.ক খ গ ঘ	১২.ক খ গ ঘ	১৩.ক খ গ ঘ	১৪.ক খ গ ঘ	১৫.ক খ গ ঘ

Answer					
১২.খ	১১.ঘ	১০.গ	০৯.গ	০৮.গ	০৭.ক
০৬.খ	০৫.ঘ	০৪.ঘ	০৩.খ	০২.ঘ	০১.গ

SELF TEST লিখিত

প্রশ্ন :

০১. বাংলা একাডেমি প্রণীত প্রমিত বাংলা বানানের পাঁচটি নিয়ম লেখ।
০২. তৎসম শব্দের বানানের পাঁচটি নিয়ম লেখ।
০৩. বহুবাচক, প্রাণিবাচক এবং কর্ম ও পেশাবাচক শব্দের ক্ষেত্রে কোন নিয়ম অনুসৃত হবে তা সংক্ষেপে বুঝিয়ে লেখ।
০৪. সন্ধির ক্ষেত্রে অশুদ্ধি সংশোধন কর :
জ্যোতিরিন্দ্র, অনটন, উপরোক্ত, মুখছবি, প্রাতঃরাশ, দুরাদৃষ্ট, অদ্যবধি, দুরাবস্থা।
০৫. বাংলা বানানে ই-কার ব্যবহারের পাঁচটি নিয়ম লেখ।
০৬. বাংলা একাডেমি প্রণীত প্রমিত বাংলা বানানের পাঁচটি নিয়ম লেখ।
০৭. 'উদ্দেশ' ও 'উদ্দেশ্য' শব্দদ্বয়ের প্রকৃত অর্থ ও বাক্যে প্রয়োগ দেখাও।

উত্তর :

০১. আলোচনা অংশ দ্রষ্টব্য।
০২. আলোচনা অংশ দ্রষ্টব্য।
০৩. বহুবাচক, প্রাণিবাচক এবং কর্ম ও পেশাবাচক শব্দের ক্ষেত্রে নিয়ম :
i. বহুবাচক শব্দে ই-কার বসবে। যেমন : বাড়ি, আলমারি, মশারি, চিরুনি ইত্যাদি।
ii. প্রাণিবাচক শব্দে ই-কার বসবে। যেমন : হাতি, পাখি, মুরগি, জোনাকি।
iii. কর্ম ও পেশাবাচক শব্দে ই-কার বসবে। যেমন : মাস্টারি, দোকানদারি, ডাক্তারি।
০৪. আলোচনা অংশ দ্রষ্টব্য।
০৫. আলোচনা অংশ দ্রষ্টব্য।
০৬. আলোচনা অংশ দ্রষ্টব্য।
০৭. নিম্নে 'উদ্দেশ' ও 'উদ্দেশ্য' শব্দদ্বয়ের অর্থ ও বাক্যে প্রয়োগ দেখানো হলো :

উদ্দেশ : উদ্দেশ (উদ্ + √দিশ্ + অ) শব্দটি বিশেষ্য; যার অর্থ : অন্বেষণ, সন্ধান, খোঁজ, হদিস, লক্ষ্য। যেমন :
ক. নদী ধায় সাগর উদ্দেশে।
খ. তাঁর পবিত্র স্মৃতির উদ্দেশে এ গ্রন্থ উৎসর্গিত হয়েছে।
গ. কার উদ্দেশে একথা বলা হলো কেউ বুঝতে পারল না।

উদ্দেশ্য : উদ্দেশ্য (উদ্ + √দিশ্ + য) শব্দটি বিশেষ্য; যার অর্থ : অভিপ্রায়, মতলব, তাৎপর্য, প্রয়োজন ও উদ্দেশের বিষয়। যেমন :
ক. তিনি যখন একথা বলেছেন, তখন বুঝতে হবে এর কোনো উদ্দেশ্য আছে।
খ. লোকটা কিন্তু সুবিধার নয়, উদ্দেশ্য ছাড়া সে কোনো কাজ করে না।
গ. আমার কাছে এসব কেন বলো? তোমার উদ্দেশ্য কী খুলে বলো।

CamScanner

JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS

অধ্যায় ৩৮ বাংলা ভাষার অপপ্রয়োগ ও শুদ্ধ প্রয়োগ

অপপ্রয়োগ সম্পর্কিত আলোচনা

- **অপপ্রয়োগ :** বাংলা ভাষায় ব্যবহৃত যেসব শব্দ ব্যাকরণের নিয়মে অশুদ্ধ হলেও বহুল প্রচলিত তাকে অপপ্রয়োগ বলে। যেমন : অশ্রুজল।
- **কারণ :** ৩টি কারণে ভাষার অপপ্রয়োগ ঘটে। যথা :
ক. উচ্চারণজনিত খ. শব্দ গঠনজনিত ও গ. অর্থগত বিভ্রান্তিজনিত

ক. উচ্চারণজনিত : আঞ্চলিক ভাষার উচ্চারণের প্রভাব থেকে মুক্ত হতে না পারা এবং শুদ্ধ উচ্চারণের প্রতি অসতর্কতায় বানানে অশুদ্ধি ঘটে। যেমন : অনাটন (শুদ্ধ : অনটন), উদ্ভাক্ত (শুদ্ধ : উদ্ভ্রান্ত)।

খ. শব্দ গঠনজনিত : শব্দের গঠনরীতি সম্পর্কে অজ্ঞতার ফলে অপপ্রয়োগ ঘটে। যেমন : অপকর্ষতা, উৎকর্ষতা লিখিত হয় বিশেষ্য-বিশেষণকে যথাযথ চিহ্নিত না করার কারণে।

গ. অর্থগত বিভ্রান্তিজনিত : শব্দের অর্থ সম্পর্কে সম্যক জ্ঞান না থাকার কারণে প্রয়োগ বিভ্রান্তি ঘটে থাকে। এ বিভ্রান্তির ফলে বাক্যে ভুল শব্দ ব্যবহৃত হয়। যেমন : অবদান (কীর্তি), অবধান (মনোযোগ) ইত্যাদি।

৬. **বানানগত অশুদ্ধি :** বানানরীতি সম্পর্কে অজ্ঞতা কিংবা অসতর্কতার ফলে শব্দের বানান বিভ্রান্তি ঘটে থাকে। বানানগত অপপ্রয়োগের দৃষ্টান্ত :

অশুদ্ধ শব্দ	শুদ্ধ রূপ	অশুদ্ধ শব্দ	শুদ্ধ রূপ
অধগতি	অধোগতি	অহোরাত্রি	অহোরাত্র
কল্যান	কল্যাণ	কংকন	কঙ্কণ
মনোকষ্ট	মনঃকষ্ট	ছত্রছায়া	ছত্রচ্ছায়া
শিরচ্ছেদ	শিরশ্ছেদ	কৌতুহল	কৌতূহল
উৎকর্ষতা	উৎকর্ষ	ঋণগ্রহ্	ঋণগ্রস্ত
সমীচিন	সমীচীন	সম্বাদ	সংবাদ
অংক	অঙ্ক	কেবলমাত্র	কেবল/মাত্র

৬. **সমাসঘটিত বানান :** সংস্কৃত ইন্-ভাগান্ত শব্দের প্রথমার একবচনের রূপ হিসেবে বাংলায় ধনী, পাপী, গুণী ইত্যাদি শব্দ এসেছে। কিন্তু নিঃ (নির্) উপসর্গযোগে সমাসবদ্ধ হলে এগুলোর অন্তে ঈ-কার হওয়ার কথা নয়। কারণ, এসব ক্ষেত্রে ধনী, পাপী ইত্যাদি শব্দের সঙ্গে সমাস হয় না, সমাস হয় ধন, পাপ ইত্যাদি শব্দের সঙ্গে। যেমন : নেই ধন যার = নির্ধন, নেই পাপ যার = নিষ্পাপ। এ নিয়মে নির্ধনী, নিষ্পাপী ইত্যাদি শব্দ অশুদ্ধ। এরকম :

অশুদ্ধ	শুদ্ধ	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
নিরহঙ্কারী	নিরহঙ্কার	নীরোগী	নীরোগ
নিরপরাধী	নিরপরাধ	নিরভিমানী	নিরভিমান
অতলস্পর্শী	অতলস্পর্শ	অহর্নিশি	অহর্নিশ
গরিমামণ্ডিত	গরিমমণ্ডিত	দিবারাত্রি	দিবারাত্র

৬. **প্রত্যয়ঘটিত বানান :**
আর্থনীতিক (অর্থনৈতিক নয়), সাময়সময়িক (সমসাময়িক নয়), দূষণীয় (দোষণীয় নয়), পরিত্যাজ্য (পরিত্যজ্য নয়), সহ্য (সহ্যনীয় নয়)।

৬. **সমার্থক শব্দের বানান (শব্দের অতি ব্যবহারজনিত অশুদ্ধি) :**

অশুদ্ধ	শুদ্ধ	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
অদ্যাপিও	অদ্যাপি	যদ্যাপিও	যদ্যাপি/যদিও
আয়ত্বাধীন	আয়ত্ব/অধীন	সমূলসহ	সমূল/মূলসহ
আরক্তিম	আরক্ত/রক্তিম	সুবুদ্ধিমান	সুবুদ্ধি/বুদ্ধিমান
কদাপিও	কদাপি	সুস্বাগত	স্বাগত
বিবিধপ্রকার	বিবিধ	সুস্বাস্থ্য	স্বাস্থ্য

➤ **লক্ষণীয় :** 'স্বাগত' শব্দটি গঠিত হয়েছে/সু-/উপসর্গযোগে (সু + আগত = স্বাগত)। এর সঙ্গে আবারও অনাবশ্যকভাবে /সু-/উপসর্গ যোগ করে সুস্বাগত শব্দটি তৈরি ব্যাকরণসম্মত বা প্রয়োগসিদ্ধ নয়। এরকম সুস্বাস্থ্য শব্দটিতেও /সু-/উপসর্গের দ্বিত্ব – প্রয়োগ দেখা যায়।

৬. **প্রায় সমোচ্চারিত শব্দের বানানজনিত অপপ্রয়োগ :** ভাষায় ব্যবহৃত শব্দের ঠিক অর্থ সম্পর্কে ধারণা না থাকার কারণেও প্রয়োগে বিভ্রান্তি ঘটে থাকে। এ ধরনের বিভ্রান্তির জন্য বাক্যে ভুল শব্দ ব্যবহৃত হয়। দৃষ্টান্তস্বরূপ–

শব্দ	অর্থ	শব্দ	অর্থ
অবদান	কীর্তি	অবধান	মনোযোগ
আশি	৮০ সংখ্যা	আশী	সাপের বিষদাঁত
আসক্তি	অনুরাগ	আসত্তি	নৈকট্য
ঈশ	ঈশ্বর	ঈষ	লাঙল দণ্ড
ঋতি	গতি	রীতি	পদ্ধতি
একদা	এককালে	একধা	এক প্রকারে
কাঁদা	কান্না	কাদা	কর্দম
গিরিশ	মহাদেব	গিরীশ	হিমালয়
টিকা	তিলক	টীকা	সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা
দিন	দিবস	দীন	দরিদ্র
নিরাশ	আশাহীন	নিরাস	দূর করা
পরভৃত	কোকিল	পরভৃৎ	কাক
বেদ	ধর্মগ্রন্থের নাম	বেধ	গভীরতা
ভিত	বুনিয়াদ	ভীত	শঙ্কিত
যতি	বিরাম	যতী	সন্ন্যাসী
রাধা	রাধিকা	রাঁধা	রন্ধন
শুচি	পবিত্র	সূচি	তালিকা
স্বর্গ	দেবতার বাসস্থান	সর্গ	অধ্যায়
হাঁড়ি	পাত্র	হাড়ি	নিম্নবর্ণের হিন্দু

৬. **উৎকর্ষবাচক –তর, –তম প্রত্যয়ের অপপ্রয়োগজনিত বানান :**
বাংলায় উৎকর্ষের সর্বাধিক্য বোঝাতে গুণবাচক শব্দের সঙ্গে /-ইষ্ঠ/ প্রত্যয় যুক্ত হয়। যেমন : কনিষ্ঠ, গরিষ্ঠ, জ্যেষ্ঠ, পাপিষ্ঠ, বলিষ্ঠ, লঘিষ্ঠ, শ্রেষ্ঠ ইত্যাদি। এসব শব্দের সঙ্গে ভুলবশত অনেকে দুইয়ের মধ্যে একের উৎকর্ষবাচক –তর এবং বহুর মধ্যে একের উৎকর্ষবাচক –তম/প্রত্যয় যোগ করে থাকেন। যেমন : কনিষ্ঠতর/কনিষ্ঠতম, শ্রেষ্ঠতর/শ্রেষ্ঠতম ইত্যাদি। এরকম প্রয়োগ অশুদ্ধ ও অনুচিত।

অশুদ্ধ	শুদ্ধ	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
কনিষ্ঠতম/তর	কনিষ্ঠ	বলিষ্ঠতম/তর	বলিষ্ঠ
গরিষ্ঠতম/তর	গরিষ্ঠ	শ্রেষ্ঠতম/তর	শ্রেষ্ঠ
পাপিষ্ঠতম/তর	পাপিষ্ঠ	লঘিষ্ঠতম/তর	লঘিষ্ঠ

৬. **শব্দের গঠনগত অপপ্রয়োগ :** যেকোনো শব্দের গঠনরীতি সম্পর্কে অজ্ঞতার ফলে এর ব্যবহারে বিভ্রান্তি ঘটে থাকে। দৃষ্টান্তস্বরূপ–

অশুদ্ধ	শুদ্ধ	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
অসহ্যনীয়	অসহ্য	অধীনস্থ	অধীন
অন্তমান	অস্তায়মান	অগ্রসরমান	অগ্রসর
অতলস্পর্শী	অতলস্পর্শ	অশ্রুজল	অশ্রু
অভিপ্সা	অভীপ্সা	অন্বেশণ	অন্বেষণ
ইদানিং	ইদানীং	ইংরেজী	ইংরেজি
কেবলমাত্র	কেবল/মাত্র	কার্পণ্যতা	কার্পণ্য
চাপল্যতা	চাপল্য/চপলতা	নিরহংকারী	নিরহংকার
ইতিপূর্বে	ইতঃপূর্বে	সুকেশিনী	সুকেশা/সুকেশী
সৌন্দর্যতা	সৌন্দর্য	সুস্বাগত	স্বাগত
বারম্বার	বারংবার	প্রাণপন	প্রাণপণ
সৌজন্যতা	সৌজন্য	সবিনয়পূর্বক	সবিনয়ে/বিনয়পূর্বক
সম্বলিত	সংবলিত	সহকারি	সহকারী

JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS

JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS

অপপ্রয়োগের কতিপয় গুরুত্বপূর্ণ দৃষ্টান্ত

অজ্ঞানতা	অজ্ঞানতা শব্দটির প্রকৃত অর্থ – জ্ঞান শূন্যতা। অজ্ঞতা অর্থে এই শব্দটির প্রয়োগ প্রচলিত হলেও ভুল।
অত্র-তত্র-যত্র	'অত্র' শব্দের অর্থ এখানে 'তত্র' শব্দের অর্থ 'সেখানে'; এবং 'যত্র' শব্দের অর্থ 'যেখানে'। 'এই' অর্থে 'অত্র' শব্দের ব্যবহার অশুদ্ধ।
অতপর/ অতঃপর	'অতপর' ব্যাকরণসম্মত কোনো শুদ্ধ শব্দ নয়। 'অত' শব্দের অর্থ অধিক, এত বেশি। সে বিবেচনায় অতপর শব্দের অর্থ হতে পারে 'অধিক পর'। যদিও এ বাগ্‌ভঙ্গিটি শুদ্ধ নয়। কিন্তু 'অতঃপর' শব্দের অর্থ এরপর বা তারপর। অতএব 'অতঃপর' অর্থে কখনো 'অতপর' লেখা সমীচীন নয়। তাছাড়া দুটো শব্দের উচ্চারণেও যথেষ্ট পার্থক্য রয়েছে।
অধস্তন/ অধঃস্তন	অধঃ + তন = অধস্তন শব্দের অর্থ নিম্নপদস্থ। সন্ধির নিয়মে বিসর্গ উঠে গিয়ে 'দন্ত্য-স' হয়েছে। অনেকে 'অধস্তন' বানানকে 'অধঃস্তন' লিখে থাকে। 'অধঃস্তন' শব্দের অর্থ 'নিম্নস্থ-স্তন' বা নিচে অবস্থিত স্তন'। 'নিম্নপদস্থ' আর 'নিম্নস্থ-স্তন' এক কথা নয়। অতএব ব্যবহারে সতর্ক থাকতে হবে। নইলে 'নিম্নপদস্থ' লিখতে গিয়ে 'নিম্নস্থ-স্তন' লিখে বিশ্রী অবস্থার মুখোমুখি হতে হবে। এমনটি কাম্য নয়। তাই 'নিম্নপদস্থ' অর্থে 'অধস্তন' লিখতে হবে। ভুলেও বিসর্গ দেওয়া যাবে না। মনে রাখতে হবে, বিসর্গহীন 'অধস্তন' অর্থ 'নিম্নপদস্থ' কিন্তু বিসর্গযুক্ত 'অধঃস্তন' অর্থ নিম্নস্থ-স্তন।
অনুগত/ বাধ্যগত	'বাধ্যগত' শব্দটি বাংলা ভাষায় নেই। বস্তুত অনুগমন শব্দ হতে 'অনুগত' শব্দের উৎপত্তি। যিনি অনুগমন করেন তিনি অনুগামী বা অনুগত। সে অর্থে যিনি বাধ্যগমন করেন তিনি বাধ্যগামী বা বাধ্যগত। এরূপ হাস্যকর অর্থ হতে পারে কি? বাধ্যগমন বলতে যেহেতু কোনো শব্দ বাংলা ভাষায় নেই সেহেতু বাধ্যগত শব্দটিও নেই।
অনুরোধ/সবিনয় অনুরোধ/সনির্বন্ধ অনুরোধ	অনুরোধ সবসময় বিনয়ের সঙ্গে করা হয়। যা বিনয়ের সঙ্গে করা হয় তা-ই 'অনুরোধ'। অতএব 'অনুরোধ' লেখা যথেষ্ট। অনুরোধ শব্দের পূর্বে 'সবিনয়' নিষ্প্রয়োজন। সবচেয়ে ভালো লেখা 'সনির্বন্ধ অনুরোধ'। এর অর্থ মিনতিপূর্ণ অনুরোধ।
অনুভূমিক/ আনুভূমিক	প্রচলিত অনেক বইতেই 'অনুভূমিক' শব্দের সঙ্গে 'ইক' প্রত্যয় যুক্ত হয়ে 'আনুভূমিক' শব্দটিকে শুদ্ধ বলা হয়েছে। তবে আধুনিক বাংলা অভিধানে আনুভূমিক শব্দের কোনো অস্তিত্বই নেই। এর কারণ মূল শব্দ 'অনুভূমি' আর এর সাথে 'ক' প্রত্যয় যুক্ত হয়ে শব্দটি 'অনুভূমিক' হয়েছে। এখন যদি 'ক' প্রত্যয় যুক্ত না হয়ে 'ইক' প্রত্যয় যুক্ত হতো তাহলে মূল শব্দের আদিস্বর বৃদ্ধি হয়ে 'অ' থেকে 'আ' হতো এটা সত্য, কিন্তু এর সাথে সাথে ভূমি বানানের ই-কার ও সন্ধির নিয়মে ই-কার এর পরিবর্তে ঈ-কার হয়ে যেতো। অর্থাৎ বানানটা হতো 'আনুভূমীক'। ইংরেজি Horizontal – এর বাংলা পরিভাষা হিসেবে 'আনুভূমিক' শব্দটির ব্যবহার প্রচলিত হলেও অশুদ্ধ। শুদ্ধ রূপ হবে – অনুভূমিক।
অন্তরীণ	Interned বা বন্দি অর্থে 'অন্তরিন' শব্দটি প্রচলিত। যেহেতু শব্দটি সংস্কৃত নয়। কিংবা সংস্কৃত ব্যাকরণের নিয়মে গঠিত নয়, তাই এ শব্দে দীর্ঘ- 'ঈ' কার যেমন খাটে না, তেমনি মূর্ধন্য-'ণ'ও খাটে না।
অপমান	প্রীতি শুভকে অপমান করল – বাক্যটি ভুল। কারণ কেউ কাউকে অপমান করে না, করে অপমানিত। সুতরাং সঠিক বাক্য হবে – প্রীতি শুভকে অপমানিত করল।
অপেক্ষমাণ/ অপেক্ষমান	ক্ষ অর্থাৎ ক-য়ে মূর্ধন্য-ষ আগে আছে বলে ণ-ত্ব বিধান অনুযায়ী 'অপেক্ষমাণ' হবে, 'অপেক্ষমান' নয়। 'অপেক্ষমান' শব্দের ব্যবহার অপপ্রয়োগ।
অপোগণ্ড	শব্দটির প্রকৃত অর্থ নাবালক/শিশু। অপদার্থ বা অকর্মণ্য অর্থে এই শব্দের প্রয়োগ প্রচলিত হলেও ভুল।
অভ্যন্তরীণ/ আভ্যন্তরীণ	প্রচলিত অনেক বইতে 'আভ্যন্তরীণ' শব্দটিকে সঠিক বলা হলেও বাংলা একাডেমির আধুনিক বাংলা অভিধান অনুসারে শব্দটি ভুল। এর কারণ মূল শব্দ হচ্ছে 'অভ্যন্তর' আর এর সাথে যুক্ত হয়েছে 'ঈন'। মনে রাখতে হবে 'ঈন' প্রত্যয় যুক্ত হলে কখনো আদিস্বর বৃদ্ধি হয় না, আদিস্বর বৃদ্ধি হয় 'ইক' প্রত্যয় যুক্ত হলে। এখানে সঠিক হবে কেবল অভ্যন্তরীণ।
অশ্রুজল	'চোখের জল' বোঝাতে 'অশ্রুজল' শব্দটির ব্যবহার অপপ্রয়োগ। 'অশ্রু' শব্দ দ্বারাই 'চোখের জল' বোঝায়।
আকণ্ঠ পর্যন্ত	'আকণ্ঠ' দ্বারা কণ্ঠ পর্যন্ত বোঝায়। তাই এর সাথে 'পর্যন্ত' যোগ করা অপপ্রয়োগ।
আঙ্গিক	'আঙ্গিক' শব্দটির অর্থ : অঙ্গ সম্বন্ধীয়। তাই 'কলাকৌশল' অর্থে 'আঙ্গিক' শব্দের ব্যবহার অশুদ্ধ।
আতিথেয়তা/ আতিথ্য	দুটো শব্দই বিশেষ্য, তবে অর্থের পার্থক্য আছে। আতিথেয়তা অর্থ সেবাপরায়ণতা (Hospitality) আর আতিথ্য অর্থ অতিথি সৎকার (Being a Host)। শব্দ দুটো ব্যবহারের ক্ষেত্রে একটু সতর্ক থাকতে হবে। যেমন : আমি তার আতিথ্য গ্রহণ করলাম; আমি তার আতিথেয়তায় মুগ্ধ। একটির পরিবর্তে আরেকটির ব্যবহার করা হলেই তা অপপ্রয়োগ হবে।
আন্তর্জাতিক	আন্তর্জাতিক শব্দটির আভিধানিক অর্থ 'জাতির অন্তর্গত' বা জাতির অভ্যন্তরীণ বিষয় সম্পর্কিত। এজন্য অনেকে মনে করেন, International, বিভিন্ন রাষ্ট্র বা জাতিসম্বন্ধীয় অর্থে 'আন্তর্জাতিক' শব্দটির ব্যবহার শুদ্ধ নয়। কিন্তু এই মতবাদটি ভুল। বাংলা একাডেমি আধুনিক বাংলা অভিধানমতে, সংস্কৃত 'আন্তর্জাতিক (অন্তর্জাতি + ইক)' শব্দের অর্থ বিভিন্ন রাষ্ট্রসম্বন্ধীয় (International)। যেমন : জেনেভায় অনুষ্ঠিত আন্তর্জাতিক [বিভিন্ন রাষ্ট্র সম্বন্ধীয় (Internationa)] সভায় বাংলাদেশের প্রতিনিধি ছিরেন মোস্তফা ফারুক মোহাম্মদ। একই অভিধানমতে, বাংলায় আন্তর্জাতিক শব্দটির অর্থ 'সার্বরাষ্ট্রিক'। যেমন : জাতিসংঘ একটি আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠান। সুতরাং International, বিভিন্ন রাষ্ট্রসম্বন্ধীয় প্রভৃতি অর্থে আন্তর্জাতিক শব্দের ব্যবহার শুদ্ধ প্রমিত।
আভাষ/আভাস	দুটো শব্দই বিশেষ্য, তবে অর্থের পার্থক্য আছে। আভাষ শব্দের অর্থ ভূমিকা/মুখবন্ধ। আর আভাস অর্থ ইঙ্গিত/অস্পষ্ট প্রকাশ। শব্দ দুটো ব্যবহারের ক্ষেত্রে একটু সতর্ক থাকতে হবে। যেমন : আমি ধ্রুব বইয়ের জন্য আভাষ (মুখবন্ধ) লিখলাম। আজ রেডিয়োতে ঝড়ের আভাস (ইঙ্গিত) পেলাম। একটির পরিবর্তে আরেকটির ব্যবহার করা হলেই তা অপপ্রয়োগ।
আরোগ্য	অনেকদিন অসুস্থ থাকার পর তিনি আরোগ্য হলেন – বাক্যটি ভুল। আরোগ্য হলেন হবে না; আরোগ্য লাভ করা হয়। তাই সঠিক বাক্য হবে – অনেকদিন অসুস্থ থাকার পর তিনি আরোগ্য লাভ করলেন।
আশঙ্কা/সম্ভাবনা	'আগামীকাল বজ্রসহ হালকা বৃষ্টিপাতের সম্ভাবনা রয়েছে'– আপাতদৃষ্টিতে বাক্যটি ঠিক মনে হলেও ব্যাকরণিকভাবে এটা ভুল। 'সম্ভাবনা' বসে Positive অর্থে আর Negative অর্থে বসে 'আশঙ্কা'। ঠিক বাক্য হবে– আগামীকাল বজ্রসহ হালকা বৃষ্টিপাতের আশঙ্কা রয়েছে।
আয়ত্তাধীন	বহুল প্রচলিত একটি ভুল বাক্য হলো – বিষয়টি আমার আয়ত্তাধীন নয়। কিন্তু 'আয়ত্ত' শব্দের অর্থই হচ্ছে 'অধীন'। তাই শুদ্ধ বাক্যটি হবে – বিষয়টি আমার অধীন নয়/বিষয়টি আমার আয়ত্তে নেই।
ইদ/ঈদ	বাংলা একাডেমি 'ইদ' ও 'ঈদ' দুটো শব্দই অভিধানে রেখেছে। যদি ও শুধু অভিধানভুক্তি কোনো শব্দের শুদ্ধতার একমাত্র পরিচায়ক নয়। প্রমিত বানানের নিয়মানুযায়ী বিদেশি শব্দে হ্রস্ব ই-কার বসবে। যেহেতু 'ইদ' আরবি শব্দ তাই এখানে হ্রস্ব ই-কার' হওয়া উচিত। কিন্তু 'ঈদ' বহুল প্রচলিত এবং এ কারণে চোখ সওয়া হয়ে গিয়েছে। অধিকন্তু বহুল প্রচলনের কারণে যদি বিদেশি শব্দ 'চীন'-এ দীর্ঘ ঈ-কার মেনে নেওয়া যায়, তো 'ঈদ' শব্দেও দীর্ঘ ঈ-কার মেনে নেওয়া সমীচীন– অনেকে এমন যুক্তি দিয়ে থাকে। যদিও প্রমিত বাংলায় 'ইদ' লেখা বিধেয়। তবে বিদেশি শব্দ হলেও অনেকে 'ঈদ'-ই লিখে।
ইদানীংকাল	'ইদানীং' বলতে বর্তমান কাল বোঝায়। অর্থাৎ 'ইদানীং' শব্দের সাথে 'কাল' যুক্ত। তাই 'ইদানীংকাল' লিখলে বাহুল্যজনিত অপপ্রয়োগ হবে।
উদ্দেশ/উদ্দেশ্য	খোঁজ, লক্ষ ইত্যাদি অর্থ প্রকাশে 'উদ্দেশ' শব্দ ব্যবহার করা হয়। অভিপ্রায়, মতলব বা প্রয়োজন বোঝাতে 'উদ্দেশ্য' ব্যবহার করা হয়। উদাহরণ : (১) শহিদদের স্মৃতির উদ্দেশ্যে শহিদ মিনার। (২) তিনি বাড়ির উদ্দেশে ঢাকা ত্যাগ করলেন।
উপরোক্ত/ উপর্যুক্ত	উপরোক্ত নিয়মগুলোর পর্যালোচনা করে বলা যায় যে 'উপরোক্ত' বানানটি ভুল। সঠিক বানান হবে উপর্যুক্ত। এটি সন্ধিঘটিত ভুল। 'পরি' উপসর্গের পর 'ই' ও 'ঈ' ভিন্ন অন্য স্বর থাকলে 'পরি' শব্দের রি এবং পরবর্তী স্বর মিলে 'র্য' হয়। যেমন : পরি + আয় = পর্যায়, পরি + অন্ত = পর্যন্ত, উপরি + উক্ত = উপর্যুক্ত, উপরি + উপরি = উপর্যুপরি ইত্যাদি।
উর্বরা শক্তি/ উর্বরতা শক্তি	'উর্বরা শক্তি' কথাটার ব্যবহার প্রায়ই দেখা যায়। ভূমি 'উর্বরা শক্তি' নয়। তাই 'উর্বরা শক্তি'র পরিবর্তে 'উর্বরতা শক্তি' কথাটার প্রয়োগই যথার্থ।

JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS

CamScanner

JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS

	'ফলশ্রুতি' শব্দটি দ্বারা পুণ্যকর্ম করলে যে ফল হয় তার বিবরণ বা তা শোনা বোঝায়। ফল বা ফলাফল অর্থে 'ফলশ্রুতি' শব্দের ব্যবহার অশুদ্ধ।
	ফুটপাত বা ফুটপাথ বাংলা শব্দ নয়, ইংরেজি footpath এর প্রতিবর্ণীকৃত রূপ। একটি শব্দের অর্ধেক ইংরেজি ও অর্ধেক বাংলা স্বাভাবিক নয়। তাই 'ফুটপাথ' শব্দটি লেখা উচিত।
	মালসহ, মালসুদ্ধ বা মালসমেত অর্থে 'বমালসুদ্ধ' শব্দটির ব্যবহার বাহুল্য দোষে দুষ্ট। কারণ 'বমাল' শব্দের অর্থ মালসহ বা মালসমেত। অর্থাৎ 'বমালসুদ্ধ' এর অর্থ দাঁড়ায় 'মালসহসুদ্ধ'। সুতরাং 'বমালসুদ্ধ' না লিখে বা না বলে বমাল/মালসহ এর ব্যবহার করাই শ্রেয়।
	বহুল শব্দটি পূর্ববর্তী শব্দের শেষে আলাদা বসে। যেমন : বহুল পরিচিত, বহুল পরিমাণ, বহুল কথিত ইত্যাদি। শব্দটি লেখার ক্ষেত্রে তাই ভালোভাবে লক্ষ রাখতে হবে।
	বাঙালি/বাঙালী/বাঙ্গালী/বাঙ্গালি– চার রকম বানান দেখা যায়। প্রমিত বানান রীতি অনুযায়ী শুদ্ধ হচ্ছে : বাঙালি (বাঙ + আলি = বাঙালি)। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানেও 'বাঙালি' লেখা হয়েছে।
	'বাধ্য' বিশেষণবাচক শব্দের অর্থ : 'অনুগত'। এক্ষেত্রে 'গত' শব্দ যোগ করে 'বাধ্যগত' ব্যবহার অশুদ্ধ। 'আপনার বাধ্যগত'- এর পরিবর্তে লিখতে হবে 'আপনার অনুগত'।
	বার্ষিক [স. বর্ষ + ইক] বাৎসরিক; বছরসংক্রান্ত। প্রতিবছর অনুষ্ঠেয় বা প্রতিবছর দেয় অর্থে বার্ষিকী শব্দটির প্রচলন ভুল। তাই বার্ষিকী না লিখে বার্ষিক লেখায় যুক্তিযুক্ত। যেমন : বার্ষিক পরীক্ষা; বার্ষিক চাঁদা; জন্ম শতবার্ষিক। উল্লেখ্য, কখনো বার্ষিকী পরীক্ষা হয় না বা হবে না।
	বিবিধ প্রকার বই পড়ে তথ্যটি জানতে পারলাম – বাক্যটি ভুল। কারণ 'বিবিধ' ও 'প্রকার' একই অর্থ প্রকাশ করে। তাই সঠিক বাক্য হবে – বিবিধ বই পড়ে তথ্যটি জানতে পারলাম।
	দরখাস্ত লেখার ক্ষেত্রে লেখা হয় – 'বিষয় : বেতন মওকুফ প্রসঙ্গে'। এক্ষেত্রে বাক্যটি ভুল। কারণ বিষয় ও প্রসঙ্গ একই অর্থবোধক শব্দ। সঠিক রূপ হবে – 'বিষয় : বেতন ভাতা মঞ্জুরি'। অর্থাৎ যেখানে 'বিষয়' আছে সেখানে 'প্রসঙ্গ' শব্দটি ব্যবহারের প্রয়োজন নেই।
	বিশেষ শব্দটি দিয়ে 'অবস্থা/ভেদ' বুঝালে পূর্ববর্তী শব্দের সাথে একসাথে বসে। যেমন : অবস্থাবিশেষ, ইতরবিশেষ, গ্রন্থবিশেষ, দর্শনবিশেষ ইত্যাদি। তবে বিশেষ শব্দটি 'বৈশিষ্ট্যপূর্ণ' অর্থে ব্যবহৃত হলে পরবর্তী শব্দের সাথে আলাদা বসে। যেমন : বিশেষ অবস্থা, বিশেষ গ্রন্থ ইত্যাদি।
	'বিষাক্ত' সাপ নয়, 'বিষধর' সাপ। 'বিষাক্ত' শব্দের অর্থ : 'বিষমিশ্রিত', 'বিষলিপ্ত'। বিষাক্ত খাদ্য হতে পারে, 'বিষাক্ত সাপ' প্রয়োগ অশোভন। অর্থাৎ শব্দটি হবে 'বিষধর' সাপ।
	'বেশি' ও 'বেশী' শব্দ দুটি উচ্চারণে অভিন্ন হলেও ভিন্ন অর্থদ্যোতক। 'বেশি' [ফারসি] শব্দের অর্থ অধিক, খুব, অনেক। পক্ষান্তরে 'বেশী' শব্দের অর্থ বেশধারী (ভদ্রবেশী)। অনেকেই শব্দ দুটোর অর্থকে গুলিয়ে ফেলে। সুতরাং অনেক বা অধিক বোঝাতে বেশী শব্দের ব্যবহার এবং বেশধারী অর্থে বেশি শব্দের ব্যবহার ভুল।
	'বিদেহ' শব্দ দ্বারা দেহশূন্য বা অশরীরী বোঝায়। 'বিদেহ' বিশেষণবাচক শব্দের সঙ্গে ঈ- প্রত্যয়যোগে পুনরায় বিশেষণ করা হয়েছে। দুটো শব্দের ব্যবহারই অপপ্রয়োগ।
	ব্যাপী শব্দটি বিশেষণ হলেও সাধারণত সমাসবদ্ধ পদ হিসেবেই ব্যবহৃত হয়। সুতরাং সমাসবদ্ধ পদ হিসেবে তা পূর্ববর্তী শব্দের সাথে একসাথে বসে। যেমন : জীবনব্যাপী, দিনব্যাপী, মাসব্যাপী, বছরব্যাপী ইত্যাদি।
	'ভাল' (উচ্চারণ : ভাল্) শব্দের ইংরেজি প্রতিশব্দ forehead, brow, fate ইত্যাদি। 'ভালো/ভাল' শব্দদ্বয়ের ইংরেজি প্রতিশব্দ good, fair, excellent. ভালো শব্দটি 'ভাল' হিসেবেও লেখা হয়। যেহেতু দুটো বানানে পার্থক্য আছে সেহেতু good বলতে 'ভালো' লেখা বিধেয়। গুড অর্থে 'ভাল' লেখা ভুল। তেমনই black অর্থে 'কালো', আর yesterday/time বা সময় অর্থে 'কাল' লিখতে হবে।
	ভাষা ব্যবহারকারী বোঝাতে ভাষীই যথেষ্ট। 'ভাষী' অর্থে 'ভাষাভাষী' শব্দটির ব্যবহার অশুদ্ধ।
	'মধুমাস' শব্দের অর্থ : চৈত্র মাস। বর্তমানে জ্যৈষ্ঠের আম, জাম, লিচু ও অন্যান্য ফলকে বলা হচ্ছে মধুফল। এ প্রয়োগও শুদ্ধ নয়। মধুফল বলে প্রকৃতপক্ষে কোনো মাস নেই।

	'মন্ত্রী, মন্ত্রীরা ও মন্ত্রীদের' শব্দে 'দীর্ঘ ঈ-কার' কিন্তু 'মন্ত্রিত্ব মন্ত্রিসভা, মন্ত্রিমণ্ডল' ইত্যাদি শব্দে হ্রস্ব ই-কার ব্যবহৃত হয়। স্বামী শব্দে 'ঈ-কার' কিন্তু স্বামিত্ব শব্দে হ্রস্ব ই-কার'। অনুরূপভাবে, স্থায়ী কিন্তু স্থায়িত্ব : দায়ী কিন্তু দায়িত্ব, সহযোগী কিন্তু সহযোগিতা, সহকারী কিন্তু সহকারিতা।
	মহা শব্দটি দিয়ে 'খুব বেশি' বুঝালে পরবর্তী শব্দের সাথে আলাদা বসে। যেমন : মহা কুঁড়ে, মহা চালাক, মহা জ্ঞানী, মহা পাপী ইত্যাদি। তবে মহা শব্দটি 'মহৎ বা মহান' অর্থে ব্যবহৃত হলে পরবর্তী শব্দের সাথে একসাথে বসে। যেমন : মহাকবি, মহাজন, মহামানুষ ইত্যাদি।
	'মহা' শব্দটি ভালো, উত্তম কিংবা মহান অর্থে ব্যবহৃত হলে সংশ্লিষ্ট পদের সঙ্গে সেঁটে বসে। যেমন– মহানবি, মহাপুরুষ মহাজ্ঞানী, মহামানব, মহানুভব প্রভৃতি। 'মহা' শব্দটি বিরাট কিংবা প্রচণ্ড, খারাপ বা বিকট অর্থে ব্যবহৃত হলে পৃথক বসে। যেমন– মহা লুচ্চা, মহা পাপী, মহা বোকা, মহা জালিম, মহা দিঘি, মহা শয়তান ইত্যাদি।
	অসুস্থ বা পীড়িত অর্থে অনেকে 'রুগ্ন(রুগ্ণ)' বানানের উদ্ভট একটি শব্দ ব্যবহার করে থাকে। অথচ 'রুগ্ন' বানানের কোনো শব্দ বাংলা অভিধানে নেই। কারণ, গ + ন = গ্ন– যেমন অগ্নি: গ-এর সঙ্গে ণ যুক্ত হতে পারে না, সেজন্য ণ পৃথক লিখতে হয়। অসুস্থ বা পীড়িত শব্দের অর্থ 'রুগ্ণ', যা মূর্ধন্য-ণ দিয়ে লেখা হয়।
	'লক্ষ' ও 'লক্ষ্য' দুটো পৃথক শব্দ। অঙ্ক বা সংখ্যা প্রকাশের ক্ষেত্রে সর্বদা 'লক্ষ' বসবে। যেমন– আমার দশ লক্ষ টাকা প্রয়োজন। আবার 'খেয়াল রাখা' প্রকাশেও 'লক্ষ' ব্যবহার করা হয়। প্রয়োগ : শিশুটির প্রতি লক্ষ রেখো। অন্যভাবে বলা যায়, বিশেষ্য হিসেবে ব্যবহার করা হলে 'লক্ষ' বানানে 'য-ফলা' ব্যবহার করতে হয় কিন্তু ক্রিয়াপদ হিসেবে ব্যবহারের ক্ষেত্রে 'য-ফলা' ব্যবহার বিধেয় নয়।
	শায়িত শব্দের অর্থ 'শয়ন করানো হয়েছে এমন'। যিনি নিজে শুয়ে আছেন তাকে 'শয়ান' বলা হয়। শুয়ে আছেন অর্থে শায়িত শব্দের প্রয়োগ প্রচলিত হলেও ভুল। যেমন : হিমেল বিছানায় শায়িত আছে। সঠিক বাক্যটি হবে – হিমেল বিছানায় শয়ান আছে।
	প্রথম শিস এর অর্থ ঠোঁটের সাহায্যে তৈরি শব্দ; দ্বিতীয় শিশ অর্থ কাঁচ (শিশমহল); তৃতীয় শিষ এর অর্থ শীর্ষ বা চূড়া। তিনটি বানানই শুদ্ধ তবে তিনটি শব্দের অর্থ ভিন্ন হওয়ায় একটির জায়গায় অন্যটির ব্যবহার অশুদ্ধ।
	'স' এর অর্থ সাথে আর 'স্ব' এর অর্থ নিজ। এই দুই স-এর ব্যবহারে স্বেচ্ছাচারিতা করলে বাক্য ভুল হওয়ার আশঙ্কা থাকে। যেমন : আপনি স্বপরিবারে নিমন্ত্রিত – প্রচলিত হলেও বাক্যটি ভুল। এখানে 'স্বপরিবার' বলতে বোঝানো হয়েছে নিজ পরিবার; তার মানে আপনি নিজ পরিবারে আমন্ত্রিত। তাই সঠিক বাক্য হবে – আপনি সপরিবারে নিমন্ত্রিত। **[লক্ষণীয়– 'স' অর্থ সাথে অর্থাৎ সপরিবার অর্থ পরিবারের সাথে। তাই সপরিবার শব্দটির সাথে 'এ-কার' যোগ করলে তা ভুল হবে।]**
	'সঠিক' শব্দটি দ্বারা বোঝায় ঠিকের সাথে। আমরা ঠিক অর্থে সঠিক শব্দটির ব্যবহার করি। যদি 'ঠিক' দ্বারা প্রকৃত অর্থ বোঝা যায় তাহলে 'সঠিক' শব্দ ব্যবহারের প্রয়োজন নেই।
	'সনদ' অর্থ উপাধিপত্র (Certificate) বা বিশেষ প্রত্যয়নপত্র। সুতরাং 'সনদপত্র' অর্থ Certificate letter। অতএব 'সনদ' অর্থে 'সনদপত্র' লেখা ঠিক নয়। অযথা দ্বিরুক্তি বিধেয় নয়, এটি বাহুল্য। প্রয়োগ : 'রাজিব বিশ্ববিদ্যালয়ের সনদ গ্রহণ করলেন।' এখানে 'সনদ' শব্দের পরিবর্তে 'সনদপত্র' লেখা সমীচীন হতো না।
	'স্ব' মানে নিজ, 'পক্ষ' মানে দল। অতএব 'স্বপক্ষ' মানে 'নিজ দল'। প্রয়োগ : আমরা বিজ্ঞানের স্বপক্ষে। কিন্তু 'সপক্ষ' মানে স্বপক্ষের (অর্থাৎ নিজের পক্ষের) অনুকূল কোনো দল। প্রয়োগ : এ মুহূর্তে জাতির কল্যাণের জন্য আমাদের সপক্ষে যাঁরা কাজ করছেন তাঁদের ঐক্যবদ্ধ করা প্রয়োজন।
	'স্বাগত' শব্দের অর্থ– শুভাগত, খোশ আমদেদ। যার ইংরেজি প্রতিশব্দ welcome। এর অন্য একটি অর্থ– অভ্যর্থিত অতিথি। শব্দটির বিশ্লেষণ : সু + আগত = স্বাগত। 'স্বাগত' শব্দ দিয়ে আগত ব্যক্তিকে অভ্যর্থনা বা স্বাগত সম্ভাষণ জানানো হয়। প্রয়োগ : শুভাচে আপনাকে স্বাগত। অনেকে 'স্বাগত' অর্থে 'স্বাগতম' শব্দ ব্যবহার করেন। welcome বা খোশ আমদেদ অর্থে 'স্বাগতম' লেখা বা বলা বিধেয় নয়।

JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS

JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS

সর্বজনীন/ সার্বজনীন	'সর্বজনীন' ও 'সার্বজনীন' উভয় শব্দ শুদ্ধ কিন্তু অর্থ ভিন্ন। তাই দুটো শব্দকে অভিন্ন অর্থে ব্যবহার করা আদৌ সমীচীন নয়। অনেকে 'সর্বজনীন' অর্থে 'সার্বজনীন' লিখে থাকে। শব্দ দুটোর আভিধানিক অর্থ না-জানার জন্য এমন ভুল হয়। 'সর্বজনীন শব্দের অর্থ 'সকলের মঙ্গল বা সবার হিত বা কল্যাণ বা সকলের জন্য কৃত বা সকলের জন্য উদ্দিষ্ট'। যেমন– 'মানবাধিকার সর্বজনীন অধিকার হিসাবে স্বীকৃত।' অন্যদিকে, 'সার্বজনীন' শব্দের অর্থ 'সবার মধ্যে প্রবীণ বা সবার মধ্যে শ্রেষ্ঠ'। যেমন– 'নেলসন মেন্ডেলা দক্ষিণ আফ্রিকার একজন সার্বজনীন নেতা।' 'বাংলাদেশে বঙ্গবন্ধু একজন সার্বজনীন নেতা'। সুতরাং 'সবার হিতের জন্য' অর্থে 'সকলের মধ্যে প্রবীণ বা সবার মধ্যে শ্রেষ্ঠ' বলা বিধেয় নয়। অনেকে মনে করেন 'সার্বজনীন শব্দটি ভুল কিন্তু এটি ভুল নয়। তবে 'সর্বজনীন' অর্থে 'সার্বজনীন' শব্দের ব্যবহার সমীচীন নয়।
সমসাময়িক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, কূটনৈতিক	অর্থ হতে আর্থিক, বর্ষ হতে বার্ষিক, সময় হতে সাময়িক এবং সমসময় হতে সমসাময়িক। অতএব সমসাময়িক শব্দটি ভুল। তেমনই অর্থনীতি হতে আর্থনীতিক, রাজনীতি হতে রাজনীতিক, কূটনীতি হতে কূটনীতিক। অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, কূটনৈতিক ইত্যাদি বহুল প্রচলিত হলেও ব্যাকরণগতভাবে অশুদ্ধ বহুল প্রচলিত এ ভুলগুলো আমাদের মনে এমনভাবে গেঁথে আছে যে, শুদ্ধটাকে ভুল মনে হয়। কেউ বারবার ভুল করলে শুদ্ধে ফিরে যেতে কষ্ট হয়। তাই যত তাড়াতাড়ি সম্ভব হবার চেষ্টা করা সমীচীন। আর একটা বিষয়– রাজনীতি, কূটনীতি, অর্থনীতি প্রভৃতি নীতির সঙ্গে জড়িত। সে বিবেচনাতেও রাজনৈতিক, কূটনৈতিক বা অর্থনৈতিক লেখা বিধেয় বলে মনে হয় না। তবে এখন প্রায় সবাই এসব ক্ষেত্রে নীতিকে নৈতিকতা দিয়ে প্রকাশ করছে।
সুমন/সুমনা	**সুমন/সুমনা** অনেকে 'সুমন' শব্দকে পুংলিঙ্গ-জ্ঞাপক আর 'সুমনা' শব্দকে স্ত্রীলিঙ্গ-জ্ঞাপক শব্দ মনে করে। শিশুর নাম রাখার ক্ষেত্রে এটি প্রকটভাবে লক্ষ করা যায়। প্রকৃতপক্ষে বিষয়টা উল্টো। 'সুমন' শব্দের অর্থ ফুল। শব্দটি স্ত্রীলিঙ্গ-জ্ঞাপক। অন্যদিকে, 'সুমনা' শব্দের অর্থ জ্ঞানী, দেবতা প্রভৃতি। এটি পুংলিঙ্গ-জ্ঞাপক।

সমৃদ্ধশালী	বাংলাদেশ একটি সমৃদ্ধশালী দেশ – বহুল প্রচলিত হলেও বাক্যটি ভুল। মনে রাখতে হবে, শালী/শীল প্রত্যয় যুক্ত হয় সবসময় বিশেষ্যের সাথে। যেমন : শক্তি/বিত্ত/সম্পদ – এগুলো বিশেষ্য পদ। এখন এগুলোর সাথে 'শালী' প্রত্যয় যোগ করলে হবে – শক্তিশালী/বিত্তশালী/সম্পদশালী যা বিশেষণ পদ। এখন 'সমৃদ্ধ' শব্দটিই তো একটা বিশেষণ যার বিশেষ্য রূপ 'সমৃদ্ধি'। তাই 'সমৃদ্ধ' শব্দটির সাথে 'শালী' যোগ করে পুনরায় তাকে বিশেষণ করার চেষ্টা করাটা অপপ্রয়োগ। সঠিক রূপ হবে – বাংলাদেশ একটি সমৃদ্ধ দেশ।
সহসা	'সহসা' শব্দের অর্থ : হঠাৎ, অকস্মাৎ, অতর্কিত। তাই 'শিগগির' অর্থে 'সহসা' শব্দের ব্যবহার অশুদ্ধ।
সহানুভূতি/ সহানুভূতির সাথে	সহ + অনুভূতি = সহানুভূতি। 'সহানুভূতি' শব্দের সঙ্গে 'সহ, সঙ্গে বা সাথে' বিদ্যমান। সহানুভূতির অর্থ হলো 'অন্যের দুঃখ- বেদনা– তার সঙ্গে সমান অনুভূতি'। তাহলে 'সহানুভূতির সঙ্গে/সাথে' বাগ্‌ভঙ্গির অর্থ হয় : 'অন্যের দুঃখ- বেদনায় তার সঙ্গে সঙ্গে অনুভূতি'। সহানুভূতি শব্দের সঙ্গে পুনরায় সঙ্গে, সাথে বা সহিত যুক্ত করলে শব্দটির অর্থ অনর্থকভাবে হাস্যকর হয়ে ওঠে। অতএব, 'সহানুভূতি' শব্দের সঙ্গে পুনরায় সঙ্গে/সাথে যোগ করা সমীচীন নয়।
সাক্ষর/স্বাক্ষর	'স' অর্থ সঙ্গে, সাথে, সহিত, সম্পন্ন। সুতরাং 'স + অক্ষর = সাক্ষর'; অর্থ : অক্ষরজ্ঞানসম্পন্ন। সঙ্গে, সাথে বা সহিত বোঝানো হলে 'স' বসবে। যেমন : সপরিবারে (পরিবারের সঙ্গে), সস্ত্রীক (স্ত্রীর সঙ্গে)। অন্যদিকে 'স্ব' অর্থ নিজের, স্ব + অক্ষর = স্বাক্ষর। এর অর্থ : স্ব-সই অর্থাৎ নিজের সই। যেমন : স্বাধিকার (নিজের অধিকার), স্বকর্ণে (নিজ কর্ণে)। দলিলে সবাই স্বাক্ষর করেন, কেউ সাক্ষর করেন না।
সাম্প্রতিককাল	'সাম্প্রতিক' বা 'সম্প্রতি' দ্বারা কাল বোঝায়। অর্থাৎ সাম্প্রতিক বা সম্প্রতি শব্দের সাথে 'কাল' যুক্ত অবস্থায় আছে। তাই 'সাম্প্রতিককাল' লিখলে বাহুল্যজনিত অপপ্রয়োগ হবে।
সূচি/সূচী/সুচ	'সূচি' অর্থ জ্ঞাপনী, নির্ঘণ্ট, পুস্তকের বিষয়-নির্দেশক পৃষ্ঠাঙ্কযুক্ত তালিকা। সূচিপত্র শুদ্ধ। কিন্তু সূচীপত্র অশুদ্ধ বা বর্জনীয়। তেমনই সুঁচ না হয়ে সূচ হবে। উল্লেখ্য, 'সুঁই' ও 'সুঁচ' শব্দ দুটোতেই চন্দ্রবিন্দু দিতে হবে।

বাক্যে পদের অপপ্রয়োগ

ক. বহুবচনের অপপ্রয়োগজনিত ভুল :

অনেক সময় বিশেষণ পদ নির্ধারক বহুবচনের কাজ করে। এ ক্ষেত্রে মূল শব্দটিকে বহুবচন করার দরকার হয় না। যেমন : তিনজন লোক, একগাদা ফুল, ঝুড়ি ভরা সুপারি, অদ্ভুত সব কাণ্ড, সকল ছাত্র, অনেক দিন, বহু বছর, যাবতীয় প্রাণী, সমুদয় প্রশ্ন। এরকম ক্ষেত্রে মূল শব্দটিকে বহুবচন করে 'তিনজন লোকেরা', 'একগাদা ফুলগুলো', 'সমুদয় প্রশ্নসমূহ', 'সকল ছাত্ররা' ইত্যাদি প্রয়োগ শুদ্ধ হয় না। এরকম–

অশুদ্ধ বাক্য	শুদ্ধ বাক্য
যাবতীয় প্রাণীবৃন্দ এ গ্রহের বাসিন্দা।	যাবতীয় প্রাণী এ গ্রহের বাসিন্দা।
সকল দর্শকমণ্ডলীকে স্বাগত জানাই।	সকল দর্শককে স্বাগত জানাই
সমুদয় পক্ষীরাই নীড় বাঁধে।	সমুদয় পক্ষীই নীড় বাঁধে।

খ. যথার্থ শব্দ প্রয়োগ না করায় ভুল :

শব্দের যথাযথ অর্থ সম্পর্কে অজ্ঞতার কারণে অনেক সময় যথাযথ শব্দ প্রয়োগের ক্ষেত্রে ভুল হয়। যেমন : অজ্ঞতা (জ্ঞানহীনতা) বোঝাতে অজ্ঞানতা (মূর্খতা) শব্দের প্রয়োগ। এরকম :

অশুদ্ধ	শুদ্ধ
তিনি স্বস্ত্রীক কুমিল্লায় থাকেন।	তিনি সস্ত্রীক কুমিল্লায় থাকেন।
অন্যায়ের প্রতিফল দুর্নিবার্য।	অন্যায়ের প্রতিফল দুর্নিবার/অনিবার্য।
তিনি মোকদ্দমায় সাক্ষী দেবেন।	তিনি মোকদ্দমায় সাক্ষ্য দেবেন।
ছেলেটি ভয়ানক মেধাবী।	ছেলেটি অত্যন্ত মেধাবী।
আপনি স্বপরিবারে আমন্ত্রিত।	আপনি সপরিবার আমন্ত্রিত।

গ. বিশেষ্যের জায়গায় বিশেষণের প্রয়োগজনিত ভুল :

বাক্যে যেখানে বিশেষ্য ব্যবহার করতে হবে সেখানে বিশেষণকে বিশেষ্য ভেবে প্রয়োগ করায় এ ধরনের ভুল হয়। যেমন :

অশুদ্ধ	শুদ্ধ
ইহার আবশ্যক নাই।	ইহার আবশ্যকতা নাই।
সদাসর্বদা তোমার উপস্থিত প্রার্থনীয়।	সর্বদা তোমার উপস্থিতি প্রার্থনীয়।
দুর্বলবশত তিনি আসিতে পারেন নাই।	দুর্বলতাবশত তিনি আসিতে পারেন নাই।

ঘ. প্রবাদ-প্রবচনের বিকৃতিজনিত ভুল :

প্রবাদ-প্রবচনের মর্মমূলে রয়েছে যুগসঞ্চিত অভিজ্ঞতা। তাই যুগযুগান্তর ধরে প্রচলিত প্রবাদের যথাযথ বিকৃতি বা পরিবর্তন চলে না। প্রবাদ-প্রবচনের বিকৃত প্রয়োগ অনেক সময় মূলের অর্থ বদলে দেয়। প্রবাদ-প্রবচনের বিকৃতি বা রূপের পরিবর্তনকে তাই অশুদ্ধ বলে গণ্য করা হয়। যেমন :

অশুদ্ধ বাক্য	শুদ্ধ বাক্য
দশচক্রে ভিখুর ভূত।	দশচক্রে ভগবান ভূত।
যেমন বুনো কচু তেমনি বাঘা তেঁতুল।	যেমন বুনো ওল তেমনি বাঘা তেঁতুল।

ঙ. লিঙ্গ-সংক্রান্তিজনিত ভুল :

বাংলা সাধু ভাষায় এবং কখনো কখনো তৎসম শব্দবহুল চলিত গদ্যরীতিতে স্ত্রীবাচক বিশেষ্যের ব্যবহার দেখা যায়। যেমন : সুন্দরী বালিকা, বীরাঙ্গনা নারী। এরকম ক্ষেত্রে স্ত্রীবাচক শব্দের জন্যে স্ত্রীবাচক বিশেষণ ব্যবহার না করা হলে তা ব্যাকরণের নিয়মে অশুদ্ধ বলে গণ্য হয়। যেমন :

অপপ্রয়োগ : বর্তমানে বিদ্বান মহিলার সংখ্যা উল্লেখযোগ্য।

শুদ্ধ প্রয়োগ : বর্তমানে বিদুষী মহিলার সংখ্যা উল্লেখযোগ্য।

অপপ্রয়োগ : আজ সরকার বাবুর জ্যেষ্ঠ কন্যার বিয়ে।

শুদ্ধ প্রয়োগ : আজ সরকার বাবুর জ্যেষ্ঠা কন্যার বিয়ে।

চ. যথাযথ বিশেষণ প্রয়োগজনিত ভুল :

এমন কিছু শব্দ আছে যেগুলো বিশেষণ হিসেবে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। এগুলোকে বিশেষ্য ভেবে বিশেষণ করতে গিয়ে কিছু ভুল হয়। যেমন : 'আবশ্যক' শব্দটি বিশেষণ হিসেবে ব্যবহৃত হয়। এর বদলে 'ঈয়' প্রত্যয় যোগ করে 'আবশ্যকীয়' শব্দের ব্যবহার যথাযথ হয় না। আবার বিশেষণ ভেবে বিশেষ্য শব্দের প্রয়োগও শুদ্ধ বলে বিবেচিত হয় না। যেমন : 'নিশ্চয়' বিশেষ্য, একে বিশেষণ হিসেবে প্রয়োগ চলে না। এর বিশেষণ রূপ হবে 'নিশ্চিত'। যথাযথ বিশেষণ প্রয়োগের কিছু সমস্যা এখানে দেখানো হলো :

JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS

অশুদ্ধ বাক্য	শুদ্ধ বাক্য
...বায়ে কার্পণ্য অনুচিত।	অবশ্যক ব্যয়ে কার্পণ্য অনুচিত।
...দেশ উন্নতশীল দেশ।	আমাদের দেশ উন্নতিশীল দেশ।
...সঙ্গে গোপন পরামর্শ আছে।	আপনার সঙ্গে গোপনীয় পরামর্শ আছে।
...বাংলাদেশ আমাদের একান্ত ...।	সমৃদ্ধিশালী বাংলাদেশ আমাদের একান্ত কাম্য।

...জনিত ভুল :
...বিশেষ্য ও 'করা' ক্রিয়ার রূপ থাকলে কর্মবাচ্যে বিশেষণ ও হওয়া ক্রিয়ার রূপ ...

...যেমন :
...: সে আমাকে অপমান করেছে।
...: তার দ্বারা আমি অপমানিত হয়েছি।
...তার দ্বারা আমি অপমান হয়েছি' বাক্যে 'অপমান' শব্দের প্রয়োগ ভুল। শুদ্ধ প্রয়োগ ...অপমানিত। এরকম :

ভুল প্রয়োগ	শুদ্ধ প্রয়োগ
এ কথা প্রমাণ হইয়াছে।	এ কথা প্রমাণিত হইয়াছে।
আমি সন্তোষ হলাম।	আমি সন্তুষ্ট হলাম।

জ. **বিশেষণ-দ্বিত্বজনিত ভুল :**
বিশেষণ শব্দের সঙ্গে পুনরায় বিভ্রান্তিবশত বিশেষণবাচক উপসর্গ বা প্রত্যয়ের অপপ্রয়োগের ফলে কিছু কিছু ভুল শব্দ গঠিত হয়। যেমন : 'চিত্রিত' শব্দটি বিশেষণ, আবার 'সচিত্র' শব্দটিও বিশেষণ। দুটিকে মিলিয়ে তৈরি হয়েছে ভ্রমাত্মক ও অশুদ্ধ শব্দ সচিত্রিত। এ ধরনের অশুদ্ধ শব্দের উদাহরণ :

আবশ্যক (আবশ্যকীয় নয়)	লজ্জিত (সলজ্জিত নয়)
উদ্বেল (উদ্বেলিত নয়)	একত্র (একত্রিত নয়)
ঠিক (সঠিক নয়)	নিঃশেষ (নিঃশেষিত নয়)
ব্যাকুল (ব্যাকুলিত নয়)	সশঙ্ক (সশঙ্কিত নয়)

কতিপয় অশুদ্ধ বাক্যের শুদ্ধিকরণ

অশুদ্ধ বাক্য	শুদ্ধ বাক্য
...বৈমাত্রেয় সহোদর অসুস্থ	তাহার বৈমাত্রেয় ভ্রাতা অসুস্থ।
...বাংলাদেশের প্রধান সমস্যা।	দারিদ্র্য বাংলাদেশের প্রধান সমস্যা।
...সবাই একত্রিত হয়েছি।	আজ আমরা সবাই একত্র হয়েছি।
...একটি উন্নতশীল রাষ্ট্র।	বাংলাদেশ একটি উন্নতিশীল রাষ্ট্র।
...ঘটনা চক্ষুস প্রত্যক্ষ করিয়াছি।	আমি এ ঘটনা প্রত্যক্ষ করেছি।
...সমূলসহ উৎপাটিত হইয়াছে।	বৃক্ষটি সমূলে উৎপাটিত হয়েছে।
...স্ত্রীক নিউমার্কেটে গিয়াছেন।	তিনি সস্ত্রীক নিউমার্কেট গেছেন।
...আমার বিরুদ্ধে সাক্ষী দিলেন।	তিনি আমার বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিলেন।
...এ কাজে সহযোগীতা নেই।	আমার এ কাজে সহযোগিতা নেই।
...আরোগ্য হয়েছেন।	তিনি আরোগ্য লাভ করেছেন।
...প্রমাণ হয়েছে।	এটি প্রমাণিত হয়েছে।
...দোষী ব্যক্তিকে শাস্তি দেবে কেন?	নির্দোষ ব্যক্তিকে শাস্তি দেবে কেন?
...হীন শিশুর কি দুঃখ!	মাতৃহীন শিশুর কী দুঃখ!
...ত্রিনয়নী আমাকে রক্ষা কর।	হে ত্রিনয়না, আমাকে রক্ষা কর।
...মাছগুলোর দাম কত?	মাছগুলোর দাম কত?
...টির উৎকর্ষতা অনস্বীকার্য।	রচনাটির উৎকর্ষ অনস্বীকার্য।
...টি বিদ্বান কিন্তু ঝগড়াটে।	মেয়েটি বিদুষী কিন্তু ঝগড়াটে।
...আকাঙ্ক্ষা লাভের অন্তরায়।	দুরবস্থা আকাঙ্ক্ষা পূরণের অন্তরায়।
...দিকে সূর্য উদয় হয়।	পূর্বদিকে সূর্য উদিত হয়।
...র জল হ্রাস হয়েছে।	নদীর জল হ্রাস পেয়েছে।
...ঠাকুরের গীতাঞ্জলি বিখ্যাত কাব্য।	'গীতাঞ্জলি' রবি ঠাকুরের বিখ্যাত কাব্য।
...রোক্ত বাক্যটি শুদ্ধ নয়।	উপর্যুক্ত বাক্যটি শুদ্ধ নয়।
...ওল বাঘা তেঁতুল।	বুনো ওল, বাঘা তেঁতুল।
...লিখিতে ভুল করিও না।	ভুল লিখিতে ভুল করিও না।
...টি ভয়ানক মেধাবী।	ছেলেটি অত্যন্ত মেধাবী।
...মান সূর্যের দিকে চাহিয়া দেখ।	অস্তায়মান সূর্যের দিকে চাহিয়া দেখ।
...র নেতাদের দূরদৃষ্টতা খুবই কম।	দেশের নেতাদের দূরদৃষ্টি খুবই কম।
...র টাকার আবশ্যক নাই।	আমার টাকার আবশ্যকতা নাই।
...মান বস্তু স্থিতি লাভ করে না।	ঘূর্ণ্যমান বস্তু স্থিতি লাভ করে না।
...মনোকষ্টে গ্রাম ছাড়িয়াছে।	সে মনঃকষ্টে গ্রাম ছাড়িয়াছে।
...পক্ষীরাই নীড় বাধে।	সমুদয় পক্ষীই নীড় বাঁধে।
...বাস বাঙলা রামায়ণ লিখিয়াছেন।	কৃত্তিবাস বাংলা রামায়ণ লিখিয়াছেন।

অশুদ্ধ বাক্য	শুদ্ধ বাক্য
একটি গোপন পরামর্শ আছে।	একটি গোপনীয় পরামর্শ আছে।
তাদের মধ্যে বেশ সখ্যতা দেখিতে পাই।	তাদের মধ্যে বেশ সখ্য দেখিতে পাই।
সর্ববিষয়ে বাহুল্যতা বর্জন করিবে।	সর্ববিষয়ে বাহুল্য বর্জন করিবে।
সকল সভ্যগণ এখানে উপস্থিত ছিলেন।	সকল সভ্য এখানে উপস্থিত ছিলেন।
হীন চরিত্রবান লোক পশ্বাধম।	চরিত্রহীন লোক পশ্বধম।
আমার আর বাঁচিবার স্বাদ নাই।	আমার আর বাঁচিবার সাধ নাই।
সে দুগ্ধফেণনিভ বিছানায় শুয়ে আছে।	সে দুগ্ধফেননিভ শয্যায় শুয়ে আছে।
মেয়েটি সুকেশিনী এবং সুহাসি।	মেয়েটি সুকেশা এবং সুহাসিনী।
অন্নাভাবে প্রতি ঘরে ঘরে হাহাকার।	অন্নাভাবে প্রতি ঘরে হাহাকার।
শুধুমাত্র গায়ের জোরে কাজ হয় না।	শুধু গায়ের জোরে কাজ হয় না।
তার সৌজন্যতা ভুলতে পারি না।	তার সৌজন্য ভুলতে পারি না।
সে সবচেয়ে শ্রেষ্ঠতম খেলোয়াড়।	সে শ্রেষ্ঠ খেলোয়াড়।
মিথ্যা একদিন না একদিন প্রমাণ হয়।	মিথ্যা একদিন না একদিন প্রমাণিত হয়।
তিনি আরোগ্য হলেন।	তিনি আরোগ্য লাভ করলেন।
অনান্য পায়ী হইয়া আমি তোমার সরণাপন্নহইলাম।	অনন্যোপায় হইয়া আমি তোমার শরণাপন্ন হইলাম।
মনস্কামনা পূর্ণ না হওয়ায় সে মনোস্তাপে ভুগছে।	মনস্কামনা পূর্ণ না হওয়ায় সে মনস্তাপে ভুগছে।
তার দেহ আপাদমস্তক পর্যন্ত আবৃত্ত ছিল।	তার দেহ আপাদমস্তক আবৃত ছিল।
পানিতে কুমির ডাঙায় বাঘ।	জলে কুমির ডাঙায় বাঘ।
খেলা চলাকালীন সময়ে গোলমাল শুরু হলো।	খেলা চলার সময়ে গোলমাল শুরু হলো।
শিক্ষার উদ্দেশ্য মনের প্রসারতা বর্ধন।	শিক্ষার উদ্দেশ্য মানসিক প্রসারতা।
ঋষিতা বুদ্ধিমান মেয়ে	ঋষিতা বুদ্ধিমতী মেয়ে।
রাঙামাটি পার্বতীয় এলাকা।	রাঙামাটি পার্বত্য এলাকা।
নিশ্চয় সংবাদ পেয়েছ কি?	নিশ্চিত সংবাদ পেয়েছ কি?
আমি সাতেও নেই সতেরোতেই নেই।	আমি সাতেও নেই পাঁচেও নেই।
আখের চারা বপন করা হলো।	আখের চারা রোপণ করা হলো।
যার লাঠি, তার ঘাঁটি।	যার লাঠি, তার মাটি
তার সুজনতায় মুগ্ধ হলাম।	তার সৌজন্যতায় মুগ্ধ হলাম।
আকণ্ঠ পর্যন্ত ভোজনে স্বাস্থ্য হানি ঘটে।	আকণ্ঠ ভোজনে স্বাস্থ্য হানি ঘটে।
কাব্যটির উৎকর্ষতা প্রশংসনীয়।	কাব্যটির উৎকর্ষ প্রশংসনীয়।
যুদ্ধ শেষ হইল।	যুদ্ধ সমাপ্ত হইল।

CamScanner

JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS

বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের বিগত বছরের MCQ প্রশ্নোত্তর

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

০১. নিচের কোনটি বাহুল্যদোষে দুষ্ট? [ব্যবসায় : ২৩-২৪]
ⓚ সকল ছাত্রগণ ⓛ পাখীসব ⓜ শিক্ষকমণ্ডলী ⓝ গরুর শকট উ: (ক)

০২. নিচের কোনটি অপপ্রয়োগের দৃষ্টান্ত নয়? [বিজ্ঞান : ২৩-২৪]
ⓚ অশ্রুজল ⓛ বিভীষণ ⓜ একত্রিত ⓝ স্ত্রীক উ: (খ)

০৩. নিচের কোন বাক্যটি শুদ্ধ নয়? [ক ২২-২৩]
ⓚ উপরোক্ত বাক্যটি শুদ্ধ নয়।
ⓛ এ কথা প্রমাণিত হয়েছে।
ⓜ সব সভ্য এসেছেন।
ⓝ ইহার আবশ্যকতা নাই। উ: (ক)

০৪. নিচের কোন শব্দে বচনঘটিত অশুদ্ধি ঘটেছে? [ক ২২-২৩]
ⓚ গুণীগণ
ⓛ বিদ্বান সমাজ
ⓜ শিক্ষার্থীবৃন্দ
ⓝ বন্ধুগণেরা উ: (ঘ)

০৫. নিচের কোন বাক্যটি শুদ্ধ? [গ ২২-২৩]
ⓚ কলেজ চলাকালীন সময়ে হর্ন বাজানো নিষেধ।
ⓛ কলেজ চলাকালীন সময়ে হর্ন বাজানো নিষিদ্ধ।
ⓜ কলেজ চলাকালীন হর্ন বাজানো নিষেধ।
ⓝ কলেজ সময়ে হর্ন বাজানো নিষিদ্ধ। উ: (ঘ)

০৬. কোনটি অপপ্রয়োগের দৃষ্টান্ত? [গ ২২-২৩]
ⓚ কৃচ্ছ্র
ⓛ ভারসাম্যতা
ⓜ সমৃদ্ধিশালী
ⓝ সখ্য উ: (খ)

০৭. সংস্কৃতিকে বলা যায় লাবন্য; কখনো ব্যাক্তির, কখনো নির্দিস্ট জাতীর। এ বাক্যে ভুল শব্দের সংখ্যা– [A : ২১-২২]
ⓚ তিন ⓛ চার ⓜ পাঁচ ⓝ ছয় উ: (খ)

০৮. কোনটি অপপ্রয়োগের দৃষ্টান্ত? [ক ১৯-২০]
ⓚ পুনঃপুন ⓛ ভোগলিক ⓜ গ্রথিত ⓝ প্রোথিত উ: (খ)

০৯. 'অংক করতে ভুল করও না' চলিত রীতির বাক্যটিতে অশুদ্ধ-সংখ্যা? [ক ১৮-১৯]
ⓚ ২ টি ⓛ ৩ টি ⓜ ১ টি ⓝ ৪ টি উ: (খ)

১০. অপপ্রয়োগের দৃষ্টান্ত নয়– [খ ১৮-১৯]
ⓚ সুগন্ধযুক্ত
ⓛ বিষাদ মণ্ডিত
ⓜ সংযতবাক
ⓝ সুনীল আকাশ উ: (গ)

১১. কোনটি অপপ্রয়োগের উদাহরণ? [পুন: ঘ ১৮-১৯]
ⓚ একত্র ⓛ অধীনস্থ ⓜ চিন্তিত ⓝ প্রত্যাশিত উ: (খ)

১২. কোন উপসর্গটি পরবর্তী অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে? [ক ১৮-১৯]
ⓚ অভিষেক ⓛ অবরোধ ⓜ প্রদান ⓝ অনুশীলন উ: (ঘ)

১৩. নিচের কোনটি অপপ্রয়োগের দৃষ্টান্ত নয়? [ঘ ১৬-১৭]
ⓚ অশ্রুজল
ⓛ ইদানীংকালে
ⓜ সপরিবার
ⓝ জন্মবার্ষিকী উ: (গ)

১৪. 'রুশীয় সমাজে এর প্রচলন লক্ষ করা যায়।' এ বাক্যে কী ধরনের অপপ্রয়োগ ঘটেছে? [ক ১৬-১৭]
ⓚ সন্ধিজাত
ⓛ প্রত্যয়জাত
ⓜ বানানগত
ⓝ তথ্যগত উ: (খ)

জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়

০১. কোনটি অপপ্রয়োগের দৃষ্টান্ত? [B ১৭-১৮]
ⓚ আয়ত্তাধীন ⓛ মিথস্ক্রিয়া ⓜ দিবারাত্র ⓝ দুরবস্থা উ: (ক)

০২. কোনটি অপপ্রয়োগের দৃষ্টান্ত? [E ১৭-১৮]
ⓚ ঐক্যমত
ⓛ ঐক্যবদ্ধ
ⓜ ঐকতান
ⓝ ঐচিত্য উ: (ক)

০৩. নিচের কোন বাক্যটি শুদ্ধ? [খ-১৫-১৬]
ⓚ আমি অপমান হয়েছি
ⓛ আমি গীতাঞ্জলী পড়েছি
ⓜ তার সৌজন্যতা ভুলব না
ⓝ দশচক্রে ভগবান ভূত উ: (ঘ)

০৪. অপপ্রয়োগের দৃষ্টান্ত কোনটি? [খ-১৫-১৬; ঢাবি অধি. কলেজ ১৭-১৮]
ⓚ বৃক্ষরাজি ⓛ শৈবালদল ⓜ সমৃদ্ধশালী ⓝ উর্মিমালা উ: (গ)

০৫. নিচের কোন বাক্যটি শুদ্ধ? [ঘ-১৫-১৬]
ⓚ সর্বদা পরিষ্কার থাকিবে
ⓛ মেয়েটি পাগলি হয়ে গেছে
ⓜ আপনি স্বপরিবারে আমন্ত্রিত
ⓝ কী ভয়ানক বিপদ! উ: (ঘ)

০৬. তিনি ঘাঁটিতে ঘাঁটিতে ভাবিতে ছিলেন, শুধুমাত্র মনিষী বাক্যই তো জীবনৃত যুবসমাজের কল্যাণ বহিয়া আনিতে যথেষ্ট নহে। চলিত রীতিতে লেখা বাক্যটিতে মোট ভুলের সংখ্যা– [ঘ-১৫-১৬]
ⓚ পাঁচ
ⓛ ছয়
ⓜ সাত
ⓝ আট উ: (ঘ)

০৭. প্রয়োগের অর্থ বিবেচনায় নিচের কোন শব্দটি শুদ্ধ? [খ ১৬-১৭]
ⓚ সুস্বাস্থ্য
ⓛ স্বাগত
ⓜ সচিত্রিত
ⓝ শ্রেষ্ঠতম উ: (খ)

০৮. প্রত্যয়গতভাবে শুদ্ধ কোনটি? [গ ১৬-১৭]
ⓚ উৎকর্ষতা
ⓛ উৎকর্ষ
ⓜ উৎকৃষ্ট
ⓝ উৎকৃষ্টতা

Note: উৎকর্ষ, উৎকৃষ্ট ও উৎকৃষ্টতা– প্রত্যয়গতভাবে শুদ্ধ। 'উৎকর্ষতা' প্রত্যয়গতভাবে অশুদ্ধ।

জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়

০১. কোনটি সঠিক নয়? [D : ২৩-২৪]
ⓚ বিশ্বাস→ বিশ্বস্ত
ⓛ কণ্ঠ → কণ্ঠস্থ
ⓜ পদ → পদস্থ
ⓝ গৃহ → গৃহস্থ উ: (ক)

০২. নিচের কোন বাক্যটি ভুল? [C ১৯-২০]
ⓚ যেমন বুনো কচু তেমনি বাঘা তেঁতুল।
ⓛ ছেলেটি বংশের মুখে চুনকালি দিল।
ⓜ তিনি ঔদ্ধত্যপূর্ণ আচরণ করেছেন।
ⓝ আমার আর বাঁচার সাধ নেই। উ: (খ)

০৩. 'সে এখন চোখে হলুদ ফুল দেখছে' বাক্যটিতে কী জনিত ভুল আছে? [B ১৮-১৯]
ⓚ বাচ্য প্রয়োগ
ⓛ বাহুল্য
ⓜ শব্দের অপপ্রয়োগ
ⓝ প্রবাদ প্রবচনের প্রয়োগ উ: (ঘ)

০৪. শুদ্ধ বাক্য কোনটি? [F ১৯-২০]
ⓚ শশীভূষণ কি আসে নাই?
ⓛ আজকের সন্ধ্যা বড়ই মনোমুগ্ধকর।
ⓜ বমাল চোর ধরা পড়েছে।
ⓝ যুদ্ধ শেষ হইল। উ: (গ)

০৫. কোন বাক্যটি অশুদ্ধ? [F ১৯-২০]
ⓚ গোপন কথাটা শুন।
ⓛ বুদ্ধিমতী রমণীরা।
ⓜ তার সব ছেলেই কৃতী
ⓝ ইহা একটি কিংবদন্তি। উ: (ক)

০৬. কোনটি শুদ্ধ বাক্য? [C$_1$ ১৮-১৯]
ⓚ শহীদ মিনারে শ্রদ্ধাঞ্জলী অর্পন করবো
ⓛ শহিদ মীনারে শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পন করবো
ⓜ শহিদ মিনারে শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পণ করবো
ⓝ শহিদ মিনারে শ্রদ্ধাঞ্জলী অর্পণ করবো উ: (গ)

০৭. শুদ্ধ বাক্য কোনটি? [F ১৮-১৯]
ⓚ হীন চরিত্রবান লোক পশ্বাধম।
ⓛ রচনাটির উৎকর্ষতা অনস্বীকার্য।
ⓜ যার লাঠি, তার ঘাঁটি।
ⓝ হস্তীটি অত্যন্ত স্থূল। উ: (ঘ)

০৮. কোনটি ঠিক? [C১৭-১৮]
ⓚ আইনানুসারে তিনি একাজ করতে পারেন না
ⓛ আইনগত তিনি একাজ করতে পারেন না
ⓜ আইনগতভাবে তিনি একাজ করতে পারেন না
ⓝ আইনত তিনি এ কাজ করতে পারেন না উ: (ঘ)

০৯. কোনটি ঠিক? [C১৭-১৮]
ⓚ অশ্রুতে বুক ভেসে গেল
ⓛ অশ্রুর জলে বুক ভেসে গেল
ⓜ অশ্রুর পানিতে বুক ভেসে গেল
ⓝ অশ্রুজলে বুক ভেসে গেল উ: (ক)

১০. কোনটি ঠিক? [C১৭-১৮]
ⓚ সর্ববিষয়ে বাহুলত্যা বর্জন করবে
ⓛ সর্ববিষয়ে বহুময়তা বর্জন করবে
ⓜ সর্ববিষয়ে বহুল্য বর্জন করবে
ⓝ সর্ববিষয়ে বাহুল্য বর্জন করবে উ: (ঘ)

১১. শুদ্ধ রূপ কোনটি? [C১৭-১৮]
ⓚ সৌন্দর্যতা
ⓛ সুন্দর্য
ⓜ সুন্দরতা
ⓝ সৌন্দর্য উ: (ঘ)

১২. কোনটি ঠিক? [C১৭-১৮]
ⓚ কাব্যটির ভাষায় দৈন্যতা আছে
ⓛ কাব্যটির ভাষায় দীন আছে
ⓜ কাব্যটির ভাষায় দৈন্য আছে
ⓝ কাব্যটির ভাষায় দিনতা আছে উ: (গ)

১৩. কোনটি ঠিক? [C১৭-১৮]
ⓚ যাবতীয় লোক সভায় উপস্থিত ছিল
ⓛ যাবতীয় লোকসমূহ সভায় উপস্থিত ছিল
ⓜ যাবতীয় লোকদয় সভায় উপস্থিত ছিল
ⓝ যাবতীয় লোকগণ সভায় উপস্থিত ছিল উ: (ক)

১৪. 'সুনামীর তাণ্ডবে অনেকেই সর্বশান্ত হয়েছে।' বাক্যটিতে কয়টি ভুল আছে? [I১৭-১৮]
ⓚ ১ ⓛ ২ ⓜ ৩ ⓝ ভুল নেই উ: (গ)

JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS

CamScanner

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়

[illegible]

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়

[illegible]

[illegible]

GST গুচ্ছ বিশ্ববিদ্যালয়

০১. কোন বাক্যাংশটি শুদ্ধ? [illegible]

[illegible]

০২. কোনটি শুদ্ধ বাক্য? [illegible]

(ক) আমি স্বাক্ষী দেবো না (খ) আমি সাক্ষী দেবো না
(গ) আমি স্বাক্ষ্য দেবো না (ঘ) আমি সাক্ষ্য দেবো না

০৩. কোনটি ঠিক বাক্য? [illegible]

[illegible]

০৪. কোনটি অশুদ্ধ রূপ নয়? [illegible]

(ক) সখ্যনীয় (খ) সখ্যনীয় (গ) সখ্যনিয় (ঘ) সখ্যনীয়

Note: [illegible]

০৫. চন্দ্রবিন্দু চিহ্নের ভুল প্রয়োগ হয়েছে কোন শব্দে? [illegible]

(ক) ঝাঁকড়াঁকা (খ) পাঁজর (গ) কাঁধ (ঘ) কাঁচ

খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়

০১. 'কাব্যত্ব' শব্দটিতে কোন দোষ ঘটেছে? [illegible]

(ক) উপমার ভুল প্রয়োগ (খ) গুরুচণ্ডালী
(গ) বাগধারার ভুল প্রয়োগ (ঘ) বাহুল্য

বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়

০১. নিচের কোনটি সুভাষণের উদাহরণ? [illegible]

(ক) ঘরে চাল বাড়ন্ত (খ) ভাতের অভাব
(গ) অসভ্য কোথাকার (ঘ) মিষ্টি কথায় চিঁড়া ভিজে না

০২. কোন বাক্যটি ব্যাকরণসিদ্ধ? [illegible]

(ক) কথাটি সঠিক নয় (খ) আবশ্যকীয় দ্রব্যাদি সঙ্গে আনবেন
(গ) তিনি স্ত্রীক গমন করেন (ঘ) এটি লজ্জাকর বিষয়

জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলাম বিশ্ববিদ্যালয়

০১. কোনটি শুদ্ধ? [C ১৮-১৯]
ক সৌজন্নতা খ সৌজন্যতা
গ সৌজন্ন ঘ সৌজন্য
জ.ঘ

কুমিল্লা বিশ্ববিদ্যালয়

০১. কোন বাক্যটি শুদ্ধ? [C-১৫-১৬]
ক একটা গোপনীয় কথা বলি খ একটি গোপন কথা বলি
গ একটি গুপ্ত কথা বলি ঘ একটি গোপন কথা বলি
জ.ক

ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়

০১. কোন বাক্যটি শুদ্ধ? [B ১৭-১৮]
ক রচনাটির উৎকর্ষতা অনস্বীকার্য খ রচনাটির উৎকর্ষতা অনস্বীকার্য্য
গ রচনাটির উৎকর্ষ অনস্বীকার্য ঘ রচনাটির উৎকর্ষ অনস্বীকায্য
জ.গ

০২. 'আলোচনার মাধ্যমে সব সমস্যাগুলোর সমাধান সম্ভব' বাক্যটির শুদ্ধ রূপ কোনটি? [C ১৬-১৭]
ক আলোচনার মাধ্যমে সব সমস্যার সমাধান সম্ভব
খ আলোচনার মাধ্যমে সকল সমস্যাগুলোর সমাধান সম্ভব
গ আলোচনার মাধ্যমে সব সমস্যাগুলির সমাধান সম্ভব
ঘ আলোচনার মাধ্যমে সব সমস্যাবলীর সমাধান সম্ভব
জ.ক

০৩. 'দেশের সকল নেতারাই অসৎ নয়' বাক্যটির শুদ্ধ রূপ? [B ১৬-১৭]
ক দেশের সকল নেতাগণ অসৎ নয় খ দেশের সবগুলো নেতারাই অসৎ নয়
গ দেশের সকল নেতারা অসৎ নয় ঘ দেশের সকল নেতা অসৎ নয়
জ.ঘ

০৪. 'নিরপরাধীকে শাস্তি দিও না' বাক্যটির শুদ্ধ রূপ– [B ১৬-১৭]
ক নিরপরাধীকে শাস্তি দিও না খ নিরপরাধকে শাস্তি দিও না
গ নিরপরাধীকে সাস্তি দিও না ঘ নিঃঅপরাধীকে শাস্তি দিও না
জ.খ

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বি. ও প্র. বিশ্ববিদ্যালয়

০১. কোন বাক্যটি শুদ্ধ নয়? [AL ১৮-১৯]
ক চাঁদ উঠেছে। খ বাঁশি বাজে।
গ তাহারা গান। ঘ আমরা দাঁড়াইয়া আছি
জ.গ

নোয়াখালী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়

০১. শুদ্ধ বাক্য কোনটি? [D-১৫-১৬]
ক অংকটি কষিতে ভুল করিও না খ অংকটি ভুল ভাবে করিও না
গ অঙ্কটি করিতে ভুল করিও না ঘ অংকটি ভুল করিও না
জ.গ

শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়

০১. কোন বাক্যটি ভুল? [A ১৭-১৮]
ক আলোচনার মাধ্যমে সব সমস্যার সমাধান সম্ভবপর
খ গতকাল যে পাঁচজন মেয়ে এসেছিল, তার মধ্যে ছোটটি সবচেয়ে বুদ্ধিমতী
গ নিরপরাধ ও নিষ্পাপ লোককে শাস্তি দেয়া অন্যায়
ঘ ইতোমধ্যে বাংলাদেশ একটি উন্নয়নশীল রাষ্ট্রে পরিণত হয়েছে
ঙ ইতঃপূর্বে তিনি সপরিবারে আমন্ত্রিত হয়েছিলেন
জ.ক

যশোর বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়

০১. নিচের কোন বাক্যটি শুদ্ধ? [D ১৭-১৮]
ক এখানে সকল সভ্যগণ উপস্থিত ছিলেন খ নিরোগী লোক প্রকৃত অর্থেই সুখী।
গ সে এ মামলায় সাক্ষী দিয়েছেন। ঘ আবশ্যক ব্যয়ে কার্পণ্য উচিত নয়।
জ.ঘ

বিএসসি ইন নার্সিং

০১. কোন বাক্যটি শুদ্ধ? [BSC Nursing'17-18]
ক সেদিন থেকে তিনি আর সেখানে যায় না
খ তার কথা শুনে আমি আশ্চর্যান্বিত হলাম
গ আপনি স্বপরিবারে আমন্ত্রিত।
ঘ তোমার পরশ্রীকাতরতায় আমি মুগ্ধ
জ.খ

০২. বাক্যে সাধু ও চলিত রীতির মিশ্রণকে বলে– [২১-২২]
ক আঞ্চলিক দোষ খ উপমার দোষ
গ গুরুচণ্ডালী দোষ ঘ বাহুল্য দোষ
জ.গ

গার্হস্থ্য অর্থনীতি কলেজ

০১. কোন বাক্যটি শুদ্ধ নয়? [২২-২৩]
ক আমি এ ঘটনা চাক্ষুষ প্রত্যক্ষ করেছি। খ দৈন্য প্রশংসনীয় নয়।
গ সব সভ্য এসেছেন। ঘ সূর্য উদিত হয়েছে।
জ.ক

০২. কোন বাক্যটি শুদ্ধ? [Humanities : ২১-২২]
ক মহারাজ সভাগৃহে প্রবেশ করলেন। খ এটি লজ্জাকর ব্যাপার।
গ অশ্রুজলে বুক ভেসে গেলো। ঘ আমার আর বাঁচিবার স্বাদ নাই।
জ.ক

০৩. কোন শব্দটি অপপ্রয়োগের দৃষ্টান্ত? [১৭-১৮]
ক অশ্রুজল খ অঞ্জলি
গ কিংশুক ঘ প্রদীপ
জ.ক

ঢাবি অধিভুক্ত ৭ কলেজ

০১. নিচের কোন শব্দটি অপপ্রয়োগের দৃষ্টান্ত নয়? [বিজ্ঞান : ২৩-২৪]
ক বাহুল্যতা খ শুধুমাত্র গ অশ্রুজল ঘ নির্দোষ
জ.ঘ

০২. কোনটি অপপ্রয়োগের দৃষ্টান্ত? [বাণিজ্য : ২৩-২৪;চবি-১৯-২০;ঢাবি-ঘ-১৭-১৮;জবি-ঘ-১৭-১৮]
ক উপর্যুক্ত খ মিথষ্ক্রিয়া গ একত্রিত ঘ সপ্রাণ
জ.গ

০৩. কোন বাক্যটি শুদ্ধ? [বিজ্ঞান ২২-২৩]
ক অন্নাভাবে প্রতি ঘরে ঘরে হাহাকার।
খ অন্নাভাবে সব ঘরগুলোতে হাহাকার।
গ অন্নাভাবে সকল ঘরগুলোতে হাহাকার।
ঘ অন্নাভাবে ঘরে ঘরে হাহাকার।
জ.ঘ

০৪. নিচের কোন বাক্যটি শুদ্ধ? [বাণিজ্য ২২-২৩]
ক অশ্রুজলে বুক ভেসে গেল। খ আর বাঁচিবার স্বাদ নাই।
গ এটি লজ্জাকর ব্যাপার। ঘ মহারাজ সভাগৃহে প্রবেশ করলেন।
জ.ঘ

০৫. কোনটি অপপ্রয়োগের দৃষ্টান্ত নয়? [Humanities : ২১-২২]
ক অশ্রুজল খ কেবলমাত্র গ দৈন্যতা ঘ ইদানীং
জ.ঘ

০৬. নিচের কোনটি অপপ্রয়োগের দৃষ্টান্ত নয়? [Science : ২১-২২]
ক দারিদ্রতা খ ঐক্যতা
গ উৎকর্ষতা ঘ বিশিষ্টতা
জ.খ

HSC পরীক্ষার বিগত বছরের লিখিত প্রশ্নোত্তর

০১. ক. যেকোনো পাঁচটি বাক্য শুদ্ধ করে লেখ : [ঢা.বো. ২৪] ৫

অশুদ্ধ	শুদ্ধ
i. তার বিদ্রোহী আত্মার শান্তি কামনা করছি।	তার বিদেহ আত্মার শান্তি কামনা করছি।
ii. অপহরণ ব্যবসায়ীকে এখনো উদ্ধার করা যায়নি।	অপহৃত ব্যবসায়ীকে এখনো উদ্ধার করা যায়নি।
iii. গৌতম বুদ্ধ বুদ্ধধর্ম প্রচারণা করেন।	গৌতম বুদ্ধ বৌদ্ধধর্ম প্রচার করেন।
iv. সড়ক দূর্ঘনায় আহত ছাত্রটি বেঁচে আছে।	সড়ক দুর্ঘনায় আহত ছাত্রটি বেঁচে আছে।
v. মাস্ক পড়ুন, সুস্থ থাকুন।	মাস্ক পরুন, সুস্থ থাকুন।
vi. ঝড়-বৃষ্টির কারণে ফসলের ব্যাপক ক্ষতি হয়েছে।	ঝড়-বৃষ্টির কারণে ফসলের ব্যাপক ক্ষতি হয়েছে।
vii. আগামীকাল শপথ নেবেন সংসদ সদস্যরা।	সাংসদগণ আগামীকাল শপথগ্রহণ করবেন।
viii. আবশ্যকীয় দ্রব্যাদি সঙ্গে আনবেন।	আবশ্যক দ্রব্যাদি সঙ্গে আনবেন।

খ. অনুচ্ছেদটি শুদ্ধ করে লেখ : [ঢা.বো. ২৪]

এতদ্বারা, এই কলেজের সকল শিক্ষার্থী-শিক্ষকগণ ও সকল কর্মচারীদের সদয় অবগতির জন্য জানানো যাচ্ছে যে, মে দিবস উপলক্ষ্যে আসছে আগামী ১ মে ২০২৪ খ্রিস্টাব্দ তারিখ কলেজের সকল শ্রেণি কার্যক্রম বন্ধ থাকিবে। আসছে ২ মে ২০২৪ খ্রি. থেকে কলেজ পূর্বের ন্যায় যথারীতিভাবে চলিবে। [ঢা.বো. ২৪]

উত্তর : এতদ্বারা, এই কলেজের সকল শিক্ষক-শিক্ষার্থী ও কর্মচারীকে অবগত করা যাচ্ছে যে/জানানো যাচ্ছে যে, মে দিবস উপলক্ষ্যে আগামী ১লা মে, ২০২৪ খ্রিষ্টাব্দ কলেজের সকল শ্রেণি-কার্যক্রম বন্ধ থাকবে। আগামী ২রা মে, ২০২৪ খ্রিষ্টাব্দ থেকে কলেজ পূর্বের ন্যায়/আগের মতো যথারীতি চলবে।

CamScanner

JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS

BCS পরীক্ষার বিগত বছরের MCQ প্রশ্নোত্তর

...কোন বাক্যটি প্রয়োগগত দিক থেকে শুদ্ধ? [৪৪তম বিসিএস]
(ক) ...দি কারও সাতেও নেই, সতেরোতেও নেই।
(খ) ...রা জীবন ভূতের মজুরি খেটে মরলাম।
(গ) ...র দু'চোখ অশ্রুতে ভেসে গেল।
(ঘ) আপনি স্বপরিবারে আমন্ত্রিত।
উ: (গ)

০২. নিচের কোনটি অপপ্রয়োগের দৃষ্টান্ত? [৩৮তম বিসিএস]
(ক) স্বায়ত্তশাসন (খ) দরিদ্রতা (গ) একত্র (ঘ) একত্রিত
উ: (খ)

০৩. 'পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানের পরিবেশ এত অপরিষ্কার'। বাক্যটির নিম্নরেখ পদে ষ/স ব্যবহারে [৩৫তম]
(ক) প্রথমটি অশুদ্ধ, দ্বিতীয় শুদ্ধ (খ) প্রথমটি শুদ্ধ, দ্বিতীয়টি অশুদ্ধ
(গ) দুটোই অশুদ্ধ (ঘ) দুটোই শুদ্ধ
উ: (গ)

SELF TEST MCQ

...রণের নিয়মে অশুদ্ধ হলেও বহুল প্রচলিত শব্দকে কী বলে?
(ক) প্রচলিত শব্দ (খ) অশুদ্ধ কিন্তু প্রচলিত শব্দ
(গ) প্রচলিত অপপ্রয়োগ (ঘ) অপপ্রয়োগ

...পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানের পরিবেশ এত অপরিষ্কার।' বাক্যটির নিম্নরেখ পদে ষ/স ব্যবহারে–
(ক) প্রথমটি অশুদ্ধ, দ্বিতীয় শুদ্ধ (খ) প্রথমটি শুদ্ধ, দ্বিতীয়টি অশুদ্ধ
(গ) দুটোই অশুদ্ধ (ঘ) দুটোই শুদ্ধ

...কোনটি অপপ্রয়োগের দৃষ্টান্ত?
(ক) নির্ভরশীল (খ) নির্ভরশীলতা (গ) নির্ভরতা (ঘ) নির্ভরযোগ্য

...ঠিক শব্দটি বের করুন–
(ক) চলাকালীন সময়ে (খ) চলাকালে
(গ) চলাকালের সময়ে (ঘ) চলাকালিন সময়

... নিচের কোন শব্দটি অপপ্রয়োগের দৃষ্টান্ত নয়?
(ক) ইদানিংকাল (খ) তাপদাহ (গ) সাম্প্রতিক (ঘ) উপরোক্ত

... নিচের কোনটি অপপ্রয়োগের দৃষ্টান্ত?
(ক) কেবলমাত্র (খ) অধীন (গ) মনঃকষ্ট (ঘ) উল্লিখিত

০৭. কোনটি অপপ্রয়োগের দৃষ্টান্ত?
(ক) উপর্যুক্ত (খ) মিথস্ক্রিয়া (গ) ধস্প্রাপ্ত (ঘ) দৈন্যতা

০৮. 'অবদান' (মনোযোগ) ও 'অবধান' (কীর্তি) কোন জাতীয় অপপ্রয়োগ?
(ক) উচ্চারণজনিত (খ) অর্থগত বিভ্রান্তিজনিত
(গ) শব্দ গঠনজনিত (ঘ) সবগুলো

০৯. শব্দের গঠনগত অপপ্রয়োগ নয় কোনটি?
(ক) ইতিপূর্বে (খ) অতলস্পর্শী
(গ) সবিনয়পূর্বক (ঘ) অস্তায়মান

১০. নিচের কোনটি বাহুল্যজনিত অপপ্রয়োগের উদাহরণ?
(ক) শুধুমাত্র (খ) ফলশ্রুতি
(গ) সুকেশী (ঘ) পরিপ্রেক্ষিত

OMR

০১.(ক)(খ)(গ)(ঘ)	০২.(ক)(খ)(গ)(ঘ)	০৩.(ক)(খ)(গ)(ঘ)	০৪.(ক)(খ)(গ)(ঘ)	০৫.(ক)(খ)(গ)(ঘ)
০৬.(ক)(খ)(গ)(ঘ)	০৭.(ক)(খ)(গ)(ঘ)	০৮.(ক)(খ)(গ)(ঘ)	০৯.(ক)(খ)(গ)(ঘ)	১০.(ক)(খ)(গ)(ঘ)

Answer

১০.ক	০৯.ঘ	০৮.খ	০৭.ঘ	০৬.ক	০৫.গ	০৪.খ	০৩.গ	০২.খ	০১.ঘ

SELF TEST লিখিত

প্রশ্ন :

০১. বানান ভুল ও বাক্যের অসংগতি দূর করে বাক্যগুলো আবার লেখ। [ঢাবি খ ২২-২৩]
ক. এই সব মানুষগুলো আজ উদ্বাস্তু জীবন কাটিয়েছে।
খ. মুর্খ লোকের দূর্গতির সীমা থাকে না।
গ. তাহার জন্য অপেক্ষা করা মোটেও সমীচিন হবে না।
ঘ. তোমার অসৌজন্যে তিনি ব্যাথিত হয়েছে।
ঙ. তুমি কী ধৈর্য ধারণ করতে পারছ না।

০২. নিচের বাক্যগুলোর বানান ও ব্যাকরণগত ত্রুটি সংশোধন করে লেখ। বাক্যে শব্দ সংযোজন বা বিয়োজন করা যাবে না। [ঢাবি গ ২২-২৩]
a. 'ভূগোল' বিশেষ্য পদটি বিশেষণে রূপান্তর করিলে হবে 'ভৌগোলিক'।
b. দুষ্কৃতিকারীরা সমাজের শত্রু।
c. তার চাতুর্যতা আমাকে ব্যথিত করেছে।
d. সমৃদ্ধশালী বাংলাদেশ আমাদের একান্তভাবেই কাম্য।

০৩. নিচের বাক্যগুলো শুদ্ধ করে লেখ :
ক. একটি গোপন পরামর্শ আছে।
খ. উপরোক্ত বাক্যটি শুদ্ধ নয়।
গ. যুদ্দ শেষ হইল।
ঘ. মেয়েটি বিদ্বান কিন্তু ঝগড়াটে।
ঙ. যার লাঠি, তার ঘাঁটি।
চ. ঋষিতা বুদ্ধিমান মেয়ে
ছ. তিনি আরোগ্য হলেন।

০৪. নিচের অনুচ্ছেদের অপপ্রয়োগগুলো শুদ্ধ করে লেখ :
দারিদ্র্যতা আজ আর বাংলাদেশের প্রধান সমস্যা নয়। আমাদের দেশ এখন সমৃদ্ধশালী। কেবলমাত্র দুর্নীতিই আমাদের পিছনে টানে। এ থেকে মুক্তির পাশাপাশি জাতীয় জীবনের সর্বক্ষেত্রে কৃচ্ছতা সাধন প্রয়োজন। প্রয়োজন দলমত নির্বিশেষ সখ্যতাও।

০৫. নিচের অনুচ্ছেদের অপপ্রয়োগগুলো শুদ্ধ করে লেখ :
বিদ্যান মূর্খ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতর। জীবনে স্বার্থকতা লাভ করিতে হলে পাঠে মনোযোগি হইতে হয়। দুরাবস্থা আকাঙ্ক্ষার অন্তরায়। দৈন্যতা প্রশংসনীয় নয়। এটি লজ্জাকর ব্যাপার।

০৬. বাংলা ভাষায় অপপ্রয়োগ বলতে কী বোঝ? বাংলা ভাষায় অপপ্রয়োগের কয়েকটি কারণ লেখ।

০৭. প্রদত্ত শব্দগুলোর শুদ্ধ প্রয়োগ দেখাও :
অশ্রুজল, অতলস্পর্শী, উৎকর্ষতা, সুস্বাস্থ্য।

০৮. নিচের কোনটি শুদ্ধ? ব্যাখ্যাসহ লেখ।
ক. বাধ্যগত/অনুগত খ. উপর্যুক্ত/উপরোক্ত

উত্তর :

০১. ক. এই মানুষগুলো আজ উদ্বাস্তু জীবন কাটিয়েছে।
খ. মূর্খ লোকের দুর্গতির সীমা থাকে না।
গ. তার জন্য অপেক্ষা করা মোটেও সমীচীন হবে না।
ঘ. তোমার অসৌজন্যে তিনি ব্যথিত হয়েছেন।
ঙ. তুমি কি ধৈর্য ধারণ করতে পারছ না।

০২. a. ভূগোল বিশেষ্য পদটি বিশেষণে রূপান্তর করলে হবে ভৌগোলিক।
b. দুষ্কৃতকারীরা সমাজের শত্রু।
c. তার চতুরতা আমাকে ব্যথিত করেছে।
d. সমৃদ্ধিশালী/সমৃদ্ধ বাংলাদেশ আমাদের একান্তভাবেই কাম্য।

০৩. নিচের বাক্যগুলোর শুদ্ধ রূপ :

একটি গোপন পরামর্শ আছে।	একটি গোপনীয় পরামর্শ আছে।
যুদ্দ শেষ হইল।	যুদ্ধ সমাপ্ত হইল।
উপরোক্ত বাক্যটি শুদ্ধ নয়।	উপর্যুক্ত/উপরিউক্ত বাক্যটি শুদ্ধ নয়।
মেয়েটি বিদ্বান কিন্তু ঝগড়াটে।	মেয়েটি বিদুষী কিন্তু ঝগড়াটে।
যার লাঠি, তার ঘাঁটি।	যার লাঠি, তার মাটি
ঋষিতা বুদ্ধিমান মেয়ে	ঋষিতা বুদ্ধিমতী মেয়ে।
তিনি আরোগ্য হলেন।	তিনি আরোগ্য লাভ করলেন।

০৪. আলোচনা অংশ দ্রষ্টব্য।
০৫. আলোচনা অংশ দ্রষ্টব্য।
০৬. আলোচনা অংশ দ্রষ্টব্য।
০৭. আলোচনা অংশ দ্রষ্টব্য।
০৮. আলোচনা অংশ দ্রষ্টব্য।

JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS

CamScanner

অধ্যায় ৩৯

অভিধানতত্ত্ব
Lexicography

অভিধানের সংজ্ঞা ও প্রকারভেদ

ভাষার বিশৃঙ্খল শব্দরাশির মানরূপ সুস্থিত করার উদ্দেশ্যেই রচিত হয় অভিধান। 'অভিধান'-এর শাব্দিক অর্থ : শব্দকোষ। ইংরেজি Dictionary শব্দের পরিভাষা হিসেবে বাংলায় 'অভিধান' শব্দটি প্রচলিত। ব্যুৎপত্তিগত দিক থেকে Dictionary শব্দের অর্থ 'শব্দভাণ্ডার' আর অভিধান শব্দের অর্থ 'শব্দার্থ'।

যে গ্রন্থে কোনো ভাষার শব্দের বর্ণানুক্রমিক অবস্থান, বানান, উচ্চারণ, অর্থ, ব্যুৎপত্তি ও ব্যবহার নির্দেশ করা হয়, তাকে অভিধান বলে।

- শব্দ সংকলন বা সংকলিত শব্দের গ্রন্থকে গ্রিকরা বলতো 'লেক্সিকন (Lexicon)'। রোমানরা লাতিন ভাষায় একে বলতো ডিকশনারি (Dictionary)। শব্দের আপাত মুখ্য অর্থই হচ্ছে 'অভিধা', তাই শব্দার্থ গ্রন্থের নাম 'অভিধান'। এ অভিধানের অপর নাম 'শব্দার্থকোষ'।
- **নোয়াম চমস্কির মতে**, 'অভিধান (বা শব্দকোষ) হচ্ছে একরাশ শব্দভুক্তি।'

বাংলা অভিধান

বাংলা অভিধান : বাংলা ভাষাতত্ত্বের উদ্ভব ঘটেছিল অভিধান সংকলনের মধ্য দিয়ে। বাংলা ভাষাতত্ত্বের প্রথম পুরুষ ও প্রথম অভিধান সংকলক মানোএল দা আস্‌সুম্পসাঁও (ধর্মযাজক ও প্রচারক)। তিনি ১৭৩৪ অব্দে দেশীয় সহকারীদের সহযোগিতায় সংকলন করেন 'ভোকাবুলারিও এম ইদিওমা বেনগল্লা ই পোর্তুগিজ : দিভিদিদো এম দুয়াস পার্তেস (সম্পাদক-অনুবাদক সুনীতিকুমার ও প্রিয়রঞ্জন সেন : ১৯৩১)। লিসবন থেকে অভিধানটি প্রকাশিত হয় ১৭৪৩ খ্রিষ্টাব্দে। ১৮১৭ খ্রিষ্টাব্দে প্রকাশিত রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশ প্রণীত 'বঙ্গভাষাভিধান'-কে প্রথম বাংলা অভিধান হিসেবে গ্রহণ করা হয়। অর্থাৎ তিনি বাংলা ভাষার প্রথম অভিধান সংকলন করেন। ১৯৫৫ খ্রিষ্টাব্দে ঢাকায় *বাংলা একাডেমি প্রতিষ্ঠার* পর বাংলা অভিধানের ক্ষেত্রে নতুন মাত্রা যুক্ত হয়। প্রতিষ্ঠার পরবর্তী ত্রিশ বছরে বাংলা একাডেমি প্রায় ৬০ খানা অভিধান জাতীয় গ্রন্থ প্রকাশ করে।

বাংলা ভাষার ও ভাষায় অভিধান সংক্রান্ত সংক্ষিপ্ত একটি তালিকা :

সম্পাদক	অভিধান	সম্পাদক	অভিধান
মনোএল দা আস্‌সুম্পসাঁও	বাংলা পর্তুগিজ ও পর্তুগিজ বাংলা শব্দকোষ	আহমদ শরীফ	বাংলা একাডেমি সংক্ষিপ্ত বাংলা অভিধান
ডক্টর মুহম্মদ এনামুল হক	বাংলা একাডেমি ব্যবহারিক বাংলা অভিধান	ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্	বাংলা একাডেমি বাংলাদেশের আঞ্চলিক ভাষার অভিধান
উইলিয়াম কেরী	বাংলা ভাষার অভিধান (১৮১৫ খ্রি.)	জিল্লুর রহমান সিদ্দিকী	Bangla Academy English-Bangla Dictionary
হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়	বঙ্গীয় শব্দকোষ	জামিল চৌধুরী	বাংলা একাডেমি বাংলা বানান-অভিধান
মুহাম্মদ হাবিবুর রহমান	যথাশব্দ(১৯৭৪: প্রথম বাংলা থিসরাস বা সমার্থক শব্দ অভিধান)	আবু ইসহাক	বাংলা একাডেমি সমকালীন বাংলা ভাষার অভিধান
অশোক মুখোপাধ্যায়	সমার্থশব্দকোষ(১৯৮৭)	মনজুরুর রহমান	বাংলা একাডেমি ঐতিহাসিক অভিধান

অভিধানের ব্যবহার বিধি বা নির্দেশিকা

অভিধান ব্যবহারের নির্দেশিকা : অভিধানের ব্যবহার বিধি নিম্নে উল্লেখ করা হলো :

০১. **প্রস্তুতি** : অভিধান গ্রন্থ উন্মোচনের পূর্বে বর্ণানুক্রম জানতে হবে।
০২. **পাঠ সংকেত** : অভিধানের শুরুতে দেওয়া পাঠ সংকেত অনুসরণ করতে হবে।
০৩. **শীর্ষ শব্দ** : যে শব্দের অর্থ বা পরিচয় দেওয়া থাকে, সেগুলো 'বোল্ড' টাইপে মুদ্রণ থাকে। এগুলোকে শীর্ষ শব্দ বা Head Word।
০৪. **ভুক্তি** : একটি শীর্ষ শব্দের ব্যাখ্যা, অর্থ এবং ব্যবহার যেভাবে বিধৃত থাকে, তাকে বলা হয় ভুক্তি।
০৫. **শব্দ প্রয়োগ** : অভিধানে শব্দের অর্থ ছাড়াও শব্দের শ্রেণি ও উৎস উল্লেখ থাকে। অভিধান ব্যবহারের সময় এ প্রয়োগ জানতে হবে।
০৬. **শব্দের পদনাম** : যথার্থ অর্থবোধ ও সুষ্ঠু প্রয়োগের জন্য অধিকাংশ শব্দ বা শব্দসমষ্টির পদনাম উল্লেখ থাকে।
০৭. **শব্দের উৎপত্তি** : অভিধানে শব্দের ব্যুৎপত্তি দেওয়া থাকে।
০৮. **বিশিষ্টার্থক শব্দ প্রয়োগ** : বিশিষ্টার্থক শব্দ ব্যবহারের নিয়ম জানতে হবে।
০৯. **সমোচ্চারিত শব্দ** : সমোচ্চারিত শব্দের বানান ও অর্থের পার্থক্য সম্পর্কে জানতে হবে।
১০. **সংকেত, প্রতীক ও সংক্ষেপ** : অভিধানে ব্যবহৃত বিভিন্ন সংকেত, প্রতীক ও সংক্ষেপণ সম্পর্কে অভিজ্ঞতা থাকতে হবে।
১১. **সংযুক্ত ব্যঞ্জনবর্ণ** : সংযুক্ত ব্যঞ্জন ধ্বনির প্রকৃতি, ব্যবহার এবং ক্রম সম্পর্কে জ্ঞান থাকতে হবে।
১২. **উচ্চারণ** : উচ্চারণ সম্পর্কে পূর্ব ধারণা থাকা বাঞ্ছনীয়।
১৩. **'ক্ষ' বর্ণ** : 'ক্ষ' বর্ণ সব সময় 'খ' বর্ণের পূর্বে সজ্জিত থাকে। সুতরাং 'ক্ষ' কে খুঁজতে হবে 'খ' বর্ণের আগে।
১৪. **ং, ঃ এবং ঁ** : এ বর্ণগুলো স্বরবর্ণের সবচেয়ে শেষে বসে। 'ক' বর্ণের পূর্বেই এদের সন্ধান করতে হবে।
১৫. **'র' বর্ণ** : 'র' বর্ণের সঙ্গে সমস্ত স্বরচিহ্ন (আ-কার, উ-কার) যুক্ত হওয়ার পর রেফ 'র্' আসে এবং এরপর আসে 'ল' বর্ণ।

সতর্কতা : বাংলা অভিধান যথাযথ ব্যবহারের ক্ষেত্রে উপরের নিয়ম পালন করতে হবে।

বাংলা অভিধানের বর্ণানুক্রম

সাধারণ বর্ণানুক্রম :
অ আ ই ঈ উ ঊ ঋ এ ঐ ও ঔ।
ক খ গ ঘ ঙ চ ছ জ ঝ ঞ ট ঠ ড ঢ ণ ত থ দ ধ ন প ফ ব ভ ম য র ল শ ষ স হ ড় ঢ় য় ৎ ং ঃ ঁ।

অভিধানে ব্যবহৃত বর্ণানুক্রম :
অ আ ই ঈ উ ঊ ঋ এ ঐ ও ঔ ং ঃ ঁ।
ক খ গ ঘ ঙ চ ছ জ ঝ ঞ ট ঠ ড ড় ঢ ঢ় ণ ত (ৎ) থ দ ধ ন প ফ ব ভ ম য য় র ল শ ষ স হ।

➤ **জ্ঞাতব্য** : যেহেতু, ক্ষ = ক্ + ষ। অতএব, 'ক্ষ' এর অবস্থান ক-বর্ণের শেষে।

যুক্তাক্ষরের বর্ণানুক্রম :
ক্ক ক্ট ক্ত ক্ষ ক্র গ্ণ গ্ধ ঙ্ক ঙ্ক্ষ ঙ্খ ঙ্গ ঙ্ঘ ঙ্ম চ্চ চ্ছ চ্ছ্র জ্জ জ্ঝ জ্ঞ ঞ্চ ঞ্ছ ঞ্জ ঞ্ঝ ট্ট ড্ড ড্গ ণ্ট ণ্ঠ ণ্ড ণ্ঢ ণ্ণ ণ্ম ত্ত ত্থ দ্গ দ্ঘ দ্দ দ্ধ দ্ভ ধ্ব ন্ট ন্ঠ ন্ড ন্ঢ ন্ত ন্থ ন্দ ন্ধ ন্ন ন্ম প্ট প্ত প্প প্স ব্জ ব্দ ব্ধ ব্ব ব্ভ ম্প ম্ফ ম্ব ম্ভ ম্ম ল্ক ল্গ ল্ট ল্ড ল্প ল্ম ল্ল শ্চ শ্ছ ষ্ক ষ্ট ষ্ঠ ষ্ণ ষ্প ষ্ফ ষ্ম স্ক স্খ স্ট স্ত স্থ স্প স্ফ হ্ণ হ্ন হ্ম ।

কার চিহ্ন : া ি ু ূ ৃ ে ৈ ো ৌ।

ফলা চিহ্ন : ন-ফলা (ন), ম-ফলা (ম), ব-ফলা (ব), য-ফলা (্য), র-ফলা (্র), ল-ফলা (ল) ।

CamScanner

বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের বিগত বছরের MCQ প্রশ্নোত্তর

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

০১. আভিধানিক ক্রমে সাজানো শব্দগুচ্ছ– [কলা, আইন ও সামাজিক : ২৩-২৪]
(ক) একতা, একাত্তর, একুশ (খ) কবি, কাব্য, কবিতা
(গ) ফুল, ফল, ফলন (ঘ) মঞ্চ, মাল্যঞ্চ, মঞ্জুর
উ: (ক)

০২. অভিধানে 'ক্ষ' বর্ণ কোথায় থাকে? [ক ১৬-১৭]
(ক) খ-বর্ণের সঙ্গে (খ) হ-বর্ণের পরে
(গ) ষ-বর্ণের পরে (ঘ) ক-বর্ণের সঙ্গে
উ: (ঘ)

জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়

০১. বাংলা আঞ্চলিক অভিধানের প্রণেতা– [ক ১২-১৩]
(ক) হরপ্রসাদ শাস্ত্রী (খ) মুহম্মদ আবদুল হাই
(গ) সুকুমার সেন (ঘ) ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ
উ: (ঘ)

০২. 'লেক্সিকোগ্রাফি' কোন বিষয় নিয়ে আলোচনা করে? [ক-১৩-১৪]
(ক) ধ্বনিতত্ত্ব (খ) শব্দতত্ত্ব (গ) অভিধানতত্ত্ব (ঘ) অর্থতত্ত্ব
উ: (গ)

জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়

০১. প্রতিবর্ণীকরণের ক্ষেত্রে ' ँ ' (চন্দ্রবিন্দু)-এর ইংরেজি বর্ণরূপ কোনটি? [B : ২৩-২৪]
(ক) G-গ (খ) N (গ) W-ব ফলা (ঘ) H-হ
উ: (খ)

০২. অভিধান অনুযায়ী যুক্তাক্ষরের বর্ণানুক্রম সাজাও– [B ১৯-২০]
(ক) হ্ন, ক্ষ, ক্ষ্ণ, ক্ষ্ম (খ) ক্ষ্ণ, ক্ষ্ম, হ্ন, ক্ষ
(গ) ক্ষ, হ্ন, ক্ষ্ণ, ক্ষ্ম (ঘ) হ্ন, ক্ষ্ম, ক্ষ, ক্ষ্ণ

Note: শুদ্ধ বর্ণানুক্রম হবে : ক্ষ, ক্ষ্ণ, ক্ষ্ম, হ্ন।

০৩. অভিধান অনুযায়ী যুক্তাক্ষরের বর্ণানুক্রম সাজাও- [B ১৯-২০]
(ক) ত্র, ক্ব, ক্ষ, ক্ত (খ) ক্ত, ক্ব, ক্ষ, ত্র
(গ) ক্ষ, ক্ব, ক্ত, ত্র (ঘ) ক্ত, ক্ষ, ত্র, ক্ব
উ: (ঘ)

০৪. অভিধান অনুযায়ী যুক্তাক্ষরের বর্ণানুক্রম সাজাও– [B ১৯-২০]
(ক) হ্ক, ল্ম, হ্ব, ল্প (খ) ল্প, হ্ক, হ্ব, ল্ম
(গ) হ্ক, হ্ব, ল্ম, ল্প (ঘ) হ্ব, ল্ম, ল্প, হ্ক
উ: (গ)

০৫. অভিধান অনুযায়ী যুক্তাক্ষরের বর্ণানুক্রম সাজাও– [B ১৯-২০]
(ক) ষ্ট, ক্স, ব্দ, ঙ্ক (খ) ক্স, ব্দ, ঙ্ক, ষ্ট
(গ) ব্দ, ঙ্ক, ষ্ট, ক্স (ঘ) ব্দ, ক্স, ঙ্ক, ষ্ট
উ: (ক)

০৬. অভিধান অনুযায়ী যুক্তাক্ষরের বর্ণানুক্রম সাজাও- [B ১৯-২০]
(ক) ন্স, ষ্ঠ, ম্প, ষঃ (খ) ষ্ঠ, ম্প, ন্স, ষঃ
(গ) ন্স, ম্প, ষ্ঠ, ষঃ (ঘ) ন্স, ষ্ঠ, ষঃ, ম্প
উ: (খ)

০৭. অভিধান অনুযায়ী যুক্তাক্ষরের বর্ণানুক্রম সাজাও– [B ১৯-২০]
(ক) ন্ত, ণ্ম, গ্ন, ন্ত্ব (খ) ন্ত, গ্ন, ণ্ম, ন্ত্ব
(গ) ন্ত্ব, ন্ত, ণ্ম, গ্ন (ঘ) ণ্ম, ন্ত, গ্ন, ন্ত্ব

Note: শুদ্ধ বর্ণানুক্রম হবে : গ্ন, ন্ত, ন্ত্ব, ন্ম।

০৮. কোন শব্দগুচ্ছ অভিধানের ক্রম অনুযায়ী সজ্জিত? [C ১৯-২০]
(ক) ইতস্তত, ইঙ্গিত, ইস্তফা, ইন্দ্রিয় (খ) আগ্নেয়, আঞ্চলিক, আড়ম্বর, আজ্ঞাবহ
(গ) অকিঞ্চন, অকৃত, অক্রম, অগ্নি (ঘ) উপান্ত, উন্মত্ত, উষ্ণ, উল্লাস
উ: (গ)

০৯. কোন শব্দগুচ্ছ অভিধানের ক্রম অনুযায়ী সজ্জিত? [C ১৯-২০]
(ক) ঝঞ্ঝা, ঝক্কি, ঝর্ঝর, ঝম্প (খ) গন্ধ, গণ্ড, গল্প, গম্ভীর
(গ) চণ্ডাল, চক্ষু, চম্পক, চন্দ্র (ঘ) কুণ্ডল, কুম্ভকর্ণ, কুষ্ঠি, কুষ্মঃ
উ: (খ)

১০. কোন শব্দগুচ্ছ অভিধানের ক্রম অনুযায়ী সজ্জিত? [C ১৯-২০]
(ক) তক্ত, তক্ষক, তজ্জাত, তণ্ডক (খ) দণ্ড, দগ্ধ, দগু, দস্যি, দর্শক
(গ) নবনী, নন্দিনী, নষ্ট, নম্র (ঘ) পঞ্জিকা, পঞ্চান্ন, পদ্ম, পণ্ডিত
উ: (ক)

১১. কোন শব্দগুচ্ছ অভিধানের ক্রম অনুযায়ী সজ্জিত? [C ১৯-২০]
(ক) বঙ্কিম, বক্তা, বত্রিশ, বজ্জাত (খ) পর্বত, পর্যাপ্ত, পল্লব, পশ্চিম
(গ) মুখ্য, মুক্তা, মুদ্রণ, মুর্ধা (ঘ) লজ্জা, লক্ষণ, লস্কর, লম্পট
উ: (খ)

১২. কোন শব্দগুচ্ছ অভিধানের ক্রম অনুযায়ী সজ্জিত? [C ১৯-২০]
(ক) নক্ত, নবল্ল, নন্দন, নক্ষত্র (খ) চোদ্দ, চৈত্র, চোলাই, চোয়াড়
(গ) ছাপ, ছাদ, ছারপোকা, ছায়া (ঘ) ঘুঙুর, ঘুড়ি, ঘুর্ঘুর, ঘূর্ণাবর্ত
উ: (খ)

১৩. কোন শব্দগুচ্ছ অভিধানের ক্রম অনুযায়ী সজ্জিত? [C ১৯-২০]
(ক) শুক্তি, শুক, শূন্য, শুভ্র (খ) মত, মন্তর, মন্ত্র, মন্বন্তর
(গ) সক্ষম, সঞ্চার, সম্রাট, সম্মান (ঘ) সাত্ত্বিক, সাঁতার, সাত্ত্বিক, সাতো
উ: (খ)

১৪. কোন শব্দগুচ্ছ অভিধানের ক্রম অনুযায়ী সজ্জিত? [C ১৯-২০]
(ক) পাক্ষি, পার্বণ, পাষণ্ড, পাশ্চাত্য (খ) নিশ্বাস, নিশ্চল, নিষ্ক, নিষ্ফল
(গ) দুর্বচন, দুর্বৃত্ত, দুর্মুখ, দুর্যোগ (ঘ) বর্জন, বন্ধন, বকুল, বর্ণন
উ: (গ)

১৫. 'শব্দকল্পদ্রুম' কী? [F ১৮-১৯]
(ক) কাব্যগ্রন্থ (খ) অভিধান
(গ) আত্মজীবনী (ঘ) উপাখ্যান
উ: (খ)

১৬. নিচের কোন শব্দগুচ্ছ অভিধান ক্রমানুযায়ী বিন্যস্ত? [I ১৭-১৮]
(ক) শকুন্তলা, শনৈশ্চর, শম্বু, শশ্বৎ (খ) শম্বু, শকুন্তলা, শনৈশ্চর, শশ্বৎ
(গ) শকুন্তলা, শম্বু, শনৈশ্চর, শশ্বৎ (ঘ) শম্বু, শনৈশ্চর, শকুন্তলা, শশ্বৎ
উ: (ক)

১৭. অভিধানে নিচের কোন শব্দটি আগে আসবে? [C-4 (১২-১৩)]
(ক) অখিল (খ) অগণ্য
(গ) অখ্যাত (ঘ) অখাদ্য
উ: (গ)

১৮. অভিধানে বর্ণানুক্রম অনুযায়ী কোন শব্দগুচ্ছ ঠিকভাবে বিন্যস্ত? [C-7 ১২-১৩]
(ক) স্তোত্র, স্থপতি, স্থাবর, স্থৈর্য (খ) স্থপতি, স্তোত্র, স্থাবর, স্থৈর্য
(গ) স্তোত্র, স্থাবর, স্থৈর্য, স্থপতি (ঘ) স্থপতি, স্তোত্র, স্থৈর্য, স্থাবর
উ: (ক)

১৯. অভিধানের বর্ণানুক্রম অনুযায়ী কোন শব্দগুচ্ছ ঠিকভাবে বিন্যস্ত? [C-৭ ১২-১৩]
(ক) প্রদত্ত, প্রদীপ, প্রদ্যোত, প্রদোষ (খ) প্রদোষ, প্রদীপ, প্রদ্যোত, প্রদত্ত
(গ) প্রদত্ত, প্রদীপ, প্রদোষ, প্রদ্যোত (ঘ) প্রদোষ, প্রদীপ, প্রদ্যোত, প্রদত্ত
উ: (গ)

২০. বাংলা একাডেমির অভিধান অনুযায়ী কোন বর্ণানুক্রমটি ঠিক? [F ১২-১৩]
(ক) ঘুঁটা, ঘুঁটনি, ঘুঘু, ঘুঙ্গুর (খ) ঘুঘু, ঘুঁটা, ঘুঁটনি, ঘুঙ্গুর
(গ) ঘুঁটনি, ঘুঁটা, ঘুঘু, ঘুঙ্গুর (ঘ) ঘুঙ্গুর, ঘুঁটা, ঘুঁটনি, ঘুঘু
উ: (গ)

২১. বাংলা অভিধানের বর্ণানুক্রম অনুযায়ী কোন শব্দগুচ্ছ ঠিকভাবে বিন্যস্ত? [C ১৪-১৫]
(ক) অতনু, অতুৎ, অত্যাজ্য, অপর্ণা (খ) অতুৎ, অতনু, অত্যাজ্য, অপর্ণা
(গ) অতুৎ, অতনু, অপর্ণা, অত্যাজ্য (ঘ) অপর্ণা, অতনু, অত্যাজ্য, অতুৎ
উ: (খ)

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়

০১. 'অভিধান' এর শাব্দিক অর্থ কী? [C ১৭-১৮]
(ক) ব্যাকরণ (খ) শব্দার্থ
(গ) শব্দকোষ (ঘ) বানানরীতি
উ: (গ)

০২. বাংলা অভিধানে নিচের কোন শব্দটি আগে আসবে? [০৮-০৯)]
(ক) প্রকৃতি (খ) পৃথিবী (গ) প্রকাশ (ঘ) পৈতৃক
উ: (খ)

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়

০১. বাংলা ভাষার প্রথম অভিধান সংকলন কে করেন? [D1 : ২৩-২৪]
(ক) রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশ (খ) হরিচরণ দে
(গ) রাজশেখর বসু (ঘ) অশোক মুখোপাধ্যায়
উ: (ক)

০২. হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় একজন বিখ্যাত ——। [চবি A ১৬-১৭]
(ক) ছোটগল্পকার (খ) ঔপন্যাসিক (গ) প্রাবন্ধিক
(ঘ) কবি (ঙ) অভিধান প্রণেতা
উ: (ঙ)

জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলাম বিশ্ববিদ্যালয়

০১. অভিধানে কোন শব্দটি আগে বসে? [C ১৮-১৯]
(ক) চাকা (খ) চাচা (গ) চালা (ঘ) চাবি
উ: (ক)

ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়

০১. অভিধানের বর্ণানুক্রমে কোনটি আগে থাকে? [B ১৮-১৯]
(ক) য (খ) ঃ (গ) ঁ (ঘ) স
উ: (খ)

বাংলাদেশ মেরিন একাডেমি

০১. আঞ্চলিক ভাষার অভিধান সম্পাদনা করেছেন কে? [মেরিন : ২৩-২৪]
(ক) শিবপ্রসন্ন লাহিড়ী (খ) বলাইচাঁদ মুখোপাধ্যায়
(গ) মুহম্মদ এনামুল হক (ঘ) ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্
উ: (ঘ)

CamScanner

SELF TEST MCQ

০১. প্রথম বাংলা 'ডিসনারি' বা 'সমার্থক শব্দ অভিধান' সংকলন করেন-
ক) অশোক মুখোপাধ্যায় খ) জগন্নাথ চক্রবর্তী
গ) মুহম্মদ হাবিবুর রহমান ঘ) মুহম্মদ শহীদুল্লাহ

০২. 'বাংলা একাডেমি সংক্ষিপ্ত বাংলা অভিধান' এর সম্পাদক কে?
ক) মুহম্মদ আবদুল হাই খ) মুহম্মদ শহীদুল্লাহ
গ) মুহম্মদ এনামুল হক ঘ) আহমদ শরীফ

০৩. বাংলা একাডেমির 'বিবর্তনমূলক বাংলা অভিধান' সম্পাদনা কে করেন?
ক) গোলাম মুরশিদ খ) মুহম্মদ এনামুল হক
গ) মুহম্মদ মনসুরউদ্দীন ঘ) মুহম্মদ আবদুল হাই

০৪. অভিধানে ব্যবহৃত সংকেত অনুযায়ী '√' সংকেতটি কোন অর্থ প্রকাশ করে?
ক) ধাতু খ) সমান
গ) শব্দান্তর ঘ) উৎস

০৫. অভিধানে কোন শব্দটি আগে গণনা করা হয়?
ক) পুনা খ) পুলক
গ) পোনা ঘ) পোকা

০৬. অভিধানে সাধারণ বর্ণানুক্রমে কোন বর্ণগুলো আগে আসবে?
ক) অ, আ, ই, ঈ খ) ক, খ, গ, ঘ, ঙ
গ) আ, অ, ঈ, ই ঘ) খ, ক, ঘ, ঙ

০৭. 'চলন্তিকা' বাংলা অভিধানটির প্রণেতা কে?
ক) সুবলচন্দ্র মিত্র খ) মুহম্মদ এনামুল হক
গ) রাজশেখর বসু ঘ) শৈলেন্দ্র বিশ্বাস

০৮. অভিধান অনুযায়ী যুক্তাক্ষরের বর্ণানুক্রম সাজাও-
ক) ক্ত, ক্র, ক্ষ, ক্স খ) ক্ত, ক্র, ক্স, ক্ষ
গ) ক্ত, ক্ষ, ক্র, ক্স ঘ) ক্ত, ক্স, ক্র, ক্ষ

০৯. অভিধান অনুযায়ী যুক্তাক্ষরের বর্ণানুক্রম সাজাও-
ক) ষ্ক, ষ্ট, ষ্ঠ, ষ্প খ) ষ্ক, ষ্প, ষ্ঠ, ষ্ট
গ) ষ্ক, ষ্প, ষ্ট, ষ্ঠ ঘ) ষ্ক, ষ্ঠ, ষ্ট, ষ্প

১০. অভিধান অনুযায়ী যুক্তাক্ষরের বর্ণানুক্রম সাজাও-
ক) নষ্ট, নম্বর, নন্দ, নক্ত খ) লজ্জা, লক্ষণ, লস্কর, লম্পট
গ) চিহ্ন, চিন্তা, চিত্ত, চিত্র ঘ) কাণ্ড, কান্ত, কান্দ, কান্না

১১. কোন শব্দগুচ্ছ অভিধানের ক্রম অনুযায়ী সজ্জিত?
ক) শিষ্ট, শিষ্য, শিষ্ঠ, শিল্প খ) মন্ত্র, মন্দ্র, মন্দ, মন্থ
গ) বাড়ি, বাক্স, বাজনা, বাটি ঘ) সক্ত, সঙ্গ, সঙ্ঘা, সত্তা

১২. অভিধান অনুযায়ী কোন শব্দটি আগে আসবে?
ক) কম খ) জলদ
গ) প্রতিভ ঘ) যথেষ্ট

১৩. অভিধান প্রণয়নের মাধ্যমে ভাষার স্থির শুদ্ধ মানরূপ শনাক্তির প্রথম উদ্যোগ নেয় কোন দেশ?
ক) গ্রিক খ) আমেরিকা
গ) ইতালি ঘ) পর্তুগিজ

১৪. অভিধানতত্ত্বের দিক থেকে নতুন আধুনিক ধারার প্রবর্তক হিসেবে কোন ডিকশনারিকে (অভিধান) বিবেচনা করা হয়?
ক) অক্সফোর্ড ইংলিশ ডিকশনারি
খ) ফরাসি আকাডেমি
গ) এ ভোকাবুলারি
ঘ) ভোকাবোলারিও দেইলি আকাদেমিচি দেল্লা ক্রুস্কা

১৫. অভিধানে নিচের কোন শব্দটি আগে আসবে?
ক) বকম খ) বকযন্ত্র
গ) বকবক ঘ) বকশী

১৬. অভিধানে বর্ণানুক্রম অনুযায়ী কোন শব্দগুচ্ছ ঠিকভাবে বিন্যস্ত?
ক) কাক, কাকে, কাননী, কাহেরী খ) কাচ, কিঙ্কর, কিম্ভূত, কিছি
গ) কাক, কাহেরী, কাকে, কহ ঘ) কাহন, কীচক, কিরাট, কাহেরী

১৭. অভিধান অনুসারে নিচের কোন যুক্তবর্ণগুলো ঠিক আছে?
ক) ঙ্ক, ঙ্গ, ঞ্চ, ক্ষ, ঞ্জ খ) ক্ষ, ক্ষ, ঞ্চ, ঞ্জ, কত্ত
গ) ঙ্ক, ঙ্গ, ক্ষ, ঞ্চ, ঙ্গ ঘ) ক্ষ, ঙ্ক, ঞ্চ, ঙ্গ, ঞ্জ

১৮. অভিধান অনুসারে নিচের ফলা চিহ্নের ধারাবাহিক বিন্যাস কোনটি?
ক) [illegible] খ) [illegible]
গ) [illegible] ঘ) [illegible]

১৯. মানোএল দা আসসুম্পসাঁউ-এর অভিধানে কোন অঞ্চলের মানুষের ব্যবহৃত শব্দাবলি স্থান পায়?
ক) ঢাকার ভাওয়াল খ) ভারতের কলকাতা
গ) পশ্চিমবঙ্গের নদীয়া ঘ) পর্তুগালের লিসবন

২০. নিচের কোনটি 'অভিধান' শব্দটির গঠন বিশ্লেষণ?
ক) অভি + √ধা + ইন (ল্যুট) খ) আভি + √ধা + ইন (ল্যুট)
গ) অভি + √ধা + অন (ল্যুট) ঘ) আভি + √ধা + অন (ল্যুট)

২১. সর্বপ্রথম বাংলায় প্রণীত অভিধানের নাম কী?
ক) বঙ্গভাষা খ) বঙ্গভাষাভিধান
গ) বঙ্গ লিপি ঘ) বঙ্গভাষার্থ

২২. অভিধানে যে শব্দটির অর্থ নির্দেশ করা হয় তাকে কী বলে?
ক) ভুক্তি খ) নির্দেশিকা
গ) পরপদ ঘ) শীর্ষশব্দ

২৩. বাংলায় সর্বপ্রথম অভিধান রচয়িতা কে?
ক) জ্ঞানেন্দ্রমোহন দাস খ) রাজশেখর বসু
গ) উইলিয়াম কেরি ঘ) রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশ

২৪. বাংলা ভাষাতত্ত্বের প্রথম অভিধান সংকলক কে?
ক) মানোএল দা আসসুম্পসাঁউ খ) হেনরি পিট্স্ ফরস্টার
গ) ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ঘ) রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশ

২৫. এক বর্ণের অবিরতিতে আরেক বর্ণের সাজানোকে কী বলে?
ক) শীর্ষশব্দ খ) অভিধান
গ) বর্ণানুক্রম ঘ) ভুক্তি

২৬. যুক্তাক্ষরের ঠিক বর্ণানুক্রম কোনটি?
ক) হ্ন হ্ম হ্ব খ) ঙ্ক ক্ক ক্ষ
গ) ক্ক ল্ল ক্ষ ঘ) ক্ষ ক্ক ক্ম

২৭. অভিধানে শীর্ষশব্দের অর্থ, ব্যাখ্যা ও ব্যবহার যেভাবে দেওয়া থাকে তাকে কী বলে?
ক) ভুক্তি খ) শীর্ষশব্দ
গ) পদ পরিচয় ঘ) প্রয়োগ বাক্য

২৮. অভিধানে শব্দের উচ্চারণ থাকে–
ক) শীর্ষশব্দের আগে খ) শীর্ষশব্দের পরে
গ) উৎস-ভাষার পরে ঘ) প্রয়োগ বাক্যের পরে

২৯. বাংলা একাডেমির 'বাঙলা উচ্চারণ অভিধান' সম্পাদনা কে করেন?
ক) মুহম্মদ এনামুল হক খ) নরেন বিশ্বাস
গ) আহমদ শরীফ ঘ) অশোক বিশ্বাস

৩০. বাংলা একাডেমির 'ব্যবহারিক বাংলা অভিধান' এর প্রধান সম্পাদক কে?
ক) শিবপ্রসন্ন লাহিড়ী খ) ডক্টর মুহম্মদ এনামুল হক
গ) স্বরোচিষ সরকার ঘ) ড. আনিসুজ্জামান

OMR

০১.ক খ গ ঘ	০২.ক খ গ ঘ	০৩.ক খ গ ঘ	০৪.ক খ গ ঘ	০৫.ক খ গ ঘ
০৬.ক খ গ ঘ	০৭.ক খ গ ঘ	০৮.ক খ গ ঘ	০৯.ক খ গ ঘ	১০.ক খ গ ঘ
১১.ক খ গ ঘ	১২.ক খ গ ঘ	১৩.ক খ গ ঘ	১৪.ক খ গ ঘ	১৫.ক খ গ ঘ
১৬.ক খ গ ঘ	১৭.ক খ গ ঘ	১৮.ক খ গ ঘ	১৯.ক খ গ ঘ	২০.ক খ গ ঘ
২১.ক খ গ ঘ	২২.ক খ গ ঘ	২৩.ক খ গ ঘ	২৪.ক খ গ ঘ	২৫.ক খ গ ঘ
২৬.ক খ গ ঘ	২৭.ক খ গ ঘ	২৮.ক খ গ ঘ	২৯.ক খ গ ঘ	৩০.ক খ গ ঘ

Answer

৩০.খ	২৯.খ	২৮.খ	২৭.ক	২৬.খ	২৫.গ	২৪.ক	২৩.ঘ	২২.ঘ	২১.খ
২০.গ	১৯.ক	১৮.খ	১৭.ক	১৬.খ	১৫.ক	১৪.ক	১৩.গ	১২.ক	১১.গ
১০.ঘ	০৯.গ	০৮.ক	০৭.গ	০৬.ক	০৫.ক	০৪.ক	০৩.ক	০২.ঘ	০১.গ

CamScanner

অধ্যায় ৪০

গুরুত্বপূর্ণ শব্দার্থ
Important Semantics

গুরুত্বপূর্ণ শব্দার্থের উদাহরণ

শব্দ	অর্থ	শব্দ	অর্থ
অম্বু	পানি	অর্ণব	সমুদ্র
অর্কিড	পরগাছা	অবিদিত	জানা নেই এমন;অজানা
অনুবর্তন	অনুসরণ;অনুগমন	অকুস্থল	ঘটনাস্থল
[illegible]	মনে অনেক ভাব জাগে	অবধান	শোনা
অংশুমালী	সূর্য	অনিরুদ্ধ	উন্মুক্ত
অঙ্গরাগাদি	প্রসাধনসামগ্রী	অধিকারী	যাত্রাদলের মালিক/পরিচালক
[illegible]	পৃথিবী	অক্ত	মিশ্রিত
অনাবিল	নির্মল	অদ্রি	পর্বত
অপর্ণা	দুর্গা	অনীক	সৈন্যদল
অলি	ভ্রমর	অবগুণ্ঠন	ঘোমটা
অলিন্দ	চাতাল;বারান্দা	অমোঘ	অব্যর্থ;সার্থক;অবশ্যম্ভাবী
অলৌকিক	অসাধারণ	অশনি	বজ্র
অনন্বয়	অসংলগ্ন	অজিন	পশুচর্ম
অম্বুদ	মেঘ	অনবদ্য	নির্দোষ
[illegible]	প্রভু	অপ	পানি
অচল	পর্বত	অভ্র	মেঘ
অটবি	বৃক্ষ	অখিল	সমগ্র
অকর	শুল্কের অযোগ্য	অসু	প্রাণ
অধর	ঠোঁট	অশন	ভোজন
অগুরু	চন্দন/শিশুগাছ	অজবীথি	ছায়াপথ
অলক	চুল	অনত	গর্বিত
অরাতি	শত্রু	অনূপ	বিল
[illegible]	খাঁটি	অয়ন	পথ
অনঙ্গ	মদন	অসূয়া	হিংসা
অনুবন্ধ	আরম্ভ	অহী	বাণী
অচিকীর্ষু	কিছু করতে অনিচ্ছুক	অকল্মষ	নিষ্পাপ
অহি	সাপ	অশ্ম	প্রস্তর
অম্বুজ	চন্দ্র/পদ্ম	অভী	নির্ভীক
অদ্রীশ	হিমালয়	অধিকর্মা	তত্ত্বাবধায়ক
অলিক	কপাল	অনর্ঘ	অমূল্য
অনৃত	অসত্য	অনীল	নীল নয় এমন
অবেক্ষা	পর্যালোচনা	অনিল	বাতাস
অপবাদ	নিন্দা	অনিশ	অবিরত
অভিগ্রহ	আক্রমণ	অনীশ	ঈশ্বরহীন
অয়োময়	লৌহকঠিন	অনুক্রোশ	দয়া
অক্ষৌহিণী	দশ অনীকিনী	অনুজ্ঞাত	আদিষ্ট
অনুদিত	উদিত হয়নি এমন	আত্মঘোষ	কাক
আঁচর	অঞ্চল, আঁচল	আতান্তর	বিপদ
আওরত	নারী	আবাহন	নিমন্ত্রণ
আলান	খুঁটি, হাতি বাঁধার থাম	আসার	প্রবল বর্ষণ
আসত্তি	নৈকট্য	আড়ং	হাট, গঞ্জ, মেলা
আতপ	রৌদ্র	আবরণ	আস্তরণ
আভরণ	অলংকার	আত্মশ্লাঘা	আত্মপ্রশংসা
আমানি	পান্তাভাতের পানি	আত্মাভিমানী	অহংকারী
আরোহণ	ওঠা	আত্মম্ভরিতা	অহংকার;দম্ভ
আদাওত	শত্রুতা;বিদ্বেষ	আস্পর্ধা	দর্প;দুঃসাহস
আহাজারি	হাহাকার	আনাড়ি	অনিপুণ
[illegible]	রেখা	ইরম্মদ	মেঘ/বজ্র/হাতি
ইন্দীবর	পদ্ম	ইরা	পৃথিবী

শব্দ	অর্থ	শব্দ	অর্থ
ইলা	পৃথিবী	ইমন	মিশ্ররাগিনী
ইন্দু	চাঁদ	উচ্ছ্বসিত	প্রকাশিত
উদীচী	উত্তর দিক	উপচয়	বৃদ্ধি
উদক	জল	উষ্ণীষ	পাগড়ি
উদগীথ	বেদমন্ত্র:বৈদিক স্তোত্রগান	উপদ্রব	অহেতুক উৎপাত
উৎপল	পদ্ম	উপল	শিলা
উপাধি	খেতাব	উদক্	উত্তর দিক
উপজিত	উপস্থিত হয়। উৎপন্ন	উল্লঙ্ঘন	পার হওয়া:লঙ্ঘন করা
উৎকর্ণ	কান খাড়া করে আছে এমন	উন্মনা	ব্যাকুল
উর্ণনাভ	মাকড়সা	উর্মি	তরঙ্গ
এন্তেমাল	প্রয়োগ	এণ	হরিণ
এলিয়ে	শিথিল হয়ে	এয়োগণ	সধবা নারী
ঐরাবত	হাতি	ওঙ্কার	প্রণব
ঋতি	গমন	ঋত	সত্য
করারে	প্রতিজ্ঞায়	কূপমণ্ডূক	কুয়োর ব্যাঙ। অল্পজ্ঞ
কলম্ব	বাণ, তীর	কান্তার	অরণ্য
কপটবাচী	মিথ্যা কথা বলে যে	ক্যানভাস	মজবুত মোটা কাপড়
কাঁচুলি	বক্ষবস্ত্র	কেতন	পতাকা
কুঞ্জর	হাতি	কল্লোলিনী	স্রোতস্বিনী
কুরঙ্গ	হরিণ	কনক	স্বর্ণ
কুহু	অমাবস্যা	কপোল	গাল
কন্দর	পর্বতের গুহা	কস্মিনকালে	কোনো সময়ে
কৃশর	খিচুড়ি	কবরী	খোপা
কৃষ্ণবর্ত্মা	অগ্নি	কটক	সৈন্য
কৃষীবল	কৃষক	কুজ	মঙ্গলগ্রহ
কোক	চক্রবাক	কাঞ্চন	স্বর্ণ
কবন্ধ	মুণ্ডহীন ধড়	করীষ	ঘুঁটে
কঞ্জ	পদ্মফুল	কর্বূর	দানব
কণ্ডূয়ন	চুলকানি	কদর্য	কুৎসিত
কদুষ্ণ	ঈষদুষ্ণ	কুলিশ	অশনি, বজ্র
কফণি	কনুই	কান্তার	অরণ্য
কলঘোষ	কোকিল	কলন	গ্রহণ
কলাভৃৎ	চন্দ্র	কলম্ব	বাণ
কারণিক	পরীক্ষক	কনয়া	সোনা
কাকোদর	সর্প	কাঁতি	কান্তি
কোটাল	ভরা জোয়ার	কিংশুক	পলাশ ফুল বা বৃক্ষ
কৃশানু	অগ্নি	কৌমুদী	জ্যোৎস্না
কুর্দন	আনন্দে লাফালাফি করা	কৈফিয়ত	জবাবদিহি
ক্ষৌণীশ	রাজা	ক্ষোণি	পৃথিবী
ক্ষণপ্রভা	বিজলি	ক্ষিতিভৃৎ	পাহাড়
ক্ষণদা	রাত্রি	ক্ষেম	কল্যাণ
ক্ষপা	রাত্রি	খাঁই	আকাঙ্ক্ষা;উচ্চাভিলাষ
খঞ্জর	চাকু, ছুরি	খতরনাক	বিপজ্জনক;মারাত্মক
খন্দ	ফসল, শস্য; ফসলের মৌসুম	খাম	খুঁটি
খাদি	ভক্ষক	খতর	ভয়
খোঁড়ল	গর্ত।গহ্বর	খরতর	প্রচণ্ড
খগ	পাখি	খড়গ	কৃপাণ
গাভুর	যুবক	গতিসত্তম	ঈশ্বর
গ্রন্থী	গ্রন্থপাঠক	গুবাক	সুপারি

CamScanner

শব্দ	অর্থ	শব্দ	অর্থ
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

শব্দ	অর্থ	শব্দ	অর্থ
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

CamScanner

JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS

শব্দ	অর্থ	শব্দ	অর্থ
বহিত্র	নৌকা; পোত; ভেলা; দাঁড়	বস্ত্রাবাসমধ্যে	তাঁবুর ঘরে
বালার্ক	নবোদিত সূর্য	বরাঙ্গ	সুন্দর দেহ
ভ্রষ্ট	পতিত	বিবক্ষা	বলবার ইচ্ছা
বৈশ্বানর	অগ্নি	বরাহ	শুকর
ব্যোমকেশ	শিব	বলাহক	মেঘ
বিকচ	কেশহীন, প্রফুল্ল	বরাঙ্গনা	সুন্দরী
বোরহান	দলিল	বিগ্ন	ভীত
বিদেহ	অশরীরী	বিস্রংস	পতন
বিচ্যুত	পতিত	বঙ্কিম	বাঁকা
বিবর্ত	ঘূর্ণন	বিবস্বান	সূর্য
বারিদ	মেঘ	বিবৃত্ত	ঘূর্ণিত
বিজ্বর	জ্বরমুক্ত	বায়োস্কোপ	চলচ্চিত্র; ছায়াছবি
বিশ্বম্ভরা	পৃথিবী	ব্যঞ্জন	তরকারি
ভুজঙ্গম	সর্প	ভিষক	চিকিৎসক
ভূলোক	পৃথিবী	ভিত্তি	মশক
ভাস্বান	উজ্জ্বল	ভানু	সূর্য
ভূপাল	রাজা	ভাস	দীপ্তি
ভোজন	ভোজন	ভীম	ভীষণ;ভয়ঙ্কর
ভুঞ্জিতে	ভোগ করতে	ভ্রুকুটি	ক্ষোভ
ভূভৃৎ	পাহাড়	মেদিনী	পৃথিবী
মনসিজ	মন থেকে জাত	মর্সিয়া	শোকগীতি
মধুপ	ভ্রমর	মৌলবি	বিদ্বান
মৃগ	হরিণ	মানসচারী	রাজহাঁস
মৃন্ময়	মেটে	মাদল	ঢোলের ন্যায় বাদ্যযন্ত্র
ময়ূখমালী	সূর্য	মাগগি	দুর্মূল্য
মরুত	বায়ু	ময়ূখ	কিরণ
মাতঙ্গ	হাতি	মর্কট	বানর
মৃগাঙ্ক	চাঁদ	মাৎসর্য	ঈর্ষা
মহী	পৃথিবী	মধুজা	পৃথিবী
মহিলতা	কেঁচো	মহীরুহ	গাছ
মকান	গৃহ	মরুবক	বাঘ
মান্দল	মাদল	মরুৎ	বাতাস
মেওয়াওয়ালা	ফলবিক্রেতা	মজকুর	পূর্ববর্ণিত
মুখজবানি	মুখের ভাষায়	মাস্যর	অগ্রহায়ণ মাসের প্রাচীন নাম
যুযুৎসু	যুদ্ধ করতে ইচ্ছুক	যাবক	আলতা
রিপু	শত্রু	রাসভ	গাধা
রজক	ধোপা	রসম	রীতি
রবদব	জাঁকজমক	রোয়াব	সম্ভ্রম
রাবিশ	নিকৃষ্ট	রহস	সহবাস
রাজীব	পদ্ম	রোচিষ্ণু	মার্জিত

শব্দ	অর্থ	শব্দ	অর্থ
রায়ট(riot)	দাঙ্গা; মারামারি	রোনাজারি	আহাজারি করে কান্না
রিরংসা	কাম	রেস্ত	পুঁজি
রোদসী	পৃথিবী ও স্বর্গ	বান্ধুল	লাল
লোকায়ত	প্রচলিত বিশ্বাস	লোগাই	সম্পত্তি
লূতা	মাকড়সা	লোর	অশ্রু
শরণ	আশ্রয়	লীলাম্বিত	নির্মল হাসি
শার্দূল	বাঘ	শিবিকা	পালকি
শ্লোক	ছন্দোবদ্ধ বাক্য	শুক্লাদ্বাদশী	চাঁদের বারোতম দিন
শৈল	গিরি	শাল্মলি	শিমুলগাছ
শীকর	জলকণা	শিলীন্ধ্র	ব্যাঙের ছাতা
শম্পা	বিদ্যুৎ	শকল	মাছের আঁশ
শতচ্ছদ	পদ্ম	শটন	পচে যাওয়া
শৈলেন্দ্র	হিমালয়	শুকপাখি	টিয়া পাখি
শরণ	আশ্রয়দাতা	শবনম	শিশির
শষ্পভূমি	তৃণক্ষেত্র	শশব্যস্ত	খরগোশের মতো ব্যস্ত
সদন	নিবাস	সমাচার	সংবাদ
সেতারা	তারা;নক্ষত্র	সঙ্গতিপন্ন	অর্থ-সম্পদের অধিকারী
সাবিত্রী	জন্মদাত্রী	সূরি	কবি/পণ্ডিত
স্বেদ	ঘর্ম	সমীরণ	বাতাস
সন্দর্ভ	প্রবন্ধ	স্বসা	বোন
সাঁচি	আসল	সান্দ্র	নিবিড়
সুধা	জ্যোৎস্না; অমৃত	সাম্য	সমদর্শিতা;সমতা
সূনা	কশাইখানা	সন্ত	সন্ন্যাসী
সীমন্তক	সিঁদুর	সৃতি	গমন
সহস্রদল	পদ্ম	সয়া	সখীর স্বামী
সানুমান	পাহাড়	সনীল	নীলযুক্ত
সপর্যা	অর্চনা, সম্মান	সুয়া	সৌভাগ্যবতী
সুরঙ্গ	সুন্দর/শোভন বর্ণ	সভাকার	সবার
সুদর	সহোদর	সাওরে	সাগরে
সমভিব্যাহারী	একত্রে অবস্থানকারী/সঙ্গী	সঞ্চালন	নড়ানো
সংবিৎ	প্রতিজ্ঞা	স্তম্বেরম	হাতি
হরিষে	আনন্দে	হরিৎ	সবুজ
হেম	স্বর্ণ	হিরণ্যরেতা	সূর্য
হসন্তিকা	অগ্নিপাত্র	হবি	ঘৃত
হাপন	বালক	হেলাল	চাঁদ
হিমানী	বরফপুঞ্জ	হেজা	শজারু
হৌস	সওদাগরি দপ্তর বা অফিস	হেরি	দেখি;প্রত্যক্ষ করি
হামেশা	সবসময়;সর্বক্ষণ	হাবিলাষ	অভিলাষ;প্রবল ইচ্ছা
হতোদ্যম	নিরুদ্যম;উদ্যমহীন	হুজ্জত	গোলমাল;হাঙ্গামা

বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের বিগত বছরের MCQ প্রশ্নোত্তর

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

০১. **'অম্বর' শব্দের অর্থ–** [চারুকলা : ২৩-২৪]
ⓚ মেঘ ⓛ কৃত্রিম ⓜ আকাশ ⓝ জলাশয় **উ** (গ)

০২. **'পট্ট' শব্দের অর্থ–** [চারুকলা : ২৩-২৪]
ⓚ মাটি ⓛ কাপড় ⓜ পাট ⓝ পাটা

Note : 'পট্ট' শব্দের অর্থ : পাটা; ফলক। পাট; রেশমাদি। [সূত্র: বাংলা একাডেমি ব্যবহারিক বাংলা অভিধান]

০৩. **'হরিৎ উপত্যকা' অর্থ কী?** [ক ২২-২৩]
ⓚ ঝলমলে প্রান্তর ⓛ হলুদ উপত্যকা ⓜ সবুজ উপত্যকা ⓝ রক্তাক্ত উপত্যকা **উ** (গ)

০৪. **'দহ' শব্দের অর্থ কী?** [D : ২১-২২]
ⓚ জ্বালানো ⓛ পোড়ানো ⓜ জলাধার ⓝ জীবনভর **উ** (গ)

০৫. **'মঞ্জরী' শব্দের অর্থ হলো–** [D : ২১-২২]
ⓚ ফুলের রেণু ⓛ মুকুল ⓜ বসন্ত ⓝ অনুমোদন **উ** (খ)

০৬. **'রাকা' শব্দের অর্থ কোনটি?** [B : ২১-২২]
ⓚ পূর্ণিমা ⓛ পাখি ⓜ মাছের আঁশ ⓝ রাত্রি **উ** (ক)

০৭. **শ্বাপদ = শ্বন + পদ। এখানে 'শ্বন' শব্দের অর্থ–** [খ ১৮-১৯]
ⓚ সারমেয় ⓛ ধারালো ⓜ তীক্ষ্ণ নখযুক্ত ⓝ হিংস্র **উ** (ক)

০৮. **'কিরাত' শব্দের অর্থ কী?** [গ ১৭-১৮]
ⓚ কাঠ চেরাইয়ের যন্ত্র ⓛ জাতি বিশেষ ⓜ বণিকশ্রেণি ⓝ বন্যপ্রাণী **উ** (খ)

০৯. **'আথাল' কী?** [ক ১৩-১৪]
ⓚ আচ্ছাদন ⓛ পাত্র ⓜ গোয়াল ⓝ আস্তাবল **উ** (গ)

১০. **'পেটোয়া' শব্দের অর্থ–** [ক ১৩-১৪]
ⓚ অনুগত ⓛ লাঠিয়াল ⓜ সন্ত্রাসী ⓝ দালাল **উ** (ক)

JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS

CamScanner

JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS

১১. 'প্রস্রবণ' শব্দটির অর্থ কী? [গ ১৩-১৪]
ⓚ স্রোতস্বিনী ⓛ নির্ঝর ⓖ জলপ্রপাত ⓓ নদী [উ:ⓛ]

১২. 'কুশীলব' শব্দের অর্থ- [গ ১৩-১৪]
ⓚ অভিনয় ⓛ অভিনয়-জগৎ ⓖ অভিনীত ⓓ অভিনেতা [উ:ⓓ]

১৩. 'লণ্ডভণ্ড' বোঝায় কোনটি? [ক ১৪-১৫]
ⓚ দক্ষযজ্ঞ ⓛ তুলকালাম ⓖ হাটে হাঁড়ি ভাঙা ⓓ তত্তপির [উ:ⓚ]

১৪. অর্থের অপকর্ষ ঘটেনি কোন শব্দে? [ক-১৫-১৬; রবি গ ১৫-১৬]
ⓚ অর্বাচীন ⓛ বিরক্ত ⓖ ইতর ⓓ উৎসাহ [উ:ⓓ]

১৫. 'জ্ঞানপাপী' শব্দের অর্থ- [ঘ-১৫-১৬]
ⓚ জ্ঞানের বড়াই করে যে ⓛ বাস্তবে জ্ঞানের প্রয়োগ করে না যে
ⓖ অনেক জ্ঞান আছে যার ⓓ সজ্ঞানে অন্যায় করে যে [উ:ⓓ]

১৬. কোনটি শব্দের উদাহরণ? [ক ১৬-১৭; রাবি B ১৭-১৮]
ⓚ ষ ⓛ ট ⓖ খ ⓓ ক্ষ [উ:ⓖ]

১৭. 'জবড়জং' শব্দের অর্থ- [ক ১৬-১৭]
ⓚ পারিপাট্যহীন ⓛ জাঁকালো ⓖ অতিমূল্যবান ⓓ অপরিচ্ছন্ন [উ:ⓚ]

১৮. 'ঘর্ষণ বা পেষণজাত সুগন্ধ' অর্থে কোন শব্দটিকে বোঝায়? [খ ১৬-১৭]
ⓚ পরিমল ⓛ স্নিগ্ধ ⓖ বিধুর ⓓ সুবাসিত [উ:ⓚ]

১৯. 'লক্ষ্মী' শব্দের অর্থ- [গ ১৬-১৭]
ⓚ ধন-সম্পদের দেবী ⓛ লক্ষপতি ⓖ লক্ষ্য সামনে রেখে ⓓ লক্ষ করে [উ:ⓚ]

২০. 'খাদির' শব্দের অর্থ কী? [ক ০৩-০৪]
ⓚ খয়ের ⓛ আমলকি ⓖ জর্দাপাতা ⓓ খাদি কাপড় [উ:ⓚ]

জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়

০১. 'নিগড়' শব্দের অর্থ কী? [B ১৭-১৮]
ⓚ দড়ি ⓛ বেড়ি ⓖ কাঁটা ⓓ ছুড়ি [উ:ⓛ]

০২. 'আড়ং' শব্দটির অর্থ- [ক-১৩-১৪]
ⓚ হাট ⓛ ব্যবসায় ⓖ ঘাট ⓓ কেনাবেচা [উ:ⓚ]

০৩. 'খদ্যোত' শব্দের অর্থ- [ক-১৩-১৪]
ⓚ জোনাকি ⓛ পাখি ⓖ ক্রেতা ⓓ চতুর [উ:ⓚ]

০৪. 'মধুসূদন' শব্দের 'সূদন' এর অর্থ- [চ ১৪-১৫; ববি ক ১৪-১৫]
ⓚ প্রতিম ⓛ দেবতা ⓖ হত্যাকারী ⓓ জ্ঞানী [উ:ⓖ]

০৫. 'গড্ডল' শব্দের সমার্থক শব্দ কোনটি? [খ ১৬-১৭]
ⓚ ছাগল ⓛ ভেড়া ⓖ গরু ⓓ মহিষ [উ:ⓛ]

০৬. 'অগ্নিমান্দ্য' শব্দটির অর্থ- [খ ১৬-১৭]
ⓚ দিবারাত্রি ⓛ জীর্ণতা ⓖ অজীর্ণতা ⓓ পাকস্থলির রোগ [উ:ⓖ]

জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়

০১. ভাদ্র মাসের মাঝামাঝি বাতাসহীন নিস্তব্ধ আবহাওয়াকে কী বলে? [D : ২৩-২৪]
ⓚ নিরাক পড়া ⓛ তালপাকা গরম ⓖ জ্বালাময় দুপুর ⓓ গুমোট [উ:ⓚ]

০২. 'অশ্ব' এর অর্থ কী? [D : ২৩-২৪]
ⓚ ঘোড়া ⓛ প্রস্তর ⓖ পাত্র ⓓ অগ্রজ [উ:ⓛ]

০৩. 'যাবার কথা ভাবলেই মেয়ে যখন আতঙ্কে পাঁশুটে মেরে যায়।' এখানে 'পাঁশুটে' শব্দের অর্থ- [C : ২৩-২৪; F ১৯-২০]
ⓚ আহ্লাদিত ⓛ উচ্ছ্বসিত ⓖ ফ্যাকাশে ⓓ জ্ঞানহারা [উ:ⓖ]

০৪. "বেমক্কা" শব্দের অর্থ- [E : ২৩-২৪]
ⓚ অসংগত ⓛ সুদক্ষিণা ⓖ মুখর ⓓ অতি শ্রদ্ধেয় [উ:ⓚ]

০৫. 'কারদানি' শব্দটি কোন অর্থে প্রযোজ্য? [D : ২৩-২৪]
ⓚ কম ⓛ গাড়ি ⓖ কদবেল ⓓ কাজ [উ:ⓓ]

০৬. 'উর্ণনাভ' শব্দটি দিয়ে বোঝায়- [IBA : ২৩-২৪]
ⓚ মাকড়সা ⓛ উইপোকা ⓖ তেলাপোকা ⓓ টিকটিকি [উ:ⓚ]

০৭. 'বাঙালির এই অবিসংবাদিত নেতা ছিলেন জনগণ অন্তপ্রাণ, আপসহীন, নির্ভীক।' এখানে 'অবিসংবাদিত' শব্দটির অর্থ হলো- [C : ২৩-২৪]
ⓚ সর্বসম্মত ⓛ দূরদর্শী ⓖ বিপ্লবী ⓓ অবিচল [উ:ⓚ]

০৮. 'তাহারেই মনে পড়ে' কবিতায় ব্যবহৃত 'উত্তরী' শব্দের অর্থ কী? [E ২২-২৩]
ⓚ কুয়াশা ⓛ চাদর ⓖ সমীর ⓓ উত্তর দিক [উ:ⓛ]

০৯. 'কোবিদ' শব্দের অর্থ কোনটি? [B : ২১-২২]
ⓚ বিপদ ⓛ দক্ষ ⓖ গাল ⓓ গর্ত [উ:ⓛ]

১০. 'কন্দর' শব্দের অর্থ কী? [B : ২১-২২, রাবি B : ২১-২২]
ⓚ পর্বতের গুহা ⓛ মন্দির ⓖ নিভৃত ⓓ হৃদয় [উ:ⓚ]

১১. 'মকরমুখো' শব্দটির অর্থ কী? [B : ২১-২২]
ⓚ কুমিরের মুখাকৃতি ⓛ মাছের মুখাকৃতি
ⓖ তেলাপোকার মুখাকৃতি ⓓ জলহস্তির মুখাকৃতি [উ:ⓚ]

১২. 'জড়িমা' শব্দটির অর্থ কী? [B : ২১-২২, D : ২১-২২]
ⓚ ভেতর বাড়ি ⓛ উপঢৌকন ⓖ জড়ত্ব ⓓ এক ধরনের খনিজ [উ:ⓖ]

১৩. 'পল' শব্দের অর্থ কী? [B : ২১-২২]
ⓚ মাংস ⓛ ভাঁড় ⓖ ফাঁদ ⓓ বেড়ি [উ:ⓚ]

১৪. 'অভিরাম' শব্দের অর্থ কী? [B : ২১-২২;রাবি B : ১৯-২০]
ⓚ বিরামহীন ⓛ বালিশ ⓖ সুন্দর ⓓ চলন [উ:ⓖ]

১৫. 'কুহেলি' শব্দের অর্থ কী? [C : ২১-২২, D : ২১-২২; জাককানইবি AP ১৮-১৯]
ⓚ চাদর ⓛ কুয়াশা ⓖ গোলক ধাঁধা ⓓ উত্তরের বাতাস [উ:ⓛ]

১৬. 'উত্তরী' শব্দের অর্থ কী? [D : ২১-২২; চবি A : ২১-২২; জাককানইবি AL ১৭-১৮]
ⓚ চাদর ⓛ কুয়াশা ⓖ সমীর ⓓ উত্তর দিক [উ:ⓚ]

১৭. 'প্রদোষ' শব্দের অর্থ কী? [D : ২১-২২; রাবি A : ২১-২২; ষ ১৬-১৭; চবি A ১৮-১৯; B2-8 ১৬-১৭]
ⓚ সন্ধ্যা ⓛ ভোরবেলা ⓖ রাত্রি ⓓ দুপুর [উ:ⓚ]

১৮. 'গণ্ডূষ' শব্দের অর্থ কী? [D : ২১-২২; রাবি A : ২১-২২; চবি A ১৮-১৯]
ⓚ বোকা ⓛ গণেশ ⓖ দেবী ⓓ এককোষ জল [উ:ⓓ]

১৯. 'সওগাত' শব্দের অর্থ কী? [E : ২১-২২]
ⓚ উপহার ⓛ তিরস্কার ⓖ মেঘ ⓓ ব্যবসা [উ:ⓚ]

২০. 'হেরি' শব্দের সঠিক অর্থ কোনটি? [E : ২১-২২; E ১৮-১৯]
ⓚ স্বপ্ন ⓛ ক্ষোভ ⓖ দেখি ⓓ কারণ দেখানো [উ:ⓖ]

২১. 'সারমেয়' শব্দের অর্থ কী? [E : ২১-২২]
ⓚ হরিণ ⓛ সারস ⓖ খরগোশ ⓓ কুকুর [উ:ⓓ]

২২. 'মনু সংহিতা' মানে- [C : ২১-২২]
ⓚ মেয়েদের শিক্ষার ব্রত গ্রহণ করা ⓛ বিচিত্র স্বরের সমন্বয়
ⓖ আচরণের বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা ⓓ মনু-প্রণীত মানুষের আচরণবিধি সংক্রান্ত গ্রন্থ [উ:ⓓ]

২৩. 'ইহার গতি সহজ, দীপ্তি নির্মল, সৌন্দর্যের শুচিতা অপূর্ব, ইহার কোনো জায়গায় কিছু জড়িমা নাই।' এখানে 'জড়িমা' বলতে বোঝানো হয়েছে- [C : ২১-২২]
ⓚ গরিমা ⓛ আড়ষ্টতা ⓖ অহংকার ⓓ হীনম্মন্যতা [উ:ⓛ]

Note 'জড়িমা' শব্দটির অর্থ : আড়ষ্টতা; জড়ত্ব। তাই, অপশন অনুযায়ী উত্তর করতে হবে।

২৪. 'অপোগণ্ড' কথাটির অর্থ কী? [I ১৯-২০]
ⓚ নাবালক ⓛ বালক ⓖ অপদার্থ ⓓ অকর্মণ্য [...]

২৫. 'পরার্থ' শব্দটির অর্থ হলো-[E ১৯-২০]
ⓚ যাতায়াত ⓛ পরোপকার ⓖ পরের অর্থ ⓓ ইচ্ছা [উ:ⓛ]

২৬. 'রোয়াক' শব্দের ঠিক শব্দার্থ কোনটি?
ⓚ স্বপ্ন ⓛ দাওয়া ⓖ ক্ষোভ ⓓ গোলাপোরা [উ:ⓛ]

২৭. 'ঔৎকট্য' শব্দের শব্দার্থ লিখ- [B ১৯-২০]
ⓚ উগ্রতা ⓛ ঋণ ⓖ জলীয় ⓓ বৃষ [উ:ⓚ]

২৮. 'এষণী' শব্দের শব্দার্থ লিখ- [B ১৯-২০]
ⓚ নিক্তি ⓛ সিঁড়ি ⓖ অভিলাষ ⓓ অসংলগ্ন [উ:ⓚ]

২৯. 'কিঙ্কিণি' শব্দের শব্দার্থ লিখ- [B ১৯-২০]
ⓚ নূপুর ⓛ ক্ষীণ ⓖ খড়ম ⓓ কোলাহল [উ:ⓚ]

৩০. 'করণ্ড' শব্দের শব্দার্থ লিখ- [B ১৯-২০]
ⓚ ঝাঁপি ⓛ অসি ⓖ কর্তব্য ⓓ হাতছড়ি [উ:ⓚ]

৩১. 'কাঙ্গি' শব্দের শব্দার্থ লিখ- [B ১৯-২০]
ⓚ চিরুনি ⓛ ইচ্ছুক ⓖ অভিলাষী ⓓ বেশভূষা [উ:ⓚ]

৩২. এক অক্ষৌহিণী সমান কত? [C ১৯-২০]
ⓚ ২৭৮১০০ ⓛ ২৮১৭০০ ⓖ ২১৮৭০০ ⓓ ২৮৭১০০ [উ:ⓖ]

৩৩. 'দাদুরী' অর্থ- [F ১৯-২০]
ⓚ ভেকী ⓛ ময়ূরী ⓖ পাখি ⓓ সংগীতের রাগ [উ:ⓚ]

৩৪. 'বীজন' শব্দের অর্থ কী? [B ১৮-১৯]
ⓚ পাখা ⓛ পাখি ⓖ মেঘ ⓓ শব্দ [উ:ⓚ]

৩৫. 'নাভিশ্বাস' অর্থ- [C, ১৮-১৯]
ⓚ নাভি থেকে যে শ্বাস উৎপন্ন হয় ⓛ বেশি খেয়ে শ্বাস নিতে না পারা
ⓖ দ্রুত শ্বাস নেওয়া ⓓ মরণাপন্ন অবস্থা [উ:ⓓ]

৩৬. 'বাজখাঁই' শব্দের অর্থ কী? [C, ১৮-১৯]
ⓚ বাজ পাখির গান ⓛ মধুর কণ্ঠ ⓖ উচ্চ ও কর্কশ স্বর ⓓ সুরেলা আওয়াজ [উ:ⓖ]

৩৭. 'আড়ং' শব্দের অর্থ কী? [C ১৮-১৯]
ⓚ পার্বণ ⓛ পালা ⓖ মেলা ⓓ পুণ্যাহ [উ:ⓖ]

৩৮. 'বস্ত্রাবাসমধ্যে' শব্দের অর্থ- [D ১৮-১৯]
ⓚ কাপড় পরিধান করে ⓛ তাঁবুর মধ্যে ⓖ আচ্ছাদিত ⓓ কোনোটিই নয় [উ:ⓛ]

৩৯. 'অরুণ' শব্দের অর্থ কী? [G ১৮-১৯]
ⓚ রক্তিম ⓛ অদৃশ্য ⓖ জল ⓓ আগুন [উ:ⓚ]

৪০. 'দেয়াসিনি' কথাটির অর্থ কী? [I ১৮-১৯]
ⓚ দেবকন্যা ⓛ দিনের অবসান ⓖ দিয়ে এসেছো নাকি ⓓ দেশি খাবার [উ:ⓚ]

JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS

CamScanner

নিচের কোনটি 'শকল' শব্দের অর্থ? [E ১৭-১৮; জাককানইবি ক ১৫-১৬]
ক ছদ্মবেশী খ মৃতদেহ গ মাছের আঁশ ঘ কাঁটা উ(গ)

'উন্মনা' শব্দটির অর্থ কোনটি? [E ১৭-১৮; হামোদাবিপ্রবি E-১৩-১৪]
ক কুয়াশা খ অনুৎসুক গ রচনা করে ঘ নিবেদন উ(খ)

'খানি' শব্দের অর্থ কী? [E ১৭-১৮]
ক গয়না খ গয়না তৈরির মজুরি গ কথা ঘ উক্তি উ(খ)

'খটিয়া' এর অর্থ কী? [D সেট ১ : ১৪-১৫]
ক অকেজো খ সহজ সরল গ চঞ্চল ঘ ব্যস্ত লোক উ(ক)

এ জন্মের তরে বিদায়। এখানে 'তরে' শব্দটি কী অর্থ প্রকাশ করছে? [E ১৪-১৫]
ক মতো খ হেতু গ নিকট ঘ নিমিত্ত উ(ক)

'প্রলাপ' শব্দের অর্থ কী? [E, সেট ৩: ১৪-১৫; রাবি ০৫-০৬; শাবিপ্রবি ০৭-০৮]
ক মিথ্যাচার খ অস্বীকার গ প্রলাপ ঘ সদালাপ উ(খ)

'প্রার্থ' শব্দের অর্থ কোনটি? [G-১৫-১৬]
ক পুরাতন খ স্নিগ্ধতা গ আলোকিত ঘ উষ্ণতা উ(ঘ)

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়

'তিমিরকুন্তলা' হলো– [B : ২৩-২৪]
ক ঘন কালো চুল খ ঘন কুয়াশা গ ঘন অন্ধকার ঘ ঘন কালো গায়ের রং উ(গ)

'কালপুরুষ' হলো– [A : ২৩-২৪]
ক কালো রংয়ের মানুষ খ অনাদিকাল বাঁচে যে পুরুষ
গ কালোগ্রহবিশেষ ঘ নক্ষত্রপুঞ্জবিশেষ উ(ঘ)

'কুটুম্ব কামিনীর যত কুটুম্বিনী
করিতে লাগলি উমা দেহ প্রসাধনী- এখানে 'কুটুম্বিনী' অর্থ কী? [A : ২৩-২৪]
ক ঘরকুটুম খ আত্মীয় গ স্ত্রীকুটুম ঘ গৃহকর্ত্রী উ(ঘ)

'অসূর্যম্পশ্যা' শব্দের অর্থ কী? [A : ২৩-২৪]
ক সূর্যের তাপ খ সূর্যহীন গ সূর্যের আলো দেখিনি ঘ সূর্যকণা উ(গ)

'কাজে ডাঁটো'-র অর্থ কী? [A : ২৩-২৪]
ক অক্ষম খ অকাজের কাজি গ কর্মহীন ঘ কাজে পটু উ(ঘ)

'পাখিরা এসে গোদাবরী তীরে প্রতিদিন শিমুল গাছে জড়ো হয়ে কচায়ন করে'– এখানে 'কচায়ন' শব্দের অর্থ কী? [A : ২৩-২৪]
ক কিচিমিচি খ ক্যাচক্যাচি গ খ্যাচখ্যাচি ঘ কচাল উ(ক)

'অমনি চারিধারে নয়ন উঁকি মারে' – এখানে 'অমনি' অর্থ কী? [A : ২৩-২৪]
ক অকারণে খ অনর্থক গ তৎক্ষণাৎ ঘ পরবর্তীতে উ(গ)

'মাগো যুগে যুগে চিরভাস্বর তুমি উদীচী জ্যোতি'– এখানে 'উদীচী' অর্থ কী? [A : ২৩-২৪]
ক পূর্বদিক খ পশ্চিমদিক গ উত্তরদিক ঘ দক্ষিণদিক উ(গ)

'রুদ্ধার কাঁদি' অর্থ- [A : ২৩-২৪]
ক কলার ছড়া খ অকর্মণ্য ব্যক্তি গ উত্তীর্ণ হওয়া ঘ কাঁটা জাতীয় গাছ উ(ক)

'অভ্যাহার' শব্দটির অর্থ কী? [A : ২৩-২৪]
ক ডাকাতি খ চুরি গ লুটপাট ঘ দুরাশা উ(গ)

নীল দরিয়ায় মেসেরের আঁসু– এখানে 'আঁসু' অর্থ কী? [A : ২৩-২৪]
ক অশ্রু খ হাসি গ কান্না ঘ দুঃসাহস উ(ক)

'প্রাতঃস্মরণীয়' শব্দের অর্থ কী? [C : ২৩-২৪]
ক প্রাতঃকালে স্মরণযোগ্য খ অতি শ্রদ্ধেয় গ ক ও খ ঘ কোনোটিই নয় উ(গ)

'নিদাঘ' শব্দের অর্থ কী? [C : ২৩-২৪; রাবি-C : ২২-২৩]
ক আইন খ অস্ত্রবিশেষ গ ওঙ্কার ধ্বনি ঘ গ্রীষ্মকাল উ(ঘ)

'মনীষা' শব্দের অর্থ কী? [C : ২৩-২৪]
ক বুদ্ধি খ মেধা গ মনন ঘ সবগুলো উ(ঘ)

ঈশান কোণ হলো- [C : ২৩-২৪]
ক উত্তর-পশ্চিম কোণ খ উত্তর-দক্ষিণ কোণ
গ পূর্ব-দক্ষিণ কোণ ঘ উত্তর-পূর্ব কোণ উ(ঘ)

'সালতি' শব্দের অর্থ হলো? [B ২২-২৩]
ক সরু শলাকা খ সরু কাপড়ের দড়ি গ বনের সরু রাস্তা ঘ সরু নৌকা উ(ঘ)

'উজবুক' শব্দের অর্থ– [A : ২১-২২, I ১৭-১৮]
ক উজবেকিস্তানের লোক খ বুদ্ধিমান গ চতুর ঘ আহম্মক উ(ঘ)

'হরিৎ' শব্দের অর্থ– [A : ২১-২২; ঢাবি ঘ ১৯-২০]
ক হলুদ খ সবুজ গ লাল ঘ নীল উ(খ)

'মক্ষিকা' শব্দের অর্থ– [A : ২১-২২]
ক মশা খ মাছি গ মাছ ঘ ফড়িং উ(খ)

'দহ' অর্থ– [A : ২১-২২]
ক দহন খ জ্বালা গ যন্ত্রণা ঘ খাদ উ(ঘ)

Note 'দহ' শব্দটির অর্থ : অগাধ জলপূর্ণ স্থান অর্থাৎ জলাধার। গভীর গর্ত বা বিস্তীর্ণ ফাটল অর্থাৎ খাদ অর্থেও ব্যবহৃত হয়।

'ছায়ার সাথে কুস্তি করে গাত্রে হলো ব্যথা' এখানে 'কুস্তি' কী অর্থ প্রকাশ করছে? [A : ২১-২২]
ক ছায়াবাজি খ মরিচীকার অনুসন্ধান গ ছায়ার মায়া ঘ মল্লযুদ্ধ উ(ক)

'স্মর্তব্য' কথাটির অর্থ কী? [C ১৯-২০]
ক স্মরণীয় খ স্মৃতিচিহ্ন গ কর্তব্যের শপথ ঘ সংশপ্তক উ(ক)

'উর্ণনাভ' শব্দটি দিয়ে কোনটিকে বুঝায়? [B ১৯-২০]
ক কুকুর খ মাকড়সা গ পাখি ঘ বিড়াল উ(খ)

'অনিকেত' শব্দের অর্থ কী? [A ১৭-১৮]
ক অল্পভাষী খ গায়ক গ গৃহহীন ঘ অসুন্দর উ(গ)

'প্রগলভে' শব্দটির অর্থ কী? [B ১৭-১৮]
ক প্রাগসর হয়ে খ গোপনে গ নির্ভীক চিত্তে ঘ নিরপেক্ষভাবে উ(গ)

'কর্বুর' শব্দের অর্থ কী? [F ১৭-১৮]
ক পাহাড় খ রাক্ষস গ মেঘ ঘ হস্তী উ(খ)

'পরার্থ' শব্দের অর্থ কী? [I ১৭-১৮; চবি F1, সেট ১: ১৪-১৫]
ক পরাধীন খ পরোপকার গ পরান ঘ পড়ে যাওয়া উ(খ)

'অলখ' শব্দের অর্থ কী? [A ১৭-১৮; ঢাবি ৭ কলেজ Humanities : ২১-২২]
ক অলক্ষ্য খ দৃষ্টিসীমায় গ অজানায় ঘ লক্ষ্যবস্তু উ(ক)

'অকিঞ্চন' শব্দটির অর্থ– [D -১৩-১৪]
ক নিঃস্ব খ অনাবৃত গ নির্ভাজ ঘ নির্দয় উ(ক)

রবির করে অন্ধকার দূরীভূত হয়। এ বাক্যে 'করে' শব্দের অর্থ– [E -১৩-১৪]
ক কাজ খ কিরণ গ হাত ঘ প্রভাব উ(খ)

বিয়ে করলে, অথচ তোমার ইয়ার বক্সিদের জানালে না? এখানে ইয়ার বক্সি শব্দের অর্থ– [E১৩-১৪]
ক বাবা-মা খ ভাই-বোন গ প্রিয় বন্ধু ঘ প্রতিবেশী উ(গ)

নিচের কোনটি 'কনকমুকুট' শব্দের ঠিক অর্থ? [E -১৩-১৪]
ক সোনার মুকুট খ হীরার মুকুট গ রূপার মুকুট ঘ কোনোটিই নয় উ(ক)

'ওঁচা' শব্দের অর্থ– [A, Even, সেট A: ১৪-১৫]
ক নাক উঁচু খ অতিরিক্ত লম্বা গ নিকৃষ্ট ঘ উচ্চ শ্রেণির উ(গ)

'শম্বর' শব্দটির অর্থ– [D, অবাণিজ্য, সেট ২: ১৪-১৫]
ক বাঘ খ হাতী গ হরিণ ঘ সিংহ উ(গ)

'অত্র' শব্দের অর্থ– [E, Even, সেট ২: ১৪-১৫]
ক এখন খ এখানে গ এই ঘ এর উ(খ)

'গুণ' শব্দের অর্থ কী? [A-১৫-১৬]
ক জন খ শ্রেণি গ গুচ্ছ ঘ গণনা উ(ঘ)

'অশীতিপর' শব্দের অর্থ কী? [D-১৫-১৬; চবি ঙ ১১-১২]
ক শীত সহ্য করতে অক্ষম ব্যক্তি খ শীতে কাতর নয় এমন ব্যক্তি
গ আশি বছরের বেশি বয়সের ব্যক্তি ঘ প্রাচীন ধ্যান ধারণায় বিশ্বাসী ব্যক্তি উ(গ)

'খপোত' শব্দের অর্থ কী? [E-১৫-১৬]
ক বেলুন খ ড্রোন গ কপোত ঘ উড়োজাহাজ উ(ঘ)

'চাতাল' শব্দটি দিয়ে বোঝানো হয়েছে– [A ১৬-১৭]
ক ধান শুকানোর জায়গা খ চারদিক খোলা স্থান
গ ব্যবসার সাথে সংশ্লিষ্ট ঘ পলেস্তার করা জায়গা উ(ঘ)

'মর্সিয়া' শব্দের অর্থ– [A ১৬-১৭]
ক শোকগীতি খ প্রেমগীতি গ স্বদেশগীতি ঘ ধর্মগীতি উ(ক)

'অভিনিবেশ' শব্দের অর্থ– [D ১৬-১৭]
ক অভিরুচি খ নিস্পৃহ গ মনোযোগ ঘ বিশেষভাবে উ(গ)

'ফিকির' শব্দের অর্থ– [D ১৬-১৭]
ক অনুসন্ধান খ কৌশল গ দুটিই হয় ঘ কোনোটিই নয় উ(খ)

'বিবর' শব্দের অর্থ কী? [E ১৬-১৭]
ক বরহীন খ বরহীনা গ চূড়া ঘ গহ্বর উ(ঘ)

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়

০১. 'অভিরাম' শব্দের অর্থ কী? [D1 : ২৩-২৪]
ক সুন্দর খ বিরামহীন গ বালিশ ঘ চলন উ(ক)

০২. 'রম্ভা' শব্দের অর্থ কী? [B : ২৩-২৪; ঢাবি ৭ কলেজ-বিজ্ঞান : ২২-২৩]
ক কলা খ কাঁঠাল গ কমলা ঘ আনারস উ(ক)

০৩. 'সওগাদ' শব্দের অর্থ কী? [D : ২৩-২৪]
ক উপঢৌকন খ ঘুষ গ পতাকা ঘ সুসংবাদ উ(ক)

০৪. ভিন্নার্থক শব্দযুগল নয় কোনটি? [B সেট-১; ২২-২৩]
ক কপাল, কপোল খ কুল, কূল গ বর্ষা, বর্শা ঘ দিবাবসু, বিভাবসু উ(ঘ)

০৫. 'শশাঙ্ক' শব্দের অর্থ কী? [D সেট-৩; ২২-২৩]
ক সমুদ্র খ খরগোশ গ চন্দ্র ঘ কপাল উ(গ)

০৬. 'লাঙুল' শব্দের অর্থ কী? [A : ২১-২২]
ক লাঙল খ লেজ গ লম্বা ঘ লকেট উ(খ)

CamScanner

[illegible]

GST গুচ্ছ বিশ্ববিদ্যালয়

[illegible]

খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়

[illegible]

জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলাম বিশ্ববিদ্যালয়

[illegible]

বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়

[illegible]

ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়

[illegible]

কুমিল্লা বিশ্ববিদ্যালয়

[illegible]

বরিশাল বিশ্ববিদ্যালয়

[illegible]

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বি. ও প্র. বিশ্ববিদ্যালয়

[illegible]

CamScanner

হাজী মোহাম্মদ দানেশ বি. ও প্র. বিশ্ববিদ্যালয়

[illegible]' শব্দের অর্থ কী? [E -১৩-১৪; রবি E -১৪-১৫]
ⓚ [illegible] ⓚ চাঁদের মত বর্ণ ⓖ ভূমিকা ⓖ কোনো অর্থ নেই উ: ⓖ

নোয়াখালী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়

[illegible]' শব্দের অর্থ [D ১৫-১৬]
ⓚ [illegible] মানুষ ⓚ লোহারের যুদ্ধে পরাজিত
ⓖ [illegible] পরাজিত ⓖ মোটাও নয়, রোগাও নয় উ: ⓖ

শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়

[illegible]' শব্দের অর্থ কোনটি? [A ১৯-২০]
ⓚ [illegible] ⓚ তোষামোদ ⓖ নাট্যাভিনয় ⓖ অন্ধকার

Note: প্রশ্নটিতে যদি 'তমিস্রা'র পরিবর্তে 'তমিস্র' শব্দের অর্থ জানতে চাওয়া হতো তাহলে উত্তর হতো ⓖ অন্ধকার। উল্লেখ্য, 'তমিস্রা' শব্দের অর্থ : অন্ধকারাচ্ছন্ন।

[illegible]' শব্দের অর্থ কোনটি? [A ১৮-১৯]
ⓚ বালিকা ⓚ বালক ⓖ ছাত্র ⓖ রাজহংস উ: ⓚ

[illegible]' শব্দের অর্থ কী? [A-১৫-১৬; ইবি D ১৮-১৯]
ⓚ ন্যায়দণ্ড ⓚ পণ্ডিত ⓖ ন্যায়পরায়ণ ⓖ ন্যায়শাস্ত্রে পণ্ডিত ব্যক্তি উ: ⓖ

যশোর বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়

০১. 'শ্বশ্রূ' শব্দটির অর্থ কী? [D, সেট 1: ১৪-১৫]
ⓚ চিকিৎসা ⓚ সেবা ⓖ পরিত্রান ⓖ শাশুড়ি উ: ⓖ

০২. 'হেস্তনেস্ত' শব্দের অর্থ নিচের কোনটি/কোনগুলি? [D, সেট 1: ১৪-১৫]
ⓚ মজা দেখানো ⓚ নাজেহাল করা ⓖ মীমাংসা করা ⓖ অপদস্থ করা উ: ⓖ

পাবনা বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়

০১. 'প্রস্রবণ' শব্দের অর্থ কী? [C ১৩-১৪; জককানইবি ক ১৩-১৪]
ⓚ ঝরনা ⓚ স্রোতস্বিনী ⓖ বৃষ্টি ⓖ জলতরঙ্গ উ: ⓚ

০২. 'কিণাঙ্ক' শব্দটির অর্থ কী? [C ১৫-১৬]
ⓚ কড়া ⓚ কন্যা ⓖ শ্রম ⓖ চুঁড়ি উ: ⓚ

বাংলাদেশ ইউনিভার্সিটি অব প্রফেশনালস

০১. 'মনীষা' শব্দের অর্থ কী? [FASS : ২১-২২]
ⓚ প্রজ্ঞা ⓚ স্থিরতা ⓖ নির্বুদ্ধিতা ⓖ মনস্বিতা উ: ⓚ

বাংলাদেশ মেরিন একাডেমি

০১. 'নরসুন্দর' শব্দের অর্থ কী? [মেরিন : ২৩-২৪; চবি-D : ১৭-১৮, ১৪-১৫]
ⓚ সুন্দর মানুষ ⓚ নরকুলত ⓖ নাপিত ⓖ কম সুন্দর উ: ⓖ

০২. 'কুজ্ঝটিকা' শব্দের অর্থ কী? [মেরিন : ২৩-২৪; রাবি-E : ১৫-১৬]
ⓚ ঝড়ো হাওয়া ⓚ কুয়াশা
ⓖ কটিকা সফর ⓖ প্রবল বৃষ্টি উ: ⓚ

ডিপ্লোমা ইন মিডওয়াইফারি

০১. 'চীর' শব্দের সঠিক অর্থ কী? [২১-২২]
ⓚ দীর্ঘ ⓚ তিতা বিশেষ ⓖ নীচুজাত ⓖ ছিন্নবস্ত্র উ: ⓖ

বিএসসি ইন নার্সিং

০১. 'কিংবদন্তি' শব্দের অর্থ কী? [২২-২৩]
ⓚ ঐতিহ্য ⓚ জনশ্রুতি ⓖ গুরুত্বপূর্ণ ⓖ সুনাম উ: ⓚ

০২. 'জ্ঞাতিবধবেদনা' শব্দটির অর্থ কোনটি? [২১-২২]
ⓚ বিচ্ছেদ বা দূরত্ব তৈরি হওয়ার জন্য বেদনা ⓚ কারো মৃত্যুর কারণে তৈরি হওয়া যন্ত্রণা
ⓖ আঘাতপ্রাপ্ত হলে যে বেদনা ⓖ আত্মীয় হত্যার যন্ত্রণা উ: ⓖ

গার্হস্থ্য অর্থনীতি কলেজ

০১. নিচের কোনটি অর্থগত দিক থেকে সাদৃশ্যময় নয়? [১৬-১৭]
ⓚ অলক ⓚ চিকুর ⓖ কবরী ⓖ লোচন উ: ⓖ

ঢাবি অধিভুক্ত ৭ কলেজ

০১. 'কিংবদন্তি' শব্দের অর্থ কী? [মানবিক ২২-২৩; বিজ্ঞান ২২-২৩]
ⓚ জনশ্রুতি ⓚ লোকগীতি
ⓖ লোকসংগীত ⓖ মান্যবর উ: ⓚ

০২. 'বেওয়া' শব্দের অর্থ কী? [বিজ্ঞান ২২-২৩]
ⓚ সধবা ⓚ বিধবা ⓖ মোটা ⓖ প্রশস্ত উ: ⓚ

০৩. 'নিরাক পড়া' কথাটির অর্থ– [বাণিজ্য ২২-২৩]
ⓚ ঝড় ওঠা ⓚ বাতাসহীন গুমোট আবহাওয়া
ⓖ জোয়ার ⓖ গোল বাধানো উ: ⓚ

০৪. 'সম্মার্জনা' শব্দের অর্থ– [বাণিজ্য ২২-২৩]
ⓚ ঘষে-মেজে পরিষ্কার করা ⓚ দাসত্ব হতে মুক্তি
ⓖ পরিহার করা ⓖ সম্মান প্রদর্শন করা উ: ⓚ

SELF TEST MCQ

০১. 'রাজীব' শব্দের অর্থ কী?
ⓚ পদ্ম ⓚ চুল ⓖ স্বর্ণ ⓖ পুত্র

০২. 'মাথাল' কী?
ⓚ টুপি বিশেষ ⓚ বাঁশের টুপি বিশেষ ⓖ থালা ⓖ পাত্র বিশেষ

০৩. 'বিহঙ্গ' শব্দের অর্থ–
ⓚ জোনাকি ⓚ পাখি ⓖ ক্রেতা ⓖ চতুর

০৪. 'আকুঞ্চন' শব্দটির অর্থ–
ⓚ সংকোচন ⓚ অনাবৃত ⓖ নির্ভাজ ⓖ নির্দয়

০৫. 'কলা দেখানো' এর আলংকারিক অর্থ কী?
ⓚ ফাঁকি দেওয়া ⓚ পালিয়ে যাওয়া ⓖ আলবোলা ⓖ উপায় খোঁজা

০৬. নিচের কোনটি 'রজতমুকুট' শব্দের অর্থ?
ⓚ সোনার মুকুট ⓚ হীরার মুকুট ⓖ রুপার মুকুট ⓖ কোনোটিই নয়

০৭. 'সন্দেশ' শব্দের অর্থ কী?
ⓚ সংবাদ ⓚ উপঢৌকন ⓖ দূত ⓖ কড়া

০৮. 'ক্ষুরধারা' শব্দের অর্থ–
ⓚ ধারালো বর্শা ⓚ গরুর ক্ষুর ⓖ ক্ষুরের মতো ধারালো স্রোত ⓖ তীক্ষ্ণ স্রোত

০৯. 'শমন-ভবন' এর অর্থ কী?
ⓚ স্বর্গালয় ⓚ যমালয় ⓖ স্বর্গের উদ্যান ⓖ পুরী বা নগর

১০. 'বিক্রান্তি' শব্দের অর্থ কী?
ⓚ শক্তি ⓚ বিক্রয় ⓖ ক্ষোভ ⓖ উদ্বিগ্ন

১১. 'লাঙ্গুল' অর্থ কী?
ⓚ নকুল ⓚ লেজ ⓖ পাখা ⓖ চোখের পলক

১২. 'কৌপীন' শব্দের অর্থ?
ⓚ কৃপণ ⓚ ক্ষুদ্র পাগড়ি ⓖ মাৎসর্য ⓖ চীরবসন

১৩. 'রসুইচালা' শব্দের অর্থ কী?
ⓚ উপাসনা গৃহ ⓚ রান্নাঘর ⓖ ইন্দ্রপুরী ⓖ যুদ্ধক্ষেত্র

১৪. 'কণা' শব্দের অর্থ–
ⓚ অণু ⓚ অনু ⓖ পশ্চাৎ ⓖ লৌহ

১৫. 'স্থাণু' শব্দের অর্থ–
ⓚ নিশ্চল ⓚ গতিমান ⓖ বেস্টনী ⓖ ক্ষিপ্রতা

১৬. 'সুদর্শন' শব্দটি কোন অর্থ বহন করে?
ⓚ মৌমাছি ⓚ এক ধরনের পোকা ⓖ এক ধরনের ঘাস ⓖ সুন্দর যুবক

১৭. 'উত্তরী' শব্দের অর্থ–
ⓚ উত্তরীয় ⓚ উত্তরদিক ⓖ উত্তরের হাওয়া ⓖ কুয়াশা

১৮. 'কালঘুম' শব্দটির অর্থ কী?
ⓚ মৃত্যুর আগের ঘুম ⓚ রাতের ঘুম ⓖ মৃত্যু ⓖ সারাদিন ঘুমানো

১৯. 'শামাদান' শব্দের অর্থ কী?
ⓚ শ্যামকে দান ⓚ সমাধান ⓖ মোমদানি ⓖ শামকে আদান

২০. 'প্রেক্ষিত' শব্দের অর্থ–
ⓚ দৃষ্টিকোণ ⓚ পর্যবেক্ষণ ⓖ দর্শন করা হয়েছে এমন ⓖ প্রেক্ষাপট

OMR				
০১.ⓚⓚⓖⓖ	০২.ⓚⓚⓖⓖ	০৩.ⓚⓚⓖⓖ	০৪.ⓚⓚⓖⓖ	০৫.ⓚⓚⓖⓖ
০৬.ⓚⓚⓖⓖ	০৭.ⓚⓚⓖⓖ	০৮.ⓚⓚⓖⓖ	০৯.ⓚⓚⓖⓖ	১০.ⓚⓚⓖⓖ
১১.ⓚⓚⓖⓖ	১২.ⓚⓚⓖⓖ	১৩.ⓚⓚⓖⓖ	১৪.ⓚⓚⓖⓖ	১৫.ⓚⓚⓖⓖ
১৬.ⓚⓚⓖⓖ	১৭.ⓚⓚⓖⓖ	১৮.ⓚⓚⓖⓖ	১৯.ⓚⓚⓖⓖ	২০.ⓚⓚⓖⓖ

Answer									
২০.গ	১৯.গ	১৮.গ	১৭.ক	১৬.খ	১৫.ক	১৪.ক	১৩.খ	১২.ঘ	১১.খ
১০.ক	০৯.খ	০৮.গ	০৭.ক	০৬.গ	০৫.ক	০৪.ক	০৩.খ	০২.খ	০১.ক

CamScanner

JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS

অধ্যায় ৪১

ছন্দ ও অলঙ্কার
Rhythm & Rhetoric

ছন্দের সংজ্ঞা

০১. **ছন্দ** : 'ছন্দ' অর্থ : গতিবৈচিত্র্য। সাহিত্যে ছন্দ বলতে 'ভাষাগত ধ্বনি সৌন্দর্য'-কে বোঝায়। শব্দসমূহকে যেভাবে সাজালে নির্দিষ্ট পরিমাণ সৃষ্টি হয় এবং সহজে দিয়ে সৌন্দর্য সৃষ্টি করে, তাকে ছন্দ বলা হয়।

☐ ছন্দ সম্পর্কে বলতে গিয়ে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বলেন, 'ভাষাকে তার জড়ধর্ম থেকে মুক্তি দেবার জন্যই ছন্দ।'

☐ ড. সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের মতে, 'বাক্যস্থিত পদগুলোকে যেভাবে সাজাইলে বাক্যটি শ্রুতিমধুর হয় ও তাহার মধ্যে ভাবগত ও ধ্বনিগত সুষমা উপলব্ধি হয়, পদ সাজাইবার সেই পদ্ধতিকে ছন্দ বলা হয়।'

☐ প্রবোধচন্দ্র সেন তাঁর 'ছন্দ পরিক্রমায়' বলেছেন, 'সুনিয়ন্ত্রিত ও সুপরিমিত বাক্য বিন্যাসের নাম ছন্দ।'

ছন্দের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট বিষয়াদি

➤ **ধ্বনি** : শব্দের মিলিত ক্ষুদ্রতম উচ্চারিত অংশই ধ্বনি। ধ্বনি দুই প্রকার। যথা : ক. স্বরধ্বনি খ. ব্যঞ্জনধ্বনি।

➤ **অক্ষর** : অক্ষর হচ্ছে বাগযন্ত্রের ক্ষুদ্রতম প্রয়াসে উচ্চারিত ধ্বনি বা ধ্বনিগুচ্ছ।
অক্ষর দুই প্রকার। যথা : ১. মুক্তাক্ষর ২. বদ্ধাক্ষর।

০১. **মুক্তাক্ষর** : যে সকল অক্ষর স্বরধ্বনিজাত অথবা অক্ষরের শেষে একটি স্বরধ্বনি থাকে, তাকে মুক্তাক্ষর বা স্বরান্ত অক্ষর বা বিবৃত অক্ষর বলে। মুক্তাক্ষর উচ্চারণ শেষে মুখ খোলা থাকে এবং প্রয়োজনমতো প্রলম্বিত করা যায়। মুক্তাক্ষর নির্দেশক চিহ্ন (◡)। যেমন : মা, সে, না ইত্যাদি।

০২. **বদ্ধাক্ষর** : ব্যঞ্জনধ্বনি বা অর্ধস্বরধ্বনির মাধ্যমে যেসব অক্ষরের সমাপ্তি ঘটে, তাকে বদ্ধাক্ষর বা সংবৃত অক্ষর বলে। এটি উচ্চারণের শেষে মুখ বন্ধ হয়ে যায়। বদ্ধাক্ষর নির্দেশক চিহ্ন হলো (–)। যেমন : কাজ, হাত ইত্যাদি।

➤ **পর্ব** : যতির দ্বারা পর্ব নির্ণীত হয়। এক নিঃশ্বাসে চরণের যতটা অংশ উচ্চারণ করা যায়, ঐ অংশটুকু একটি পর্ব। অর্থাৎ এক যতি থেকে পরবর্তী যতি পর্যন্ত অংশকে পর্ব বলা হয়। যেমন :

'বাঁশ বাগানের | মাথার উপর | চাঁদ উঠেছে | ওই
মাগো আমার | শোলক বলা | কাজলা দিদি | কই।'

পঙক্তিতে দুটি চরণে চারটি করে যতি পড়েছে। ফলে প্রত্যেকটি চরণ চারটি ভাগে বিভক্ত হয়েছে। এই বিভক্ত প্রতিটি অংশই এক একটি পর্ব।

➤ **মাত্রা** : ছন্দের ক্ষেত্রে মাত্রা কথাটির মূল তাৎপর্য হচ্ছে অক্ষর উচ্চারণের সময় বা কাল পরিমাণ। অর্থাৎ এক একটি অক্ষর উচ্চারণের ন্যূনতম কাল পরিমাপকে মাত্রা বলে।

উদাহরণ : [illegible]

[illegible]

➤ **চরণ** : কবিতার চরণ বলতে একটি পূর্ণ বাক্যকে ধরা হয়। প্রতিচরণে কয়েকটি পর্ব বা পদ থাকে। একটি চরণ অনেকগুলো পর্বে বিভক্ত থাকে। আবার একটি চরণ একটি পর্ব হতে পারে। যেমন :
'মহাভারতের কথা | অমৃত সমান | কাশীরাম দাস কহে | শুনে পুণ্যবান।'

➤ **পঙক্তি** : ইংরেজি 'Line'-কে বাংলায় পঙক্তি বলে। কবিতার পঙক্তি ও চরণ সবসময় এক হয় না। 'চরণ' একটি পূর্ণবাক্য কিন্তু পঙক্তি সবসময় পূর্ণ বাক্য হয় না, তবে একটি পঙক্তি পূর্ণবাক্য হলে সেটিকে অবশ্যই চরণ বলা যায়। কখনো কখনো একটি চরণকে ভেঙে দুই বা ততোধিক পঙক্তিতে সাজানো যায়। বিশেষ করে ত্রিপদী এবং চৌপদীতে একটি চরণ বিভিন্ন পঙক্তিতে সাজানো থাকে। যেমন :

'যে জন দিবসে/মনের হরষে/জ্বালায় মোমের বাতি।'

➤ **স্তবক** : ভাবপূর্ণ চরণগুলোকে স্তবক বলে। প্রতি স্তবকে একাধিক চরণ সুশৃঙ্খলভাবে সাজানো থাকে। পূর্বে অনেকে প্রতি স্তবকে দুই দাঁড়ি ব্যবহার করতেন। যেমন :

'হৃদয় আজি মোর | কেমনে গেল খুলি
জগৎ আসি সেথা | করিছে কোলাকুলি,
প্রভাত জল সেই | কী জানি হল একি
আকাশ পানে চাই | কী জানি জগতে দেখি।'

➤ **লয়** : 'লয়' অর্থ : ছন্দের গতি। সাধারণত ধীর, মধ্য ও দ্রুত– এই তিন লয়ে কাব্যপাঠ হয়ে থাকে। অক্ষরবৃত্ত– ধীরলয়ের, মাত্রাবৃত্ত– মধ্যলয়ের, স্বরবৃত্ত– দ্রুতলয়ের ছন্দ।

➤ **পয়ার** : অক্ষরবৃত্ত ছন্দের অপর একটি অতি প্রচলিত নাম 'পয়ার-জাতীয় ছন্দ বা পয়ার ছন্দ'। প্রত্যেক চরণ দুই পর্বের। চরণে মাত্রা বিন্যাস ৮ + ৬ = ১৪। চরণপ্রান্ত অন্ত্যমিল এবং দুই চরণে স্তবক গঠিত হয়। যেমন : 'কাননে কুসুম কলি/ সকলি ফুটিল।'

➤ **প্রবহমানতা** : পয়ারের ন্যায় একটি শ্লোকেই একটি ভাবকে আবদ্ধ না রেখে দ্বিতীয়, তৃতীয় বা ততোধিক পঙক্তিতে টেনে নিয়ে যাওয়াকে ছন্দ শাস্ত্রে বলে প্রবহমানতা। অর্থাৎ প্রবহমানতা হলো এক পঙক্তিতে বক্তব্য শেষ না হয়ে অন্য পঙক্তি বা পঙক্তিসমূহে গড়িয়ে যাওয়া। যেমন :
'সম্মুখ সমরে পড়ি/বীর চূড়ামণি, বীরবাহু/চলি যবে গেলা যমপুরে অকালে।'

➤ **মধ্যখণ্ডন** : কাব্যপঙক্তিকে পর্ববিভাগ করার সময় কখনো কখনো কোনো শব্দ বা পদকে দ্বিখণ্ডিত করার দরকার হয়। এ প্রক্রিয়াকেই মধ্যখণ্ডন বলে। যেমন : শৈলচূড়ায়। নীড় বেঁধেছে। সাগর বিহঙ্গ/গেরা।– এখানে পর্ব বিভাগের স্বাভাবিক প্রয়োজনে 'বিহঙ্গেরা' শব্দটিকে দ্বিখণ্ডিত করা হয়েছে।

ছন্দের প্রকারভেদ

☞ **বাংলা ছন্দ তিন প্রকার**। যথা : ১. অক্ষরবৃত্ত ২. মাত্রাবৃত্ত ৩. স্বরবৃত্ত।

০১. **অক্ষরবৃত্ত ছন্দ** : যে ছন্দে শব্দের আদিতে ও মধ্যে যুগ্মধ্বনি থাকলে তা সংশ্লিষ্ট উচ্চারণে এক মাত্রা এবং শেষে যুগ্মধ্বনি থাকলে বিশ্লিষ্ট উচ্চারণে দুই মাত্রা ধরা হয়, তাকে অক্ষরবৃত্ত ছন্দ বলে। উৎপত্তির বিচারে ছন্দটিকে 'খাঁটি বাংলা অর্থাৎ তদ্ভব ছন্দ' নামে আখ্যায়িত করা হয়। যেমন :
'মরিতে চাহি না আমি সুন্দর ভুবনে/ মানবের মাঝে আমি বাঁচিবারে চাই।'
'এই সূর্যকরে এই পুষ্পিত কাননে/ জীবন্ত হৃদয় মাঝে যদি স্থান পাই।'

☞ **অক্ষরবৃত্ত ছন্দের বৈশিষ্ট্য** :
ক. মূলপর্ব আট বা দশ মাত্রার হয়।
খ. শব্দধ্বনির অতিরিক্ত তান বা সুর থাকে।
গ. এ ছন্দে শব্দের আদি ও মধ্যের যুগ্মধ্বনি উচ্চারণে এক মাত্রার এবং শেষের যুগ্মধ্বনি বিশ্লিষ্ট উচ্চারণে দুই মাত্রার।
ঘ. এ ছন্দের ভাব ও ভাষা গভীর, গম্ভীর, বিপুল এবং বিশাল।
ঙ. এ ছন্দের প্রধান বৈশিষ্ট্য এর অসাধারণ শোষণশক্তি, যার ফলে যুক্তাক্ষরবিহীন পর্বকে যুক্তাক্ষরবহুল করলেও এর মাত্রা সংখ্যার কোনো তারতম্য হয় না।
চ. এ ছন্দে লয় ধীর বা মধ্যম। যেমন :
হে বঙ্গ, ভাণ্ডারে তব বিবিধ রতন;/তা সবে (অবোধ আমি) অবহেলা করি,
পরধন লোভে মত্ত, করিনু ভ্রমণ/ পরদেশে, ভিক্ষাবৃত্তি কুক্ষণে আচরি।

০২. **মাত্রাবৃত্ত ছন্দ** : যে ছন্দে বদ্ধাক্ষর সবসময় দুই মাত্রা ধরা হয়, তাকে মাত্রাবৃত্ত ছন্দ বলে।

☞ **মাত্রাবৃত্ত ছন্দের বৈশিষ্ট্য** :
ক. মাত্রাবৃত্ত ছন্দে বদ্ধাক্ষর সর্বদাই দুই মাত্রার।
খ. এ ছন্দে অতিরিক্ত কোনো তান বা সুর থাকে না।

JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS

CamScanner

গ. এ ছন্দে স্বরবৃত্তের মতো ধ্বনি সংকোচ নেই; আছে ধ্বনি-বিস্তার।
ঘ. এ ছন্দে স্বরান্ত, হলন্ত বা কেবল স্বরান্ত অক্ষর দ্বারাই পর্ব সংঘটিত হয়।
ঙ. এ ছন্দের মূল পর্ব চার, পাঁচ, ছয়, সাত এবং আট মাত্রার। তবে, এ-ছন্দের ছয় মাত্রার চালই বেশি।
চ. এ ছন্দের লয় বিলম্বিত এবং এর গতিবেগ ঢালাসুরে একটানা প্রবাহিত।
ছ. এর উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য গীতিপ্রবণতা বা সুর নিষ্ঠতা।
জ. ছন্দের মাঝখানে মধ্যমগতির লয় থাকে। যেমন :

'এইখানে তোর | দাদির কবর | ডালিম গাছের | তলে,
তিরিশ বছর | ভিজায়ে রেখেছি | দুই নয়নের | জলে।
এতটুকু তারে | ঘরে এনেছিনু | সোনার মতন | মুখ,
পুতুলের বিয়ে | ভেঙ্গে গেল বলে | কেঁদে ভাসাইত | বুক।'

ঝ. এ ছন্দে স্বরবৃত্তের মতো ধ্বনিসংকোচ নেই; আছে ধ্বনি বিস্তার।
ঞ. এ ছন্দের ভাব ললিত মধুর।

৩. স্বরবৃত্ত ছন্দ : যে ছন্দে বদ্ধাক্ষর সবসময় একমাত্রার গণনা করা হয় এবং প্রত্যেক পর্বের প্রথম সারির আদিতে শ্বাসাঘাত পড়ে, তাকে স্বরবৃত্ত ছন্দ বলে। এ ছন্দকে দলবৃত্ত ছন্দ বা লৌকিক ছন্দ বা শ্বাসাঘাতপ্রধান ছন্দও বলা হয়। এ ছন্দ বাংলা কবিতায় ছড়ার ছন্দ নামে পরিচিত।

স্বরবৃত্ত ছন্দের বৈশিষ্ট্য :

ক. স্বরবৃত্ত ছন্দে যে-কোনো অক্ষর (যুক্তাক্ষর এবং বদ্ধাক্ষর) এক মাত্রার।
খ. প্রতিটি চরণ সাধারণত চারটি পর্বে বিভক্ত এবং প্রতি পর্বের মাত্রা সংখ্যা চার।
গ. তাল বা লয় দ্রুত পড়ে। যেমন :

'কে বকেছে / কে মেরেছে / কে দিয়েছে / গাল,
তাইতো খোকা / রাগ করেছে / ভাত খায়নি / কাল।'

ঘ. প্রত্যেক পর্বের প্রথম সারির আদিতে শ্বাসাঘাত পড়ে।

ছন্দের অন্যান্য প্রকারভেদ

গদ্যছন্দ : যে ছন্দ অন্ত্যমিলহীন, অসমপার্বিক এবং প্রবহমান তাকে গদ্যছন্দ বলে।

গদ্যছন্দের বৈশিষ্ট্য :

ক. পরস্পর ছেদ বিচ্ছিন্ন চরণ দ্বারা গঠিত।
খ. পর্ব বহুত্ব বর্জিত। চরণ দৈর্ঘ্য অর্থানুযায়ী স্বাধীন।
গ. গদ্যকবিতার ছন্দ পদ্যছন্দের মতো বাঁধাধরা কাঠামোতে নিয়ন্ত্রিত নয়।
ঘ. রবীন্দ্রনাথের মতে, 'গদ্য ছন্দের চাল স্বাভাবিক চলন, আর পদ্যছন্দের চাল নাচের চলন।' যেমন : 'তোমার সৃষ্টির পথ রেখেছো আকীর্ণ করি/বিচিত্র ছলনাজালে হে ছলনাময়ী।' মিথ্যা বিশ্বাসের ফাঁদ পেতেছ নিপুণ হাতে সরল জীবনে।

সনেট : সমদৈর্ঘ্যের চৌদ্দটি পঙ্‌ক্তি এবং একটি বিশেষ ছন্দরীতিতে যখন কবিমনের একটি অখণ্ড ভাবকল্পনা কাব্যরূপ লাভ করে তাকে সনেট হিসেবে অভিহিত করা হয়। সনেট পাশ্চাত্য ধারার কাব্যপ্রকরণ। মধুসূদন এর নাম দিয়েছেন চতুর্দশপদী কবিতা। তিনিই বাংলা সনেটের জনক। সনেটের আদি ধারা চালু করেন ইতালীয় কবি পেত্রার্ক। আধুনিক ধারা চালু করেন ইংরেজ কবি শেকসপিয়র। ১৪ ছত্রবিশিষ্ট এই কবিতায় প্রথম ৮ ছত্রকে বলে Octave বা অষ্টক ; পরবর্তী ৬ ছত্রকে বলে Sestet বা ষটক।

অমিত্রাক্ষর ছন্দ : পয়ার ছন্দভিত্তিক, অনুপ্রাসহীন এবং পূর্ণযতির মিত্রতাহীন প্রবহমান ছন্দকে অমিত্রাক্ষর ছন্দ বলে। মাইকেল মধুসূদন দত্ত বাংলা অমিত্রাক্ষর ছন্দের জনক। যেমন :

'সম্মুখ সমরে পড়ি/বীর চূড়ামণি (৮+৬ = ১৪)
বীরবাহু, চলি যবে/গেলা যমপুরে' (৮+৬ = ১৪)

অমিত্রাক্ষর ছন্দের বৈশিষ্ট্য :

ক. যতি/ছেদ চিহ্নের স্বাধীনতা।
খ. এ ছন্দ অক্ষরবৃত্তের পয়ার অবলম্বন করেই তৈরি।
গ. প্রতি ছত্রেই ১৪ মাত্রা। প্রথম ৮ মাত্রায় অর্ধযতি, শেষ ৬ মাত্রায় পূর্ণযতি।
ঘ. এ ছন্দে গম্ভীর ও ধ্বনি-মাধুর্যপূর্ণ শব্দের ব্যবহার হয়। ভাবের গভীরতা অতলস্পর্শী।
ঙ. এই ছন্দে অন্ত্যমিল বা অন্ত্যানুপ্রাস নেই।

অলঙ্কারের সংজ্ঞা ও প্রকারভেদ

অলঙ্কার : সংস্কৃত 'অলম' অর্থ : ভূষণ। কাব্যের অলঙ্কার বলতে কাব্যের সৌন্দর্য সৃষ্টিকারী তারই অন্তর্গত কোনো উপাদানকে বুঝায়।

প্রাচীন আলঙ্কারিক দণ্ডী অলঙ্কার সম্পর্কে বলেছেন, 'যে সকল ধর্ম কাব্যের শোভা জন্মায় তাহারা অলঙ্কার বলিয়া কথিত হয়।'

প্রাচীন সংস্কৃত আলঙ্কারিক বামনচার্য-এর মতে,'অলঙ্কৃতি মাত্রই অলঙ্কার।'

ড. সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় বলেন, 'যে গুণ দ্বারা ভাষার শক্তিবর্ধন ও সৌন্দর্যবর্ধন সম্পাদন হয়, তাকেই অলঙ্কার বলে।'

প্রকারভেদ : অলঙ্কার দুই প্রকার। যথা : ক. শব্দালঙ্কার ও খ. অর্থালঙ্কার

শব্দালঙ্কার

শব্দালঙ্কার : বলা হয়ে থাকে শব্দই ব্রহ্ম। শব্দের ধ্বনি বা Sound অলঙ্কারের ক্ষেত্রে খুবই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। শব্দের ধ্বনিরূপের আশ্রয়ে যে সমস্ত অলঙ্কারের সৃষ্টি হয়, তাকে শব্দালঙ্কার বলা হয়। শব্দালঙ্কার শব্দের ধ্বনির পরিবর্তন সহ্য করে না। যেমন : 'কুলায় কাঁপিছে কাতর কপোত।' (রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর)

উল্লেখযোগ্য শব্দালঙ্কারের নাম :

১. অনুপ্রাস ২. যমক ৩. শ্লেষ ৪. বক্রোক্তি ৫. পুনরুক্তবদাভাস।

০১. অনুপ্রাস : একই ব্যঞ্জনধ্বনির বাক্যের মধ্যে পৌনঃপুনিক ব্যবহারকে বলা হয় অনুপ্রাস। যেমন : কাক কালো, কোকিল কালো, কালো কন্যার কেশ প্রভৃতি।

অনুপ্রাস ৬ রকমের হয়। নিচে উল্লেখযোগ্য কিছু অনুপ্রাসের সংজ্ঞা উদাহরণসহ দেওয়া হলো :

ক. অন্ত্যানুপ্রাস : কবিতার প্রতি চরণান্তে যে মিল তাকে অন্ত্যানুপ্রাস বলা হয়। যেমন :

গগনে গরজে মেঘ, ঘন বরষা, কূলে একা বসে আছি, নাহি ভরসা। (রবীন্দ্রনাথ)

খ. ছেকানুপ্রাস : একাধিক ব্যঞ্জনধ্বনি যখন দুবার কবিতার ছত্রে ব্যবহৃত হয়, তখন তাকে ছেকানুপ্রাস বলা হয়। যেমন : 'এখনি, অন্ধ, বন্ধ করো না পাখা।' (রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর)

গ. বৃত্ত্যনুপ্রাস : বাক্যে একটি ব্যঞ্জনধ্বনি একাধিকবার ধ্বনিত হলে বৃত্ত্যনুপ্রাস হয়। যেমন : ভূলোক দ্যুলোক গোলোক ভেদিয়া/খোদার আসন'আরশ' ছেদিয়া,(নজরুল)

০২. যমক : 'যমক' শব্দের অর্থ : যুগ্ম– একই শব্দ বা প্রায় একই রকম উচ্চারিত শব্দ যদি নির্দিষ্ট ক্রমে দুই বা তার বেশিবার আলাদা আলাদা অর্থে বসে, তবে সে অলঙ্কার হবে যমক। যেমন : 'ভারত ভারত খ্যাত আপনার গুণে।'

০৩. শ্লেষ : একটি শব্দ একবার মাত্র ব্যবহৃত হয়ে বিভিন্ন অর্থ প্রকাশ করলে তাকে শ্লেষ অলঙ্কার বলে। যেমন : কে বলে ঈশ্বর গুপ্ত ব্যাপ্ত চরাচর,/ যাহার প্রভায় প্রভা পায় প্রভাকর।

শ্লেষ দুই প্রকার। যথা : ক. অভঙ্গ শ্লেষ ও খ. সভঙ্গ শ্লেষ।

ক. অভঙ্গ শ্লেষ : 'মধুহীন করো না মা তব মনঃ কোকনদে।' এ বাক্যে মধুহীন বলতে কোকনদে অর্থাৎ পদ্মফুলের মধুকে বোঝানো হয়েছে আবার মাইকেল মধুসূদন দত্তকেও বোঝানো হয়েছে।

খ. সভঙ্গ শ্লেষ : 'শ্রীচরণেষু' বলতে বোঝায় মহোদয় সমীপে। আবার এটি ভাঙ্গলে দাঁড়াচ্ছে– শ্রীচরণে + যু অর্থাৎ সুন্দর চরণে জুতা।

০৪. বক্রোক্তি : রচনার সৌন্দর্য প্রকাশের জন্য বক্রতা বা মনোহর ভঙ্গি দ্বারা উক্তি সম্পন্ন হলে, তাকে বক্রোক্তি বলে। সোজাসুজি না বলে বাঁকাভাবে কোনো বক্তব্য প্রকাশ পেলে তা বক্রোক্তি হয়। যেমন : গৌরী সেনের আবার টাকার অভাব কী?

০৫. পুনরুক্তবদাভাস : একই চরণে একার্থক একাধিক শব্দ যদি বিভিন্নরূপে ব্যবহৃত হয় কিন্তু বিশ্লেষণে যদি পুনরাবৃত্তির বিভিন্ন অর্থ হয় তবে তাকে পুনরুক্তবদাভাস বলা হয়। যেমন : 'নিশীথ রাতে একা বসে গান গাই।' (রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর)

CamScanner

অর্থালঙ্কার

অর্থালঙ্কার : অর্থের বৈচিত্র্য ও সৌন্দর্য-বিধায়ক অলঙ্কারকে বলা হয় অর্থালঙ্কার। অর্থাৎ যে অলঙ্কার একান্তভাবে শব্দের অর্থের ওপর নির্ভর করে; অর্থ প্রকাশক শব্দ বা শব্দাবলিকে পরিবর্তিত করে সেখানে সমার্থক অন্য শব্দ বসিয়ে দিলেও যে অলঙ্কার অক্ষুণ্ন থাকে তাকে অর্থালঙ্কার বলে।
যেমন : 'শাখির নীড়ের মত চোখ তুলে নাটোরের বনলতা সেন।' (জীবনানন্দ দাশ)

- **প্রকারভেদ :** সাধারণ লক্ষণ অনুসারে অর্থালঙ্কার পাঁচ শ্রেণিতে বিভক্ত। যথা :
১. সাদৃশ্যমূলক ২. বিরোধমূলক ৩. ন্যায়মূলক
৪. গূঢ়ার্থমূলক ৫. শৃঙ্খলামূলক

০১. সাদৃশ্যমূলক অর্থালঙ্কার : দুই ভিন্ন জাতীয় পদার্থের অন্তর্নিহিত কোনো না কোনো সাদৃশ্যের ওপর নির্ভর করে যে শ্রেণির অলঙ্কার রূপ লাভ করে তাকে সাদৃশ্যমূলক অর্থালঙ্কার বলা হয়। এ শ্রেণির উল্লেখযোগ্য অলঙ্কার হলো :
ক. উপমা খ. উৎপ্রেক্ষা গ. রূপক ঘ. অতিশয়োক্তি ঙ. সন্দেহ চ. ভ্রান্তিমান।

ক. উপমা : একই বাক্যে সাধারণ ধর্ম বিশিষ্ট দুইটি ভিন্ন জাতীয় বস্তুর মধ্যে সাদৃশ্য কল্পনা করা হলে তাকে উপমা বলে। যেমন :
'বেতের ফলের মত তার ম্লান চোখ মনে আসে।' (জীবনানন্দ দাশ)

খ. রূপক : উপমেয়ের সঙ্গে উপমানের অভেদ কল্পনা করা হলে তাকে রূপক অলঙ্কার বলে।
যেমন : 'জীবন-সিন্ধু মথিয়া যে কেহ আনিবে অমৃত বারি।' (কাজী নজরুল ইসলাম)

গ. উৎপ্রেক্ষা : নিকট সাদৃশ্যের জন্যে উপমেয়কে উপমান বলে প্রবল সংশয় হলে উৎপ্রেক্ষা অলঙ্কার হয়। যেমন :

'হাড়-বেরুনো খেজুরগুলো
ডাইনি যেন আমর-চুলো।' (সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত)

ঘ. অতিশয়োক্তি : উপমার চরম পরিণতি অতিশয়োক্তি। উপমেয়কে উল্লেখ না করে উপমানকে উপমেয় রূপে উল্লেখ করলে তাকে অতিশয়োক্তি বলে। যেমন :

'আমি নইলে মিথ্যা হত সন্ধ্যাতারা ওঠা,
মিথ্যা হত কাননে ফুল ফোটা।'

ঙ. সন্দেহ : যেখানে উপমেয় ও উপমান উভয়পক্ষে সমান সংশয় থাকে সেখানে সন্দেহ অলঙ্কার হয়। যেমন :

'সূর্ণপাত্রে সুধারস, না সে বিষ?
কে করে শোচনা
পান করি সুনিভৃতে, মুচকিয়া হাসে যবে ললিত লোচনা।'

চ. ভ্রান্তিমান : অতি সাদৃশ্যবশত উপমেয়ের সঙ্গে উপমানের প্রভেদ নির্ণয় করতে না পেরে যদি উপমেয়কে উপমান বলে ভুল করা হয়, তবে ভ্রান্তিমান অলঙ্কার হয়।
যেমন : 'তোমার সুখে গুনগুনিয়ে ভ্রমর এলো
কমল বলে ভুল করে সে স্পর্শ ছড়ালো;
আমার ঈর্ষা জাগালো।'

০২. বিরোধমূলক অলঙ্কার : দুটি পদার্থের আপাত বিরোধকে অবলম্বন করে যে শ্রেণির অলঙ্কার রূপ লাভ করে তাকে বিরোধমূলক অলঙ্কার বলে।

➢ বিরোধমূলক অলঙ্কারের মধ্যে প্রধান হচ্ছে–
ক. বিরোধাভাস খ বিষম গ. বিভাবনা ঘ. বিশেষোক্তি ঙ. অসঙ্গতি

ক. বিরোধাভাস : যদি দুটি বস্তুর মধ্যে আপাত বিরোধ দেখা যায়, ওই বিরোধে যদি কারো চমৎকারিত্ব বা উৎকর্ষের সৃষ্টি হয়, তবে তাকে বিরোধাভাস অলঙ্কার বলে। যেমন : 'সীমার মাঝে অসীম তুমি বাজাও আপন সুর।' (রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর)

খ. বিষম : কার্য ও কারণের মধ্যে যদি কোনো বৈষম্য দেখা যায় কিংবা কারণ থেকে যে ফল পাবার কথা, তার বদলে অবাঞ্ছিত ফল দেখা দেয় কিংবা একই স্থলে দুটি অসম্ভব ঘটনার মিলন ঘটে তখন তাকে বিষম অলঙ্কার বলা হয়। যেমন :
'যমুনার জলে যদি দিই গিয়া ঝাঁপ পরাণ জুড়ায় কি, অধিক উঠে তাপ।' (প্রচলিত)

গ. বিভাবনা : সাধারণত কারণ ছাড়া কোনো কার্য হয় না, একে কার্যকারণ বলে। কিন্তু কাব্যে কারণ ছাড়াও কার্য হতে পারে, আর এমন হলে তাকে বিভাবনা বলে। তবে প্রচলিত কারণের বাইরে এখানে কোনো গূঢ় কারণ অবশ্যই থাকবে। যেমন : 'মদ না খেয়েও মাতাল তুমি টাকার গরমে।' (শুদ্ধসত্ত্ব বসু।)

ঘ. বিশেষোক্তি : যেখানে প্রসিদ্ধ কারণ থাকা সত্ত্বেও কার্যোৎপত্তি হয় না, সেখানে বিশেষোক্তি অলঙ্কার হয়। যেমন :

'আছে চক্ষু কিন্তু তায় দেখা নাহি যায়।
আছে কর্ণ কিন্তু তায় শব্দ নাহি ধায়।' (ঈশ্বরগুপ্ত)

ঙ. অসঙ্গতি : এক স্থানে কারণ থাকলে এবং অপর স্থানে কার্যোৎপত্তি হলে অসঙ্গতি অলঙ্কার হয়। যেমন :

'অন্ধকারের উৎস হতে উৎসারিত আলো
সে তো তোমার আলো'

০৩. ন্যায়মূলক অর্থালঙ্কার : যেখানে কোনো বক্তব্যকে ন্যায়সঙ্গত সমর্থনসহ উপস্থিত করা হয়, তাকে ন্যায়মূলক অর্থালঙ্কার বলে।

☞ ন্যায়মূলক অর্থালঙ্কার দুই শ্রেণিতে বিভক্ত। যথা : ক. অর্থান্তরন্যাস ও খ. কাব্যলিঙ্গ

ক. অর্থান্তরন্যাস : যেখানে সাধারণ বিষয়ের দ্বারা বিশেষ বিষয় অথবা বিশেষ বিষয়ের দ্বারা সাধারণ বিষয় সমর্থিত হয় সেখানে অর্থান্তরন্যাস অলঙ্কার হয়। যেমন : 'এ জগতে হায় সেই বেশি চায় আছে যার ভূরি ভূরি
রাজার হস্ত করে সমস্ত কাঙালের ধন চুরি।' (রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর)

খ. কাব্যলিঙ্গ : যেখানে কোনো পদের বা বাক্যের অর্থকে ব্যঞ্জনায় বর্ণনীয় বিষয়ের কারণ বলে মনে হয়, সেখানে কাব্যলিঙ্গ অলঙ্কার হয়। যেমন :

'কি কুক্ষণে (তোর দুঃখে দুঃখী)
পাবক-শিখা-রূপিণী জানকীরে আমি
আনিনু এ হৈম গেহে?'

০৪. গূঢ়ার্থমূলক অর্থালঙ্কার : যেখানে প্রস্তাবিত বাচ্যার্থের আড়ালে আরেকটি গূঢ়ার্থ থাকে, তাকে গূঢ়ার্থমূলক অর্থালঙ্কার বলে।

☞ গূঢ়ার্থমূলক অলঙ্কার দুই ধরনের। যথা : ক. ব্যাজস্তুতি ও খ. অপ্রস্তুত প্রশংসা

ক. ব্যাজস্তুতি : স্তুতিচ্ছলে নিন্দা অথবা নিন্দাচ্ছলে স্তুতি বোঝালে ব্যাজস্তুতি হয়। যেমন :

'অতি বড় বৃদ্ধ পতি সিদ্ধিতে নিপুণ
কোন গুণ নাই তার কপালে আগুন।'

খ. অপ্রস্তুত প্রশংসা : যেখানে অপ্রস্তুত বিষয়ের বর্ণনা দ্বারা প্রস্তুত বিষয়ের প্রতীতি হয়, সেখানে অপ্রস্তুত প্রশংসা অলঙ্কার রূপ লাভ করে। যেমন :

'প্রাচীরের ছিদ্রে এক নাম-গোত্র-হীন / ফুটিয়াছে ফুল এক অতিশয় দীন।
ধিক ধিক করে তারে কাননে সবাই, / সূর্য উঠি বলে তারে, ভাল আছ ভাই।'

০৫. শৃঙ্খলামূলক অর্থালঙ্কার : যদি একটি কার্য পরবর্তী কার্যের কারণ হয় এবং এরকম একাধিক কার্যকারণ শৃঙ্খলাবদ্ধ হয়ে চলতে থাকে, তাকে শৃঙ্খলামূলক অলঙ্কার বলে।

☞ শৃঙ্খলামূলক অলঙ্কার তিন প্রকার। যথা : ক. কারণমালা খ. একাবলি ও গ. সার।

ক. কারণমালা : কোনো কারণের কার্য যদি অন্য কার্যের কারণ হয়, তাকে কারণমালা বলে। যেমন :

'বিদ্যা হতে জ্ঞান হয়, জ্ঞানে হয় ভক্তি,
ভক্তি হতে মুক্তি হয়, এই সার যুক্তি। (কাশীরাম দাস)

খ. একাবলি : একই শৃঙ্খলাক্রমে যখন একটি বাক্যের বিশেষ্যপদ তার আগের বাক্যে বিশেষণ রূপে বসে তখন তাকে একাবলি অলঙ্কার বলে। যেমন :

'সুনীল আকাশ, স্নিগ্ধ বাতাস, বিমল নদীর জল
গাছে গাছে ফুল, ফুলে ফুলে অলি, সুন্দর ধরাতল।' (যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত)

গ. সার : বস্তুর উত্তরোত্তর উৎকর্ষের নাম সার। যেমন :

'আমাদের দেশে অধিকাংশ পুরুষ
গৃহপালিত, পত্নী চালিত, মাতৃলালিত।' (প্রচলিত)

লিখিত অংশ : অনুশীলনমূলক কাজ

০১. ছন্দ বলতে কী বোঝ? ছন্দ কত প্রকার ও কী কী লেখ।
উত্তর : আলোচনা অংশ দ্রষ্টব্য।

০২. সংজ্ঞার্থ লেখ : ক. অক্ষরবৃত্ত ছন্দ খ. মাত্রাবৃত্ত ছন্দ।
উত্তর : আলোচনা অংশ দ্রষ্টব্য।

০৩. অলঙ্কার কাকে বলে? অলঙ্কার কত প্রকার ও কী কী লেখ।
উত্তর : আলোচনা অংশ দ্রষ্টব্য।

০৪. সংজ্ঞার্থ লেখ : ক. উৎপ্রেক্ষা খ. অনুপ্রাস।
উত্তর : আলোচনা অংশ দ্রষ্টব্য।

CamScanner

JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS

বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের বিগত বছরের (MCQ প্রশ্নোত্তর)

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

যে অক্ষরের শেষে স্বরধ্বনি উচ্চারিত হয় তাকে কী বলে? [খ ১৭-১৮]
(ক) মুক্তাক্ষর (খ) বদ্ধাক্ষর (গ) স্বরাক্ষর (ঘ) দীর্ঘস্বর [উ: ক]

জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়

নিম্নোক্ত চরণ দুটিতে কয়টি মাত্রা রয়েছে? [H ১৯-২০]

চিরসুখী জন ভ্রমে কি কখন
ব্যথিত বেদন বুঝিতে পারে

(ক) 20 (খ) 22 (গ) 24 (ঘ) 26 [উ: গ]

নিম্নোক্ত চরণটিতে কয়টি মাত্রা রয়েছে? [H ১৯-২০]

যে জন দিবসে মনের হরষে জ্বালায় মোমের বাতি

(ক) 20 (খ) 22 (গ) 24 (ঘ) 26 [উ: গ]

নিম্নোক্ত চরণ দুটিতে কয়টি মাত্রা রয়েছে? [H ১৯-২০]

তোমার কীর্তির চেয়ে তুমি যে মহৎ
তাই তব জীবনের রথ

(ক) 20 (খ) 22 (গ) 24 (ঘ) 26 [উ: গ]

নিম্নোক্ত চরণ দুটিতে কয়টি মাত্রা রয়েছে? [H ১৯-২০]

কি যাতনা বিষে বুঝিবে সে কিসে
কভু আশীবিষে দংশেনি যারে

(ক) 22 (খ) 23 (গ) 24 (ঘ) 26 [উ: গ]

০৫. নিম্নোক্ত চরণ দুটিতে কয়টি মাত্রা রয়েছে? [H ১৯-২০]

রানার ছুটেছে তাই ঝুম ঝুম ঘণ্টা বাজছে রাতে
রানার চলেছে খবরের বোঝা হাতে

(ক) 20 (খ) 32 (গ) 33 (ঘ) 34 [উ: খ]

০৬. নিম্নোক্ত চরণ দুটিতে কয়টি মাত্রা রয়েছে? [H ১৯-২০]

এস নাথ, কত ক্লেশ পেয়েছ কুটীরে
সাধ হয় মরণ সময়, মরিব তোমায় দেখে

(ক) 30 (খ) 32 (গ) 34 (ঘ) 36 [উ: খ]

০৭. মাত্রাবৃত্ত ছন্দ সাধারণত কয় মাত্রার হয়ে থাকে? [C-I ১৯-২০]
(ক) চার মাত্রার (খ) পাঁচ মাত্রার (গ) ছয় মাত্রার (ঘ) আট মাত্রার [উ: গ]

০৮. 'তুমি আসো নাই, তোমার সঙ্গে/ নবুশাখে বৃষ্টি এসেছে।' ছন্দ ও পর্বিন্যাস যথাক্রমে– [C ১৮-১৯]
(ক) মাত্রাবৃত্ত, ৬ + ৬/৬ + ৬ (খ) স্বরবৃত্ত, ৪ + ৪/৪ + ৪
(গ) অক্ষরবৃত্ত, ১০ + ১০/১০ + ১০ (ঘ) মাত্রাবৃত্ত, ৫ + ৫/৫ + ৫ [উ: ক]

০৯. চিত্রকল্প বলতে বোঝায়– [বাংলা বিভাগ ১২-১৩]
(ক) শব্দ বা শব্দগুচ্ছের প্রয়োগে নির্মিত সংবেদ্য চিত্রাভাস
(খ) কাব্যচিত্রকল্পের প্রয়োগ
(গ) উপমা উৎপ্রেক্ষার মাধ্যমে মনোগ্রাহী করা (ঘ) কোনোটিই নয় [উ: ক]

১০. নিচের কোনটি মাত্রাবৃত্ত ছন্দে রচিত হয়নি? [১২-১৩]
(ক) বঙ্গভাষা (খ) কবর (গ) সোনার তরী (ঘ) জীবন-বন্দনা [উ: ক]

১১. নজরুল ইসলামের প্রিয় ছন্দ কোনটি? [১২-১৩]
(ক) অক্ষরবৃত্ত (খ) মাত্রাবৃত্ত (গ) স্বরবৃত্ত (ঘ) মুক্ত অক্ষরবৃত্ত [উ: খ]

১২. 'জীবন-বন্দনা' কবিতাটি কত মাত্রার মাত্রাবৃত্ত ছন্দে রচিত? [১২-১৩]
(ক) ৫ (খ) ৬ (গ) ৮ (ঘ) ৪ [উ: খ]

১৩. নিচের কোনটি প্রবহমান অক্ষরবৃত্ত ছন্দে রচিত? [১২-১৩]
(ক) বাংলাদেশ (খ) কবর (গ) সোনার তরী (ঘ) জীবন-বন্দনা [উ: খ]

১৪. ষাণ্মাত্রিক মাত্রাবৃত্ত ছন্দের কবিতা কোনটি? [১২-১৩]
(ক) কবর (খ) সোনার তরী (গ) আঠারো বছর বয়স (ঘ) জীবন-বন্দনা [উ: ক]

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়

০১. বাংলা অক্ষরবৃত্ত ছন্দের নতুন রূপ কোনটি? [A ১৯-২০]
(ক) মাত্রাবৃত্ত (খ) অমিত্রাক্ষর (গ) পয়ার (ঘ) স্বরবৃত্ত [উ: খ]

০২. 'কূপমণ্ডূক' শব্দের আলঙ্কারিক অর্থ কী? [রাবি E-১৫-১৬]
(ক) কুয়োর ব্যাঙ (খ) সংকীর্ণমনা ব্যক্তি (গ) স্বার্থ সচেতন ব্যক্তি (ঘ) সমুদ্রের ব্যাঙ [উ: খ]

০৩. 'পজ্ঝটিকা' কী? [রাবি ০৮-০৯]
(ক) সাহিত্যের ধারা (খ) সরস রচনা (গ) চর্যাগীতিকা (ঘ) সংস্কৃত ছন্দ [উ: ঘ]

০৪. ঠিকভাবে উপমা ব্যবহার না করলে বাক্য হারায়– [E ২০১০-১১]
(ক) আসত্তি (খ) আকাঙ্ক্ষা (গ) যোগ্যতা (ঘ) শৃঙ্খলা [উ: গ]

০৫. বাংলা গদ্যছন্দ প্রচলন করেন– [জাবি খ ইউনিট ১৮-১৯]
(ক) মাইকেল মধুসূদন দত্ত (খ) রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
(গ) [illegible] (ঘ) কাজী নজরুল ইসলাম [উ: খ]

০৬. বাংলা কবিতায় অমিত্রাক্ষর ছন্দের প্রবর্তন করেন কে? [১৮-১৯]
(ক) মাইকেল মধুসূদন দত্ত (খ) বিহারীলাল চক্রবর্তী (গ) ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত (ঘ) সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত [উ: ক]

০৭. অমিত্রাক্ষর ছন্দের কবিতা কোনটি? [বি. ০৫-০৬]
(ক) সোনার তরী (খ) [illegible] (গ) জীবন বন্দনা (ঘ) বঙ্গভাষা [উ: ঘ]

০৮. কাজী নজরুল ইসলামের 'জীবন বন্দনা' কবিতাটি রচিত হয়েছে [A ১৮-১৯]
(ক) অক্ষরবৃত্ত ছন্দে (খ) মাত্রাবৃত্ত ছন্দে (গ) স্বরবৃত্ত ছন্দে (ঘ) মিশ্র ছন্দে [উ: খ]

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়

০১. বাংলা কবিতার কোন ছন্দকে 'ছড়ার ছন্দ' বলা হয়? [B1 ১৯-২০]
(ক) অক্ষরবৃত্ত (খ) মাত্রাবৃত্ত (গ) স্বরবৃত্ত (ঘ) ত্রিপদী [উ: গ]

০২. বাংলা ভাষার ছন্দ প্রধানত কত প্রকার? [B1 ১৯-২০]
(ক) ২ (খ) ৩ (গ) ৪ (ঘ) ৫ [উ: খ]

০৩. কোনটি সংগীতের ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয় না? [B1 ১১-১২]
(ক) ঠাট (খ) আস্থায়ী (গ) বিস্তার (ঘ) [illegible] [উ: ঘ]

০৪. 'লহরা' কথাটি কোন ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয়? [B1 ১১-১২]
(ক) গান (খ) নাটক (গ) নৃত্যকলা (ঘ) উপন্যাস [উ: গ]

০৫. অমিত্রাক্ষর ছন্দ কোন ছন্দের রূপান্তর? [B ১১-১২]
(ক) স্বরমাত্রিক (খ) পয়ার (গ) স্বরবৃত্ত (ঘ) মাত্রাবৃত্ত [উ: খ]

০৬. কোনটি অপেক্ষাকৃত আধুনিক ছন্দ? [B ১১-১২]
(ক) অক্ষরবৃত্ত (খ) মাত্রাবৃত্ত (গ) অমিত্রাক্ষর (ঘ) ত্রিপদী [উ: খ]

০৭. 'পূর্ণিমার চাঁদ যেন ঝলসানো রুটি' এটি কীসের দৃষ্টান্ত? [B ১৯-২০]
(ক) সমাসোক্তি (খ) রূপক (গ) উৎপ্রেক্ষা (ঘ) অতিশয় [উ: গ]

০৮. মধুসূদন কোন ছন্দ ভেঙে নতুন ছন্দের রূপ দিয়েছেন? [D ১৯-২০]
(ক) পয়ার (খ) স্বরবৃত্ত (গ) মাত্রাবৃত্ত (ঘ) গদ্য ছন্দ [উ: ক]

০৯. বাংলা সাহিত্যে বেশিরভাগ ছড়া কোন ছন্দে লিখিত? [চবি ১৯-২০]
(ক) মাত্রাবৃত্ত (খ) অক্ষরবৃত্ত (গ) স্বরবৃত্ত (ঘ) গদ্য ছন্দ [উ: গ]

১০. 'সোনার তরী' কবিতাটি কোন ছন্দে রচিত? [ঘ ০৭-০৮, B ১১-১২]
(ক) অক্ষরবৃত্ত (খ) মাত্রাবৃত্ত (গ) স্বরবৃত্ত (ঘ) ত্রিপদী [উ: খ]

১১. 'বাংলাদেশ' কবিতাটি কোন ছন্দে রচিত? [D ০৫-০৬; চবি ১১-১২]
(ক) স্বরবৃত্ত (খ) অক্ষরবৃত্ত (গ) মাত্রাবৃত্ত (ঘ) গদ্য ছন্দ [উ: খ]

১২. 'বৃষ্টি পড়ে টাপুর-টুপুর, নদে এলো বান' এটি কোন ছন্দে লেখা? [D ১৪-১৫]
(ক) অক্ষরবৃত্ত (খ) মাত্রাবৃত্ত (গ) স্বরবৃত্ত (ঘ) পয়ার [উ: গ]

১৩. নিচের কোনটি সাদৃশ্যমূলক অলংকার? [D, সেট ১৪-১৫]
(ক) অনুপ্রাস (খ) যমক (গ) উপমা (ঘ) শ্লেষ [উ: গ]

GST গুচ্ছ বিশ্ববিদ্যালয়

০১. একটি উপমেয়ের একাধিক উপমান থাকলে তাকে কী বলা হয়? [A : ২১-২২]
(ক) লুপ্তোপমা (খ) রূপক (গ) পূর্ণোপমা (ঘ) মালোপমা [উ: ঘ]

০২. যে উপমায় উপমেয়, উপমান, সাধারণ ধর্ম এবং তুলনাবাচক শব্দ উপস্থিত থাকে তাকে কী বলা হয়? [B : ২১-২২]
(ক) মালোপমা (খ) লুপ্তোপমা (গ) প্রতিবস্তু উপমা (ঘ) পূর্ণোপমা [উ: ঘ]

জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলাম বিশ্ববিদ্যালয়

০১. নিচের কোনটি সমমাত্রিক ছন্দ? [A1 ১৭-১৮]
(ক) অক্ষরবৃত্ত (খ) মুক্তক (গ) মাত্রাবৃত্ত (ঘ) পয়ার [উ: গ]

০২. তাল কী? [AP ১৭-১৮]
(ক) মাত্রার সমষ্টি (খ) সময়ের বিভাজন (গ) সুরের ছন্দ (ঘ) গতির প্রকাশ [উ: খ]

০৩. সাহিত্যে অলংকার প্রধানত কত প্রকার? [C ১৭-১৮; E ১৩-১৪]
(ক) ৬ (খ) ২ (গ) ৪ (ঘ) ৫ [উ: খ]

০৪. 'অনেক পাতার ঘনিষ্ঠতায় একটি প্রগাঢ় নিকুঞ্জ' এটি একটি– [A ১৩-১৪]
(ক) উপমা (খ) উৎপ্রেক্ষা (গ) রূপক (ঘ) চিত্রকল্প [উ: ঘ]

JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS

CamScanner

JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS

বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়

০১. 'সিমেরিক' কী? [C ১৯-২০; রাবি A ১৮-১৯]
ক গ্রন্থের নাম খ সাহিত্যের রূপক
গ বিশেষ ধরনের পদ্যছন্দ ঘ আন্দোলনের প্রবর্তক — উ: গ

০২. 'কবরী এলো করে আকাশ দেখার মুহূর্ত শব্দ গুচ্ছটি– [C ১৩-১৪]
ক রূপক খ উপমা গ চিত্রকল্প ঘ উৎপেক্ষা — উ: গ

০৩. আট মাত্রার মাত্রাবৃত্তে রচিত কবিতা কোনটি? [B ১৬-১৭; C ১৭-১৮]
ক সোনার তরী খ জীবন-বন্দনা গ আমার পূর্ব বাংলা ঘ একটি ফটোগ্রাফ — উ: গ

ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়

০১. 'নবান্ন' কবিতাটি কোন ছন্দে রচিত? [B ১৯-২০]
ক স্বরবৃত্ত খ অক্ষরবৃত্ত গ অমিত্রাক্ষর ঘ মাত্রাবৃত্ত — উ: খ

০২. উপমার ঠিক প্রয়োগ ঘটেছে কোন বাক্যে? [B ১৮-১৯]
ক আমার হৃদয়-মন্দিরে আশার বীজ উপ্ত হলো
খ আমার হৃদয়-সমুদ্রে আশার বীজ রোপিত হলো
গ আমার হৃদয়-ক্ষেত্রে আশার বীজ উপ্ত হলো
ঘ আমার হৃদয়-আকাশে আশার বীজ উদিত হলো — উ: গ

০৩. নিচের কোনটি অভেদ বা উপমা সম্বন্ধ? [B ১৮-১৯]
ক শোকের ঝড় খ গোরুর গাড়ি গ বাতির আলো ঘ ক্ষীরের পিঠা — উ: ক

০৪. 'সবকটা জানালা খুলে দাও না।' বাক্যে 'না' এর ব্যবহার– [B ১৩-১৪]
ক নঞর্থক খ অন্ত্যর্থক গ নিরর্থক ঘ অলঙ্কারসূচক — উ: ঘ

খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়

০১. 'সাম্যবাদী', 'এই পৃথিবীতে এক স্থান আছে' ও 'ফেব্রুয়ারি ১৯৬৯' কবিতাগুলো যথাক্রমে কোন কোন ছন্দে রচিত? [B ১৯-২০]
ক স্বরবৃত্ত, মাত্রাবৃত্ত ও অক্ষরবৃত্ত খ গদ্যছন্দ, অক্ষরবৃত্ত ও মাত্রাবৃত্ত
গ মাত্রাবৃত্ত, অক্ষরবৃত্ত ও গদ্যছন্দ ঘ মাত্রাবৃত্ত, স্বরবৃত্ত ও অক্ষরবৃত্ত — উ: গ

শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়

০১. 'বিশ্বাসের পাথরে যেন খোদাই সে চোখ।' এ বাক্যে কোন ধরনের অলঙ্কারের প্রয়োগ হয়েছে? [A ১৯-২০]
ক অনুপ্রাস খ রূপক গ সন্দেহ
ঘ উপমা ঙ উৎপ্রেক্ষা — উ: ঙ

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বি. ও প্র. বিশ্ববিদ্যালয়

০১. অক্ষরের মানদণ্ডকে কী বলে? [D ১৮-১৯]
ক পর্ব খ মাত্রা গ চরণ ঘ স্তবক — উ: খ

০২. 'চর্যাপদ' কোন ছন্দে লেখা? [D ১৬-১৭; নোবিপ্রবি ক ১৫-১৬]
ক অক্ষরবৃত্ত খ মাত্রাবৃত্ত গ স্বরবৃত্ত ঘ অমিত্রাক্ষর ছন্দ — উ: খ

পাবনা বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়

০১. অমিত্রাক্ষর ছন্দের ভিত্তি কোন ছন্দ? [B ১৯-২০; বেরোবি B ১৭-১৮]
ক ত্রিপদী খ পয়ার গ মাত্রাবৃত্ত ঘ অক্ষরবৃত্ত — উ: গ

০২. 'পাখির নীড়ের মত চোখ তুলে নাটোরের বনলতা সেন।' এখানে আছে– [A ১৫-১৬]
ক অর্থালঙ্কার খ শব্দালঙ্কার গ বক্রালঙ্কার ঘ সমাসোক্তি অলঙ্কার — উ: গ

যশোর বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়

০১. নিন্দাসূচক বিষয়কে ভদ্র ভাষায় আবৃত করাকে কী বলে? [D, সেট I; ১৪-১৫]
ক ব্যাজস্তুতি খ অতিশয়োক্তি গ সুভাষণ ঘ শ্লেষ — উ: গ

ঢাবি অধিভুক্ত ৭ কলেজ

০১. কোনটি কবিতার ছন্দ নয়? [ক ১৭-১৮]
ক স্বরবৃত্ত খ মাত্রাবৃত্ত গ ইতিবৃত্ত ঘ অক্ষরবৃত্ত — উ: গ

BCS পরীক্ষার বিগত বছরের MCQ প্রশ্নোত্তর

০১. স্বরান্ত অক্ষরকে কী বলে? [৪৫তম বিসিএস]
ক একাক্ষর খ মুক্তাক্ষর গ বদ্ধাক্ষর ঘ যুক্তাক্ষর — উ: খ

০২. বাংলা ভাষায় ছন্দ প্রধানত কত প্রকার? [৩০তম, ২৫তম বিসিএস]
ক ২ খ ৪ গ ৩ ঘ ৫ — উ: গ

০৩. রবীন্দ্রনাথের 'সোনার তরী' কবিতা কোন ছন্দে রচিত? [৩০তম বিসিএস]
ক স্বরবৃত্ত খ অক্ষরবৃত্ত গ মন্দাক্রান্তা ঘ মাত্রাবৃত্ত — উ: ঘ

০৪. 'অমিত্রাক্ষর' ছন্দের বৈশিষ্ট্য হলো– [২৫তম বিসিএস]
ক অন্ত্যমিল আছে খ অন্ত্যমিল নেই
গ চরণের প্রথমে মিল থাকে ঘ বিশ মাত্রার পর্ব থাকে — উ: খ

০৫. সনেটের কটি অংশ? [২৪তম বিসিএস(বাতিলকৃত)]
ক ১ টি খ ২ টি গ ৩ টি ঘ ৪ টি — উ: খ

০৬. যে ছন্দের মূলপর্বের মাত্রা সংখ্যা চার, তাকে বলা হয়– [১৭তম বিসিএস]
ক স্বরবৃত্ত খ পয়ার গ মাত্রাবৃত্ত ঘ অক্ষরবৃত্ত — উ: গ

০৭. মধুসূদন দত্তের দেশপ্রেম কোন ধরনের সাহিত্যকর্মে প্রবলভাবে প্রকাশ লাভ করেছে? [৬৩তম বিসিএস]
ক মহাকাব্যে খ নাটকে
গ পত্রকাব্যে ঘ সনেটে — উ: গ

০৮. 'দেশের যত নদীর ধারা জল না, ওরা অশ্রুধারা।'– এই উক্তিটি নিচের কোন পারিভাষিক অলংকার দ্বারা শোভিত? [৪৪তম বিসিএস]
ক অপহ্নুতি খ যমক
গ অর্থোন্নতি ঘ অভিযোজন — উ: গ

০৯. সাহিত্যে অলঙ্কার প্রধানত কত প্রকার? [৩১তম বিসিএস]
ক ৬ খ ২ গ ৪ ঘ ৫ — উ: গ

SELF TEST MCQ

০১. ছেলে-ভুলানো ছড়াসমূহ সাধারণত কোন ছন্দে লেখা হয়?
ক মাত্রাবৃত্ত খ অক্ষরবৃত্ত গ স্বরবৃত্ত ঘ সমিল মুক্তক

০২. যে ছন্দের মূলপর্বের মাত্রা সংখ্যা চার, তাকে বলা হয়–
ক স্বরবৃত্ত খ পয়ার গ মাত্রাবৃত্ত ঘ অক্ষরবৃত্ত

০৩. 'লৌকিক ছন্দ' কাকে বলে?
ক অক্ষরবৃত্তকে খ মাত্রাবৃত্তকে গ স্বরবৃত্তকে ঘ গদ্য ছন্দকে

০৪. 'পয়ার' কোন ছন্দের অন্তর্ভুক্ত?
ক মাত্রাবৃত্ত খ স্বরবৃত্ত গ অক্ষরবৃত্ত ঘ অমিত্রাক্ষর

০৫. 'অমিত্রাক্ষর' ছন্দের বৈশিষ্ট্য হলো–
ক অন্ত্যমিল আছে খ অন্ত্যমিল নেই গ প্রথমে মিল থাকে ঘ বিশ মাত্রার পর্ব থাকে

০৬. স্বরাক্ষরিক ছন্দের প্রবর্তক কে?
ক সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত খ মাইকেল মধুসূদন দত্ত
গ কাজী নজরুল ইসলাম ঘ কবি আবদুল কাদির

০৭. মধুসূদন দত্তের দেশপ্রেম কোন ধরনের সাহিত্যকর্মে প্রবলভাবে প্রকাশ লাভ করেছে?
ক মহাকাব্যে খ নাটকে গ পত্রকাব্যে ঘ সনেটে

০৮. একই বাক্যে ভিন্ন জাতীয় অথচ সাদৃশ্য বা সমান গুণবিশিষ্ট দুটি বস্তুর মধ্যকার সাদৃশ্য উল্লেখকে কী বলে?
ক উৎপ্রেক্ষা খ উপরূপক গ উপমা ঘ আখ্যান রূপক

০৯. 'হৃদয় মাঝে মেঘ উদয় করি, নয়নের মাঝে ঝরিল বারি।'– এখানে কী ধরনের অলঙ্কারের প্রয়োগ হয়েছে?
ক অসঙ্গতি খ বিভাবনা গ বিষম ঘ বিরোধাভাস

১০. সবচেয়ে দ্রুত লয়ের ছন্দ কোনটি?
ক মাত্রাবৃত্ত খ অক্ষরবৃত্ত
গ অমিত্রাক্ষর ঘ স্বরবৃত্ত

OMR

০১.ক খ গ ঘ	০২.ক খ গ ঘ	০৩.ক খ গ ঘ	০৪.ক খ গ ঘ	০৫.ক খ গ ঘ
০৬.ক খ গ ঘ	০৭.ক খ গ ঘ	০৮.ক খ গ ঘ	০৯.ক খ গ ঘ	১০.ক খ গ ঘ

Answer

১০.ঘ	০৯.ক	০৮.গ	০৭.ঘ	০৬.ক	০৫.খ	০৪.গ	০৩.গ	০২.ক	০১.গ

JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS

CamScanner

অধ্যায় ৪২

অনুবাদ

অনুবাদের সংজ্ঞা ও বৈশিষ্ট্য

- **সংজ্ঞা :** ইংরেজি Translation-এর বাংলা প্রতিশব্দ : অনুবাদ। পরিভাষা হিসেবে 'তরজমা' শব্দটিও বহুল প্রচলিত। ভাষান্তর বা ভাষান্তরকরণকে অনুবাদ বলে। অর্থাৎ অনুবাদ হলো এক ভাষা থেকে অন্য ভাষায় রূপান্তর।
- **প্রকারভেদ :** অনুবাদ প্রধানত দুই প্রকার। যথা :
  ক. আক্ষরিক অনুবাদ (Literal Translation)
  খ. ভাবানুবাদ (Faithful Rendering)
- **অনুবাদের বৈশিষ্ট্য :**
  ১. অনুবাদের পারদর্শিতা ভাবান্তরের ওপর নির্ভরশীল।
  ২. ক্রিয়ার কাল অনুবাদের ক্ষেত্রে পরিবর্তন করা যায় না।
  ৩. অনুবাদ জ্ঞানচর্চার সহায়ক।
  ৪. পরিভাষার অনুপস্থিতিতে অনুবাদে ইংরেজি শব্দ ব্যবহার করা যায়।
  ৫. অনুবাদ কোন ধরনের হবে তা ভাবের ওপর নির্ভর করে।

গুরুত্বপূর্ণ অনুবাদের উদাহরণ

A

- A bad workman quarrels with his tools– নাচতে না জানলে উঠোন বাঁকা।
- A beggar can never be a bankrupt– মাথা নেই তার মাথা ব্যথা।
- A beggar has nothing to lose(A beggar may sing before a pick-pocket)– ন্যাংটার নেই বাটপারের ভয়।
- A bolt from the blue– বিনা মেঘে বজ্রপাত।
- A bird in hand is worth two in the bush– গাছের দশটা থেকে পাতের একটাই ভালো।
- A burnt child dreads the fire(A burnt child always fears fire)– ঘরপোড়া গরু সিঁদুরে মেঘ দেখলে ভয় পায়/ চুন খেলে গাল পোড়ে; দই দেখলে ভয় করে/ন্যাড়া একবারই বেলতলায় যায়।
- A carpet knight– তালপাতার সিপাই।
- Action speaks lounder than words– কথার চেয়ে কাজের দাম বেশি।
- A cat has nine lives– কই মাছের প্রাণ বড় শক্ত।
- A cat loves fish, but she is loath to wet her feet– ধরি মাছ না ছুঁই পানি।
- A dog is a lion in his lane– যে বনে বাঘ নেই সেই বনে শেয়ালই রাজা।
- A fool cannot be silent– বোকা চুপ করে থাকতে পারে না।
- A fool laughs when other laughs– বোকা হাসে অন্যের হাসি দেখে।
- A fool to others to himself a sage– গাঁয়ে মানে না আপনি মোড়ল।
- A friend in need is a friend indeed– অসময়ের বন্ধুই প্রকৃত বন্ধু।
- A full purse never lacks friends– সুসময়ে অনেকেই বন্ধু বটে।
- A good beginning is half of the battle – ভালোভাবে যুদ্ধ শুরু করলে জয়ের পরিষ্কার আভাস পাওয়া যায়।
- A guilty mind is always suspicious– চোরের মন পুলিশ পুলিশ।
- A guilty conscience needs no accuser– ঠাকুর ঘরে কে? আমি কলা খাই নি।
- A horse is known by his ears, the liberal, by his gifts– ঘোড়া চিনে কানে আর দাতা চিনে দানে।
- A host in himself– একাই একশো।
- A hungry fox is an angry fox- পেটে পেলে, পিঠে সয়।
- A hungry kite sees a dead horse a far– ভাগাড়ে গরু মরে, শকুনির টনক নড়ে।
- A husband with two wives can never be happy– দুই স্ত্রী যার, দুঃখ তার।
- A jest derive hard, loses its point– লেবু কচলালে তেতো হয়।
- A light purse is a hearty curse– ট্যাক খালি ত মুখ খালি।
- A little learning is a dangerous thing– অল্প বিদ্যা ভয়ংকরী।
- A mad man and an animal have no difference– পাগলে কিনা বলে ছাগলে কিনা খায়।
- A man is known by the company– সঙ্গী হয়ে মানুষ চেনা যায়।/সঙ্গ দেখে লোক চেনা যায়।
- A penny saved is a penny earned– এক পয়সা জমানো মানে এক পয়সা রোজগার করা।
- A pauper has nothing to lose– ন্যাংটার নেই বাটপারের ভয়।
- A pet lamb makes a cross ram– কাঁচায় না নোয়ালে বাঁশ, পাকলে করে টাস টাস।
- A primrose on a dunghill– গোবরে পদ্মফুল।
- A prophet is not honoured in his own country– গেঁয়ো যোগী ভিখ পায় না।
- A rigmarole– ধান ভানতে শিবের গীত।
- A rogue is deaf to all good– চোর না শুনে ধর্মের কাহিনি।
- A rotten sheep infects the flock– অসৎ সংস্পর্শে স্বভাব নষ্ট।
- A rolling stone gathers no moss– স্থির মস্তিষ্ক না হলে উন্নতি হয় না।
- A she-male conceives only to die– পিপীলিকার পাখা গজায় মরিবারের তরে।
- A snake with a large hood but without xenon– বিষ নেই তার কুলোপনা চক্কর।
- A drowing man catches at a straw– ডুবন্ত মানুষ খড়কুটো পেলেও আঁকড়ে ধরে।
- A son may be bad but the mother never– কুপুত্র যদ্যপি হয় কুমাতা কখনও নয়।
- A son unlike his father– দৈত্যকুলে প্রহ্লাদ।
- A stitch in time saves nine– সময়ের এক ফোঁড় অসময়ের দশ ফোঁড়।
- A thing, though hidden, is still a certainty– গোকুলে বাড়ছে।
- A sleeping fox catches no poultry– কুঁড়ে লোক জীবনে কোনো কাজ করতে পারে না।
- A thing begun is half done– উঠান পেরোলেই অর্ধেক সফর।/আরম্ভ করলে তার শেষ করতে কতক্ষণ।
- A tree is known by its fruits– বৃক্ষ তোমার নাম কি, ফলে পরিচয়।
- Ambition has no rest– আকাঙ্ক্ষার শেষ নেই।
- A woman's weapon is her tongue/ Arthur could not tame a woman's tongue– অবলার মুখই বল।
- Adversity often leads to prosperity– দুর্ভোগই অনেক স্থলে সৌভাগ্যের মূল।/দুঃখের পরিণতি সুখ।
- After cloud comes fair weather– দুঃখের পরে সুখ আসে।
- After death comes the doctor/when the cat is away the mice will play– চোর পালালে বুদ্ধি আসে (বাড়ে)।
- After meat comes mustard– নুন আনতে পান্তা ফুরায়।
- After sweetmeat comes sauce– যত হাসি তত কান্না।
- Again beyond expectation– মেঘ না চাইতে বৃষ্টি।
- All are blaming 'nobody'– যত দোষ নন্দ ঘোষ।
- All are not saints that go to church– পৈতে থাকলেই বামুন হয় না।
- All covet, all lost– অতি লোভে তাঁতি নষ্ট।
- All criminals turn preacher when under the gallows– মরার সময় সবাই ধার্মিক।
- All depends upon merit– খেলতে জানলে কানাকড়ি নিয়েও খেলা যায়।
- All feet tread not in one shoe– নানা মুনির নানা মত।
- All his geese are swans– নিজেরটা সবাই বড় দেখে।/সব গোয়ালা নিজের দই মিষ্টি বলে।
- All is fair in love and war– প্রেমে ও যুদ্ধে সবই বৈধ।
- All our sweetest hours fly fastest– সুখের সময়গুলো দ্রুত চলে যায়।
- All seems yellow to the jaundiced eye– পক্ষপাতদুষ্ট লোকের নিকট সবই দুষ্ট।
- All that glitters is not gold– চকচক করলেই সোনা হয় না।
- All that is old is not bad– পুরোনো চাল ভাতে বাড়ে।
- All thieves are cousins– চোরে চোরে মাসতুতো ভাই।
- All things come to him who waits– সবুরে মেওয়া ফলে।
- All types of work from the highest to the lowest– জুতো সেলাই থেকে চণ্ডীপাঠ।
- All weeds grow apace– আগাছার বাড় বেশি।
- Allah helps those who help themselves– আল্লাহ তাদেরই সাহায্য করেন যে নিজেদের সাহায্য করে।
- All's well that ends well–অন্তের মার শেষ রাতে/সব ভালো যার শেষ ভালো তার।
- An angel's face with a devil's mind– মুখে মধু অন্তরে বিষ।
- An apple a day keeps the doctor away– রোজ একটা ফল খাও, বদ্যির কাছে না যাও।
- An Old bird is not to be caught with chaff– অভিজ্ঞ লোক সহজে বোকা বনে না।
- An ass that is a common property is always the saddled– ভাগের মা গঙ্গা পায় না।

- An empty vessel sounds much– অসারের তর্জন-গর্জন সার/খালি কলসি বাজে বেশি।
- An Ethiopian will not change his skin– কয়লা ধুইলেও ময়লা যায় না।
- An interested witness is no witness– শুঁড়ির সাক্ষী মাতাল।
- An Rationed will spare nothing– চিল পড়িলে কুটা লইবে।
- Any food is good enough when there is a famine– আকালে কিনা খায়।
- Appearances are deceptive– কানা ছেলের নাম পদ্মলোচন।
- An unlucky fellow will have luck nowhere– অভাগা যেদিকে চায় সাগর শুকায়ে যায়।
- Apple of Sodom– মিছরিকা লাড্ডু।
- Arthur could not tame a woman's toungue– অবলার মুখই বল।
- Art is long, life is short– বিদ্যা অনন্ত, জীবন সংক্ষিপ্ত।
- As is the evil, so is the remedy– যেমন কুকুর তেমন মুগুর।/ যেমন বুনো ওল তেমনি বাঘা তেঁতুল।
- As many men, so many minds– নানা মুনির নানা মত।
- As the boy, so the man– ঘুমিয়ে আছে শিশুর পিতা সব শিশুরই অন্তরে।
- As the spring is the best, the tree is inclined– অকালে না নোয়ালে বাঁশ, পাকলে করে ঠাস ঠাস।
- As the wind blows, you must set your sail– যেমন বুঝে তেমন মার।
- As you have appeared on the stage, you not be shy– নাচতে নেমে ঘোমটা টানা।
- As you sow, so you reap– যেমন কর্ম তেমন ফল।

B

- Bachelor's wife and maids children are always well taught– মাথা নেই তার মাথা ব্যথা।
- Bad news runs fast/apace– দুঃসংবাদ বাতাসের আগে ছড়ায়।
- Barking dogs seldom bite– যত গর্জে তত বর্ষে না / পচা আদার ঝাল বেশি।
- Beat about the bush– অন্ধকারে ঢিল মারা।
- Before you marry, be sure of a house where in to tarry– বিয়ে করতে কড়ি আর ঘর বাঁধতে দড়ি।
- Beggars must not be choosers – ভিক্ষার চাল কাঁড়া আর আকাঁড়া।
- Beggars on horseback will ride to the devil– গরিবের ঘোড়া রোগ।
- Better alone than in bad company– কুসঙ্গে থাকার চেয়ে একা থাকা ভালো।
- Better late than never– একবারে না হওয়ার চেয়ে দেরিতে হওয়া ভালো।
- Better an empty house than a bad tenant– দুষ্ট গরু অপেক্ষা শূন্য গোয়াল ভালো।
- Between Scylla and Charybdis/Between two fires– জলে কুমির, ডাঙায় বাঘ/ উভয় সংকট।/শঠে শাঠ্যং সমাচারে
- Birds of a feather (of the same feather) flock together– চোরে চোরে মাসতুতো ভাই।
- Black will take no other hue– কয়লা ধুলেও ময়লা যায় না।
- Blessings are not valued till they are gone– দাঁত থাকতে দাঁতের মর্যাদা বুঝা যায় না
- Blood is thicker than water– রক্তের টান।
- Blue are the hills that are far from us– দূরের জিনিস ভালো মনে হয়।
- Brave actions never need a trumpet– ধর্মের ঢাক আপনি বাজে।
- Bravity is the soul of wit – মানিকের খানিক ভালো।
- Bread problem is the toughest of problems– অন্নচিন্তা চমৎকার।
- Bright gem in a dark cave– আঁধার ঘরের মানিক।
- Brothers will part– ভাই ভাই ঠাঁই ঠাঁই।
- Build castles in the air– আকাশ কুসুম কল্পনা।/অলীক কল্পনা করা।
- Burnt child dreads the fire– ঘর পোড়া গরু সিঁদুরে মেঘ দেখলে ডরায়।
- Busy amount nothing– কাজও নাই কামাইও নাই।

C

- Call no man happy till he dies– মরার আগে কেউ সুখী নয়।
- Call spade a spade– স্পষ্টাস্পষ্টি কথা বল।
- Carry coal to Newcastle– তেলে মাথায় তেল দেওয়া।
- Care killed the cat– অতিযত্নে মরণফাঁদ।
- Cast pearls before swine– উলু বনে মুক্তা ছড়ানো/বানরের গলায় মুক্তার মালা দেওয়া।
- Charity begins at home– আগে ঘর তবে পর।
- Character is the crown of life– চরিত্র জীবনের মুকুট।
- Cheap goods are dear in long run– সস্তার তিন অবস্থা।
- Child is father to the man– উঠন্তি মুলো পত্তনেই চেনা যায়।
- Child's play thing– ছেলের হাতের মোয়া।
- Civility costs nothing– ভদ্র হতে পয়সা লাগে না।
- Cleanliness is next Godliness– পরিচ্ছন্নতাই ইমানের অঙ্গ।
- Console a person after undoing him– গোড়া কেটে আগায় জল দেওয়া।
- Cowards die many times before their deaths– ভীরুরা মরার আগেই দুবেলা মরে।
- Cut off one's nose to spite one's face– নিজের নাক কেটে পরের যাত্রা ভঙ্গ করা।
- Cut your coat according to your cloth – আয় বুঝে ব্যয় কর।

D

- Danger often comes where danger is feared– যেখানে বাঘের ভয় সেখানেই সন্ধ্যা হয়।
- Dangers do not come alone– বিপদ কখনো একা আসে না।
- Day and night are alike to a blindman– অন্ধের কিবা রাত্রি কিবা দিন।
- David and jonathan – অনুগত বন্ধুদ্বয়।
- Death keeps no calendar– মৃত্যু বলে কয়ে আসে না।
- Death is preferable to dishonour– অপমানের চেয়ে মৃত্যু শ্রেয়।
- Devil would not listen to the scripture– চোরে না শুনে ধর্মের কাহিনি।
- Diamond cuts diamond– রতনে রতন চেনে।/ মানিকে মানিক চেনে।
- Diligence is the mother of good luck– পরিশ্রমই সৌভাগ্যের প্রসূতি।
- Discreation is the better part of valour– অযথা বিপদের মধ্যে যাওয়া যুক্তিযুক্ত নয়।
- Doing at master's will– কর্তার ইচ্ছায় কর্ম।
- Do not speak an unpleasant truth– অপ্রিয় সত্য কথা বলতে নেই।
- Do or die– মন্ত্রের সাধন কিংবা শরীর পাতন।/ মারো নয় মরো।
- Do not speak an unpleasant truth– অপ্রিয় সত্য কথা বলতে নেই।
- Don't cry down your enemy– শত্রুকে খাটো করে দেখো না।
- Don't live beyond your means– আয়ের অধিক ব্যয় করিও না।
- Drops of water make the ocean– বিন্দু বিন্দু জলে সিন্ধু হয়।

E

- Empty vessels sound much– খালি কলস বাজে বেশি/ অসারের তর্জন গর্জনই সার/ ফোঁপরা ঢেঁকির শব্দ বেশি।
- Easier said than done– বলা সহজ, করা কঠিন।
- Every cloud has a silver lining– মন্দের মধ্যেও মঙ্গল নিহিত থাকে।
- Every effect must have a cause– সব কিছুর পিছেই কারণ থাকে।
- Every fox must pay his skin to the furrier– অতি চালাকের গলায় দড়ি।
- Every shoe fits not every foot– অনভ্যাসের ফোঁটা কপালে চড়চড় করে।
- Every sin carries its own punishment– পাপ ছাড়ে না বাপকে।
- Every dog has his day – সুখ-সৌভাগ্যের দিন কারও চিরস্থায়ী হয় না।
- Everybody's business is nobody's business- ভাগের মা গঙ্গা পায় না।
- Every man is for himself/Physician heal thyself– চাচা আপন প্রাণ বাঁচা।
- Example is better than precept– উপদেশ অপেক্ষা দৃষ্টান্ত ভালো।
- Experience teaches us caution– ন্যাড়া একবারই বেলতলা যায়।

F

- Fair words butter no par ships– মিষ্টি কথায় চিড়ে ভিজে না।
- Faith will move mountains– বিশ্বাস পাহাড়কেও টলায়।
- Failures are but pillars of success– ব্যর্থতাই সাফল্যের ভিত্তিভূমি।
- Familiarity breeds contempt– বেশি মাখামাখি করলে মান থাকে না।
- Fate rules everywhere– ভাগ্যং ফলতি সর্বত্র।
- Faults are thick where love is thin– যাকে দেখতে নারি, তার চলন বাঁকা।
- Fifth columnist– ঘরের শত্রু বিভীষণ।
- Fine words butter no parsnips– পাঁচে পাঁচে দশ হয়।
- Fingers were made before forks– ঠ্যাং থাকতে ক্যান্ নিবি লাঠি।
- Five and five makes ten– মিষ্টি কথায় চিড়ে ভিজে না।
- First deserve, then desire– তোমার ইচ্ছা পূরণ করার জন্য নিজেকে উপযুক্ত কর।
- Flattery is the food of fools– তোষামোদে বোকা মজে।
- Fools praise fools– মূর্খই মূর্খের কদর করে।
- Fools rush in where angels fear to tread– মোগল-পাঠান হদ্দ হলো ফারসি পড়ে তাঁতী / হাতি ঘোড়া গেল তল, ভেড়া বলে কত জল।
- Fortune favours the brave– ভাগ্য সাহসীকে অনুসরণ করে।
- From the frying pan to the fire– কেঁচো খুঁড়তে সাপ।
- Forgive and forgate – ক্ষমাই পরম ধর্ম।

CamScanner

JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS

G

- Give him an inch, and he will take a mile– বসতে দিলে শুতে চায়।/লাই দিলে কুকুর মাথায় ওঠে
- Give me roast meat and beat with the spit– পেটে খেলে পিঠে সয়।
- Give a dog a bad name and hang him– কাজের সময় কাজি, কাজ ফুরোলেই পাজি।
- Give the devil his due– শয়তানকেও তার ন্যায্য পাওনা দিও।
- Given the one, the other will follow– কান টানলে মাথা আসে।
- God helps those who help themselves– স্বাবলম্বী লোকদের ঈশ্বর সাহায্য করে ঈশ্বর তাদেরই সাহায্য করেন যে নিজেকে সাহায্য করে।
- Good value for ready money/ Good wine needs no bush– চেনা বামুনের পৈতার দরকার হয় না।
- God forbid– ঈশ্বর না করুন।
- Grapes are sour– পান না তাই খান না/আঙুর ফল টক।
- Grasp all, lose all– অতি লোভে তাঁতি নষ্ট/লোভে পাপ, পাপে মৃত্যু।
- Great boast, small roast– ফান দিয়ে ভাত খায়, গল্প করে দই।
- Great minds think alike– মহৎ লোকেরা একরকম চিন্তা করে।
- Great talkers are little doers– মুখে বুলি লম্বা, কাজে অষ্টরম্ভা।
- Greed begets sin and sin brings death/ Greed leads to sin and sin to death– লোভে পাপ, পাপে মৃত্যু।

H

- Half a loaf is better than no loaf– নাই মামার চেয়ে কানা মামা ভালো।
- Handsome is that handsome does– রূপে কালো, গুণে আলো।/সুন্দরে যা করে তা-ই সুন্দর।
- Harm watch, harm catch– ভয় করলে ভয় আপনি এসে পড়ে/পরের মন্দ করতে গেলে নিজের মন্দ আগে হয়।
- Habit is second nature– অভ্যাসই স্বভাবে দাঁড়ায়।
- Haste makes waste– তাড়াতাড়িতে জিনিস খারাপ হয়।
- He can hardly keep the wolf from the door– তার সংসার অচল।
- He laughs best, who laughs last– কাজ সেরে বলি, শত্রু মেরে হাসি।
- He is a self-styled leader– গায়ে মানে না আপনি মোড়ল।
- He has gone to dogs– সে অধঃপাতে গেছে।
- He runs with the hare and hunts with the hounds– সাপ হয়ে কাটে ওঝা হয়ে ঝাড়ে।
- He who has nothing to spare must not keep a dog– আপনি শুতে ঠাঁই পায় না শঙ্করাকে ডাকে।
- He who spits against the wind spits against his own face– আকাশের দিকে থুথু ফেললে আপনার গায়েই লাগে।
- Heart alone buys heart– কেবল মন দিয়েই মন জয় করা যায়।
- Hide in a superficial way– শাক দিয়ে মাছ ঢাকা।
- High winds blow on high hills– উঁচু গাছেই বেশি ঝড় লাগে।
- Honesty is the best policy– সততাই সর্বোৎকৃষ্ট পন্থা।
- Hope springs eternal in the human– যতক্ষণ শ্বাস ততক্ষণ আশ।
- Honour is love– সম্মান হলো নীরব প্রেম।
- Hunger is the best sauce Hunger gives taste to foods– ক্ষুধা থাকলে নুন দিয়েও খাওয়া যায়(খিদে থাকলে আলুনিও রোচে)/ক্ষুধা পেলে বাঘেও ঘাস খায়।

I

- Ill got, ill spent– পাপের ধন প্রায়শ্চিত্তে যায়।/অসৎ পথে আয় অসৎ পথেই যায়।/শাকের ধন পিঁপড়ে খায়।
- Ill goes without saying– ইহা বলাই বাহুল্য।
- Ill news runs apace– দুঃসংবাদ বাতাসের আগে ছড়ায়।
- Indolence is the mother of poverty– অলসদের অন্ন হয় না।/কুঁড়ের অন্ন হয় না
- Industry is the mother of success– পরিশ্রমই সৌভাগ্যের প্রসূতি।
- Ignorance is like darkness – অজ্ঞতা অন্ধকারের শামিল।
- It is all for the best– ঈশ্বর যা করেন সবই মঙ্গলের জন্য।
- It is no use crying over spilt milk– অতীতের কথা তুলে দুঃখ করে লাভ নেই।
- It is just the beginning of the trouble– এই তো কলির শুরু।
- It takes two to make a quarrel– এক হাতে তালি বাজে না।
- It takes time to get used to things– অনভ্যাসের ফোঁটা কপালে চড়চড় করে।
- It's a cunning part to play the fool well– ভালোভাবে বোকা সাজতে গেলে বুদ্ধিমান হতে হয়।

J

- Jack of all trades, master of none– সবজান্তা অষ্টরম্ভা।

K

- Keep the shop and the shop will keep thee– যাকে রাখ সেই রাখে।
- Know thyself– নিজেকে জানো।/আত্মানং বিদ্ধি।
- Knowledge is power– জ্ঞানই বল।
- Knowledge rules the world– জ্ঞানই রাজত্ব করে / জ্ঞানই বল।
- Kill two birds with one stone– এক ঢিলে দুই পাখি মারা।

L

- Lend your money and lose your friend– টাকায় বন্ধুত্ব নষ্ট হয়।
- Leopard cannot change its spots– ইল্লত যায় না ধুলে, স্বভাব যায় না মরলে।
- Let bygones be bygones/It's no use crying over spilled milk– গতস্য শোচনা নাস্তি।/অতীতের কথা তোলে দুঃখ করে লাভ নেই।
- Let sleeping dogs lie– কাদা ঘেঁটো না।
- Life is but a walking shadow– জীবন চলমান ছায়া ছাড়া আর কিছুই নয়।
- Life is not a bed of roses– জীবন পুষ্পশয্যা নয়।
- Like father, like son– যেমন বাপ তেমনি ব্যাটা।
- Little birds may peck a dead lion– হাতি কাদায় পড়লে চামচিকেও লাথি মারে।
- Live and let live– সহিষ্ণু হও।
- Look before you leap– দেখে শুনে পা বাড়াও / ভাবিয়া করিও কাজ।
- Love conquers all– প্রেম সব জয় করে।
- Love is blind– প্রেম অন্ধ।

M

- Make a mountain of a molehill– তিলকে তাল করা।
- Make hay while the sun shines– ঝোপ বুঝে কোপ মারা।
- Many a little makes a mickle– দশের লাঠি, একের বোঝা/রাই কুড়িয়ে বেল।
- Many drops make a shower– বিন্দু বিন্দু জলে সিন্ধু হয়।
- Many men, many minds– নানা মুনির নানা মত / যার লাঠি তার মাটি।
- Man is mortal– মানুষ মরণশীল।
- Man is the architect of his own fortune– মানুষ নিজের ভাগ্য নিজেই গড়ে।
- Man proposes, God disposes– মানুষ ভাবে এক, হয় আর এক।
- Mere words do not do anything– শুধু কথায় পেট ভরে না।
- Might is right– জোর যার মুলুক তার।
- Misfortune never comes alone– বিপদ কখনও একা আসে না।
- Money begets money– টাকায় টাকা আনে।
- Money is the root cause of all unhappiness/ Money is the root of all evils– অর্থই অনর্থের মূল।
- Money makes everything– টাকায় কি না হয়।
- Morning shows the day– উঠন্ত মুলো পত্তনেই চেনা যায়।/সকালেই দিন বোঝা যায়।
- Much cry, little water– যত গর্জে তত বর্ষে না।
- Much ado about nothing– বেশি আড়ম্বরে কাজ হয় না।
- Murderer will out– খুনি তার প্রমাণ রেখে যায়।

N

- Necessity is the mother of invention– প্রয়োজনই আবিষ্কারের প্রসূতি।
- Necessity knows no law– অভাবে স্বভাব নষ্ট / আতুরে নিয়মে নাস্তি/ প্রয়োজন কোনো আইন মানে না।
- Nero fiddles while Rome burns(Rome was burning while nero was playing on flute/ Some have the hop some stick in the gap)– কারও পৌষ মাস, কারও সর্বনাশ।
- Never fall out with you bread and butter– যার নুন খাও তার গুণ গাও।
- New lords, new laws– নতুন নেতা, নতুন নীতি।
- No man is born wise– কেউই জ্ঞানী হয়ে জন্মায় না।
- No pains, no gains– দুঃখ বিনা সুখ লাভ হয় কি মহীতে?/কষ্ট না করলে কেষ্ট মেলে না।

JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS

CamScanner

- None can control a woman's tongue– অবলার মুখই বল।
- None but the brave deserve the fair– বীরভোগ্যা বসুন্ধরা।
- None but a fool is always right– মানুষ মাত্রেরই ভুল হয়।
- Nothing can come out of nothing– কারণ বিনা কার্য হয় না।
- Nothing venture, nothing have– ঝুঁকি না নিলে লাভ হয় না।
- Nothing like force– ঠেলার নাম বাবাজি।
- Nothing succeeds like success– জলেই জল বাঁধে।/সফল হলে লোকে সফল বলে।
- No smoking without fire– সব গুজবেরই ভিত্তি আছে।/কিছু রটে তো কিছু ঘটে।
- Nunky pays– লাগে টাকা দেবে গৌরী সেন।

O

- Of the times, Of the manners– সেই রামও নেই, সেই অযোধ্যাও নেই।
- Oil your own machine– নিজের চরকায় তেল দাও।
- Old habits die hard– পুরোনো অভ্যাস যেতে চায় না।
- One can't change one's nature– নিজের আচরণ নিজে বদলানো যায় না।
- One doth the scathe, another hath the scorn– উদোর পিণ্ডি বুদোর ঘাড়ে।
- One lie leads to another– এক মিথ্যা ঢাকতে অন্য মিথ্যার আশ্রয় নিতে হয়।
- One must submit to the inevitable– কপালের ভোগ ভুগতেই হয়।
- One nail drives another– কাঁটা দিয়ে কাঁটা তোলা।
- One raven will not pluck another's eye– কাকের মাংস কাকে খায় না।
- One sows, another reaps– কেহ মরে বিল ছেঁচে, কেহ খায় কই।
- One beats the bush, another catches the bird– যার ধন তার নয়, অন্যে খায় দই/ নেপোয় মারে দই।
- One swallow does not make a summer– এক মাঘে শীত যায় না।
- One poison is antidote against another poison – কাঁটা দিয়ে কাঁটা তোলা
- One's own things are the best– নিজের জিনিস সকলেই ভালো দেখে।
- Out of sight, out of mind– চোখের আড়াল হলেই মনের আড়াল হয়।/ কাছে তুমি পুড়ে মন, দূরে গেলে ঠনঠন।
- Out of debt, out of danger– কর্জ নাই, কষ্টও নাই

P

- Pain is forgotten where gain follows- পেটে গেলে পিঠে সয়।
- Pair of devoted friends– অন্তরঙ্গ বন্ধুদ্বয়।
- Patience has its reward/ Patience is bitter, but its fruit is sweet– সবুরে মেওয়া ফলে।
- Penny wise, pound foolish– বজ্র আঁটুনি ফস্কা গেরো / সস্তার তিন অবস্থা।
- Physician, heal thyself– কামলা, আপনি সামলা।
- Pitch your aims high– মরিত গণ্ডার, লুটিত ভাণ্ডার।
- Practice makes a man perfect– গাইতে গাইতে গায়েন, বাজাতে বাজাতে বায়েন।/ঘষতে ঘষতেই ধার ওঠে।
- Prevention is better than cure– আরোগ্য লাভের চেয়ে প্রতিরোধ উত্তম।/বিপদ আসার আগেই সাবধান হওয়া ভালো।
- Pride goes before a fall/destruction– অতি দর্পে হত লঙ্কা।/অতি বাড় বেড়ো না ঝড়ে পড়ে যাবে।
- Procrastination is the thief of time– দীর্ঘসূত্রীরই সময় নিয়ে নালিশ।

Q

- Quit not certainty for hope– অনিশ্চিতের আশায় নিশ্চিত পরিত্যাগ করিও না।

R

- Riches have wings– লক্ষ্মী সদাই চঞ্চলা।
- Riches do not last long– ঐশ্বর্য দীর্ঘদিন থাকে না।
- Rob peter to pay Paul– গরু মেরে জুতা দান।/জুতো মেরে গরু দান।
- Rome was not built in a day– কোনো বৃহৎ কার্য রাতারাতি সম্পন্ন হয় না।
- Rumour is a great traveller– গুজব খুব দ্রুত ছড়ায়।
- Run with the here and hunt with the bound– চোরকে বল চুরি করতে গৃহস্থকে বল সজাগ থাকতে।

S

- Safe bind, safe find– সাবধানের মার নেই।
- Saucepan should not call the kettle black– ওল বলে, মান কচু! তুমি নাকি লাগ/চালুন বলে ছুঁচ তোমার পেছনে কেন ছ্যাঁদা।
- Self help is the best help– নিজের বলই শ্রেষ্ঠ বল।/বল বল বাহু বল।
- Self-preservation is the first law of nature– আপনি বাঁচলে বাপের নাম / চাচা আপন প্রাণ বাঁচা।
- Silence gives consent– মৌনতা/নীরবতাই সম্মতির লক্ষণ।
- Shallow knowledge turns one's head– অল্পবিদ্যা ভয়ঙ্করী।
- Slow of work but quick to eat– কাজে কুঁড়ে ভোজনে দেড়ে।
- Slow and steady wins the race– অধ্যবসায়ের ফলেই সাফল্যলাভ ঘটে।
- Some have the hop, some stick in the gap– কারও পৌষ মাস, কারও সর্বনাশ।
- Something is better than nothing– নাই মামার চেয়ে কানা মামা ভালো।
- Soon ripe, soon rotten- ইঁচড়ে পাকলে গোল্লায় যায়।
- So many ways and so many disciplines– যত মত ততো পথ
- Speak plain and spare neon– স্পষ্ট স্পষ্ট কথা বল।
- Spend within your means– আয় বুঝে ব্যয় করা।
- Still waters run deep– গভীর জল ধীরে বয়।
- Strike the iron while it is hot(Make the best of an opportunity/Make hay while the sun shines)– ঝোপ বুঝে কোপ মার।
- Strike while the iron is hot– সুবিধা হারালে আর পাওয়া যায় না।
- Sue a beggar and get a louse– ছুঁচো মেরে হাত গন্ধ।
- Suffering is the test of virtue– বিপদের দিনেই গুণ প্রকাশ পায়।
- Sweet are the uses of adversity– বিপর্যয় অভিশাপ নয়,আশীর্বাদ।

T

- The ass of a king is still but an ass– গাধা গাধাই, হোক সে রাজার গাধা।
- The ruins of greatness are great– হাতি বাঁচলেও লাখ টাকা মরলেও লাখ টাকা
- The boot is on the wrong leg– উদোর পিণ্ডি বুদোর ঘাড়ে।
- The cat is out of the bag– হাটে হাঁড়ি ভেঙে দিল।
- The cobbler must stick to his last– আদার ব্যাপারীর জাহাজের খবর।
- The child is the father to the man– বাবার প্রতিচ্ছবিই পুত্র/ঘুমিয়ে আছে শিশুর পিতা সব শিশুরই অন্তরে।
- The devil will not listen to the scriptures(The evil would not listen to the scripture/You can't reform a rouge)– চোরে না শুনে ধর্মের কাহিনি।
- The eyes are the window of the soul– চোখ হল মনের জানালা।
- Time cures more than the doctor– সময়েই ক্ষত শুকায়।
- The grapes are sour– পান না তাই খান না।/ আঙুর ফল টক।
- The guilty mind needs no accuser– দোষী নিজেই নিজের সাক্ষী।
- The hand that rocks the credle rules the world– মায়ের হাতে গড়া শিশুই জগতের ভাগ্যবিধাতা।
- The indolent can never thrive– কুঁড়ের অন্ন হয় না।
- The leopard can't change its spot– স্বভাব যায় না মরলে, আর ইল্লৎ যায় না ধুলে।
- The more,the marrier– অধিকন্তু ন দোষায়।
- The more laws, the more offenders– বজ্র আঁটুনি ফস্কা গেরো।
- The shoes on the other leg– সময় এখন প্রতিকূলে।
- The more they get, the more they want– যত পায় তত চায়।
- The moustache is look like caterpiller– গোঁফ তো নয় যেন শুঁয়োপোকা।
- The man is credolous – লোকটির কান পাতলা।
- The nearer the church, the further from God– আলোর নিচে অন্ধকার
- The needy should not be lavish of their gifts– আপনি শুতে ঠাঁই পায় না শঙ্করাকে ডাকে।
- The old merry times are no more– সে রামও নেই, সে অযোধ্যাও নেই।
- The pen is mighter than the sword– অসির চেয়ে মসী বড়(শক্তিশালী)।
- The spoilt child of a rich parent– আলালের ঘরের দুলাল।
- The very ruins of greatness are great– মরা হাতি লাখ টাকা।
- The wages of sin is death– পাপে মৃত্যু আনে।

CamScanner

JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS

- The wearer best knows where the shoe pinches– যার জুতা সেই জানে।
- There are less to every wine– চাঁদেরও কলঙ্ক আছে।
- There is no unmixed goods– চাঁদেরও কলঙ্ক আছে।
- There's many a slip between the cup and the lip– না আঁচালে বিশ্বাস নাই।
- They that touch petal will be defiled– আলকাতরার দিকে থুথু ফেললে নিজের গায়েই লাগে।
- Think before you act– ভেবে কাজ না করলে।
- Think twice before you take a risk– ভেবে চিন্তে সিদ্ধান্ত নিন।
- Time and tide waits for none– সময় কারো জন্য অপেক্ষা করে না।
- Tit for tat– ইটটি (টিল) মারলে পাটকেল খেতে হয়।
- Those who live in glass should not pelt stones at others– নিজেই দোষ করে থাকলে।
- To rob peter to pay paul– পরকে মেরে খুশি মন।/একের ধন কেড়ে অন্যকে দান করা।
- To add insult to injury– মরার উপর খাঁড়ার ঘা।
- To add fuel to fire– কাটা ঘায়ে নুনের ছিটা দেওয়া/আগুনে ঘৃতাহুতি দেওয়া।
- To add insult to injury– কাটা ঘায়ে নুনের ছিটা দেওয়া/মড়ার উপর খাঁড়ার ঘা।
- To be abashed– থোঁতা মুখ ভোঁতা হওয়া।
- To be forewarned is to be forearmed– সাবধানের মার নেই।
- Two heads are better than one– দশে মিলে করি কাজ, হারি জিতি নাহি লাজ।
- Two is company, three is none– দুইজনে বন্ধু হয়, তিনজনে কলহ হয়
- To be quick to occupy– উড়ে এসে জুড়ে বসা।
- To be spoiled in early youth– কাঁচা বাঁশে ঘুণ ধরা।
- To be up and doing– আদাজল খেয়ে লাগা।
- To beat black and blue– উত্তম মধ্যম দেয়া (মারপিট করা)।
- To blow hot and cold in the same breath– এক মুখে দু রকম কথা।
- To bring on calamity by one's own imprudence– খাল কেটে কুমির আনা।
- To break a butterfly upon a wheel– মশা মারতে কামান দাগা।
- To build castles in the air– ভেঁড়া চাটাইয়ে শুয়ে লাখ টাকার স্বপ্ন দেখা।
- To carry coal to new castle– তেলা মাথায় তেল দেওয়া।
- To cast pearls before swine– উলুবনে মুক্তা ছড়ানো।
- To cherish a serpent in one's bosom– দুধকলা দিয়ে কালসাপ পোষা।
- To count one's chickens before they are hatched– কালনেমির লঙ্কা ভাগ /গাছে কাঁঠাল গোঁফে তেল।
- To cry in the wilderness– অরণ্যে রোদন (বৃথা চেষ্টা)।
- To cut off one's nose to spite one's face– নিজের নাক কেটে পরের যাত্রা ভঙ্গ করা।
- To dig one's own grave– আপনার পায়ে আপনি কুড়াল মারা।
- To do a great injury– পাকা ধানে মই দেওয়া।
- To do or die– মন্ত্রের সাধন কিংবা শরীর পাতন।
- To err is human– মানুষ মাত্রই ভুল।/মুনীনাঞ্চ মতিভ্রম।
- To fall between two stools– একূল ওকূল দুকূল গেল।
- To set a thief to catch a thief(One thorn drives away another)– কাঁটা দিয়ে কাঁটা তোলা।
- To gain without spending– মাছের তেলে মাছ ভাজা।
- To graph everything– আপন কোলে ঝোল টানা।
- To kill the goose that lays golden eggs– অতি লোভে তাঁতি নষ্ট।
- To kill two birds with one stone– রথও দেখা, কলাও বেচা।
- To leave one in the lurch– গাছে তুলে মই কেড়ে নেওয়া।
- To lock the stable-door when the steed is stolen– চোর পালালে বুদ্ধি বাড়ে।
- To make a cat's paw of a person– পরের মাথায় কাঁঠাল ভাঙা।
- To put the cart before the horse– ঘোড়ার আগে গাড়ি।
- To make sure of something without risking anything– ধরি মাছ না ছুঁই পানি।
- To men is error– মানুষ মাত্রই ভুল।
- To play with fire– আগুন নিয়ে খেলা।
- To pocket an insult– কিল খেয়ে কিল চুরি করা।
- To pot calls the kettle black– চালুনি বলে, ছুঁচ, তোর কেন ছেঁদা।
- To pour water on a drowned mouse– মরার উপর খাঁড়ার ঘা।
- To reap the double advantage– গাছেরও খাওয়া, তলারও কুড়ানো।
- To run with the hare and hunt with the hound– যার শিল যার নোড়া... ঘরের শিল ভাঙে দাঁত।
- To sound the trumpet before victory– গাছে কাঁঠাল গোঁফে তেল।
- To take a hammer to spread a pest– মশা মারতে কামান দাগা।
- To the pure all things are pure– আপন ভালো তো জগৎ ভালো।
- To wash one's dirty linen in public– হাটের মাঝে হাড়ি ভাঙা।
- Too many cooks spoil the broth– অধিক সন্ন্যাসীতে গাজন নষ্ট।
- To make a mountain out of a molehill– তিলকে তাল করা।
- Too much courtesy, too much craft– অতি ভক্তি চোরের লক্ষণ।
- Too much cunning overreaches itself– অতি চালাকের গলায় দড়ি।
- Too much talk ends nothing– অসারের তর্জন গর্জনই সার।
- Truth will out– সত্য কখনো চাপা থাকে না।

U

- United we stand, divided we fall/ Unity is strength, disruption is ruin– একতায় উত্থান, বিভেদে পতন।
- Unity is strength– একতাই বল।
- Uneasy lies the gead that wears a crown– মুকুট না আগুনের জ্বালা।

V

- Virtue always triumphs– সত্যের জয় / ধর্মের জয় অবশ্যম্ভাবী।
- Virtue thrives best in adversity– বিপদের মধ্যে গুণের পরীক্ষা হয়।
- Virtue proclaims itself– ধর্মের ঢাক আপনি বাজে।/ধর্মের ঢাক আপনি বাজে
- Virtue is it's reward– পরিশ্রমে ধন আনে পুণ্যে আনে সুখ।
- Vows made in storm are forgotten in calm– নদী পার হলে মাঝি শালা, কাজ ফুরালে পাজি।

W

- Waste not, want not– অপচয় করো না, অভাব হবে না/অপচয়ে অভাব ঘটে।
- We never know the worth of water till the well is dry– দাঁত থাকতে দাঁতের মর্যাদা বোঝা যায় না।
- We shall catch larks when the sky falls– নয় মণ তেলও পুড়বে না, রাধাও নাচবে না
- We live in deeds, not in years– মানুষ কর্মেই বাঁচে, বয়সে নয়।
- Wishes never fill the bag– শুধু কথায় পেট ভরে না
- What can't be cured must be endured– কপালের ভোগ ভুগতেই হয়।
- What is sauce for the gander is not sauce for the goose – সকল রোগীর এক পথ্য নহে // সব রোগের এক ওষুধ নয়।
- What God wills is for good – ঈশ্বর যা করেন সবই মঙ্গলের জন্য।
- What God wills no frost can kill– রাখে আল্লাহ মারে কে?
- What is sport to one is death to another/ What is sport to the cat is death to the rat– কারও পৌষ মাস, কারও সর্বনাশ।
- What is everybody's business is nobody's business– ভাগের মা গঙ্গা পায় না...খেলা কেটে বাদল সরে।
- When the cat is away, the mice will play– বাঘুন গেল ঘর, লাঙ্গল তুলে ধর।
- When in Rome, do as the Romans do – যে দেশে যে বাড়ি।
- When the danger is gone, God is forgotten– পার হয়ে গেলে কুমিরকে কলা।
- Where there is a will, there is a way– ইচ্ছা থাকলেই উপায় হয়।
- Where there is smoke, there is fire– কারণ বিনা কার্য হয় না।
- While in Rome, do as Romans do– যস্মিন দেশে যদাচার।
- While there is life, there is hope– যতক্ষণ শ্বাস, ততক্ষণ আশ।/জীবন থাকলেই আশা থাকবে।
- Who is to bell the cat?– কে ধরবে কে?/ ঘন্টাটা বাঁধবে কে?

Y

- You cannot make a silk purse out of a sow's ear– আমড়া গাছে আম হয় না।

Z

- Zeal without knowledge is a runway horses – জ্ঞানহীন উৎসাহ লাগামছেঁড়া ঘোড়ার মতো।

JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS

CamScanner

কতিপয় সাধারণ অনুবাদ

- আমি তোমাকে খাওয়াই– I feed you.
- আমি তাকে দিয়ে চিঠিটি লিখালাম– I had the letter written by him.
- আমি একটি পাখি দেখছি – I see a bird.
- আমি আজ জ্বর জ্বর বোধ করছি– I feel feverish today.
- আমার তিন জোড়া জুতা আছে– I have three pair of shoes.
- অসুস্থ মানুষ সকলের বোঝাস্বরূপ– A sick man is a liability to all.
- এখন রাত, সবাই ঘুমিয়ে আছে– It is night, every body is asleep.
- জাপানকে সূর্যোদয়ের দেশ বলা হয়– Japan is called the country of rising sun.
- এ পৃথিবীতে কিছুই অকেজো নয়– Nothing is useless in the world.
- তখন ছিলো প্রায় মধ্যরাত– It was about mid-night.
- যা ভালো তা আমাকে দাও– Give me what good.
- ছাত্রদের রয়েছে যৌবন ও কর্মশক্তি– Students have youth and energy.
- পৃথিবী আয়নার মতো– The world is like a looking glass.
- তিনি আমাদের প্রেরণার উৎস– He is the source of our inspiration.
- সময়ের অপচয় মানে জীবনের অপচয়– To kill time is to shorten life.
- কত বড় পরিতাপের বিষয়!– What a pity!
- জনতার মধ্যে ছেলেটি হারিয়ে গেল– The boy was lost in the crowd.
- যেহেতু সে অসুস্থ ছিল তাই কলেজে আসতে পারেনি – since he was ill, he could not come to college.
- তিনি একজন সৎলোক ছিলেন, তাই নয় কি? – He was an honest man, wasn't he?
- বিছানায় যেতে না যেতেই সে ঘুমিয়ে পড়ল– No sooner had he gone to bed than he fell asleep.
- পরের বাসটি কখন ছাড়বে?– When does the next bus leave?
- শিশুটি তার মায়ের জন্য কাঁদছে– The baby is crying for its mother.
- মেয়েটি আনন্দের হাসি হেসেছিলো– The girl laughed merry laugh.
- তোমার উপদেশে আমার উপকার হলো– I profited by your advice.
- এতে কোনো সন্দেহ নাই– It admits of no doubt.
- বিশ মিনিটের মতো– About twenty minutes.
- কীবোর্ড থেকে দূরে– Away from keyboard.
- তারপর আমরা দেখবো– After that, we'll be looking at.
- আইনের দৃষ্টিতে সবাই সমান– All are equal in the eye of law.
- সবচেয়ে ভালোটা হোক তোমার, এই কামনা রইল– All the best to you.
- তোমার মুখে ফুল চন্দন পড়ুক– Blessed be your tongue.
- আমি তাকে পাঁচ বছর যাবৎ চিনি– I have known him for five years.
- আমি পরীক্ষায় খারাপ করেছি– I have done badly in the exam.
- তিনি কদাচিৎ মিথ্যা বলেন– He seldom tells a lie.
- কে বা সুখী হতে চায় না?– Who does not wish to be happy?
- বাংলাদেশ একটি নদীবহুল দেশ– Bangladesh is a riverine country.
- আমি না হেসে পারলাম না– I could not but laugh.
- ফুল দেখতে সুন্দর– Flowers are beautiful to look at.
- তার বুদ্ধি বড়ো মোটা– He is a blockhead.
- তুমি কি কখনো ঢাকা গিয়েছো?– Have you ever been to Dhaka?
- আমি চা পানে অভ্যস্ত নই– I am not habituated to take tea.
- ছেলেটি দেখতে তার পিতার মতো– The boy resembles his father.
- নিউটন বছর বছর জন্মে না– A Newton is not born every year.
- আমরা তিন ভাই বোন– We are three brothers and sisters.
- তার কোনো বন্ধু নেই বললেই চলে– He has few friends.
- কোনো মানুষ একা বাস করতে পারে না– No one can live alone.
- লোকটা খুবই অসহায়– The man is in great trouble.
- প্রকৃত মুসলমান কখনো মিথ্যা বলে না– A true muslim never tells a lie.
- লোকটি দুর্ঘটনায় মারা যায়া– The man died by accident.
- গরিবেরা দিনে আনে দিনে খায়– The poor live from hand to mouth.
- লোকটিকে ধনী বলে মনে হয় – The man seems to be rich.
- ধনীরা সব সময় সুখী নয়– The rich are not always happy.
- যেসব কৃষক দরিদ্র তারা ঋণের জন্য আবেদন করেছে– The farmers who are poor have applied for a loan.
- মানুষ একা থাকতে পারে না– Man can not live alone.
- মানবজাতি এখন সংকটাপন্ন– Mankind is at stake now.
- ছত্রটি কেটে দাও– Pen through the line.
- ঐশ্বর্য দীর্ঘদিন থাকে না– Riches do not last long.
- আমি অল্পকাল সেখানে ছিলাম– I was there for a short time.
- শীত আরম্ভ হয়েছে– The winter has set in.
- আর কে কে ওখানে উপস্থিত ছিল?– Who else were present there?
- ট্রেনটি সময়মতো চলছে– The train is running in time.
- তুমি বরং তাকে এখানে পাঠাও– You rather send him here.
- তারা ঘোর বিবদমান অবস্থায় ছিল– They were at dagger's drawn.
- তারা সাগরের কাছে এক কুটিরে বাস করত– They lived in a hut close by the sea.
- জামাল খুব অল্প কথার মানুষ– Jamal is a man of few words.
- জামাল দুর্বল হৃদয়ের মানুষ ছিলেন না– Jamal did not lack courage.
- পলকের মধ্যে সুজন উধাও হয়ে গেল– Off went sojon in the twinkling of an eye.
- নীলা তোমার জন্য অনেকক্ষণ ধরে অপেক্ষা করিতেছে – Nila has been waiting for you for a long time.
- করিম আসার আগেই রহিম এসে থাকবে– Karim will have come before Rahim comes.
- মিতারা দুই বোন– Mitas are two sisters.
- জামাল সুন্দর গান গাইতে পারে– Jamal can sing well.
- কথাটি শোনে জামাল অনেকক্ষণ ভাবলো– Jamal thought of a long time after hearing the words.
- ক্লিওপেট্রা সুন্দরের সঠিক উপমা ছিলেন– Cleopettra was a paragon of beauty.
- এক কাপ চা পেলে মন্দ হতো না– I wouldn't mind a cup of tea.
- অন্যের দোষ ধরা সহজ– It is easy to find fault with others.
- বইটি কেমন কাটছে– How is the book selling?
- পুষ্টিকর খাদ্য স্বাস্থ্যের জন্য ভালো– Nutritious food is good for health.
- রাজশাহীতে প্রচুর আম জন্মে– Mangoes grow in plenty in Rajshahi.
- এই বছর খুব শীত পড়েছে– It is very cold this year.
- চিঠিটা ডাকে ফেলতে ভুলে যেও না– Do not forget to mail the letter.
- আমার বাবার একটি কলম ছিল– My father had a pen.
- অমানুষদেরকে বের করে দাও– Exterminate all the brutes.
- শোনা কথায় বিশ্বাস করিও না– Do not believe in hearsay.
- ক্ষুধার রাজ্যে পৃথিবী গদ্যময়– The world is prosaic in the state of hunger.
- আমি বরং মরিব তবু চুরি করিব না– I would rather die than steal.
- আমি ধনের জন্য লালায়িত নই– I do not hanker after wealth.
- আমি জানি আসিফ ভীতু– I know asif is a coward.
- এটি কীভাবে করতে হয় আমি তা জানি – I know how to do it.
- আমরা অলস লোকদের পছন্দ করি না– we do not like idle people.

CamScanner

JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS

- আমি আমার জন্মভূমিকে ভালোবাসি- I love my land of birth.
- আমি তোমার নিকট বিশেষ কৃতজ্ঞ- I am very grateful to you.
- আমি কাজটি দ্রুত সমাধা করেছি- I finished the work in no time.
- আমি তাকে বোঝাতে চেষ্টা করব - I will try to make him understand.
- আমি গতকাল তোমার চিঠি পেয়েছি- I received your letter yesterday.
- আমি যদি তার নামটি জানতাম- Had I know his name before!
- কেঁচো এক প্রকার সরীসৃপ- The earth worm is a kind of reptile.
- কে তোকে ডাকে?- Who are you calling?
- গরুর লেজ আছে- A cow has a tail.
- এই জমির দরকার নেই- This land is not needed.
- তিনি কেমন লোক?- What is he like?
- তারা সারা সন্ধ্যা প্রায় কথা বলেনি- They hardly spoke all evening.
- হঠাৎ সে কাঁদতে শুরু করল- Suddenly she began to weep.
- তিনি মুক্তিযুদ্ধে যোগদান করেন- He joined the war of liberation.
- আমি গান শিখতে চাই- I want to learn music.
- আমরা না হেসে পারলাম- I could not but laugh.
- আমি না হেসে পারলাম- We could not but laugh
- মেয়েটি হাসতে হাসতে আমার কাছে এল- The girl entered the room laughing.
- মেয়েটি হাসতে হাসতে ঘরে ঢুকল- The girl came to me laughing
- শিশুটি কাঁদতে কাঁদতে ঘুমিয়ে পড়ল- The baby slept during crying.
- শিশুটির মুখে হাসি লেগেই আছে- The baby is always full of smiling.
- তাকে সাহায্য করা হয়েছিল- He was helped.
- আবহাওয়া উষ্ণতর হচ্ছে? - The weather is getting warmer?
- মেয়েটি তার মায়ের মতো- The girl takes after her mother.
- অপরের নিন্দা করিও না- Do not speak ill of others.
- তিনি এলএলবি নহেন একজন বিএসসি- He is not an LLB but a B.sc.
- আজ কোনো ক্লাস হবে না- There will be no class today.
- আমি কখনো উটপাখি দেখিনি- I have never seen an ostrich.
- তার সাথে আমার সুসম্পর্ক নেই- I am not in good terms with him.
- অপমানের চেয়ে মৃত্যু শ্রেয়- Death is preferable to dishonour.
- আমার বই নাই বললেই চলে- I have few books.
- দাঁড়াও, আমি এখনি আসছি- Wait, I am coming now?
- তিনি গ্রামের মাথা- He is the leader of the village.
- তিনি কঠোর পরিশ্রম করতে অভ্যস্ত- He used to work hard.
- তিনি রাগে গরগর করছেন- He is bursting into anger.
- তিনি মুক্তিযুদ্ধে যোগদান করেন - He joined the war of liberation .
- তিনি আমাদের গোলমাল না করতে বললেন - He told us not to make a noice.
- উত্তরাধিকারসূত্রে তিনি প্রভূত সম্পত্তি অর্জন করেছিলেন- He inherited much property.
- তার মেয়েটি ভালো গান গায়, তাই নয় কি?- His daughter sings well,doesn,t she.
- তারা ঘোর বিবদমান ছিল- They were at dagger's drawn.
- তারা সারা সন্ধ্যায় প্রায় কোনো কথা বলেনি - They had hardly spoken all evening.
- কে কে যাবে? - Who and who will go?
- এবারের সংগ্রাম মুক্তির সংগ্রাম- Fight this time is the fight for liberation./Struggle this time is the struggle for liberation.
- আমার যদি পাখির মতো ডানা থাকত- If I had the wings of a bird.
- আমার লিখিবার কলম নাই- I have no pen to write with.
- আমার যদি পাখির মতো ডানা থাকত - Had I the wings of bird.
- আমি লন্ডনে থাকতে পারতাম - I could live in London.
- আমি রাতে একটি মধুর স্বপ্ন দেখেছি - I dreamt a sweet dream last night.
- এই বইখানি আমি খুঁজছি - I am looking for this book.
- আমি এ থেকে কিছুই বুঝলাম না - I can make neither head nor tail of it.
- আমি তাকে যেতে দিলাম - I let him go.
- আমি তার কথা শোনে স্তম্ভিত হয়ে গিয়েছিলাম - I was surprised to hear his words.
- আমি আম পছন্দ করি - I like mangoes.
- আমি লিখতে জানি - I know how to write.
- আমি চেষ্টার কোনো ত্রুটি করিনি - I left no stone unturned.
- আমি তাকে জিজ্ঞেস করলাম সে আমাকে চিনে কিনা? - I asked him if he had known me.
- আমি আমার একজন বন্ধুকে আমার বইটি ধার দিয়েছিলাম - I lent my book to a friend of mine.
- পূর্বদিকে ঘুরেই আমি বাড়িটি পেয়ে গিয়েছিলাম - Walking towards the east I found the house.
- আকাশে মেঘ জমেছে- Clouds have gathered in the sky.
- আকাশ মেঘে আবৃত- The sky is covered with clouds.
- গ্রামখানি মেঘে ঢাকা- The village is covered by the clouds.
- মেঘ কেটে গেল- Clouds rolled away.
- বর্ষা শুরু হয়েছে- The rain has set in.
- বর্ষাকাল শুরু হয়েছে- The rain has set in.
- আকাশে মেঘ জমেছে- Cloud have gathered in the sky.
- আকাশে মেঘাচ্ছন্ন- The sky is overcast with clouds.
- ঝম ঝম করিয়া বৃষ্টি আসিল-The rain came down with torrents.
- গুড়গুড় মেঘ ডাকছে- Clouds are rumbling.
- সকাল থেকে বৃষ্টি হচ্ছে- It has been raining since morning.
- সকাল থেকে গুঁড়িগুঁড়ি বৃষ্টি হচ্ছে- It has been drizzling since morning.
- গুঁড়িগুঁড়ি বৃষ্টি পড়ছে - It is drizzling.
- গত সন্ধ্যা থেকে মুষলধারে বৃষ্টি পড়ছে - It has beenraining cats and dogs since last evening.
- মুষলধারে বৃষ্টি হচ্ছে - It is raining cats and dog./It rains cats and dogs./it is raining in torrents.
- আমাকে তাহার সহিত দেখা করিতে হয়- I am to see him.
- তারা কাজটি করতে থাকবে- They will be doing the work.
- রাগিদ সাঁতার কাটতে জানে - Ragid know how to swim.
- মানুষ বায়ু ছাড়া বাঁচতে পারে না- Man cannot live without air.
- গরিবেরা দিন আনে দিন খায়- The poor live from hand to mouth.
- মেয়েটি হাসিতে হাসিতে আমার দিকে আসিল- The girl came to me laughing.
- আমি যদি তার মতো হতে পারতাম- I wish I were he!
- এটি কিভাবে করতে হয় তা আমি জানি- I know how to do it.
- তিনি রাগে গরগর করছেন- He is bursting into anger.
- যেতে পারি, কিন্তু যাব কেন?- I can go, but why should I?
- তোমার সঙ্গে যেতে পারলে বেশ হতো- I wish I could accompany you.
- আমি যদি আকাশে উড়তে পারতাম- I wish I could fly in the sky.
- আমার বন্ধু নাই বললেই চলে - I have few friend.
- আমার টাকা ছিল না - I had no money.
- আমার ঘড়িটি ঠিক সময় দেয় - My watch goes right.
- গল্পটি অতি সংক্ষেপে বললাম - I told the story briefly.
- আমরা স্কুলজীবনে বল পয়েন্ট কলম ব্যবহার করিনি- We did not use ball point pen in school life.

JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS

CamScanner

JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS

- আমরা ছোটবেলা থেকে ইংরেজি শিখছি - We have been learning english since our childhood.
- এই লেনদেনে আমি টাকাকড়িবিহীন হয়ে পড়েছি - I am out of pocket by the transaction.
- আমরা স্টেশনে পৌঁছার আগে গাড়ি ছেড়ে দিল- The train has left before we arrived at the station.
- ঐ কারণে আমি অবশ্যই তোমার সঙ্গ ত্যাগ করব - On the question I must part company with you.
- সম্পদের পিছনে দৌড়াইও না- Do not run after money.
- পানি বাষ্পে পরিণত হয়- Water changes on vapour.
- ইভটিজিং একটি সামাজিক ব্যাধি- Eve-teasing is a social problem.
- খাইলে খাও নইলে চলে যাও- Eat or go away.
- অন্যথায় তারা ভুল করতে পারত- They could be wrong otherwise.
- ঘরটি আমাদের জন্য খুব ছোটো- The room is too small for us.
- তার মাথায় একটু ছিট আছে- He must have a bee in his bonnet.
- মানুষ যত পায় তত চায়- The more men get, the more they want.
- নিজের কাজে মন দাও- Mind your own business.
- তুমি কি কখনো বিদেশ গিয়েছ?- Have you ever been abroad?
- মানুষ যেমন চায় তেমনি পায়- As man wants so does he get.
- দৃশ্যটি কি চমৎকার- How nice the scenery is!
- কি গোলমালই যে তুমি কর!- What a noise you make!
- আমি চোরটির পিছু তাড়া করেছিলাম- I chased the thief.
- বড় হতে কে না চায়?-Who does not want to be great?
- এখন অনেক রাত?- It is very late at night now.
- বসে বসে আর ভালো লাগে না- Sitting idle does not seem well.
- তুমি, সে ও আমি পরস্পর বন্ধু- You, he and I are friends.
- তুমি না আসা পর্যন্ত আমরা তোমার জন্য অপেক্ষা করতে থাকব - We shall be waiting for you until you come back.
- তুমি কী ধরনের মানুষ? - What kind of man are you.
- তুমি কি কখনো বিদেশ গিয়েছ? - Have you ever been to abroad?
- তুমি কি কখনো রাঙামাটি গিয়েছ? - Have you ever gone to rangamati?
- তাকে আমার অসহ্য লাগে- I am sick of him.
- তারা ভুল করেছে- They have done wrong.
- তাঁর বাড়ি কুষ্টিয়া- He hails from kushtia.
- তিনি প্রত্যেক সপ্তাহে এখানে আসতেন - He used to come here every week.
- প্রথমে আমি তোমাকে সাহায্য করেছিলাম- It was I who helped you first.
- এখন বাজার একটু নরম- The market is little dull now.
- আজ খুব ঠান্ডা, তাই না?- Its very cold today, isn't it?
- ডাক্তার ডাক- Call in a doctor.
- ডাক্তার আসার পূর্বেই রোগী মারা গেল- The patient had died before the doctor came.
- ডাক্তার রোগীর নাড়ি দেখলেন- The doctor felt the pulse of the patient.
- সাঁতার কাটা একটি ভালো ব্যায়াম- The nurse told me that the doctor's office closed at 7:00 p.m.
- এইগুলো রুমির বোনদের বই- These are Rumi's sisters books.
- দিনে দিনে শীত বাড়ছে- It is getting colder day by day.
- পরিণামে সে একজন বড় কবি হবে - He will be a great poet in course of time.
- আমি তাকে দিয়ে চুল কাটাই- I have him cut my hair
- তিনি পাকা কথা দিয়েছেন- She has given her final word.
- আমি তাকে দুবছর যাবৎ চিনি- I have known her for two years.
- আমি ইঞ্জিনিয়ার হতে চাই- I want to be an engineer.
- সপাং করে চাবুক পড়ল- Smack went the whip.
- সকালে পাখিরা কিচিরমিচির করে- Birds twitter at dawn.
- সে আনন্দে উচ্ছ্বসিত ছিল- He was beside himself with joy.
- সে তার দোষ অস্বীকার করল- He denied his guilt.
- সে চারটার আগে ফিরল না- He did not get back by four o'clock.
- সে খুব ধূর্ত, তাই নয় কি?- He is very cunning, isn't he?
- সে খুবই আবেগপ্রবণ - He is very emotional.
- সে অত্যন্ত নিষ্ঠুর - He is very cruel.
- সে নীরবে কাঁদিতে লাগিল - He began to weep silently.
- সে ধূমপান ছেড়েছে - He has given up smoking.
- সে কঠোর পরিশ্রম করে, তাই না?- He works hard, doesn't he?
- সে আজ রাতে যুক্তরাজ্যে যাবে - He starts for UK tonight.
- সে গত পরশু ঢাকায় গিয়েছে - He went to Dhaka day before yesterday.
- সে এমনভাবে কথা বলে মনে হয় সব জানে - He talks as if he knew everything.
- সে জামিনে খালাস পেয়েছে - He has been releasedon bail.
- সে আশ্চর্য হয়ে গেল - He was surprised.
- সে কখনো পরের নিন্দা করে না - He never speaks ill of others.
- সে তাড়াতাড়ি আরোগ্য লাভ করিবে- He will come round soon.
- স্বদেশপ্রীতি একটি মহৎ গুণ- Patriotism is a noble virtue.
- সাঁতার কাটা একটি ভালো ব্যায়াম- Swimming is a good exercise.
- সে সাঁতার কাটতে জানে না- He does not know how to swim.
- সে সাঁতার দিয়ে নদী পার হলো- He swam across the river.
- সে তার ভাইয়ের মতো লম্বা নয়- He is not as tall as his brother.
- সে দ্রুত হাঁটছিল এবং খুব জোরে কথা বলছিল- He was walking swiftly and talking loudlY.
- সে আমার ব্যবহারে ক্ষুব্ধ- He is angry at my behavior.
- সে অত্যন্ত ধূর্ত মানুষ- He is a shrewd man.
- সে অঙ্কে কাঁচা- He is weak in Mathematics.
- সাকিব সুন্দর গান গাইতে পারে- Sakib can sing well.
- সে আশি বছর বেঁচে ছিল- He lived for eighty years
- সে পড়ার চেয়ে লেখা বেশি পছন্দ করে- He prefers writing to reading.
- সে আমাকে গাল দিল- He called me names.
- সে আত্মহত্যা করেছিল- He killed himself.
- সে তার ভাইয়ের মতো লম্বা নয়- He is not as tall as his brother.
- সে বইখানি আমার কাছে রাখিয়াছে- He has kept the book with me.
- সে কলেরায় মারা গিয়াছে - He died on cholera.
- সে এত দুর্বল যে হাঁটিতে পারে না- He is so weak that he cannot walk.
- সে কঠোর পরিশ্রম করে, তাই না? - He works hard, doesn't he?
- সে বলল যে, সে কখনো এখানে আসবে না - He said that he would never come here.
- সে ভালো ইংরেজি বলে- He speaks English well.
- সে টেলিভিশন দেখতে দেখতে শুয়েছিল- He lay watching television.
- সে কোন দেশের লোক- What country does he belong to?
- সময় অর্থের চেয়েও মূল্যবান- Time is more valuable than money.
- সে কেবল ঘুমাতো আর কিছুই করতো না- He did nothing but sleep.
- সময়ের সদ্ব্যবহার করা উচিত- One should make the best of one's time.
- সকালে উঠা স্বাস্থ্যের পক্ষে ভালো- Early rising is beneficial to health.
- সে তার বন্ধুকে বিদায় জানাল- He said good-bye to his friends.

JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS

লিখিত অংশ : অনুশীলনমূলক কাজ

বাংলায় অনুবাদ কর : [ঢাবি বলা, আইন ও সামাজিক : ২৩-২৪] ৫

Tomorrow as yesterday, the fittest will survive in the struggle for existence. But whereas, in the past, selfishness was the measure of fitness, in the future, survival value will be determined by breadth and depth of love. Modern science is teaching, as it never was taught before, that no one lives for himself alone.

বাংলায় অনুবাদ : অতীতের মতো ভবিষ্যতেও যোগ্যরাই অস্তিত্বের লড়াইয়ে টিকে থাকবে। অতীতে যেখানে স্বার্থপরতা ছিল যোগ্যতার মাপকাঠি, সেখানে ভবিষ্যতে ভালোবাসার গভীরতায় টিকে থাকার গুণ নির্ধারণ করা হবে। আধুনিক বিজ্ঞান এই শিক্ষাই দিচ্ছে যে কেউ-ই কেবল তার নিজের জন্য বাঁচে না ; যা আগে কখনোই শেখানো হয়নি।

২. অনুবাদের গুরুত্ব আলোচনা কর।

উত্তর : ভাষা ও সাহিত্যের ক্ষেত্রে অনুবাদ একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। অনুবাদের মাধ্যমে এক ভাষা অন্য ভাষার ভাব আত্মস্থ করে ঋদ্ধ হয়ে ওঠে। কোনো ভাষার শব্দাবলি প্রয়োগ-কৌশল ও প্রকাশ রীতি সম্বন্ধে সম্যক ধারণা অর্জনের সর্বোত্তম মাধ্যম অনুবাদ। এক সমাজের মানুষ অন্য সমাজের মানুষের ভাষা জানার একমাত্র উপায় হচ্ছে অনুবাদ। আজকের বিশ্বে মানুষ যেমন স্বাদেশিক, তেমনি আন্তর্জাতিকও। মানুষকে এখন নানা কারণে আন্তর্জাতিক মানুষ হয়ে উঠতে হয়। তাই দৈনন্দিন জীবনে ও নানা কারণে এক ভাষাভাষী মানুষকে অন্য ভাষার সাহায্য নিতে হয়। সেক্ষেত্রে অনুবাদ বিশেষ সহায়তা করে। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি শিক্ষা এবং গবেষণা মানব জীবনের একটা গুরুত্বপূর্ণ অনুষঙ্গ। বিজ্ঞান শিক্ষা ও গবেষণার ক্ষেত্রে অনুবাদের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। মাতৃভাষার মাধ্যমেই জ্ঞানচর্চার পূর্ণতা লাভ করা যায়। তাই বিশ্বের জ্ঞান-বিজ্ঞান যদি মাতৃভাষায় অনুবাদের মাধ্যমে শেখা যায়, তাহলে তা হবে সহজবোধ্য ও অধিকতর কার্যকর। কেননা, কোনো দেশের মাতৃভাষার জ্ঞান দ্বারাই কেবল পূর্ণতা সাধন করা সম্ভব নয়– এ জন্য প্রয়োজন অন্য ভাষার সাহায্য। আর এ সাহায্য আসে অনুবাদের মাধ্যমে।

তথ্যপ্রবাহকে অব্যাহত, সমৃদ্ধ ও যুগোপযোগী করার জন্য অনুবাদের গুরুত্ব অপরিসীম। কেননা, অন্য দেশে কোথায় কী ঘটছে তা সঙ্গে সঙ্গে টেলেক্স, ফ্যাক্স, টেলিপ্রিন্টার, টেলিভিশন ও বেতারের মাধ্যমে আমরা জেনে যাই। এ জানাটা মূলত ঘটে অনুবাদের মাধ্যমে। তাই এসব বিবেচনায় অনুবাদের প্রয়োজনীয়তা যে সীমাহীন একথা নিদ্বিধায় বলা চলে।

৩. অনুবাদ কাকে বলে? কত প্রকার ও কী কী? লেখ।

উত্তর : আলোচনা অংশ দ্রষ্টব্য।

৪. বিশ্ব সাহিত্যের ক্ষেত্রে অনুবাদের গুরুত্ব কতখানি আলোচনা কর ।

উত্তর : প্রত্যেক ভাষারই কিছু নিজস্ব বৈশিষ্ট্য ও নিয়ম আছে। পৃথিবীর সব দেশেই জীবনে সব তৎপরতাকে মাতৃভাষার মাধ্যমে প্রকাশ করা হয়। এসব তৎপরতা সামগ্রিকভাবে নির্ণয় করে দেশগুলোর কৃষ্টি, সভ্যতা ও সাহিত্য। আর এ কৃষ্টি, সভ্যতা ও সাহিত্য জানতে হলে বা জানাতে হলে অনুবাদই একমাত্র উপায়।

প্রাচীনকাল থেকেই রাজা, রাজ্য, সম্রাট, সাম্রাজ্য ও তাঁদের নানা কীর্তিকলাপ নিয়ে রচিত হয়েছে নানা সাহিত্যকর্ম। আর এসব সাহিত্যকর্মের সম্মিলিত রূপই আজকের বিশ্বসাহিত্য। তাই বিশ্বসাহিত্য জানতে হলে অনুবাদের কোনো বিকল্প নেই।

সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করতে যুগ যুগ ধরে অনুবাদের সহায়তা গ্রহণ করা হয়েছে। এটি স্বীকৃত পদ্ধতি। বিশ্বের সব দেশে শ্রেষ্ঠ সাহিত্যের নমুনা বা শ্রেষ্ঠ গ্রন্থটি পাওয়া সুলভ নয়। এ জন্য যেমন বাংলা ভাষায় অন্য সাহিত্যের অনুবাদ করা প্রয়োজন তেমনি অন্য ভাষার সাহিত্যেরও বাংলা অনুবাদ করা জরুরি। বিশ্বসাহিত্যের নানা গ্রন্থ যেমন : লিও টলস্টয়ের 'ক্রাইম অ্যান্ড পানিশমেন্ট', 'ওয়ার অ্যান্ড পীস' অথবা পার্ল এস বাকের 'দি আর্থ' সহ বিশ্বের শ্রেষ্ঠ গ্রন্থগুলো কেবল অনুবাদের মাধ্যমে পাঠ করে আমরা তৎকালীন বা সমকালীন বিশ্ব সম্পর্কে জানতে পারছি।

সর্বোপরি বলতে পারি অনুবাদ আমাদের ইহজাগতিকতার সঙ্গে যুক্ত। তাই বর্তমান বিশ্বে অনুবাদ একটি সৃজনশীল কর্মে পরিণত হয়েছে। আর এ জন্যই বিশ্ব সাহিত্যের ক্ষেত্রে অনুবাদের গুরুত্ব সবচেয়ে বেশি। কারণ ভাষার পুষ্টির একটা উপায় অনুবাদ।

০৫. নিচের অংশটুকু বাংলায় অনুবাদ কর : [ঢাবি D ১৯-২০]

The streets are now my home, I used to collect trash and sell it to a vendor. I stopped doing that after I had a serious Infection and a doctor told me to stay away from the trash dump. Once I worked for an ice cream shop owner and sold Ice cream on the beach. But I got no money in return. The owner of the shop gave me something to eat and let me sleep in his hut at night. The work was difficult and painful. The ice cream box is quite heavy when it is full. I had to work for hours, offering my ice cream to whoever wanted to buy. There were days when I could not even sell one ice cream.

অনুবাদ : রাস্তাই এখন আমার বাড়ি। আমি আবর্জনা সংগ্রহ করতাম এবং একজন বিক্রেতার নিকট বিক্রি করতাম। মারাত্মক একটা দুর্ঘটনার পরে আমি এটা করা বন্ধ করে দিই এবং ডাক্তার আমাকে বলেছিল ময়লা আবর্জনা থেকে দূরে থাকতে। একদা আমি একটা আইসক্রিমের দোকানে কাজ করতাম এবং সৈকতে আইসক্রিম বিক্রি করতাম। বিনিময়ে আমি কোনো টাকা পেতাম না। দোকানের মালিক আমাকে কিছু খেতে দিতেন এবং রাত্রে তার কুঁড়েঘরে ঘুমাতে দিতেন। কাজটি ছিল কঠিন এবং কষ্টদায়ক। আইসক্রিম ভর্তি বাক্স ছিল খুবই ভারী। অন্যের কাছে আইস ক্রিম বিক্রি করে একটি আইসক্রিম পাবার জন্য আমাকে ঘণ্টার পর ঘণ্টা কাজ করতে হতো। এমনও দিন গেছে যে, আমি একটি আইসক্রিম বিক্রি করতে পারিনি।

০৬. নিচের অনুচ্ছেদটি বাংলায় অনুবাদ কর : [ঢাবি খ ১৯-২০]

Kuakata is one of the unique tourist spots in Bangladesh. It allows a visitor to watch both the sunrise and the sunset from the beach and that perhaps makes kuakata one of the world's most attractive beaches. The long and wide beach at kuakata has a typical natural setting. It is also a holy land for several religious communities. Each year thousands of devotees come here to attend various festivals.

অনুবাদ : কুয়াকাটা বাংলাদেশের অন্যতম একটি পর্যটক স্থান। সৈকত থেকে পর্যটককে সূর্যোদয় ও সূর্যাস্ত দেখার সুযোগ প্রদান করে এবং এটাই সম্ভবত কুয়াকাটাকে বিশ্বের অন্যতম আকর্ষণীয় সমুদ্র সৈকতে পরিণত করেছে। কুয়াকাটায় এ লম্বা ও চওড়া সমুদ্র সৈকতটিতে রয়েছে নান্দনিক নৈসর্গিক পরিবেশ। এটা কতিপয় ধর্ম-সম্প্রদায়ের কাছে পবিত্র ভূমি। বিভিন্ন উৎসবে অংশগ্রহণের জন্য প্রতি বছর হাজার হাজার উপাসক এখানে আসে।

০৭. নিচের অনুচ্ছেদটি বাংলায় অনুবাদ কর। [ঢাবি খ ১৯-২০]

What's more, it recognizes that we Rohingya are not alone. Many other ethnic groups in Myanmar – including the Kachin, the Shan, the Karen – endure shocking violence at the hands of the armed forces of the central government. The United Nations concludes; The Myanmar military, the force behind this vicious cycle of murderous abuse, must be brought to account. We must end decades of impunity for some of the worst crimes known to humanity in recent years.

উত্তর : কেবল রোহিঙ্গারাই নয় অধিকন্তু মায়ানমারে আরো অনেক ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠি যেমন : কাচিন, শান এবং কারেন যারা কেন্দ্রীয় সরকারের সেনাবাহিনীর নির্মম নির্যাতনের শিকার হচ্ছে। জাতিসংঘ সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছে যে, এ জঘন্য বর্বরতার সঙ্গে জড়িত মায়ানমার সেনাবাহিনী ও কুচক্র মহলকে শক্তিকে অবশ্যই বিচারের সম্মুখীন করা হবে। মানবতার জন্য আমাদেরকে অবশ্যই সাম্প্রতিক বছরগুলোতে ঘটে যাওয়া কিছু ভয়াবহ অপরাধের দায়মুক্তির কাজ শেষ করতে হবে।

০৮. নিচের অনুচ্ছেদটি বাংলায় অনুবাদ কর : [চা. বো. ২৪]

In the present world we live in a global village. The countries of the world are now like the homes of village. The countries are like next door neighbour to one another. We can immediately know what happens in other countries. And we can also share their joys and sorrows with them.

উত্তর : বর্তমান বিশ্বে আমরা একটি বিশ্বগ্রামে বাস করছি। পৃথিবীর দেশগুলো এখন গ্রামের বাড়ির মতো। দেশগুলো এখন পরস্পরের প্রতিবেশীর মতো। আমরা অবিলম্বে জানতে পারি অন্যান্য দেশে কী হয়। এবং আমরাও তাদের সাথে তাদের সুখ-দুঃখ ভাগাভাগি করতে পারি।

০৯. নিচের অনুচ্ছেদটি বাংলায় অনুবাদ কর :

Smoking is a dangerous habit. People addicted to smoking might become victim of cancer. And that cancer is a fatal disease needs no telling. So a vigorous campaign against smoking is a crying need. Medical men with their superior knowledge of the dangers of somking should be the leaders of the campaign. They should come forward.

অনুবাদ : ধূমপান একটি বিপজ্জনক অভ্যাস। ধূমপানে আসক্ত লোকেরা ক্যানসারের শিকার হতে পারে। ক্যান্সারের যে একটি মারাত্মক ব্যাধি তা বলার অপেক্ষা রাখে না। তাই ধূমপানের বিরুদ্ধে সর্বাত্মক অভিযান একান্ত প্রয়োজন। ধূমপানের বিপদগুলো সম্পর্কে সর্বাধিক জ্ঞান রাখে যে চিকিৎসকরা তাদেরই এ অভিযানে নেতৃত্ব দান করতে হবে। তাদের এগিয়ে আসা উচিত।

CamScanner

১০. নিচের অনুচ্ছেদটি বাংলায় অনুবাদ কর :

The 21st February is a memorable day in our life. Every year we remember this day with respect. The day is a public holiday. On this day the national flag flies at half mast. Many seminars and meeting are held. Recently this day has been recognized as the International Mother Language Day. It is a matter of pride for us.

অনুবাদ : একুশে ফেব্রুয়ারি আমাদের জীবনে একটি স্মরণীয় দিন। প্রতি বছর এ দিনটি আমরা শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করি। দিনটি সরকারি ছুটির দিন। এ দিনে জাতীয় পতাকা অর্ধনমিত করে ওড়ে। নানা সেমিনার ও সভা অনুষ্ঠিত হয়। সম্প্রতি দিনটিকে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে। আমাদের জন্য এটি একটি গৌরবের বিষয়।

১১. নিচের অনুচ্ছেদটি বাংলায় অনুবাদ কর :

Parents are the source of our life on the earth. It is they who have brought us in the world. They have brought us up in our childhood. They look after us from our infancy with greatest care and love. Without their loving care, our existence on earth would be impossible.

অনুবাদ : পিতামাতা পৃথিবীতে আমাদের জীবনের উৎস। তাঁরাই আমাদের এ পৃথিবীতে এনেছেন। ছেলেবেলায় লালন-পালন করেছেন তাঁরা। শৈশব থেকেই তাঁরা সর্বাধিক স্নেহ-যত্নে আমাদের তত্ত্বাবধান করেন। তাঁদের স্নেহসিক্ত যত্ন ছাড়া এ পৃথিবীতে আমাদের অস্তিত্ব অসম্ভব ছিল।

১২. নিচের অনুচ্ছেদটি বাংলায় অনুবাদ কর :

Poverty is a great problem in our country. But we hardly realize that this miserable condition is our creation. Many do not try to better their condition by hard labour and profitable business. They only curse their fate. We must shake of this inactivity and aversion to physical labour. Man is the maker of his own fortune.

অনুবাদ : দারিদ্র্য আমাদের দেশের একটা গুরুতর সমস্যা; কিন্তু কদাচিৎ আমরা উপলব্ধি করি যে, এ শোচনীয় অবস্থা আমরাই সৃষ্টি করেছি। অনেকেই কঠোর পরিশ্রম ও লাভজনক ব্যবসা করে তাদের অবস্থার উন্নতি সাধনের চেষ্টা করে না। তারা কেবল তাদের ভাগ্যকে দোষারোপ করে থাকে। আমাদের অবশ্যই অকর্মণ্যতা ও কায়িক শ্রমের প্রতি অনীহা পরিত্যাগ করতে হবে। মানুষ নিজেই তার ভাগ্য নির্মাতা।

১৩. নিচের অনুচ্ছেদটি বাংলায় অনুবাদ কর :

Punctuality is to be cultivated and formed into a habit. This quality is to be acquired through all our work from our boyhood. Boyhood is the seed-time. The habit formed at this time will continue all through our life. "Everything at the right time." should be our motto.

অনুবাদ : সময়ানুবর্তিতার অনুশীলন করে তাকে অভ্যাসে পরিণত করতে হবে। বাল্যকাল থেকেই আমাদের সব কাজের মধ্য দিয়ে এ গুণটি অর্জন করা চাই। বাল্যকাল বীজ-বপনের কাল। এ সময়ে যে অভ্যাস গঠিত হয় তা সারা জীবন অব্যাহত থাকে। আমাদের নীতিধ্বনি হওয়া উচিত, 'ঠিক কাজ ঠিক সময়ে করা।'

১৪. নিচের অনুচ্ছেদটি বাংলায় অনুবাদ কর :

Patriotism is a very noble virtue. It means love for one's country. A person who loves his/her country more than anything else is called a patriot. Patriotism inspires a man to do everything just and fair for the wellbeing and betterment of the country. It is the invaluable quality that impels a man to sacrifice his own interest, comfort, pleasure and even his life for the sake of his/her country. To a true patriot mother and the motherland are the same.

অনুবাদ : দেশপ্রেম হলো একটি খুব উৎসাহী গুণ। দেশপ্রেম বলতে দেশের প্রতি ভালোবাসাকে বোঝায়। যে ব্যক্তি অন্য দেশের চেয়ে তার দেশকে বেশি ভালোবাসে তাকে দেশপ্রেমিক বলা হয়। দেশপ্রেম একটি মানুষকে দেশের কল্যাণ ও উন্নয়নের জন্য যথোপযুক্ত ও ন্যায্যতার জন্য অনুপ্রাণিত করে। এটি একটি অমূল্য গুণ যা মানুষকে নিজের স্বার্থ, আরাম, আনন্দ এবং এমনকি তার জীবনকে নিজের দেশের জন্য আত্মত্যাগ করতে অনুপ্রাণিত করে। একজন সত্যিকার দেশপ্রেমিকের কাছে মা এবং মাতৃভূমি একই।

১৫. নিচের অনুচ্ছেদটি বাংলায় অনুবাদ কর :

It is impossible to describe the beauty of the Taj in words. It has been called a dream in marble and a teardrop on the cheeks of time; but the fairest phrases fail to do justice to the surpassing creation of art. The Taj is best by moonlight when the dazzling white of the marble is mellowed into a dreamy softness. The most charming view, perhaps, is obtained from the place on the opposite bank of the river when the plinth is not visible and the building looks a fairy castle in the air, hung among the cloud.

অনুবাদ : তাজমহলের সৌন্দর্য অনির্বচনীয়। একে বলা হয়েছে 'মর্মর নির্মিত স্বপ্ন' এবং 'কালের কপোলতলে এক বিন্দু অশ্রু'। কিন্তু ভাষার সুন্দরতম বিন্যাসও এই অতুল শিল্পসৃষ্টির যথার্থ বর্ণনায় ব্যর্থ। জ্যোৎস্না রাতে যখন শুভ্রোজ্জ্বল মর্মর এক স্বপ্নিল কোমলতা পায়, তাজমহলের সৌন্দর্য তখনই সমধিক হয়। নদীর অপর তীরের প্রাসাদ থেকেই, সম্ভবত তাজের সর্বাপেক্ষা মুগ্ধকর দৃশ্য অবলোকন সম্ভব; সেখান থেকে তাজমহলের মেঝেটি দৃষ্টিগোচর হয় না, সৌধটিকে মেঘলোকাশ্রিত আকাশস্থ পরিরাজ্যের দুর্গ বলে মনে হয়।

বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের বিগত বছরের MCQ প্রশ্নোত্তর

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

০১. 'I have not yet come round.' বাক্যটির ঠিক অনুবাদ– [ক ২২-২৩]
ক আমি এখনও এসে পৌঁছাইনি। খ আমি এখনও পরাজিত হইনি
গ আমি এখনও সুস্থ হইনি। ঘ আমি এখন আর ঘোরাঘুরি করি না। **উ: গ**

০২. 'No fire can burn without air' এর বাংলায় ঠিক অনুবাদ কোনটি? [ক ২১-২২]
ক আগুন জ্বলতে বাতাসের প্রয়োজন হয়। খ বাতাস ছাড়া আগুন নিভে না।
গ বাতাস ছাড়া আগুন জ্বালাতে পারে না। ঘ বাতাস ছাড়া আগুন জ্বলে না। **উ: খ**

০৩. 'One swallow does not make a summer' প্রবাদবাক্যটির যথার্থ বঙ্গানুবাদ হলো : [খ ২১-২২; খ ১৯-২০]
ক ওস্তাদের মার শেষ রাতে খ তালের পাখা প্রাণের সখা, গরমকালে হয় যে দেখা
গ কারো পৌষ মাস কারো সর্বনাশ ঘ এক মাঘে শীত যায় না **উ: ঘ**

০৪. 'A bolt from the blue' এর সমার্থক বাংলা প্রবাদ হলো–[খ ১৯-২০]
ক যত গর্জে তত বর্ষে না খ বিনা মেঘে বজ্রপাত
গ লঘুপাপে গুরু দণ্ড ঘ ছাই ফেলতে ভাঙাকুলা **উ: খ**

০৫. 'She walks in beauty, like the night
Of cloudless climes and starry skies.' এর উত্তম বঙ্গানুবাদ– [খ ১৮-১৯]
ক তার পথের পরে সৌন্দর্য ঝরে তারাভরা রাতের মতো।
খ নির্মেঘ নক্ষত্ররাতের মতো সৌন্দর্যকে সঙ্গী করে হেঁটে চলে সে।
গ মেঘশূন্য নক্ষত্রপূর্ণ পূর্ণিমা রাতের মতো হেঁটে চলে সে।
ঘ মেঘশূন্য নক্ষত্রভরা সুন্দরী রাতে হেঁটে যায় সে। **উ: গ**

০৬. 'Everybody cried up her beauty.' বাক্যটির বঙ্গানুবাদ– [A ১৭-১৮]
ক প্রত্যেকে তার রূপে ছিল মুগ্ধ খ প্রত্যেকে তার সৌন্দর্যের ভূয়সী প্রশংসা করল।
গ তার রূপ নিয়ে প্রত্যেকে ছিল ঈর্ষান্বিত।
ঘ সৌন্দর্যের জন্যই সে প্রত্যেকের নজর কেড়েছিল **উ: খ**

০৭. The singer has a very sonorous voice. বাক্যটির বঙ্গানুবাদ– [খ ১৭-১৮]
ক গায়কটি উদাত্ত কণ্ঠের অধিকারী খ গায়কের কণ্ঠ খুব সুরেলা
গ গায়কের গানের গলা খুব মিষ্টি ঘ গায়কটি খুব ভালো গায় **উ: খ**

০৮. 'Once bitten, twice shy. ' এর অর্থ কোনটি? [ঘ ১৭-১৮; জাককানইবি AL ১৮-১৯]
ক নেড়া কি কভু বেলতলা যায়? খ দশে মিলি করি কাজ, হারি জিতি নাহি লাজ
গ অতি দর্পে হত লঙ্কা ঘ অধিক সন্ন্যাসীতে গাঁজন নষ্ট **উ: ঘ**

০৯. 'The poorman did not know what to do.' এ বাক্যের অনুবাদ? [গ ৯১-৯২]
ক দরিদ্র লোকটি জানল না কি করবে খ গরিব লোকটি দিশেহারা হয়ে গেল
গ হতভাগ্য লোকটি কি করবে ঠিক করতে পারল না
ঘ ক, খ ও গ এর কোনটি নয় **উ: খ**

১০. 'To speak ill of others is a sin.' এ বাক্যের ঠিক অনুবাদ কোনটি? [গ ৯২-৯৩]
ক অপরের নিন্দা করো না খ কারো নিন্দা করতে হয় না
গ অপরের নিন্দা করা পাপ ঘ কারো নিন্দা করলে পাপ হয় **উ: গ**

১১. 'Carrying Coals to Newcastle.' এর ঠিক অর্থ– [গ ৯৪-৯৫]
ক যার আছে তাকেই দেওয়া খ অর্থহীন সাহায্য
গ বিপদে সাহায্য করা ঘ কয়লা খনিতে কয়লা পাঠানো **উ: ঘ**

১২. 'It culminated into failure.' এ বাক্যটির ঠিক অনুবাদ হলো– [খ ৯৬-৯৭]
ক এটা ব্যর্থতা কাটিয়ে উঠলো খ এটা ব্যর্থতারই নামান্তর
গ এটা ব্যর্থতায় পর্যবসিত হলো ঘ এটা ব্যর্থতাকে রুখে দিল **উ: গ**

CamScanner

১৩. 'This hardwork is telling upon my health.' এ বাক্যের অনুবাদ– [খ ৯৭-৯৮]
ⓚ এ কঠিন কাজ করতে আমার স্বাস্থ্যে কুলোচ্ছে না
ⓚ এ কঠিন পরিশ্রম আমার স্বাস্থ্যের ওপর আঘাত করছে
ⓖ এ কঠিন পরিশ্রম আমার স্বাস্থ্যের ক্ষতি করছে
ⓖ এ কঠিন পরিশ্রম আমার স্বাস্থ্যের ওপর কথা বলছে
উ: গ

১৪. 'He shed crocodile tears.'– [গ ৯৭-৯৮]
ক) সে কুমিরের মতো কাঁদল
খ) সে কুম্ভীরাশ্রু বর্ষণ করল
গ) সে মায়াকান্না কাঁদল
ঘ) সে খামাখা চোখের জল ফেলল
উ: গ

১৫. 'The boy takes after his father.' বাক্যটির ঠিক বঙ্গানুবাদ– [খ ৯৮-৯৯]
ক) ছেলেটি তার পিতার ওপর ক্ষিপ্ত
খ) ছেলেটি তার পিতাকে অনুসরণ করে থাকে
গ) ছেলেটি তার পিতার মতো
ঘ) ছেলেটি তার পিতাকে দেখাশোনা করে
উ: গ

১৬. 'He is a man of the world.' এর বঙ্গানুবাদ– [খ ০৪-০৫]
ক) তিনি বিশ্ববিখ্যাত লোক
খ) তিনি পৃথিবীর লোক
গ) তিনি বিষয়ী লোক
ঘ) তিনি সম্পদশালী লোক
উ: গ

১৭. You must be patient. এ বাক্যের যথার্থ অনুবাদ– [খ ৯৮-৯৯]
ক) তুমি নিশ্চয় রোগী
খ) তোমাকে রোগমুক্ত হতে হবে
গ) তোমাকে ধৈর্য ধরতে হবে
ঘ) তুমি নিশ্চয় ধৈর্যশীল
উ: গ

১৮. 'None has yet been held in the case.' বাক্যটির বঙ্গানুবাদ– [খ ৯৯-০০]
ক) মামলায় এখনো কাউকে ধরা হয়নি
খ) কাউকে এখনো মামলার জন্য দায়ী করা হয়নি
গ) কাউকে এখনো বাক্সে ভরা যায়নি
ঘ) ঘটনার জন্য কাউকে এখনো দায়ী করা যায়নি
উ: ঘ

১৯. 'A garden is also a source of income to men.' এর অনুবাদ? [ক ৯৯-০০]
ক) একটি বাগান মানুষের আয়ের উৎস
খ) বাগান থেকে মানুষ অর্থ উপার্জন করতে পারে
গ) বাগান মানুষের আয়েরও একটি উপায়
ঘ) বাগান মানুষের আয়েরও উৎস
উ: ঘ

২০. 'The leader gave a telling speech.' এ বাক্যের বঙ্গানুবাদ– [গ ৯৯-০০]
ক) নেতা জ্বালাময়ী বক্তৃতা দিলেন
খ) নেতা অসাধারণ বক্তৃতা দিলেন
গ) নেতা মারাত্মক বক্তৃতা দিলেন
ঘ) নেতা কার্যকর বক্তৃতা দিলেন
উ: ঘ

২১. 'He hates to part with his money.' এর যথাযথ বঙ্গানুবাদ– [খ ০০-০১]
ক) সে টাকা পয়সার ভাগীদার করতে চায় না
খ) সে টাকা রাখতে চায় না
গ) সে টাকা রাখতে ঘৃণা বোধ করে
ঘ) সে তার টাকা খরচ করতে চায় না
উ: ঘ

২২. I wish I could accompany you. এ বাক্যটির অনুবাদ কোনটি? [ক ০০-০১]
ক) আমি তোমার যাত্রার সঙ্গী হতে চাই
খ) আমি তোমার সঙ্গে যেতে চাই
গ) তোমার সঙ্গে যেতে পারলে বেশ হতো
ঘ) আমি তোমার যাত্রার সঙ্গী হচ্ছি
উ: গ

২৩. He can make you do this. বাক্যটির বঙ্গানুবাদ– [খ ০০-০১]
ক) সে তোমার জন্য এটি করতে পারে
খ) সে তোমাকে দিয়ে এটি করাতে পারে
গ) সে ও তুমি এটি করতে পার
ঘ) সে তোমার জন্যে এটি করতে পারে
উ: খ

২৪. He left no stone unturned. বাক্যটির যথাযথ বঙ্গানুবাদ– [খ ০০-০১]
ক) সে খুব চেষ্টা করল
খ) সে তোমাকে দিয়ে এটি করাতে পারে
গ) সে কোনো পাথর উল্টাতে পারল না
ঘ) সে কোনো পাথর উল্টে ফেলল না
উ: ক

২৫. 'He called me names' এর অনুবাদ– [খ ০২-০৩]
ক) সে আমাকে নাম ধরে ডাকল
খ) সে আমার নাম স্মরণ করল
গ) সে আমার নামে নিন্দা করল
ঘ) সে আমাকে গাল দিল
উ: ঘ

২৬. The antisocials are still at large. এর বঙ্গানুবাদ– [খ ০২-০৩]
ক) সমাজবিরোধীরা এখনো ধরাছোঁয়ার বাইরে
খ) সমাজবিরোধীদের দল এখন বেশ বড়
গ) সমাজবিরোধী এখন বেশ দূরে
ঘ) সমাজবিরোধীরা স্থির হয়ে দূরে অপেক্ষা করছে
উ: ক

২৭. 'He was called to the Bar in 1990.' বাক্যটির বঙ্গানুবাদ কোনটি? [ঙ ০৩-০৪]
ক) তিনি ১৯৯০ সালে ওকালতি শুরু করেন
খ) আদালত তাকে ১৯৯০ সালে ডেকে পাঠায়
গ) তিনি ১৯৯০ সাল থেকে আদালতে ধর্না দিচ্ছেন
ঘ) তিনি ১৯৯০ সাল থেকে আদালতে যাওয়া আসা করছেন
উ: ক

২৮. 'I am not young enough to know everything.' এর অনুবাদ কী? [ঙ ০৩-০৪]
ক) সবজান্তা হওয়ার মতো তরুণ আমি নই
খ) আমি সবজান্তা তরুণ নই
গ) আমার বয়সে তরুণের মতো সব জানা সম্ভব নয়
ঘ) তরুণ বলেই সবকিছু জানা যায় না
উ: ক

২৯. 'He will make a good player.' এর বঙ্গানুবাদ– [খ ০৪-০৫]
ক) সে ভালো খেলবে
খ) সে ভালো খেলোয়াড় তৈরি করবে
গ) সে ভালো খেলোয়াড় হবে
ঘ) সে একজন ভালো খেলোয়াড়
উ: গ

৩০. At least 40 people have died so far due to the cold wave. এর অনুবাদ– [খ ০৫-০৬]
ক) শীতের স্রোতে সর্বনিম্ন ৪০ জনের মৃত্যু হয়েছে
খ) শৈত্যপ্রবাহে এ পর্যন্ত অন্তত ৪০ জন মারা গেছে
গ) ঠান্ডা লেগে এখন অবধি ৪০ জনের মৃত্যু হয়েছে
ঘ) এখন পর্যন্ত ৪০ জনের মৃত্যুর কারণ শীতল স্রোত
উ: খ

৩১. 'I can't count on you.' এর ঠিক বঙ্গানুবাদ– [খ ০৬-০৭]
ক) আমি তোমাকে মানতে পারছি না
খ) তুমি আমার গণনার মধ্যে নও
গ) আমি তোমার ওপর ভরসা করতে পারি না
ঘ) আমি তোমাকে গণ্য করি না
উ: গ

৩২. 'Mass education is the crying need of Bangladesh.' বাক্যটির বাংলা অনুবাদ– [ক ০৬-০৭]
ক) গণশিক্ষার জন্য বাংলাদেশে কান্নার রোল পড়েছে
খ) বাংলাদেশের জন্য গণশিক্ষার জরুরি প্রয়োজন
গ) ব্যাপক শিক্ষার জন্য বাংলাদেশ ক্রন্দন করছে
ঘ) বাংলাদেশে গণশিক্ষার জন্য ক্রন্দনই সময়ের দাবি
উ: খ

৩৩. He was bombarded with complaints. এ বাক্যের বঙ্গানুবাদ– [খ ০৫-০৬]
ক) তার উপর অসংখ্য বোমা মারা হলো
খ) তার কাছে অজস্র অভিযোগ করা হলো
গ) তার অভিযোগগুলি বোমার মত ছিল
ঘ) বোমা মারার জন্য তাকে অভিযুক্ত করা হলো
উ: খ

৩৪. Can you recall his name? এর বঙ্গানুবাদ– [খ ০৫-০৬]
ক) তুমি কি তার নাম মনে করতে পার?
খ) তুমি কি তার নাম মনে রাখতে পার?
গ) তুমি কি তাকে নাম ধরে ডাকতে পার?
ঘ) তুমি কি তার নাম আবার ডাকতে পার?
উ: ক

৩৫. 'He is out for your blood' বাক্যটির যথাযথ বাংলা অনুবাদ– [খ ০৬-০৭]
ক) সে তোমার জন্য রক্ত খুঁজছে
খ) সে তোমাকে আক্রমণ করতে কৃতসংকল্প
গ) সে তোমার রক্তের জন্য বেরিয়েছে
ঘ) সে তোমাকে খুন করবে
উ: খ

৩৬. I never got to see him at close quarters. বাক্যটির যথাযথ বঙ্গানুবাদ কোনটি? [খ ০৭-০৮]
ক) আমি তাকে কখনো চোখে দেখিনি
খ) আমি তাকে কখনো নিকটস্থ বাসায় খুঁজে পাইনি
গ) আমি তাকে কখনো সামনের বাড়িটিতে দেখতে পাইনি
ঘ) আমি তাকে কখনো কাছ থেকে দেখার সুযোগ পাইনি
উ: ঘ

৩৭. 'বিপদ কখনো একা আসে না।' বাক্যটির ইংরেজি রূপ কোনটি? [খ ০৮-০৯]
ক) Misfortunes never alone comes
খ) Misfortunes comes never alone
গ) Misfortune never alone come
ঘ) Misfortunes never come alone
উ: ঘ

৩৮. 'Why do you fight shy of me.' বাক্যটির যথাযথ বঙ্গানুবাদ– [খ ০৯-১০]
ক) কেন তুমি আমাকে এড়িয়ে চলছ?
খ) কেন তুমি আমার সঙ্গে ঝগড়া করছ?
গ) কেন তুমি আমাকে আঘাত করছ?
ঘ) কেন তুমি আমাকে ফাঁকি দিচ্ছ?
উ: ক

৩৯. 'Do not smile at anybody.' ইংরেজি বাক্যটির যথাযথ বাংলা– [ক ০৯-১০]
ক) কাউকে নিয়ে রসিকতা করবে না
খ) কাউকে নিয়ে মজা করবে না
গ) কাউকে কটাক্ষ করবে না
ঘ) কাউকে বিদ্রুপ করবে না
উ: ঘ

৪০. 'He has broken with his friend.' বাক্যটির বাংলা– [খ ১০-১১]
ক) সে তার বন্ধুকে বিদায় করে দিয়েছে
খ) সে তার বন্ধুর বিশ্বাস ভঙ্গ করেছে
গ) সে তার বন্ধুকে আঘাত করেছে
ঘ) সে তার বন্ধুর সঙ্গে ঝগড়া করেছে
উ: ঘ

৪১. 'There was once a bald-headed man.' বাক্যটির বঙ্গানুবাদ– [ক ১০-১১]
ক) এক ছিল নির্বোধ লোক
খ) এক ছিল অজ্ঞ লোক
গ) এক ছিল টেকো লোক
ঘ) এক ছিল জ্ঞানী লোক
উ: গ

৪২. 'It takes two to make a quarrel.' বাক্যের যথাযথ বঙ্গানুবাদ– [ক ১০-১১]
ক) এক হাতে তালি বাজে না
খ) দুই হাতে তালি বাজে
গ) বিবাদ তৈরিতে দুজন লাগে
ঘ) দুই জনে ঝগড়া হয়
উ: ক

৪৩. The fire is out. বাক্যটির বাংলা অনুবাদ– [গ ১১-১২]
ক) আগুন ছড়িয়ে পড়েছে
খ) আগুন নিভে গেছে
গ) আগুন এখন বাইরে
ঘ) বাইরে আগুন
উ: খ

৪৪. I cannot spare a moment. বাক্যটির যথাযথ বঙ্গানুবাদ– [খ ১১-১২]
ক) আমি এক মুহূর্ত ব্যয় করতে পারি না
খ) আমার মুহূর্তের ছাড় নেই
গ) আমার ফিরবার সময় নেই
ঘ) আমার এক তিল সময় ছিল না
উ: ক

[illegible]

'He is very hard up now.' [illegible]

[illegible]

'The situation has come to a head' [illegible]

[illegible]

The girl is possessed. [illegible]

[illegible]

'A bad workman quarrels with his tools' [illegible]

[illegible]

The wind suddenly dropped. [illegible]

[illegible]

You should accept this job to cut your teeth on. [illegible]

[illegible]

Fat match-making Sheela is on her own. [illegible]

[illegible]

He is a hard nut to crack. [illegible]

[illegible]

'Self-preservation is the first law of nature.' [illegible]

[illegible]

'After meat comes mustard.' [illegible]

[illegible]

'One man's meat is another man's poison.' [illegible]

[illegible]

'He was out in reckoning.' [illegible]

[illegible]

I'll teach you a lesson. [illegible]

[illegible]

'The crowd made way for the leader' [illegible]

[illegible]

জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়

[illegible]

'His application came at the eleventh hour.' [illegible]

[illegible]

'He has laid out his money in share business.' [illegible]

[illegible]

'I took him to be a man of taste.' [illegible]

[illegible]

'They are playing at hide-and-seek.' [illegible]

[illegible]

'What he says is not credible.' [illegible]

[illegible]

'He saw himself as the next leader.' [illegible]

[illegible]

'I have been on the go for the last seven days.' [illegible]

[illegible]

'He is yet to take in the situation.' [illegible]

[illegible]

'Blessed be your tongue.' [illegible]

[illegible]

A bull in a China shop. [illegible]

[illegible]

Did he leave the country for good? [illegible]

[illegible]

'To count one's chickens before they are hatched' [illegible]

[illegible]

জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়

'He boasts too much.' [illegible]

[illegible]

'He is unable, yet willing.' [illegible]

[illegible]

'Give place to your betters.' [illegible]

[illegible]

'He is a near relation.' [illegible]

[illegible]

'I have had enough of this.' [illegible]

[illegible]

'There is more talk yet to be told.' [illegible]

[illegible]

JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS

০৭. 'When the cat is away, the mice will play' প্রবাদটির অর্থ– [F ১৯-২০]
ক) বিপদের মধ্যেই গুণের পরীক্ষা হয়। খ) বামুন গেল ঘর তো লাঙল তুলে ধর। গ) লক্ষী সদাই চঞ্চলা। ঘ) বিয়ে করতে কড়ি, আর ঘর বাঁধতে দড়ি। উ: খ

০৮. 'Give a dog a bad name and hang him.' প্রবাদটির অর্থ– [F ১৯-২০]
ক) কাঁদা ঘেঁটো না। খ) জলেই জল বাঁধে। গ) কাজের সময় কাজি, কাজ ফুরালেই পাজি। ঘ) অতি চালাকের গলায় দড়ি। উ: ঘ

০৯. 'There are less to every wine' প্রবাদটির অর্থ– [F ১৯-২০]
ক) জলেই জল বাঁধে। খ) চাঁদেও কলঙ্ক আছে। গ) চোর না শোনে ধর্মের কাহিনি। ঘ) ইহা বলাই বাহুল্য। উ: খ

১০. 'All covet, all lost.' প্রবাদটির অর্থ– [F ১৯-২০]
ক) অভাবে স্বভাব নষ্ট। খ) অতি লোভে তাঁতি নষ্ট। গ) অধিকন্তু ন দোষায়। ঘ) অবলার মুখই বল। উ: খ

১১. 'A host in himself' প্রবাদটির অর্থ হলো– [F ১৮-১৯]
ক) চাচা আপন প্রাণ বাঁচা খ) একাই একশো গ) অনুগত বন্ধুদ্বয় ঘ) চোরে চোরে মাসতুতো ভাই উ: খ

১২. 'All's well that ends well' এর যথার্থ বাংলা– [C, ১৭-১৮]
ক) সব ভাল তার যার শেষ ভালো খ) শেষ ভালো যার সব ভালো তার গ) তার সব এবং শেষ ভালো ঘ) তার সব ভালো ভালো উ: খ

১৩. Which of the following is not the appropriate bangla? [C, ১৭-১৮]
ক) Emigrate: দেশ ত্যাগ করা খ) Exorcise: প্রমোদ ভ্রমণ গ) Exhort: উপদেশ দ্বারা উৎসাহিত করা ঘ) Envious: ঈর্ষাপরায়ণ উ: খ

১৪. কোন বাক্যটি ঠিক? [ক ১০-১১]
ক) He prohibited his son from smoking
খ) He prohibited his son to smoke
গ) উপরের দুটিই ঠিক ঘ) উপরের কোনোটিই ঠিক নয় উ: ক

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়

০১. 'His monumental failure haunts him even today' [০৪-০৫]
ক) তার ব্যর্থতা আজও তাকে তাড়িয়ে বেড়ায়
খ) তার স্মৃতিস্তম্ভ ব্যর্থতা আজও তার চার পাশে ঘুরে বেড়ায়
গ) তার পর্বত সমান ব্যর্থতা আজও তাকে তাড়িয়ে বেড়ায়
ঘ) তার স্তম্ভ সমান ব্যর্থতা আজও তাকে তাড়িয়ে বেড়ায় উ: গ

০২. 'Do not cry down your enemy' বাক্যটির ঠিক বঙ্গানুবাদ কোনটি? [০৯-১০]
ক) শত্রুর মায়াকান্নায় ভুলে যেও না খ) শত্রুকে খাটো করে দেখো না গ) শত্রুর সঙ্গে মেলামেশা করো না ঘ) শত্রু থেকে দূরে থেকো উ: খ

০৩. Which of the following is a correct sentence? [কঃ ১১-১২]
ক) Stop from write খ) Stop writing গ) Stop write ঘ) Writing stop উ: খ

০৪. 'The rose is fragrant flower' এর ঠিক বাংলা অনুবাদ কোনটি? [A ১২-১৩]
ক) গোলাপ নয়ন নন্দন ফুল খ) গোলাপ কমনীয় ফুল গ) গোলাপ সুগন্ধি ফুল ঘ) গোলাপ সুন্দর ও আকর্ষণীয় ফুল উ: গ

০৫. 'Law is not only the command of the sovereign but also the reflection of the will of the people' এর বাংলা অনুবাদ– [D-১৫-১৬]
ক) আইন শুধুমাত্র আদেশ নহে, ইহা জনগণের ইচ্ছাও বটে
খ) আইন শুধুমাত্র সরকারের আদেশ নহে, ইহা জনগণের ইচ্ছার প্রতিফলন
গ) আইন শুধুমাত্র সার্বভৌমের শাসন নহে, জনগণের ইচ্ছার প্রতিফলনও বটে
ঘ) আইন শুধুমাত্র সার্বভৌমের আদেশ নহে, জনগণের ইচ্ছার প্রতিফলনও বটে উ: ঘ

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়

০১. I cannot spare an instant এর অর্থ হলো ... [D সেট-৩: ২২-২৩]
ক) আমি মুহূর্ত অপব্যয় করতে পারি না খ) আমার এক তিল সময় আছে গ) আমার তিলমাত্র সময় নেই ঘ) কোনোটিই নয় উ: গ

০২. 'I wouldn't mind a cup of tea' এটির ঠিক অনুবাদ কোন বাক্য? [D ১৯-২০]
ক) এক কাপ চায়ের জন্য আমার কিছু মনে করা উচিত নয়
খ) এক কাপ চা পেলে আমার কিছু মনে করা অনুচিত
গ) এক কাপ চা পেলে মন্দ হতো না। ঘ) কোনোটিই নয় উ: গ

০৩. 'The ship was scuttled' কথাটির অর্থ হলো– [৫ ০৩-০৪]
ক) জাহাজটিতে আগুন লাগানো হলো খ) জাহাজটি মেরামত করা হলো গ) জাহাজটি ভাসানো হলো ঘ) জাহাজটি ডুবানো হলো উ: ঘ

০৪. 'Too much courtesy too much craft' এর অনুবাদ হবে– [৫ ০৩-০৪]
ক) অতি সৌজন্যতা দুরভিসন্ধি খ) অধিক সহানুভূতিতে শত্রুতা নষ্ট গ) অতি ভক্তি চোরের লক্ষণ ঘ) অতি সৌজন্যতার ভালো নয় উ: গ

০৫. 'I feel like weeping' বাক্যটির ঠিক অর্থ কী? [৫ ০৩-০৪]
ক) আমার কান্না পাচ্ছে খ) আমি অসুস্থ বোধ করছি গ) আমার খারাপ লাগছে ঘ) আমি বিমূঢ়তার দুর্দিন উ: ক

০৬. 'He runs with the hare and hunts with the hounds' এর অনুবাদ হবে– [৫ ০৩-০৪]
ক) হাতি ঘোড়া গেল তল, ভেড়া বলে কত জল
খ) হাটে হাঁড়ি ভেঙে দেওয়া
গ) নিজের নাক কেটে পরের যাত্রা ভঙ্গ করা
ঘ) সাপ হয়ে কাটে, ওঝা হয়ে ঝাড়ে উ: ঘ

০৭. 'Fools rush in where angels fear to tread.' এর অনুবাদ কোনটি? [৫ ০৩-০৪]
ক) যেখানে বাঘের ভয়, সেখানে রাত হয় খ) বড় গাছে ঝড় লাগে না গ) হাতি ঘোড়া গেল তল, মশা বলে কত জল ঘ) এক মাঘে শীত যায় না উ: গ

০৮. 'There is none else like my mother' এর ঠিক অনুবাদ হল– [৫ ০৯-১০]
ক) সেখানে আমার মায়ের মত কেউ নেই
খ) আমার মায়ের মত আর কেউ নেই
গ) সেখানে আমার মাকে কেউ পছন্দ করে না
ঘ) আমার মায়ের মত কারও মা নেই উ: খ

০৯. 'I can't help doing it' এর ঠিক অনুবাদ– [E -১৩-১৪]
ক) সাহায্য ছাড়া আমি এটা করতে পারি না খ) এটা করতে আমার সাহায্যের দরকার গ) এটা সাহায্য ছাড়াই করা যায় ঘ) আমি এটা না করে পারি না উ: ঘ

১০. 'The task is quite impossible to be done.' বাক্যটির অনুবাদ কোনটি? [B ১৪-১৫]
ক) কাজটি আমার অসম্ভব মনে হয় খ) কাজটা করা একেবারে অসম্ভব গ) কাজটি অসম্ভব হলেও করা যায় ঘ) কাজটি অসম্ভব বলে ধরে নিতে হয় উ: খ

১১. 'I am at your disposal' এটির ঠিক অনুবাদ কোন বাক্য? [E, সেট ২: ১৪-১৫]
ক) আপনার বিষয়টা দেখবো খ) আপনার বিষয়টা বিবেচনা করবো গ) আমি আপনার সাথে আছি ঘ) আমি আপনার সেবায় প্রস্তুত উ: ঘ

১২. 'This is not up to my taste' এটির ঠিক অনুবাদ কোন বাক্য? [D-১৫-১৬]
ক) এটা আমার মান নয় খ) আমার রুচির উপর আর কিছু নেই গ) এটাকে আমি রুচিকর বলতে পারিনা ঘ) এটা আমার রুচির নয় উ: ঘ

১৩. 'I don't like myself to be an ornamental part of this committee' এটির বঙ্গানুবাদ কোনটি? [E ১৬-১৭]
ক) আমি নিজে কখনও এই পরিষদের অলংকার পছন্দ করি না।
খ) নিজেকে আমি এই পরিষদের আলংকারিক অংশরূপে থাকাটা পছন্দ করি না।
গ) আমি নিজেকে পরিষদের এমন অলংকৃত পদে দেখতে রাজি নই
ঘ) আমি নিজে অলংকার ও পরিষদ পছন্দ করি না। উ: খ

১৪. 'It is raining cats and dogs' এর ঠিক বাংলা অনুবাদ– [ঘ ০৩-০৪]
ক) কুকুর এবং বিড়ালের মত বৃষ্টি হচ্ছে খ) মুষলধারে বৃষ্টি হচ্ছে গ) কুকুর বিড়ালের উপর বৃষ্টি হচ্ছে ঘ) এটা হচ্ছে কুকুর বিড়ালের বৃষ্টি উ: খ

খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়

০১. 'During my lifetime I have dedicated myself to this struggle of the African people.' ঠিক বঙ্গানুবাদ কোনটি? [B ১৮-১৯]
ক) আমি আশৈশব আফ্রিকার মানুষের সংগ্রামে আত্মোৎসর্গ করেছি।
খ) আমি আমরণ আফ্রিকার মানুষের সংগ্রামে আত্মোৎসর্গ করেছি।
গ) আমি জীবনভর আফ্রিকার মানুষের সংগ্রামে আত্মোৎসর্গ করেছি।
ঘ) আমি আমৃত্যু আফ্রিকার মানুষের সংগ্রামে আত্মোৎসর্গ করেছি। উ: গ

০২. 'Easier said than done.' ঠিক বঙ্গানুবাদ কোনটি? [B ১৮-১৯]
ক) বলা সহজ করা কঠিন। খ) বলা সহজ করা জটিল। গ) নাচতে না জানলে উঠোন বাঁকা। ঘ) বলার তুলনায় করা সহজ। উ: ক

০৩. স্বদেশপ্রেম একটি শক্তিশালী অনুভূতি যা সম্পূর্ণ নিঃস্বার্থ ও মহৎ। What is the English translation of the sentence? [L ১৬-১৭]
ক) Patriotism is a great emotion that is unselfish and noble.
খ) Patriotism is a powerful feeling that is not selfish and noble.
গ) Patriotism is a powerful sentiment that is wholly unselfish and noble.
ঘ) Patriotism is a strong sentiment that is selfless and great. উ: গ

JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS

CamScanner

জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলাম বিশ্ববিদ্যালয়

০১. You shall suffer in the long run এর বঙ্গানুবাদ কোনটি? [E ১৮-১৯]
ক দীর্ঘদিন তুমি ভুগবে। খ লম্বাদৌড়ে পিছনে পড়বে।
গ অবশেষে তোমাকে ফল পেতে হবে। ঘ পরিণামে তোমাকে ভুগতে হবে। উ: ঘ

০২. 'He has no business to say that.' বাক্যটির বঙ্গানুবাদ– [E -১৩-১৪]
ক সেটি বলার কোনো অধিকার তার নাই খ সেটি বলার কোনো অবস্থা তার নাই
গ সেটি বলার কোনো ক্ষমতা তার নাই ঘ ঐ ব্যবসা করার কথা তার নয়। উ: ক

বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়

০১. অনুবাদ কত প্রকার? [A ১৬-১৭]
ক ২ খ ৪ গ ৩ ঘ ৫ উ: ক

ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়

০১. 'Ill go ill spent' এর বঙ্গানুবাদ? [B ১৮-১৯]
ক যেমনি বুনো ওল তেমনি বাঘা তেঁতুল খ সস্তার তিন অবস্থা
গ যেমন কর্ম তেমন ফল ঘ লাভের গুড় পিপড়ে খায় উ: ঘ

০২. কোন বিষয়টি অনুবাদের ভাষারীতি অনুসারে হবে? [B ১৮-১৯]
ক প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ উক্তি খ বাচ্য ও ক্রিয়ার কাল
গ ব্যক্তি ও স্থানের নাম ঘ সবগুলো উ: ঘ

০৩. 'Care killed the cat' প্রবাদের যথার্থ অনুবাদ কোনটি? [B ১৮-১৯]
ক অতি দর্পে হত লঙ্কা খ অতি যত্নে মরণ ফাঁদ
গ অতি চালাকের গলায় দড়ি ঘ অতি লোভে তাঁতি নষ্ট উ: খ

০৪. 'Patience has its reward' এর যথার্থ অনুবাদ– [B ১৭-১৮]
ক রোগীর জন্য পুরস্কার আছে খ রোগী পুরস্কার পেয়েছে
গ ধৈর্যের মূল্যায়ন হয়েছে ঘ সবুরে মেওয়া ফলে উ: ঘ

০৫. 'Diamond cuts diamonds' এর যথার্থ অনুবাদ– [B ১৭-১৮]
ক সঙ্গদোষে নষ্ট খ সৎসঙ্গে স্বর্গবাস
গ সঙ্গ দোষে লোক চেনা যায় ঘ মানিকে মানিক চেনে উ: ঘ

০৬. 'The workers have called off their strike' এর বঙ্গানুবাদ– [গ ০৭-০৮]
ক শ্রমিকরা ধর্মঘট প্রত্যাহার করে নিয়েছে খ শ্রমিকরা ধর্মঘট ডেকেছে
গ শ্রমিকরা ধর্মঘটে আছে ঘ শ্রমিকরা ধর্মঘট বানচাল করেছে উ: ক

০৭. 'Smack went the whip' এর অর্থ– [C ১৩-১৪]
ক সপাং করে চাবুক পড়ল খ চাবুকটি চালানো হল
গ স্ন্যাক চাবুক মারল ঘ চাবুকটি পড়ে গেল উ: ক

০৮. 'Black will take no other hue' প্রবাদটির অর্থ– [C ১৩-১৪]
ক কালোই শ্রেষ্ঠ রং খ কয়লা ধুইলে ময়লা যায় না
গ কালোই জগতের আলো ঘ চাঁদেরও কলংক আছে উ: খ

০৯. 'He is out of luck' এর অনুবাদ কোনটি? [H ১৬-১৭]
ক তার কপাল পুড়েছে খ সে ভাগ্যের বাইরে
গ তার পোড়া কপাল ঘ তার ভাগ্য দূরে উ: গ

বরিশাল বিশ্ববিদ্যালয়

০১. 'The trial was held in camera' এর অর্থ– [ক, খ ১১-১২; ঢাবি খ ০৩-০৪]
ক বিচারকার্যটি প্রকাশ্যে অনুষ্ঠিত হয়েছিল
খ বিচারানুষ্ঠানটি পরিচালিত হয়েছিল গোপনে
গ সর্বসমক্ষে এ বিচারকার্য পরিচালিত হয়েছিল
ঘ ফটোসাংবাদিকদের ক্যামেরার সামনে অনুষ্ঠিত হয়েছিল এ বিচারকার্য উ: খ

০২. 'Ill got, ill spent' এ ইংরেজি বাক্যের যথার্থ অনুবাদ হবে– [A 12-13]
ক পীড়িত পাওয়া পীড়িত ব্যয়। খ খারাপ প্রাপ্তি খারাপ ব্যয়।
গ অসুস্থ পাওয়া অসুস্থ যাওয়া। ঘ অসৎ পথে আয় অসৎ পথেই যায়। উ: খ

০৩. 'The man is off his head' বাক্যটির যথাযথ বঙ্গানুবাদ– [B 12-13]
ক লোকটির সম্মান নষ্ট হয়েছে খ লোকটির মাথা খারাপ হইয়াছে
গ লোকটির মাথায় কিছু নাই ঘ লোকটির মাথা কাটা গিয়াছে উ: খ

০৪. Might is right এর বাংলা অনুবাদ– [B -১৩-১৪]
ক শক্তিই ক্ষমতার মূল খ জোর যার মুলুক তার
গ সততাই সঠিক পথ ঘ শক্তের ভক্ত নরমের যম উ: খ

০৫. What is he? বাক্যটির যথাযথ বঙ্গানুবাদ– [D -১৩-১৪]
ক তিনি কী? খ তিনি কী হন?
গ তিনি কী করেন? ঘ কোনোটিই নয়। উ: গ

০৬. None but a fool is always right এর যথাযথ বঙ্গানুবাদ হবে– [গ ১৪-১৫]
ক কেউ না কিন্তু বোকাই ঠিক খ বোকাকে ঠিক ভাবলেই ভুল
গ বোকার স্বর্গে বাস ঘ মানুষ মাত্রই ভুল হয় উ: গ

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বি. ও প্র. বিশ্ববিদ্যালয়

০১. আমার ঘড়িতে এখন দশটা বাজতে দশ মিনিট বাকি। [F ১৮-১৯]
ক It is ten minutes to ten in my watch.
খ It is ten minutes past ten in my watch.
গ It is ten minutes to ten by my watch.
ঘ It is ten minutes to ten according to my watch. উ: গ

০২. 'He stood drinks all round.' এর বঙ্গানুবাদ– [E -১৩-১৪]
ক সে চারদিকে পানীয় রাখছিলো খ সে সবদিকে পানীয় সাজাচ্ছিলো
গ সে চারপাশে পানীয় ক্রয় করছিলো ঘ কোনোটিই নয় উ: গ

হাজী মোহাম্মদ দানেশ বি. ও প্র. বিশ্ববিদ্যালয়

০১. If you want to go, go. এ বাক্যের ঠিক অনুবাদ কী? [E, সেট ২: ১৪-১৫]
ক তুমি যদি যেতে চাও, তাহলে যাও খ তুমি যদি যেতে চাও, যাও
গ তুমি যেতে চাইলে যাও ঘ উপরের অনুবাদ তিনটিই ঠিক উ: ঘ

গার্হস্থ্য অর্থনীতি কলেজ

০১. 'I ran across my old friend' বাক্যটির যথাযথ বঙ্গানুবাদ কোনটি? [১৬-১৭]
ক পুরনো বন্ধুর সঙ্গে আমার বিচ্ছেদ ঘটেছিল।
খ পুরনো বন্ধুর সঙ্গে আমার দেখা হয়েছিল।
গ পুরনো বন্ধুকে আমি অতিক্রম করে গিয়েছিলাম।
ঘ পুরনো বন্ধুর সঙ্গে আমার মতান্তর ঘটেছিল। উ: খ

ঢাবি অধিভুক্ত ৭ কলেজ

০১. "Grasp all lose all" বাক্যের বঙ্গানুবাদ– [কলা ও সামাজিক : ২৩-২৪]
ক সঙ্গদোষে লোহা ভাসে খ গরু মেরে জুতা দান
গ অতি লোভে তাঁতি নষ্ট ঘ সময় গেলে সাধন হয় না উ: গ

০২. 'A bad workman quarrels with his tools' এর অনুবাদ কী? [মানবিক ২২-২৩]
ক খারাপ কর্মী তার কাজের দায় উপকরণের ওপর চাপায়
খ মন্দলোক ঝগড়ায় ব্যস্ত থাকে
গ নাচতে না জানলে উঠান বাঁকা
ঘ যত গর্জে তত বর্ষে না উ: ক

০৩. "Waste not, want not." বাক্যের বঙ্গানুবাদ– [Humanities : ২১-২২; ইবি B ১৭-১৮]
ক অপচয় করো না, কষ্টেও পড়ো না। খ অপচয় করো না, অভাবও হবে না।
গ নষ্ট করো না, কিছু চেয়ো না। ঘ নষ্ট করো না, করলে আর দিব না। উ: খ

০৪. 'A storm in a tea cup.' এর সর্বোত্তম অনুবাদ– [১৭-১৮]
ক ব্যাপক ঝড়ঝঞ্ঝা খ তুচ্ছ বিষয়ে বাক-বিতণ্ডা
গ অনন্য স্বাদের চা ঘ জনস্থানের কোলাহল উ: খ

BCS পরীক্ষার বিগত বছরের MCQ প্রশ্নোত্তর

০১. 'A stitch in time saves nine' এর বঙ্গানুবাদ কী? [৩৬তম, ৩৫তম বিসিএস]
ক এক সময়ের নয় ফোঁড় অন্য সময়ের দশ ফোঁড় খ সময়ের এক ফোঁড় অসময়ের দশ ফোঁড়
গ দশের লাঠি একের বোঝা ঘ খাজনার চেয়ে বাজনা বেশি উ: খ

০২. 'সততাই সর্বোৎকৃষ্ট পন্থা'– [১৮তম বিসিএস]
ক Honesty is the best virtue খ Honesty is the better way
গ Honesty is a good way ঘ Honesty is the best policy উ: ঘ

CamScanner

SELF TEST MCQ

'তুমিই যত নষ্টের গোড়া।' বাক্যটির সর্বোত্তম অনুবাদ কোনটি?
ⓚ It is you who are at the root of all mischiefs.
ⓛ You are at the root of all mischiefs.
ⓜ It is you who is the root of all mischief.
ⓝ It is you who are at the root of all mischief.

'I was at my wit's end' বাক্যটির যথাযথ অনুবাদ কোনটি?
ⓚ আমি হতবুদ্ধি হইয়াছিলাম। ⓛ আমি সর্বস্বান্ত হয়েছিলাম।
ⓜ আমি শেষ সীমানায় ছিলাম। ⓝ কোনোটিই নয়।

'He has messed up everything' নিচের কোনটির অনুবাদ শুদ্ধ?
ⓚ সে সব কিছু নষ্ট করেছে। ⓛ সে সব কিছু গুছিয়ে রেখেছে।
ⓜ সে সব কিছু গুলিয়ে ফেলেছে। ⓝ সে সবাইকে মেসে রেখেছে।

'The rains have set in' বাক্যটির বাংলা অনুবাদ নিচের কোনটি?
ⓚ বৃষ্টি পড়া শুরু হয়েছে। ⓛ বৃষ্টি পড়ছে।
ⓜ বৃষ্টি আরম্ভ হয়েছে। ⓝ বর্ষা আরম্ভ হয়েছে।

'I have no hesitation to call a spade a spade' বাক্যটির বঙ্গানুবাদ–
ⓚ অপ্রিয় সত্য কথা বলা আমার পক্ষে অসম্ভব।
ⓛ আমার অপ্রিয় সত্য কথা কারো ভালো লাগে না।
ⓜ আমার অপ্রিয় সত্য কথা কোদালের মতো কাটে।
ⓝ আমি অপ্রিয় সত্য কথা বলতে দ্বিধা করি না।

'পেয়ালাটি গরম যেন আগুন।' বাক্যটির যথাযথ অনুবাদ কোনটি?
ⓚ The cup is as hot as fire. ⓛ The cup is so hot as fire.
ⓜ The cup is hot like fire. ⓝ The cup is hot as fire.

'To break the ice.' বাক্যটির সর্বোত্তম অনুবাদ কোনটি?
ⓚ বরফ গলে গেলো। ⓛ বরফ পানি হয়ে গেলো।
ⓜ সম্পর্ক ভালো হলো। ⓝ বরফ খণ্ড খণ্ড হলো।

'He has strong pen' বাক্যটির যথার্থ বঙ্গানুবাদ–
ⓚ তার লেখার হাত ভালো ⓛ তার কলমটি মজবুত
ⓜ তিনি একজন মজবুত কলমধারী ⓝ কোনোটিই নয়।

'লোকটি হাসতে হাসতে আমার কাছে এলো।' বাক্যটির যথার্থ বঙ্গানুবাদ–
ⓚ The man comes to me by laugh.
ⓛ The man come to me by laugh.
ⓜ The man come to me laughing.
ⓝ The man coming to me laugh.

'শিশুটি কাঁদতে কাঁদতে আমার কাছে এলো।' এর বঙ্গানুবাদ–
ⓚ The child comes to me run.
ⓛ The child came to me running.
ⓜ The child came to me crying.
ⓝ The child came to me cry.

'They are playing at fighting' বাক্যটির বঙ্গানুবাদ–
ⓚ তারা কেবল যুদ্ধ করছে ⓛ তারা যুদ্ধ যুদ্ধ খেলছে
ⓜ যুদ্ধ তাদের খেলা ⓝ তারা যুদ্ধ নিয়ে ক্রীড়ামত্ত

১২. 'There is a black sheep in every family' বাক্যটির যথার্থ বঙ্গানুবাদ–
ⓚ প্রতিটি ভেড়ার দলে একটি করে কালো ভেড়া থাকে।
ⓛ প্রতিটি পরিবারে একটি করে কালো ভেড়া থাকে।
ⓜ প্রতিটি পরিবারে একজন করে কুলাঙ্গার থাকে।
ⓝ প্রতিটি পরিবারে একজন করে কালো মানুষ থাকে।

১৩. Let bygones be bygones. বাক্যটির অনুবাদ কোনটি?
ⓚ অতীত সর্বদা জাগ্রত ⓛ যে যাওয়ার সে যায়
ⓜ চলে যাওয়াই নিয়তি ⓝ অতীতকে মুছে ফেলো

১৪. Please make room for her. শুদ্ধ অনুবাদ নির্ণয় কর?
ⓚ ওকে বসার জায়গা দাও। ⓛ ওর কক্ষটি গুছিয়ে দাও।
ⓜ দয়া করে ওকে যেতে দাও। ⓝ ওর জন্য রুমের ব্যবস্থা কর।

১৫. No smoke without fire. বাক্যটির অনুবাদ কোনটি?
ⓚ আগুন ছাড়া ধোঁয়া হয় না। ⓛ সব গুজবেরই ভিত্তি আছে।
ⓜ বিনা স্বার্থে কিছুই হয় না। ⓝ গুজবই রহস্য সৃষ্টি করে।

১৬. 'সপাং করে চাবুক পড়ল।' বাক্যটির সর্বোত্তম অনুবাদ কোনটি?
ⓚ Whip hit fast. ⓛ Whip goes very fast.
ⓜ Smack fell down fast. ⓝ Smack went the whip.

১৭. They were at dagger's drawn. বাক্যটির অনুবাদ কোনটি?
ⓚ তারা উন্মুক্ত ছুরির কাছে ছিল। ⓛ তারা শত্রু ছিল।
ⓜ তারা ঘোর বিবদমান ছিল। ⓝ তারা ছুরি বের করেছিল।

১৮. 'To speak ill of others is a sin.' এ বাক্যের ঠিক অনুবাদ কোনটি?
ⓚ অপরের নিন্দা নিজের নিন্দা ⓛ কারো নিন্দা করতে হয় না
ⓜ অপরের নিন্দা করা পাপ ⓝ কারো নিন্দা করলে পাপ হয়

১৯. You must be patient. এ বাক্যের যথার্থ অনুবাদ–
ⓚ তুমি নিশ্চয় রোগী হতে চলেছ ⓛ তোমাকে রোগগ্রস্ত হতে হবে
ⓜ তোমাকে ধৈর্য ধরতে হবে ⓝ তুমি নিশ্চয় ধৈর্যশীল

২০. 'সে এখানে আসে না বললেই চলে' ঠিক উত্তর কোনটি?
ⓚ He hardly come here.
ⓛ He hardly comes here.
ⓜ He does not hardly come here.
ⓝ He hardly not comes here.

OMR

০১.ⓚⓛⓜⓝ	০২.ⓚⓛⓜⓝ	০৩.ⓚⓛⓜⓝ	০৪.ⓚⓛⓜⓝ	০৫.ⓚⓛⓜⓝ
০৬.ⓚⓛⓜⓝ	০৭.ⓚⓛⓜⓝ	০৮.ⓚⓛⓜⓝ	০৯.ⓚⓛⓜⓝ	১০.ⓚⓛⓜⓝ
১১.ⓚⓛⓜⓝ	১২.ⓚⓛⓜⓝ	১৩.ⓚⓛⓜⓝ	১৪.ⓚⓛⓜⓝ	১৫.ⓚⓛⓜⓝ
১৬.ⓚⓛⓜⓝ	১৭.ⓚⓛⓜⓝ	১৮.ⓚⓛⓜⓝ	১৯.ⓚⓛⓜⓝ	২০.ⓚⓛⓜⓝ

Answer

২০.খ	১৯.গ	১৮.গ	১৭.গ	১৬.ঘ	১৫.খ	১৪.ক	১৩.ঘ	১২.গ	১১.খ
১০.গ	০৯.গ	০৮.ক	০৭.গ	০৬.ক	০৫.ঘ	০৪.ঘ	০৩.গ	০২.ক	০১.ঘ

SELF TEST লিখিত

প্রশ্ন :

১. 'I was much put out by the late arrival of the train.' বাক্যটি অনুবাদ কর।
২. 'It is social existence that determines our consciousness' বাক্যটি অনুবাদ কর।
৩. 'It is social existence that determines our consciousness' বাক্যটি অনুবাদ কর।
৪. 'On that question I must part company with you.' বাক্যটির বাংলা অনুবাদ–
৫. 'To keep up appearances.' বাক্যটির বাংলা অনুবাদ–
৬. অনুবাদ কাকে বলে? কত প্রকার ও কী কী? লেখ।
৭. বিশ্ব সাহিত্যের ক্ষেত্রে অনুবাদের গুরুত্ব কতখানি আলোচনা কর।

উত্তর :

০১. ট্রেনটি দেরিতে আসায় আমার অনেক অসুবিধা হলো।
০২. সামাজিক অস্তিত্বই আমাদের চৈতন্যকে নির্ধারণ করে।
০৩. ঐ প্রশ্নে আমি অবশ্যই তোমার সঙ্গে ভিন্নমত পোষণ করব।
০৪. বাইরের ঠাট বজায় রাখা।
০৫. Written বাংলা দ্রষ্টব্য।
০৬. Written বাংলা দ্রষ্টব্য।

অধ্যায় ৪৩ সারাংশ ও সারমর্ম

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

- **সারাংশ ও সারমর্ম** : ইংরেজিতে Precis, Summary, Substance ইত্যাদি বোঝাতে সারাংশ, সারমর্ম বা সারসংক্ষেপ পরিভাষাসমূহ ব্যবহৃত হয়। Precis একটি ফরাসি শব্দ, ইংরেজিতে এর সমার্থবোধক শব্দ হচ্ছে Summary (সারাংশ)। Precis শব্দটির মূল ল্যাটিন ভাষা থেকে আগত যার অর্থ- 'কোনো কিছু সংক্ষেপ করা'। ইংরেজিতে Precis বলতে বোঝায় লিখিত, মুদ্রিত বা উক্ত কোনো বিষয়ের সারসংক্ষেপ। সাধারণত সারাংশ ও সারমর্ম বলতে বোঝায় কোনো প্রবন্ধ বা কবিতার অনুচ্ছেদের অন্তর্নিহিত মৌলভাবকে সংক্ষেপে ব্যক্ত করা। সারমর্ম লেখার ক্ষেত্রে মূল ভাব সন্ধান, শব্দ বাছাই, গুরুত্বপূর্ণ অংশ চিহ্নিতকরণ যথাযথভাবে করতে হবে কিন্তু প্রাসঙ্গিক গুরুত্বপূর্ণ উক্তি বর্জন করতে হবে।
- **সারাংশ ও সারমর্মের মধ্যে সূক্ষ্ম পার্থক্য** : সারাংশ ও সারমর্মের মধ্যে সূক্ষ্ম পার্থক্য বিদ্যমান। সারাংশ বলতে বক্তব্যের সংক্ষিপ্ত মূল অংশকে বোঝায়। পক্ষান্তরে, সারমর্ম বলতে বক্তব্যের বা ভাবের সংক্ষিপ্ত মূল অংশের (সারাংশ) মর্ম বা তাৎপর্যকে বোঝায়। অর্থাৎ সারাংশ অপেক্ষা সারমর্ম ক্ষুদ্রায়তনবিশিষ্ট।

সারাংশ ও সারমর্মের প্রয়োজনীয়তা

- সারাংশ ও সারমর্মের প্রয়োজনীয়তা নিম্নরূপ :
  - i. সারাংশ ও সারমর্ম পদ্ধতি আয়ত্ত করার মধ্য দিয়ে বিভিন্ন বিষয়কে সংক্ষেপে ও সূত্রাকারে উপস্থাপন করে স্পষ্ট ও সার্থকভাবে প্রকাশ করা যায়।
  - ii. সাধারণত কবি সাহিত্যিকগণ তাঁদের সৃষ্টির প্রয়োজনে নানাবিধ প্রতীক, উপমা, অলংকার ব্যবহার করেন। এক্ষেত্রে অনেক ভাষা ও বিষয় পাঠকের কাছে আলো আঁধারি হয়ে ওঠে। আর এর থেকে মুক্তির অন্যতম পথ হলো সারাংশ বা সারমর্ম।
  - iii. সারমর্ম উপলব্ধির মধ্য দিয়ে দুরূহ অংশগুলোর সহজেই প্রয়োগ ঘটানো বা উপস্থাপন করা সম্ভব।
  - iv. শিল্প, সাহিত্য, বিজ্ঞান, দর্শন ইত্যাদি বিভিন্ন ক্ষেত্রে সব জিনিস এক সঙ্গে জানা কারো পক্ষে সম্ভব না। এক্ষেত্রে বিভিন্ন বিষয়ের সার কথাগুলোর সঙ্গে পরিচিত হওয়ার সুযোগ পেলে যে কেউ লাভবান হতে পারে।

সারাংশ বা সারমর্ম লেখার নিয়ম বা কৌশল

- সারাংশ ও সারমর্ম লেখার নিয়ম বা কৌশল নিম্নরূপ :
  - i. সারাংশ লেখার প্রাথমিক শর্ত হলো প্রদত্ত অংশ বা বিষয়টি একাধিকবার পড়ে বিষয়ের গভীরে যেতে হবে এবং মূলভাবটি অনুধাবন করতে হবে।
  - ii. নির্বাচিত অংশটি পড়ার সময় সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বাক্য বা বাক্যাংশটি খুঁজে বের করার চেষ্টা করতে হবে।
  - iii. কোনো ব্যক্তিগত মতামত এখানে লেখা সমীচীন নয়।
  - iv. বক্তব্যে মূল বিষয়টি যেন বাদ না পড়ে সেদিকে খেয়াল রাখতে হবে।
  - v. মূল রচনার এক-তৃতীয়াংশের মধ্যে সারাংশ লেখা শেষ করা বাঞ্ছনীয়।
  - vi. সারাংশ লিখতে হবে নিজের ভাষায়। মনে রাখতে হবে, উদ্ধৃত বিষয়টি থেকে দু-তিনটি লাইন উঠিয়ে দিলেই সার-সংক্ষেপ হয় না।
  - vii. সারাংশ লেখার সময় খেয়াল রাখতে হবে যাতে বিভিন্ন বাক্যের মধ্যে পারস্পর্য বা ভাবগত যোগসূত্র বজায় থাকে।
  - viii. উপমা, নমুনা এবং অনুচ্ছেদের কোনো বাক্য সরাসরি গ্রহণ করা যাবে না।
  - ix. সর্বোপরি বিষয়ানুসারে মূল বক্তব্য সংক্ষেপে তুলে ধরতে হবে।

কতিপয় সারাংশ ও সারমর্মের নমুনা

০১. সারমর্ম লেখ- [ঢাবি কলা, আইন ও সামাজিক : ২৩-২৪]

বসুমতী, কেন তুমি এতই কৃপণা,
কত খোঁড়াখুঁড়ি করি পাই শস্য কণা।
দিতে যদি হয় দে মা, প্রসন্ন সহাস-
কেন এ মাথার ঘাম পায়েতে বহাস?
বিনা চাষে শস্য দিলে কী তাহাতে ক্ষতি?
শুনিয়া ঈষৎ হাসি কন বসুমতী,
আমার গৌরব তাহে সামান্যই বাড়ে;
তোমার গৌরব তাহে নিতান্তই ছাড়ে।

সারমর্ম : কর্মবিমুখ মানুষ এই পৃথিবীর সবকিছু থেকে বঞ্চিত হয়। সুকঠিন শ্রম ও কর্মসাধনায় কোনো জিনিস লাভ করলে তাতে গৌরব ও আত্মতৃপ্তি দুই-ই পাওয়া যায়। পরিশ্রম ও সৃষ্টিশীলতা মানুষের মর্যাদা ও গৌরব বাড়ায়।

০২. সারমর্ম লেখ : [ঢাবি : খ ২১-২২]

যে নদী হারায়ে স্রোত চলিতে না পারে
সহস্র শৈবালদাম বাঁধে আসি তারে।
যে জাতি জীবনহারা অচল অসাড়
পদে পদে বাঁধে তারে জীর্ণ লোকাচার।
সর্বজন সর্বক্ষণ চলে যেই পথে
তৃণগুল্ম সেথা নাহি জন্মে কোন মতে।
যে জাতি চলে না কভু তারি পথ পরে
তন্ত্র-মন্ত্র-সংহিতায় চরণ না সরে।

উত্তর : স্রোতহীন নদীর বুকে জন্মানো শ্যাওলা নদীর গতিকে আরো রুদ্ধ করে দেয়। অনুরূপভাবে রক্ষণশীলতার কারণে অযৌক্তিক লোকাচারে আবদ্ধ হয়ে পড়লে জাতীয় জীবনের আঙিনায় নেমে আসে স্থবিরতা। সভ্যতার গতিময়তায় যে জাতি যত গতিশীল, সে জাতি তত উন্নত।

০৩. সারমর্ম লেখ : [ঢাবি : A ১৯-২০]

আসিতেছে শুভদিন,
দিনে দিনে বহু বাড়িয়াছে দেনা, শুধিতে হইবে ঋণ!
হাতুড়ি শাবল গাঁইতি চালায়ে ভাঙিল যারা পাহাড়,
পাহাড়-কাটা সেপথের দু'পাশে পড়িয়া যাদের হাড়,
তোমারে সেবিতে হইল যাহারা মজুর, মুটে ও কুলি,
তোমারে বহিতে যারা পবিত্র অঙ্গে লাগাল ধুলি;
তারাই মানুষ, তারাই দেবতা, গাহি তাহাদেরি গান,
তাদের ব্যথিত বক্ষে পা ফেলে আসে নব উত্থান!

সারমর্ম : শ্রমজীবী মানুষের শ্রমে-ঘামে ও রক্তে জীবনের বিনিময়ে গড়ে উঠেছে স্বাচ্ছন্দ্যময় সভ্যতা। তাদের নিরলস পরিশ্রমে আমরা সুখে দিনযাপন করতে সক্ষম হয়েছি। কিন্তু সমাজে এ দেবতাতুল্য মানুষ নানাভাবে শোষিত, বঞ্চিত ও উপেক্ষিত। এরাই একদিন নবজাগরণের মধ্য দিয়ে বিশ্বে পালাবদলের সূচনা করবে।

০৪. সারমর্ম লেখ : [খুবি : B ১২-১৩]

"বেদনার যুগ, মানুষের যুগ, সাম্যের যুগ আজি,
কেহ রহিবে না বন্দী কাহারও, উঠিছে ডঙ্কা বাজি
নর যদি রাখে নারীরে বন্দী, তবে এর পর যুগে
আপনার রচা ঐ কারাগারে পুরুষ মরিবে ভুগে। যুগের ধর্ম এই-
পীড়ন করিলে সে পীড়ন এসে পীড়া দেবে তোমাকেই।"

সারমর্ম : পৃথিবী বিনির্মাণে পুরুষের যতখানি অবদান নারীর অবদানও ঠিক ততটাই। কিন্তু যুগে যুগে নারীকে বন্দি করে রাখতে চেয়েছে পুরুষ। তবে আশঙ্কা যে আজ যদি পুরুষ তথা সমাজ নারীকে বন্দি করে রাখে, তবে একদিন সেই কারাগারে পুরুষ তথা সমাজকেও বন্দি হতে হবে।

CamScanner

অনুশীলনমূলক কাজ

[illegible]

- আমরা চলিব পশ্চাতে ফেলি পচা অতীত,
গিরি-গুহা ছাড়ি খোলা প্রান্তরে গাহিব গীত,
সৃজিব জগৎ বিচিত্রতর, বীর্যবান,
তাজা জীবন্ত সে নব সৃষ্টি শ্রম-মহান,
চলমান-বেগে প্রাণ-উচ্ছল।
রে নবযুগের স্রষ্টাদল,
জোর কদম চল রে চল।
- জগতের যত বড় বড় জয় বড় বড় অভিযান,
মাতা ভগ্নী ও বধূদের ত্যাগে হইয়াছে মহীয়ান।
কোন রণে কত খুন দিল নর, লেখা আছে ইতিহাসে,
কত নারী দিল সিঁথির সিঁদুর, লেখা নাই তার পাশে।
কত মাতা দিল হৃদয় উপাড়ি' কত বোন দিল সেবা,
বীরের স্মৃতি-স্তম্ভের গায়ে লিখিয়া রেখেছে কেবা?
কোন কালে একা হয়নি ক' জয়ী পুরুষের তরবারী,
প্রেরণা দিয়াছে, শক্তি দিয়াছে, বিজয়-লক্ষ্মী নারী।
- ক্ষমা যেথা ক্ষীণ দুর্বলতা
হে রুদ্র, নিষ্ঠুর যেন হতে পারি তথা
তোমার আদেশে। যেন রসনায় মম
সত্যবাক্য ঝলি উঠে খরখড়্গসম
তোমার ইঙ্গিতে। যেন রাখি তব মান
তোমার বিচারাসনে লয়ে নিজ স্থান।
অন্যায় যে করে আর অন্যায় যে সহে
তব ঘৃণা যেন তারে তৃণসম দহে।
- কোথায় স্বর্গ, কোথায় নরক কে বলে তা বহুদূর?
মানুষের মাঝে স্বর্গ-নরক, মানুষেতেই সুরাসুর।
রিপুর তাড়নে যখন মোদের বিবেক পায় গো লয়,
আত্মগ্লানির নরক অনলে তখনি পুড়িতে হয়।
প্রীতি ও প্রেমের পুণ্য বাঁধনে যবে মিলি পরস্পরে,
স্বর্গ আসিয়া দাঁড়ায় তখন আমাদের কুঁড়েঘরে।
- বিশ্বজোড়া পাঠশালা মোর সবার আমি ছাত্র,
নানাভাবে নতুন জিনিস শিখছি দিবারাত্র।
এই পৃথিবীর বিরাট খাতায়
পাঠ্য যে সব পাতায় পাতায়,
শিখছি সে সব কৌতূহলে নেই দ্বিধা লেশ মাত্র।

- [illegible]
- [illegible]
- [illegible]
- [illegible] নিজেও বুদ্ধিহীন, মিথ্যাবাদী, দুর্বৃত্তকে ঘৃণা করে। মানুষ নিজে স্বভাবে সুন্দর না হলেও সে স্বভাবের সৌন্দর্যকে ভালোবাসে।
- [illegible] নির্ভরশীল। লাভ ও লোভের [illegible] আত্মবিনাশের পথে [illegible]। মানুষ যদি এই মূল্যবোধ জয় না করতে পারে, তবে মনুষ্যত্ব কথাটিই হয়তো লোপ পেয়ে যাবে। মানুষের জীবন আজ এমন এক পর্যায়ে এসে পৌঁছেছে, যেখান থেকে আর হয়তো নামবার উপায় নেই, এবার উঠবার সিঁড়িটা না খুঁজলেই নয়।
- স্বাধীন হবার জন্য যেমন সাধনার প্রয়োজন, তেমনি স্বাধীনতা রক্ষার জন্য প্রয়োজন সত্যনিষ্ঠা ও ন্যায়-পরায়ণতা। সত্যের প্রতি শ্রদ্ধাবোধহীন জাতি যতই চেষ্টা করুক, তাদের আবেদন-নিবেদনে ফল হয় না। যে জাতির অধিকাংশ ব্যক্তি মিথ্যাচারী, সেখানে দু'চারজন সত্যনিষ্ঠকে বহু বিড়ম্বনা সহ্য করতে হবে, দুর্ভোগ পোহাতে হবে। কিন্তু মানুষ ও জাতি হিসেবে মাথা তুলে দাঁড়াতে হলে সে কষ্ট সহ্য না করে উপায় নেই।
- দুই চোখ দিয়ে যেমন সূর্যকে দেখা যায়, তেমনি ছোট ছোট কাজের ভিতর দিয়েও কোনো ব্যক্তির চরিত্রের পরিচয় ফুটে উঠে। বস্তুত মর্যাদাপূর্ণভাবে ও সুচারুরূপে সম্পন্ন ছোট ছোট কাজেই চরিত্রের পরিচয়। অন্যের প্রতি আমাদের ব্যবহার কীরূপ তাই হচ্ছে আমাদের চরিত্রের অন্যতম শ্রেষ্ঠ পরীক্ষা। বড়, ছোট ও সমতুল্যের প্রতি সুশোভন ব্যবহার আনন্দের নির্ভরতার উপর।
- কোনো সভ্য জাতিকে অসভ্য করার ইচ্ছা যদি তোমার থাকে তাহলে তাদের সব বই নাশ কর এবং সকল পণ্ডিতকে হত্যা কর, তোমার উদ্দেশ্য সিদ্ধ হবে। লেখক, সাহিত্যিক ও পণ্ডিতেরাই জাতির আত্মা। এই আত্মাকে যারা অবহেলা করে, তারা বাঁচে না। দেশকে বা জাতিকে উন্নত করতে চেষ্টা করলে, সাহিত্যের সাহায্যেই তা করতে হবে। মানব মঙ্গলের জন্য যত অনুষ্ঠান আছে, তার মধ্যে এটাই প্রধান ও সম্পূর্ণ। জাতির ভেতর সাহিত্যের ধারা সৃষ্টি কর, আর কিছুর আবশ্যকতা নেই।
- অভ্যাস ভয়ানক জিনিস- একে হঠাৎ স্বভাব থেকে তোলে ফেলা কঠিন। মানুষ হবার সাধনাতেও তোমাকে সহিষ্ণু হতে হবে। সত্যবাদী হতে চাও? তাহলে ঠিক কর সপ্তাহে অন্তত একদিন মিথ্যা বলবে না। ছ মাস ধরে এমনি করে নিজে সত্য কথা বলতে অভ্যাস কর। তারপর এক শুভদিনে আর একবার প্রতিজ্ঞা কর, সপ্তাহে তুমি দু দিন মিথ্যা বলবে না। এক বছর পরে দেখবে সত্য কথা বলা তোমার কাছে অনেকটা সহজ হয়ে পড়েছে। সাধনা করতে করতে এমন একদিন আসবে, যখন ইচ্ছা করলেও মিথ্যা বলতে পারবে না। নিজেকে মানুষ করার চেষ্টায় পাপ ও প্রবৃত্তির সঙ্গে সংগ্রামে তুমি হঠাৎ জয়ী হতে কখনও ইচ্ছা করো না, তাহলে সব পণ্ড হবে।
- বাল্যকাল হইতে আমাদের শিক্ষার সহিত আনন্দ নাই। কেবল যাহা কিছু নিতান্ত আবশ্যক, তাহাই কণ্ঠস্থ করিতেছি। তেমন করিয়া কোন মতে কাজ চলে মাত্র, কিন্তু মনের বিকাশ লাভ হয় না। হাওয়া খাইলে পেট ভরে না, আহার করিলে পেট ভরে, কিন্তু আহারটি রীতিমত হজম করিবার জন্য হাওয়ার দরকার। তেমনি একটি শিক্ষা পুস্তককে রীতিমত হজম করিতে অনেকগুলি অপাঠ্য পুস্তকের সাহায্য আবশ্যক। ইহাতে আনন্দের সহিত পড়িবার শক্তি অলক্ষিতভাবে বৃদ্ধি পাইতে থাকে। গ্রহণশক্তি, ধারণাশক্তি, চিন্তাশক্তি বেশ সহজে এবং স্বাভাবিক নিয়মে বল লাভ করে।

[বি.দ্র. উত্তর এবং আরো অনুশীলনের জন্য জয়কলির 'Written বাংলা' বইটি পড়ুন।]

অধ্যায় ৪৪ ভাব-সম্প্রসারণ

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

ভাব-সম্প্রসারণ : ইংরেজি 'Amplification' বোঝাতে বাংলায় ভাব-সম্প্রসারণ কথাটি ব্যবহৃত হয়। ভাবের শিল্পসম্মত প্রসারণই ভাব-সম্প্রসারণ। মূল ভাবটি বিস্তারের মাধ্যমে প্রকাশ করা এবং তাকে পূর্ণভাবে ব্যক্ত করা অর্থাৎ নানা তথ্যে, ভাব তাৎপর্যে ও ইঙ্গিতের মধ্য দিয়ে লুকায়িত কোনো বিষয় বিস্তৃতভাবে সহজবোধ্য করে প্রকাশ করা এবং যুক্তি ও বিশ্লেষণের মাধ্যমে মূল ভাবটিকে শিল্প সৌকর্যময় ভাষার সাহায্যে উপস্থাপন করাই ভাব-সম্প্রসারণের প্রধান উদ্দেশ্য।

ভাব-সম্প্রসারণের প্রয়োজনীয়তা

ভাব-সম্প্রসারণের প্রয়োজনীয়তা নিম্নরূপ :

i. ভাবপ্রকাশের ক্ষেত্রে ভাষা চর্চার যে আবশ্যকতা রয়েছে তা অনুধাবন করা যায়।
ii. অপেক্ষাকৃত কঠিন কথাকে সহজ-সরল করে বলা ও লেখার যোগ্যতা অর্জিত হয়।
iii. যেকোনো সংক্ষিপ্ত, যুক্তিপূর্ণ বক্তব্যকে ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করার যোগ্যতা নিরূপিত হয়।
iv. কোনো বিশেষ বক্তব্য থেকে সিদ্ধান্ত নেওয়ার কৌশল আয়ত্তে আনা সম্ভব হয়।
v. যেকোনো সংক্ষিপ্ত বিষয় থেকে গুরুত্বপূর্ণ তথ্যাদি পাওয়া যায়।

ভাব-সম্প্রসারণ লেখার নিয়ম বা পদ্ধতি

ভাব-সম্প্রসারণ লেখার নিয়ম বা পদ্ধতি নিম্নরূপ :

i. উদ্ধৃত অংশ বা প্রদত্ত বাক্য বা চরণগুলো গভীর মনোযোগ দিয়ে বারবার পড়ে তার অন্তর্নিহিত ভাবটি বুঝে নিতে হবে।
ii. কোনো রূপক, উপমা প্রভৃতি অলঙ্কার থাকলে তার মধ্যকার মূল বিষয়টি গভীরভাবে অনুধাবন করতে হবে।
iii. মূলভাবের অন্তর্নিহিত বক্তব্যকে প্রাঞ্জল করার প্রয়োজনে উপমা, দৃষ্টান্ত, যুক্তি এবং প্রাসঙ্গিক যেকোনো ঐতিহাসিক, পৌরাণিক, লৌকিক অথবা বৈজ্ঞানিক তথ্য উল্লেখ করা যায়।
iv. ভাব-সম্প্রসারণে মূল ভাবের সূত্রটি অবলম্বন করে তার অন্তর্নিহিত যুক্তিগুলোকে আনুষঙ্গিক তথ্য, উদাহরণ প্রভৃতির সাহায্যে ভাবের পরম্পরা অনুসারে বক্তব্যকে সাজানো ও প্রসারিত করতে হবে।
v. সম্প্রসারিত ভাবের বিষয়বস্তুকে ছোটো ছোটো অনুচ্ছেদের মধ্য দিয়ে স্পষ্ট করে তুলতে হবে। তবে তা তিন চার অনুচ্ছেদের মধ্যে হওয়া ভালো।
vi. ভাব-সম্প্রসারণে প্রদত্ত গদ্য, কবিতা বা পদ্য অংশের লেখকের নাম উল্লেখ করার প্রয়োজন নেই। এমনকি কবি বা লেখকের কোনো অভিমত বা অভিপ্রায় বিষয়েও মন্তব্য করা থেকে বিরত থাকা বাঞ্ছনীয়।
vii. একই বক্তব্য বা কথার পুনরাবৃত্তি যেন না ঘটে অথবা অপ্রাসঙ্গিক বিষয়ের অবতারণা না থাকে সেদিকে বিশেষ নজর দিতে হবে।
viii. ভাব-সম্প্রসারণের আয়তনের কোনো নির্দিষ্ট বা বাঁধাধরা নিয়ম নেই। তবে অনেকের মতে, কুড়ি বা পঁচিশ বাক্যের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকা ভালো।
ix. কঠিন ও সমাসবদ্ধ শব্দের প্রয়োগে সতর্ক দৃষ্টি দেওয়া প্রয়োজন। এতে আর যাই হোক বানান ভুলের সম্ভাবনা কম থাকে।
x. প্রবাদ-প্রবচনের যুক্তিসংগতভাবে ব্যবহার করা যাবে। কোনো উদ্ধৃতি ব্যবহার করতে হলে অবশ্যই যেন তা প্রাসঙ্গিক হয় সেদিকে খেয়াল রাখতে হবে।
xi. ব্যাখ্যা ও ভাব-সম্প্রসারণ এক জিনিস নয়। কারণ ব্যাখ্যার মূল বিষয়ের মধ্যে চিন্তাকে সীমাবদ্ধ রাখতে হয়, ভাব-সম্প্রসারণের ক্ষেত্রে ততটা দরকার হয় না।

ভাব-সম্প্রসারণের নমুনা

০১. "ধ্বনিটিরে প্রতিধ্বনি সদা ব্যঙ্গ করে,/ধ্বনির কাছে ঋণী সে যে পাছে ধরা পড়ে।" – ভাবটির সম্প্রসারণ কর। [ঢাবি-কলা, আইন ও সামাজিক : ২৩-২৪] ৫

ভাব-সম্প্রসারণ : আত্মসুখপরায়ণ, সুযোগসন্ধানী অকৃতজ্ঞরা উপকারীর কাছ থেকে প্রভূত উপকার পেয়ে তা স্বীকার করতে চায় না। তারা মনে করে অন্যের ঋণ স্বীকার করলে বুঝি বা নিজেদের দুর্বলতার কথা প্রকাশ হয়ে যাবে। তাই তারা উপকারীর ঋণ স্বীকারের চেয়ে তাদের নিন্দায় মুখর হয়ে ওঠে। এ ধরনের আচরণ হীনতার পরিচায়ক ও নিন্দনীয়।

ধ্বনি থেকেই প্রতিধ্বনির জন্ম, ধ্বনি না থাকলে প্রতিধ্বনির অস্তিত্ব সম্ভব নয়। কোনো নির্জন পাহাড়ের গুহায় বা বড় বাড়ির নির্জন বিশাল প্রকোষ্ঠে যদি কোনো ধ্বনি উচ্চারিত হয়, সে-ধ্বনি সঙ্গে সঙ্গে পাহাড়ে পাহাড়ে প্রতিধ্বনিত হয়, প্রতিধ্বনিত হয় প্রকোষ্ঠে প্রকোষ্ঠে। এ জন্য প্রতিধ্বনির সবসময় ধ্বনির কাছে কৃতজ্ঞ থাকার কথা। কিন্তু প্রতিধ্বনি নিজের অস্তিত্বের উৎস ধ্বনিটির কথা স্বীকার করতে চায় না। প্রতিধ্বনি অনুদার ও সংকীর্ণমনা। সে তার আসল পরিচয় গোপন করে উপকারীর উপকার অস্বীকার করে। প্রতিধ্বনি নিজের বাহাদুরি প্রকাশ করার জন্যে ধ্বনিকে সর্বদা ব্যঙ্গ করে। তার এই পরিহাসের পেছনে আছে সত্য গোপন করার প্রয়াস। প্রকৃতপক্ষে, প্রতিধ্বনি যে ধ্বনির কাছে ঋণী– এ বিষয়টি যাতে ধরা না পড়ে সে জন্যে ধ্বনিকে সে উপহাস করে।

যে-উৎস থেকে নিজের অস্তিত্ব গড়ে উঠেছে তার স্বীকৃতি প্রদান করা উচিত– তা যতই ক্ষুদ্র হোক। চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যে কোনোভাবেই হীনম্মন্যতাকে প্রশ্রয় দেয়া উচিত নয়।

০২. ভাবসম্প্রসারণ করো : যে সহে, সে রহে। [ঢাবি বিজ্ঞান : ২৩-২৪] 4.0

উত্তর : যে সহে, সে রহে।

ভাব-সম্প্রসারণ : এ সংসারে দুঃসময়ে যে ধৈর্য ধরে, ইতিবাচক মনোভাব নিয়ে সুসময়ের অপেক্ষা করে, সে কখনো পরাজিত হয় না। ধৈর্যশীলরাই জীবন-যুদ্ধে জয়ী হয়।

পৃথিবীতে জীবন একদিকে যেমন পরম উপভোগ্য, অন্যদিকে পরাজয়, লাঞ্ছনা, হতাশা ও দুর্দশার কশাঘাতে জর্জরিত। রোগ-শোক ও অভাব-অভিযোগ সংসারের নিত্যদিনের চিত্র। তাই পীড়িত মানুষ যন্ত্রণায় অসহায়বোধ করে, আঘাত-অপমানে জর্জরিত হয়, পরাজয়ের গ্লানিতে নিমগ্ন হয়ে হতাশায় মুষড়ে পড়ে। কিন্তু ভেঙে পড়লে চলবে না। খারাপ সময়কে মোকাবিলা করতে হবে। এজন্য দরকার অটল ধৈর্য, স্থির সংকল্প এবং যথাযথ পরিকল্পনা। এমন কিছু আঘাত আসে, যার বিপরীতে প্রতিক্রিয়া না দেখিয়ে ধৈর্য ধরলেই ভালো ফল পাওয়া যায়। কারণ, সময় সবচেয়ে বড়ো চিকিৎসক। নিজের করা ভুলেও সব পরিকল্পনা ভেস্তে যেতে পারে, অযোগ্যতার দায়ে ভোগ করতে হতে পারে কঠিন দণ্ড। তখন ভেঙে না পড়ে ভুল থেকে শিক্ষা নিতে হবে। নতুন প্রতিশ্রুতি নিয়ে সবকিছু শুরু করতে হবে। তাহলেই মোচন করা সম্ভব হবে পূর্বের গ্লানি। বিপদে অসহায়ত্বকে বরণ করে হাত-পা গুটিয়ে থাকার মধ্যে নয়, তাকে মোকাবিলা করার মধ্যেই মানুষের সংগ্রামশীলতার পরিচয়।

জীবনে যত প্রতিকূলতাই আসুক না কেন, তাকে ধৈর্যের সঙ্গে ইতিবাচক দৃষ্টি দিয়ে মোকাবেলা করতে হয়। কারণ, জীবনে দুঃসময় না এলে লড়াই করা শেখা যায় না।

০৩. পরের অভাব মনে করিলে চিন্তন/ আপন অভাব-ক্ষোভ থাকে কতক্ষণ [ঢাবি ক ২২-২৩]

মূলভাব : অন্যের অভাব/অপূর্ণতার দিকে খেয়াল করলে নিজের আক্ষেপ প্রশমিত হয়।

সম্প্রসারিত-ভাব : সমাজ-সংসারে বিদ্যমান বৈষম্য আদিকাল থেকে বয়ে চলছে। মানুষের আকাঙ্ক্ষা ও প্রাপ্তির মধ্যে অনেক সময়ই বিশাল ব্যবধান বিরাজ করে। তাই বলে মানুষের হতাশ হওয়ার কোনো সুযোগ নেই। কেননা, বৈচিত্র্যময় বিশ্বে প্রতিটি গোষ্ঠী, সমাজ ও রাষ্ট্রের মানুষের প্রত্যাশিত চাহিদার ভিন্নতার কারণেই একের প্রতি অন্যের আগ্রহ সৃষ্টি হয়। অনন্ত আকাঙ্ক্ষার বিপরীতে মানুষের সীমিত প্রাপ্তি অসন্তোষ সৃষ্টি করে। তখন মানুষ ভ্রান্ত ভাবনায় বিষণ্ন হয়ে পড়ে। তখন আপন কর্তব্য ও কর্মের মধ্যে সাময়িক চ্যুতি ঘটে। যা মানুষের স্বাভাবিক জীবনপ্রবাহে বাধার সৃষ্টি করে। এ অবস্থা থেকে উত্তরণের জন্য প্রতিটি মানুষেরই আপনার কথা/স্বার্থ জলাঞ্জলি দিয়ে অন্যের কল্যাণের প্রতি মনোনিবেশ করা উচিত। আমাদের চারপাশে দরিদ্র, মিসকিন, দুর্গত, রোগাক্রান্ত নানা ধরনের মানুষের বসবাস। আমরা যারা সুস্থ ও সামর্থ্যবান তাদের উচিত সেবার মনোভাব নিয়ে সকলের সহযোগিতা করা। পরের ব্যথায় সহমর্মিতা জানাতে পারলে নিজের ব্যথার কথা ভুলে থাকা যায়। সমাজের ও দেশের কল্যাণের জন্য নিজেকে নিয়োজিত রাখার মাধ্যমে প্রতিটি মানুষ নির্মাণ করতে পারে সুন্দর ও নিরাপদ পৃথিবী। আত্মসুখের ভাবনায় আচ্ছন্ন থাকলে না পাওয়ার বেদনা আমাদের আহত করতে পারে। এজন্য মহৎ ব্যক্তিরা কখনো আপন ভাবনায় বিভোর থাকেন না। তারা নিভৃতে মানুষের কল্যাণে নিয়োজিত থাকেন। 'আপনারে লয়ে বিব্রত রহিতে/আসে নাই কেহ অবনী পরে/সকলের তরে সকলে আমরা/প্রত্যেকে আমরা পরের তরে।' এ মনোভাব পোষণের মাধ্যমে আত্মগ্লানি দূর করার পাশাপাশি নিজের অপূর্ণতার আক্ষেপ মুছে ফেলা যাবে।

CamScanner

০৪. সত্য যে কঠিন,/ কঠিনেরে ভালোবাসিলাম,/ সে কখনো করে না বঞ্চনা। [ঢাবি : A ২১-২২]

উত্তর : সত্যকে স্থায়ীভাবে লুকানো বস্তুত অসম্ভব। এটা প্রকৃতির স্বভাবসিদ্ধ যে, সত্য একদিন উন্মোচিত হবেই। আমাদের বিচারব্যবস্থা ও আন্তঃমানবিক সম্পর্কের এটাই মূল ভিত্তি। ব্যবসায়িক, পেশাদারি অথবা ব্যক্তিগত সম্পর্ক, যা মিথ্যার উপর স্থাপিত তা কোনোদিনই স্থায়ী হয় না। কিন্তু যেটা সত্য, সমতা ও পারস্পরিক কল্যাণের উপর প্রতিষ্ঠিত তার স্থায়িত্ব অমরত্বের মতো। সত্যের প্রতি শ্রদ্ধা করে পৃথিবী বস্তুত যেমন, অর্থাৎ নানা অসমান অংশে বিভক্ত, তাকে তেমনি করেই জানবার সাহস থাকা চাই। কারণ সত্য কখনও বঞ্চনা বা ছলনা করে না। জীবন আসলে দুঃখের তপস্যা। কিন্তু তা এই সত্যের মূল্য শোধ করার জন্যই। কল্পনা বা স্বপ্নবিলাসের দ্বারা জীবনের এই সত্যকে এড়িয়ে যাওয়ার অর্থ জীবনের স্বাভাবিক গতিকে ও তার যথার্থ স্বরূপকে অস্বীকার করা। অন্যদিকে, কঠিন সত্য জীবনের যথার্থ স্বরূপকে চিনিয়ে দেয়। সুতরাং সত্যকে আঁকড়ে ধরে সামনে এগুলে নির্ভয়তা, নিঃসঙ্কোচে এগিয়ে যাওয়া সম্ভব। ইংরেজিতে একটা কথা আছে And you will know the Truth, and the Truth will set you Free। কারণ সত্য কখনো বঞ্চনা করে না।

০৫. গ্রন্থগত বিদ্যা আর পরহস্তে ধন/ নহে বিদ্যা, নহে ধন, হলে প্রয়োজন। [ঢাবি : A ১৯-২০]

মূলভাব : অর্জিত সম্পদ ও অর্জিত জ্ঞান যথাসময়ে কাজে লাগানো গেলেই শুধু সার্থকতা প্রমাণিত হতে পারে। কিন্তু যে জ্ঞান ও অর্থসম্পদ মানুষের প্রয়োজনের সময় কাজে লাগানো যায় না, তার কোনো মূল্য নেই।

সম্প্রসারিতভাব : গ্রন্থগত বিদ্যা যা আত্মস্থ করা হয়নি এবং এমন ধন-সম্পদ যা নিজের করায়ত্ত হয়নি–এ সমস্তই নিরর্থক। কারণ প্রয়োজনীয় মুহূর্তে এগুলোর যথাযথ ব্যবহার করা সম্ভব হয় না। পৃথিবীতে মানুষের জীবনে ধন-সম্পদ ও বিদ্যার গুরুত্ব অপরিসীম। কিন্তু বিদ্যা যদি গ্রন্থের ভেতরেই মলাটবদ্ধ অবস্থায় অব্যবহৃত হয়ে পড়ে থাকে, মানুষ যদি তা আত্মস্থ না করে কিংবা আত্মস্থ করে চলমান জীবনে কাজে লাগাতে না পারে, তবে সে বিদ্যা মূলত কোনো বিদ্যাই নয়। মলাটবদ্ধ গ্রন্থের বিদ্যাকে মানুষের জীবনে প্রয়োগ করতে হবে। তবেই সে বিদ্যা পৃথিবীর মানুষের কল্যাণ বয়ে আনবে। অন্যদিকে, নিজের অর্জিত ধন-সম্পত্তি যদি অন্যের কাছে রক্ষিত থাকে, তবে প্রয়োজনের সময় সেই সম্পত্তি উদ্ধার করাও অনেক সময় সমস্যা হয়ে দাঁড়ায়। বরং নিজের কাছে থাকা সম্পত্তিই প্রয়োজনের সময় ব্যবহার করা সম্ভব। সুতরাং সার্থক ও সুন্দর জীবনের প্রয়োজনে বিদ্যাকে গ্রন্থের বন্দিশালা হতে মুক্ত করে আত্মস্থ করতে হবে, পরের হাতে রক্ষিত সম্পত্তি নিজের করায়ত্ত করতে হবে। বিদ্যা ও সম্পদ তখনই সার্থক হয়ে ওঠে যখন মানুষের যথার্থ প্রয়োজন মিটায়। কিন্তু মানুষের যথার্থ প্রয়োজনে যদি তা কাজে না লাগানো যায়, তবে সেই বিদ্যা ও অর্থ বিফলতার নামান্তর।

মন্তব্য : পরিশেষে বলা যায় জ্ঞান ও বিদ্যা জীবনের কাজে লাগাতে হবে, আর তাতেই প্রতিপন্ন হবে মানবজীবনের সার্থকতা। কেননা, প্রয়োজনের সময় সম্পদ ও বিদ্যা নিজের হস্তগত থাকা অপরিহার্য।

০৬. অদ্ভুত আঁধার এক এসেছে এ পৃথিবীতে আজ,/ যারা অন্ধ সবচেয়ে বেশি, আজ চোখে দেখে তারা। [খুবি মানবিক 15-16]

মূলভাব : অন্যের ওপর প্রভুত্ব প্রতিষ্ঠার জন্য মানুষ মানবতার সীমা অতিক্রম করায় মানবজাতির ওপর নেমে এসেছে অন্ধকারের শাসন। পৃথিবীতে সাম্যাবস্থা বিরাজের জন্য দরকার গুণীর কদর।

সম্প্রসারিতভাব : সুন্দর এ পৃথিবীর বৈরী পরিবেশে মহৎ ও বিবেকবান মানুষেরা বরাবরই অসহায়। পৃথিবী যখন প্রীতিহীন, মমতাহীন, মনুষ্যত্বহীন অন্ধ ক্ষমতাধর মানুষদের করায়ত্ত হয় তখন শিল্প-সংস্কৃতির সাধনা হয় উপেক্ষিত, মহৎ মানুষেরা হয়ে পড়ে অসহায় অবহেলিত। যান্ত্রিক দুনিয়ার মানুষগুলো কেমন দিনে দিনে মনুষ্যত্ববোধ হারিয়ে বিবেকহীন এক পশুতে পরিণত হচ্ছে। যার দরুন সমাজ-সংসারে বিবেকবোধ সম্পন্ন মানুষ এ পশুত্বের অনৈতিক কাজের কাছে মাথা নত করতে বাধ্য হচ্ছে। রাষ্ট্র নামক প্রতিষ্ঠানটি তাদেরকে হাতিয়ার বানিয়ে দিনের পর দিন হেন অপকর্ম নেই যা তাদেরকে দিয়ে করায় না। এমনইভাবে এ রাষ্ট্র একদিন তাদের হাত থেকে রেহায় পায় না। তাই এদের কারণে জগতে এখন ধুধু মরুভূমির ন্যায় শুষ্ক নিষ্ঠুর নির্মমতায় ছেঁয়ে গেছে সমাজ ব্যবস্থা। যার দরুন মানুষ ও মানবতার প্রতি ইতিবাচক বোধে জাগ্রত হয়েও তারা অপশক্তির নির্মম শিকার। অথচ তাদের সুপরামর্শ পৃথিবী হতে পারে নির্মল-সুন্দর।

মন্তব্য : অসীম উচ্চাকাঙ্ক্ষা মানুষকে কখনো করেছে উদ্যমী, আবার এ উচ্চাকাঙ্ক্ষার বশীভূত হয়েই মানুষ হারিয়েছে হিতাহিত জ্ঞান।

০৭. যা বিস্ময়কর তা একবারমাত্র বিস্মিত করে, যা মনোহর তার মনোহারিতা উত্তরোত্তর বাড়তে থাকে। [খুবি মানবিক 14-15]

মূলভাব : 'বিস্ময়কর' জিনিস মানব হৃদয়কে একবার বিমোহিত করে কিন্তু সুন্দর জিনিস মানুষকে বারবার টানে। দেখার নেশায় মত্ত হয়ে ওঠে। অতীব সুন্দর জিনিস একবার দেখে নিজের চোখকে বিশ্বাস করতে না পেরে বারবার ফিরে চাই।

সম্প্রসারিতভাব : বিস্ময়কর শব্দটির অর্থ : বিস্ময় উৎপাদন করে এমন; আশ্চর্যজনক। পক্ষান্তরে, 'মনোহর' শব্দটির অর্থ : অতি সুন্দর চিত্তাকর্ষক। বিস্ময়কর যা বলে বোঝানো মুশকিল। অদ্ভুত বিষয় যা কেবল চোখে দেখেও আজব ব্যাপার বলে মনে হয়।

বিস্ময়কর বিষয়গুলো মানুষকে অবাক করে দেয়। যা অনেক সময় চিন্তন শক্তির উর্ধ্বে কাজ করে। অপরদিকে, যা মনোহর অর্থাৎ অতি সুন্দর যাকে বলা হয় স্থির সৌন্দর্যমণ্ডিত তা দেখে বিস্মিত হওয়ার কিছু নেই। বরং তার সৌন্দর্য বর্ণনা করতেই ভালো লাগে। সৌন্দর্যের মহিমা বর্ণনা করতে করতে এক অপূর্ব সত্যের সন্ধানের দিকে এগিয়ে যাওয়া সম্ভব। যেমন সম্রাট শাহজান কর্তৃক নির্মিত তাজমহলের উদাহরণ দেওয়া যেতে পারে। যার সে সৌকর্য বর্ণনা করতে গিয়ে এর উৎপত্তি কৌশল ও কারণ সম্বন্ধে জানার আগ্রহ ও কৌতূহল জেগে ওঠে। অতএব জগতে যা কিছু সুন্দর ও সৌন্দর্যে ভরপুর বা যা মনোহর তার মনোহারিতা বর্ণনা উত্তরোত্তর বাড়তেই থাকে।

মন্তব্য : নিমিষেই ক্ষয়প্রাপ্ত বিলীনযোগ্য সেইসব জিনিসের প্রতি মানুষের আকর্ষণটা এক ধরনের ভীতিকর ও অস্বস্তিকর অবস্থার ভেতর চালনা করে। আর মনোমুগ্ধকর জিনিসের জন্য মানুষের মন ব্যাকুল করে তোলে বারবার দর্শনের জন্য।

০৮. জীবনের খরস্রোতে ভাসিছ সদাই/ ভুবনের ঘাটে ঘাটে–
এক হাটে লও বোঝা, শূন্য করে দাও অন্য হাটে। [খুবি মানবিক 16-17]

মূলভাব : মানব জীবন একটি চলমান প্রক্রিয়া। পরিবর্তনশীল এ জীবনে কোনো কিছুই স্থির নয়। গতিশীলতার মধ্য দিয়েই জীবন পূর্ণতা পায়।

সম্প্রসারিতভাব : মানুষ প্রতিনিয়ত খামখেয়ালি জীবনযাপন করে। মানুষ কালকের ভাবনা আজকে ভেবে আজকের দিনটি প্রতিনিয়তই নষ্ট করে পরের দিনের বোঝা শুধুই বাড়িয়েই চলেছে। খরস্রোতা নদীর মতোই মানুষ এ ভুবনে সদাই করতে এসে সে উদ্দেশ্য বা মূল লক্ষ্য পূরণ না করে এলোমেলোভাবে জীবন গড়তে চায়। কিন্তু এভাবে তার জীবন যে পরিপূর্ণ হয় না, তা সে অনুভব করতে অক্ষম। কেবল ভোগ বা গ্রহণের মধ্য দিয়ে মনুষ্যত্বের বিকাশ ঘটে না। অর্জিত সম্পদ নিজের স্বার্থ ব্যতীত সমাজের অন্য কোনো কাজে আসে না। পরের কল্যাণে সম্পদকে বিলিয়ে দেওয়ার মধ্যেই আদর্শ ও মনুষ্যত্ব নিহিত থাকে। সুখের জন্য অনেকেই বিলাস-ব্যসনে মত্ত হয়ে ওঠে এবং ভোগ বিলাসের নানা উপকরণের আয়োজন করে। কিন্তু কোনোভাবেই ভোগাকীর্ণ জীবন সুখের সন্ধান দেয় না। মানুষ তার নিজের অবস্থান সম্পর্কে জ্ঞাত না হয়ে খেয়াল খুশিমতো আখের গোছাতে থাকে। কিন্তু মানুষ নিজেই জানে না পাপের বোঝা যে পথে আসে সেই পথেই ক্ষয় বা বিলুপ্তি হয়ে যায়। মূলত পৃথিবী তখনই পরিপূর্ণতা লাভ করে, যখন পৃথিবীতে ভোগ-ত্যাগের সুষম বণ্টন হয়। ক্ষণস্থায়ী এ জীবনের সার্থকতা বা পরম শান্তি 'দেবে আর নেবে মিলাবে মিলিবে'র মধ্যে নিহিত।

মন্তব্য : মানবহৃদয় বারবার অন্যের পানে ফিরে ফিরে চাই সত্য, বাস্তবিক পক্ষে এ ফিরে চাওয়ার সময় নেই। কারণ চাওয়ার শেষ নেই। সাধের জিনিস ঘরে এনে দেখা যায় ফল কিছু নেই কারণ আরো বাকি থেকে যায় মানবজীবনে। দিনান্তে-নিশান্তে শুধু পথপ্রান্তে ফেলে যেতে হয় যত সঞ্চয় আছে মানবজীবনের।

অনুশীলনমূলক কাজ

- পথ পথিকের সৃষ্টি করে না, পথিকই পথের সৃষ্টি করে।
- নদীর এপার কহে ছাড়িয়া নিঃশ্বাস
  ওপারেতে সর্বসুখ আমার বিশ্বাস।
- প্রাণ থাকলেই প্রাণী হয়, কিন্তু মন না থাকলে মানুষ হয় না।
- এ জগতে হায়, সেই বেশি চায় আছে যার ভূরি ভূরি
  রাজার হস্ত করে সমস্ত কাঙালের ধন চুরি।
- স্বাধীনতা অর্জনের চেয়ে স্বাধীনতা রক্ষা করা কঠিন।
- অন্যায় যে করে আর অন্যায় যে সহে
  তব ঘৃণা যেন তারে তৃণ সম দহে।
- দুর্জন বিদ্বান হইলেও পরিত্যাজ্য।
- বিশ্বে যা -কিছু মহান সৃষ্টি, চির কল্যাণকর,
  অর্ধেক তার করিয়াছে নারী, অর্ধেক তার নর।
- তুমি অধম তাই বলিয়া আমি উত্তম না হইব কেন?
- যে সহে, সে রহে।/অথবা, সবুরে মেওয়া ফলে।
- মঙ্গল করিবার শক্তি ধন, বিলাস ধন নহে।
- ভোগে সুখ নাই, ত্যাগেই প্রকৃত সুখ।
- পরিশ্রম সৌভাগ্যের প্রসূতি।
- জীবে প্রেম করে যেই জন, সেই জন সেবিছে ঈশ্বর।
- কাঁটা হেরি ক্ষান্ত কেন কমল তুলিতে
  দুঃখ বিনা সুখ লাভ হয় কি মহীতে?
- প্রয়োজনে যে মরিতে প্রস্তুত, বাঁচিবার অধিকার তাহারই।
- স্বদেশের উপকারে নাই যার মন
  কে বলে মানুষ তারে? পশু সেই জন।
- বন্যেরা বনে সুন্দর, শিশুরা মাতৃক্রোড়ে।

[দ্র. উত্তর এবং আরো অনুশীলনের জন্য জয়কলির 'Written বাংলা' বইটি পড়ুন।]

অধ্যায় ৪৫ অনুচ্ছেদ

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

অনুচ্ছেদ : 'অনুচ্ছেদ' একটি বাংলা শব্দ। মূলত ইংরেজি 'Paragraph' এর বাংলা পরিভাষা হচ্ছে অনুচ্ছেদ। অনুচ্ছেদ লেখার মাধ্যমে লেখক তার চিন্তাশক্তি ও রচনাশৈলীর উৎকর্ষ সাধন করতে পারে। অনুচ্ছেদ অর্থ হলো ছোট আকারে গদ্য রচনা। একটি মূল বক্তব্যকে সম্প্রসারিত করে লেখার উদ্দেশ্যে কয়েকটি পরস্পর সম্পর্কিত বাক্যের সমষ্টি ঘটানোকে অনুচ্ছেদ বলা হয়। অন্যভাবে বলা যায়, কোনো নির্দিষ্ট বিষয়কে শিরোনাম করে সে বিষয়ে পরিপূর্ণ অথচ অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্রায়তনে যে রচনা চয়ন করা হয়, তাকে অনুচ্ছেদ বলে। বস্তুত, অল্প সময়ে কোনো নির্দিষ্ট বিষয়ে পরিপূর্ণ ও বস্তুনিষ্ঠ আলোচনা করতে হয় বলেই অনুচ্ছেদ আকারে ছোট হয়। কিন্তু ভাব, বর্ণনা ও বিষয়বস্তুর দিক থেকে এটি একটি পরিপূর্ণ ও বস্তুনিষ্ঠ রচনা। এটি একটি চিন্তামূলক উৎকৃষ্ট শিল্পকর্মও বটে।

অনুচ্ছেদের বিষয়বস্তু : একটি আদর্শ অনুচ্ছেদে যথাসম্ভব অল্পকথায় বক্তব্যকে পরিস্ফুটনের প্রয়াস থাকে। এ প্রয়াসকে সার্থকভাবে প্রতিফলিত করার যোগ্যতাই অনুচ্ছেদ রচনার সাফল্য নির্ধারণ করে দেয়। একটি যথার্থ ও মানসম্মত অনুচ্ছেদে সাধারণত চারটি বিষয় থাকা বাঞ্ছনীয়। যথা : ০১. অনুচ্ছেদের শিরোনাম ০২. সূচনাপর্ব ০৩. মূল বক্তব্য ০৪. সমাপনী বক্তব্য বা উপসংহার।

অনুচ্ছেদের শ্রেণিবিভাগ : অনুচ্ছেদ যেহেতু প্রবন্ধেরই সংক্ষিপ্ত রূপ, সেহেতু অনুচ্ছেদকেও প্রাথমিকভাবে দুই ভাগে ভাগ করা যেতে পারে। যথা :

০১. **বস্তুনিষ্ঠ অনুচ্ছেদ :** বস্তুনিষ্ঠ অনুচ্ছেদে প্রধানত বিষয়বস্তুর প্রাধান্য থাকে। এক্ষেত্রে রচয়িতার মৌলিক সৃজনশৈলী, অনন্যসাধারণ চিন্তাশীলতা, পাণ্ডিত্য ও গভীর জ্ঞান প্রকাশিত হয়। বস্তুনিষ্ঠ অনুচ্ছেদের বিষয়-বৈচিত্র্যে বিশেষ করে সমকালীন জীবন, চলমান পরিবেশ, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি, জাতীয় সমস্যাবলি, আর্থসামাজিক অবস্থা, সাহিত্য-সংস্কৃতি, শিক্ষা, উপদেশ ও নীতিকথা প্রাধান্য পেয়ে থাকে।

০২. **ব্যক্তিনিষ্ঠ অনুচ্ছেদ :** ব্যক্তিনিষ্ঠ অনুচ্ছেদে লেখক আনন্দ ও উচ্ছ্বাসের মধ্য দিয়ে পাঠক-হৃদয়ের সাথে তন্ময় হয়ে যান।

অনুচ্ছেদ রচনার প্রয়োজনীয়তা

অনুচ্ছেদ রচনার প্রয়োজনীয়তা : স্বল্প কথায় পূর্ণাঙ্গতা লাভ করে বলে অনুচ্ছেদকে বলা যায় একটি উৎকৃষ্ট শিল্পকর্ম। অর্থাৎ মননশীল ও সৃজনশীল রচনার একটি সংক্ষিপ্ত রূপ হলো অনুচ্ছেদ। যেকোনো বক্তব্য উপস্থাপনের ক্ষেত্রে অনুচ্ছেদ রচনা সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা থাকলে কাজটি সহজ হয়ে যায়। স্বল্প কথায় একটি সম্পূর্ণ ভাবার্থকে প্রকাশ করতে গিয়ে লেখকের অনেক বেশি মুনশিয়ানার পরিচয় দিতে হয়। সমকালীন, চলমান, জ্ঞান-বিজ্ঞান, সাহিত্য-সংস্কৃতি, শিক্ষা ও সমস্যা প্রভৃতি বিচিত্র বিষয়কে লেখকের চিন্তাশীলতা ও সৃজনশীলতা নিয়ে সার্থক রূপে প্রকাশ করা অত্যন্ত জরুরি। বক্তব্যকে সাজিয়ে গুছিয়ে সুন্দরভাবে উপস্থাপনের ক্ষেত্রে অনুচ্ছেদ রচনার বাস্তব ধারণা থাকা একান্ত প্রয়োজন। অনুচ্ছেদে মূল কথাগুলো আকর্ষণীয়ভাবে উপস্থাপিত হয় বলে সবার কাছে তা গ্রহণযোগ্যতা পায়। তাই একটি সুন্দর, পরিচ্ছন্ন ও সার্থক অনুচ্ছেদ রচনার জন্য অনুচ্ছেদ রচনার কৌশল জানা ও তা রপ্ত করার প্রয়োজনীয়তা অনেক বেশি।

অনুচ্ছেদ রচনার কৌশল বা নিয়ম

অনুচ্ছেদ রচনার কৌশল বা নিয়ম :

i. অনুচ্ছেদে মূলভাবের প্রকাশ হবে সংক্ষিপ্ত।
ii. অনুচ্ছেদের পরিসর হবে ছোট ও স্বল্পায়তন, কিন্তু বক্তব্য হবে স্বয়ংসম্পূর্ণ।
iii. অনুচ্ছেদের শুরুতে শিরোনাম দিয়ে একটি প্যারার মধ্যে সূচনা, মূল বক্তব্য ও মন্তব্য উপস্থাপন করতে হয়।
iv. অনুচ্ছেদ কেবল একটি প্যারাতেই সীমাবদ্ধ থাকবে; অনাবশ্যক হবে না।
v. অনুচ্ছেদের ভাষা হবে সহজ-সরল।
vi. অনুচ্ছেদের বক্তব্য স্পষ্ট এবং ভাষা প্রাঞ্জল হওয়া আবশ্যক।
vii. অনুচ্ছেদে সাধু ও চলিত ভাষা একসঙ্গে ব্যবহার করা যাবে না।
viii. অনুচ্ছেদে কোনো উপমা বা অলংকারিক ভাষা প্রয়োগ করা সমীচীন নয়।
ix. বাক্যের মধ্যে অর্থগত সংগতি থাকতে হবে।
x. অনুচ্ছেদ লেখার আগে অনুচ্ছেদের বিষয় সম্পর্কে ভালোভাবে চিন্তা করতে হবে।
xi. সর্বোপরি, অনুচ্ছেদ রচনার মূল প্রতিপাদ্য হওয়া দরকার সহজবোধ্যতা, ক্ষুদ্র, সুন্দর ও আকর্ষণীয়।

অনুচ্ছেদের নমুনা

০১. **'প্লাস্টিক দূষণ' বিষয়ে পাঁচটি বাক্যে একটি অনুচ্ছেদ রচনা কর।** [ঢাবি ঘ ২২-২৩]

উত্তর : প্লাস্টিক দূষণের কারণে প্রাকৃতিক ভারসাম্য বিনষ্ট হওয়ার ফলে মানুষের পাশাপাশি প্রাণিজগতের অস্তিত্ব হুমকির সম্মুখীন। প্লাস্টিক দূষণের মাত্রা প্রতিনিয়ত বেড়েই চলছে। প্লাস্টিক দূষণের দীর্ঘমেয়াদি প্রভাবের কথা বিবেচনায় রেখে এখনই এর বিরুদ্ধে গণসচেতনতা সৃষ্টি করতে হবে। প্লাস্টিক দূষণের ফলে প্রকৃতি ও জনজীবনের ওপর নেতিবাচক প্রভাব সম্পর্কে প্রচারণা চালাতে হবে। বর্তমানে প্লাস্টিক দূষণ একটি মারাত্মক সমস্যা। এ সমস্যা মানুষের মনে আতঙ্ক সৃষ্টি করেছে। কীভাবে এ সমস্যার সমাধান করা যায় তা নিয়ে পরিবেশবিদদের পাশাপাশি প্রশাসনেরও কার্যকর ভূমিকা পালন করতে হবে।

০২. **'বাংলাদেশে পর্যটন শিল্পের সমস্যা ও সম্ভাবনা' শীর্ষক বাংলায় রচনা লেখ।** [ঢাবি গ ১৯-২০] ০৫

পর্যটন উন্নয়নে সমস্যা : একদিকে প্রকৃতির নয়নাভিরাম শোভা, অপরদিকে ঐতিহাসিক স্থানসমূহ পর্যটকদের জন্য যথেষ্ট আকর্ষণীয় হতে পারে। কিন্তু পর্যটকদের আকর্ষণ করার মতো যথেষ্ট সুযোগ-সুবিধা এদেশে নেই। বাংলাদেশে নয়নাভিরাম এত প্রাকৃতিক উপাদান থাকার পরও আমরা পর্যটন খাতকে আয়ের অন্যতম প্রধান উৎস করতে পারছি না। কারণ আমাদের চিন্তাচেতনার ক্ষেত্রে আমরা এখনো ডিজিটাল প্রযুক্তির অগ্রগতিতে নিজেদের সংযুক্ত করতে পারিনি। পর্যটকরা প্রায়ই বাংলাদেশে হয়রানি ও ছিনতাইয়ের শিকার হন। তবে অনেকে মনে করেন পর্যাপ্ত সুযোগ সুবিধা ও নিরাপত্তা পেলেই মানুষ সুস্থ বিনোদনের জন্য পর্যটন স্পটে ভিড় জমাবে। কিন্তু সামাজিক ও দেশজ বাধ্যবাধকতাও রয়েছে যা পরিবর্তনে সতর্কভাবে পদক্ষেপ গ্রহণ করা দরকার।

বাংলাদেশে পর্যটন শিল্পের সম্ভাবনা : বর্তমানে বিশ্বের একক বৃহত্তম শিল্প এবং বিশ্বের অর্থনৈতিক উন্নয়নে বিশেষ অবদান সৃষ্টিকারী অন্যতম খাত পর্যটন শিল্প। পর্যটনশিল্পের ক্ষেত্রে বাংলাদেশ একটি সম্ভাবনাময় দেশ। দিগন্তজোড়া সবুজের সমারোহ, শ্যামল শোভন বন-বনানী, উঁচু-নিচু পাহাড়, সুকণ্ঠী পাখির কলকাকলি, দেশজোড়া রূপালি নদীর বিস্তার, ঋতুতে ঋতুতে রং আর রূপের অপরূপ বর্ণিল শোভা সবকিছু মিলে এদেশের সৌন্দর্য মহিমা চিরকাল ধরে আকৃষ্ট করেছে বিদেশি পর্যটকদের। এ সৌন্দর্যের পাশাপাশি আছে অবারিত সমুদ্রসৈকত, রাঙামাটির অরণ্য-পাহাড়বেষ্টিত অপরূপ কৃত্রিম হ্রদ, বিখ্যাত রয়েল বেঙ্গল টাইগারের আবাসস্থল সুন্দরবন, পাহাড়পুর, ময়নামতি-মহাস্থানগড়ের প্রাচীন ঐতিহাসিক নিদর্শন, সিলেটের মনোরম শোভা এবং পার্বত্য জনপদের চাকমা, মগ, মুরং, সাঁওতাল ইত্যাদি আদিবাসীদের জীবনধারার মোহময় আকর্ষণ। সর্বোপরি, পর্যটন শিল্পের উন্নয়নের জন্য যথাযথ দায়িত্ব পালন করতে হবে আমাদের সকলের।

CamScanner

০৩. **অনুচ্ছেদ লেখ : উন্নয়নের মহাসড়কে বাংলাদেশ** [রাবিপ্রবি B 19-20]

উত্তর : দেশ স্বাধীন হওয়ার পর হেনরি কিসিঞ্জার বাংলাদেশকে 'তলাবিহীন ঝুড়ি' বলে আখ্যা দিয়েছিল। অথচ স্বাধীনতার ৪৯ বছরে বাংলাদেশ এখন আর তলাবিহীন ঝুড়ি নয়, সম্পদে ভরপুর এবং সম্পদে উপচেপড়া ঝুড়িতে পরিণত হয়েছে। আশির দশকে বাংলাদেশের গার্মেন্টস শিল্পের বিকাশের মাধ্যমে বৈদেশিক অর্থ উপার্জনের সূচনা হয়। কালক্রমে এ শিল্প এখন বিশ্বে অন্যতম প্রধান রপ্তানিকারক শিল্পে পরিণত হয়েছে। আজ আমরা গর্বের সুখে চুনকালি দিয়ে বিশ্ব অগ্রগতির মহাসড়কে। বিশ্বব্যাংকের প্রধান অর্থনীতিবিদ কৌশিক বসু বাংলাদেশের অগ্রগতি নিয়ে বক্তৃতায় বলেছেন, 'বাংলাদেশ এখন চীনের সঙ্গে নেক টু নেক' পাল্লা দিচ্ছে। ১০ বছর আগে এটি ছিল অচিন্তনীয়। কাজেই উন্নয়নেরধারা ক্রমাগত বজায় রাখতে পারলে জাতি অর্থনৈতিকভাবে সমৃদ্ধিশালী হবে।

০৪. **রাঙামাটি শহরের উপর পাঁচটি বাক্য লেখ।** [রাবিপ্রবি B 19-20]

উত্তর : রাঙামাটি জেলা বাংলাদেশের দক্ষিণ-পূর্বাঞ্চলে অবস্থিত চট্টগ্রাম বিভাগের একটি প্রশাসনিক অঞ্চল। এ পার্বত্য জেলাটি বাংলাদেশের বৃহত্তম জেলা। একদিকে সবুজ পাহাড় অন্যদিকে সুবিশাল কাপ্তাই হ্রদ মিলেমিশে একাকার করেছে বৈচিত্র্যময় রাঙামাটিকে। এ জেলায় রয়েছে বহু জাতির মানুষের বসবাস। পর্যটকদের বিনোদনের জন্য সরকারি উদ্যোগে রাঙামাটিতে ১৯৮৫ সালে নির্মাণ করা হয়েছে ঝুলন্ত সেতু। শহরের রাঙাপানি এলাকায় প্রকৃতির অপরূপ পরিবেশে জেলা পরিষদের অর্থায়নে গড়ে উঠেছে মিনি চিড়িয়াখানা। বনভান্তের বৌদ্ধ মন্দির, ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠী জাদুঘর, সুবলং ঝর্না সব মিলিয়ে রাঙামাটি শহরকে এক অপরূপ শোভায় শোভিত করে রেখেছে।

০৫. **'ডিজিটাল বাংলাদেশ' সম্পর্কে তিন বাক্যে একটি অনুচ্ছেদ লেখ।** [রাবিপ্রবি B 19-20]

উত্তর : ল্যাটিন 'Digitus' শব্দ থেকে ডিজিটাল শব্দটির উৎপত্তি, যার বাংলা প্রতিশব্দ ০ (শূন্য) থেকে ৯ (নয়) পর্যন্ত যেকোনো সংখ্যা। ডিজিটাল বাংলাদেশের অর্থ বিজ্ঞান নির্ভর তথ্যপ্রযুক্তি সমৃদ্ধ বাংলাদেশ। বিশেষ করে এখানে এনালগের বিপরীতার্থক ডিজিটালকে ভাবার্থে নির্দেশ করা হয়েছে। এর অন্তর্নিহিত অর্থ হলো সনাতন পদ্ধতিকে পরিহার করে সর্বক্ষেত্রে আধুনিক প্রযুক্তিকে দারিদ্র্য ও ক্ষুধামুক্ত বৈষম্যহীন জনগণের রাষ্ট্রে পরিণত করা। এক কথায় ডিজিটাল বাংলাদেশের উদ্দেশ্য হলো সার্বিকভাবে সুশিক্ষিত, স্বনির্ভর ও দারিদ্র্যমুক্ত বাংলাদেশ গড়া। বর্তমানে ডিজিটাল ব্যবস্থায় ইন্টারনেট, ফেসবুক, ভিডিও কনফারেন্স, ফাইবার অপটিকস ক্যাবল মানুষের দূরত্বের ব্যবধানকে কাছের করে দিয়েছে। সর্বোপরি একটি মধ্যম আয়ের দেশ হিসেবে গড়ে তুলতে বাংলাদেশ ডিজিটালাইজেশন অত্যাবশ্যক।

০৬. **'কারাগারের রোজনামচা' / 'বায়ান্নর দিনগুলো' অবলম্বনে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান সম্পর্কে তোমার অনুভূতির কথা দশ বাক্যে লেখ।** [বে রো বি B ১৮-১৯]

উত্তর : বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের স্মৃতিচারণমূলক রাজনৈতিক জীবনকথা 'অসমাপ্ত আত্মজীবনী' (২০১২) এর একটি সংকলিত অংশ 'বায়ান্নর দিনগুলো'। রচনাটিতে শেখ মুজিবকে এক আপসহীন, প্রতিবাদী সত্তা হিসেবে পাই। পাকিস্তানি সরকারের স্বার্থসিদ্ধির পন্থাস্বরূপ সাধারণ মানুষ ও রাজনৈতিক নেতাদের বিনাবিচারে জেলে আটক রাখার প্রতিবাদে তাঁর অনশন ধর্মঘট আমাদের প্রতিবাদী হতে শিক্ষা দেয়। অধিকার আদায়ে নিজ জীবন ও পরিবারের চাইতে দেশ ও দেশের মানুষ তাঁর কাছে বড় হয়েছে। তাঁর দেশপ্রেমের মহিমা আমাদের যুগে যুগে দেশপ্রেমিক হওয়ার প্রেরণা দেয়। প্রয়োজনে শহিদ হন তবু অন্যায়ের কাছে মাথা নত নয়। একজন মানুষ কিংবা রাজনৈতিক নেতা চাইলেও জাতির পিতা হতে পারে না, পারে না হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙালি হতে। দেশ ও দেশের মানুষই যাঁর কাছে শান্তির উৎস তিনিই একমাত্র 'বঙ্গবন্ধু' হওয়ার অধিকারী। পাকিস্তানি সরকারের নানা অপকর্মের প্রতিফল যে অবধারিত তাঁর সে রাজনৈতিক দূরদর্শিতাও আমাদের চমৎকৃত করে। শেখ মুজিব আমাদের চিরকালীন নেতা।

০৭. **'বাংলাদেশে গণতন্ত্রের প্রাতিষ্ঠানিকীকরণ' বিষয়ে দশটি বাক্য লেখ।** [খুবি B ০৪-০৫]

উত্তর : কোনো জনসমাজে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা যেমন কঠিন কাজ, তার চেয়ে বেশি কঠিন কাজ হলো গণতন্ত্রকে স্থিতিশীল করা। এজন্য কীভাবে গণতন্ত্র পরিপুষ্ট হয় তা জানা যেমন গুরুত্বপূর্ণ, তেমনি গুরুত্বপূর্ণ হলো গণতন্ত্রের প্রাতিষ্ঠানিকীকরণ। দুদিকে মনোযোগ দিয়েই গণতন্ত্রকে স্থিতিশীল করা সম্ভব। গণতন্ত্রকে প্রাতিষ্ঠানিকীকরণের মাধ্যমে অর্থপূর্ণ হয়ে উঠবে সমাজ ব্যবস্থা। গণতন্ত্রের পথ বড় বন্ধুর: বাংলাদেশে প্রায়ই দুর্গম। এ জনপদের দুর্ভাগ্য, গণতন্ত্র বিনষ্ট হয়েছে সাধারণ মানুষের জন্য নয়, বরং নেতৃত্বের ব্যর্থতায়। দুর্নীতি এবং অনিয়মের দেয়ালে বারবার ধাক্কা খেয়ে যাচ্ছে গণতন্ত্রের প্রবাহ। প্রতিটি ক্ষেত্রে সাংবিধানিক প্রক্রিয়ায় নির্বাচিত রাষ্ট্রপ্রধান অথবা সরকারপ্রধান সংবিধানবিরোধী পন্থায় গণতন্ত্রের কণ্ঠরোধ করেছেন। কোনো কোনো ক্ষেত্রে নিজেদের পরাজয় এড়ানোর জন্য, কোথাও বা বিরোধী দলকে পর্যুদস্ত করার জন্য, কোনো কোনো ক্ষেত্রে নিজেদের ব্যর্থতা ঢাকার জন্য, বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে নিজেদের শক্তিমত্তা প্রদর্শনের জন্য তারা এসব পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। সর্বক্ষেত্রে গণতন্ত্রই হয়েছে পরাজিত। পরিশেষে গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়াকে সমুন্নত রাখার জন্য দরকার ইতিবাচক ব্যবস্থা। গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা সংরক্ষণের জন্য অর্থনৈতিক সাম্য ও সমাজে গড়ে তুলতে হবে গণতান্ত্রিক মন। আর এসব বৈষম্যের হাত থেকে রক্ষার জন্য দরকার গণতন্ত্রের পুনঃপ্রতিষ্ঠা ও গণতন্ত্রের প্রাতিষ্ঠানিকীকরণ।

০৮. **বিশ্বায়ন সম্পর্কে দশটি বাক্য লেখ :** [খুবি B ০২-০৩]

উত্তর : ইংরেজি 'Global' শব্দ থেকে 'Globalization' শব্দটির উৎপত্তি হয়েছে, যার বাংলা প্রতিশব্দ হলো বিশ্বায়ন। বিশ্বায়নের প্রাথমিক উদ্দেশ্য হলো সমগ্র মানবজাতিকে কোনো নির্দিষ্ট ভূখণ্ডে আটকে না রেখে বিশ্বব্যাপী তার পদচারণাকে অবারিত করে তোলা। বিশ্বায়ন বলতে সমগ্র বিশ্বকে আধুনিকতা ও অগ্রগতির এক বলয়ে সমন্বিত করার একটি তত্ত্ব বা ধারণাকে বোঝায়। এ ধারণার সূত্রপাত ঘটেছে তথ্যপ্রযুক্তির বিকাশের মাধ্যমে। এ কারণেই বিশ্বায়ন বলতে বিশ্বজুড়ে দ্রুত তথ্য আদান-প্রদানের সাম্প্রতিক অগ্রগতিকে বোঝানো হয়ে থাকে। অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে বিশ্বায়ন হলো সমগ্র বিশ্বকে একটিমাত্র বিশাল রাজ্যে একত্রীকরণ করা। বিশ্বায়নের যেমন সুফল রয়েছে, তেমনি কুফলও রয়েছে। বিশ্বায়নের কারণে ধনী রাষ্ট্রগুলো আরো ধনী এবং গরিব রাষ্ট্রগুলো আরো গরিব রাষ্ট্রে পরিণত হচ্ছে। বিশ্বায়নের ফলে বিশ্বের বিভিন্ন দেশের মধ্যে দূরত্ব কমে এসেছে আর এর মূলে রয়েছে বিজ্ঞানের অগ্রযাত্রা। তাই বলা যায়, বিশ্বায়ন হলো বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির বিভিন্ন অবদানকে দীর্ঘদিন যাবৎ শোষণ করে জ্ঞানের সঙ্গে সমন্বয় ঘটানো।

০৯. **৭৯৮তম বিশ্ব ঐতিহ্য সুন্দরবন সম্পর্কে দশটি বাক্য লেখ :** [খুবি B ০৩-০৪]

উত্তর : সুন্দরবন হলো বঙ্গোপসাগর উপকূলবর্তী অঞ্চলে অবস্থিত একটি প্রশস্ত বনভূমি, যা বিশ্বপ্রাকৃতিক বিস্ময়াবলির অন্যতম। গঙ্গা, মেঘনা ও ব্রহ্মপুত্র নদীত্রয়ের অববাহিকার বদ্বীপ এলাকায় অবস্থিত এ অপরূপ বনভূমি বাংলাদেশের খুলনা, সাতক্ষীরা ও বাগেরহাট জেলা এবং ভারতের পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যের দুই জেলা উত্তর চব্বিশ পরগনা ও দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা জুড়ে বিস্তৃত। সমুদ্র উপকূলবর্তী নোনা পরিবেশের সবচেয়ে বড় ম্যানগ্রোভ বন হিসেবে সুন্দরবন বিশ্বের সর্ববৃহৎ অখণ্ড বনভূমি। ১০,০০০ বর্গ কিলোমিটার জুড়ে গড়ে ওঠা সুন্দরবনের ৬,০১৭ বর্গ কিলোমিটার রয়েছে বাংলাদেশে এবং বাকি অংশ রয়েছে ভারতের মধ্যে। সুন্দরবন ৬ ডিসেম্বর ১৯৯৭ খ্রিষ্টাব্দে ইউনেস্কোর বিশ্ব ঐতিহ্যবাহী স্থান হিসেবে স্বীকৃতি লাভ করে। সুন্দরবনকে জালের মতো জড়িয়ে রয়েছে নদীনালা, খাল, বিল মিলিয়ে জলাকীর্ণ অঞ্চল। বনভূমিটি স্বনামে বিখ্যাত রয়েল বেঙ্গল টাইগার ছাড়াও নানান ধরনের পাখি, চিত্রা, হরিণ, কুমির ও সাপসহ অসংখ্য প্রজাতির প্রাণীর আবাসস্থল হিসেবে পরিচিত। ১৯৯২ সালের ২১ মে সুন্দরবন রামসার স্থান হিসেবে স্বীকৃতি লাভ করে।

অনুশীলনমূলক কাজ

- 'সমাজ ও সাহিত্য' শিরোনামে পাঁচটি বাক্যে একটি অনুচ্ছেদ লেখ। [খুবি B ১১-১২]
- 'জীবনটা নাটক নয়' শিরোনামে একটি অনুচ্ছেদ লেখ। [খুবি B ১২-১৩]
- 'বাংলাদেশের লোকসাহিত্য' সম্পর্কে একটি অনুচ্ছেদ লেখ। [খুবি B ১০-১১]
- মুজিববর্ষ
- ভিশন-২০২১
- রূপকল্প-২০২১
- বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট–১
- একুশে বইমেলা
- বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ
- বাংলাদেশের কেন্দ্রীয় শহিদ মিনার
- যৌতুক প্রথা : একটি সামাজিক অভিশাপ
- গ্রিনহাউজ প্রতিক্রিয়া
- প্রাণঘাতী ভাইরাস
- করোনা ভাইরাস
- জিকা ভাইরাস
- বাংলা নববর্ষ
- উন্নয়নের অগ্রযাত্রায় অদম্য বাংলাদেশ
- বৃক্ষরোপণ অভিযান
- পরিবেশ দূষণ ও প্রতিকার
- শিশুশ্রম ও তার প্রতিকার
- টেকসই উন্নয়ন ও বাংলাদেশ
- শৈশবে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান
- ইভিএম
- মেট্রোরেল
- বঙ্গবন্ধু টানেল
- আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস
- বাংলাদেশের ডাকটিকিট
- নিরাপদ সড়ক
- মুজিবনগর দিবস

বি.দ্র. উত্তর এবং আরো অনুশীলনের জন্য জয়কলির 'Written বাংলা' বইটি পড়ুন।

CamScanner

অধ্যায় ৪৬ পত্র লিখন

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

পত্র : সাধারণ অর্থে তথ্য কিংবা মনোভাব আদান-প্রদানের লিখিত রূপ হলো পত্র। 'পত্র' শব্দটির শাব্দিক অর্থ : পাতা, ফর্দ ইত্যাদি এবং পত্র'র আভিধানিক অর্থ : চিহ্ন বা স্মারক। ব্যবহারিক ক্ষেত্রে পত্র বলতে বার্তা আদান-প্রদানের এমন একটি মাধ্যমকে বোঝায়, যার দ্বারা মানুষ দূরবর্তী লোকজনের সঙ্গে বিভিন্ন তথ্য, মনোভাব ও আবেগ লিখিতরূপে আদান-প্রদান করতে পারে। অর্থাৎ ব্যক্তিগত বা প্রাতিষ্ঠানিক সম্পর্ক ও যোগাযোগ স্থাপন রক্ষায় যে লেখা, তাকেই পত্র হিসেবে অভিহিত করা হয়ে থাকে।

পত্রের শ্রেণিবিভাগ

বিভিন্ন ধরনের পত্রের বৈশিষ্ট্য বিবেচনায় পত্রকে প্রধানত তিন ভাগে ভাগ করা যায়। যথা : ব্যক্তিগত পত্র, ব্যবহারিক পত্র ও সামাজিক পত্র।

i. **ব্যক্তিগত পত্র :** সাধারণত পরিবার-পরিজন, আত্মীয়-স্বজন ও বন্ধু-বান্ধবের কাছে যে পত্র লেখা হয় তা ব্যক্তিগত পত্র হিসেবে বিবেচনা করা হয়।

ii. **ব্যবহারিক পত্র :** প্রাতিষ্ঠানিক, ব্যবসায়িক, চাকরির আবেদন ও স্মারকলিপি প্রদান প্রভৃতি প্রয়োজনে যে পত্র রচনা করা হয় তাই ব্যবহারিক পত্র।

iii. **সামাজিক পত্র :** বিভিন্ন উৎসব-অনুষ্ঠানের আমন্ত্রণ বা নিমন্ত্রণ পত্র, মানপত্র, অভিনন্দনপত্র, বিদায়ীপত্র প্রভৃতি সামাজিক পত্র বলে পরিচিত।

ব্যক্তিগত পত্র

ব্যক্তিগত পত্র লেখার নিয়ম : পত্র রচনার কতগুলো নিয়মরীতি রয়েছে। ব্যক্তিগত পত্রের দুটি প্রধান অংশ রয়েছে। যথা : ০১. পত্রগর্ভ (ভিতরের অংশ) ০২. শিরোনাম (বাইরের অংশ)।

০১. পত্রগর্ভ (ভিতরের অংশ) : ভিতরের অংশকে আবার ছয়টি ভাগে ভাগ করা যায়। যথা :

i. **মঙ্গলসূচক শব্দ :** ব্যক্তিগত পত্রের শীর্ষে থাকে আল্লাহ, ইয়ারব, ৭৮৬, ওঁ বা ঠাকুর দেবতার নাম। বর্তমানে অবশ্য এ রীতি অনেকেই বর্জন করেছেন। পরীক্ষার ক্ষেত্রে এ অংশকে বিবেচনা করা হয় না।

ii. **স্থান ও তারিখ :** চিঠির ঠিকানা ও তারিখ চিঠিপত্রের একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ। চিঠিতে কোথা থেকে ও কত তারিখে লেখা তার স্পষ্ট উল্লেখ থাকা প্রয়োজন। পত্রে উপরের অংশের ডান কোণায় পত্র লেখকের ঠিকানা ও তারিখ উল্লেখ করতে হয়। প্রথমে পত্র লেখকের ঠিকানা থাকবে। তার নিচেই থাকবে তারিখ।

iii. **সম্ভাষণ বা সম্বোধন :** পত্রের উদ্দিষ্ট ব্যক্তির সম্মান, বয়স, যোগ্যতা অনুসারে প্রথমেই সম্বোধনের ভাষা স্থিরীকৃত হয়। যেমন :

যাকে চিঠি লেখা হবে (পুরুষ)	সম্বোধন বা সম্ভাষণ	যাকে চিঠি লেখা হবে (নারী)	সম্বোধন বা সম্ভাষণ
বয়স্ক ব্যক্তি	শ্রদ্ধাস্পদেষু, মান্যবর, শ্রদ্ধাভাজনেষু।	বয়স্ক ব্যক্তি (নারী)	শ্রদ্ধাস্পদেষু, পূজনীয়াসু।
স্নেহভাজন/বয়ঃকনিষ্ঠ	স্নেহাস্পদেষু, স্নেহভাজনেষু, কল্যাণীয়েষু।	স্নেহভাজন/বয়ঃকনিষ্ঠ	স্নেহভাজনীয়া, কল্যাণীয়া, স্নেহভাজনীয়াসু।

iv. **মূল পত্রাংশ :** পত্রের বক্তব্য এ অংশে থাকবে। এ অংশকে তিনটি অংশে ভাগ করা যায়। প্রথম অংশ কুশলাদি, প্রাথমিক বক্তব্য এবং পত্র লেখার কারণ ও উদ্দেশ্য প্রকাশিত হয়। দ্বিতীয় অংশে মূল বক্তব্য এবং তৃতীয় অংশে সমাপনী বক্তব্য এবং পরবর্তী স্তরের জন্য লেখকের অভিপ্রায় ব্যক্ত হয়।

v. **বিদায় সম্ভাষণ বা সম্বোধন :** মূল বক্তব্য লেখা শেষ হলে চিঠির শেষে ইতি লিখে ডান দিকে বিদায় সম্বোধন জানাতে হয়। ব্যক্তি বিশেষে এ সম্বোধন জানাতে হয়। যেমন :

যাকে চিঠি লেখা হবে (পুরুষ)	সম্বোধন বা সম্ভাষণ	যাকে চিঠি লেখা হবে (নারী)	সম্বোধন বা সম্ভাষণ
গুরুজনদের নিকট	আপনার বিশ্বস্ত/একান্ত স্নেহভাজন	গুরুজনদের নিকট	আপনার বিশ্বস্ত/একান্ত স্নেহভাজন
বয়ঃকনিষ্ঠদের নিকটে	শুভার্থী, শুভাকাঙ্ক্ষী	বয়ঃকনিষ্ঠদের নিকটে	শুভার্থিনী, শুভানুধ্যায়িনী।

vi. **নাম-স্বাক্ষর :** বিদায় সম্ভাষণের নিচে পত্র লেখকের নাম স্বাক্ষর করতে হয়।

০২. শিরোনাম বা চিঠির বাইরের অংশ : পত্র লেখার পর একটি খামে ভরে খামের ওপর দিকে ডানপাশে ডাকটিকিট লাগাতে হয়। খামের মাঝামাঝি ডানপাশে প্রাপকের নাম, ঠিকানা এবং বামপাশে প্রেরকের নাম, ঠিকানা লিখতে হয়।

একটি ব্যক্তিগত পত্রের নমুনা নিম্নরূপ

০১. পত্রগর্ভ (ভিতরের অংশ) :

পত্রের অংশ	মূল পত্র লেখার নমুনা
i. মঙ্গলসূচক শব্দ	এলাহি ভরসা/ আল্লাহ ভরসা/ শ্রী শ্রী দুর্গা সহায়
ii. স্থান ও তারিখ	জয়কলি পাবলিকেশন্স, ১০৯, গ্রিন রোড, ফার্মগেট, ঢাকা- ১২১৫ ১৫ মার্চ ২০২০
iii. সম্ভাষণ বা সম্বোধন	শ্রদ্ধাভাজনেষু/মাননীয়/শ্রদ্ধাস্পদ/প্রিয়
iv. মূল পত্রাংশ	..... । ..... । ..... । ..... । ..... । .... । ..... । ..... । ..... । ..... । .... । ..... । ..... । ..... । ..... ।
v. বিদায় সম্ভাষণ বা সম্বোধন	ইতি আপনার স্নেহের/তোমার মঙ্গল প্রত্যাশী
vi. নাম-স্বাক্ষর	ফাইয়াজ আহমেদ

০২. শিরোনাম বা চিঠির বাইরের অংশ :

প্রেরক ফাইয়াজ আহমেদ জয়কলি পাবলিকেশন্স, ১০৯, গ্রিন রোড, ফার্মগেট, ঢাকা- ১২১৫	প্রাপক মির্জা গালিব বাসা নং ১০, ব্লক নং এফ হালিশহর, চট্টগ্রাম।

ডাকটিকিট

CamScanner

JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS

SELF TEST MCQ

ত্রের প্রধান অংশ কয়টি?
দুটি ⓖ সাতটি ⓑ তিনটি ⓓ ছয়টি

ত্রের কোন অংশকে মূল অংশ বলা হয়?
শিরোনাম ⓖ পত্রগর্ভ ⓑ সম্বোধন ⓓ নাম ঠিকানা

ত্রের কোন অংশকে গর্ভাংশ বলা হয়?
লেখকের স্বাক্ষর অংশকে ⓖ সম্বোধন অংশকে ⓑ মূল বিষয় অংশকে ⓓ ঠিকানা অংশকে

প্রেরকের নাম ঠিকানা কোথায় লিখতে হয়?
চিঠির শুরুতে ⓖ চিঠির শেষে ⓑ খামের বাম দিকে ⓓ খামের ডান দিকে

শিরোনামের প্রধান অংশ কোনটি?
প্রেরকের ঠিকানা ⓖ পত্রগর্ভ ⓑ প্রাপকের ঠিকানা ⓓ সম্বোধনসূচক শব্দ

বেয়ারিং চিঠির ডাকমাশুল–
দিতে হয় না ⓖ প্রচলিত ডাকমাশুলের তিনগুণ ⓑ প্রচলিত ডাকমাশুলের দ্বিগুণ ⓓ প্রচলিত ডাকমাশুলের পাঁচগুণ

পত্র শব্দটির আভিধানিক অর্থ কী?
বিনিময় ⓖ চিহ্ন বা স্মারক ⓑ যোগাযোগ ⓓ সংযোগ

সরকারি অনুমোদন সাপেক্ষে বৈষয়িক ব্যাপারে লিখিত পত্রের নাম কী?
দলিলপত্র ⓖ বিজ্ঞপ্তিপত্র ⓑ আবেদনপত্র ⓓ চুক্তিপত্র

পত্রের ব্যবহার কীসের উপর নির্ভর করে? [ডিপ্লোমা : ২৩-২৪]
বাক্যের ⓖ ভাবের ⓑ প্রসঙ্গের ⓓ শব্দের

'By air Mail' কথাটি খামের উপর কখন লিখতে হয়?
দূরে চিঠি পাঠাতে হলে ⓑ বিদেশে চিঠি পাঠাতে হলে
টিকিট না থাকলে ⓓ বিমান কর্তৃপক্ষের কাছে চিঠি লিখতে হলে

পত্র আরম্ভে প্রাপকের প্রতি কেমন সম্ভাষণ হওয়া উচিত?
সম্বোধনসূচক অব্যয়ের সাহায্যে সম্ভাষণ ⓑ সম্মানসূচক সম্ভাষণ
প্রেরক ও প্রাপকের সম্পর্ক অনুসারে সম্ভাষণ ⓓ নামের সাহায্যে সম্ভাষণ

কোন ধরনের পত্রে আবেদন বিনীত, ভাষা মার্জিত ও বাহুল্য বর্জিত এবং অনুষ্ঠানসূচি সন্নিবেশিত থাকে?
মানপত্রে ⓑ স্মারকলিপিতে
দরখাস্তে ⓓ নিমন্ত্রণপত্রে/দাওয়াতপত্র

স্মরণ পত্রের কোন স্থানে লিখতে হয়?
পত্রের উপরিভাগে বাম পাশে ⓑ প্রথম লাইনের শুরুতে
পত্রের উপরিভাগের ডান দিকে ⓓ পত্রের শেষে ডান দিকে

আপ্যায়নের উদ্দেশে যে দাওয়াতপত্র তাকে কী বলে?
ⓐ আমন্ত্রণপত্র ⓑ নিমন্ত্রণপত্র ⓒ অভিনন্দনপত্র ⓓ মানপত্র

১৫. ব্যক্তিগত পত্রের শুরুতেই কোনটি প্রয়োজন?
ⓐ সালাম বা শুভেচ্ছা বিনিময় ⓑ কুশল জিজ্ঞাসা
ⓒ সম্বোধন অংশ ⓓ বিষয় বর্ণনা

১৬. সংবাদপত্রে প্রকাশের জন্য নিখোঁজ সংবাদ কোন ধরনের পত্র?
ⓐ প্রতিবেদন ⓑ অভিযোগপত্র
ⓒ চুক্তিপত্র ⓓ বিজ্ঞপ্তি

১৭. পত্রে সাধারণত দুটি অংশ থাকে সেগুলো হলো–
ⓐ শিরোনাম ও পত্রগর্ভ ⓑ আরম্ভ ও শেষ
ⓒ শিরোনাম ও তারিখ ⓓ প্রেরকের ঠিকানা ও তারিখ

১৮. পত্রের কোন স্থানে ইতি লেখার রীতি আছে?
ⓐ পত্রের শুরুতে ⓑ পত্রের মাঝখানে
ⓒ পত্রের শেষে ⓓ ঠিকানা লেখার পর

১৯. মানপত্রে কোনটি প্রাধান্য পায়?
ⓐ উদ্দিষ্ট ব্যক্তির গুণাবলি ও প্রশংসা ⓑ উদ্দিষ্ট ব্যক্তির জীবনবৃত্তান্ত
ⓒ উদ্দিষ্ট ব্যক্তির আকার-প্রকৃতি ⓓ উদ্দিষ্ট ব্যক্তির নিন্দা

২০. কোনটি শিক্ষার একটি সাধারণ বাহন?
ⓐ টেলিফোন ⓑ পত্র ⓒ বেতার ⓓ টেলিগ্রাম

২১. সুলিখিত পত্র অনেক সময় কোন মর্যাদা লাভ করে?
ⓐ ঐতিহাসিক ⓑ সামাজিক
ⓒ সাংস্কৃতিক ⓓ সাহিত্যিক

২২. কোন পত্র প্রাপকের উপস্থিতিতে পঠিত হয়?
ⓐ ব্যক্তিগত পত্র ⓑ আবেদনপত্র
ⓒ মানপত্র ⓓ দাওয়াতপত্র

২৩. পোস্টাল কোড কী নির্দেশ করে?
ⓐ ডাক বিভাগের নাম ⓑ পোস্ট অফিসের নাম
ⓒ চিঠি লেখার স্থান ⓓ প্রাপকের এলাকা

২৪. পত্রের কোন অংশ ব্যতিরেকে পত্র লেখার উদ্দেশ্য ব্যর্থ হয়?
ⓐ সম্বোধন ⓑ শিরোনাম ⓒ পত্রগর্ভ ⓓ স্বাক্ষর

২৫. ব্যক্তিগত চিঠির মঙ্গলসূচক শব্দটি কীসের ভিত্তিতে ভিন্নতা পায়?
ⓐ ধর্মের ভিত্তিতে ⓑ সামাজিকতার ভিত্তিতে
ⓒ সৌজন্যবোধের ভিত্তিতে ⓓ প্রাপক ও প্রেরকের সম্পর্কের ভিত্তিতে

OMR

০১.ⓐⓑⓒⓓ	০২.ⓐⓑⓒⓓ	০৩.ⓐⓑⓒⓓ	০৪.ⓐⓑⓒⓓ	০৫.ⓐⓑⓒⓓ
০৬.ⓐⓑⓒⓓ	০৭.ⓐⓑⓒⓓ	০৮.ⓐⓑⓒⓓ	০৯.ⓐⓑⓒⓓ	১০.ⓐⓑⓒⓓ
১১.ⓐⓑⓒⓓ	১২.ⓐⓑⓒⓓ	১৩.ⓐⓑⓒⓓ	১৪.ⓐⓑⓒⓓ	১৫.ⓐⓑⓒⓓ
১৬.ⓐⓑⓒⓓ	১৭.ⓐⓑⓒⓓ	১৮.ⓐⓑⓒⓓ	১৯.ⓐⓑⓒⓓ	২০.ⓐⓑⓒⓓ
২১.ⓐⓑⓒⓓ	২২.ⓐⓑⓒⓓ	২৩.ⓐⓑⓒⓓ	২৪.ⓐⓑⓒⓓ	২৫.ⓐⓑⓒⓓ

Answer

২৫.ক	২৪.গ	২৩.ঘ	২২.গ	২১.ঘ	২০.খ	১৯.ক	১৮.গ	১৭.ক
১৬.ঘ	১৫.ক	১৪.খ	১৩.ক	১২.ঘ	১১.গ	১০.খ	০৯.খ	০৮.ক
০৭.গ	০৬.খ	০৫.খ	০৪.ঘ	০৩.খ	০২.গ	০১.ক		

SELF TEST লিখিত

প্রশ্ন :

১. পত্র কাকে বলে লেখ।
২. পত্রের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে লেখ?
৩. 'যেতে নাহি দিব হায়। তবু যেতে দিতে হয়।' এ উক্তিটি কোন ধরনের পত্রের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য?
৪. দরখাস্ত বা আবেদনপত্র লিখতে হলে যে বিষয়টির প্রতি প্রাধান্য দিতে হয়?
৫. রেজিস্টার্ড, বুকপোস্ট ইত্যাদি প্রয়োজনীয় শব্দগুলো চিঠির কোন অংশে লিখতে হয়?
৬. সার্স (SARS) ব্যাধির ভয়াবহতা তুলে ধরে প্রবাসী বন্ধুর নিকট একটি পত্র লেখ।
৭. পত্র রচনায় যেসব বিষয়ে সচেতন থাকতে হয় তা লেখ।
৮. ব্যক্তিগত পত্র রচনার ক্ষেত্রে কোন কোন শর্ত মেনে চলতে হয় লেখ?
৯. পত্রের শ্রেণিবিভাগ কয়টি ও কী কী? লেখ।
১০. সংবাদপত্রে প্রতিবেদন প্রকাশের জন্য কার বরাবর আবেদন পাঠাতে হয়?

উত্তর :

০১. ব্যক্তিগত বা প্রাতিষ্ঠানিক সম্পর্ক ও যোগাযোগ স্থাপন রক্ষায় যে লেখা, তাকেই পত্র হিসেবে অভিহিত করা হয়ে থাকে।
০২. জয়কলি 'Written বাংলা' দ্রষ্টব্য।
০৩. বিদায় অভিনন্দন পত্রে।
০৪. মূল বক্তব্য সহজ ও সরল ভাষায় সংক্ষিপ্ত আকারে প্রকাশ করতে হয়।
০৫. চিঠির খামের উপরের অংশে।
০৬. জয়কলি 'Written বাংলা' দ্রষ্টব্য।
০৭. জয়কলি 'Written বাংলা' দ্রষ্টব্য।
০৮. আলোচনা অংশ দ্রষ্টব্য।
০৯. আলোচনা অংশ দ্রষ্টব্য।
১০. সম্পাদকের বরাবর।

JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS

CamScanner

JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS

অধ্যায় ৪৭
বিবিধ
Miscellaneous

বাংলা একাডেমি সম্পর্কিত তথ্য

প্র : 'বাংলা একাডেমি' কবে প্রতিষ্ঠিত হয়?
উত্তর : ১৯৫৫ সালের ৩ ডিসেম্বর (১৭ অগ্রহায়ণ ১৩৬২ বঙ্গাব্দ)।

প্র : জাতীয় সংসদ কর্তৃক বাংলা একাডেমি আইনে 'একাডেমি' বানানে 'ই' কার (ি) গৃহীত হয়?
উত্তর : ২০১৩ সালে।

প্র : বাংলা একাডেমিকে কী বলা হয়?
উত্তর : জাতির মননের প্রতীক।

প্র : বাংলা একাডেমি বর্তমানে কোথায় অবস্থিত?
উত্তর : কাজী নজরুল ইসলাম এভিনিউ, ঢাকা-১০০০।

প্র : বর্ধমান হাউজ বলতে কী বোঝায়?
উত্তর : বর্ধমানের তৎকালীন রাজা কর্তৃক নির্মিত বাড়ি।

প্র : বাংলা একাডেমির প্রধানকে প্রথমে কী বলা হতো?
উত্তর : স্পেশাল অফিসার বা প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা।

প্র : বাংলা একাডেমিতে কে প্রথম স্পেশাল অফিসার হিসেবে নিযুক্ত হন?
উত্তর : মুহম্মদ বরকতুল্লাহ।

প্র : বাংলা একাডেমির 'উদ্বোধনী ভাষণ' পাঠ করেন কে?
উত্তর : পূর্ব বাংলার তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী আবু হোসেন সরকার।

প্র : বাংলা একাডেমির প্রথম সভাপতি কে ছিলেন?
উত্তর : মওলানা মোহাম্মদ আকরম খাঁ (১৯৬১ সাল)।

প্র : কোন আইনের মাধ্যমে 'বাংলা একাডেমি'কে স্বায়ত্তশাসন দেওয়া হয়?
উত্তর : The Bengali Academy Act-1957.

প্র : 'বাংলা একাডেমি' উদ্বোধন করেন কে?
উত্তর : পূর্ব বাংলার তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী আবু হোসেন সরকার।

প্র : 'বাংলা একাডেমি' প্রতিষ্ঠার সময় পূর্ব বাংলার শিক্ষামন্ত্রী কে ছিলেন?
উত্তর : আশরাফ উদ্দিন আহমদ চৌধুরী।

প্র : ভাষা আন্দোলনের ফলে কোন প্রতিষ্ঠানটি সৃষ্টি হয়?
উত্তর : বাংলা একাডেমি।

প্র : 'বাংলা একাডেমি'র পদমর্যাদা পরিচালক থেকে মহাপরিচালকে উন্নীত করা হয় কবে?
উত্তর : ১৭ মে ১৯৭২।

প্র : ১ ডিসেম্বর ১৯৫৬ বাংলা একাডেমির প্রথম পরিচালক হিসেবে দায়িত্ব নেন কে?
উত্তর : ড. মুহম্মদ এনামুল হক।

প্র : পূর্ব পাকিস্তান আইন পরিষদে 'দি বেঙ্গলি একাডেমি অ্যাক্ট ১৯৫৭' গৃহীত হয় কবে?
উত্তর : ৩ এপ্রিল ১৯৫৭।

প্র : 'দি বেঙ্গলি একাডেমি অ্যাক্ট ১৯৫৭' কলবৎ হয় কবে?
উত্তর : ১০ আগস্ট ১৯৫৭।

প্র : স্বাধীনতা লাভের পর বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতি 'দি বাংলা একাডেমি অর্ডার, ১৯৭২' জারি করেন কবে?
উত্তর : ১৭ মে ১৯৭২।

প্র : কখন থেকে প্রতিবছর বাংলা একাডেমির তত্ত্বাবধানে একুশে গ্রন্থমেলা চালু হয়ে আসছে?
উত্তর : ১৯৭৮ সাল থেকে।

প্র : 'বাংলা একাডেমি' কম্পিউটার প্রশিক্ষণ কোর্স চালু করে কবে?
উত্তর : ১৯৯১ সালে।

প্র : 'বাংলা একাডেমি'র প্রথম মহাপরিচালক কে ছিলেন?
উত্তর : ড. মযহারুল ইসলাম।

প্র : কবে থেকে 'বাংলা একাডেমি' পুরস্কার চালু হয়?
উত্তর : ১৯৬০ সাল থেকে।

প্র : 'বাংলা একাডেমি' কবে স্বাধীনতা পুরস্কার লাভ করে?
উত্তর : ২০১০ সালে।

প্র : 'বাংলা একাডেমিতে' বর্তমানে কয়টি বিভাগ ও উপবিভাগ রয়েছে?
উত্তর : বাংলা একাডেমি আইন ২০১৩ অনুযায়ী বাংলা একাডেমিতে ৮টি বিভাগ ও তিনটি গুরুত্বপূর্ণ উপবিভাগ রয়েছে।

প্র : 'বাংলা একাডেমির' প্রথম প্রকাশনা কোনটি?
উত্তর : বাংলা একাডেমি পত্রিকা (১৩৬৩ বঙ্গাব্দ, ইংরেজি ১৯৫৭)।

প্র : 'নজরুল চত্বর' ও 'নজরুল মঞ্চ' কোথায় অবস্থিত?
উত্তর : বাংলা একাডেমিতে।

প্র : কবে বাংলা একাডেমি চত্বরে নজরুল মঞ্চ উদ্বোধন করা হয়?
উত্তর : ২০০৩ সালের ২৫ জুন।

প্র : 'বাংলা একাডেমি' থেকে কয়টি সাময়িকী ও পত্রিকা বের হয়?
উত্তর : ৬ টি।

প্র : বাংলা একাডেমি থেকে প্রকাশিত নজরুল রচনাবলি কে সম্পাদনা করেন?
উত্তর : আবদুল কাদির।

প্র : ঔপন্যাসিক আবু ইসহাক বাংলা একাডেমিতে একটি অভিধান সম্পাদনা করেছেন তার নাম কী?
উত্তর : বাংলা একাডেমি সমকালীন বাংলা ভাষার অভিধান।

প্র : 'উত্তরাধিকার' কী ধরনের সাময়িকী?
উত্তর : সৃজনশীল সাহিত্য (ত্রৈমাসিক)। ২০০৯ থেকে মাসিক হিসেবে প্রকাশ পায়।

প্র : বাংলা একাডেমি নজরুল স্মৃতিকক্ষ কোথায়?
উত্তর : বর্ধমান হাউজের একটি কক্ষ।

প্র : বাংলা একাডেমিতে সভাপতি পদ সৃষ্টি হয় কখন ও কীভাবে?
উত্তর : ১৯৬০ সালের ২৬ জুলাই পূর্ব পাকিস্তানের গভর্নর 'দি বেঙ্গলি একাডেমি (অ্যামেন্ডমেন্ট) অর্ডিন্যান্স' জারির মাধ্যমে।

প্র : কত তারিখে পূর্ববাংলা সরকার বাংলা একাডেমির 'প্রিপারেটরি কমিটি' গঠন করে আদেশ জারি করেন?
উত্তর : ১৯৫৫ সালের ২৬ নভেম্বর।

প্র : বাংলা একাডেমি বাংলা বানান অভিধানের সম্পাদক কে?
উত্তর : জামিল চৌধুরী।

প্র : বাংলা একাডেমির ঐতিহাসিক অভিধানের সম্পাদক কে?
উত্তর : মনজুরুর রহমান।

প্র : বাংলা একাডেমি বাংলা সাহিত্যকোষের সম্পাদক কে?
উত্তর : সেলিনা হোসেন ও নূরুল ইসলাম।

প্র : বাংলা একাডেমির সংক্ষিপ্ত বাংলা অভিধান এর সম্পাদক কে?
উত্তর : আহমদ শরীফ।

প্র : বাংলা একাডেমির সঙ্গে কোন প্রতিষ্ঠানের সমন্বয় করা হয়, কবে?
উত্তর : কেন্দ্রীয় বাংলা উন্নয়ন বোর্ড, ১৯৭২ সাল।

প্র : 'বাংলা একাডেমির' মূল ভবনে কবে 'ভাষা আন্দোলন জাদুঘর' উদ্বোধন করা হয়?
উত্তর : ১ ফেব্রুয়ারি ২০১০।

➤ বাংলা একাডেমি থেকে প্রকাশিত পত্রিকা :

পত্রিকার নাম	ধরন
বাংলা একাডেমি পত্রিকা	গবেষণামূলক ত্রৈমাসিক।
উত্তরাধিকার	সৃজনশীল মাসিক।
ধান শালিকের দেশ	ত্রৈমাসিক কিশোর পত্রিকা।
বাংলা একাডেমি জার্নাল	ইংরেজি ভাষায় প্রকাশিত ষাণ্মাসিক পত্রিকা।
লেখা	বাংলা একাডেমির মাসিক মুখপত্র।
বাংলা একাডেমি বিজ্ঞান পত্রিকা	বিজ্ঞান গবেষণামূলক ষাণ্মাসিক পত্রিকা।

JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS

লিখিত অংশ : অনুশীলনমূলক কাজ

০১. টীকা লেখ : বাংলা একাডেমি।

উত্তর : বাংলা ভাষাবিষয়ক বৃহৎ গবেষণা প্রতিষ্ঠান বাংলা একাডেমি প্রতিষ্ঠিত হয় ১৯৫৫ সালের ৩ ডিসেম্বর। প্রতিষ্ঠার প্রেক্ষাপট হিসেবে ভাষা আন্দোলনকেই বিবেচনা করা হয়। The Bengali Academy Act ১৯৫৭ আইনে 'বাংলা একাডেমি' স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানের মর্যাদা পায়। বাংলা একাডেমি ভবনের পুরাতন নাম বর্ধমান হাউজ। বাংলা একাডেমি শব্দের বানান 'একাডেমী' থেকে 'একাডেমি' হয় ১৫ সেপ্টেম্বর ২০১৩ (জাতীয় সংসদে পাস)। 'বাংলা একাডেমি পুরস্কার' প্রবর্তন হয় ১৯৬০ সালে (সাহিত্যে অবদানের জন্য)। বাংলা একাডেমির বিভাগ ৮টি।
বাংলা একাডেমি থেকে প্রকাশিত পত্রিকা ৬টি। যথা : i. উত্তরাধিকার ii. ধানশালিকের দেশ iii. বাংলা একাডেমি বিজ্ঞান পত্রিকা iv. লেখা v. বাংলা একাডেমি জার্নাল vi. বাংলা একাডেমি পত্রিকা।

০২. 'বাংলা একাডেমি জার্নাল' কোন ধরনের পত্রিকা?

উত্তর : ইংরেজি ভাষায় প্রকাশিত ষাণ্মাসিক পত্রিকা। বাংলা সাহিত্যের নির্বাচিত রচনা ইংরেজি অনুবাদ এবং বাংলা সাহিত্য ও সংশ্লিষ্ট বিষয়ে ইংরেজি ভাষায় রচিত মৌলিক রচনা এতে প্রকাশিত হয়। এটি একটি অনিয়মিত প্রকাশনা।

০৩. বাংলা একাডেমির লক্ষ্য ও আদর্শ কী?

উত্তর : দেশজ সংস্কৃতি, কৃষ্টি, ইতিহাস, ঐতিহ্য, মুক্তিযুদ্ধের চেতনা, সমকালীন শিল্প ও সাহিত্য সংরক্ষণ এবং গবেষণা ও উন্নয়নের মাধ্যমে জাতির মানসিক বিকাশ ও উৎকর্ষ সাধন।

০৪. বাংলা একাডেমির বর্তমান মহাপরিচালকের পরিচয় দাও।

উত্তর : বর্তমান মহাপরিচালক কবি মুহম্মদ নূরুল হুদা ১৯৪৯ সালের ৩০ সেপ্টেম্বর কক্সবাজার জেলার পোকখালী গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ২০২১ সালে নিয়োগ পান।

০৫. 'বাংলা একাডেমি পত্রিকা' কোন ধরনের পত্রিকা?

উত্তর : 'বাংলা একাডেমি পত্রিকা' গবেষণামূলক ত্রৈমাসিক পত্রিকা। বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের উপর বিশেষ গুরুত্বসহ অন্যান্য বিষয়েও বাংলায় রচিত গবেষণামূলক প্রবন্ধ এতে প্রকাশিত হয়।

০৬. 'উত্তরাধিকার' পত্রিকা কোন প্রতিষ্ঠান থেকে প্রকাশিত হয়?

উত্তর : 'উত্তরাধিকার' পত্রিকা বাংলা একাডেমি প্রকাশিত মাসিক পত্রিকা। পত্রিকাটিতে সৃজনশীল রচনা যেমন : গল্প, কবিতা, প্রবন্ধ, নাটক ও গ্রন্থসমালোচনা মুদ্রিত হয়।

০৭. বাংলা একাডেমির বর্তমান সভাপতির নাম কী?

উত্তর : সেলিনা হোসেন।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সম্পর্কিত তথ্য

প্র : ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয় কবে?
উত্তর : ১ জুলাই ১৯২১।

প্র : ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় দিবস কবে?
উত্তর : ১ জুলাই (প্রতিষ্ঠার তারিখ)।

প্র : নাথান কমিশন কবে গঠন করা হয়?
উত্তর : ২৭ মে ১৯১২।

প্র : ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের চ্যান্সেলর কে?
উত্তর : রাষ্ট্রপতি।

প্র : প্রতিষ্ঠাকালীন সময়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভাগ ছিল কতটি?
উত্তর : ১২ টি।

প্র : ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কতজন শিক্ষার্থী নিয়ে যাত্রা শুরু?
উত্তর : ৮৭৭ (শিক্ষক ছিল ৬০ জন)।

প্র : ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম ছাত্রী কে?
উত্তর : লীলা নাগ।

প্র : ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম নারী শিক্ষক কে?
উত্তর : করুণাকণা গুপ্তা (ইতিহাস বিভাগ)।

প্র : ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম মুসলিম ভাইস চ্যান্সেলর কে?
উত্তর : স্যার এ. এফ. রহমান।

প্র : ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে নিযুক্ত উপমহাদেশের প্রথম ভাইস চ্যান্সেলর কে?
উত্তর : স্যার এ. এফ. রহমান।

প্র : ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম ভাইস চ্যান্সেলর কে?
উত্তর : ফিলিপ জোসেপ (পি. জে.) হার্টজ।

প্র : প্রাচ্যের অক্সফোর্ড হিসেবে খ্যাত কোন বিশ্ববিদ্যালয়?
উত্তর : ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

প্র : প্রতিষ্ঠাকালীন সময়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে কতটি হল ছিল?
উত্তর : ৩টি (সলিমুল্লাহ হল, জগন্নাথ হল ও শহীদুল্লাহ হল)।

প্র : ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রথম প্রো-ভিসি কে?
উত্তর : প্রফেসর মফিজুল্লাহ কবির (৩০.১১.১৯৭৬ - ০৩.০২.১৯৮১)।

প্র : ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম নারী প্রো-ভিসি কে?
উত্তর : জিন্নাতুন নেসা তাহমিদা বেগম (১২.১১.২০০১ - ০৯.০৫.২০০২)।

প্র : ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলামকে কোন সম্মানসূচক উপাধিতে ভূষিত করে?
উত্তর : ডক্টর অব লিটারেচার (ডি. লিট.), ১৯৭৪ সালে।

প্র : বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কোন বিভাগের ছাত্র ছিলেন?
উত্তর : আইন বিভাগের।

প্র : ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে কোন সম্মানসূচক উপাধিতে ভূষিত করে?
উত্তর : ডক্টর অব লিটারেচার (ডি.লিট.), ১৯৩৬ সালে।

প্র : ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মনোগ্রামে ব্যবহৃত স্লোগান কী?
উত্তর : শিক্ষাই আলো।

প্র : ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় অ্যাক্ট কখন পাস হয়?
উত্তর : ১৯২০ সালে।

প্র : কবে থেকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের দ্বার ছাত্রদের জন্য উন্মুক্ত হয়?
উত্তর : ১ জুলাই ১৯২১।

প্র : ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম সমাবর্তন অনুষ্ঠিত হয় কবে?
উত্তর : ২২ ফেব্রুয়ারি ১৯২৩।

প্র : বাংলাদেশের প্রয়াত রাষ্ট্রপতি মো. জিল্লুর রহমান ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কোন বিভাগের ছাত্র ছিলেন?
উত্তর : ইতিহাস বিভাগ।

আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট

প্র : আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট (IMLI) এর অবস্থান কোথায়?
উত্তর : সেগুনবাগিচা, ঢাকা।

প্র : IMLI এর ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করা হয় কখন?
উত্তর : ১৫ মার্চ ২০০১।

প্র : এ প্রতিষ্ঠানটির ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন কে?
উত্তর : জাতিসংঘের সপ্তম মহাসচিব কফি আনান ও প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা।

প্র : এ প্রতিষ্ঠানটির উদ্দেশ্য কী?
উত্তর : বিশ্বের ভাষাকে টিকিয়ে রাখা, পাণ্ডুলিপি সংরক্ষণ ও ভাষার উন্নয়ন।

প্র : আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট এর ইংরেজি পূর্ণরূপ?
উত্তর : International Mother's Language Institute.

প্র : আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট উদ্বোধন করা হয় কবে?
উত্তর : ২১ ফেব্রুয়ারি ২০১০।

লিখিত অংশ : অনুশীলনমূলক কাজ

০১. টীকা লেখ : আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট।

উত্তর : ১৯৯৯ সালে ২১ ফেব্রুয়ারিকে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস হিসেবে ঘোষণা করা হলে বাংলাদেশ সরকার একটি আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা চর্চা ও গবেষণা কেন্দ্র স্থাপনের সিদ্ধান্ত নেয়। এরপর ২০০০ সালের মাঝামাঝি 'আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট' স্থাপন প্রকল্প সরকার কর্তৃক অনুমোদিত হয়। ২০০১ সালের ১৫ মার্চ প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা জাতিসংঘের মহাসচিব কফি আনানের উপস্থিতিতে ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন। ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপনের ৯ বছর পর ২১ ফেব্রুয়ারি ২০১০ সালে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ভবনটি উদ্বোধন করেন।

CamScanner

বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের বিগত বছরের MCQ প্রশ্নোত্তর

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

০১. বাংলা একাডেমির মূল ভবনের পূর্বনাম– [চ ১৪-১৫]
ক বাংলা ভবন খ বর্ধমান হাউজ
গ চামেলী হাউজ ঘ আহসান মঞ্জিল
উ: খ

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়

০১. ২০১৫ সালে কবিতায় বাংলা একাডেমি পুরস্কার কে পেয়েছেন? [A ১৫-১৬]
ক শিহাব সরকার খ রেজাউদ্দিন স্টালিন
গ হেলাল হাফিজ ঘ শিহাব শাহরিয়ার
উ: ক

০২. ২০১৪ সালে বাংলা একাডেমি থেকে ৩ খণ্ডে প্রকাশিত অভিধানটির নাম– [B ১৪-১৫]
ক বাংলা ভাষার বিবর্তনমূলক অভিধান খ বিবর্তনমূলক বাংলা অভিধান
গ বাংলা বিবর্তনমূলক অভিধান ঘ বৃহৎ বাংলা অভিধান
উ: ক

জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলাম বিশ্ববিদ্যালয়

০১. বাংলা একাডেমি কত সালে প্রতিষ্ঠিত হয়? [AL ১৭-১৮; রাবি A -১৩-১৪]
ক ১৯৫০ সাল খ ১৯৫৫ সাল
গ ১৯৬৩ সাল ঘ ১৯৬৯ সাল
উ: খ

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বি. ও প্র. বিশ্ববিদ্যালয়

০১. বাংলা একাডেমি থেকে প্রকাশিত মাসিক পত্রিকার নাম কী? [D ১৯-২০; রাবি খ ১১-১২]
ক ধান শালিকের দেশ খ লাঙল
গ বার্তা ঘ উত্তরাধিকার
উ: খ

০২. 'প্রমিত বাংলা ব্যাকরণ' কোন প্রকাশনী থেকে প্রকাশিত? [D ১৯-২০]
ক বাংলা একাডেমি খ জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড
গ এশিয়াটিক সোসাইটি ঘ আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট
উ: ক

SELF TEST MCQ

০১. বাংলা একাডেমির মাসিক মুখপত্র কোনটি?
ক উত্তরাধিকার খ ধানশালিকের দেশ
গ লেখা ঘ বাংলা একাডেমি জার্নাল

০২. বাংলা একাডেমি কবে স্বাধীনতা পুরস্কার লাভ করে?
ক ২০১০ সাল খ ২০১১ সাল
গ ২০০১ সাল ঘ ২০০৮ সাল

০৩. বাংলা একাডেমি থেকে কতটি পত্রিকা বের হয়?
ক ৫টি খ ৪টি
গ ৩টি ঘ ৬টি

০৪. 'উত্তরাধিকার' ত্রৈমাসিক সাহিত্য পত্রিকাটি কত সাল থেকে মাসিক পত্রিকা হিসেবে প্রকাশিত হচ্ছে?
ক ২০০৭ খ ২০০৮
গ ২০০৯ ঘ ২০১০

০৫. বাংলা একাডেমির প্রথম মহাপরিচালকের নাম কী?
ক ড. এনামুল হক খ ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্
গ আহমদ শরীফ ঘ ড. মযহারুল ইসলাম

০৬. 'The Bengali Academy Act- 1957' বলবৎ হয় কখন?
ক ০৯ আগস্ট ১৯৫৭ খ ১০ আগস্ট ১৯৫৭
গ ১১ আগস্ট ১৯৫৭ ঘ ১২ আগস্ট ১৯৫৮

০৭. কোন সাল থেকে বাংলা একাডেমি পুরস্কার প্রবর্তন করা হয়?
ক ১৯৬০ সাল খ ১৯৫৬ সাল
গ ১৯৫৮ সাল ঘ ১৯৫৫ সাল

০৮. বাংলা একাডেমির প্রথম প্রকাশনা কোনটি?
ক ধান শালিকের দেশ খ লেখা
গ উত্তরাধিকার ঘ বাংলা একাডেমি পত্রিকা

০৯. বশীর আল হেলালের মতে, বাংলা একাডেমির মতো প্রতিষ্ঠান স্থাপন ও সংগঠনের চিন্তা প্রথম করেন?
ক ড. আহমদ শরীফ খ ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্
গ সৈয়দ আলী আহসান ঘ ড. সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়

১০. ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম নারী শিক্ষকের নাম কী?
ক তাহমিদা বেগম খ লীলা নাগ
গ করুণাকণা গুপ্তা ঘ জিন্নাতুন নেসা

১১. ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ পাকিস্তান সাহিত্য সম্মেলনে কখন ভাষা সংক্রান্ত একটি একাডেমি প্রতিষ্ঠার দাবি জানান?
ক ১৯৪৮ সালের ২৮ ডিসেম্বর খ ১৯৪৮ সালের ২৯ ডিসেম্বর
গ ১৯৪৮ সালের ৩০ ডিসেম্বর ঘ ১৯৪৮ সালের ৩১ ডিসেম্বর

১২. নাথান কমিশন কবে গঠিত হয়?
ক ২৭ মে ১৯১১ খ ২৭ মে ১৯১২
গ ২৭ মে ১৯১০ ঘ ২৭ মে ১৯২৩

১৩. ভাষা আন্দোলনের ফলে কোন প্রতিষ্ঠানটি সৃষ্টি হয়?
ক ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় খ রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়
গ বাংলা একাডেমি ঘ আহসান মঞ্জিল

১৪. বাংলা একাডেমি কম্পিউটার প্রশিক্ষণ কোর্স চালু করে কবে?
ক ১৯৯১ সালে খ ১৯৫৫ সালে
গ ১৯৯২ সালে ঘ ১৯৫৬ সালে

১৫. দৌলত উজির বাহরাম খানের 'লায়লী-মজনু' বইটি বাংলা একাডেমি থেকে সম্পাদনা করেন কে?
ক ড. আহমদ শরীফ খ ড. এনামুল হক
গ মুহম্মদ আবদুল হাই ঘ ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্

OMR

১৫.কখগঘ	১৪.কখগঘ	১৩.কখগঘ	১২.কখগঘ	১১.কখগঘ
১০.কখগঘ	০৯.কখগঘ	০৮.কখগঘ	০৭.কখগঘ	০৬.কখগঘ
০৫.কখগঘ	০৪.কখগঘ	০৩.কখগঘ	০২.কখগঘ	০১.কখগঘ

Answer

১৫.ক	১৪.ক	১৩.গ	১২.খ	১১.ঘ	১০.গ	০৯.খ	০৮.ঘ
০৭.ক	০৬.খ	০৫.ঘ	০৪.গ	০৩.ঘ	০২.ক	০১.গ	

SELF TEST লিখিত

প্রশ্ন :

০১. কোন আইনের মাধ্যমে বাংলা একাডেমিকে স্বায়ত্তশাসন দেওয়া হয়?
০২. বাংলা একাডেমি প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে জনমত সৃষ্টিতে কোন পত্রিকা ভূমিকা রাখে?
০৩. বাংলা একাডেমি কর্তৃক প্রকাশিত প্রথম বই কোনটি?
০৪. আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট কত সালে উদ্বোধন করা হয়?
০৫. বাংলা একাডেমি উদ্বোধন করা হয় কবে?

উত্তর :

০১. The Bengali Academy Act-1957.
০২. দৈনিক আজাদ।
০৩. লায়লী-মজনু।
০৪. ২১ ফেব্রুয়ারি ২০১০ সাল।
০৫. ৩ ডিসেম্বর ১৯৫৫ সাল।

CamScanner

মডেল টেস্ট (বিশ্ববিদ্যালয় ভর্তি পরীক্ষার অনুরূপ)

মডেল টেস্ট MCQ লিখিত ১

১. 'ডেকেছে কি সে আমারে? শুনি নাই, রাখি নি সন্ধান।' চরণটিতে 'সে' কে?
ক শীত ঋতু
খ বসন্ত ঋতু
গ কবির স্বামী
ঘ কবি ভক্ত

২. 'সকল ছাত্রগণ আজ ক্লাসে অনুপস্থিত' বাক্যটি কোন দোষে দুষ্ট?
ক বাহুল্য দোষে
খ দুর্বোধ্যতা দোষে
গ শুরুচণ্ডালী দোষে
ঘ বিদেশি শব্দ দোষে

৩. 'আমি ক্ষিবদন্তির কথা বলছি' কবিতার কবির পূর্বপুরুষের করতলে কীসের সৌরভ ছিল?
ক বজ্রজবার
খ পলিমাটির
গ শস্যদানার
ঘ ভালোবাসার

৪. 'অনুগ্রহ' এর বিপরীত শব্দ কোনটি?
ক অগ্রহ
খ নিগ্রহ
গ সাগ্রহ
ঘ উপগ্রহ

৫. 'মানব-কল্যাণ' প্রবন্ধটি কোন গ্রন্থ থেকে সংকলিত?
ক মানবতন্ত্র
খ চৌচির
গ মাটির পৃথিবী
ঘ রাঙা প্রভাত

৬. 'প্রতিদান' কবিতাটি জসীমউদ্‌দীনের কোন কাব্যগ্রন্থ থেকে সংকলিত?
ক নকশী কাঁথার মাঠ
খ ধানখেত
গ বালুচর
ঘ রঙিলা নায়ের মাঝি

৭. নিচের কোন বানানটি শুদ্ধ নয়?
ক মুহুর্মুহু
খ হেমহর্ম
গ দূর্বা
ঘ মরূদ্যান

৮. 'যে গেছে বুকেতে আঘাত হানিয়া তার লাগি আমি কাঁদি।' এ পঙ্‌ক্তি দ্বারা বোঝানো হয়েছে–
ক সহমর্মিতা
খ আত্মসুখ
গ পরোপকার
ঘ সর্বংসহা মনোভাব

৯. কোনটিতে অপপ্রয়োগ ঘটেনি?
ক স্বপরিবারে আমন্ত্রিত
খ ভয়ানক মেধাবী
গ নিরোগী লোক
ঘ সমুজ্জ্বল

১০. মাসি-পিসির মধ্যে গভীর ভাব গড়ে ওঠার কারণ–
ক অর্থ উপার্জন
খ দুইজনই বিধবা
গ একসাথে ব্যবসা করায়
ঘ আহ্লাদির দায়িত্ব কাঁধে পড়ায়

১১. নিচের কোন কবিতাটি নাট্যগুণ সম্পন্ন?
ক তাহারেই পড়ে মনে
খ প্রতিদান
গ বিদ্রোহী
ঘ সোনার তরী

১২. 'সত্ত্ব' শব্দের অর্থ–
ক নিত্য
খ সাধু
গ অস্তিত্ব
ঘ শুভ

১৩. 'এপারেতে ছোটো খেত, আমি একেলা।' এই চরণটিতে 'আমি' বলতে প্রতীকী অর্থে কাকে বোঝানো হয়েছে?
ক মাঝিকে
খ কৃষককে
গ কবিকে
ঘ মহাকালকে

১৪. ছলছল চোখে আহ্লাদির দিকে কে তাকিয়েছিল?
ক মাসি
খ পিসি
গ জগু
ঘ বুড়ো রহমান

১৫. 'ফেব্রুয়ারি ১৯৬৯' কবিতায় 'মানবিক বাগান' বলতে কবি বুঝিয়েছেন–
ক মানবের সহাবস্থান
খ গোছানো বাংলাদেশ
গ সুন্দর জনবসতি
ঘ মনুষ্যত্ব, ন্যায় ও মঙ্গলের জগৎ

OMR				
০১.ক খ গ ঘ	০২.ক খ গ ঘ	০৩.ক খ গ ঘ	০৪.ক খ গ ঘ	০৫.ক খ গ ঘ
০৬.ক খ গ ঘ	০৭.ক খ গ ঘ	০৮.ক খ গ ঘ	০৯.ক খ গ ঘ	১০.ক খ গ ঘ
১১.ক খ গ ঘ	১২.ক খ গ ঘ	১৩.ক খ গ ঘ	১৪.ক খ গ ঘ	১৫.ক খ গ ঘ

উত্তর							
১৫.ঘ	১৪.ঘ	১৩.গ	১২.গ	১১.ক	১০.ঘ	০৯.ঘ	০৮.ক
০৭.খ	০৬.গ	০৫.ক	০৪.খ	০৩.গ	০২.ক	০১.খ	

লিখিত

০১. 'এমন সময়ে সেই এক পদক্ষেপের দূরত্বটুকু এক মুহূর্তে অসীম হইয়া উঠিল।' উক্তিটির মর্মার্থ লেখ। ৫

০২. 'নিজে মরলো, আমার মাথা পর্যন্ত হেঁট করে গেল' কে, কেন একথা বলেছে? ৫

০৩. নিম্নোক্ত গ্রন্থসমূহের গ্রন্থকারের নাম লেখ : ২ × ৫ = ১০
ক. মৃত্যুক্ষুধা খ. চোখের বালি গ. বিষবৃক্ষ
ঘ. শকুন্তলা ঙ. উদাসীন পথিকের মনের কথা

মডেল টেস্ট MCQ লিখিত ২

০১. 'সোনার তরী' কবিতাটি কোন ছন্দে রচিত?
ক স্বরবৃত্ত
খ মাত্রাবৃত্ত
গ অক্ষরবৃত্ত
ঘ গদ্যছন্দ

০২. ভিক্টোরিয়া পার্কের বর্তমান নাম কী?
ক ঢাকা ন্যাশনাল পার্ক
খ রমনা পার্ক
গ বাহাদুর শাহ পার্ক
ঘ বঙ্গবন্ধু সাফারি পার্ক

০৩. আঠারো বছর বয়সের তরুণেরা 'শপথের কোলাহলে' কী সঁপে দেয়?
ক মনকে
খ প্রাণকে
গ আত্মাকে
ঘ স্পর্ধাকে

০৪. 'আর কায়েতের ছেলের সঙ্গে সাপুড়ের মেয়ের নিকা,'– এটা কেমন কথা?
ক বেদনার কথা
খ হাসিয়া উড়াইবার কথা
গ বলিয়া বেড়ানোর কথা
ঘ আনন্দ করার কথা

০৫. 'শুধু অপমান! প্রাণের আশঙ্কায় সে আমাদের আতঙ্কিত করে তোলেনি?' উক্তিটি কে করেছে?
ক মিরজাফর
খ রায়দুর্লভ
গ রাজবল্লভ
ঘ জগৎশেঠ

০৬. 'আড়ি' এর বিপরীতার্থক শব্দ কোনটি?
ক উন্নত
খ বিনয়
গ উষ্ণ
ঘ ভাব

০৭. 'বিশ্বজনের হিতকর' এককথায় কী বলে?
ক সর্বজনীন
খ বিশ্বজনীন
গ সর্বজানীন
ঘ বৈশ্বিক

CamScanner

JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS

০৮. কোনটি শুদ্ধ?

ক) [illegible] খ) [illegible]
গ) [illegible] ঘ) [illegible]

০৯. কোনটি অপভ্রংশের দৃষ্টান্ত নয়? [Humanities : ২১-২২]

ক) আনারস খ) কেদারা
গ) মিস্ত্রি ঘ) ইস্পাত

১০. অবরে-সবরে শব্দের অর্থ হলো-

ক) দিনের দুখ খ) রাতবিরেতের পথ
গ) মধুর-কেলি ঘ) দিনের আলো

১১. 'রেইনকোট' গল্পে প্রিন্সিপাল আফাজ আহমদ কাকে ফোন করে?

ক) আবদুস সাত্তার মৃধাকে খ) নূরুল হুদাকে
গ) আকবর সাজিদকে ঘ) ইসহাক মিয়াকে

১২. 'লালসালু' উপন্যাসে নিরাপত্তা একমাত্র কার ছেলে?

ক) কাদের খ) তাহের
গ) হাসিম ঘ) কাসুর

১৩. 'আমি কিংবদন্তির কথা বলছি' কবিতাটিতে যে দিকটি উচ্চারিত হয়েছে-

ক) সর্বজনীন মুক্তির তীব্র স্পৃহা খ) বাঙালির সংস্কৃতির মাহাত্ম্য
গ) দেশমাতৃকার প্রতি ভালোবাসা ঘ) বেদনার অনুভূতি

১৪. আবুল ফজলের মতে, 'মানব-কল্যাণ' কোনটি?

ক) মানুষের মানবিক মর্যাদার প্রয়াস খ) একমুঠি ভিক্ষা দেওয়া
গ) পারস্পরিক সহযোগিতা ঘ) বিপদের সময় সাহায্য করা

১৫. 'জননী আমার কাছে ভগবানের দাদামশায়ের চেয়েও বড়।' উক্তিটিতে কীসের কথা প্রকাশ পেয়েছে?

ক) স্বার্থের খ) অর্থের
গ) ক্ষমতার ঘ) গৌরবের

OMR				
০১.ক খ গ ঘ	০২.ক খ গ ঘ	০৩.ক খ গ ঘ	০৪.ক খ গ ঘ	০৫.ক খ গ ঘ
০৬.ক খ গ ঘ	০৭.ক খ গ ঘ	০৮.ক খ গ ঘ	০৯.ক খ গ ঘ	১০.ক খ গ ঘ
১১.ক খ গ ঘ	১২.ক খ গ ঘ	১৩.ক খ গ ঘ	১৪.ক খ গ ঘ	১৫.ক খ গ ঘ

উত্তর							
১৫.খ	১৪.ক	১৩.ক	১২.খ	১১.গ	১০.ক	০৯.ঘ	০৮.ঘ
০৭.খ	০৬.ঘ	০৫.গ	০৪.খ	০৩.গ	০২.গ	০১.খ	

লিখিত

০১. 'বিধবা হইলে স্বামীগৃহ একরূপ বাসের অযোগ্য হয়; হতভাগিনী তখন পিতা, ভ্রাতার শরণাপন্ন হয়।' বাক্যটি বুঝিয়ে লেখ। ৫

০২. 'বল প্রেয়সুর আত্মা কত দূর থেকে আমার আহ্বান করে এনেছে' উক্তিটি ব্যাখ্যা কর। ৫

০৩. বাংলায় অনুবাদ কর : ১০

Patriotism is a very noble virtue. It means love for one's country. A person who loves his/her country more than anything else is called a patriot. Patriotism inspires a man to do everything just and fair for the wellbeing and betterment of the country. It is the invaluable quality that impels a man to sacrifice his own interest, comfort, pleasure and even his life for the sake of his/her country. To a true patriot mother and the motherland are the same.

মডেল টেস্ট ৩ (MCQ লিখিত)

০১. 'আমি কিংবদন্তির কথা বলছি' কবিতায় 'সূর্যকে হৃদপিণ্ডে ধরে রাখা' বলতে হৃদয়ে সূর্যের কী ধারণ করা বোঝানো হয়েছে?

ক) আলো খ) উত্তাপ গ) শক্তি ঘ) সামর্থ্য

০২. 'খেলোয়াড় চলে গেছে, খেলবে কার সাথে।'- 'লালসালু' উপন্যাসের এই উক্তিতে 'খেলোয়াড়' কে?

ক) আওয়ালপুরের পির খ) আক্কাস
গ) তাহের-কাদেরের বাপ ঘ) খালেক ব্যাপারী

০৩. 'ফেব্রুয়ারি ১৯৬৯' কবিতায় একুশের কৃষ্ণচূড়াকে আমাদের কীসের রং বলা হয়েছে?

ক) স্মৃতিমন্থনার খ) চেতনার গ) বিজয়ের ঘ) বেদনার

০৪. 'অপরিচিতা' গল্পে কল্যাণী 'মাতৃ-আজ্ঞা' বলতে কী বুঝিয়েছে?

ক) মায়ের আদেশ খ) মায়ের অনুরোধ
গ) নারী শিক্ষার ব্রত ঘ) দেশসেবায় আত্মনিয়োগ

০৫. 'বিলাসী' নামকরণের পেছনে নিচের কোন বিষয়টি প্রাধান্য পেয়েছে?

ক) কেন্দ্রীয় চরিত্র খ) বিষয়বস্তু গ) পটভূমি ঘ) সমাজব্যবস্থা

০৬. 'আঠারো বছর বয়স বাঁচে —' শূন্যস্থানে কী হবে?

ক) শপথের কোলাহলে খ) লক্ষ দীর্ঘশ্বাসে
গ) দুর্যোগে আর ঝড়ে ঘ) অসহ্য যন্ত্রণায়

০৭. 'সোনার তরী' কবিতায় 'সোনার ধান' বলতে কী বোঝানো হয়েছে?

ক) সৃষ্টিসম্ভার খ) মূল্যবান সম্পদ
গ) মহাকাল ঘ) রাশি রাশি ধান

০৮. 'মাসি-পিসি' গল্পে আহ্লাদির বাপ কী রোগে মারা যায়?

ক) টাইফয়েড খ) ম্যালেরিয়া গ) কলেরা ঘ) বসন্ত

০৯. 'অন্তরে যাদের এত গোলামির ভাব, তারা বাইরের গোলামি থেকে রেহাই পাবে কী করে?'- 'আমার পথ' প্রবন্ধের এই উক্তিতে 'বাইরের গোলামী' বলতে কী বোঝানো হয়েছে?

ক) আত্মনির্ভরতা খ) নিষ্ক্রিয়তা গ) দুর্বলতা ঘ) পরাধীনতা

১০. 'মানব-কল্যাণ' প্রবন্ধে 'ওপরের হাত' মানে কী?

ক) শ্রেষ্ঠ খ) দাতা গ) গ্রহীতা ঘ) মহৎ প্রতিভা

১১. 'প্রতিদান' কবিতায় কবি 'বিষে-ভরা-বাণ' এর পরিবর্তে কী দেন?

ক) ফুলমালা খ) বুকভরা গান
গ) ফুলমালঞ্চ ঘ) নিঠুরিয়া বাণী

১২. 'বিদ্রোহী' কবিতায় 'নটরাজ' বলতে কাকে বোঝানো হয়েছে?

ক) মহাদেব খ) বিষ্ণু গ) পরশুরাম ঘ) বলরাম

১৩. 'আমার নালিশ আজ আমার নিজের বিরুদ্ধে।' নবাব সিরাজের এই উক্তির কারণ কী?

ক) তিনি সময়মত ব্যবস্থা নিতে পারেননি
খ) তাঁর ক্ষমাশীলতার নীতি বিপর্যয় ঘটিয়েছে
গ) তিনি প্রজাদের নিরাপত্তা বিধান করতে পারেননি
ঘ) তিনি শত্রু-মিত্র চিনতে ব্যর্থ হয়েছেন

১৪. 'কৃষ্ণ' শব্দের যুক্তাক্ষরটি কোন কোন বর্ণের সমন্বয়ে গঠিত?

ক) ষ + ণ খ) ষ + ন গ) ষ + ঞ ঘ) ষ + ঙ

১৫. 'অন্তর টিপুনি' বলতে কী বোঝায়?

ক) বিপদ খ) গোপন ব্যথা গ) গভীর প্রেম ঘ) সমূহ ব্যথা

OMR				
০১.ক খ গ ঘ	০২.ক খ গ ঘ	০৩.ক খ গ ঘ	০৪.ক খ গ ঘ	০৫.ক খ গ ঘ
০৬.ক খ গ ঘ	০৭.ক খ গ ঘ	০৮.ক খ গ ঘ	০৯.ক খ গ ঘ	১০.ক খ গ ঘ
১১.ক খ গ ঘ	১২.ক খ গ ঘ	১৩.ক খ গ ঘ	১৪.ক খ গ ঘ	১৫.ক খ গ ঘ

উত্তর							
১৫.খ	১৪.ক	১৩.গ	১২.ক	১১.খ	১০.খ	০৯.ঘ	০৮.গ
০৭.ক	০৬.গ	০৫.ক	০৪.ঘ	০৩.খ	০২.গ	০১.গ	

JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS

CamScanner

লিখিত

০১. নিচের উদ্দীপকটি পড়ে প্রশ্নগুলোর [ক-ঘ] উত্তর দাও : ২.৫ × ৪ = ১০

মামার মুখ লাল হইয়া উঠিল। দরিদ্র তাঁহাকে ঠকাইতে চাহিবে কিন্তু তিনি ঠকিবেন না এই আনন্দ-সম্ভোগ হইতে বঞ্চিত হইলেন এবং তাহার উপরেও কিছু উপরি-পাওনা জুটিল। অত্যন্ত মুখ ভার করিয়া বলিলেন, "অনুপম, যাও, তুমি সভায় গিয়ে বোসো গে।"

ক. মামার মুখ লাল হল কেন?
খ. 'দরিদ্র তাঁহাকে ঠকাইতে চাহিবে' উক্তিটির তাৎপর্য কী?
গ. 'কিন্তু উপরি-পাওনা জুটিল।' ব্যাখ্যা কর।
ঘ. অনুচ্ছেদে মামা চরিত্র কীসের প্রতীক হয়ে উঠেছে? আলোচনা কর।

০২. সারাংশ লেখ : ৫

আমি মরু-কবি-গাহি-সেই বেদে-বেদুঈনদের গান,
যুগে যুগে যারা করে অকারণ বিপ্লব-অভিযান।
জীবনের আতিশয্যে যাহারা দারুণ উগ্র সুখে
সাধ করে নিল গরল-পিয়ালা, বর্শা হানিল বুকে!
আষাঢ়ের গিরি-নিঝ্রাব-সম কোন বাধা মানিল না,
বর্বর বলি যাহাদের গালি পাড়িল ক্ষুদ্রমনা,
কূপ-মণ্ডূক 'অসংযমী'র আখ্যা দিয়াছে যারে,
তারি তরে ভাই গান রচে যাই, বন্দনা করি তারে

০৩. বানানগত ত্রুটি সংশোধন কর এবং যথাস্থানে বিরামচিহ্ন বসাও। ৫

বাড়ির সকলে তো রাগিয়া আগুন। কন্যার পিতার এত গুমর কলি যে চারপোয়া হইয়া আসিল সকলে বলিল "দেখি মেয়ের বিয়ে দেন কেমন করিয়া।" কিন্তু মেয়ের বিয়ে হইবে না এ ভয় যার মনে নাই তার শাস্তির উপায় কি। মস্ত বাংলাদেশের মধ্যে আমিই একমাত্র পুরুষ যাহাকে কন্যার বাপ বিবাহের আসর হইতে নিজে ফিরাইয়া দিয়াছে। এত বড়ো সৎপাত্রের কপালে এত বড়ো কলঙ্কের দাগ কোন নষ্ট গ্রহ এত আলো জ্বালাইয়া বাজনা বাজাইয়া সমারোহ করিয়া আকিয়া দিল।

মডেল টেস্ট MCQ লিখিত ৪

০১. 'আমি শ্যামের হাতের বাঁশরী।'– 'বিদ্রোহী' কবিতার এই পঙ্ক্তিতে কবির কোন সত্তা প্রকাশ পেয়েছে?
ক প্রেমিক খ বিদ্রোহী গ কঠোর ঘ কোমল

০২. 'বাংলাদেশ যে আপনার কাছ থেকে অনেক কিছু আশা করে।'– 'বায়ান্নর দিনগুলো' রচনায় বঙ্গবন্ধুকে উদ্দেশ্য করে একথা কে বলেছিলেন?
ক ডেপুটি জেলার খ সিভিল সার্জন
গ সুপারিনটেনডেন্ট ঘ মহিউদ্দিন

০৩. 'অপরিচিতা' গল্পে শম্ভুনাথ সেনের পেশা কী?
ক ব্যবসায় খ চিকিৎসা গ ওকালতি ঘ শিক্ষকতা

০৪ 'আমি কিংবদন্তির কথা বলছি' কবিতায় ভালোবাসা দিলে কে মরে যায়?
ক মা খ গর্ভবতী বোন
গ সন্তান ঘ মায়ের ছেলেরা

০৫. 'ফেব্রুয়ারি ১৯৬৯' কবিতায় নক্ষত্রের মতো কী ঝরে?
ক বীরের রক্ত খ মাতার অশ্রুজল
গ অবিনাশী বর্ণমালা ঘ আনন্দের রৌদ্র

০৬. নজরুলের মতে আত্মাকে চিনলে কী আসে?
ক আত্মমর্যাদা খ আত্মসম্মান
গ আত্মবিশ্বাস ঘ আত্মনির্ভরতা

০৭. "যুদ্ধের আয়োজন করে তৈরি হয়ে থাকে মাসি-পিসি।"– এই বাক্যে প্রকাশ পেয়েছে-
ক সশস্ত্র প্রতিরোধ খ বলিষ্ঠ প্রতিবাদ
গ মানবিক জীবনযুদ্ধ ঘ অস্তিত্বের সংগ্রাম

০৮. 'রেইনকোট' গল্পের নুরুল হুদা কোন বিষয়ের লেকচারার ছিলেন?
ক ভূগোল খ পদার্থ গ আরবি ঘ কেমিস্ট্রি

০৯. 'তোমার দিলে কি ময়লা আছে।' কার দিল?
ক দুদু মিঞা খ মতলুব খাঁ
গ তাহেরের বাপ ঘ আক্কাস

১০. 'সবাই মিলে সত্যিই আমরা বাংলাকে বিক্রি করে দিচ্ছি না তো?'– 'সিরাজউদ্দৌলা' নাটকে কার উক্তি?
ক মীরজাফর খ উমিচাঁদ
গ জগৎশেঠ ঘ ঘসেটি বেগম

১১. 'প্রতিদান' কবিতায় কেমন রজনী জাগার কথা বলা হয়েছে?
ক দুঃখের খ দীঘল গ শংকার ঘ শীতের

১২. 'মৃত্যুঞ্জয় থার্ড ক্লাসে পড়িত।' তৎকালীন 'থার্ড ক্লাস' বর্তমান কোন শ্রেণি?
ক সপ্তম খ অষ্টম গ নবম ঘ দশম

১৩. ছাত্রজীবনে আবুল ফজল কোন আন্দোলনে যুক্ত হন?
ক ভাষা আন্দোলন খ স্বৈরাচার বিরোধী আন্দোলন
গ স্বদেশি আন্দোলন ঘ বুদ্ধির মুক্তি আন্দোলন

১৪. 'সাহায্যের অভাবে স্কুলটি উঠে গেছে।' বাক্যে 'উঠে' শব্দের অর্থ–
ক ভেঙে পড়া খ বন্ধ হওয়া
গ স্থানান্তরিত হওয়া ঘ উন্নতি করা

১৫. কোন শব্দে নিয়ম-বহির্ভূতভাবে মূর্ধন্য-ণ ব্যবহৃত হয়েছে?
ক বর্ণমালা খ অপরাহ্ণ
গ বিষাণ ঘ লাবণ্য

OMR

০১.ক খ গ ঘ	০২.ক খ গ ঘ	০৩.ক খ গ ঘ	০৪.ক খ গ ঘ	০৫.ক খ গ ঘ
০৬.ক খ গ ঘ	০৭.ক খ গ ঘ	০৮.ক খ গ ঘ	০৯.ক খ গ ঘ	১০.ক খ গ ঘ
১১.ক খ গ ঘ	১২.ক খ গ ঘ	১৩.ক খ গ ঘ	১৪.ক খ গ ঘ	১৫.ক খ গ ঘ

উত্তর

১৫.ঘ	১৪.খ	১৩.ঘ	১২.খ	১১.খ	১০.ক	০৯.গ	০৮.ঘ
০৭.ঘ	০৬.ঘ	০৫.গ	০৪.ক	০৩.খ	০২.খ	০১.ক	

লিখিত

০১. নিচের উদ্দীপকটি পড়ে প্রশ্নগুলোর [ক-ঘ] উত্তর দাও : ২.৫ × ৪ = ১০

আমার একার সুখ, সুখ নহে ভাই,
সকলের সুখ, সখা, সুখ শুধু তাই।
আমার একার আলো সে যে অন্ধকার,
যদি না সবারে অংশ দিতে পাই।
সকলের সাথে বন্ধু, সকলের সাথে,
যাইব কাহারে বল; ফেলিয়া পশ্চাতে।
এক সাথে বাঁচি আর এক সাথে মরি,
এসো বন্ধু, এ জীবন সুমধুর করি।

ক. 'ওপরের হাত সব সময় নিচের হাত থেকে শ্রেষ্ঠ' কথাটি কে বলেছেন?
খ. 'রাষ্ট্র জাতির যৌথ জীবন আর যৌথ চেতনারই প্রতীক' উক্তিটি ব্যাখ্যা কর।
গ. কবিতাংশটি 'মানব-কল্যাণ' প্রবন্ধের কোন দিকটিকে প্রতিফলিত করেছে? ব্যাখ্যা কর।
ঘ. কবিতাংশটি 'মানব-কল্যাণ' প্রবন্ধের আংশিক প্রতিচ্ছবি- তোমার মতের পক্ষে যুক্তি দাও।

০২. ভাবসম্প্রসারণ লেখ : ৫

এ জগতে হায়, সেই বেশি চায় আছে যার ভূরি ভূরি
রাজার হস্ত করে সমস্ত কাঙালের ধন চুরি।

০৩. বানানগত ত্রুটি সংশোধন কর এবং যথাস্থানে বিরামচিহ্ন বসাও। ৫

বিদ্যাপতি চণ্ডীদাস থেকে লালন প্রমুখ কবি এবং অপেক্ষাকৃত আধুনিককালে রবীন্দ্রনাথ নজরুল সবাইতো মানবিক চেতনার উদাত্ত কণ্ঠস্বর। বঙ্কিমচন্দ্রের অবিস্মরণীয় সাহিত্যিক উক্তি তুমি অধম তাই বলিয়া আমি উত্তম না হইব কেন এক গভীর মূল্যবোধেরই উৎসারণ।

মডেল টেস্ট MCQ লিখিত ৫

০১. 'এভাবে মৃত্যুবরণ করে কি লাভ হবে?' উক্তিটি কার?
(ক) বঙ্গবন্ধুর স্ত্রীর (খ) সিভিল সার্জনের
(গ) জেল সুপারের (ঘ) মহিউদ্দীন সাহেবের

০২. বাক্য অসম্পূর্ণ থাকলে বাক্যের শেষে ব্যবহৃত হয়–
(ক) ড্যাশ (খ) সেমিকোলন
(গ) কমা (ঘ) কোলন

০৩. 'বিদ্রোহী' কবিতায় কবির অশান্ত হয়ে ওঠার কারণ কী?
(ক) নিপীড়িত মানবতার জন্য (খ) হারানো ঐতিহ্য ফিরে পেতে
(গ) স্বাধীনতার জন্য (ঘ) একাকিত্ব ও হতাশা থেকে

০৪. 'তাহারেই পড়ে মনে' কবিতার কোন দিকটি পাঠকের অন্তর ছুঁয়ে যায়?
(ক) নাটকীয় উপস্থাপন (খ) সংলাপধর্মিতা
(গ) সুললিত ছন্দ (ঘ) বসন্ত বন্দনা

০৫. 'আমি কিংবদন্তির কথা বলছি' কবিতায় কবির অনুরাগ ছুঁয়ে গেছে–
(ক) মুক্তিযুদ্ধকে (খ) সাহিত্যকে
(গ) শিল্পকে (ঘ) সংস্কৃতিকে

০৬. 'ছেলেটি অঙ্কে কাঁচা।' এ বাক্যে 'অঙ্ক' কোন কারক?
(ক) অধিকরণ (খ) করণ
(গ) সম্প্রদান (ঘ) অপাদান

০৭. 'খোদার জিনিস খোদায় তুইল্যা লইয়া গেছে।' উক্তিটি কার?
(ক) হাসুনির মায়ের (খ) রহিমার
(গ) মজিদের (ঘ) খালেক ব্যাপারীর

০৮. 'উক্তি' কয় ভাগে বিভক্ত?
(ক) ৩ (খ) ৪
(গ) ২ (ঘ) ১

০৯. 'আবার ফুটেছে দ্যাখো কৃষ্ণচূড়া'– এই কৃষ্ণচূড়া ফুল কোথায় ফুটেছে–
(ক) পথে-ঘাটে (খ) শহরের পথে
(গ) হরিৎ উপত্যকায় (ঘ) সারাদেশে

১০. পত্রের কোন অংশকে গর্ভাংশ বলা হয়?
(ক) লেখকের স্বাক্ষর অংশকে (খ) মূল বিষয় অংশকে
(গ) সম্বোধন অংশকে (ঘ) ঠিকানা অংশকে

১১. পেশাগত জীবনে ম্যাজিস্ট্রেট ছিলেন–
(ক) আখতারুজ্জামান ইলিয়াস (খ) ড. আনিসুজ্জামান
(গ) বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় (ঘ) বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

১২. 'ফেব্রুয়ারি ১৯৬৯' কবিতায় কোন ভাষাশহিদের নাম উল্লেখ করা হয়েছে?
(ক) সালাম (খ) শফিউর
(গ) রফিক (ঘ) জব্বার

OMR			
০১. (ক)(খ)(গ)(ঘ)	০২. (ক)(খ)(গ)(ঘ)	০৩. (ক)(খ)(গ)(ঘ)	০৪. (ক)(খ)(গ)(ঘ)
০৫. (ক)(খ)(গ)(ঘ)	০৬. (ক)(খ)(গ)(ঘ)	০৭. (ক)(খ)(গ)(ঘ)	০৮. (ক)(খ)(গ)(ঘ)
০৯. (ক)(খ)(গ)(ঘ)	১০. (ক)(খ)(গ)(ঘ)	১১. (ক)(খ)(গ)(ঘ)	১২. (ক)(খ)(গ)(ঘ)

উত্তর					
১২.ক	১১.ঘ	১০.খ	০৯.খ	০৮.গ	০৭.ক
০৬.ক	০৫.ঘ	০৪.গ	০৩.ক	০২.ক	০১.খ

লিখিত

০১. পুরুষতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থায় নির্যাতিত নারী সমাজের টিকে থাকার এক গুরুত্বপূর্ণ দলিল 'মাসি-পিসি' গল্পটি। ব্যাখ্যা কর। ০৫

০২. নিচের উদ্দীপকটি পড়ে প্রশ্নগুলোর [ক-ঘ] উত্তর দাও : ২.৫ × ৪ = ১০

দু-পা এগোয় তারা দ্বিধাভরে। মাসি-পিসির মধ্যে ভয়ের লেশটুকু না দেখে সত্যিই তারা খানিকটা ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে গিয়েছে। মারাত্মক ভঙ্গিতে বঁটি আর দা উঁচু হয় মাসি-পিসির।

মাসি বলে, 'শোন কানাই, এ কিন্তু এর্কি নয় মোটে। তোমাদের সাথে মোরা মেয়েলোক পারব না জানি কিন্তু দুটো-একটাকে মারব জখম করব ঠিক।' পিসি বলে, 'মোরা নয় মরব।'

তারপর বিনা পরামর্শেই মাসি-পিসি হঠাৎ গলা ছেড়ে দেয়। প্রথমে শুরু করে মাসি, তারপর যোগ দেয় পিসি। আশপাশে যত বাসিন্দা আছে সকলের নাম ধরে গলা ফাটিয়ে তারা হাঁক দেয়, ও বাবাঠাকুর! ও ঘোষ মশায়! ও জনার্দন! ওগো কানুর মা! বিপিন! বংশী...'

ক. কানাই দলবল নিয়ে অদৃশ্য হয়ে যায় কেন?
খ. বিনা পরামর্শেই মাসি-পিসি গলা ছেড়ে দেয় কেন?
গ. মাসি-পিসির ডাক শুনে পাড়ার লোকজন বেরিয়ে আসে কেন?
ঘ. 'মারাত্মক ভঙ্গিতে বঁটি আর দা উঁচু হয় মাসি-পিসির' কেন?

০৩. Translate the following sentences into English : ০৫

Poverty is a great problem in our country. But we hardly realize that this miserable condition is our creation. Many do not try to better their condition by hard labour and profitable business. They only curse their fate. We must shake of this inactivity and aversion to physical labour. Man is the maker of his own fortune.

মডেল টেস্ট MCQ ৬

০১. 'রেইনকোট' গল্পে রাশিয়ার সাথে বাংলাদেশের তুলনা করার কারণ কী?
(ক) সামরিক শক্তি (খ) ভৌগোলিক অবস্থান
(গ) মৌসুমি জলবায়ু (ঘ) বন্ধুরাষ্ট্র হিসেবে

০২. অনুপম তার মামাকে 'ফল্গুর বালি' বলার কারণ, তিনি-
(ক) নদীর মতোই গতিশীল (খ) দয়া-মায়াহীন
(গ) পরিবারের সর্বময় কর্তা (ঘ) লোভী প্রকৃতির মানুষ

০৩. 'ওগো কবি অভিমান করেছ কি তাই'– কবির অভিমানের কারণ কী?
(ক) ফাগুন প্রকৃতির নিয়মে চলে এসেছে
(খ) প্রিয়জন নীরবে চলে গেছে
(গ) কেউ বসন্তের কথা স্মরণ করে দেয়নি
(ঘ) মাঘের সন্ন্যাসী শূন্য হাতে বিদায় নিয়েছে

০৪. 'আঠারো বছর বয়স' কবিতা অনুসারে 'তাজা তাজা প্রাণে অসহ্য যন্ত্রণা' এখানে কীসের যন্ত্রণার কথা বলা হয়েছে?
(ক) অসহায় ও একাকিত্বের (খ) ব্যর্থতার গ্লানির
(গ) অন্যায়-অবিচারের (ঘ) নানামুখী মতবাদের

০৫. 'বিদ্রোহী' কবিতায় কবি কার বুকের 'ক্রন্দন-শ্বাস'?
(ক) হুতাশীর (খ) উৎপীড়িতের (গ) অবমানিতের (ঘ) বিধবার

০৬. 'শুধু ওই একটি পথেই আবার আমরা উভয়ে উভয়ের কাছাকাছি আসতে পারি– কোন পথ?
(ক) দেশপ্রেম (খ) আত্মবিশ্বাস
(গ) আত্মবিসর্জন (ঘ) যুদ্ধ-চালিয়ে যাওয়া

০৭. কোন ঘটনায় জমিলার চোখ দুঃখ বেদনার অর্থহীনতায় হারিয়ে যায়?
(ক) অসম বিবাহ (খ) মজিদের নিষ্ঠুরতা
(গ) খ্যাংটা বুড়ির বিলাপ (ঘ) আমেনা বিবির তালাক

০৮. 'মাসি-পিসি' গল্পটি প্রথম কোন পত্রিকায় প্রকাশিত হয়?
(ক) ভারতী (খ) সবুজপত্র (গ) মাসিক মোহাম্মদী (ঘ) পূর্বাশা

CamScanner

JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS

০৯. 'আমি কিংবদন্তির কথা বলছি' কবিতায় যে কবিতা শুনতে জানে না, সে কী শুনবে?
ক সমুদ্রের গর্জন খ ঝড়ের আর্তনাদ
গ শ্বাপদের ভয়াবহতা ঘ অস্ত্রের ঝনঝনানি

১০. 'ফুল ফোটে।' কোন বাচ্য?
ক কর্তৃবাচ্য খ কর্মবাচ্য গ কর্ম-কর্তৃবাচ্য ঘ ভাববাচ্য

১১. 'আমরা এমন কিছু করলাম যা ইতিহাস হবে।' ক্লাইভের এ মন্তব্যের কারণ কী?
ক চক্রান্ত সফল হওয়ায় খ মিরজাফর স্বাক্ষর করায়
গ সন্তোষ চেপে রাখতে না পেরে ঘ অসন্তুষ্ট হয়ে

১২. 'বঙ্গ-কামরূপী' থেকে সৃষ্ট একটি ভাষা বাংলা, অপর ভাষা কোনটি?
ক অসমিয়া খ উড়িয়া গ হিন্দি ঘ ব্রজবুলি

১৩. কোনটি অপপ্রয়োগ নয়?
ক ঐক্যমত্য খ বিভাগোত্তর গ ভৌগলিক ঘ দরিদ্রতা

১৪. নজরুলের 'সাম্যবাদী' কবিতার 'গাহি সাম্যের গান' চরণটির পরবর্তী চরণ হচ্ছে –
ক তোমার কণ্ঠে ধ্বনিত সদাই সকল কালের গান।
খ যেখানে মিশেছে হিন্দু-বৌদ্ধ-মুসলিম-ক্রিশ্চান।
গ যেখানে আসিয়া এক হয়ে গেছে সব বাধা-ব্যবধান।
ঘ ওইখানে বসি গাহিলেন কবি জগতের সাম-গান।

১৫. সুকান্তের কবিতার ভাব অনুসারে 'আঠারো বছর বয়সে' কী উঁকি দেয়?
ক বিরাট দুঃসাহস খ স্বপ্ন-বিভোরতা
গ যৌবন-উন্মাদনা ঘ সৃষ্টি-আকাঙ্ক্ষা

১৬. মজিদ কোন সড়কের উপর মোনাজাতের ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে ছিল?
ক মহব্বতনগরের খ মতিগঞ্জের
গ আওয়ালপুরের ঘ গারো পাহাড়ের

১৭. 'রচিয়া লহ না আজও গীতি' এখানে 'না' কী অর্থে ব্যবহৃত?
ক অনুরোধ খ উপদেশ গ নিষেধ ঘ তিরস্কার

১৮. ভাষার মূল উপকরণ কোনটি?
ক বাক্য খ ধ্বনি গ শব্দ ঘ বর্ণ

১৯. 'একটা গল্প বল।' এখানে 'একটা' শব্দটি–
ক নির্দিষ্টতা জ্ঞাপক খ অনির্দিষ্টতা জ্ঞাপক গ গুণবাচক ঘ পরিমাণবাচক

২০. কোন ভাষা হতে বাংলা ভাষার জন্ম হয়?
ক সংস্কৃত খ পালি গ প্রাকৃত ঘ বঙ্গ-কামরূপী

২১. ভাষা হলো–
ক উচ্চারণের প্রতীক খ ভাব প্রকাশের মাধ্যম
গ কণ্ঠের উচ্চারণ ঘ ধ্বনির সমষ্টি

২২. 'পান্তা ভাতে ঘি' বাগ্‌বিধির অর্থ–
ক বিলাস খ অপচয় গ স্বাদু ঘ নষ্ট

২৩. ভাষার মূল উপাদান কোনটি?
ক ধ্বনি খ বাক্য গ শব্দ ঘ বর্ণ

২৪. কোনটি শব্দের উদাহরণ?
ক ষ খ ট গ খ ঘ ক্ষ

২৫. ধ্বনি নির্দেশক চিহ্নকে বলে–
ক বর্ণ খ শব্দ গ উপসর্গ ঘ অক্ষর

OMR

০১.ক খ গ ঘ	০২.ক খ গ ঘ	০৩.ক খ গ ঘ	০৪.ক খ গ ঘ	০৫.ক খ গ ঘ
০৬.ক খ গ ঘ	০৭.ক খ গ ঘ	০৮.ক খ গ ঘ	০৯.ক খ গ ঘ	১০.ক খ গ ঘ
১১.ক খ গ ঘ	১২.ক খ গ ঘ	১৩.ক খ গ ঘ	১৪.ক খ গ ঘ	১৫.ক খ গ ঘ
১৬.ক খ গ ঘ	১৭.ক খ গ ঘ	১৮.ক খ গ ঘ	১৯.ক খ গ ঘ	২০.ক খ গ ঘ
২১.ক খ গ ঘ	২২.ক খ গ ঘ	২৩.ক খ গ ঘ	২৪.ক খ গ ঘ	২৫.ক খ গ ঘ

উত্তর

২৫.ক	২৪.গ	২৩.ক	২২.খ	২১.খ	২০.ঘ	১৯.খ	১৮.ক	১৭.ক
১৬.খ	১৫.ক	১৪.গ	১৩.ঘ	১২.ক	১১.ক	১০.গ	০৯.খ	০৮.ঘ
০৭.গ	০৬.ক	০৫.ঘ	০৪.গ	০৩.ক	০২.গ	০১.গ		

মডেল টেস্ট MCQ ৭

০১. 'আমি কিংবদন্তির কথা বলছি' কবিতায় যে কবিতা শুনতে জানে না, সে কী শুনবে?
ক সমুদ্রের গর্জন খ ঝড়ের আর্তনাদ
গ শ্বাপদের ভয়াবহতা ঘ অস্ত্রের ঝনঝনানি

০২. 'সিরাজউদ্দৌলা' নাটকে প্রথম অঙ্কের প্রথম দৃশ্যের স্থান কোনটি?
ক ফোর্ট উইলিয়াম জাহাজ খ নবাবের দরবার
গ ঘসেটি বেগমের বাড়ি ঘ ফোর্ট উইলিয়াম দুর্গ

০৩. "সজ্ঞানে না জানলেও তারা একাত্মা, পথ তাদের এক।" এখানে কার কার একাত্মা হওয়ার কথা বোঝানো হয়েছে?
ক মজিদ ও খালেক ব্যাপারীর খ জমিলা ও রহিমার
গ তাহের ও কাদেরের ঘ মতলুব খাঁ ও আওয়ালপুরের পীরের

০৪. 'বিদ্রোহী' কবিতায় ব্যবহৃত ঐতিহাসিক চরিত্র কোনটি?
ক অর্ফিয়াস খ ইস্রাফিল গ নটরাজ ঘ চেঙ্গিস

০৫. 'আমার পথ' প্রবন্ধে মূলত কোন দিকটি প্রকাশ পেয়েছে?
ক পরাবলম্বন খ দেশপ্রেম
গ সত্যের স্বরূপ ঘ ত্যাগের মহিমা

০৬. 'অপরিচিতা' গল্পে কল্যাণীর বিয়ে না করার সিদ্ধান্তের কারণ কী ছিল?
ক পিতৃ আদেশ খ লোকলজ্জা
গ ক্ষোভ ঘ আত্মমর্যাদা

০৭. 'দোজখের ওম' গল্পগ্রন্থের রচয়িতা কে?
ক শওকত ওসমান খ আনিসুজ্জামান
গ শওকত আলী ঘ আখতারুজ্জামান ইলিয়াস

০৮. 'নূরলদীনের সারাজীবন' নাটকের রচয়িতা কে?
ক নূরুল মোমেন খ সেলিম আল দীন
গ মুনীর চৌধুরী ঘ সৈয়দ শামসুল হক

০৯. বিশ্বাসঘাতকতা ও দেশদ্রোহিতার বিরুদ্ধে ঘৃণা প্রকাশিত হয়েছে কোন কবিতায়?
ক বিভীষণের প্রতি মেঘনাদ খ আঠারো বছর বয়স
গ তাহারেই পড়ে মনে ঘ রক্তে আমার অনাদি অস্থি

১০. 'এ দেশের বুকে আঠারো আসুক নেমে।' কবি কোন বৈশিষ্ট্যের কথা বলেছেন?
ক ইতিবাচক খ দুঃসাহস
গ নেতিবাচকতা ঘ তারুণ্য

১১. প্রকৃতির সঙ্গে মানবমনের সম্পর্কের দিকটি কোন কবিতায় স্পষ্ট?
ক বিভীষণের প্রতি মেঘনাদ খ তাহারেই পড়ে মনে
গ সাম্যবাদী ঘ ফেব্রুয়ারি ১৯৬৯

১২. 'লালসালু' উপন্যাসের ঢেঙা বুড়ো কার কথায় বিভ্রান্ত হয়?
ক খালেক ব্যাপারীর খ হাসুনির মার
গ মজিদের ঘ বুড়ির

১৩. পদাশ্রিত নির্দেশক ব্যবহৃত হয়–
ক প্রত্যয়ের মতো খ বিভক্তির মতো
গ ধাতুর মতো ঘ সমাসের মতো

১৪. 'অপচয়' এর বিপরীত শব্দ কোনটি?
ক সাশ্রয় খ কৃচ্ছতা গ কৃপণতা ঘ বিলাসী

১৫. 'সংহত' এর বিপরীতার্থক শব্দ কোনটি?
ক বিবৃত খ বিভক্ত গ অসংযত ঘ অশক্ত

OMR

০১.ক খ গ ঘ	০২.ক খ গ ঘ	০৩.ক খ গ ঘ	০৪.ক খ গ ঘ	০৫.ক খ গ ঘ
০৬.ক খ গ ঘ	০৭.ক খ গ ঘ	০৮.ক খ গ ঘ	০৯.ক খ গ ঘ	১০.ক খ গ ঘ
১১.ক খ গ ঘ	১২.ক খ গ ঘ	১৩.ক খ গ ঘ	১৪.ক খ গ ঘ	১৫.ক খ গ ঘ

উত্তর

১৫.খ	১৪.ক	১৩.খ	১২.গ	১১.খ	১০.ক	০৯.ক	০৮.ঘ
০৭.ঘ	০৬.ঘ	০৫.গ	০৪.ঘ	০৩.ক	০২.ঘ	০১.খ	

JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS

JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS

মডেল টেস্ট MCQ ৮

০১. 'লালসালু' উপন্যাসটি প্রথম প্রকাশিত হয় কত সালে?
ক) ১৯৪৬ খ) ১৯৪৮ গ) ১৯৪৭ ঘ) ১৯৫০

০২. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর কত খ্রিষ্টাব্দে সাহিত্যে নোবেল পুরস্কার পান?
ক) ১৯০৩ খ্রি. খ) ১৯১৩ খ্রি.
গ) ১৯২৩ খ্রি. ঘ) ১৯৩৩ খ্রি.

০৩. 'কমলবন' শব্দটিকে কবি 'ফেব্রুয়ারি ১৯৬৯' কবিতায় কী হিসেবে ব্যবহার করেছেন?
ক) ভাবার্থে খ) মূল অর্থে
গ) প্রতীকী অর্থে ঘ) ব্যঞ্জনা অর্থে

০৪. 'খাজাঞ্চি' বলতে কোন ব্যক্তিকে বোঝায়?
ক) সেনাপতিকে খ) নবাবকে
গ) কোষাধ্যক্ষকে ঘ) গুপ্তচরকে

০৫. আক্কাস মহব্বতনগর গ্রামে কী প্রতিষ্ঠা করতে চায়?
ক) স্কুল খ) কলেজ গ) হাসপাতাল ঘ) এনজিও

০৬. 'কুহেলি' শব্দের অর্থ কী?
ক) কুয়াশা খ) চাদর গ) উত্তরীয় ঘ) সন্ন্যাস

০৭. 'আঠারো বছর বয়সের ধর্ম মহান মন্ত্রে উজ্জীবিত হওয়া।' এ মহান মন্ত্রের বাহন কোনটি?
ক) স্বার্থত্যাগ খ) আত্মত্যাগ
গ) অর্থত্যাগ ঘ) বিলাসিতা ত্যাগ

০৮. 'ওপরের হাত সবসময় নিচের হাত থেকে শ্রেষ্ঠ' এ কথাটি কে বলেছে?
ক) একজন দার্শনিক খ) গৌতম বুদ্ধ
গ) ইসলামের নবি ঘ) একজন সমাজসেবক

০৯. 'শিখর হিমাদ্রির' সবচেয়ে সহজ অর্থ কোনটি?
ক) হিমালয়ের শিখা খ) হিমালয়ের পাদদেশ
গ) হিমালয়ের শীর্ষচূড়া ঘ) হিমালয়ের বিস্তার

১০. 'কিন্তু আমরা তাঁর কথা বুঝলাম না।' 'আমার পথ' প্রবন্ধে কার সম্পর্কে আলোচ্য কথাটি বলা হয়েছে?
ক) মহাত্মা গান্ধী খ) জওহরলাল নেহেরু
গ) মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ ঘ) নেতাজি সুভাষ চন্দ্র বসু

১১. 'দক্ষযজ্ঞ' শব্দের অর্থ কী?
ক) যজ্ঞানুষ্ঠান খ) হট্টগোল গ) শিবপূজা ঘ) বিপর্যয়

১২. 'ইয়ে কেয়া বাত হ্যায়, আপ জেলখানা মে।' উক্তিটি কার?
ক) ডেপুটি জেলারের খ) সুপারিনটেনডেন্টের
গ) জমাদার সাহেবের ঘ) সুবেদারের

১৩. শানাই, ঢোল ও কাঁসি- এই তিন প্রকার বাদ্যযন্ত্র সৃষ্ট ঐকতানবাদনকে বলে-
ক) রসনচৌকি খ) দাদরা
গ) ত্রিতাল ঘ) পঞ্চাঘর

১৪. কত সালে কাজী নজরুল ইসলামকে সপরিবারে বাংলাদেশে আনা হয়?
ক) ১৯৭১ খ) ১৯৭২ গ) ১৯৭৩ ঘ) ১৯৭৪

১৫. আবুল ফজলের মতে, 'মানব-কল্যাণ' কোনটি?
ক) একমুষ্টি ভিক্ষা দেওয়া খ) পারস্পরিক সহযোগিতা
গ) মানুষের সার্বিক মঙ্গলের প্রয়াস ঘ) বিপদের সময় সাহায্য করা

১৬. 'বিলাসী' গল্পের সমাজচিত্রে প্রধানত কোন দিকটি ফুটে উঠেছে?
ক) জাতিভেদ প্রথা খ) পল্লীকাতরতা
গ) নিষ্ঠুরতা ঘ) অকৃতজ্ঞতা

১৭. সুকান্ত ভট্টাচার্য কত বছর বয়সে মারা যান?
ক) ১৯ বছর খ) ২০ বছর গ) ২১ বছর ঘ) ২২ বছর

১৮. 'প্রতিদান' কবিতাটি জসীমউদ্দীনের কোন কাব্যগ্রন্থ থেকে সংকলিত?
ক) নকশী কাঁথার মাঠ খ) ধানখেত
গ) বালুচর ঘ) রঙিলা নায়ের মাঝি

১৯. সমাজের ক্ষুদ্রতম ইউনিট কোনটি?
ক) জাতি খ) গোষ্ঠী গ) ব্যক্তি ঘ) পরিবার

২০. 'কিন্তু দেশটা কেমন মরার দেশ।'– 'লালসালু' উপন্যাসের এই বাক্যে 'মরার দেশ' বলতে কী বোঝানো হয়েছে?
ক) জনশূন্যতা খ) শস্যহীনতা
গ) শিক্ষাহীনতা ঘ) ধর্মহীনতা

২১. 'তুমি অধম তাই বলিয়া আমি উত্তম হইব না কেন?'– উক্তিটি কার?
ক) বিদ্যাপতি খ) চণ্ডীদাস
গ) বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ঘ) রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

২২. 'আঠারো বছর বয়স' কীভাবে বেঁচে থাকে?
ক) কর্মে ও প্রেরণায় খ) দুর্যোগে আর ঝড়ে
গ) বিপদে আর সংগ্রামে ঘ) উদ্দীপনা আর সাহসে

২৩. কবি শামসুর রাহমানের পৈতৃক নিবাস কোন গ্রামে?
ক) ক্ষুদ্রকাঠি খ) পাড়াতলি গ) গেটিয়া ঘ) তাম্বুলখানা

২৪. 'লালসালু' উপন্যাসে মজিদ কার ভয়ে শঙ্কিত হয়?
ক) আওয়ালপুরের পির খ) জমিলা গ) আক্কাস ঘ) খালেক ব্যাপারী

২৫. মিরজাফরের গুপ্তচর কে?
ক) উমর বেগ খ) কমর বেগ গ) মানিক চাঁদ ঘ) রাইসুল জুহালা

২৬. 'আমরা এক বাক্যে আপনাকেই নেতৃত্ব দিলাম।'– 'সিরাজউদ্দৌলা' নাটকে উক্তিটি কার?
ক) রাজবল্লভ খ) উমিচাঁদ গ) জগৎশেঠ ঘ) কৃষ্ণবল্লভ

২৭. 'লালসালু' উপন্যাসে 'পরগাছা' মুরব্বি কে?
ক) খালেক ব্যাপারী খ) সলেমনের বাপ
গ) ধলা মিয়া ঘ) মোদাব্বের মিয়া

২৮. 'পূর্বাহ্ণ' বানানটিতে ব্যবহৃত হয়েছে–
ক) হ্‌ + ন খ) হ্‌ + ণ গ) হ + ণ ঘ) হ্‌ + ম

২৯. 'তমিস্রা' শব্দের যথাযথ উচ্চারণ–
ক) তমিস্রা খ) তমিস্‌রা গ) তোমিস্‌রা ঘ) তোমিস্স্রা

৩০. 'অজ্ঞাত' শব্দটির প্রকৃত উচ্চারণ কোনটি?
ক) অগ্গাত খ) ওগ্গাত গ) অগ্গ্যাঁতো ঘ) ওগ্যাঁত

৩১. যা অবশ্যই ঘটিবে–
ক) অবিহত খ) অনিবার্য গ) অপ্রতিরোধ্য ঘ) অবশ্যম্ভাবী

৩২. কোন বানানটি শুদ্ধ?
ক) কিনাংক খ) কিণাঙ্ক গ) কিনাঙ্ক ঘ) কিণাংক

৩৩. 'কাজটা ভালো দেখায় না।' কোন বাচ্যের উদাহরণ?
ক) কর্ম-কর্তৃবাচ্য খ) কর্তৃবাচ্য গ) কর্মবাচ্য ঘ) ভাববাচ্য

৩৪. অর্থ সংগতি রক্ষার জন্য পরোক্ষ উক্তিতে কীসের পরিবর্তন করতে হয়?
ক) ক্রিয়া পদের খ) কালের গ) সর্বনাম পদের ঘ) অর্থের

৩৫. পূর্ণ বাক্যে একাধিক স্বাধীন বাক্যাংশের পরে বসে–
ক) কোলন খ) সেমিকোলন
গ) হাইফেন ঘ) ড্যাশ

OMR

০১. ক খ গ ঘ	০২. ক খ গ ঘ	০৩. ক খ গ ঘ	০৪. ক খ গ ঘ	০৫. ক খ গ ঘ
০৬. ক খ গ ঘ	০৭. ক খ গ ঘ	০৮. ক খ গ ঘ	০৯. ক খ গ ঘ	১০. ক খ গ ঘ
১১. ক খ গ ঘ	১২. ক খ গ ঘ	১৩. ক খ গ ঘ	১৪. ক খ গ ঘ	১৫. ক খ গ ঘ
১৬. ক খ গ ঘ	১৭. ক খ গ ঘ	১৮. ক খ গ ঘ	১৯. ক খ গ ঘ	২০. ক খ গ ঘ
২১. ক খ গ ঘ	২২. ক খ গ ঘ	২৩. ক খ গ ঘ	২৪. ক খ গ ঘ	২৫. ক খ গ ঘ
২৬. ক খ গ ঘ	২৭. ক খ গ ঘ	২৮. ক খ গ ঘ	২৯. ক খ গ ঘ	৩০. ক খ গ ঘ
৩১. ক খ গ ঘ	৩২. ক খ গ ঘ	৩৩. ক খ গ ঘ	৩৪. ক খ গ ঘ	৩৫. ক খ গ ঘ

উত্তর

৩৫.খ	৩৪.গ	৩৩.ক	৩২.খ	৩১.ঘ	৩০.গ	২৯.খ
২৮.খ	২৭.গ	২৬.ক	২৫.ক	২৪.ক	২৩.খ	২২.খ
২১.গ	২০.খ	১৯.ঘ	১৮.গ	১৭.গ	১৬.ক	১৫.গ
১৪.খ	১৩.ক	১২.ঘ	১১.খ	১০.ক	০৯.গ	০৮.গ
০৭.খ	০৬.ক	০৫.ক	০৪.গ	০৩.গ	০২.খ	০১.খ

JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS

CamScanner

কোচিং বা যে বই-ই পড়ো না কেন, জয়কলি'র বই না পড়লে ভর্তি প্রস্তুতির অর্ধেকই অসম্পূর্ণ থেকে যাবে। ভর্তি পরীক্ষার পূর্ণাঙ্গ প্রস্তুতি ও চান্স পেতে জয়কলি'র ১ সেট বই-ই যথেষ্ট।

Since 2004

জয়কলি

বইয়ের তালিকা জানতে ভিজিট করুন- www.joykoly.com; /Joykoly

ভর্তি পরীক্ষার অনন্য, অতুলনীয়, অপ্রতিদ্বন্দ্বী এবং গুণগত মানে সর্বোত্তম বই-ই হচ্ছে জয়কলি'র বই। কারণ-

- MCQ ও Written মানসম্মত প্রশ্নের সমন্বয়ে যুগপৎ উপস্থাপনের দেশের একমাত্র পূর্ণাঙ্গ ভর্তি গাইড বই।
- একমাত্র জয়কলি'র বই থেকে সকল ভর্তি পরীক্ষায় প্রায় ১০০% প্রশ্ন কমন পড়ার গ্যারান্টি প্রদান।
- জয়কলি'র বই পড়লে অন্য কোনো বই, নোট, গাইড, লেকচার শিট কিংবা কারো সাহায্য নিতে হয় না।
- কোচিংবিমুখ যে সকল ছাত্র-ছাত্রী বাসায় বসে ভর্তি প্রস্তুতি নিচ্ছে তাদের একমাত্র অবলম্বন- জয়কলি'র বই।
- বুয়েট-মেডিকেল-বিশ্ববিদ্যালয় ভর্তির পূর্ণাঙ্গ প্রস্তুতি ও নিশ্চিত চান্স প্রাপ্তির একমাত্র জাদুকরী বই-ই হচ্ছে- জয়কলি।
- জয়কলি'র বই যে-কোনো বইয়ের চেয়ে Best, নির্ভুল উত্তর, সঠিক ব্যাখ্যা, গুরুত্বপূর্ণ তথ্য, MCQ ও Written প্রশ্ন।

বুয়েট-মেডিকেল-বিশ্ববিদ্যালয়ে চান্স পেতে চাও? তবে আজই জয়কলি'র ১সেট বই হাতে নাও।

বুয়েট সেট (BUET, KUET, RUET, CUET ভর্তি সহায়িকা)
১. বুয়েট পদার্থ
২. বুয়েট রসায়ন
৩. বুয়েট গণিত
৪. বুয়েট আর্কিটেকচার
৫. বুয়েট প্রিলি ও প্রকৌশল গুচ্ছ
৬. বুয়েট প্রশ্নব্যাংক
৭. বুয়েট মডেল টেস্ট
- English Bichitra
- IUT
- MIST
- BUP

মেডিকেল সেট (মেডিকেল ও ডেন্টাল ভর্তি সহায়িকা)
১. মেডি বায়োলজি
২. মেডি রসায়ন
৩. মেডি পদার্থ
৪. মেডি English
৫. মেডি GK [সাধারণ জ্ঞান]
৬. মেডি প্রশ্নব্যাংক
৭. মেডি মডেল টেস্ট
- ডেন্টাল এইড
- আর্মড ফোর্সেস মেডিক্যাল কলেজ

মেডি হাইলাইটস সেট
১. হাইলাইটস- মেডি বায়োলজি
২. হাইলাইটস-মেডি রসায়ন
৩. হাইলাইটস-মেডি পদার্থ
৪. হাইলাইটস-মেডি English
৫. হাইলাইটস-মেডি GK

জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় ভর্তি সহায়িকা
প্রশ্নব্যাংক ও ভর্তি সহায়িকা -
- A-ইউনিট
- B-ইউনিট
- C-ইউনিট
- C1-ইউনিট
- D-ইউনিট
- E-ইউনিট
- IBA-JU

বের হয়েছে -
- IQ Suggestion
- Math Suggestion
- Varsity Math
- জাহাঙ্গীরনগর GK
- মৌলিক বিষয়াবলি
- সহায়ক অন্যান্য বই

বিজ্ঞান সেট
১. ঢাবি, জাবি, রাবি, চবি ও
২. GST ও কৃষি গুচ্ছ ভর্তি সহায়িকা
Special For MCQ / Written / Both

১. পদার্থ বিচিত্রা
২. রসায়ন বিচিত্রা
৩. গণিত বিচিত্রা
৪. বায়োলজি বিচিত্রা
৫. প্রশ্নব্যাংক- বিজ্ঞান
৬. মডেল টেস্ট- বিজ্ঞান
৭. Written বিজ্ঞান

বিজ্ঞান হাইলাইটস সেট
১. হাইলাইটস- পদার্থ বিচিত্রা
২. হাইলাইটস- রসায়ন বিচিত্রা
৩. হাইলাইটস- গণিত বিচিত্রা
৪. হাইলাইটস- বায়োলজি বিচিত্রা

কৃষি গুচ্ছ বিশ্ববিদ্যালয়
১.কৃষি বিচিত্রা [কৃষি ভর্তি সহায়িকা]
২.কৃষি প্রশ্নব্যাংক [সকল কৃষি'র প্রশ্ন ও সমাধান]
৩.কৃষি মডেল টেস্ট [ভর্তি পরীক্ষার অনুরূপ]

GST গুচ্ছ বিশ্ববিদ্যালয় ভর্তি সহায়িকা
১. ভর্তি সহায়িকা GST গুচ্ছ এইড, বিজ্ঞান
২. ভর্তি সহায়িকা GST গুচ্ছ এইড, মানবিক
৩. ভর্তি সহায়িকা GST গুচ্ছ এইড, বাণিজ্য
৪. মডেল টেস্ট GST গুচ্ছ এইড, বিজ্ঞান
৫. মডেল টেস্ট GST গুচ্ছ এইড, মানবিক
৬. মডেল টেস্ট GST গুচ্ছ এইড, বাণিজ্য

প্রকৌশল গুচ্ছ বিশ্ববিদ্যালয়
- বুয়েট প্রিলি ও প্রকৌশল গুচ্ছ (KUET, RUET, CUET) ভর্তি সহায়িকা

BBA & MBA
1. BBA, MBA & EMBA [IBA]
2. BIM & BIBM 3. MBA & EMBA

মানবিক সেট
১. ঢাবি, জাবি, রাবি, চবি ও
২. GST গুচ্ছ ভর্তি সহায়িকা
Special For Written / MCQ / Both

১. বাংলা বিচিত্রা
২. English Bichitra
৩. জয়কলি GK
৪. মৌলিক বিষয়াবলি
৫. প্রশ্নব্যাংক-মানবিক
৬. মডেল টেস্ট-মানবিক
৭. Written মানবিক
- Barron's & Cliffs TOEFL [বাংলা অনুবাদ]
- Textbook Practice
- Comprehension Practice
- ICT Suggestion
- IQ Suggestion
- Varsity Math

প্রতি মাসের বাংলাদেশ ও বিশ্বের সর্বশেষ তথ্য জানতে মাসিক তথ্যকণিকা পড়ুন

মানবিক হাইলাইটস সেট
১. হাইলাইটস- বাংলা বিচিত্রা
২. হাইলাইটস- English Bichitra
৩. হাইলাইটস- জয়কলি GK বাংলাদেশ
৪. হাইলাইটস- জয়কলি GK আন্তর্জাতিক

Helping Books, English [মানবিক ও ব্যবসায় শিক্ষা]
1. Touch & Chance 2. EeeZee Load
3. Vocabulary.com 4. EG CAB
5. Joykoly Analogy 6. Phrase & Idiom
7. English Practice Book

মডেল টেস্ট (সকল বিশ্ববিদ্যালয়)
- মডেল টেস্ট- বিজ্ঞান
- মডেল টেস্ট- মানবিক
- মডেল টেস্ট- ব্যবসায় শিক্ষা

টেক্সটাইল / মেরিন ইঞ্জিনিয়ারিং / প্রযুক্তি ইউনিট ভর্তি সহায়িকা
১. BUTex Aid ২. Gtec Aid
৩.মেরিন বিচিত্রা ৪.মেরিন ফিশারিজ
৫.প্রযুক্তি ইউনিট ইঞ্জিনিয়ারিং
৬.মেরিটাইম এইড (মানবিক / বিজ্ঞান)

ব্যবসায় শিক্ষা সেট
১. ঢাবি, জাবি, রাবি, চবি ও
২. GST গুচ্ছ ভর্তি সহায়িকা
Special For Written / MCQ / Both

১. বাংলা বিচিত্রা
২. English Bichitra
৩. হিসাব বিচিত্রা
৪. ব্যবসায় বিচিত্রা
৫. ফিন্যান্স বিচিত্রা/মার্কেটিং বিচিত্রা
৬. প্রশ্নব্যাংক- ব্যবসায় শিক্ষা
৭. মডেল টেস্ট- ব্যবসায় শিক্ষা
৮. Written ব্যবসায় শিক্ষা
- Barron's & Cliffs TOEFL [বাংলা অনুবাদ]
- Textbook Practice
- Comprehension Practice
- ICT Suggestion
- IQ Suggestion
- Varsity Math

ব্যবসায় শিক্ষা হাইলাইটস
১. হাইলাইটস-বাংলা বিচিত্রা
২. হাইলাইটস-English Bichitra
৩. হাইলাইটস-হিসাব বিচিত্রা
৪. হাইলাইটস-ব্যবসায় বিচিত্রা
৫. হাইলাইটস-ফিন্যান্স বা মার্কেটিং বিচিত্রা

প্রশ্নব্যাংক (সাজেশন ও মডেল টেস্টসহ)
১. ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় [সকল ইউনিট]
২. জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় [সকল ইউনিট]
৩. রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় [সকল ইউনিট]
৪. চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় [সকল ইউনিট]
৫. BUP [সকল ইউনিট] ৬. কৃষি প্রশ্নব্যাংক

এছাড়াও যে সকল বিশ্ববিদ্যালয় একক/গুচ্ছ ভর্তি পরীক্ষা নিবে তার প্রশ্নব্যাংক বের হবে।

অন্যান্য বই
১.চারুকলা বিচিত্রা ২.NURSING AID
৩.বিএসসি ইন হেলথ টেকনোলজি
৪.ঢাবি অধিভুক্ত ৭ কলেজ
৫.ঢাবি অঙ্গীভূত গার্হস্থ্য অর্থনীতি কলেজ
৬. PHYSIOTHERAPY AID

জয়কলি'র ১ সেট বই পড়লে বুয়েট-মেডিকেল-বিশ্ববিদ্যালয় ভর্তি পরীক্ষায় প্রায় ১০০% প্রশ্ন কমন ও চান্স নিশ্চিত।

চ্যালেঞ্জ দিয়ে বলছি, ভর্তি পরীক্ষার জন্য-
১. জয়কলি'র চেয়ে নির্ভুল ও ভালো মানের বই আজও প্রকাশিত হয়নি।
২. জয়কলি'র চেয়ে বেশি প্রশ্ন কমন পড়ে এমন বইও প্রকাশিত হয়নি।

জয়কলি'র বই মানেই নির্ভুল উত্তর, সঠিক ব্যাখ্যা, গুরুত্বপূর্ণ তথ্য, সর্বাধিক MCQ, সাজানো-গোছানো উপস্থাপন, শর্ট টেকনিক, গাণিতিক সমস্যার দ্রুত সমাধানের Magic কৌশল, মজার মজার ছন্দ, ছক, ডাটা ও Quick Tips সমৃদ্ধ সর্বোত্তম বই।

একমাত্র পবিত্র ধর্মগ্রন্থ ছাড়া পৃথিবীতে শতভাগ নির্ভুল কোনো বই নেই। বইটিকে আমরা শতভাগ নির্ভুল করার আপ্রাণ চেষ্টা করেছি। পাঠকমহল বইগুলো সম্পর্কে যেকোনো পরামর্শ, সমালোচনা ও মতামত আমাদের নির্দ্বিধায় জানাতে পারেন। আপনার মূল্যবান মতামত আমাদের সৃজনশীল সামাজিক সেবামূলক ব্যবসার পথ চলাকে আরো গতিশীল করবে। নিয়মিত ভিজিট করুন- /Joykoly
web: www.joykoly.com

প্রধান কার্যালয়
জয়কলি পাবলিকেশন্স
১০৯, গ্রিনরোড, ফার্মগেট, ঢাকা
ফোন: ০১৬৭৮ ৩৪ ৩৪ ৩৫

বিক্রয়কেন্দ্র
১. বাংলা বাজার, ঢাকা : ৩৮/২/খ,মান্নান মার্কেট। ফোন : ০১৬৭৮ ৩৪ ৩৪ ৭০
২. ফার্মগেট, ঢাকা : ১০৯, গ্রিনরোড। ফোন : ০১৬৭৮ ৩৪ ৩৪ ৬০

প্রাপ্তিস্থান : সারা দেশ
① www.joykoly.com ভিজিট করে দেশের সকল জেলা / থানার লাইব্রেরির নাম, ঠিকানা ও ফোন নম্বর জেনে নিন।
② অনলাইনে পেতে: www.joykoly.com
③ ফোনে অর্ডার : ০১৬৭৮ ৩৪ ৩৪ ৫০-৫১

HSC পরীক্ষার পরে নয়; বরং একাদশ-দ্বাদশ শ্রেণি থেকেই জয়কলি'র ১সেট বই নিয়ে Advance ভর্তি প্রস্তুতি নাও, চান্স নিশ্চিত।

জয়কলি প্রকাশিত কতিপয় বইয়ের প্রচ্ছদ

HSC পরীক্ষার পরে নয়; বরং একাদশ-দ্বাদশ শ্রেণি থেকেই জয়কলি'র ১সেট
বুয়েট/মেডিকেল/বিশ্ববিদ্যালয় ভর্তির বই নিয়ে Advance প্রস্তুতি নাও, চান্স নিশ্চিত।

বুয়েট সেট

মেডিকেল সেট

বিজ্ঞান সেট

মানবিক সেট

ব্যবসায় শিক্ষা সেট

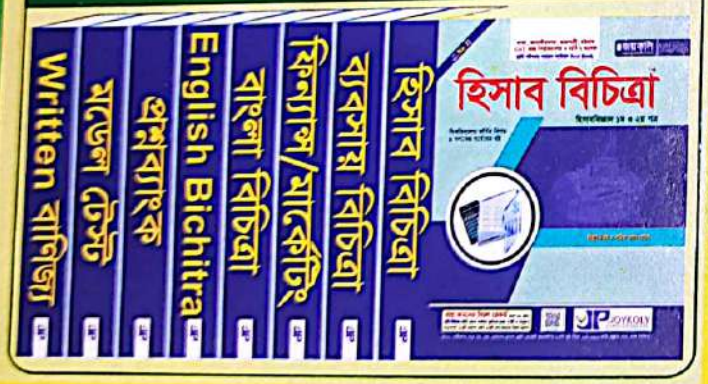

জব সিরিজ

BCS প্রিলি সেট

BCS / কাঙ্ক্ষিত জব পেতে চাইলে অনার্স ১ম বর্ষ থেকেই জয়কলি'র
১সেট BCS প্রিলি বই নিয়ে Advance প্রস্তুতি নিন,চাকরি নিশ্চিত।